

রত্নপিটক গ্রন্থাবলী সংখ্যা ৩।

বিদ্বদ্ব্য নরহরিবিরচিতঃ

বোধসারঃ ।

মূল, অম্বয়, বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা সহিত ।)

অনুবাদক—

শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় ।

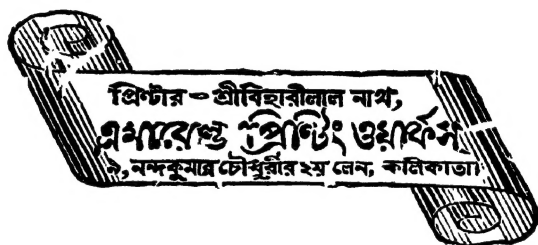
প্রকাশক—শ্রীশ্রীপিনচন্দ্র মল্লিক ।

৪৯ নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, বহুবাজার,

কলিকাতা ।

১৩৩৬ সাল ।

মূল্য ৪৮ টাকা ।



উৎসর্গপত্রম্ ।

শ্রীমৎপরিব্রাজকস্বামিতুরীয়ানন্দচরণকমলেশু—

কেবাং কুন্তেহস্ত ভবতা বিনিযোজিতৌহন্দি

বঙ্গানুবাদরচনে তদহং ন জানে ।

অহঁতাতে ভবত আপ্তকৃপং হি সর্বং

স্বংস্থঃ প্রবর্তয়িতুমত্র ভবান্ বিদেহঃ ॥

ইত্যানুবাদকস্ত্র নিবেদনম্ ।

কাহাদের জন্ত এই গ্রন্থের বঙ্গানুবাদরচনার, আগনি আমাকে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন, জানি না। এই হেতু আমার প্রার্থনা, যাঁহারা আগনধর নিকট হইতে কৃপালাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলেরই হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া তৃপ্তি তাঁহাদিগকে এই গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্ত করুক, যেহেতু, আগনি বিদেহকৈবল্য লাভ করিয়াছেন ।

পরিচয় ।

জননীৰ নিকট আত্মজ্ঞাতাবতঃই অপূৰ্ণ সুন্দর । গ্রন্থকাৰেৰ অৰ্থে
স্বৰচিত গ্ৰন্থেৰও সেইৰূপ সুন্দর হওয়াই স্বাভাবিক । সেই হেতু, এই
গ্ৰন্থেৰ রচয়িতা আচাৰ্য্য নৱহরি, যখন এই গ্ৰন্থকে—

“গ্ৰন্থস্তেতাদৃশস্তাত ন ভূতো ন ভৱিষ্যতি” (১)

“বৎস, এইৰূপ গ্ৰন্থ হয় নাই, হইবে না”—বলিয়া আদৰ কৰিয়াছেন,
তখন পাঠকমাত্ৰেই সেই কথা পড়িয়া, গ্ৰন্থকাৰেৰ প্ৰতি দয়াবনত
দৃষ্টিপাত কৰিবেন, সন্দেহ নাই ; কিন্তু গ্ৰন্থেৰ মধ্যে প্ৰবেশ কৰিলে এবং
গ্ৰন্থেৰ মদমোহমাৰ্শকতাৰ পৰিচয় পাইলে, গ্ৰন্থকাৰ যে স্বয়ং রোগগ্ৰস্ত
থাকিয়া অপৰেৰ সেই রোগবিনাশে প্ৰকৃত হন নাই, তদ্বিষয়ে নিশ্চিত
হইতে পাৰিবেন । বিশেষতঃ গ্ৰন্থকাৰ স্বৰচিত গ্ৰন্থেৰ প্ৰতি উক্তৰূপ
অভিমত প্ৰকাশ কৰিয়া, যে ‘অসমীক্যকাৰিতাৰ অপরাধে অপরাধী
হন নাই, স্বয়ং তাহাৰ কাৰণও পৰবৰ্ত্তী শ্লোকে জ্ঞাবধারণ কৰিয়াছেন—

ন স্তৌমি ন চ নিন্দামি কথ্যামি যথাস্থিতম্ ।

একৈকস্মিন্নিহ শ্লোকে প্ৰোক্তঃ সিদ্ধান্তনিৰ্ণয়ঃ ॥

“আমি এই গ্ৰন্থেৰ অথবা প্ৰশংসা কৰিতেছি না, অথবা গ্ৰন্থান্তৰেৰ
নিন্দা কৰিতেছি না ; আমি ‘যথার্থ’ কথাই বলিতেছি । বেদান্তশাস্ত্ৰেৰ
নিৰ্ণীত চরম সিদ্ধান্ত (জীব ব্ৰহ্মই, তত্ত্বিহ অত্ৰ কিছুই নহে,) ইহাৰ
প্ৰত্যেক শ্লোকই প্ৰাণ্ডধ্বনিত হইতেছে” ; অথচ তাহা পুনৰুক্তিদোষে
পাঠকেৰ অৱচিকৰ হওয়া দ্বৰে থাকুক, সৰ্বিশেষ ৰুচিকৰই হইয়াছে ।

ইহা অবশ্যই অসামান্য কবিত্বের পরিচয়। একটিমাত্র বস্তুকে সস্মৃদ্ধে ধরিয়া, আত্মরোম্মানে তাহাকে অসংখ্যরূপে প্রদর্শন করা। সেক্ষণীয়র (২) কালিদাস প্রভৃতি মহাকবিজনমূলভ হইলেও, পঞ্চমপুরুষার্থে সেই শক্তির প্রয়োগ দেখিলে, “ন ভূতো ন ভবিষ্যতি”-রূপ প্রশংসায়, অস্ময়া করিবার কিছুই নাই, অবশ্য বলিতে হয়। বক্তৃতঃ উদ্দেশ্য ও অনুষ্ঠান ধরিয়া বিচার করিলে, নিবৃত্তিপূর ব্যক্তিমাত্রেই আচার্য্য নরহরির কৃতিকুশলতার যে ভূয়সী প্রশংসা করিবেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। অদ্বৈতবেদান্তের শুদ্ধতাপবাদ তিনি অনেক পরিমাণে যথনোদন করিয়াছেন, পাঠকমাত্রেই স্বীকার করিবেন। এরূপ পরস অল্পভূতির একত্র সমাবেশ কুলাপি দৃষ্ট হয় না, বলিলে, বোধহয়, অত্যাুক্তি হইবে না।

বেদান্তসাহিত্যে এই গ্রন্থের স্থাননিরূপণবিষয়ে, গ্রন্থকার স্বয়ং গ্রন্থমধ্যে যথেষ্ট আভাস দিয়াছেন। একস্থানে (৩) তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন যে তাঁহার সিদ্ধান্ত বসিষ্ঠ, বাস, হইতে নিঃসৃত হইয়া শঙ্করাচার্য্যাকে অবলম্বন করিয়া আনন্দবোধার্চ্য্যের ভিতর দিয়া আসিয়াছে। কিন্তু অত্র (৪) তিনি শাক্ততত্ত্বপ্রতিপাদিত অদ্বৈতসিদ্ধান্তের প্রতিও যথেষ্ট

(২) যথা Sonnets, মেঘদূত। (৩) “কৈবলাকৃতিকা” ৪৬৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৪) “(৩০) শিবশক্তি পরাক্রম” প্রকরঃ দ্রষ্টব্য। শঙ্কর অদ্বৈতবাদ ও শাক্ত অদ্বৈতবাদ, উভয়মতেই স্বীকৃত হইয়াছে যে-ট স্বরূপচৈতন্ত্যের অপলাপ বা আবরণ হইতেই সংসারের উৎপত্তি—“স্বরূপাবরণে চাপ্য শক্তয়ঃ সত্যতোষিতাঃ”, কিন্তু শঙ্কর বলেন, এই অপলাপ বা আবরণ দ্বারা দ্বারা সংঘটিত হয়; সেই দ্বারা ব্রহ্ম নহে, “অব্রহ্ম”, এবং তাহার স্বরূপনির্ণয় করা যায় না। আর শাক্তগণ বলেন সেই স্বরূপচৈতন্ত্য, স্বরূপতঃ অপ্রচ্যুত থাকিয়াই অংশনাকে আবৃত করেন। এই কারণে Sir John Woodroffe শঙ্কর মতে দোষারোপ করিয়া বলেন—“Though Maya is thus not a second reality, the fact of positing it at all gives to Shankara's doctrine a tinge of dualism from which the Sakta doctrine (which has got a weakness of its own) is free “*Maya tattva*” Garland of Letters, page 137.

পক্ষপাতিতা প্রদর্শন করিয়াছেন। আবার মধুসূদন সরস্বতী, অষ্টমত সিদ্ধান্তে যে ভক্তির সুমাবেশ করিয়াছেন, তাহার প্রতিও তিনি সমধিক আস্থা প্রদর্শন করিয়াছেন। (৫) এইরূপে তিনি শাক্তর সিদ্ধান্তকে উপজীব্য করিয়াও তাহার (তথাকথিত) উগ্রতার উপশমে প্রয়াস পাইয়াছেন। আবার শঙ্করসমর্থিত সন্ন্যাসলিঙ্গধারণের প্রতিও তাহার কোনও নিরীক্ষণের পরিচয় পাওয়া যায় না। বরং “১০। রাগত্যাগাত্যাগ-নির্গমঃ” প্রবন্ধে এবং “১৫। বেষবিচার” প্রবন্ধে, তিনি সেই সন্ন্যাসলিঙ্গ ধারণের প্রতি যে কটাক্ষ করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া মনে হয়, তিনি অষ্টমতোপলব্ধির পক্ষে, তাহা একান্তপ্রয়োজনীয় মনে করেন নাই। তাঁহার উপাদিশূত্র “নরহরি” নাম হইতে এবং তাঁহার শিবাকৃত গুরুপরিচয় হইতে, কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না, তিনি কোনও কালে সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছিলেন কি না, অথবা তিনি কোন সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন। (৬)

এই সকল বিষয় পর্যালোচনা করিলে মনে হয়, পূজ্যপাত্র শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ ভারতী প্রভৃতি, বেদান্তসিদ্ধান্তের সাধনায় সন্ন্যাসিগণেরই যে অনন্তসাধারণ অধিকার প্রতিপাদন করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে পরবর্তীকালে যে প্রতিবাদ সমুৎপন্ন হইয়াছিল, নরহরি তাঁহারই সমর্থন করেন।

ইহা ভিন্ন কেবল কৃত্তিপ্রণোদিত হইয়া, অথবা গার্হস্থ্যকৃতি-পরিচালিত বুদ্ধি বশে, করিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। কারণ এক পক্ষে যেমন ব্যাসবাসষ্ঠাদি জ্ঞানিগৃহীর দৃষ্টান্ত তাঁহার সিদ্ধান্তের আনুকূল্য করিয়া থাকে, অপরপক্ষে কলির জীবের দুর্বলতাকে লক্ষ্য করিয়া শঙ্করাচার্য্য সন্ন্যাসলিঙ্গধারণের পক্ষে যে তীব্র নিরীক্ষণ প্রকাশ

(৫) ৩২। “ভক্তিরসায়ন” ১৪৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৬) তিনি যে কোনও এক সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন তাহা গ্রন্থোপসংহারে ২ সংখ্যক নোট হইতে জানা যায়।

করিয়াছেন, তাহাও অসমীচীন বলিয়া মনে হয় না। বস্তুতঃ সন্ন্যাস চিত্তগত অবস্থাবিশেষ হইলেও, বাহ্যব্যবহার, সেই চিত্তগত অবস্থার আনয়নে ও পরিপোষণে যে সমধিক আনুকূল্য করিয়া থাকে, তাহা কোন ব্যক্তি অস্বীকার করিবেন? বিক্ষেপনিবৃত্তিই যদি জ্ঞানসংস্কারপুষ্টির অনুকূল বলিয়া অঙ্গীকৃত হয়, তাহা হইলে দুর্বলপ্রারম্ভমানীত বিক্ষেপের নিবৃত্তির জন্ত লিঙ্গধারণরূপ সন্ন্যাসগ্রহণই প্রকৃষ্ট উপায়। প্রবলপ্রারম্ভবশে লিঙ্গধারী সন্ন্যাসীও যে পামরব্যবহারে লিপ্ত হইতে পারেন, ইহা আমরা অস্বীকার করি না; 'তাই বলিয়া মুমুক্শুজ-সাধারণের জন্ত সন্ন্যাসলিঙ্গধারণ ও সন্ন্যাসসংখ্যাদাপালন যে কনাবশ্যক, একথাও বলা চলে না।

তবে গৃহস্থকে ত্যাগের পথে নামাইতে এই গ্রন্থের যে সবিশেষ উপযোগিতা আছে, তাহা স্পষ্টই প্রতীত হয়। শৃঙ্গাররসঘটিত রূপক উপমাটির সাহায্যে সিদ্ধান্তসমূহ উপযুক্ত হওয়াতে, সেইগুলি ভোগরত পাঠকের হৃদয়গ্রাহী হইবে এবং খণ্ডলডুকের সহিত নিম্নভক্ষণ হইবে। কিন্তু, গৃহত্যাগীর ও সন্ন্যাসীর পক্ষে সেইগুলি গ্রামাধ্যক্ষের উদ্যোগরূপে অরুচিকর হইতে পারে; তবে ছাগলে যেরূপ অগ্রে বাবলাপুটিগুলির সমগ্র ভোজন করিয়া পরিশেষে রোমন্থকালে বিরেক বীজগুলির বর্জন করিয়া থাকে, সেইরূপ শ্রবণকালে উপমারূপকাদি সহ সিদ্ধান্তগুলি বুদ্ধিস্থ করিয়া পরিশেষে, মননের প্রসিদ্ধ প্রক্রিয়ামুসারে দৃষ্টান্তগুলির বর্জনপূর্বক সিদ্ধান্তগুলির গ্রহণ করিলেই গৃহত্যাগী ও সন্ন্যাসিগণকে কলুষিত হইতে হইবে না।

এই গ্রন্থখানি বেদান্তরসিকের আদরের বস্তু হইলেও, 'আধুনিক' বলিয়া, বেদান্ত-ব্যবসায়ী' পণ্ডিতগণের নিকট সমাদর পায় না, কিন্তু, তাহার কালিদাসের হিতোপদেশ ভূগিয়া যান—

“পুরাণমিতোহন সাধু সর্বং, ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যাম্ ।

সম্ভ: পরীক্ষ্যাত্তরঙ্গজন্তে, মুচ: পরপ্রত্যয়নয়বুদ্ধি: ॥”

এবং আরও ভুলিয়া যান, যে আধুনিক কৃতান্তব জ্ঞানীর বচনের প্রামাণ্য, • বেদবচনপ্রামাণ্য হইতে কোনও ক্রমে ন্যূন নহে । ইদানীন্তন জ্ঞানীও ব্যাসবসিষ্ঠাদির সহিত তুল্যপদবীন্দ্র । অধিকন্তু গ্রন্থকার নিজেও, বোধ হয়, আপনার “আধুনিকতা”-ক্রেটি অনুভব করিয়া, তাহার অপনোদনের জন্য উপনিষদের দোহাই দিয়া বলিয়াছেন, তাঁহার সকল কথাই উপনিষদজ্ঞান হইতে সঙ্কলিত, সুতরাং আশঙ্ক্যপদ নহে ।

• আমাদের মনে হয় এই গ্রন্থের আধুনিকতাই একটা অভিনব নবীন গুণ । আধুনিক ‘বলিয়া ইহা মধুসূদনাদি অপেক্ষাকৃত আধুনিক বেদান্তাচার্যগণের চিন্তাসৌরভে, সুবাসিত হইয়াছে, এবং ভক্তিবাদের আন্দোলনে আলোড়িত হওয়াতে, “গুরু” অবৈতবাদ, ইহাতে সারস্বতমণ্ডিত হইয়াছে । বস্তুত: কালক্রমে লোকপ্রকৃতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, চিন্তার ধারা যেমন যেমন পরিবর্তিত হইতেছে, বেদান্তসিদ্ধান্তের ব্যাখ্যাপর গ্রন্থগুলির ব্যাখ্যানপ্রণালীও তদনুসারে পরিবর্তিত না হইলে, বেদান্তের আশ্রয়নীয়তা, ব্যবহারসাধকতা বা অভিাসঙ্গমইষ্ট ফলে তিরোহিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই ।

এই গ্রন্থের কিয়দংশ মাত্র, ১২৯২ সালে কলিকাতানিবাসী অন্নদা প্রসাদ বসু মহাশয় শঙ্করাচার্য্যপ্রণীত বলিয়া বঙ্গানুবাদসহ প্রচার করিয়া ছিলেন । তাহাতে নানাধিক ২৫০ শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায় । তাহার অনেকগুলি অসম্পূর্ণ, অনেকগুলি অশুদ্ধ, কিন্তু তাহাই এতাদৃশ উপাদেয় বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল, যে অনেক বেদান্তরসাস্বাদীকে সেইগুলি আবৃত্তি করিতে শুনিয়াছি । এই পূর্যমৌপাদেয়তাবশত:ই, সম্ভবত: ইহার রচনা

শঙ্করাচার্যের প্রতি আরোপিত হইয়াছিল, কিন্তু শঙ্করগ্রন্থের বিচারণীল পার্থক্য, ইহার রচনা প্রণালী দেখিয়া, সন্ন্যাসের চিত্তধারণে নির্বন্ধাভাব দেখিয়া, এবং পরিশেষে বোড়শ শতাব্দীতে আবিভূত মধুসূদনসরস্বতী বিরচিত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে দেখিয়া, ইহাকে আত্ম শঙ্করাচার্য্যবিরচিত বলিতে সাহস করেন না।

যাহা হউক, এই গ্রন্থের রচয়িতা নরহরি এক দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে, এই বারাণসীধামেই আবিভূত হইয়া ছিলেন। এই গ্রন্থের টীকাকার দিবাকর, তাঁহারই শিষ্য ছিলেন। টীকা ১৭৩৮ শকে সমাপ্ত হইয়াছিল। টীকাটি গ্রন্থকারের সাক্ষাৎ শিষ্য দ্বারা বিরচিত বলিয়া সবিশেষ সমাদরযোগ্য, কারণ এইরূপ টীকায় গ্রন্থকারের অনেক গূঢ় অভিপ্রায় ব্যক্ত হইবার সম্ভাবনা, এবং সন্দিক্ত স্থলে, গ্রন্থকারের প্রকৃত অভিপ্রায়নির্ণয়েও ইহাকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা আইতে পারে; কিন্তু গ্রন্থকারের হৃদয়সারস্ব টীকাকারে অতি অল্প মাত্রায় বর্ত্তিয়াছিল, দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রন্থের যে যে স্থল হৃদয় দিয়া বুঝিতে হইবে, তাহা তিনি কেবল বুদ্ধি দিয়া বুঝিতে গিয়াছেন। অলঙ্কার শাস্ত্রের কার্য্য, কেবল ব্যাকরণ শাস্ত্র দ্বারা সাধিতে গিয়া পাঠকের বুদ্ধির উপর অযথা বোঝা চাপাইয়াছেন। এক কথায় বলিলে, ব্যঞ্জনা ও লক্ষণা শক্তির প্রতি প্রণিধান না করিয়া, কেবল অভিধানশক্তির বলেই বেদান্ত শাস্ত্রানুকূল অর্থ নির্ণয় করিতে গিয়াছেন, এবং সেই হেতু অনেক কষ্টকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বঙ্গানুবাদে সেই সকল কষ্টকল্পনা অবশ্যই পরিত্যাগ করিয়াছি এবং কয়েক স্থলে টীকাকারকল্পিত অর্থ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছি, কারণ সেই সকল স্থলে হৃদয়ের “অভ্যনুজ্ঞা” বা অনুমোদন পাই নাই। তন্নিম্ন প্রায় সর্বত্র আমি টীকাকারের নিকট ঋণী; তবে স্থানে স্থানে শাস্ত্রাস্তর

হইতেও অর্থ ও প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছি এবং পাতঞ্জলযোগশাস্ত্রের অনেক কথা, যোগশাস্ত্রের যোগমণিপ্রভানামী টীকা হইতেও সংগ্রহ করিয়া দিয়াছি।

পরিশেষে বক্তব্য এই “রত্নপিটক” গ্রন্থাবলীর প্রকাশনে আয়াস-স্বীকারে ক্রটি করি নাই; তবে কাশীতে থাকিয়া কলিকাতায় প্রথম মুদ্রাক্ষর কার্য সম্পাদন করাইতে, কতকগুলি অপরিহার্য্য স্থান ঘটিয়াছে। শুদ্ধিপত্রে যথাসাধ্য সংশোধনেরও চেষ্টা করিয়াছি। সহদয় পাঠকবর্গের নিকট তত্ত্বার্থ ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। ইতি শিবমস্ত,

অনুবাদক—

শুরুপূর্ণিমা }
সন ১৩৩৬।

দক্ষিণেশ্বরনিবাসী শ্রীভূর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়,
১৮ নং কামাখ্যা লেন, কাশীধাম।

অনুবাদকশ্চ মঙ্গলাচরণম্ ।

জনক-জননী-মাতৃবাণী-জন্মভূমিভ্যো নমঃ ।

আত্মা বৈ পুত্রনামাত্মনুবচনমিতি শ্রোত্রমূলং যদাপং
স্বস্তোত্রং শ্রাৎ স্বকীয়ং স্তবনমিতি পিতঃ শঙ্কমানো স্তবর্তে ।
আত্মত্বাৎ হি ভক্তে নিকৃপমনিয়ন্তব্যং প্রিয়ার্থং মদীরো
• মৌলিকাস্তপ্রয়াসো ভবতু জননহ্ননৌ চ তে পূৰ্ণজ্ঞানাম্ ॥

গৰ্ভে ধৃত্বা শরীরং দদিত জননি মে সাধনং মুক্তিসিদ্ধৌ
পাশেনৰ্শস্ত বদ্ধং তব কৃতিকৃপয়া রক্ষিতং পোষিতং যৎ ।
বক্তে বাণীক বদ্ধামৃষিগুণনিগড়ৈঃ সাধনং মৌনসিদ্ধে
জাড্যং শ্রিত্বা তু যস্তা ঋণমুপি ভরতো হৃশুশ্চক্ষুদেহী ॥

(সন্তোজাত পুত্রকে সখোদন করিয়া পিতা বলেন) ‘হে পুত্র তুমি আমার আত্মাই ;
পুত্র নাম ধরিয়াছ’—এই প্রতিবচন যখনই আমার কর্ণগেচি হইল, তখনই বুঝিলাম,
হে পিতা, তোমাকে স্তব করিলে, তদ্বারা নিজেরই স্তব করা হইবে ; এই আশঙ্কায়,
নিবৃত্ত হইলাম । কিন্তু তুমি আত্মা বলিয়াই, প্রীতির পরম আশ্রয় । সেই হেতু,
তোমার প্রীতির জন্য আমার এই মোক্ষের একান্ত চেষ্টা, তোমারও জন্ম-(মরণ)
-নিবর্তক হউক, এবং স্বেইক্লপ তোমার পূৰ্ণপুরুষগুণেরও হউক ।

হে জননি, তুমি গৰ্ভে ধারণ করিয়া, আমাকে মুক্তিসিদ্ধির সাধন-শরীর দিয়াছ বটে,
কিন্তু তাহা তোমারই ঋণপাশে আবদ্ধ, কেননা তাহা তোমার সদয়চেষ্টায় রক্ষিত ও
পালিত হইয়াছে । তুমি আমার মুখে মৌনসিদ্ধির সাধনরূপ বাণী দিয়াছ বটে, কিন্তু

পুংঘোনিং যাতি মাতা শ্রুতিমিতি তনয়ে শ্রোতসন্নাস্তমার্গে
 তস্তাদানং স্নুসাধ্যং তস্মকরমিব মে পালনং তৎস্থিতীনাম্ ।
 দেহশ্চিভক্তং ভূয়ান্তদস্মৃতিপন্নং যত্র কুত্ৰাপি তিষ্ঠে:
 আশংস্তস্তে যথা শ্রান্তব মম চ গতিঃ পুংতনৌ শাশ্বতে চ ॥

লক্ষা বাণী তু যাশ্চে কবিগুণরহিতা সা ক্রুতা মে বিধাতা
 কুখ্যামান্ণামস্তা অনুবদনপন্নঃ শর্শ্ববাচাং সুনীনাম্ ।
 গচ্ছ ত্বং মাতৃভাবে তদস্মু চ জলধিঃ সৌন্দর্যপঞ্চ যত্রা
 নস্তা বাচো বিলীনা বহুজনিভগিতা নামরূপৈ বিমুক্তাঃ ॥

তাহা (অধ্যয়ন-অধ্যাপনারূপ) স্নবিধগণপাশে আবদ্ধ । জীবনুকৃত, (মহামতি) জড়ভরত
 (সঙ্কল্পনিরোধরূপ) জড়তা বা মৌন, (প্রথম হইতেই) অবলম্বন করিয়া, (এবং সেইহেতু
 জননীপ্রদত্ত বাণী ব্যবহার না করিয়া, কোশলে,) সেই বাণীর ঋণও পরিশোধ
 করিয়াছিলেন ।

সুনিয়াহি, পুত্র সন্ন্যাসাবলম্বন করিলে, মাতা পুরুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন । সন্ন্যাস-
 গ্রহণ ত সহজ কথা ; সন্ন্যাসের নিয়মপালন, আমার নিকট দুঃসাধ্য বলিয়াই মনে হয় ।
 তুমি এখন পরলোকে যে অবস্থাতেই থাক, আলীকর্ষাদ বরিণ্ড, যেন দেহ ও মন সেই
 সন্ন্যাসের নিয়মপালনে রত হয়, তাহা হইলে তোমার পুরুষ হইয়া জন্মলাভ হইবে এবং
 আমারও নিত্যপরমাত্মতাল্লাভ হইবে ।

কিন্তু বদনে যে ভাষা পাইয়াছি, বিধাতা তাহাকে কবিত্বহীন করিয়া দিয়াছেন ।
 সেইহেতু পরমহিতবাদী মুনিগণের বচনের অনুবাদে রস হইয়া, এই ভাষার ঋণ
 পরিশোধ করিব । তদনন্তর হে মাতৃভাবে, তুমি সৌন্দর্যপঞ্চ সমুদ্রে বিলীন হও, বাহাতে
 বহুজন্মকথিত অসংখ্য ভাষা, নাম ও রূপ পরিভাষ্য করিয়া বিলীন হইয়া গিয়াছে ।

ববন্দে দেবকীং শৌরিষশোদাকমধিষ্ঠিতঃ।
 জন্মভূমিঃ তথা বন্দে কাশীরজসি শারিতঃ ॥
 ক্রোন্তা হাদিশবর্ষাণি নান্দ্রশং তাবকং রজঃ ।
 দক্ষিণেশ্বরীসর্বস্বং বিবেশ্বরে ন হ্রলভম্ ॥
 তথাপি যম সর্বস্বং ন স্তত্বা দক্ষিণেশ্বরম্ ।
 মানসং মে ক্লমং যাতনতস্তং স্তোমি শক্তিভঃ ॥—

শ্রীকৃষ্ণ যশোদার ক্রোড়ে উপবিষ্ট হইয়া দেবকীর বন্দনা করিয়াছিলেন। হে জন্মভূমি, আমিও সেইরূপ কাশীর ধূলার পড়াগড়ি দিয়া তোমার বন্দনা করিতেছি। দ্বাদশ বৎসর অতিক্রম করিয়াও তোমার ধূলি স্পর্শ করি নাই। (তাহার কারণ এই) দক্ষিণেশ্বরের সর্বস্বদান বিবেশ্বরে হ্রলভ নহে। তথাপি আমার সর্বস্বদান দক্ষিণেশ্বরের স্তব না করিয়া, আমার মন ক্লান্ত হইয়াছে, এই হেতু আমি যথাসক্তি সেই দক্ষিণেশ্বরের স্তব করিতেছি:—

অথ দক্ষিণেশ্বরস্তোত্রম্ ।

ও নমঃ শিবায় ।

১

পরেবাং ছন্দানাং সম্যুসরণৈঃ “দক্ষিণ”-পন্নং
 যশো লভ্যাং তর্হীশ্বরপরপদা বৈ তদভিধা ॥
 ভবেৎ সোক্তপ্রাসোক্তিস্তপনতনয়ে জীবনহরে
 ততঃ কাশ্বর্থা সা শিব নিরবশেষং হি ভবিষা ?

অপরের ইচ্ছা সম্যগুপপে পালন করিলে, যদি “দক্ষিণ” বলিয়া খ্যাতিলাভের যোগ্য হওয়া যায়, তাহা হইলে দক্ষিণেশ্বর এই নামটি, (দক্ষিণ-দিকপতি) যমসম্বন্ধে অবশ্যই পরিত্রাসোক্তি হয়, কেননা তিনি সকলের প্রাণ হরণ করিয়া থাকেন। তাহা হইলে হে শিব, কাহার প্রতি সেই নামটির প্রয়োগ হইলে তাহার সকল অর্থই অব্যর্থ হয় ? ১।

১

২

অবাচীং কুর্বাণোঃপরমিব কলত্রং ঘটনৈঃ
স্বমুক্তিং কাশীঞ্চ ত্রিদশহিতকামঃ সমজহাৎ ।
স দায়াদস্তস্মিন্ যশসি মদতীতি ঐবদসে
যশস্তদুগায়ন্ত ত্রিদিবনিলয়া ভোগরুচয়ঃ ॥^১

৩

কিমায়াতং চেত্তে ধনসুতযশোজীবিতসুখ-
প্রদা দেবাস্তুষ্ঠা চরমসুখলিপ্সোমতিমতঃ ।
ভরুপোহসৌ কাশ্মাং স্তিমিতনয়নো জ্যোষমধুনা
বদেন্মুখ্যং পাশং গণয়ত বুধা এব হি দয়াম্ ॥

যদি বলেন, যে অগন্ত্য (দেবতাগণের প্রার্থনাক্রমে) তাহাদের কল্যাণকামনা করিয়া, কান্ধী ও তৎসঙ্গে নিজের মুক্তিসাধনা, পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণদিকে লোণামুদ্রার সপত্নীধরূপ করিয়া আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন, তিনিই সেই বিপুলযশের অধিকারী—
তবে বলি, ভোগাসক্ত দেবতাগণই তাহার সেই যশোগান করুন । ২ ।

কারণ, দেবতাগণ তুষ্ট হইলে মুক্তিরূপ পরমসুখাভিলাষী বুদ্ধিমান অগন্ত্যের তাহাতে কি আসিয়া গেল, যেহেতু দেবতাগণ কেবল ধন, পুত্র, যশ ও আয়ুজনিত সুখই প্রদান করিতে পারেন, (মুক্তি দিতে পারেন না) ; তাই আত্ম অগন্ত্যকে নন্দ্যরূপ ধরিয়া, কান্ধীর প্রতি নির্মেষদৃষ্টি হইয়া নীরবে বলিতে হইতেছে, “হে সুধীগণ, দয়াকেই অষ্টপাশের প্রথম পাশ বলিয়া গণনা করিও । ৩ ।

[অনিত্যে নিত্যবুদ্ধি, অস্থখে স্থবুদ্ধি, অশুচিতে শুচিবুদ্ধি, অনাস্থে আস্থবুদ্ধি,—
এই চারিটি অবিজ্ঞার মূর্তি ।] এই চারিপ্রকার অবিজ্ঞাই সকল বিপদের নিদান ।

[আর অষ্টাংক,—“মুক্তি মিচ্ছসি চেত্তাত বিষয়ান্ বিষবস্ত্যজ ।

কমার্জবদায়তোবসতাং পীযুষবস্তজ ॥” এইরূপে মুখস্বরুপ অতি

“চতুর্ভেদাহবিদ্যা নিখিলবিপদাং বৈ প্রজননী

“মুমুক্শুণাং কৃত্য। তত্ত্বজ্ঞতি দয়া তন্নিরসনা ।

“তদত্যা বা তস্যা ভিষগমৃতভুগ্জৈমিনিরলং

“ত্বজ্জিহ্বাং তস্তাং যদি বিমূশত স্বাত্মকপটম্ ॥”

৫

বিবৃত্যাসৌ দেহে যদি ঘটন্তুনির্জীবশিবতাং .

কচিং তস্তা যচ্ছৈজ্জড়জনগণে শোকমথিতে ।

তদা নিত্য। তিষ্ঠেৎ সুপরহিতদ্যাসৌ ত্রিভুবনে

যশোধারারূপা সগরকুলজশ্চৈব করুণা ॥

দয়ামূল্যলনের ব্যবস্থা করিয়াছেন] সেই ‘জীবে দয়ার’ অর্থ কেবল অবিভার দূরীকরণ । ভক্তির অপর সকল প্রকার দয়া করিতে, হয় বৈজ্ঞানিক, না হয় দেবতা, না হয় যজ্ঞবিৎ জৈমিনি বা কশ্মকাক্ষিগণ, সমর্থ । সেইরূপ দয়া করিতে যদি তুমি তোমাদের চিত্ত আসক্ত হয়, তবে বিচার করিয়া দেখিও, তাহা তোমাদের নিজ বুদ্ধিরই ছলনামাত্র, (কেননা, সেইরূপ দয়া করিয়া তুমি কেবল অহঙ্কারকেই পুষ্ট করিতে চাহিতেছ) । ৪ ।

যদি সেই অগন্ত্য নরদেহে অবস্থানকালেই তাহাতে জীবের শিবরূপতা প্রকটিত করিয়া অর্থাৎ জীবমুক্তি সম্পাদন করিয়া, শোকনির্জিত, বিচারবিহীন মহাযোগকে, তদ্বিষয়ে রুচি প্রদান করিতেন, তাহা হইলে, তাহার সেইরূপ নিজপর-হিতকারিণী দয়া সগরকুলসম্বৃত ভগীরথের নিজপর-হিতকারিণী যশোধারাক্ষিপণী করুণার স্তায় অর্থাৎ গঙ্গার মতো ত্রিভুবনে অক্ষয় হইয়া থাকিত । ৫ ।

বৃত্তস্তং যৎ পাঠেঃ শিবিরসরণং রক্ষিতুংদাঃ
 শিশুদ্রোহিদ্রোণেরবিহতগতিং ক্রুরকৃতয়ে ।
 সপর্যাপ্তীতস্তং কৃতমমুগতং দক্ষিণতয়া
 কৃৎং বৈ বুধোরন্ বৃত পরময়া যে জড়মিয়ঃ ॥

নিশাশেষে চৌরঃ স্বজনভরণে চিত্তবিকলঃ
 শিরোঘাতং হতীরমবিরতং দেবনিলয়ে ।
 শশংসং ভাং রাত্রৌ ক্লান্তিবিফলতাং বৃত্ত্যুপচয়ে
 তদা তস্মৈ ঘণ্টাং করবিধুবনৈজ্ঞস্তজতুকা ॥

পাণ্ডবগণ তোমাকে নিজ শিবিরের পথ রক্ষা করিতে নিযুক্ত করিলে, তুমি যে শিশুদ্রোহী অশ্বখামাকে নির্দয় হত্যাকাণ্ডের জন্য পথ ছাড়িয়া দিয়াছিলে, তাহাতে, তুমি তৎপূজার শ্রীত হইয়া যে পরম দাক্ষিণ্যবশতঃ তাহার ইচ্ছার অনুবর্তন করিয়াছিলে, এ কথা জড়বুদ্ধিলোকে, হয়, কি প্রকারে বুঝবে? (তুমি যেমন একপক্ষে পাণ্ডবগণের বার্ষসংরক্ষণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলে, তেমনি পক্ষান্তরে অশ্বখামার ও তদ্বিরোধী ইচ্ছা পূর্ণ কুরিতে বাধ্য হইয়াছিলে। সেই হেতু তুমি, যে-দাক্ষিণ্যবশতঃ অশ্বখামার ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছিলে, তাহা দাক্ষিণ্যের চরম সীমা ও সর্বোচ্ছতা, তাহা ভেদবুদ্ধিবিশিষ্ট মূঢ় জনের বুদ্ধির অতীত।) ৬।

(শৈবপুরাণবিশেষে যে আখ্যায়িকা আছে—) পত্নিবীরবর্গপ্রতিপালনে (অক্ষমতা-বশতঃ) দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া এক চোর রাত্রি অবসানপ্রায় হইলে, তোমার মন্দিরে বাইরা কপাটে বিস্তর মাথা ঠুকিয়া তোমাকে জানাইল, সেই রাত্রিতে জীবিকার্জনে তাহার সকল চেষ্টা বিফল হইয়াছে। তখন (সেই মন্দিরাভ্যন্তরনিবাসী) এক বাহুড় (সেই কপাট শব্দে) ভীত হইয়া পক্ষবিধূন, দ্বার (দোহল্যমান) ঘণ্টাটিকে বাজাইয়া তাহাকে জানাইয়া দিল (হরণ করিবার মতো একটী বস্তু রহিয়াছে)।

৮

ন হস্তপ্রাশ্যাসৌ ছলয়সি কথং মাং সুরগুরো
 কথং নিঃশ্রেণীত্বং ভবসি চ ন মে দেহততিতঃ ।
 ইতি স্তেনেনোক্তো মুড়তদকুথা দক্ষিণতয়া
 পরোক্শত্রীতিং জহতি হি সুরা বালিশকুতে ॥

৯

শ্রুতিস্তে স্তেনানাং পতিরিতিগিরি প্রীতিমকুরা
 পিতুঃ সর্কীয়ত্বং রহসি বিদিতা বেদ্বিতবতী ।
 স্বকৃত্যায়ৈ স্মৃত্যৈ পরমিতরুথা কল্যষভিয়া,
 স্মৃতে দাঁসাঃ শিষ্টা স্তদধিগমিতা দক্ষিণতয়া ॥

তখন সেই চোর তোমাকে বলিল, 'হে সুরগুরো, যেখানে আমার হাত পৌঁছে না, এত উচ্চে অবস্থিত ঘণ্টাটিকে দেখাইয়া কেন আমাকে ছলনা করিতেছ? (যদি আমাকে তোমার ঘণ্টাটি দিতেই হয়, তবে তোমার দেহটি দীর্ঘ করিয়া কেন আমার সোপানস্বরূপ হও না?) তদনন্তর হে মুড়, তুমি দক্ষিণতায়তঃ তাহাই করিলে। দেবভাগণ (আপন আপন নাম ও রূপ বিবরে) পরোক্শতা ভালবাসেন বটে অর্থাৎ তদন্তর অপরিক্রান্ত রাখিতে চাহেন, কিন্তু তাহারি যখন মূর্খ সার্বিকের হাতে পড়েন (অর্থাৎ বাহারা দৃঢ়মাজেই মিথ্যা, এই তথ্য না জানিয়া দেবতার মূর্তি দর্শনে ত্রির্কল্পপর হয়), তখন দেবভাগিককে সেই পরোক্শপ্রিয়তা পরিত্যাগ করিতে হয়। ৮।

শ্রুতি (যজুর্বেদের অন্তর্গত রত্নাখ্যায়) তোমাকে 'চোরগণের পালনকর্তা' বলিয়া স্তব করিয়া, তোমার প্রীতি উৎপাদন করিলেন, তাহার কারণ এই, শ্রুতি আপন জনকের (তোমার) সর্কীয়তা অর্থাৎ তুমি চোরেরও আস্থা, ইহা গোপনে জানিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রুতি আপন কৃত্য স্মৃতিকে সেই সর্কীয়তা যে অস্ত্র প্রকারে বুঝাইলেন, তাহা পাপের গুরে, অর্থাৎ পাছে (সংসারে) পাপাচরণকে প্রেরণ দিতে হয়। (পরিশেষে) স্মৃতির দাঁস শিষ্টগণকে (সদাচারিগণকে), তোমার সেই সর্কীয়তা 'শিবের দক্ষিণা' বলিয়া বুঝান হইল।

যতো দাক্ষিণ্যস্তগ্নিজপরিভিদায়া নিরসনং
 ভবেজ্জীবে সেতুর্নিখিলনিজতাপ্তেঃ কৃতিমতি ।
 পরং বিশ্বাঅনু তন্ন হি নিজসুখাং সংসৃতিংবা
 কিমপ্যাত্তদৃষ্টা স্বয়ি বিষমতা বৈতবিবশৈঃ ॥

দিশাং সর্বাংসাং ত্বং কিল জনয়িতা চেশ্বরবিভূঃ
 তথাপ্যাখ্যায়ানং যজ্ঞমভিরমসে দক্ষিণপত্তৌ ।
 'পৃথাপুত্রৈস্তাক্রুং বিষয়মভি তে সাস্বনমিদং
 'ন ভেতবাং তাতাঃ পতিতশরণে তিষ্ঠতি ময়ি ।'

যে হেঁতু, সেই দাক্ষিণ্যর অনুশীলন দ্বারা আপন ও পর এইকণ ভেদ দূরীভূত হয়,
 'সেই হেঁতু, উজ্জমশীল মুমুকু জীবের পক্ষে সেই দাক্ষিণ্যের অনুশীলন সর্বাঙ্গতা প্রাপ্তির
 সেতুস্বরূপ হইবে, কিন্তু যে বিশ্বাতন, তোমার সেই দাক্ষিণ্য, তোমার সংসারবিধারক
 স্বরূপভূত সুখ ভিন্ন ক্ষান্ত কিছই নহে। যাহারা বৈতপ্রতীতিদ্বারা অভিভূত, তাহারাই
 তোমাতে ভেদ দর্শন করিয়া থাকে এবং সেই হেঁতু, তোমার স্বরূপস্বথকে দাক্ষিণ্য
 বলিয়া বুঝে। ১০।

দশদিক্ই তোমা হইতে জন্মলাভ করিয়াছে, ইহা সর্বজনবিদিত। সেই হেঁতু,
 তুমি সকল দিকেরই ঈশ্বর হইয়া, সকল দিক্ ব্যাপিয়া রাখিয়াছ। ভূষাপি তুমি যে
 (এ স্থলে) 'দক্ষিণেশ্বর' এই নামে প্রাতিলাভ কর, তাহার কারণ, ইহা, পাণ্ডববর্জিত
 দেশের প্রতি তোমার সাক্ষ্য, 'হে বৎসগণ, তোমাদের ভয় নাই, পতিত-জন-তারণ এই
 যে আমি এখানে উপস্থিত'। ১১।

শিয়োদেশে স্থিতা শবশয়নমকে বিতমুখে
 পদপ্রান্তে যন্ত্রাঃ শমনশয়নীং দক্ষিণগতাম্ ।
 নিবেশ্য স্বাং শক্তিং সদনমমুগ্ধং প্রকুরুষে
 বিমুক্তৈঃ সা পল্লী প্রতিফলিতকাশ্বেব বিদিতা ॥

অসামান্য প্রীতির্যদি তব ন চাত্ত্র ত্রিপথগা
 কথং নীতা মুর্দ্ধা চরণতলমস্তা অপচিভৌ ।
 ততঃ কালীক্ষেত্রে কৃতচরণসেবা কথমসৌ
 অদূরে নির্বাণা নকুলবর দীতেব বিবরে ॥

তুমি যে এই ক্ষুদ্র গ্রামের শিয়রে উপবিষ্ট হইয়া আপন কোলে শয়ান বিহ্বল করিয়া রাখিয়াছ, এবং ইহার পাদদেশে আপন শক্তিকে, শমনভয়-নিবারিণী এবং সেই হেতু দক্ষিণদিক্‌ভিত্তি করিয়া স্থাপন করিয়াছ, এবং এইরূপে গুপ্তা-দৈর্ঘ্যের সহিত সমদীর্ঘা এই পল্লীকে বিমুক্তিসদন করিয়া নির্মাণ করিয়াছ, ইহাতে আমি ইহাকে (উত্তর-বাহিনী গঙ্গার পশ্চিমতটবর্তিনী) কালী, (দক্ষিণবাহিনী গঙ্গার পূর্বতটবর্তিনী) প্রতিবিম্বিত ছবি বলিয়াই বুঝিয়াছি। (কেননা ক্যান্ডোতেও তুমি এই ভাবেই অবস্থিত।) ১২।

এই গ্রামের প্রতি তোমার প্রীতি যদি অসামান্য না হইবে, তাহা হইলে তুমি কেন ইহার পূজার অস্ত্র জাহ্নবীকে মাথায় বহিয়া, ইহার চরণতলে উপস্থাপিত করিয়াছ ? এবং জাহ্নবীকর্তৃক ইহার চরণসেবা সমাপ্ত হইলে গুর, হে নকুলেশ্বর, তুমি কেন অদূরে কালীক্ষেত্রে, সীতার স্থায়, সেই জহ্নুতনয়ীকে, (সাধনার বলরূপে) বিবরে (পাতালে) নির্বাণ প্রদান করিয়াছ। ১৩।

সুগুপ্তং ত্বং যাবদ্বিপুলবিভবশ্লেচ্ছনুপতে
 রথা অস্ত্রাগারং নয়নপুরতঃ শক্তিশরণে ।
 প্রতিষ্ঠা তস্ত্রাসৌভূবনবিদিতা তাবদমিতা
 তয়া ত্যক্তে তস্মিন্ সপদি তু গতা সংশয়পদম্ ॥

পুরা যো নীলাদ্রিং পৃথি জিগমিযুঃ কৃষ্ণবিরহাৎ
 সিমেষ্টেনাং পল্লীং নয়নসলিলৈঃ কল্মষহরৈঃ ।
 স গৌরান্নঃ প্রীতিং তব রহসি লেভে স হি ন কি-
 'সদৈবৈতে নিষ্ঠাং রসসরণিগম্যাং সমগমৎ ?

ততো বীজাদস্ত্রাং সমজনি তব জপ্রগিহিতঃ
 ভূবি ব্যক্তোহৈবৈতস্থিতিশ্লগহনো ভক্তিরসিকঃ ।

বিপুলবিভব শ্লেচ্ছ নৃপতির অস্ত্রাগার তমি যতদিন আপন নয়নসমক্ষে আপন শক্তির গৃহে রাখিয়াছিলে, ততদিন তাহার সেই ভুবনবিদিতা প্রতিষ্ঠা যেন অপরিমিতা ছিল। তুমি সেই "অস্ত্রাগার পল্লিত্যাগ কশ্য, হঠাৎ যেন তাহা সংশয়পন্ন হইয়াছে। ১৪।

(কয়েক শতাব্দী) পূর্বে, গৌরান্ন নীলাচল বাইবার জন্ত যাত্রা করিয়া পথে কৃষ্ণবিরহজনিত অশ্রুজলে এই পল্লীকে অভিষিক্ত করিয়া ইহার পাণ হরণ করিয়া-ছিলেন। তিনি তখন অবশ্যই গেষ্পনে তোমার প্রীতি বা অমুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন। কেন না তিনি কি সচ্চিদানন্দের আনন্দমার্গমাত্র অনুসরণ করিয়া, অদ্বৈতব্রহ্মনিষ্ঠা লাভ করেন নাই? ১৫।

তদনন্তর সেই অশ্রুবীজ হইতে তোমার জ্বলিবেগমাত্রদ্বারা সৃচিত নিদেশক্রমে রামকৃষ্ণ আবির্ভূত হইলেন। ইনি (গৌরান্নের স্ত্রাং) ভক্তিরসিক, কিন্তু ইহার অদ্বৈত

স রামাখাঃ কৃষ্ণে নিবসথমিমং পুণাষশসং
তব কৈত্রং কালা ইতি ভুবি পরোক্ষং প্রথিতবান্ ॥

১৭

ধন্যামপ্রাকীং স্বজনককথাং ভক্তিগলিতাং
তদাসুল্যাখ্যাতিং স্বহৃদয়পটে মাতুরগমং ।
তমেবাসৌ শ্রুতা জগত ইতি লীনা বিয়তি সা,
যথা দাকারোহভূদৃষিবচসি দাসোহহমিতি যৎ ॥

১৮

তব জ্যোতিস্তুষ্ণো বিকরতি করান্ মর্ত্যজলধৌ
সুদূরেহপি স্নেছে তরগিনিবহে বাতনুলিতে ।
জগৎ সর্বং তস্মৈ প্রণতিপ্লবতঃ তেহহভিনয়দ্
ববন্ধৈকং সেতুং প্রণতমতিগঙ্গং চরণয়োঃ ॥

স্থিতি অতি গভীর এবং ভুবনবিদিত। (গৌরাস্তের স্তায় ইহার অবৈতনিষ্ঠা অব্যক্ত ছিলনা।) সেই রামকৃষ্ণ তোমার এই পুণ্যলোক নিবাসপল্লীকে কালীর ক্ষেত্র বলিয়া পরোক্ষভাবে ভুবনে প্রচারিত করিলেন। ১৬।

তিনি যখন, তাহার ভক্তিদর্শনে দ্রবীভূতা প্রকৃতিজননীকে আপনার ও বিশ্বের জনক সেই পুরুষের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন তিনি আপনার হৃদয়পটে জননীর অঙ্গুলি-নির্দেশ প্রাপ্ত হইলেন, (তাহার অর্থ) তুমিই সেই বিশ্বের শ্রুতা। এইমাত্র জানাইয়া তিনি আকাশে বিলীন হইয়া গেলেন। আর যখন ‘দাসোহহং’ ‘দাসোহহং’ বলিয়া হরির আশ্রয়ে গর্ভিত হইয়াছিলেন, তখন সেই বাক্যে ‘দা’কার যেরূপে বিলীন হইয়া গিয়াছিলেন, ঠিক সেইরূপেই তিনিও বিলীন হইলেন। ১৭।

তোমার সেই আলোকময় মানবসমুদ্রে কিরণজাল বিস্তার করিতেছে। তাহা ঝঞ্ঝাতিভিত্র সুদূরস্থিত স্নেহতরুণীসমুদ্রেও পৌছিতেছে। এইহেতু সমগ্র জগৎ যে

সদয়সরলতায়াঃ সপ্রসাদকমায়াঃ

পরমপরিণতিস্তে শান্তবৎ দক্ষিণতম্ ।

অমূলভমিতরত্র ত্বাঅনি ব্যক্তসত্ত্বঃ

কথমমুসমধাস্তাঃ মদ্বহির্দক্ষিণেশম্ ?

সর্বত্রৈব স্বদেহে নিয়তনিবসতিঃ বিব্রতং দক্ষিণেশং

গৃঢ়ং পুণ্যঞ্চ দুর্গাচরণবিরচিতং শ্রাবয়েৎ স্তোত্রমেতৎ ।

দধ্যাদ্ যোহর্থঞ্চ চিত্তেন্দ্ৰবিমলবিশদে প্রাপ্নুয়াৎ স হুমুখা

কাশীমৃত্যোঃ সুরমাং ফলমবিচলিতং যত্র কুত্রাপি তিষ্ঠন্ ॥

ইতি শ্রীদুর্গাচরণবিরচিতং দক্ষিণেশ্বরস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

তোমার চরণে প্রণতিপরায়ণ হইয়াছে, তাহা দেখাইবার ক্ষমতা, গঙ্গা অতিক্রম করিয়া তোমার চরণযুগলে প্রণত এক সেতু বাধিয়াছিল । ১৮ ।

হে শম্ভো, দয়ার সহিত নয়নতা এবং প্রসন্নত্ব সহিত ক্রমা ("কুমার্জিব দয়াতোষ") পরাকাষ্ঠা লাভ করিলেই, তোমার দক্ষিণের মূর্তি ধারণ করে। সেই পরাকাষ্ঠা জগতে সর্বত্র ছলিত হইলেও আত্মায় কিস্তি পড়েই প্রতীত হয়। (কেননা সকলেরই আত্মা নিজের নিজের প্রতি সর্গ, সরল, প্রসন্ন ও ক্রমাবান্।) তাহা হইলে, দক্ষিণেশ্বর, তোমাকে কেন আমি আপনার বাহিরে অন্বেষণ করিতেছিলাম ? ১৯ ।

যিনি জগতের সর্বত্র এবং প্রতি জীবের দেহে, অবিচ্ছিন্ন বসতিক্রমে বিস্তারিত, সেই দক্ষিণেশ্বরকে দুর্গাচরণ-বিরচিত এই গভীরার্থক ও পুণ্য স্তোত্র শুনাইতে হয়। আর যিনি রক্তমোহাবির্জিত শুদ্ধস্বচিন্তে ইহার অর্থ ধারণ করিবেন, তিনি না মরিয়াই এবং যেখানে সেখানে থাকিয়াই কাশী-মরণের রমণীয় ও নিত্য ফল (মুক্তি) লাভ করিবেন। ২০ ।

ইতি শ্রীদুর্গাচরণবিরচিত দক্ষিণেশ্বরস্তোত্র সমাপ্ত ।

শুদ্ধিপত্র ।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধি	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধি	শুদ্ধ
৫	১৪	ধূলির	ধূলির	১১৮	৭	অবুমা	অবুমণা
৩২	১২	হ	হি	১২২	১১	য়েটে	য়েটে
৩৬	৫	ক্ষেমা	ক্ষেম	১২২	১১	ক্রো	ক্রবো
৩৮	১২	বিত্তার্জনে	বিত্তার্জনে	১২৮	কোণে	২২।	ইষ্টযোগঃ
৪৭	১৩	উপলক্ষ	উপলক্ষ্য	৩০। শিবশক্তিপরাক্রমঃ।			
৫০	২৩	তু তে	তে	১৪২	৭০	বচনে	বচনে
৫৪	১২	বেষবিচার	বেষবিচারঃ	++	ব্রু বাচ	++	ব্রু বাচ
৫৮	৬	গ্রাহ,	করণীয়	১৫১	৬	সধম্মানুষ্ঠান	সধম্মানুষ্ঠান
		ত্যাগ্য	অকরণীয়	১৬৯	৪	ঐহিকামুন্নি	ঐহিকামু-
৫৯	৯	স্বল্প	স্বল্পং				দ্বিকে
৭৭	১৯	স্বকঃ	স্বকঃ	১৯৫	১৭	সেইক্রপ	সেইক্রপ
৯২	১৩	বালে	বলে	১৯৭	১৭	স্তহি	স্তহি
৯২	২০	শৈথিল্যাস্ত	শৈথিল্যানস্ত	২০১	৫	তেনাঅনস্ত	তেনাঅনস্ত
৯৩	১৭	শরীরাত্যাস্তরে	শরীরাত্যাস্তরে	২০১	২১	নৈলম্	নৈল্যম্
				২১৬	১৭	সংস্পর্শ	সংস্পর্শ
৯৬	৪	২১৫	২১৫৪	২১৭	১৭	জাগবে	জাগবে
১১৪	৫	আরোগ্যতা	অরোগ্যতা	২২৪	৮	বিষয়ে	বিষয়ে
১১৫	৮	অসক্ত	আসক্ত	২২৫	১৩	গগনতৃজং	গগনতৃজং

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২২৭	২	পঞ্চম্যাক্রত	পঞ্চম্যাক্রত	৫৩৮	৮	অবিজ্ঞাথাং	অবিজ্ঞাথাং
২৪১	১১	নিক্রিয়	নিক্রিয়				ইদং
২৫৩	১	প্রতিভাসিক	প্রতিভাসিক	৫৫৭	১২	মদম্বতঃ	মুদম্বতঃ
২৯৭	১১	মকৃত্য	মকৃত্য	৫৭৮	১২	প্রভিলল্য	প্রভিলল্য
২৯৭	১৯	শ্রদ্ধ	শ্রদ্ধা	৫৮১	২১	কেবল বৈরাগ্যোণ্ড	
৩৫৮	১২	জ্যোতিষ	জ্যোতিষ			কেবল বৈরাগ্যোণ্ড	
৩৬৬	১৮	প্রেমনি	প্রেমণি	৬১৫	১২	ইত্যাদি রূপপ্রত্যাশা	
৩৮৪	১৫	বিবুদ্ধসদ্ব	বিবুদ্ধসদ্ব			ইত্যাদিরূপ প্রত্যাশা	
৪০৭	১৫	জ্ঞান	জ্ঞানী	৬২৩	১৭	স্পৃশঞ্জিষ্মন্	স্পৃশঞ্জিষ্মন্
৪২৩	১৬	ব্রহ্মচর্যাবিশিষ্টঃ	৪৫।	৬৬৩	১১	বহিমুখতা	বহিমুখতা
		ব্রহ্মচর্যাবিশিষ্টঃ		৬৮৯	৪	প্রকৃভিক্তে	প্রকৃতিক্তে
৪২৮	১৬	সামান্যাদিকরণ্য			১১	"ঈশান"	"ঈশানঃ"
		সামান্যাদিকরণ্য			২২	বুদ্ধিরেবচ	বুদ্ধিরেবচ
৪৩১	১৬	স্বত্বং	স্বত্বং	৬৯১	২১	জীবাত্মাভিমান	
৪৩২	১৭	"ব্রহ্ম" পাতন না				জীবাত্মাভিমান	
		"ব্রহ্ম" হইতে পারে না		৬৯৪	১৭	জীবব্রহ্মৈক্য	জীবব্রহ্মৈক্য
৪৮৭	৫	গহিত	গহিত	৭০২	১৩	বান্ধনৈঃ	বান্ধনৈঃ।

সূচিপত্র ।

বিষয় ।	পৃষ্ঠাঙ্ক ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠাঙ্ক ।
১ । মঙ্গলাচরণম্	১	১৮ । তীর্থনির্ণয়ঃ	৫৯
২ । গুরুস্তুবঃ	৩	১৯ । আচারচাতুরী	৬১
৩ । শিষ্যবিবেকঃ	৮	২০ । রাগত্যাগনির্ণয়ঃ	৬১
৪ । ব্রহ্মজিজ্ঞাসা	১৫	*২১ । অধিকারপরীক্ষা	৬৫
৫ । বৈরাগ্যপীঠিকা বন্ধঃ	১৮	*২২ । সংসঙ্গসুধা	৬৭
৬ । কার্যবিড়ম্বনা	২৪	*২৩ । সমন্বয়সরস্বতী	৭১
৭ । বৃত্তিবিড়ম্বনা	২৭	*২৪ । অবিরোধঃ	৭৩
৮ । কামবিড়ম্বনা	২৯	*২৫ । সাংখ্যাঙ্গনশলাকী	৭৮
৯ । ক্রোধবিড়ম্বনা	৩০	২৬ । যোগদীক্ষাচিন্তামণিঃ	৮৭
১০ । লোভবিড়ম্বনা	৩১	২৭ । শৈবযোগঃ	১১৬
১১ । কৰ্মবিড়ম্বনা	৩৯	২৮ । মন্ত্রযোগঃ	১১৬
১২ । ধর্মজিজ্ঞাসা	৪৬	২৯ । হঠযোগঃ	১১৮
১৩ । তপস্তাতাপপর্যাম্	৫২	৩০ । শিবশক্তিপরাক্রমঃ	১২৭
১৪ । ব্রতব্যবস্থা	৫৩	৩১ । লয়যোগঃ	১৩৫
১৫ । বেববিচারঃ	৫৪	৩২ । ভক্তিরসায়নম্	১৪৮
১৬ । মৌনমীমাংসা	৫৬	৩৩ । রাজযোগে ভূমিকাভেদ-	
১৭ । দানজ্ঞানম্	৫৮	ভাস্করঃ	১৭১

* প্রমাদ বশতঃ গ্রন্থদ্বীপে যথাক্রমে ২০, ২১, ২২, ২৩ ও ২৪ সংখ্যাধারা নির্দিষ্ট ।

বিষয়।	পৃষ্ঠাঙ্ক।	বিষয়।	পৃষ্ঠাঙ্ক।
অজ্ঞানভূমিকা:	১৭২	(১২) গায়ত্রীজপনির্ণয়:	২৮৫
জ্ঞানভূমিকা:	১৭৬	(১৩) উপহাসনির্ণয়:	২৮৮
৩৪। প্রথম জ্ঞানভূমিকা	১৮৪	(১৪) সংশোধনমোহনির্ণয়:	২৮৯
দ্বিতীয় জ্ঞানভূমিকা	১৮৯	(১৫) আয়শ্চিন্তানি	২৯১
তৃতীয় জ্ঞানভূমিকা	২০৬	(১৬) ব্রহ্মবজ্রনির্ণয়:	২৯৮
চতুর্থ জ্ঞানভূমিকা	২১১	(১৭) তর্পণনির্ণয়:	৩০১
পঞ্চম জ্ঞানভূমিকা	২২০	(১৮) দেবপুঞ্জাচতুর্দশী	৩০১
ষষ্ঠ জ্ঞানভূমিকা	২৩১	(১৯) দেবপুঞ্জোপযুক্ত শাস্ত্রার্থ- নির্ণয়:	৩১৪
সপ্তম জ্ঞানভূমিকা	২৩৬	(২০) পঞ্চমহাবজ্রনির্ণয়:	৩১৮
ভূমিকা শাস্ত্রার্থনির্ণয়:	২৫২	(২১) উপবজ্রনির্ণয়:	৩১৮
অবস্থা-ব্যবস্থা	২৪৯	(২২) নিত্যদাননির্ণয়:	৩২০
৩৫। মুনীন্দ্রদিনচর্যা	২৬৪	(২৩) মধ্যাহ্নসন্ধ্যানির্ণয়:	৩২১
(১) প্রাতঃজাগরণম্	২৬৫	(২৪) বৈশ্বদেব নির্ণয়:	৩২১
(২) শৌচনির্ণয়:	২৬৫	(২৫) বলিদান নির্ণয়:	৩২২
(৩) মুখপ্রক্ষালনম্	২৬৬	(২৬) ভোজনবিধি:	৩২২
(৪) প্রাতঃস্মরণম্	২৬৭	(২৭) তাম্বূলগ্রহণ নির্ণয়:	৩২৩
(৫) স্নানকালনির্ণয়:	২৭১	(২৮) বামকৃষ্ণস্মরণনির্ণয়:	৩২৪
(৬) বস্ত্রধারণম্	২৭৩	(২৯) পুরাবৃত্তশ্রবণে, ভারত- শ্রবণ নির্ণয়:	৩২৫
(৭) পবিত্রাদিধারণম্	২৭৩	(৩০) ভাগবতশ্রবণ নির্ণয়:	৩২৭
(৮) আচমননির্ণয়:	২৭৪	(৩১) রামায়ণশ্রবণ নির্ণয়:	৩৩০
(৯) প্রাতঃসন্ধ্যানির্ণয়:	২৭৫	(৩২) অষ্টাংশবিজ্ঞাননির্ণয়:	৩৩২
(১০) প্রাণায়ামনির্ণয়:	২৭৭	পুরাণনির্ণয়:	৩৩৩
(১১) অর্ঘ্যদাননির্ণয়:	২৮৪	জ্ঞানশাস্ত্রনির্ণয়:	৩৩৪

বিষয় ।	পৃষ্ঠাঙ্ক ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠাঙ্ক ।
বৈশেষিকনির্ণয়ঃ	৩৩৬	৩৭ । যমুনাষ্টকম্	৩৮৬
সাংখ্যনির্ণয়ঃ	৩৪০	৩৮ । শিলাধেমুষ্টিকম্	৩৯০
পাতঞ্জলনির্ণয়ঃ	৩৪২	৩৯ । নিদ্রাপঞ্চকম্	৩৯৩
মীমাংসানির্ণয়ঃ	৩৪৭	৪০ । অনুভবনবকম্	৩৯৬
ধর্ম্মশাস্ত্রনির্ণয়ঃ	৩৫১	৪১ । বিদ্বৎপ্রভাবনবকম্	৪০৩
শ্রোতশাস্ত্রনির্ণয়ঃ	৩৫২	৪২ । নির্বাণদশকম্	৪০৮
শিক্ষানির্ণয়ঃ	৩৫৪	৪৩ । রোহদীপপঞ্চকম্	৪১২
কল্পসূত্রনির্ণয়ঃ	৩৫৪	৪৪ । উপদেশষোড়শী	৪১৫
ব্যাকরণনির্ণয়ঃ	৩৫৫	৪৫ । ব্রহ্মচর্চাবিশেষিত্তিঃ	৪২৩
নিক্কন্তনির্ণয়ঃ	৩৫৭	৪৬ । স্বেচ্ছাচারচতুষ্টয়ী	৪৩৫
ছন্দোনির্ণয়ঃ	৩৫৭	৪৭ । অইকারস্তাবাধকত্ব- প্রদর্শনত্রয়ী	৪৩৮
জ্যোতিষনির্ণয়ঃ	৩৫৮	৪৮ । প্রমোক্তুর মুক্তাফলদ্বয়ম্	৪৩৯
ঋত্থেন নির্ণয়ঃ	৩৫৯	৪৯ । প্রমোক্তুরচমৎকারত্রয়ী	৪৪০
যজুর্বেদ নির্ণয়ঃ	৩৫০	৫০ । স্তনপানলীলাষ্টকম্	৪৪২
সামবেদ নির্ণয়ঃ	৩৬১	৫১ । আশ্চর্যচতুষ্টয়ী	৪৪৫
অথর্ববেদ নির্ণয়ঃ	৩৬১	৫২ । তুরীয়তুলসীপত্রপূজা	৪৪৮
আয়ুর্বেদ নির্ণয়ঃ	৩৬১	৫৩ । হেতুমালাহীরাবলী	৪৫৩
ধর্ম্মবেদ নির্ণয়ঃ	৩৬৩	৫৪ । কৈবল্যকুক্ষিকা	৪৬১
গারুড়বেদ নির্ণয়ঃ	৩৬৪	৫৫ । বুদ্ধিপ্রশংসা	৪৭০
অর্থশাস্ত্র নির্ণয়ঃ	৩৬৪	৫৬ । রঙ্গলীলাত্রয়ী	৪৭৩
(৩৩) সাংস্ক্যানির্ণয়ঃ	৩৬৫	৫৭ । চন্দ্রিকাচন্দ্রচমৎকার- চতুষ্টয়ী	৪৭৪
(৩৪) নিশাব্যবহারি নির্ণয়ঃ	৩৬৬		
মুনীন্দ্রদিনচর্যাকল-			
নিকপণম্	৩৬৭		
৩৬ । নিরঞ্জনপঞ্চাশৎকম্	৩৬১		

বিষয়।	পৃষ্ঠাঙ্ক।	বিষয়।	পৃষ্ঠাঙ্ক।
৫৮। অঙ্কতশিরশ্ছেদপঞ্চকম্	৪৭৬	৬৩। চিচ্চণ্ডীপুস্তকাতনম্	৫৩৫
৫৯। জাতসাক্ষাৎকারং শিষ্যং		৬৪। জীবন্যুক্তাষ্টাদশী	৫৩৬
প্রতি শ্রীশুরোঃপ্রশ্নামৃতম্ ; ৪৭৯		৬৫। জ্ঞানগজগজ্জন্ম	৫৪৫
শিষ্যপ্রতিবচনম্	৪৮৩	৬৬। নরনারিষট্‌কম্	৫৭৭
৬০। চর্য্য্যচতুষ্টিয়ী	৪৮৪	৬৭। উন্নতপ্রলাপশ্লোকম্	৫৮৪
৬১। জ্ঞানগজাতরঙ্গোনা-		৬৮। শিবপূজাশতকম্	৬২৯
শীতিকম্	৪৮৯	৬৯। বোধসারপ্রশংসা	৬৯৪
৬২। মনোমহিমা	৫৩২	৭০। বোধসারোপাসনা	৬৯৭

গ্রন্থপ্রামাণ্য ও উপসংহার ৭০২।

— — —

ওম্ নমোহস্ত্যামিণে ।

বোধসারঃ ।

শ্রীবিদ্বদ্ব্যনরহরিবিরচিতঃ ।

মঙ্গলাচরণম্ ।

‘ওম্ কিকিৎকুতূহলেনৈব বিদুষাং প্রিয়কাম্যয়া ।

‘মঙ্গলাচরণং কৃত্বা বোধসারো নিরূপ্যতে ॥ ১ ॥

অর্থঃ । কিকিৎকুতূহলেন এব বিদুষাং প্রিয়কাম্যয়া মঙ্গলাচরণং কৃত্বা
(ময়া) বোধসারঃ নিরূপ্যতে ॥১॥

আত্মসাক্ষাৎকারসুখজনিত একপ্রকার অহেতুকক্রীড়াচ্ছলী, (১)
এবং বিবেকজনগণের প্রিয়কামনায় (তাঁহারাও যাহাতে আমার ভ্রায়

(১) গ্রন্থরচনা একটি অবিদ্যাকাণ্ড ; কারণ গুরুশিষ্যরূপ বৈতবুদ্ধিকে দৃঢ়
করিয়া উপদেশপ্রদানকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয় । অহৈতুজ্ঞানীর পক্ষে তাহা অসম্ভব ।
পক্ষান্তরে অবিদ্যাগ্রস্ত ষ্টপদেষ্টার উপদেশও নিষ্ফল । *সেই হেতু জ্ঞানীকেই অবিদ্যা-
সংস্কারের বাধিতানুভূতির বশে, উপদেশপ্রদান বা গ্রন্থরচনা করিতে হয়,—অর্থাৎ
অবিদ্যাসংস্কারকে দক্ষপটবৎ বিনষ্ট জামিরাও, কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয় । সেইরূপ
অবিদ্যাসংস্কার (ভূতবীজের স্তর) অনর্থ প্রসব করিতে পারে না । অনর্থ প্রসবের
উপক্রম দেখিলেই, জ্ঞানী (কুখিত হিতজ্ঞ) কুর্মেয় অঙ্গসংহরণের স্তায় বৈতবুদ্ধির
সংহার করিয়া ‘অরূপ’ হ’ন । উপদেশপ্রদানরূপ অবিদ্যার স্তৃত সংস্কারকে প্রশস্ত দিলে,
সংসারের উপকার হয়, অর্থাৎ অবিদ্যাগ্রস্ত জীব, তাহাকে উপকার বলিয়া মনে করে ;
এই হেতু সংসার-প্রতীতিকে এত সংসারের উপকারকরণপ্রদানকে ভ্রম জানিয়াও,
কল্পিত সংসার লইয়া তিনি খেলা করেন এবং সেই খেলাচ্ছলে উপদেশ দেন ।

সেইরূপ আনন্দদাত করেন, এইরূপ অভিপ্রায়ে) আমি মঙ্গলাচরণ করিয়া এই “বোধসার” সংকলন করিতেছি ॥ ১ ॥

অনন্তশক্তিসন্দোহপূর্ণস্য পরমাত্মনঃ ।

বিদ্ববিধংসিনীং শক্তিং গণরাজমুপাস্মহে ॥ ২ ॥

অর্থঃ । অনন্তশক্তিসন্দোহপূর্ণত্ব-পরমাত্মনঃ বিদ্ববিধংসিনীং শক্তিং গণরাজং (বয়ং) উপাস্মহে । (সন্দোহয়তি পরম্পরানুকূলোন স্বস্বকণ্ঠা-জননক্ষমাং করোতীতি তথা সা মূলশক্তিঃ তয়া পূর্ণস্য পরমাত্মনঃ ।) ॥২॥

এই সংসারে অসংখ্যপ্রকার শক্তি পরস্পর আনুকূল্য করিয়া পরস্পরকে সফলতা প্রদান করিতেছে । সেই সকল শক্তিপরিপূর্ণ পরমাত্মার যে শক্তি বিদ্ববিনাশ করিয়া থাকে,—গণপতি নামে পরিচিত সেই শক্তির আমরা উপাসনা করিতেছি ॥ ২ ॥

যা প্রকাশবিমর্ষাভ্যাং স্বরূপাবস্থিতিং গত ।

স্মরামি তামহংভক্ত্যা জ্ঞানশক্তিং সরস্বতীম্ ॥ ৩ ॥

অর্থঃ । যা প্রকাশবিমর্ষাভ্যাং (২) স্বরূপাবস্থিতিং গত, তাঃ জ্ঞানশক্তিং সরস্বতীং অহং ভক্ত্যা স্মরামি ॥৩॥

যিনি সদসংসার দ্বারা এবং স্বরূপের আবিষ্কার দ্বারা আপনার নিজ (চিদানন্দধন) রূপে অবস্থিতি লাভ করিয়াছেন, পরমাত্মার সেই সর্বজ্ঞানপ্রকাশিকা এবং স্বয়ং জ্ঞানরূপা শক্তি সরস্বতী দেবীকে আমি ভক্তি সহকারে স্মরণ করিতেছি ॥ ৩ ॥

(২) প্রকাশ ও বিমর্ষ বা অহম্-এবং ইদম্-এতদ্ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য সংশ্লেশন পরা-সংখ্য বা বাণী । Sir John Woodroffe কৃত Garland of letters দ্রষ্টব্য । (ch. x. p. 90).

বোধসারঃ ।

২ । গুরুস্তবঃ ।

শ্রীগুরুন্ পরমানন্দস্বরূপানভিবাদয়ে ।

‘তাপত্রয়াপহা যৈবাং কৃপা ব্রহ্মামৃতপ্রপা ॥ ১ ॥

অর্থঃ । ‘যেবাঃ কৃপা ‘তাপত্রয়াপহা ব্রহ্মামৃতপ্রপা (জুৱতি), অহং
তান্ পরমানন্দস্বরূপান্ শ্রীগুরুন্ অভিবাদয়ে ॥১॥

সুগভীর কূপ হইতে জল তুলিয়া লাহাদের পিপাসা নিবৃত্তি করিবার
সামর্থ্য নাই, সেই সকল জীবের জন্ত কোন দয়া লু ব্যক্তি জল তুলিয়া
যেমন কূপসন্নিহিত কৃত্রিম জলাধার পূর্ণ করিয়া রাখে, তদ্বারা তাহাদের
পিপাসাদিশান্তি হয়, সেইরূপ যে পরমানন্দস্বরূপ (পরমাত্মমূর্তি),
পরমারাধ্য গুরু, কৃপা করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানরূপ অমৃতের আধার হইয়া থাকেন,
এবং তদ্বারা আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিতাপদগ্ধ
জীবের তাপাপনোদন করেন, আমি সেই পরমারাধ্য গুরুকে অভিবাদন
করি ॥ ১ ॥

মদমোহাভিধিক্রুরমধুকটভজিষবে ।

মোক্শলক্ষ্মীনিবাসায় নমঃ শ্রীগুরু বিষ্ণবে ॥ ২ ॥

অর্থঃ । মদমোহাভিধিক্রুরমধুকটভজিষবে মোক্শলক্ষ্মীনিবাসায় শ্রীগুরু-
বিষ্ণবে নমঃ ॥২॥

যিনি মদ ও মোহ নামক নির্ভর মধুকটভাস্বরূপকে জয় করিয়াছেন
এবং মোক্শলক্ষ্মী বাহার হৃদয়ে নিত্য বসতি করেন, আমি সেই গুরুমূর্তি
বিষ্ণুকে নমস্কার করি ॥ ২ ॥

শুণৈর্গৌরবমায়াতা হরিব্রহ্মহরাত্মাঃ ।

শুণাতীততয়াশ্রম্যাকং গুরুরো গুরুতাং গতাঃ ॥ ৩ ॥

অর্থঃ—হরিব্রহ্মহরাত্মাঃ ত্রয়ঃ শুণৈঃ গৌরবম্ আয়াতাঃ । অশ্রম্যাকং গুরবঃ
শুণাতীততয়া গুরুতাং গতাঃ ॥৩॥

বিষ্ণু, ব্রহ্মা এবং শিব এই তিন দেবতা যথাক্রমে সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের সাহায্য লইয়াই, গুরুর ভাব (লোকপূজ্যতা) প্রাপ্ত হইয়াছেন । আমাদের (আরাধ্য) গুরুদেব এই ত্রিগুণ অতীত, হইয়াছেন বলিয়াই তিনি গুরুভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন । (প্রতি এই যে, বিষ্ণু ব্রহ্মা এবং শিব ইহারা দেবতা বলিয়া স্বভাবতঃ লঘু, কেবল গুণের সাহায্যেই গুরু (ভারী) হইয়াছেন । কিন্তু যিনি আমাদের গুরু, তিনি ত্রিগুণের অতীত, এবং স্বভাবতঃ গুরু বলিয়া, অত্ৰ কিছু সাহায্য না লইয়াই গুরু হইয়াছেন) ॥ ৩ ॥

পুৱাস্তকহরো রুদ্রঃ কংসকেশিহরো হরিঃ ।

চণ্ডমুণ্ডহরা চণ্ডী সৰ্ববন্দহরো গুরুঃ ॥ ৪ ॥

অর্থ—রুদ্রঃ পুৱাস্তকহরঃ, হরিঃ কংসকেশিহরঃ, চণ্ডী চণ্ডমুণ্ডহরা, গুরুঃ সৰ্ববন্দহরঃ ॥ ৪ ॥

(ত্রিপুরারি মৃত্যুঞ্জয়) হর, (হৃদে লিপ্ত হইয়া) শূন্যে মান্নানির্মিত স্বৰ্গ, রৌপ্য ও লৌহনির্মিত ত্রিপুর জয় করিয়াছেন । হরি (কৃষ্ণ) কংসরাজ ও অঙ্গর কেশীকে (সেইরূপে হৃদে লিপ্ত হইয়া) বধ করিয়াছেন । চণ্ডীদেবী, চণ্ড ও মুণ্ড নামক অসুরদ্বয়কে বধ করিয়া জয় করিয়াছেন । গুরু কিন্তু সৰ্ববান্দাতীত থাকিয়া আমাদের সকল বন্দ বিনাশ করিয়া থাকেন ; অর্থাৎ সূখে দুঃখে, মানে অপমানে, শীতে ও গ্রীষ্মে নির্বিকার থাকিতে সামর্থ্য যেন ॥ ৪ ॥

যচ্ছন্তি দে/ভাস্তবকা ধনমায়ুঃ স্ততং যশঃ ।

জ্ঞানং কে নাম দাস্তন্তি বিনা শ্রীগুরুপাদুকাম্ ॥ ৫ ॥

অর্থ—দেবতাঃ তুষ্ঠাঃ সন্তঃ ধনমায়ুঃ স্ততং যশঃ দাস্যন্তি । শ্রীগুরুপাদুকাম্ বিনা কে নাম (সন্তাবনায়াম) জ্ঞানং দাস্তন্তি ? ॥ ৫ ॥

ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাপুত্র, তুপস্যা ইত্যাদি দ্বারা তুষ্ট হইলে ধন, আয়ু, পুত্র, বশ ইত্যাদি ঐহিক বা পারত্রিক বিষয় দেন (ইহাদের সকল গুলি বন্ধনের কারণ বলিয়া মুমুক্শুগণ ইহাদিগকে আদয় করেন না)। কিন্তু শ্রীগুরুশ্রদ্ধা বিনা বল কে আর জ্ঞান দিতে পারেন? [গুরুত্ব সাধারণ লোকের নিকট দূর্বোধ্য বলিয়া, সাধারণ গুরুসম্বন্ধে বাহা জানে অর্থাৎ গুরুপাছকার পূজা করিতে হয়, সেই গুরুপাছকার পূজাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। গুরুত্ব না বুঝিলেও মুমুক্শুগণের, প্রতিমার দ্বায় গুরুপাছকার পূজা বিধেয়, ইহাই অভিপ্রায়।] ॥৫॥

ভ্যয়তি শ্রীগুরুনাং হি চরনাজরজোগুণঃ।

হতাপ্রয়ো যদেকেন রজঃসত্তমোগুণাঃ ॥ ৬ ॥

অবয়—শ্রীগুরুনাং চরনাজরজোগুণঃ ভ্যয়তি, যৎ (যস্মাৎ) একেন (তেন) রজঃসত্তমোগুণাঃ হতাঃ ॥ ৬ ॥

শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণকমলের রেণুর মাহাত্ম্য (কর্ম, উপাসনা প্রভৃতি সকল সাধনকেই নিশ্চয়ই অতিক্রম করে,) যেহেতু সেই ধূলির মাহাত্ম্য (শিষ্যের প্রীতি দ্বারা গুরুদেবের শিষ্যের জগৎ শুভ বাসনা) অত্র সাধনের সাহায্য বিনাই, শিষ্যের রজঃ, সত্ত্ব ও ওমঃ এই তিন গুণকেই নিহত করিয়াছে অর্থাৎ শিষ্যের স্বরূপ জানাইয়া দিয়া শিষ্যকে গুণাতীত করিয়াছে ॥ ৬ ॥

অর্থ্যম্ বয়ং ভরিরোধস্তরনীয়ো ভবর্গবঃ।

তৎকর্ণধাররূপেণ তাক্ষকং শ্রীগুরুং ভজে ॥ ৭ ॥

অভ্যয়—বয়ম্ তার্থ্যাঃ, বোধঃ তরিঃ, ভবর্গবঃ তরনীয়ঃ। (অহম্) তৎকর্ণধাররূপেণ তাক্ষকং শ্রীগুরুং ভজে ॥ ৭ ॥

আমি (এবং বাহারা আমার জ্ঞায় গুরুভক্ত, তাঁহারাই) সংসারসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার অধিকারী। জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে, গুরুমুখ হইতে এইরূপ মহাবাক্য শুনিয়া যে জ্ঞান জন্মে, সেই জ্ঞান সংসারসমুদ্র পার হইবার নৌকাস্বরূপ। আমাদিগকে (বিষয়রাশিপরিপূর্ণ রাগদ্বेषাদিনকসঙ্কুল) সংসার সমুদ্র পার হইতে হইবে। সমুদ্রে কর্ণধার যেমন তারক, জন্মমরণসমুদ্রে গুরুও সেইরূপ। বলিয়া, প্রসিদ্ধ তারকমন্ত্র প্রণব দ্বারা গুরুকে স্মৃতি করা হইয়া থাকে। সেই প্রণব মন্ত্রের বাচ্য এবং লক্ষ্য শ্রীগুরুদেবকে আমরা ভজনা করি ॥ ৭ ॥

তারকশোপদেশেন গুরুভূত্ব বিমুক্তিদঃ ।

কাশ্যামপীশ্বর স্তস্মাদীশ্বরাদধিকো গুরুঃ ॥ ৮ ॥

অর্থ — কাশ্যাম্ ঈশ্বর। আপি তারকশ উপদেশেন গুরুঃ ভূত্বা বিমুক্তিদঃ ভবতি। তস্মাৎ ঈশ্বরাৎ গুরুঃ অধিকঃ (ভবতি) ॥ ৮ ॥

ঈশ্বরও কাশীতে তারকমন্ত্র প্রণবের উপদেশ করিবার নিমিত্ত গুরুরূপ ধরিয়া বিমুক্তিদাতা হন। সেই হেতু গুরু ঈশ্বর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ॥ ৮ ॥

গুরোরনুগ্রহাদীশ ঈশ্বরানুগ্রহাদ্গুরুঃ ।

শ্রীগুরোদর্শনং হেতুঃ পরব্রহ্মের দর্শনে ॥ ৯ ॥

অর্থ — গুরোঃ অনুগ্রহাৎ ঈশ্বঃ (প্রাপ্যতে), ঈশ্বরানুগ্রহাৎ গুরুঃ (প্রাপ্যতে), পরব্রহ্ম ঈশ্বরদর্শনে শ্রীগুরোঃ দর্শনং হেতুঃ (ভবতি) ॥ ৯ ॥

গুরুর অনুগ্রহ হইলে, ঈশ্বরলাভ হয়; ঈশ্বরের অনুগ্রহ হইলে গুরু লাভ হয়।* কিন্তু গুরুর দর্শনই ঈশ্বরদর্শনের হেতু বলিয়া, গুরু ঈশ্বর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ॥ ৯ ॥

* বাব্রহ্মানুগ্রহঃ সাক্ষাৎকার্যতে পরমেশ্বরাৎ ।

তাবন্ন সবগুরুং কচ্চিৎসঙ্কীর্ণবপি নো লভেৎ”

ঈশ্বরঃ/সর্বহেতুত্বাৎ হেতুঃ সংসারমোক্ষয়োঃ।

মোক্ষস্তব গুরুস্তস্মান্নাস্তি তত্ত্বং গুরোঃ পরম্ ॥ ১০ ॥

অর্থ—ঈশ্বরঃ সর্বহেতুত্বাৎ সংসারমোক্ষয়োঃ হেতুঃ (ভবতি)।
গুরুঃ মোক্ষস্তব (হেতুঃ)। তস্মাৎ গুরোঃ পরম্ তত্ত্বং নাস্তি ॥ ১০ ॥

ঈশ্বর যখন সকলেরই হেতু, তখন তিনি সংসার বা বন্ধনেরও হেতু এবং মোক্ষেরও হেতু। গুরু কিন্তু কেবল মোক্ষেরই হেতু। সেই কারণে গুরু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তার নাই ॥ ১০ ॥

বিনাপি ক্ষেত্রমাহাত্ম্যং গুরুমাহাত্ম্যাতঃ কিল।

বিমুক্তির্ধ্বজ কুত্রাপি ন কাশ্যং গুরুণা বিনা ॥ ১১ ॥

অর্থ—ক্ষেত্রমাহাত্ম্যং বিনা অপি গুরুমাহাত্ম্যাতঃ কিল যত্র কুত্র অপি
বিমুক্তিঃ (স্থাৎ) ; কাশ্যম্ (অপি) গুরুণা বিনা (বিমুক্তিঃ) ন স্ত্যৎ ॥ ১১ ॥

কেহ যদি মোক্ষদায়ক ক্ষেত্রে বাস করিয়া সেই ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য
গুণে মুক্তিলাভের সুযোগ না পায়, তাহা হইলে সৎগুরুভ্যাস করিয়া,
তাহার মাহাত্ম্যগুণে যে কোন স্থানেই (মোক্ষদায়ক ক্ষেত্রের বাহিরে)
মুক্তিলাভ করিতে পারে। অপি কাশীতেও তারকমন্ত্রোপদেষ্টা বিশ্বনাথ-
গুরু ব্যতীত মুক্তির উপায় নাই ॥ ১১ ॥

ক্ষম্যতামিতি কিং বাচ্যং প্রসাদৈতী কিসূচ্যতাম্।

ক্ষমাপ্রসাদসম্পূর্ণঃ স্বভাবাদেব মে গুরুঃ ॥ ১২ ॥

অর্থ—(ত্বয়া) ক্ষম্যতাম্ ইতি কিং (মেয়া শিষ্যগ) বাচ্যম্। (ত্বম্)
প্রসাদ ইতি কিং উচ্যতাম্? (যতঃ) মে গুরুঃ স্বভাবাৎ এব ক্ষমাপ্রসাদ
সম্পূর্ণঃ (ভবতি) ॥ ১২ ॥

“হে গুরো! তুমি আমার সকল দোষ সহন করিয়া আমাকে

লও”—আমি গুরুর নিকট যাইয়া কেন একথা বলিব ? ” “হে গুরো ! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও”—একথা বলিবারই বা প্রয়োজন কি ? যেহেতু আমার গুরু পরব্রহ্মরূপে সকলেরই (পরপ্রেমাস্পদীভূত) অন্তরাত্মা, সেই হেতু, ক্ষমা ও প্রসাদ তাঁহাতে পুরা কাটা লাভ করিয়াছে । (যেহেতু সকলেই আপনার সকল অপরাধ ক্ষমা কর এবং আপনার প্রতি সর্বদাই প্রসন্ন, সেই হেতু যিনি সকলেরই পরপ্রেমাস্পদীভূত অন্তরাত্মা, তাঁহাতে ক্ষমা ও প্রসাদ তরম সীমা লাভ করিয়াছে) ॥

৩ । শিষ্যবিবেকঃ ।

বীজঃ গুরুপদেশোহি জিজ্ঞাসুঃ ক্ষেত্রমুচ্যতে ।

বিবেকাকুরজো বোধক্রমো মোক্ষস্ত তৎ ফলম্ ॥ ১ ॥

অর্থ—গুরুপদেশঃ বীজম্ উচ্যতে, জিজ্ঞাসুঃ ক্ষেত্রম্ উচ্যতে বোধক্রমঃ বিবেকাকুরজঃ (উচ্যতে), মোক্ষঃ তু তৎফলম্ (উচ্যতে) ॥ ১ ॥

[পাছে কেহ কুতর্কদ্বারা গুরুশিষ্যের তুল্যতা বুঝাইয়া শিষ্যের গুরু-ভক্তিকে শিথিল করিয়া দেয়, এই হেতু এই প্রকরণে গুরু ও শিষ্যের পার্থক্য প্রদর্শিত হইতেছে ।] গুরুপদেশ, ‘আমিই ব্রহ্ম’—এইরূপ নিশ্চয়বৃক্ষের বীজ বলিয়া কথিত হয়, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে । জিজ্ঞাসুকে পণ্ডিতগণ বীজবপনের ভূমি বলিয়া থাকেন । ‘আমিই ব্রহ্ম’ এইরূপ অপরোক্ষজ্ঞানরূপ ব্রহ্ম, সদসদবিচাররূপ অকুর হইতে উৎপন্ন হয় । তাহা হইলে মোক্ষকে সেই জ্ঞানবৃক্ষের ফল বলিতে হয়, অর্থাৎ বস্তুতঃ মোক্ষ, ফলের মত কোন উৎপাদ্য বস্তু না হইলেও দৃষ্টান্তের অনুবোধে মোক্ষকে ফলরূপে বর্ণনা করিতে হইতেছে ॥ ১ ॥

৩। শিষ্যবিবেকঃ ।]

বোধসারঃ ।

যথাপি ক্ষেত্রবীজাভ্যাং বিনা ন ক্রমসম্ভবঃ ।

কিন্তু বীজমুপাদানং নিমিত্তং ক্ষেত্রমুচ্যতে ॥ ২ ॥

অর্থ—যথাপি ক্ষেত্রবীজাভ্যাং বিনা ক্রমসম্ভবঃ ন (ভবতি) কিন্তু (তথাপি) বীজং উপাদানং, ক্ষেত্রং নিমিত্তম্ উচ্যতে ॥ ২ ॥

যথাপি, ক্ষেত্র ও বীজ এই উভয়ই না থাকিলে বৃক্ষের উৎপত্তির সম্ভাবনা নাই, তথাপি বীজকে বৃক্ষের উপাদানকারণ (যে কারণ যতদিন দ্রব্য থাকিবে ততদিন তাহার সহিত সমবেত থাকিবে) এবং ক্ষেত্রকে নিমিত্তকারণ (অর্থাৎ, দ্রব্যের সহিত অসমবেত কারণ) বলিতে হইবে। এই হেতু গুরু শিষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ॥ ২ ॥

ক্রমো বীজ পরীণামো ন ক্ষেত্রপরিণামকঃ ।

বোধো গুরুপরিণামো ন শিষ্যপরিণামকঃ ॥ ৩ ॥

অর্থ—ক্রমঃ বীজপরিণামঃ, ক্ষেত্রপরিণামকঃ ন (ভবতি), বোধঃ গুরুপরিণামঃ শিষ্যপরিণামকঃ ন (ভবতি) ॥ ৩ ॥

বৃক্ষ, সজাতীয় উপাদান বীজের বিকার ; তাহা ক্ষেত্রের বিকার নহে ; সেইরূপ জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান সচ্চিদানন্দরূপ গুরুরই বিকার, যেহেতু তাহা চিৎস্বরূপ ; অড়রূপ শিষ্যের বিকার নহে। ভাবার্থ এই, গুরু এবং বোধ একজাতীয় বলিয়া তাহা গুরুরই কার্য। বোধ ও শিষ্য পরস্পর বিজাতীয় বলিয়া, উহারা পরস্পর নিমিত্ত ও নৈমিত্তিক ॥ ৩ ॥

ক্রমোহি বীজজাতীয়ঃ ক্ষেত্রজাতীয়কো নহি ।

বোধোহি গুরুজাতীয়ঃ শিষ্যজাতীয়কো নহি ॥ ৪ ॥

অর্থ—হি (যথা) ক্রমঃ বীজজাতীয়ঃ, ক্ষেত্রজাতীয়কঃ নহি (ভবতি) তথাহি বোধঃ গুরুজাতীয়ঃ শিষ্যজাতীয়কঃ নহি (ভবতি) ॥ ৪ ॥

বৃক্ষ যেমন বীজজাতীয় হইয়া থাকে এবং কখনই ভূমিজাতীয় হয় না, সেইরূপ জ্ঞান সচ্চিদানন্দরূপ গুরুজাতীয় হইয়া থাকে, তাহা কখন চিহ্নভাষ্যক শিষ্যজাতীয় হয় না ॥ ৪ ॥

বীজেন বীজজাতীয় স্তরুঃক্ষেত্রে সমর্পিতঃ ।

গুরুণা স্বাত্মজাতীয়ঃ বোধঃ শিষ্যে সমর্পিতঃ ॥ ৫ ॥

অর্থ—(শ্লোকানুরূপ পদযোজনা) ।

বট প্রভৃতি বৃক্ষের কারণরূপ বীজ ক্ষেত্রে যে বৃক্ষ উৎপাদন করিয়া থাকে, তাহা নিজজাতীয়ই হইয়া থাকে, অন্য জাতীয় হয় না ; সেইরূপ ব্রহ্মভূত গুরু মহাবাক্যোপদেশ দ্বারা শিষ্যে যে জ্ঞান স্থাপন করিয়া থাকেন, তাহা অখণ্ডানন্দস্বরূপবোধক হইয়া থাকে । এই হেতু শিষ্য নিমিত্ত মাত্র, কিন্তু গুরু উপাদান বলিয়া শিষ্য অপেক্ষা অধিক ॥ ৫ ॥

বৃহিপ্রভাহি বর্তিস্থা তমো হস্তি প্রকাশতে ।

তমোহস্তী প্রকাশাত্মা প্রভৈব ন তু বর্তিকা ॥ ৬ ॥

অর্থ—বৃহিপ্রভা হি বর্তিস্থা (সত্য) তমঃ হস্তি, প্রকাশতে (চ) । প্রভা এব তমোহস্তী প্রকাশাত্মা (ভবতি,) তু বর্তিকা (তমোহস্তী), (প্রকাশাত্মা) ন (ভবতি) ॥ ৬ ॥

অগ্নির প্রভা বর্তিতে আকৃত হইলেই অন্ধকার বিনাশ করিতে পারে, এবং নিজেও প্রকাশিত হয় । সেই অগ্নির প্রভাই অন্ধকার-বিনাশিনী ও প্রকাশস্বভাবা, কিন্তু সেই বর্তি অন্ধকারবিনাশিনী ও প্রকাশস্বভাবা নহে ॥ ৬ ॥

গুরুপ্রভাহি শিষ্যস্থা তমো হস্তি প্রকাশতে ।

তমোহস্তা প্রকাশাত্মা গুরুরেব ন শিষ্যকঃ ॥ ৭ ॥

অর্থ—গুরুপ্রভাহি শিষ্যস্থা (সত্য) তমঃ হস্তি প্রকাশতে ।

গুরুঃ এব তমোহস্তা প্রকাশাত্মা, শিষ্যকঃ ন (তমোহস্তা, প্রকাশাত্মা ভবতি) ॥ ৭ ॥

গুরুগদেদশ শিষ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে, শিষ্যের অজ্ঞান নাশ করে এবং স্বয়ং প্রকাশরূপে অবশিষ্ট থাকিয়া যায়, এই হেতু গুরুই অজ্ঞান-নাশক এবং তিনি পরিশেষে জ্ঞানরূপে অবশিষ্ট থাকেন। বোধকালে এবং বোধের অবসানে গুরুই অবশিষ্ট থাকেন বলিয়া এবং শিষ্যস্বরূপ বিলীন হইয়া যায় বলিয়া, গুরুর শ্রেষ্ঠতা ও শিষ্যের গোণতা ॥ ৭ ॥

যদগ্নিঃ কাষ্ঠমাক্রহ ভস্মসাৎ কুরুতে পুরীম্ ।

ভস্মসাৎকারণং তত্র গুণো বহেন কাষ্ঠগঃ ॥ ৮ ॥

অবয়—যৎ অগ্নিঃ কাষ্ঠমাক্রহ, পুরীঃ ভস্মসাৎ কুরুতে, তত্র বহেঃ গুণঃ ভস্মসাৎকারণং (ভবতি), কাষ্ঠগঃ (গুণঃ) ন (ভস্মসাৎকারণং ভবতি) ॥ ৮ ॥

অগ্নি কাষ্ঠকে আশ্রয় করিয়া যে, নগরী ভস্মসাৎ করে, সে স্থলে অগ্নির দাহিকাশক্তি নগরীকে ভস্মসাৎ করিবার কারণ। কাষ্ঠাশ্রিত কোন শক্তি তাহার কারণ নহে ॥ ৮ ॥

বোধাত্মনা গুরুঃ শিষ্যমাবিশ্য দহতি ক্ষণাৎ ।

যদৈতৎ সা গুরোঃ শক্তি ন শিষ্যস্তোতি নির্ণয়ঃ ॥ ৯ ॥

অবয়ঃ—গুরুঃ বোধাত্মনা শিষ্যম্ আবিশ্য ক্ষণাৎ দৈতং দহতি (ইতি) যৎ, সা শক্তিঃ গুরোঃ (ভবতি), ন শিষ্যস্ত ইতি নির্ণয়ঃ ॥ ৯ ॥

গুরু বোধরূপ ধরিয়া শিষ্যে প্রবেশপূর্বক ক্ষণমধ্যে যে দৈত প্রতীতির কারণ অজ্ঞানকে বিনাশ করেন, তাহা গুরুই শক্তি, শিষ্যের নহে, শাস্ত্রে এইরূপ অবধারিত হইয়াছে ॥ ৯ ॥

যত্নপূদয়নে ভানোর্যথা পদ্যং প্রকাশতে ।

ন কাশস্তে তথা পদ্যাঃ কাষ্ঠপাষণমৃগয়াঃ ॥ ১০ ॥

অর্থ—যত্নপি ভানোঃ উদয়নে পদ্যং প্রকাশতে (ইতি) যথা
(তথাপি) কাষ্ঠ-পাষণ-মৃগয়াঃ পদ্যাঃ তথা ন কাশস্তে ॥ ১০ ॥

সূর্যোর উদয় হইলে স্বাভাবিক পদ্য প্রস্তুতি হয় বটে, কিন্তু কাষ্ঠ
প্রস্তর অথবা মৃত্তিকা নির্মিত পদ্য সেইরূপ প্রস্তুতি হয় না ॥ ১০ ॥

প্রকাশকো রবির্ষদ্বৎ পদ্যমেব বিকাশয়েৎ ।

গুরুস্তথা বোধকঃ সচ্ছিয়মেব প্রবোধয়েৎ ॥ ১১ ॥

অর্থ—যদ্বৎ প্রকাশকঃ রবিঃ পদ্যম্ এব বিকাশয়েৎ, তথা গুরুঃ
বোধকঃ (সন্) সচ্ছিয়ম্ এব প্রবোধয়েৎ ॥ ১১ ॥

যেমন সূর্য্য প্রকাশক হইয়া পদ্যকেই বিকশিত করিয়া থাকেন,
সেইরূপ, গুরু উপদেষ্টা হইয়া প্রকৃতশিষ্যগুণসম্পন্ন শিষ্যকেই জ্ঞান দিতে
পারেন ॥ ১১ ॥

প্রকাশকস্ত মহিমা প্রকাশ্যাদধিকঃ কিল ।

সূক্ষ্মং বিশেষং বক্ষ্যামি গুরুসূর্য্যস্ত তং শৃণু ॥ ১২ ॥

অর্থ—প্রকাশকস্ত মহিমা প্রকাশ্যং অধিকঃ কিল, গুরুসূর্য্যস্ত
সূক্ষ্মং বিশেষং বক্ষ্যামি তং শৃণু ॥ ১২ ॥

পদ্য প্রভৃতি যে সকল বস্তুকে সূর্য্য প্রকাশ করিয়া থাকেন
তাহাদের (পরিচ্ছিন্ন মহিমা অপেক্ষা) সূর্য্যের মহিমা শ্রেষ্ঠ, ইহা সর্বজন-
বিদিত । তথাপি গুরুরূপ সূর্য্যের (ঐকৃত সূর্য্য অপেক্ষা) শ্রেষ্ঠত্বের
সূক্ষ্ম কারণ আছে (বাহ্য বিচার ব্যতিরেকে বুঝান ঐসম্ভব) । হে
শিষ্য ! আমি এখন তাহাই বলিতেছি, মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর ॥ ১২ ॥

তত্ত্বদ্বিবেকবৈরাগ্যযুক্তবেদান্তযুক্তিভিঃ ।

শিষ্যঃ নয়তি গুরুবর্কঃ সৈক্যং স্মান্তিল্লমপ্যহো ॥ ১৩ ॥

অথ—গুরুবর্কঃ স্বাং ভিন্নম্ অপি শিষ্যম্ তত্ত্বদ্বিবেকবৈরাগ্যযুক্ত
বেদান্তযুক্তিভিঃ সৈক্যং নয়তি, অহো (ইদং আশ্চর্য্যং শুভং) ॥ ১৩ ॥

গুরুরূপ র্ঘ্যা, শিষ্যকে আপন স্বভাব হইতে ভিন্নস্বভাববিশিষ্ট
হইলেও, বিবেক-বৈরাগ্যযুক্ত বেদান্তশাস্ত্রের প্রসিদ্ধ বিচারসমূহের দ্বারা
আপনার সন্দেহই করিয়া দেন। অহো, গুরুর কি অদ্ভুত প্রভাব! ১৩ ॥

বিকাসকোহপি তপনো ন পদ্মং সৈকতাং নয়ৎ ।

তস্মাৎ সর্বাত্মভাবেন সেব্যা শ্রীগুরুপাদুকা ॥ ১৪ ॥

অথ—তপনঃ বিকাশকঃ নপি পদ্মং ন সৈকতাং নয়ৎ, তস্মাৎ
সর্বাত্মভাবেন শ্রীগুরুপাদুকা সেব্যা ॥ ১৪ ॥

স্বর্ঘ্যা, পদ্মাদির বিকাশক হইলেও, পদ্মকে আপনার মত করিয়া
লইতে পারেন না। গুরু কিন্তু, শিষ্যকে আপনার মত করিয়া লইতে
পারেন বলিয়া সর্বাত্মকরণে শ্রীগুরুর চরণপাদুকারই অর্চনা করিবে।
তাৎপর্য্য এই—দেব-সাক্ষাৎকারাভাবে যেক্রপ দেবতার প্রতিমা পূজা
করিলে দেবতা প্রসন্ন হইয়া দর্শন দেন, সেইরূপ শিষ্য, গুরুস্বরূপ বুঝিতে
না পারিলেও গুরুপাদুকার্চনা করিলে, গুরু প্রসন্ন হইয়া তাহাকে
আপনার স্বরূপ বুঝাইয়া দিয়া আপনার সন্দেহ করিয়া লন ॥ ১৪ ॥

তৎসত্যং দাতৃপাত্রাভ্যাং বিনা দানং ন সিধ্যতি ।

তথাপি পাত্রং পাত্রং স্যাদ্দাতা পরমকারণম্ ॥ ১৫ ॥

অথ—দাতৃপাত্রাভ্যাং বিনা দানং ন সিধ্যতি (ইতি ৬৭) তৎ সত্যং,
তথাপি, পাত্রং পাত্রং স্যাৎ, দাতা পরমকারণং (ভবতি) ॥ ১৫ ॥

দাতা ও পাত্র বিনা দান সিদ্ধ হয় না, একথা সত্য বটে, তথাপি পাত্র, পাত্রভিন্ন আর কিছুই নহে । যিনি দাতা তিনি দানক্রিয়ায় মুখ্য কারণ, এই হেতু গুরুরই প্রাধান্য, শিষ্য গোণ মাত্র ॥ ১৫ ॥

ভবেৎ স্পর্শমণিস্পর্শালোহং স্বর্ণং ন তন্মাণং ।

গুরুস্পর্শমণিস্পর্শাৎ স এব ভবতি ক্ষণাৎ ॥ ১৬ ॥

অর্থ—স্পর্শমণিস্পর্শাৎ লোহং স্বর্ণং, (ভবতি) তৎ মণিঃ ন ভবেৎ ।
গুরুস্পর্শমণিস্পর্শাৎ (শিষ্যঃ) ক্ষণাৎ স এব ভবতি ॥ ১৬ ॥

লোহ স্পর্শমণির স্পর্শলাভ করিলে স্বর্ণ হয়, কিন্তু স্পর্শমণি হইতে পারে না । কিন্তু শিষ্য, গুরুর স্পর্শমণির স্পর্শ লাভ করিলে ক্ষণকাল মধ্যে গুরুসদৃশ হইয়া যান ॥ ১৬ ॥

এবং বিবেকতো ধীমন্তুপযোগো দ্বয়োরপি ।

শিষ্যো নিমিত্তমাত্রং স্যাৎগরিষ্ঠা গুরুপাত্ৰকা ॥ ১৭ ॥

অর্থ—হে ধীমন্ ! এবং বিবেকতঃ দ্বয়োঃ অপি উপযোগঃ (ভবতি),
শিষ্যঃ নিমিত্তমাত্রং স্যাৎ গুরুপাত্ৰকা তু গরিষ্ঠা । ১৭ ।

(মূর্থে গুরুশিষ্যের সাম্য দেখে, দেখুক) হে বুদ্ধমন্ ! এইরূপ বিচার করিলে, জ্ঞানরূপ ফললাভে গুরু ও শিষ্য উভয়েরই উপযোগিতা আছে বটে, কিন্তু শিষ্য নিমিত্তমাত্র, গুরুপাত্ৰকাই মুখ্য ॥ ১৭ ॥

“উপদেশক্রমো নামো ব্যবস্থামাত্র পালনম্ ।

(জ্ঞাপ্তেস্ত কারণং শুদ্ধা শিষ্যপ্রজ্ঞৈব কেবলম্)”

ইত্যাদি বচনং তন্তু শিষ্যোৎসাহবিবুদ্ধয়ে ॥ ১৮ ॥

অর্থ—“হে রাম ! উপদেশক্রমঃ ব্যবস্থামাত্রপালনম্ (জ্ঞাপ্তেস্ত কারণং তু কেবলম্ শুদ্ধা শিষ্যপ্রজ্ঞা এব)” ইত্যাদি বচনং তৎ তু শিষ্যোৎসাহবিবুদ্ধয়ে ।

“হে রাম! গুরু হইতে শিষ্যের উপদেশগ্রহণরূপ ব্যবহার কেবল ধর্মশাস্ত্রে বিহিত নিয়মের পালন মাত্র। (শিষ্যের নির্মল বুদ্ধিই তত্ত্বজ্ঞানের কেবল কারণ)” বাসিষ্ঠ রামায়ণে ও অন্ততঃ যে এরূপ দেখা যায়, তাহার উদ্দেশ্য কেবল শিষ্যের উৎসাহবৃদ্ধি করা, (গুরুর অকিঞ্চিৎকরত্ব প্রতিপাদন করা, নহে) ॥ ১৮ ॥

সিদ্ধান্তঃ সর্ববতন্ত্রাণাং সত্যঃ প্রত্যয়কারকঃ।

সর্ববদা ভাবনীয়োহয়ং গুরুশিষ্যাবিনির্গয়ঃ ॥ ১৯ ॥

অর্থ—অয়ং গুরুশিষ্যাবিনির্গয়ঃ সর্ববতন্ত্রাণাং সিদ্ধান্তঃ সত্যঃ প্রত্যয়-
কারকঃ (অতঃ) ইয়া সর্বদা ভাবনীয়ঃ ॥ ১৯ ॥

এই প্রকরণ, বাহাতে শিষ্যাপেক্ষা গুরুর আধিক্য প্রতিপাদিত হইল—সকল শাস্ত্রের সিদ্ধান্তস্বরূপ। [এই হেতু ইহার প্রামাণিকতা বিষয়ে আশঙ্কা নাই।] ইহা অবিলম্বে অর্থাৎ পাঠকালেই শিষ্যাপেক্ষা গুরুর আধিক্য হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেয়। এই হেতু হে শিষ্য, তুমি এই প্রকরণ নিরন্তর বিচার কর ॥ ১৯ ॥

৪। ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।

“অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা” জিজ্ঞাস্তং ব্রহ্ম কেবলম্।

তটস্থলক্ষণেনাথ স্বরূপস্য চ লক্ষণাৎ ॥ ১ ॥

অর্থ—অথ অতঃ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা (কর্তব্যম্); অথ তটস্থলক্ষণেন স্বরূপস্য চ লক্ষণাৎ কেবলম্ ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্তম্ ॥ ১ ॥

শাস্ত্রে আছে, “অনন্তর অর্থাৎ গুরুর শরণলাভ করিবার পর,

এই হেতু অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানই মুমুকুদিগের একমাত্র অবলম্বন বলিয়া, ব্রহ্মকে জামিতে ইচ্ছা করিবে। সেই ব্রহ্ম, নিরূপাধিক হইলেও বৃক্ষশাখার সাহায্যে যেমন চক্রকে খুঁজিয়া বাহির করা যায়, সেইরূপ তটস্থ লক্ষণের দ্বারা এবং ‘সত্য’, ‘জ্ঞান’, ‘অনন্ত’, প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা বেদে যে ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে, সেই সকল স্বরূপপরিচায়ক বিশেষণ দ্বারা, ব্রহ্মকে জানিতে পারা যায় বলিয়া, সেইরূপে ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা করিবে ॥ ১ ॥

উৎপত্তিস্থিতিনাশানাং মূলকারণমীশ্বরঃ ।

‘সর্বজ্ঞঃ সত্যসকল ইত্যাদিষু তটস্থতা ॥ ২ ॥

অর্থ—ঈশ্বরঃ উৎপত্তিস্থিতিনাশানাং মূলকারণম্ । সর্বজ্ঞঃ সত্যসকলঃ ইত্যাদিষু তটস্থতা ॥ ২ ॥

(ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ নিরূপণ করিবার নিমিত্ত বলিতেছেন)—

ঈশ্বর জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের মূল কারণ, ‘সর্বজ্ঞ’, ‘অবাস্তবসকল’ ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা তাঁহার তটস্থ লক্ষণ প্রদত্ত হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

সচ্চিদানন্দরূপং তৎ স্বপ্রকাশ্য পরাৎপরম্ ।

অনণ্ডিত্যাদি বেদোক্তং স্বরূপস্য তু লক্ষণম্ ॥ ৩ ॥

অর্থ—তৎ সচ্চিদানন্দরূপং স্বপ্রকাশ্যং পরাৎপরম্ অনণ্ড ইত্যাদি বেদোক্তং (বিশেষণং) তু স্বরূপস্ত লক্ষণম্ ॥ ৩ ॥

(ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ নির্ণয় করিবার নিমিত্ত বলিতেছেন)—

সেই ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দস্বরূপ, স্বপ্রকাশ্য, জগতের কারণ, মারা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, তিনি অণু নহেন (হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘঃ নহেন,) ইত্যাদি বেদে যে সকল বিশেষণ আছে তাহাই ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ ॥ ৩ ॥

গুণপ্রধানভাবেন যদ যৎ কিঞ্চিদপেক্ষিতম্।

নানাপ্রকরণব্যটীজস্তৎ সর্বমভিধীয়তে ॥ ৪ ॥

অর্থ—গুণপ্রধানভাবেন যৎ যৎ কিঞ্চিদপেক্ষিতম্, তৎ সর্বম্
নানাপ্রকরণব্যটীজৈঃ অভিধীয়তে ॥ ৪ ॥

(মোক্শের প্রধান সাধন জ্ঞান, সেই জ্ঞানের জন্য অন্যান্য যে
সকল সাধনের প্রয়োজন, তাহাই নিরূপণ করিবেন। বলিয়া প্রতিজ্ঞা
করিতেছেন।) গোণ ও মুখ্য ভাবে যে যে সাধন জ্ঞানলাভের
জন্য প্রয়োজনীয়, সেই সাধনগুলি, এই গ্রন্থে বিবিধপ্রকার প্রকরণের দ্বারা
কথিত হইতেছে ॥ ৪ ॥

বহিরঙ্গাস্তরঙ্গানাং সাধনানামনুক্রমঃ ।

যদন্তরঙ্গং যস্মাস্তু তৎপশ্চাত্তু নিরূপ্যতে ॥ ৫ ॥

অর্থ—বহিরঙ্গাস্তরঙ্গানাং সাধনানাম্ অনুক্রমঃ (অন্তি); যৎ তু
যস্মাৎ অন্তরঙ্গং তৎ পশ্চাত্তু নিরূপ্যতে ॥ ৫ ॥

মুক্তির প্রধান সাধন জ্ঞান; সেই জ্ঞানের যে সকল সাধন আছে,
তাহাদের মধ্যে কোনটি অন্তরঙ্গ সাধন, কোনটি বহিরঙ্গ সাধন; এই হেতু
তাহাদের বহিরঙ্গতা ও অন্তরঙ্গতা অনুসারে অগ্রপশ্চাৎ করিয়া বর্ণনা
করা প্রয়োজন। এই হেতু এই গ্রন্থে যেটি যাহা অপেক্ষা অন্তরঙ্গ
সাধন, সেটি তাহার পশ্চাতে নিরূপিত হইতেছে ॥ ৫ ॥

৫। বৈরাগ্যপীঠিকাবন্ধঃ ।

বৈরাগ্যবিবেচনা ।

বৈরাগ্যপীঠিকাবন্ধঃ প্রথমং শৃণু সন্মতো ।

ন নেমিরেব যত্রাস্তি স্থিতিশ্চক্রস্ত কীদৃশী ॥ ১ ॥

অবয়—হে সন্মতে ! ত্বং প্রথমং বৈরাগ্যপীঠিকাবন্ধং শৃণু । যত্র (চক্রে) নেমিঃ ন অস্তি এব তস্ত চক্রস্ত স্থিতিঃ কীদৃশী (শ্রাৎ) ॥ ১ ॥

হে-স্ববুদ্ধে ! অগ্রে এই প্রকল্পণে বৈরাগ্যের ক্রম বুঝাইতেছি, শ্রবণ কর ; কেননা যে চক্রে নেমি বা 'হাল' নাই, সেই চক্রে কি প্রকারে টিকিতে পারে ? অর্থাৎ বৈরাগ্য বিনা জ্ঞান অজ্ঞাননাশে সমর্থ হয় না ॥১॥

ন শূদ্রে বেদসংস্কারস্তৈলঞ্চ সিকতাস্থ ন ।

ন স্যাৎ করতলে রোম তথা মুক্তি র্ন রাগিণি ॥ ২ ॥

অবয়—শূদ্রে বেদসংস্কারঃ ন (অস্তি), সিকতাস্থ তৈলং ন শ্রাৎ, করতলে রোম ন শ্রাৎ, তথা রাগিণি মুক্তিঃ ন (শ্রাৎ) ॥ ২ ॥

শূদ্রে যে প্রকার বেদোক্ত ব্রতবন্ধাদি সংস্কার নাই, 'বালুকাতে যেমন তৈল নাই এবং করতলে যেমন রোম জন্মে না, তেমনই ভোগাসক্ত পুরুষের মুক্তির সম্ভাবনা নাই ॥ ২ ॥

বৈরাগ্যং দ্বিবিধং সূক্ষ্মং তদ্বৈদমবধারণ ।

জিজ্ঞাসামুখ্যমেকং স্যাজ্জিহাসামুখ্যমেব চ ॥ ৩ ॥

অবয়—বৈরাগ্যং দ্বিবিধং (ভবতি), সূক্ষ্মং তদ্বৈদং (ত্বং) অবধারণ একং (বৈরাগ্যং) জিজ্ঞাসামুখ্যং শ্রাৎ, (অন্তঃ) চ জিহাসামুখ্যম্ এব শ্রাৎ ॥ ৩ ॥

বৈরাগ্য দুই প্রকারের হইয়া থাকে; সেই দুই প্রকারের প্রভেদ অতি সূক্ষ্ম অর্থাৎ উভয়ের লক্ষণ শুনিয়া বিচার না করিলে সেই ভেদ ধরা যায় না। অতএব মনোযোগ পূর্বক আমার নিকট হইতে শ্রবণ করিয়া তাহার নিশ্চয় কর। এক প্রকার বৈরাগ্যে জিজ্ঞাসা অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানেচ্ছাই প্রধান কারণ; অপর প্রকার বৈরাগ্যে আগ্নেচ্ছাই প্রধান কারণ ॥ ৩ ॥

জিহাসা সংস্রতে ব্রহ্মজিজ্ঞাসেতি দ্বয়ং মূনে ।

একমেব তথাপ্যন্তি বিশেষঃ কশ্চিদত্র হি ॥ ৪ ॥

অর্থ—এই মূনে সংস্রতে: জিহাসা, ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ইতি দ্বয়ং একং এব; তথাপি অত্র কশ্চিৎ বিশেষঃ অস্তি হি ॥ ৪ ॥

জিহাস্যবৈরাগ্যো, জিহাসা বা ত্যাগের ইচ্ছা, সংসারবিষয়িনী এবং জিজ্ঞাস্যবৈরাগ্যো, জিজ্ঞাসা বা জ্ঞানিষার ইচ্ছা, ব্রহ্মবিষয়িনী। এই দুইটি আপাতদৃষ্টিতে একটি বলিয়া প্রতীত হইলেও, উভয়ের প্রত্যেকটিতে (মন, মধ্যম ও উত্তম ভেদে) কিছু বিশেষ আছে, অর্থাৎ উভয়ের প্রত্যেকটি তিন তিন প্রকার ॥ ৪ ॥

রাজ্যভ্রষ্টা দীর্ঘরোগাঃ পরাধীনাঃ হতশ্রিয়ঃ ।

যে বিরক্তা স্তম্বস্যস্তি জিহাসামুখ্যমেবতৎ ॥ ৫ ॥

রাজ্যভ্রষ্টাঃ দীর্ঘরোগাঃ পরাধীনাঃ হতশ্রিয়ঃ যে বিরক্তাঃ (সন্তঃ) তপস্তস্তি তৎ জিহাসামুখ্যম্ এবং বৈরাগ্যম্ ॥ ৫

(প্রথমে মন জিহাসামুখ্যবৈরাগ্য উদাহরণ দিয়া বুঝাইতেছেন)
জ্যভ্রষ্ট হইয়া, দীর্ঘকালব্যাপী রোগভোগ করিয়া কিম্বা পরাধীনতা বশতঃ, কিম্বা সম্পত্তি হারাইয়া, বৈরাগ্যযুক্ত হয় এবং

সেই বৈরাগ্যবশতঃ তপস্তা করে, তাহাদের সেই বৈরাগ্যকে জিহাসামুখ্য বৈরাগ্যই বলিতে হইবে ॥ ৫ ॥

আধিব্যাধিভয়োদেগপারতন্ত্রাদিবজ্জিতাঃ ।

যে ধীরা মুক্তিমিচ্ছন্তি শৃণুতেসাম্ভয়ং ক্রমঃ ॥ ৬ ॥

অর্থ—আধিব্যাধিভয়োদেগপারতন্ত্রাদিবজ্জিতাঃ (যে ধীরাঃ মুক্তিম্ ইচ্ছন্তি তেষাম্ ভয়ং ক্রমঃ, (তৎ) শৃণু ॥ ৬ ॥

মানসিক বা শারীরিক ক্লেশ, ভয়, উৎসেগ, পরাধীনতা প্রভৃতি না থাকিলেও, যে বিবেকী ব্যক্তিগণ মুক্তির ইচ্ছা করিয়া থাকেন, তাহাদের মধ্যে যেৰূপ তারতম্য হইয়া থাকে তাহা শ্রবণ কর ॥ ৬ ॥

কামধেনুর্গৃহে যেষাং নিবাসো নন্দনে বনে ।

কশ্চপাভ্যাস্তপস্তন্তি জিজ্ঞাসামুখ্যামেব তৎ ॥ ৭ ॥

অর্থ—যেযাং গৃহে কামধেনুঃ (ভবতি), যেযাং নিবাসঃ নন্দনে বনে (ভবতি), তে কশ্চপাভ্যাঃ তপস্তন্তি, তৎ বৈরাগ্যং জিজ্ঞাসামুখ্যাম্ এব ॥ ৭ ॥

যাঁহাদের গৃহে সৰ্ব্বকামপ্রদা কামধেনু মহিয়াছে, যাঁহাদের নিবাস স্বর্গের নন্দনকাননে, সেই কশ্চপাদি, যে তপস্তার প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের সেই বৈরাগ্য অব্যগ্রই জিজ্ঞাসামুখ্য বৈরাগ্য ॥ ৭ ॥

আধিব্যাধিভয়োদেগপারতন্ত্রাদিপীড়িতাঃ ।

যে জীবা মোক্ষমিচ্ছন্তি জিহাসামুখ্যতা তু না ॥ ৮ ॥

অর্থ—যে জীবাঃ আধিব্যাধিভয়োদেগপারতন্ত্রাদিপীড়িতাঃ (সন্তঃ) মোক্ষম্ ইচ্ছন্তি, সা তু জিহাসামুখ্যতা ॥ ৮ ॥

(মধ্যম জিহাসামুখ্য বৈরাগ্যের লক্ষণ করিতেছেন) যাঁহারা শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ, ভয়, উৎসেগ, পরাধীনতা প্রভৃতি দ্বারা

নিপীড়িত হইয়া মোক্ষের ইচ্ছা করেন তাঁহাদের সেই বৈরাগ্যকে জিজ্ঞাসামুখ্য বৈরাগ্য বলিয়া থাকে ॥ ৮ ॥

মানুষ্যঃ দুর্লভং প্রাপ্তা সচ্ছাত্রৈঃ সংস্কৃতা মতিঃ ।

যদি ন ত্রিবিপ্রশ্রুতি স্তদস্মাভিঃ কিমর্জিতম্ ॥ ৯ ॥

অর্থ—দুর্লভং মানুষ্যং প্রাপ্তাঃ সচ্ছাত্রৈঃ মতিঃ সংস্কৃতা যদি ব্রহ্ম-
বিশ্রুতিঃ ন (স্তাৎ), তৎ (তর্হি) অস্মাভিঃ কিম্ অর্জিতম্ ? ৯ ॥

(মধ্যম জিজ্ঞাসামুখ্য বৈরাগ্যের লক্ষণ, দুইটা শ্লোক দ্বারা কহিতে-
ছেন) দুর্লভ মনুষ্যজন্ম পাইয়াছি, বেদান্তের অনুকূল শাস্ত্রসমূহ দ্বারা
বুদ্ধিকে সংশোধিত করিয়াছি ; এখন যদি ব্রহ্মে বিশ্রুতি লাভ করিতে
না পারি, তবে আমরা কি লাভ করিলাম ? ৯ ॥

ইত্যেবং ব্যবসায়েন হ্যাকাশফলপাতবৎ ।

জিজ্ঞাসয়ন্তি যে ধীরা জিজ্ঞাসামুখ্যাতু সা ॥ ১০ ॥

অর্থ—ইতি এবং ব্যবসায়েন হি আকাশফলপাতবৎ যে ধীরাঃ
জিজ্ঞাসয়ন্তি সা তু জিজ্ঞাসামুখ্যাতা ॥ ১০ ॥

এইরূপ নিশ্চয় করিয়া যে বিবেকানিসাধনম্পন্ন ব্যক্তিগণ আকাশ
হইতে ফলপাতের ছায়া, অকস্মাৎ তত্ত্বজিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের
সেই বৈরাগ্যকে জিজ্ঞাসামুখ্য বৈরাগ্য বলিতে হইবে ॥ ১০ ॥

নিরোচনঃ কৰ্ত্তব্যীৰ্য্যো বলিঃ শ্রীরাঘবাদয়ঃ ।

বিরক্তা রাজলীলায়াঃ তেহি তত্র নিদর্শনম্ ॥ ১১ ॥

অর্থ—নিরোচনঃ কৰ্ত্তব্যীৰ্য্যো বলিঃ শ্রীরাঘবাদয়ঃ, (যে) রাজলীলায়াঃ
বিরক্তাঃ তে হি তত্র নিদর্শনম্ ॥ ১১ ॥

বলির পিতা বিরোচন, সহস্রাজুন কাক্তবীৰ্য্য, বলি, রামচন্দ্র প্রভৃতি পুরাণে প্রসিদ্ধ মহাঅগণ প্রজাপালনাদি কৰ্ম্ম হুঃখশূন্য হইলেও তৎপ্রতি উদাসীন হইয়া অবস্থান করিয়াছিলেন । তাঁহারাই সেই মধ্যম জিজ্ঞাসামুখ্য বৈরাগ্যের উদাহরণ ॥ ১১ ॥

তীত্রাৎ সংসারবৈরাগ্যাৎ ব্রহ্মজিজ্ঞাসনং যদি ।

বৈরাগ্যাং পুণ্যজীবানাং জিহাসামুখ্যমেব তৎ ॥ ১২ ॥

অন্বয়—যদি তীত্রাৎ সংসারবৈরাগ্যাৎ ব্রহ্মজিজ্ঞাসনং (ভবেৎ), (তৎ) বৈরাগ্যাং পুণ্যজীবানাং (ভবতি), (পরন্তু) তৎ জিহাসামুখ্যম্ এব (ভবতি) ॥ ১২ ॥

(মধ্যম জিজ্ঞাসামুখ্য ও জিহাসামুখ্য বৈরাগ্য বুঝাইয়া, এখন উত্তম প্রকারে দুই বৈরাগ্য বর্ণনা করিতেছেন) তীত্র সংসারবৈরাগ্য হেতু যদি ব্রহ্মজিজ্ঞাসা জন্মে, তবে সেই বৈরাগ্য পুণ্যবান জীবের হয় বলিয়া বুঝিতে হইবে কিন্তু সেই বৈরাগ্য জিহাসামুখ্য বৈরাগ্য, অত্ন কিছুই নহে ॥ ১২ ॥

ব্রহ্মজিজ্ঞাসয়া তাত তীত্রয়া হো বিধীয়তে ।

বিরাগো দৃশ্যভাবেষু জিজ্ঞাসামুখ্যমেব তৎ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়—হে তাত ! তীত্রয়া ব্রহ্মজিজ্ঞাসয়া দৃশ্যভাবেষু যঃ বিরাগঃ বিধীয়তে (তৎ বৈরাগ্যাং) জিজ্ঞাসামুখ্যম্ এব ॥ ১৩ ॥

(উত্তম জিজ্ঞাসামুখ্য বৈরাগ্যের লক্ষণ করিতেছেন) হে পুত্র, তীত্র ব্রহ্মজ্ঞানেচ্ছা বশতঃ যাবতীয় দ্রষ্টব্যপদার্থে যে বৈরাগ্য হয়, সেই বৈরাগ্যকে জিজ্ঞাসামুখ্য বৈরাগ্যই বলিতে হইবে ॥ ১৩ ॥

সহজং যন্ত বৈরাগ্যং কা বাচ্যা তন্ত মুখ্যতা।

। অথ দোষাঃ প্রদর্শ্যন্তে বৈরাগ্যং দোষদর্শনাৎ ॥ ১৪ ॥

অথ—যন্ত বৈরাগ্যং সহজং (অন্তি), তন্ত কা মুখ্যতা বাচ্যা? দোষদর্শনাৎ বৈরাগ্যং প্রদর্শ্যন্তে)। অথঃ দোষাঃ প্রদর্শ্যন্তে ॥ ১৪ ॥

(পূর্বোক্ত ছয়প্রকার বৈরাগ্য হইতে ভিন্ন সপ্তম প্রকারের বৈরাগ্য বর্ণনা করিতেছেন) যে উত্তম অধিকারীর বৈরাগ্য স্বাভাবিক অর্থাৎ সর্বত্র আত্মদর্শনহেতু গুণদোষদৃষ্টিরহিত, তাহার শ্রেষ্ঠতা সন্দেহ আর সন্দেহ কি? অর্থাৎ তাহা পূর্বোক্ত ছয় প্রকার বৈরাগ্য হইতে শ্রেষ্ঠ ও বিলক্ষণ। দোষদর্শন হইতে বৈরাগ্য জন্মে বলিয়া, অনন্তর দোষ সমূহের বর্ণনা করা হইতেছে ॥ ১৪ ॥

কথয়ামি সমাসেন সাবধানমনাঃ শৃণু।

অসমঞ্জসতাং সাধো সমারভ্য শরীরতঃ ॥ ১৫ ॥

অথ—হে সাধো! শরীরতঃ সমারভ্য অসমঞ্জসতাং সমাসেন কথয়ামি ত্বং সাবধানমনাঃ শৃণু ॥ ১৫ ॥

হে কল্যাণকৃতং শিষ্য, আমি শরীর হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব বিষয়ের দোষরূপতা সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি; তুমি স্থিরচিত্ত হইয়া শ্রবণ কর ॥ ১৫ ॥

৬ । কায়বিড়ম্বনা ।

যং ভূষয়ন্তি কনকৈর্বসনৈশ্চন্দনৈরপি ।

অবিচারত এবায়ং কায়ো রম্যভূমাগতঃ ॥ ১ ॥

অর্থ—যং (কায়ং) (জনাঃ) কনকৈঃ বসনৈঃ চন্দনৈ অপি ভূষয়ন্তি সঃ অয়ং কায়ঃ অবিচারতঃ এত রম্যভূম্ আগতঃ ॥ ১ ॥

বস্তুতঃ শ্রীহীন, কদাকার এবং দুর্গন্ধযুক্ত হইলেও, শরীরকে লোকে স্বর্ণালঙ্কার, বসন এবং চন্দন প্রভৃতি দ্বারা সজ্জিত করে। সেই শরীর লোকে বিচার পূর্বক দেখেনা বলিয়াই তাহাদের দৃষ্টিতে (এত) সৌন্দর্য্য লাভ করিয়াছে ॥ ১ ॥

অশ্রু ক্রব্যাদভক্ষ্যশ্চ কুশানো রিক্তনশ্চ চ ।

পরিণামকৃশশ্চৈব কৈব কায়শ্চ রম্যতা ॥ ২ ॥

অর্থ—ক্রব্যাদভক্ষ্যশ্চ কুশানোঃ ইক্সনশ্চ পরিণামকৃশশ্চ এব চ অশ্রু কায়শ্চ রম্যতা কা এব ? ২ ॥

যে শরীর মাংসাশী জীবের খাদ্য এবং অগ্নির ইক্সনস্বরূপ এবং বাহ্য পরিণতাবস্থায় কুঁশ হইয়া যায়, সেই শরীরের আবার রম্যতা কি প্রকার ? ২ ॥

কলের্বরমিদং স্থানং বিগ্রহো মুর্ত্তিমানসো ।

পঞ্চভূতনিবাসোহয়ং কথং তত্র স্মৃখীভবেৎ ॥ ৩ ॥

অর্থ—ইদং কলেঃ বয়ং স্থানং, অসৌ মুর্ত্তিমান্ বিগ্রহঃ, অসৌ পঞ্চভূতনিবাসঃ, (জনাঃ) তত্র কথং স্মৃখীভবেৎ ? ৩ ॥

(আচ্ছা যদি কেহ বলেন এই শরীর স্মৃৎভোগের আশ্রয় বলিয়াই

ইহার রম্যতা, তঁহুত্তরে বলিতেছেন) এই শরীর কলহের অথবা অধর্মবহুল কলিকালের, শ্রেষ্ঠ হর্গ, অর্থাৎ কলিকালে শরীররক্ষণ ও শরীরের সুখ-সাধনাই মনুষ্যের মুখ্য কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত। এই দেহ মৃত্তিমূর্তি কলহস্বরূপ অর্থাৎ ইহাতে, বীষ, পিত্ত, কফ, এই ত্রিধাতুর নিরন্তর যুদ্ধ চলিতেছে। এই দেহ পাঁচটা ভূতের আবাস ভূমি, অর্থাৎ একটা ভূতের আবাস ভূমিতে যেমন স্নেহের সম্ভাবনা নাই, পাঁচটা ভূতের বাসস্থানে যে স্নেহের আশাও নাই, তাহাও কি বলিতে হইবে? তাহা হইলে লোকে কি প্রকারে ইহাতে থাকিয়া স্নেহের আশা করিতে পারে? ৩ ॥

•কারাগৃহং গর্ভবাসো বাল্যং কেবলমূঢ়তা।

তত্রাপি দুঃসহাত্যন্তং পরাধীনতয়া স্থিতিঃ ॥ ৪ ॥

অর্থ—গর্ভবাসঃ কারাগৃহং, •বাল্যং কেবলমূঢ়তা, তত্র অপি পরাধীনতয়া স্থিতিঃ অত্যন্তঃ দুঃসহা ॥ ৪ ॥

মাতৃগর্ভে বাস কারাগারনিবাসের তুল্য; শৈশবকাল মূর্খতা ভিন্ন আর কিছুই নহে; সেই শৈশবেও আহারবিহারাদি সম্বন্ধে পরাধীন হইয়া থাকা একান্ত অসহ ॥ ৪ ॥

কামবানৈ ষত্র পীড়া কামিনীবিরহজ্বরঃ।

পুঙ্কলা পাপসম্পত্তি যৌবনং বিপদাং বনম্ ॥ ৫ ॥

অর্থ—যত্র কামবানৈঃ পীড়া (ভবতি), কামিনীবিরহজ্বরঃ (ভবতি), পুঙ্কলা পাপসম্পত্তিঃ (ভবতি), তৎ যৌবনং বিপদাং বনম্ (ভবতি) ॥ ৫ ॥

যে যৌবনে মদনের সম্মোহন* প্রকৃতি ব্যুৎপন্ন দ্বারা আহত হইয়া

* সম্মোহনঃ স্নেহাদিনো চ যৌবনভাগনন্তথা।

তদ্ব্যবহিতিকামন্ত পক্ষবাণাঃ প্রকৃতিভাঃ ॥

পীড়িত হইতে হয়, যে যৌবনে নারীর অশ্রাণ্ডিহেতু সম্ভাপ উপস্থিত হয়, এবং যে যৌবনে সৰ্ব্বদুঃখকারণভূত বিবিধপ্রকার পানাসঙ্কর হইয়া থাকে, সেই যৌবন বিপদেরই বন (তাহাতে সুখে সম্ভাবনা কোথায় ?) ॥ ৫ ॥

উন্নতানততাং যাতো জরাকারবিধুসরঃ।

পুরাণকুশ্মাণ্ডসমঃ কায়ো বুদ্ধস্ত গহিতঃ ॥ ৬ ॥

অর্থ—বুদ্ধস্ত কায়ঃ উন্নতানততাং যাতঃ, জরাকারবিধুসরঃ পুরাণ-কুশ্মাণ্ডসমঃ গহিতঃ (ভবতি) ॥ ৬ ॥

বৃদ্ধের শরীর (লাঠি ধরিয়া গমন কালে) কখন উন্নত কখন বা অবনত ভাব প্রাপ্ত হয়, এবং সারাজীবন সংসারজালায় দগ্ধ হওয়াতে এখন জরা আসিয়া সেই সংসারজ্বলনের নিদর্শনভূত তন্ময়ের শ্রায় ধূসরবর্ণ কেশরাশি দ্বারা মস্তক ও সৰ্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়াছে এবং সেই দেহ শুষ্ক কুশ্মাণ্ডের শ্রায় অন্তঃসারশূন্য হইয়াছে, সেই হেতু তাহাকে আর কেহই আদর করে না ॥ ৬ ॥

মরণস্যতু কিং বাচ্যং মৃত্যাদুত্তমং ততঃ।

নরকে তু মহদুঃখং স্বর্গে পতাজং ভয়ম্ ॥ ৭ ॥

অর্থ—তু (পক্ষান্তরে) মরণস্ত দুঃখং কিং বাচ্যং ততঃ মৃত্যাদুত্তমং (অস্তি) অনন্তরং নরকে তু মহদুঃখং, স্বর্গে পতনজং ভয়ং (অস্তি) ॥ ৭ ॥

পক্ষান্তরে মরণে যে দুঃখ তাহার কথা আর কি বলিব ? তাহা সৰ্ব্বজনবিদিত ও বর্ণনাতীত। মরণের পর ধমদুত্তের ভয় ; আর যদি নরকে যাইতে হয়, তাহা হইলে নরকের প্রচণ্ড দুঃখের ত কথাই নাই। আর যদি স্বর্গে যাইতে হয়, তাহা হইলে সেস্থান হইতেও পতনের ভয় আছে ॥ ৭ ॥

উত্তমাধম ভাবেন তত্রাপ্যস্তি বিড়ম্বনা।

যদি পঞ্চাদিঘোনিঃ স্যাত্তদা হুঃখস্য কা কথা ॥ ৮ ॥

অর্থ—তত্র অপি . উত্তমাধমভাবেন বিড়ম্বনা অস্তি ; যদি পঞ্চাদি-
ঘোনিঃ স্যাত্, তদা হুঃখস্য কা কথা ? ৮ ॥

সেই স্বর্গেও, কেহ উচ্চপদস্থ কেহ নীচপদস্থ এইরূপ তারতম্য
থাকিতে, সেখানেও তিরস্কারাদি জনিত হুঃখ আছে, আর যদি পঞ্চাদি-
ঘোনিতে জন্মলাভ হয়, তাহা হইলে আর হুঃখের কথা কি ? ৮ ॥

পুনর্জন্ম পুনর্মৃত্যুঃ পুনহুঃখং পুনর্ভয়ম্

ন জানাতি গতিং জন্তু নিমগ্নো মোহসাগরে ॥ ৯ ॥

অর্থ—পুনর্জন্ম, পুনর্মৃত্যুঃ, পুনহুঃখং, পুনর্ভয়ম্, জন্তুঃ মোহসাগরে
নিমগ্নঃ (সন্) গতিং ন জানাতি. ॥ ৯ ॥

আবার জন্ম, আবার মৃত্যু, আবার হুঃখ, আবার ভয় ; জীব এইরূপে
অজ্ঞানরূপ সাগরে নিমগ্ন হইয়া, সর্বপ্রপঞ্চের অতীত মোক্ষরূপ অবস্থা
বুঝিতে পারে না ॥ ৯ ॥

৭। বৃত্তিবিড়ম্বনা।

কৃত্রধর্ম্মে পরাহিংসা ক্ষান্ত্রায়াং লাঘবং মহৎ ।

অসত্যমেব বাগিজ্যে নান্ভতাৎ শ্যুতকং পরম্ ॥ ১ ॥

অর্থ—কৃত্রধর্ম্মে পরাহিংসা (ভবতি), ক্ষান্ত্রায়াং মহৎ লাঘবং (ভবতি),
বাগিজ্যে অসত্যম্ এব (ভবতি), নান্ভতাৎ পরম্ পাতকং ন (অস্তি) ॥ ১ ॥

কত্রিয়ের ধর্ম্যে হত্যারূপ অত্যাংকট হিংসা করিতে হয় । ব্রাহ্মণের ধর্ম্যে যে যাক্কা বা ভিক্ষাবৃত্তি বিহিত আছে, তাহাতে লোককে সাতিশয় লঘু হইতে হয় । বৈশ্য ধর্ম্যে বা বাণিজ্যে কেবল মিথ্যাকে আশ্রয় করিতে হয় । মিথ্যা অপেক্ষা বড় পাতক আর নাই ॥ ১ ॥

সেবায়াং পরমং কষ্টং মৃত্যুকীটস্ত কৃষীবলঃ ।

দূতে সর্বস্বনাশঃ স্য্যচৌর্যো রাজভয়ং মহৎ ॥ ২ ॥

অন্বয়—সেবায়াং পরমং কষ্টং (ভবতি) কৃষীবলঃ তু মৃত্যুকীটঃ (ভবতি) দূতে সর্বস্বনাশঃ স্য্যচৌর্যো মহৎ রাজভয়ং (অস্তি) ॥ ২ ॥

শূদ্রবৃত্তি সেবাতে অত্যন্ত কষ্ট ; যে ভূমি কর্ষণ করে তাহাকে মাটির পোকা হইয়া থাকিতে হয় ; আর যদি ধনলাভের জন্ত দূত ক্রীড়ায় আসক্ত হয়, তবে তাহার সর্বস্বনাশের সম্ভাবনা । আর যদি ধনের জন্ত চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করে, তবে তাহার রাজশাসন হইতে অত্যন্ত ভয়ের আশঙ্কা আছে ॥ ২ ॥

নাকাশাৎ পততি দ্রব্যং জীবিকা স্তুখদা কথম্ ॥ ৩ ॥

অন্বয়—আকাশাৎ দ্রব্যং ন পততি, জীবিকা কথম্ স্তুখদা (ভবেৎ) ? ৩ ॥

আকাশ হইতে ধন পড়ে না, কাজেই জীবনোপায় কি প্রকারে স্তুখদায়ক হইতে পারে ? ৩ ॥

৮। কামবিড়ম্বনা ।

চৰ্কর্যস্তি মহামাংসং গতে প্রাণে পিশাচকাঃ ।

জীবৎপরম্পরং মাংসং জীপুংসাচ্চতুরাননাঃ ॥ ১ ॥

অর্থ—প্রাণে গতে (মতি) পিশাচকাঃ মহামাংসং চৰ্কর্যস্তি চতুরাননাঃ
জীপুংসাঃ জীবৎপরম্পরং মাংসং চৰ্কর্যস্তি ॥ ১ ॥

প্রাণ গত হইলে, পিশাচেরা মনুষ্য মাংস চৰ্কণ করে, পক্ষান্তরে জী-
পুরুষেরা জীবিতাবস্থায় পরম্পরের মাংস চৰ্কণ করে, কিন্তু তাহা কাহারও
দুঃখদাক্ষক হয় না (ইহাই আননের বা পরম্পরের মুখের চাতুর্য্য) ॥ ১ ॥

নৃদেহৈর্নিশি নৃত্যন্তি শ্মশানেষু পিশাচকাঃ ।

বিচিটৈরঙ্গবিজ্ঞাটৈঃ গৃহেষু গৃহমেধিনঃ ॥ ২ ॥

অর্থ—পিশাচকাঃ নৃদেহৈঃ শ্মশানেষু নিশি নৃত্যন্তি গৃহমেধিনঃ গৃহেষু
বিচিটৈঃ অঙ্গবিজ্ঞাটৈঃ (নৃদেহৈঃ নিশি নৃত্যন্তি) ॥ ২ ॥

পিশাচগণ রাত্রিকালে শ্মশানে মনুষ্যদেহ লইয়া নৃত্য করে, কিন্তু
গৃহবাসীগণ গৃহেষুই বিচিত্র অঙ্গবিজ্ঞাসসহকারে নরদেহ লইয়া নৃত্য
করে ॥ ২ ॥

লিহতি স্পৃশতি ভ্রাস্তো মুহুর্জিহ্রতি খাদতি ।

গ্রামসিংহানুরূপেয়ং গ্রাম্যধর্মব্যবস্থিতিঃ ॥ ৩ ॥

অর্থ—ভ্রাস্তঃ (নরঃ) মুহুঃ লিহতি, স্পৃশতি, জিহ্রতি, খাদতি ; ইয়ং
গ্রাম্যধর্মব্যবস্থিতিঃ গ্রামসিংহানুরূপা ভবতি ॥ ৩ ॥

এই সংসারে জীপুরুষের ধর্ম কুকুরের মত দৃষ্ট হয়, যেহেতু ভ্রাস্ত মনুষ্য
বার বার লেহন করে, স্পর্শ করে, আত্মাণ করে ও উপভোগ করে ॥ ৩ ॥

কণ্ডূয়নেন যৎ কণ্ডূসুখম্ তৎ কিং ভবেৎ সুখম্ ।

পশ্চাত্তত্র মহাপীড়া তথা বৈষয়িকং সুখম্ ॥ ৪ ॥

অর্থ—কণ্ডূয়নেন যৎ কণ্ডূসুখম্, পশ্চাৎ যত্র মহাপীড়া ভবতি তৎ কিং সুখম্ ভবেৎ ? বৈষয়িকং সুখং তথা (ভবতি) ॥ ৪ ॥

গাত্র কণ্ডূয়ন করিয়া (চুলকাইয়া) যে কণ্ডূয়নসুখ হয় এবং পরে যাহা কষ্টদায়ক হয়, তাহা কি প্রকারে সুখ হইতে পারে ? বিষয়ভোগজনিত সুখও তদ্রূপই হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

নাদাসক্তং মৃগং ব্যাধিচ্ছিন্তি নিশিতৈঃ শরৈঃ ।

রূপাসক্তং নরং নারী রতিচ্ছুরিকয়াহসকৃৎ ॥ ৫ ॥

অর্থ—ব্যাধিঃ নাদাসক্তং মৃগং নিশিতৈঃ শরৈঃ ছিন্তি, নারী রূপাসক্তং নরং রতিচ্ছুরিকয়া অসকৃৎ ছিন্তি ॥ ৫ ॥

ব্যাধি বংশীনাদ-দুঃখ মৃগকে ভীক্ষবৎ দ্বারা বধ করে, নারী রূপে আসক্ত নরকে কিন্তু রতিচ্ছুরিকা দ্বারা পুনঃ পুনঃ আঘাত করিয়া তবে বধ করে (অর্থাৎ অনেক কষ্ট প্রদান করিয়া বধ করে) ॥ ৫ ॥

৯ । ক্রোধবিড়ম্বনা ।

রুধিরং পিবতি স্বীয়ং দিবা তমসি নৃত্যতি ।

ভীষয়ত্যাশ্বনাশ্বানং ক্রুরঃ ক্রোধী ন রাক্ষসঃ ॥ ১ ॥

অর্থ—ক্রোধী স্বীয়ং রুধিরং পিবতি, দিবা তমসি নৃত্যতি, আশ্বনাশ্বানং ভীষয়তি ('ভীষয়তি' ব্যাকরণকৌমুদী ২য় ভাগ ২৩৬ সূত্র ও পানিনিঃ ১।৩।৬৮ এবং ৭।৩।৪০ ।) ॥ ১ ॥

যে ব্যক্তি ক্রোধের অধীন হইয়া পড়ে, সে আপনি আপনার রক্তগান করে; সে দিবাভাগেই ক্রোধাক্ত হইয়া, অন্ধকার সৃষ্টি করিয়া তাহাতে নৃত্য করে; সে আপনি আপনার ভয়ের কারণ হয়, অতএব ক্রোধী লোকই ঐকান্ত নিষ্ঠুর। লোক যে রাক্ষসকে নিষ্ঠুর বলে, রাক্ষস বস্তুতঃ ততদূর নিষ্ঠুর নহে, কেননা সে অপরের রক্তই পান করে এবং রাত্রিকালেই নৃত্য করে ও নীচের শরীরকে দ্রুত বিকৃত করিয়া আপনি আপনার ভয়ের কারণ হয় না ॥ ১ ॥

১০। লোভবিড়ম্বনা।

ন পিশাচাঃ ন ডাকিণ্যে ন ভুজঙ্গা ন বৃশ্চিকাঃ।

সম্ভ্রাস্তয়ন্তি মনুজং যথা লোভো ধিয়ং রিপুঃ ॥ ১ ॥

অর্থ—ন পিশাচাঃ ন ডাকিণ্যে ন ভুজঙ্গাঃ ন বৃশ্চিকাঃ মনুজং (তথা) সম্ভ্রাস্তয়ন্তি যথা রিপুঃ লোভঃ ধিয়ং (সম্ভ্রাস্তয়তি) ॥ ১ ॥

লোভরূপ শত্রু বুদ্ধিকে বেরূপ ভীত করিয়া বিচলিত করে, পিশাচ, ডাকিনী, সর্প ও বৃশ্চিক, মানুষকে সেইরূপ ভীত করিতে পারে না ॥ ১ ॥

মেরবো যুতবিন্দাভা দুরাশাদাবপাবকে।

কথং সহস্রলক্ষাদৈ্যে স্তুহি তৃপ্যতু লোভবান্ ॥ ২ ॥

অর্থ—দুরাশাদাবপাবকে মেরবঃ যুতবিন্দাভাঃ (ভবন্তি), তহি লোভবান্ সহস্রলক্ষাদৈ্যে কথং তৃপ্যতু ? ২ ॥

দুরাজ্জারূপ দাব্যমিতে ঐক্যাদিক সুবর্ণময় স্রমেক পর্কতও যুতবিন্দুসদৃশ, অর্থাৎ সেই অগ্নিকে নির্বাপিত না করিয়া, প্রত্যুত অধিকতর প্রজলিতই করে। তাহা হইলে, যাহার লোভ জাগিয়াছে

সহস্র, লক্ষ প্রভৃতিসংখ্যক মুদ্রা দ্বারা সেই ব্যক্তি কি প্রকারে তৃপ্ত হইতে পারে ? ২ ॥

আনন্দং প্রাতরারভ্য জাগ্রতি স্বপ্নপুষ্পি ।

ভ্রমনো লভতে শান্তিঃ স লোভস্ত পরাক্রমঃ ॥ ৩ ॥

অর্থ—প্রাতঃ আরভ্য আনন্দং, জাগ্রতি, স্বপ্নপুষ্পি অপি ভ্রমন্ শান্তিঃ নো লভতে, সঃ লোভস্ত পরাক্রমঃ (ভবতি) ॥ ৩ ॥

প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত না নিদ্রা হয় ততক্ষণ জাগ্রদবস্থায়, এবং স্বপ্নে স্বপ্নদৃষ্ট নগর সমূহেও, ভ্রমণ করিয়া স্বপ্নে লোক যে শান্তি পায় না, তাহা লোভের প্রভাব বলিয়াই বুঝিতে হইবে ॥ ৩ ॥

নিধানং যক্ষসর্পাদ্যা যদা ক্রামন্তি যত্নতঃ ।

ন পিবান্তি ন খাদন্তি তেবাং শঠাঃ গুরবঃ শঠাঃ ॥ ৪ ॥

অর্থ—যক্ষসর্পাভ্যাং যৎ যত্নতঃ নিধানম্ আক্রামন্তি, ন খাদন্তি, ন পিবান্তি, তেবাং শঠাঃ (নরাঃ) গুরবঃ (ভবন্তি) ॥ ৪ ॥

যক্ষ সর্পাদি যে ভূগর্ভাদি স্থানে রক্ষিত ধনকে যত্নপূর্বক আশুলিয়া থাকে, এবং তাহারা নিজ নিজ পানভোজনের জন্ত, সেই ধন ব্যয় করে না, (তাহাতে আমাদের স্বরণ করা উচিত যে) ধূর্ত স্বার্থপর মহুযাগণই তাহাদিগকে সেই অনরক্ষাব্রতে দীক্ষিত করিয়াছে। সুতরাং লোকে যে যক্ষ ও সর্পকে কৃপণ ও লোভীর চরমাদর্শ বলিয়া প্রতিপাদন করিতে চায়, তাহা তাহাদিগের ভুল ; কেননা চরমলোভী মহুযাই নিজ নিজ ধন রক্ষার নিমিত্ত অভিচারাদি কল্মষের সাহায্যে তাহাদিগকে যক্ষ ও সর্পরূপে পরিণত করিয়াছে ॥ ৪ ॥

দানভোগবিহীনঞ্চ যদেব ধনিনো ধনম্।

ন তু তস্য মুখে ধূলিদীয়তে ভূমিগোপনৈঃ ॥ ৫ ॥

অর্থ—ধনিনঃ যৎ দানভোগবিহীনঞ্চ ধনম্, (তৎ) তু (নাস্তি) এব,
(যতঃ) ভূমিগোপনৈঃ স্তম্ভমুখে ধূলিঃ (অপি) ন দীয়তে ॥ ৫ ॥

যে ধনী নিজে ভোগ না করিয়া অথবা দান না করিয়া ধন রক্ষা করে (তাহার মৃত্যুর পর তাহার উত্তরাধিকারিগণ কিহা দেশের রাজা তাহার মুখে সাত খণ্ড স্বর্ণের পরিবর্তে, ধূলি পর্য্যন্তও দেয় না, পাছে তাহার ভূগর্ভপ্রোথিত স্বর্ণখণ্ড তাহার মুখে যায় ॥ ৫ ॥

মৃতস্তাত্মময়ে পাত্রে সংস্থাপয়তি কিং ধনম্ ন

পাত্রে স্থিতং ধনং ভদ্রং কিন্তু পাত্রং পরীক্ষয় ॥ ৬ ॥

অর্থ—মৃতঃ তাত্মময়ে পাত্রে (যৎ) ধনং সংস্থাপয়তি (তৎ) কিম্ ?
পাত্রেস্থিতং ধনং ভদ্রং (ভবতি) কিন্তু পাত্রং পরীক্ষয় ॥ ৬ ॥

(সংপাত্রে স্তম্ভ ধন স্থাবর ইয়, এই কথা শুনিয়া) মূর্থ মনে করে যে তাত্রপাত্রই সংপাত্র এবং তাহাতেই ধন স্থাপন করে (এবং হয়ত তাহা মাটিতে প্রোথিত করে)। তাহাতে তাহান্ন কি উপকার হয়? কিছুই নহে। • সত্য বটে, ধন সংপাত্রে স্তম্ভ হইলে স্থখের কারণ হয়। কিন্তু সেই পাত্রটী যে কি, তাহা বুঝিয়া দেখিতে হয়। সেই পাত্রটী ধাতু প্রকৃতি দ্বারা মিশ্রিত আধার নহে। তাহা বিদ্যা-বিনয়াদিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ঐহিক ॥ ৬ ॥

কাকবিষ্ঠাধনস্যার্থে কায়ক্লেশেন ভূয়সা।

মদাক্ষা ধনিনঃ সের্যা মহতীয়াং বিড়ম্বনা ॥ ৭ ॥

অর্থ—কাকবিষ্ঠাধনস্য অর্থঃ ভূয়সা • কায়ক্লেশেন মদাক্ষাঃ ধনিনঃ
সের্যাঃ, ইয়ং মহতী বিড়ম্বনা ॥ ৭ ॥

কাকবিষ্ঠাতুলা ধনের অল্প, প্রভূত ব্যয়ক্লেশ দ্বারা, ধনমদে হিতাহিত-
জ্ঞানশূন্য ধনবানদিগের সেবা করিতে হয়, ইহা লাজ্জনার পরাকাষ্ঠা ॥৭॥

ন লোভস্যোপচারায় মণিমন্ত্রোষধাদয়ঃ ।

মণিমন্ত্রোষধাধী সোহপি লোভপরাধঃ ॥ ৮ ॥

অর্থ—মণিমন্ত্রোষধাদয়ঃ লোভশ্চ উপচারায় ন (ভবতি) (যতঃ যঃ)
মণিমন্ত্রোষধাধী, সঃ অপি লোভপরাধঃ (ভবতি) ॥ ৮ ॥

মণি, মন্ত্র, ঔষধ প্রভৃতি, লোভরূপ রোগের শাস্তি করিতে সমর্থ
হয় না, যেহেতু, যিনি ‘মণি, মন্ত্র, ঔষধ পাইয়াছি’ বলিয়া গর্ব্ব করেন,
তিনিও লোভের বশীভূত হন । (কেননা ধন, অথবা যশঃ ইত্যাদি না
পাইলে তিনি তাহা দিতে প্রস্তুত হন না) ॥ ৮ ॥

কিঞ্চিদ্বনকণং ধাত্বা মুখমাত্মস্ব পশ্যসি ।

কল্লোষি শ্বেব চাটুনি লোভেনাপকৃতং স্বর ॥ ৯ ॥

অর্থ—(ত্বম্) কিঞ্চিদ্বনকণং ধাত্বা, আত্মস্ব মুখম্ পশ্যসি, স্বা
ইব চাটুনি কল্লোষি, লোভেন (যৎ) অপকৃতং (তৎ) স্বর ॥ ৯ ॥

অন্নবস্ত্রাদি কোনপ্রকার ধনের স্বল্লাংশমাত্র পাইবে এই
আশায় ধনবানের মুখের দিকে চাহিয়া আছ এবং কুকুরের ভ্রায়
তাহার মনোরঞ্জনার্থ চাটুবাঁকা সকল প্রয়োগ করিতেছ । লোভ তোমার
কতদূর অপকার করিয়াছে, স্বরণ করিয়া দেখ ॥ ৯ ॥

লোহার্গলোভদ্বহরো লোলতাক্ষো ভয়প্রদঃ ।

লুনাভ্যুর্ভো চ যল্লোকো তেন লোভঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ ১০ ॥

অর্থ—লোহার্গলঃ ভদ্রহরঃ, লোলতাক্ষঃ, (লোলতা চাক্ষুঃ) তৎ

অকং চিহ্নং যস্য সঃ) ভয়প্রদঃ বৎ উভৌ লোকৌ লুনাতি চ, তেন লোভঃ
প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ১০ ॥

“ল” এই অংশের অর্থ লোহাঙ্ক হৃড়কা, “ভ” এই অংশের অর্থ
ভদ্ভনাশক, অথবা “লো”র অর্থ চাক্ষুযুক্ত এবং “ভ”র অর্থ ভয়দায়ক
অথবা “লোভ” শব্দের ব্যুৎপত্তি ‘লুনাতি উভৌ, লোকৌ’; বাহ্য ইহলোক ও
পরলোক এই উভয় লোককে বিনষ্ট করে; এই কারণে উহার নাম
লোভ ॥ ১০ ॥

সকামাঃ কামিনীলুকা নিকামাঃ মোক্ষলোভিনঃ ।

ভাবলুকোহি ভগবান্নিলোভোহত্যস্ত হুলভঃ ॥ ১১ ॥

অথ—সকামাঃ কামিনীলুকাঃ (ভবন্তি), নিকামা মোক্ষলোভিনঃ
(ভবন্তি), ভগবান্ হি ভাবলুকঃ (ভবতি); নিলোভঃ অত্যন্তহুলভঃ
(ভবতি) ॥ ১১ ॥

কামী ব্যক্তিগণ কামিনীর লোভ রাখে; যাহারা নিকাম, তাহারা
মুক্তির লোভ রাখেন; ভগবান্ ষড়্ভুজাশালী হইলেও, ভক্তের হৃদয়স্থিত
ভক্তির লোভ রাখেন; স্মৃতরাং পৃথিবীতে নিলোভ ব্যক্তি অত্যন্ত
হুলভ ॥ ১১ ॥

দুষ্কফেনোজ্জ্বলা শয্যা বালা চরণসেবিনী ।

নিদ্রাং ন লভতে ভূপঃ পররাষ্ট্রজিগীষয়া ॥ ১২ ॥

অথ—দুষ্কফেনোজ্জ্বলা শয্যা বালা চরণসেবিনী (তথাপি) ভূপঃ পররাষ্ট্র-
জিগীষয়া নিদ্রাং ন লভতে ॥ ১২ ॥

দুষ্কফেনের আশ্রয় শয্যা শুভ্র হইলেও, এবং যুবতী চরণসেবিনী থাকিলেও
রাজার নিদ্রা হয় না; তাহার কারণ এই যে তিনি কি প্রকারে অপরের
রাজ্য হরণ করিবেন এইরূপ লোভের বশীভূত হইয়াছেন ॥ ১২ ॥

মার্গেষু মিলিতাশ্চৌরা সখ্যং তৈঃ সহ বদ্ধিতম্ ।

তে গতা ধনমাদায় পশ্চাচ্ছেচতি মন্দধীঃ ॥ ১৩ ॥

অর্থ—মার্গেষু চৌরাঃ মিলিতাঃ, তৈঃ সহ সখ্যং বদ্ধিতম্, তে ধনমাদায় গতাঃ, মন্দধীঃ পশ্চাৎ শোচতি ॥ ১৩ ॥

[অপ্রাপ্তবস্তুর প্রাপ্তির নাম যোগ ; প্রাপ্তবস্তুর রক্ষণের নাম ক্ষেমা । সেই যোগ এবং ক্ষেমে সাতিশয় আগ্রহকেই লোভ বলা ইহতেছে ।]

(যদি, মনে কর, কোন নির্লোভ ব্যক্তির সঙ্গলাভ হইলে, তাঁহার উপদেশক্রমে তুমি লোভযুক্ত হইবে, তবে বুঝিয়া দেখ, তাহা অসম্ভব ; কেননা, তুমি লোভবশতঃ—স্বধনরক্ষণে অত্যাগ্রহবশতঃ—মনে করিবে) চোরগণ পথে আসিয়া পথিকগণের সহিত মিলিত হয়, ক্রমে তাহাদের সহিত মিত্রতা বৃদ্ধি পায়, পরিশেষে, তাহারা পথিকদিগের ধনাদি লইয়া প্রস্থান করে ; এবং দুর্বুদ্ধি পথিকগণ যেমন শোক করিতে থাকে, সেইরূপ এই ব্যক্তির সহিত মিলিত হইলে আমারও সেই দশা ঘটবে ॥ ১৩ ॥

স্বামী তু চৌরবদ্ভ্যং গোপায়তি যতস্ততঃ ।

ভার্যাপুল্লাদয়ঃ শ্চৌরাঃ ভুঞ্জতে স্বামিনো যথা ॥ ১৪ ॥

অর্থ—স্বামী চৌরবৎ যতঃততঃ দ্রব্যং গোপায়তি, ভার্যাপুল্লাদয়ঃ চৌরাঃ তু যথা স্বামিনঃ তথা, (দ্রব্যং) ভুঞ্জতে ॥

যিনি, ধন উপার্জন করিয়াছেন বলিয়া ধনের প্রকৃত অধিকারী, তিনি, আপনার অর্জিত ধনকে যেখানে সেখানে চোরের আশ্রয় গোপন করিয়া রাখেন, (পাছে পত্নী, পুত্র প্রভৃতি তাহা লইয়া অপব্যবহার করে) । পক্ষান্তরে, পত্নী, পুত্র প্রভৃতি, তাহারা সেই ধন উপার্জন করে নাই বলিয়া, তাহা ভোগ করিতে চৌরের আশ্রয়, সমান অধিকারী, তাহারা কিন্তু, সেই ধনের অর্জনকারীর আশ্রয়, তাহা ভোগ করে ॥ ১৪ ॥

পুত্রমিত্রকলত্রেভ্যো গোপ্যতে যত্ননঃ জনৈঃ।

তেন মন্ত্ৰেহবনং পাপং স্কৃত্য গোপ্যতে নহি ॥ ১৫ ॥

অন্বয়—যৎ (যস্যাৎ) জনৈঃ পুত্রমিত্রকলত্রেভ্যঃ ধনং গোপ্যতে, তেন (অহং) অবনং পাপং মন্ত্ৰে; স্কৃত্য (পুণোন, পুণাবতা জনেন) নহি (ধনং) গোপ্যতে ॥ ১৫ ॥

এ হেতু লোকে পুত্র, মিত্র ও পত্নী হইতে ধন গোপন করিয়া রাখে, সেই হেতু আমার মনে হয়, ধনের রক্ষণেই পাপ; যেখানে পুণ্যের নিবাস, সেখানে কখনই ধন ক্ষতি হই না ॥ ১৫ ॥

•রাগিণী গণিকা বিস্তং যদ্বাঞ্ছতি বরা হি সা।

ধিক্ তং বৈরাগ্যবক্তারং বাচ্যলং বিভলম্পটম ॥ ১৬ ॥

অন্বয়—রাগিণী গণিকা যং বিস্তং বাঞ্ছতি, সা হি বরা; বৈরাগ্যবক্তারং বিভলম্পটম্ বাচ্যলং তং ধিক্ ॥ ১৬ ॥

ভোগাসক্তা বেদ্যা যে ধনের আকাঙ্ক্ষা করে, সেও পূজার যোগ্য কেননা, তাহার ভোগাসক্তি সকলেরই বিদিত, কিন্তু, যে ব্যক্তি অপরকে বৈরাগ্যের উপদেশ দেয়, কিন্তু নিজে ধনের জন্য লীলায়িত, সেই বাক্‌সর্বস্ব কপটাচারীকে ধিক্ ॥ ১৬ ॥

ধনিভ্যো ধনমাদায় শ্লাঘতে শাস্ত্রপাঠকঃ।

বহুভ্যো মিথুনীভূয় ধনিভ্যো গণিকা যথা ॥ ১৭ ॥

অন্বয়—বহুভ্যঃ ধনিভ্যঃ মিথুনীভূয়, ধনম্ আদায় গণিকা যথা (শ্লাঘতে), এবং ধনিভ্যঃ ধনমাদায় শাস্ত্রপাঠকঃ শ্লাঘতে ॥ ১৭ ॥

∴ বহুসংখ্যক ধনিজনের সহিত মিলিত হইয়া এবং তাহাদের নিকট হইতে ধনলাভ করিয়া বেদ্যা যেমন গর্ব করিয়া থাকে, সেইরূপ

শাস্ত্রব্যাখ্যাতা বহু ধনিজনের সহিত মিলিত হইয়া, ও তাহাদের নিকট হইতে ধন লাভ করিয়া, গৰ্ব্ব অনুভব করিয়া থাকে ॥১৭॥

ন শোভতে তথৈবায়ুং লোভী বেদাস্তব্যাচকঃ ।

চৌর্য্যেণ নিগড়ে দত্তো জটাত্মস্বধীরৌ যথা ॥ ১৮ ॥

অর্থ—চৌর্য্যেণ নিগড়ে দত্তঃ জটাত্মস্বধীরঃ যথা ন শোভতে, তথা
এব অয়ং লোভী বেদাস্তব্যাচকঃ ন শোভতে ॥ ১৮ ॥

চৌর্য্যাপরাধহেতু নিগড়কাষ্ঠে আবদ্ধ জটাত্মস্বধারী সন্ন্যাসী যেমন শোভা পায় না, সেইরূপ বেদাস্তব্যাখ্যাতা কেই যদি লোভী হয় সেও সেইরূপ শোভা পায় না ॥১৮॥

‘ যদি বিত্তার্জ্জনে নৈব বিদ্বাংসো যাস্তি গৌরবম্ ।

কস্তুহি বেষ্ট্যবিদুষো বিশেষ ইতি বর্ণয় ॥১৯॥ ’

অর্থ—যদি বিদ্বাংসঃ বিত্তার্জ্জনে নৈব গৌরবম্ যাস্তি, তর্হি, বেষ্ট্য
বিদুষোঃ কঃ বিশেষঃ (অস্তি), ইতি বর্ণয় ॥১৯॥

যদি বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ, ধনোপার্জন করিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত
মনে করেন, তাহা হইলে বেষ্ট্যা ও বিদ্বান্ এই দুয়ের মধ্যে কি প্রভেদ
আছে, তাহা নির্দেশ করিয়া বল ॥ ১৯ ॥

অনিত্যমিতি যো বক্তি সেবতে নিত্যমেব তৎ ।

বহিমুখস্ত তস্তাত্মা দর্শয় মহেশ্বর ॥ ২ ॥

অর্থ—যঃ অনিত্যম্ ইতি বক্তি (কিন্তু) নিত্যমেব তৎ সেবতে
(হে) মহেশ্বর, বহিমুখস্ত তস্ত আত্মা দর্শয় ॥ ২০ ॥

যে ব্যক্তি বলে এই সংসার সবই অনিত্য, কিন্তু প্রতিকর্ণই সেই

সকল বস্তু তৃপ্তিপূৰ্বক ভোগ কৰে, হে মহেশ্বৰ, সেই বহিমুখ বা বিষয়াসক্ত লোকেৰ মুখ, আমাকে যেন দেখিতে না হয় ॥ ২০ ॥

কামকিঙ্করতাং প্রাপ্য সুকামা সৰ্বকিঙ্করাঃ ।

কামেনৈব পরিত্যক্তো নিকামঃ কস্য কিঙ্করঃ ॥ ২১ ॥

অথ—সকামাঃ কামকিঙ্করতাং • প্রাপ্য সৰ্বকিঙ্করাঃ (ভবন্তি),
নিকামঃ কামেন পরিত্যক্তঃ এব কস্য কিঙ্করঃ ভবতি ? ॥ ২১ ॥

একমাত্র লোভের দাসত্ব স্বীকার করিয়া, লোভী ব্যক্তিকে প্রায় সকলপ্রকার লোকেই দাস হইতে হয় ; কিন্তু যিনি নির্লোভ, তিনি লোভবর্জিত হওয়াতে, কাহার দাস হইবেন ? অর্থাৎ এই সংসারে তিনি কাহারও দাস নহেন ॥ ২১ ॥



১১। কৰ্মবিড়ম্বনা ।

বংশপাত্ৰমিবাৰ্পণং পূৰ্ণং ঘটশতৈরপি ।

ক্রিয়াজালং কথং সাধো বিরাগায় ন জায়তে ॥ ১ ॥

অথ—হে সাধো, ঘটশতৈঃ পূৰ্ণম্ অপি অপূৰ্ণং বংশপাত্ৰম্ ইব ক্রিয়া-
জালং কথং বিরাগায় ন জায়তে ? ১ ॥

হে সুবুদ্ধিমন, বা হে সাধক, বাণেশ্বৰ চৈচাড়ি দ্বারা নিৰ্ম্মিত চেঙ্গারী চালনী প্রভৃতি, শত শত ঘট দ্বারা জলপূৰ্ণ করিলেও, পরিশেষে যেমন শূন্যই থাকিয়া যায়, কাম্যকৰ্ম্মসমূহও, সেইরূপ বহু পরিশ্রম ব্যয়েও, কৰ্ম্মে তৃপ্তিসম্পাদন করিতে সমর্থ হয় না ; (পরন্তু উত্তরোত্তর কৰ্ম্মপ্রবৃত্তিকে বৰ্দ্ধিত করিয়া, অশেষ ক্লেশের কারণ হয়) সুতরাং কাম্য কৰ্ম্মাৰ্থুঠান কাহার না বৈরাগ্যের কারণ হয় ? তদ্বারা বহুপৰিশ্রমে

ভববন্ধনকেই দূত করিয়া দেওয়া হইতেছে, বুঝিয়া কোন্ মুমুকু না
কৰ্ম্মামুষ্ঠান হইতে নিবৃত্ত হয় ? ১ ॥

ব্রহ্মানো দিনমারভ্য যাবদত কৃত্যঃ ক্রিয়াঃ ।

মুহূর্তং হস্ত সংসারী নৈব নিশ্চিন্ততাং গতঃ ॥ ২ ॥

অর্থ—ব্রহ্মণঃ দিনম্ (দিনাং) আরভ্য যাবৎ অত ক্রিয়াঃ কৃত্যঃ,
(তথাপি) হস্ত, সংসারী ন এব মুহূর্তং নিশ্চিন্ততাং গতঃ ॥ ২ ॥

ব্রহ্মার দিন হইতে আরম্ভ করিয়া অর্থাৎ কল্লের আদি হইতে
আজ পর্যন্ত কত ক্রিয়ারই অনুষ্ঠান হইল, কিন্তু হৃদয়, জন্মমরণ-
ধর্ম্মা জীব, এ পর্যন্ত মুহূর্তকালের জন্তও চিন্তের শাস্তি লাভ করিতে
পারিল না ॥ ২ ॥

অভাগ্যং পরমং পুংসাং পরপিণ্ডোপজীবনম্ ।

তৎ কথং নাম সৌভাগ্যং পুত্রপিণ্ডোপজীবনম্ ॥ ৩ ॥

অর্থ—পরপিণ্ডোপজীবনম্ পুংসাং পরমং অভাগ্যং (ভবতি) তৎ
(অতএব) পুত্রপিণ্ডোপজীবনম্ কথং সৌভাগ্যং নাম (সম্ভাবনা
রাম্) ॥ ৩ ॥

অপরের অর্জিত অন্ন ভোজন করা পুরুষের পরম অভাগ্য বলিয়া
পরিগণিত হয় । অতএব পুত্রার্জিত অন্নের ভোজন কি প্রকারে সৌভাগ্য
বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে ? ৩ ॥

মৃতশব্দেন সম্বোধ্য মৃতপিণ্ডং মৃতাহনি ।

মৃতায় দাস্ততে পুত্রস্তদ্ব্যং কিমুতামৃতম্ ॥ ৪ ॥

অর্থ—পুত্রঃ মৃতাহনি ‘মৃত’ শব্দেন সম্বোধ্য মৃতায় (তুতাম্) মৃতপিণ্ডং
দাস্ততে, তৎ বরং কিম্ উত অমৃতম্ বরং ? ৪ ॥

যে তোমাকে পালন করে, সে যদি তোমাকে একটা রূঢ় কথা বলে, তাহা তোমার একান্ত অসহ বোধ হয় ; তুমি যাহাকে পালন করিয়াছ সেই পুত্রই, তুমি মন্দিয়া ষাইবার পর তোমাকে 'প্রেত' বলিয়া সন্দেহন করিয়া, তোমার মরণের তিথিতে (ও অন্যদিনে) তোমার প্রেতশরীরের পূরণের ও পুষ্টির জন্য পুরকাদি পিণ্ড দিবে ; তাহাই তোমার ভাল, না মোক্ষ তোমার ভাল ? ৪ ॥

অশনায়াং পিপাসাঞ্চ শোকং মোহং জরাং মৃতিম্ ।

প্রাপ্নুবঞ্জতি শাস্ত্রেভ্যো বা ভব শ্রাদ্ধভক্ষকঃ ॥ ৫ ॥

অন্নং—(ত্বং) প্রতিশাস্ত্রেভ্যঃ, অশনায়াং, পিপাসাং, শোকং, মোহং, জরাং, মৃতিং প্রাপ্নুবন্ (বিজানন্) শ্রাদ্ধভক্ষকঃ মা ভব ॥ ৫ ॥

(বেদে ও অন্য শাস্ত্রে যে শ্রাদ্ধীয় অন্নের নিন্দা আছে,* তাহা জানিয়া পুত্রোৎপাদন পূর্বক শ্রাদ্ধীয় অন্নের ভক্ষক হইলে তোমাকে পুনঃ পুনঃ ক্ষুধার যন্ত্রণা, পিপাসার ক্লেশ, স্মনসিক হঃখ, মোহ (কর্তব্য নির্ণয়ে অক্ষমতা) জরা ও অকাল মরণ ভোগ করিতে হইবে । অতএব পুত্রাকাজ্ঞা করিয়া নিজেকে তদ্রূপ বিপদগ্রস্ত করিও না ॥ ৫ ॥

দীর্ঘমায়ুর্জরাভুক্তৈ ধনং ভুরি হুরাধয়ে ।

পুত্রাঃ কলহহুঃখায় সংসারে হুঃখমদ্ভুতম্ ॥ ৬ ॥

অন্নং—দীর্ঘম্ আয়ুঃ জরাভুক্তৈ (ভবতি) ভুরি ধনম্ হুরাধয়ে (ভবতি), পুত্রাঃ কলহহুঃখায় (ভবতি), সংসারে হুঃখম্ অদ্ভুতম্ ॥ ৬ ॥

দীর্ঘজীবন কেবল জরাভোগেরই কারণ হয় । প্রভূত ধন কেবল হুঃখিতারই কারণ হয় । বহু পুত্র পরস্পর কলহ করিয়া-

* যথা—“শ্রাদ্ধীয়ং ভক্ষনপ্রোক্তোশনায় তুর্নোক্ত জরামুচ্ছাদকালমুচ্ছাদ্যঃ শকমানো জীবন্তেব মৃতো ন তু পুনীশ্বরাং”—দ্রব্যাকরোক্ত শ্রুতি বচন ।

পিতার হৃৎকই উৎপাদন করিয়া থাকে । অতএব বাহাকে সংসার বা 'সম্যক্‌সারবিশিষ্ট বস্তু' বলা হয়, তাহা একটা অদ্ভুত হৃৎক ; কেননা ইহা হৃৎকদ্বয় হইলেও ইহাতে স্মৃতিপ্রতীতি হয় ॥ ৬ ॥ ;

ছায়াং পশ্চতি কায়স্য রায়ো গর্বেণ মুহতি ।

জায়াং ভজতি ভাবেন মায়াং নো বেদ বৈষ্ণবীম্ ॥ ৭ ॥

অর্থ—কায়স্ত ছায়াং পশ্চতি, রায়ঃ (ধনস্ত) গর্বেণ মুহতি, জায়াং ভাবেন ভজতি, বৈষ্ণবীম্ মায়াং ন বেদ ॥ ৭ ॥

লোক দর্পণাদিতে নিজের প্রতিবিম্ব দর্শন করে এবং তদ্বারা প্রীতলাভ করে, সঞ্চিত ধনের গর্বে মুগ্ধ হয়, মোহমুগ্ধ হইয়া পত্নীকে সন্দর্শন করে ; কিন্তু বৈষ্ণবী মায়ার প্রভাবেই যে এরূপ করে, তাহা বুঝে না ॥ ৭ ॥

যাত্রা সমাগমসমে নতর্কিতগতাগতে ।

পশুপুত্রকলত্রাদৌ মমতা ন মতা সমা ॥ ৮ ॥

অর্থ—যাত্রাসমাগমসমে নতর্কিতগতাগতে, [নতর্কিতে—“ন লোপঃ নঞঃ” (পাণিনিঃ ৬।১।৭৩) ইতি স্বত্রেণ, নৈকধা, নাতিশীতোষ্ণঃ ইত্যাদিবৎ] পশুপুত্রকলত্রাদৌ মমতা (পণ্ডিতানাং) ন সমা মতা ॥ ৮ ॥

পথযাত্রাকালে যখন (অচিন্তিত-পূর্ব) সহযাত্রীগণ আসিয়া মিলিত হয় এবং ছাড়িয়া চলিয়া যায়, সেইরূপ জীবনযাত্রায় পুত্র, কলত্র, পশু, (ভৃত্য, বন্ধু) প্রভৃতি আসিয়া যুটিয়া যায়, আবার চসিয়া যায় । সেই সহযাত্রীগণের সহিত সংযোগ-বিয়োগ যখন অচিন্তিতপূর্ব, পুত্র-কলত্রাদির সহিতও তরুণ । সেই হেতু বিচারশীল ব্যক্তিগণ সেই পুত্রাদিতে আসক্তিকে স্মৃতিপ্রদ বা স্মৃতিবিদ্যা দানে করেন না ॥ ৮ ॥

(আভাস) গুরুসেবা ব্যতিরেকে সেই আসক্তির পরিত্যাজ্য হৃৎক ।

সুতরাং গুরবোহ্ম্যাকং বৈয়াকরণসত্তমাঃ।

আদিষ্ট মমতাস্থানে সমতাং সাধয়ন্তি যে ॥ ৯ ॥

অর্থ—যে গুরবঃ মমতাস্থানে সমতাং আদিষ্ট সাধয়ন্তি, তে অস্বীকং সুতরাং বৈয়াকরণসত্তমাঃ (ভবন্তি) ॥ ৯ ॥

যে গুরুগণ ‘মমতা’ স্থানে ‘সমতা’র আদেশ করিয়া পদসিদ্ধ করেন তাঁহারা আমাদের মতে বৈয়াকরণদিগের মধ্যে অতি শ্রেষ্ঠ। যাহারা সুযুক্তির দ্বারা বিষয়াসক্তিরূপ মমতা তিরোহিত করিয়া, তৎপরিবর্তে লাভালাভে ও অরাজস সমতার প্রতিষ্ঠা করিয়া দেন, তাঁহারাই উপদেষ্টা-গণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, যে হেতু তাঁহারাই পরমার্থের পথপ্রদর্শন করেন ॥ ৯ ॥

(আভাস) তাঁহাদের সুযুক্তি কি প্রকার? উত্তরে বলিতেছেন যে:—

যে ত্যাক্যন্ত্যবশ্যং ত্যক্ত্বং ত্যাক্যসি যানপি।

যেষাং ত্যাগে মহৎসৌখ্যং তেষাং ত্যাগেহপি কঃ শ্রমঃ ॥ ১০ ॥

অর্থ—যে ত্য্য অবশ্যং ত্যাক্যন্তি ত্যমপিযান্ চ (অবশ্যং) ত্যাক্যসি, যেষাং ত্যাগে মহৎসৌখ্যং তেষাং ত্যাগেহপি কঃ শ্রমঃ (ভবতি) ? ॥ ১০ ॥

যে স্ত্রী, পুত্র, ধন, পুণ্য প্রভৃতি তোমাকে কোন না কোন সময়ে অবশ্যই পরিত্যাগ করিকে এবং “ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্” এই ভগবদ্বাক্যানুসারে যত্নাদিগকে ত্যাগ করিবারাত্রই ভাৱাপনোদনজনিত অথের ত্রায় তৎকালেই, সুখানুভব হয়, সেই বিষয়সমূহের পরিত্যাগে ‘ত্বংসাধ্য’ বলিবার কি আছে ? ॥ ১০ ॥

ব্যবহারবিমুঢ়ানাং স্তুভিনিন্দাময়ঃ ক্রমঃ।

সোহপি তৎকালপর্যন্তঃ কালঃ কতিদিনাশ্রয়ী ॥ ১১ ॥

অন্য—স্তুতিনিন্দাময়ঃ ক্রমঃ ব্যবহারবিমূঢ়ানাং (অস্তি), সঃ অপি কার্যপর্যাস্তঃ (ভবতি), কার্যঃ (তব) কতিদিনান্বয়ী (ভবতি) ? ১১ ॥

স্বাহারা লৌকিক ব্যবহারে বিমূঢ় (এবং, সেইহেতু পরমার্থ বলিয়া কোন বস্তু আছে, তাহা বুঝিতে পারে না) ভ্রাতাদের এই স্তুতি-নিন্দাবহুল ব্যবহার-দেখিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ তাহারাই বিষয়পটুগণের স্তুতি এবং বৈরাগ্যাবানের নিন্দা করিয়া থাকে। যতদিন তোমার শরীরের স্থিতি, ততদিন পর্যাস্ত তাহাদের স্তুতি, নিন্দা, তোমাকে স্পর্শ করিতে পারে (অথবা ঐরূপ স্তুতি নিন্দা তোমার পক্ষে অমৃত্যু অপরিহার্য) আর তৎক্ষণই বা চিন্তা কি ? শরীরের সঙ্গে তোমার সম্বন্ধই বা কত দিনের জ্ঞ ? ॥ ১১ ॥

(আভাস) আর বিষয়াসক্তিতে ভয়েন সম্ভাবনাও আছে ।

একতঃ সকলা লোকা বিকর্ষন্তি যথাবলম্ ।

পদার্থমীলাং বলবানেকঃ কালোঃ গিলত্যসৌ ॥ ১২ ॥

অন্য—একতঃ সকলাঃ লোকাঃ পদার্থমালাং যথাবলং বিকর্ষন্তি (অত্র) অসৌ বলবান্ কালঃ একঃ (সন্) ভান্ গিলতি ॥ ১২ ॥

একদিকে পৃথিবীর সকল লোকে জগতের ভোগ্য বস্তুসমূহকে যত্নশক্ত্যানুসারে নিজের নিজের দিকে আকর্ষণ করিতেছে। অপরদিকে বলবান্ কাল (কালরূপী ঈশ্বর) একলাই তাহাদের সকলকে গ্রাস করিতেছেন, (অতএব বিষয়াসক্ত হইয়া কালমুখে প্রবেশ করিও না) ॥ ১২ ॥

বিষয়ভোগ করিলেই যখন স্তূথ পাওয়া যায় তখন বিষয়সমূহকে কি প্রকারে ত্যাগ করা যাইতে পারে ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন :—

লোলা লক্ষ্মীৰ্বয়ং লোলা লোলা বিষয়বৃত্তয়ঃ।

কিং সুখং তত্র যত্রাঙ্গ জীবনশ্চৈব সংশয়ঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়—লক্ষ্মীঃ লোলা (ভবতি) বয়ং লোলাঃ (ভবামঃ), বিষয়বৃত্তয়ঃ লোলাঃ (ভবন্তি); হে অঙ্গ যত্র জীবনশ্চৈব সংশয়ঃ, তত্র কিং সুখং শ্রাৎ ? ১৩ ॥

বিষয়ভোগসম্পত্তি কণিক, ভোক্তৃগণ আময়াও কণস্থায়ী; ভোগের সাধনভূত বিষয়াকার অন্তঃকরণবৃত্তিসমূহও (অর্থাৎ ভোগের ইচ্ছাদিও) কণিক। ‘[ভোগ্যবস্তু, ভোক্তা, এবং ভোগ এই তিনের মধ্যে ভোক্তারই প্রাধান্ত, কেননা অপর দুইটির তিরোতাব ঘটিলেও ভোক্তাই জীবরূপে অবশিষ্ট থাকেন, সেই]’ ভোক্তার অস্তিত্বই যখন সংশয়াস্পদ, তখন হে প্রিয়, বিষয়ভোগে আবার সুখ কি ? ১৩ ॥

যদি বল, কণিক সুখ ত আছে, তদ্বত্তরে বলিতেছেন তাহাও অনেক দুঃখমিশ্রিত।

শোকমোহো ভয়ং দৈন্ত্যমাধিব্যাধিঃ ক্ৰুধা তৃষা।

ইত্যাদি বিবিধং দুঃখমিতি সংক্ষেপকীর্তনম্ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়—(তত্র) শোকমোহো, ভয়ং দৈন্ত্যং আধিঃ ব্যাধিঃ ক্ৰুধা তৃষা। ইত্যাদি বিবিধং দুঃখম্ অস্তি ইতি সংক্ষেপকীর্তনম্ ॥ ১৪ ॥

সেই কণিক সুখেও, (তিরোহিত ভোগ্যবস্তুর গুণচিন্তা জনিত) শোক, (কৰ্ত্তব্যাকৰ্ত্তব্য বিশ্বস্তিক্রম) মোহ, ভয়ঃ (ভোগ্য বস্তুর অলাভ জনিত) দুঃখ, (সংকল্প জনিত) ক্রোধ, (অরাদি রোগ জনিত) পীড়া, ক্ৰুধা ও পিপাসা জনিত দুঃখ, ইত্যাদি বিবিধ দুঃখ আছে। এই হেতু

সেই স্থখ, বিষমিশ্রিত অগ্নের ত্রায় বিষই বটে। বিষয়ের দোষসমূহ এইরূপে সংক্ষেপে নিরূপিত হইল ॥ ১৪ ॥

১২ । ধর্মজিজ্ঞাসা ।

পূর্বোক্ত কর্মবিড়ম্বনা বিচার করিলেই সকল প্রকার কর্মে অগ্রযুক্তি জন্মিতে পারে। তাহা হইলে, যে সকল কর্ম চিত্তের শুদ্ধি সম্পাদক তাহাদেরও পরিত্যাগ সম্ভাবিত হইয়া পড়ে। সেইহেতু ধর্মজিজ্ঞাসা বিচার করিতেছেন :—

অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা ধর্মঃ প্রোক্তশ্চতুर्वিধঃ ।

নিত্যো নৈমিত্তিকঃ কাম্যঃ প্রায়শ্চিত্তমিতিক্রমাৎ ॥ ১ ॥

অবয়ব—অথ বস্তু: ধর্মজিজ্ঞাসা, ধর্ম নিত্য:, নৈমিত্তিক:, কাম্য:, প্রায়শ্চিত্ত: ইতি ক্রমাৎ চতুर्वিধ: প্রোক্ত: ॥১॥

বৈরাগ্যোৎপাদনের পর, যেহেতু গ্রাহ ও ত্যাজ্য ধর্মের জ্ঞান বাতীত, গ্রাহ ধর্মের সদগুষ্ঠান মুমুক্শুর পক্ষে অসম্ভব, সেই হেতু ধর্ম কি ও কয় প্রকার ইত্যাদিরূপে ধর্ম জ্ঞানিবার ইচ্ছা করা উচিত। (১) নিত্য, (২) নৈমিত্তিক (চন্দ্র সূর্য্যগ্রহণ প্রভৃতি কোনও কারণজনিত) (৩) কাম্য, (বাসনানিমিত্ত) ও (৪) প্রায়শ্চিত্ত, ভেদে মনু প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রপ্রয়োক্তকগণ ধর্মকে চারি প্রকার বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ॥১॥

নিত্য ধর্ম কাহাকে বলে তদ্বস্তুরে বলিতেছেন :—

বর্ণাশ্রমসমাচারঃ শৌচস্নানাদয়শ্চ যে ।

আবশ্যকালন্তে নিত্যঃ স্মারকানি প্রত্যবৈজি যান ॥ ২ ॥

অথ—যে (ধর্ম্যঃ) বর্ণাশ্রমসম্ভাচারঃ, যে চ আবশ্যকাঃ শৌচস্নানাদয়ঃ, যান্ অকুত্বা প্রতাদ্ভবতি, তে নিত্যাঃ স্মৃতাঃ ।

যে সকল অমুষ্ঠান ব্রাহ্মণাদি, বর্ণের এবং ব্রহ্মচর্যাदि আশ্রমের পক্ষে (শাস্ত্রে) বিহিত হইয়াছে, এবং শৌচ, স্নান প্রভৃতি যে সকল অমুষ্ঠান (বর্ণাশ্রম নির্বিশেষে ব্যক্তিমাত্রেয়ই) আবশ্যক এবং যাহা না করিলে দোষ প্রাপ্ত হয়, তাহাদিগকে নিত্য ধর্ম্য বলে ॥ ২ ॥

নৈমিত্তিক ধর্ম্য কাহাকে বলে ? তদন্তরে বলিতেছেন :—

দেশকালনিমিত্তা য়ে তে তু নৈমিত্তিকাঃ স্মৃতাঃ ।

'সংক্রান্তিগ্রহণস্নানদানশ্রাদ্ধজপাদয়ঃ ॥ ৩ ॥

অথ—সংক্রান্তিগ্রহণস্নানশ্রাদ্ধজপাদয়ঃ (যে ধর্ম্যঃ দেশকালনিমিত্তাঃ, তে তু নৈমিত্তিকাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩ ॥

কুরুক্ষেত্রাদি তীর্থে, সংক্রান্তি প্রভৃতি দিনে এবং গ্রহণাদি কালে উক্ত দেশ অথবা কালকে উপলক্ষ করিয়া যে স্নান, দান, শ্রাদ্ধ, জপ প্রভৃতি ধর্ম্য বিহিত হইয়াছে, তাহাদিগকেই নৈমিত্তিক ধর্ম্য বলে ॥ ৩ ॥

কাম্যধর্ম্য পরিত্যজ্য কিন্তু প্রায়শ্চিত্তধর্ম্য গ্রাহ্য, সেক্ষেত্রে প্রায়শ্চিত্ত ধর্ম্য কাহাকে বলে জ্ঞানিতে হইবে ।

প্রায়শ্চিত্তাত্মকা ধর্ম্যঃ কৃচ্ছ্রচাত্তায়নাদয়ঃ ।

কামনাপূর্বকং কাম্যং যুমুক্ষোণ বিধীয়তে ॥ ৪ ॥

অথ—কৃচ্ছ্রচাত্তায়নাদয়ঃ প্রায়শ্চিত্তাত্মকা ধর্ম্যঃ (ভবন্তি), কামনাপূর্বকং কাম্যং কর্ম্ম (ভবতি), তৎ যুমুক্ষোণঃ ন বিধীয়তে ॥ ৪ ॥

শরীর শোধন দ্বারা পাপনিবর্তক তপ্তকৃচ্ছ্র, চাত্তায়ন প্রভৃতিকে প্রায়শ্চিত্তাত্মক ধর্ম্য বলে ; (এই সকল ধর্ম্য দোষনিবর্তক মাত্র) ।

কামনা পূর্বক যে সকল কর্ম অমুষ্ঠিত হয়, তাহাদিকে কাম্যকর্ম বলে ।
যিনি মোক্ষাভিলাষী, তাহার কাম্য কর্মের অমুষ্ঠান করিতে নাই ॥ ৪ ॥

হরিপ্রসাদকাম্যা চ চিত্তশুদ্ধেচ্চ কামনা ।

মোক্ষস্ত কামনা চেতি কামনেয়ং ন কামনা ॥ ৫ ॥

আভাস—উদ্দেশ্য না থাকিলে যখন কোন কর্মেরই অমুষ্ঠান হয় না,
তখন সকল কর্মকেই কাম্যকর্ম বলি যাইতে পারে ; এমন কি নিকাম্যকর্ম
দ্বারা চিত্তশুদ্ধির কামনা সিদ্ধ হয়, এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে ; তদ্বত্তরে
বলিতেছেন :—

অর্থ—হরিপ্রসাদকাম্যা, চিত্তশুদ্ধেঃ কামনা, মোক্ষস্ত কামনা চ, ইয়ং
কামনা অপি কামনা ন (ভবতি) ॥ ৫ ॥

‘এই কর্ম দ্বারা ভগবান আমার প্রতি প্রসন্ন হউন’ এই কামনার
কর্মের অমুষ্ঠান করিলে, সেই কামনা, অথবা ‘চিত্তশুদ্ধি হইবে’ এই
উদ্দেশ্যে যে কর্মের অমুষ্ঠান করা হয়, তদ্বিষয়ে কামনা, এবং মোক্ষের
কামনা, ইহারা প্রকৃত পক্ষ কামনা হইলেও, বন্ধ নিবৃত্তির উপায় বলিয়া,
কামনার মধ্যে গণ্য নহে ॥ ৫ ॥

তস্মাত্তয়া কামনয়া স্নানদানজপাদিকম্ ।

তীর্থব্রততপোনিষ্ঠা মোক্ষকামৈর্বিধীয়তাম্ ॥ ৬ ॥

অর্থ—তস্মাৎ তয়া কামনয়া মোক্ষকামৈঃ স্নানদানজপাদিকম্ তীর্থ-
ব্রততপোনিষ্ঠা বিধীয়তাম্ ॥ ৬ ॥

সেই হেতু, পূর্বোক্ত কামনা লইয়া, যুমুক্ষু ব্যক্তি, স্নান, দান, জপ,
তীর্থদর্শন, ব্রত ও তপোমুষ্ঠানে সহজ শ্রীতি করিবেন ॥ ৬ ॥

তদ্বিষয়ে প্রশ্ন কি ? তদ্বত্তরে বলিতেছেন :—

কর্মণাং নির্ণয়ং ত্বেবং গীতায়ামাহ মাধবঃ ।

সর্বথা ন পরিত্যজ্যং নিত্যং কর্ম মুমুকুণা ॥ ৭ ॥

অথ—মাধবঃ গীতায়াম্ কর্মণাম্ এবং নির্ণয়ম্ আহ, মুমুকুণা নিত্যং কর্ম সর্বথা ন পরিত্যজ্যম্ ॥ ৭ ॥

শ্রীমত্তগবদগীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্মসম্বন্ধে ‘এইরূপ সিদ্ধান্ত প্রকটিত করিয়াছেন—যিনি মুক্ত হইবেন বলিয়া ইচ্ছা রাখেন, তিনি যেন আবশ্যক সদ্ধাবল্যনাদি নিত্যকর্ম পরিত্যাগ না করেন ॥ ৭ ॥

“যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্” (১৮।৫)

“এতান্নপি তু কৰ্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা কলানি চ ।

কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥ (ঐ ৬)

“লিপাতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাস্তসা ॥” (৫।১০) ইত্যাদি ।

আভাস—কর্ম মুমুকুদিগের পরিত্যাজ্য না হইলেও, জ্ঞানীদিগের কি তাহা পরিত্যাজ্য ? তদন্তরে বলিতেছেন :—

জ্ঞানে জাতেহপি ন ত্যাগ্যং লোকানুগ্রহহেতুনা ।

যো বাসনাপরিত্যাগঃ কর্মত্যাগঃ স এবহি ॥ ৮ ॥

অথ—জ্ঞানে জাতে অপি লোকানুগ্রহহেতুনা (কর্ম) ন ত্যাগ্যম্, যঃ বাসনাপরিত্যাগঃ সঃ এব হি কর্মত্যাগঃ ॥ ৮ ॥

দেহাদির অতীত আত্মবিষয়ক জ্ঞান জন্মিলেও, লোকের প্রতি অনুগ্রহপূর্বক তাহাদিগকে স্বধর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্ত, জ্ঞানীর কর্ম করা উচিত, কর্ম পরিত্যাগ করা উচিত নহে । কর্মবাসনাপরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ ফলকামনাবর্জনপূর্বক কর্মানুষ্ঠানকেই কর্মত্যাগ বলে । অথবা চিন্তে আহিত কর্মসংস্কারের বশবর্তী না হইয়া, কর্ম করাকে অর্থাৎ বাসনাকর্ম করিয়া বখাপ্রাপ্ত কর্মানুষ্ঠানকেও কর্মত্যাগ বলে ॥ ৮ ॥

ন কর্ম্মণাং পরিত্যাগঃ- কর্ম্মত্যাগো মনোময়ঃ ।

যজ্ঞো দানং তপশ্চেতি পাবনানি মনৌষিণাম্ ॥ ৯ ॥

অর্থ—কর্ম্মণাং পরিত্যাগঃ কর্ম্মত্যাগঃ “ন ভবতি । (পরন্তু সঃ কর্ম্মত্যাগঃ) মনোময়ঃ (ভবতি) । যতঃ যজ্ঞঃ, দানং, তপঃ চ ইতি মনৌষিণাম্ পাবনানি ভবন্তি ॥ ৯ ॥

কর্ম্মের বাহ্য পরিত্যাগকে কর্ম্মত্যাগ বলা হয় না । কর্ম্মত্যাগ একটি মানসিক ব্যাপার, অর্থাৎ কর্ম্ম করিয়াও আমি কর্ত্তা নহি—এইরূপ অবধারণ করাকেই কর্ম্মত্যাগ বলে । (যজ্ঞদানাদি কর্ম্মত্যাগ ভগবানের অভিপ্রেত নহে) যে হেতু তিনি বলিয়াছেন—যজ্ঞ, দান ও তপঃ, নিষ্কাম ও দম্ভাদিবিহীন হইয়া অমুষ্ঠান করিলে, চিত্তশুদ্ধির কারণ হয় ॥ ৯ ॥

কর্ম্মণা চিত্তশুদ্ধিঃ স্যান্তয়া তীব্রা মুমুক্শুতা ।

ততো বিবেকান্মুক্তিঃ শ্রাৎ কর্ম্ম ত্যাজ্যং কথং তু তৎ ॥ ১০ ॥

অর্থ—কর্ম্মণী চিত্তশুদ্ধিঃ শ্রাৎ, তয়া তীব্রা মুমুক্শুতা শ্রাৎ, ততঃ বিবেকান্মুক্তিঃ শ্রাৎ, (অতঃ) তৎ কর্ম্ম কথং তু ত্যাজ্যাম্ ? ১০ ॥

বিহিত কর্ম্মামুষ্ঠান দ্বারা চিত্তের রাগদ্বेषাদি মল অপনীত হয় । চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে তীব্রা মোক্ষোচ্ছা জন্মে ; সেই মোক্ষোচ্ছা হৈর্ঘ্যাভ করিলে, নিত্যানিত্য বিচার জন্মে এবং তাহা হইতে মুক্তিলাভ হয় ; অতএব (হে শিষ্য) কর্ম্ম কি প্রকারে পরিত্যাজ্য হইতে পারে ? অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগে অনিষ্টসম্ভাবনা ॥ ১০ ॥

আভাস—আচ্ছা, শুকদেব প্রভৃতি কর্ম্মত্যাগ করিয়াছিলেন শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা কি প্রকারে হইতে পারে ? তদন্তরে বলিতেছেন—

যে তু বোধেন সম্প্রাপ্তা স্তাত্ কর্ম্মাতিগাং দশাম্ ।

ন বিধেঃ কিকরাস্তস্ম্যাং স্বচ্ছন্দং বিচরন্ত তু তে ॥ ১১ ॥

অথ—হে তাত, যে তু বোধেন কৰ্ম্মাতিগাং বশাং সম্প্রাপ্তাঃ তে, বিধেঃ কিঙ্করাঃ ন ভবন্তি, তস্মাৎ তে স্বচ্ছন্দং বিচরন্ত ॥ ১১ ॥

হে পুত্র! শুকদেব তত্ত্বাত্ত্বের প্রভৃতি যাহারা আত্মজানলাভ করিয়া কৰ্ম্মের অতীতাবস্থা—জীবমুক্তিদশা—প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা বিধিনিষেধের দাস নহেন অর্থাৎ বেদোক্ত বিধিনিষেধ পালন করিতে বাধ্য নহেন। সেইহেতু (তাঁহারা কৰ্ম্মাধিকার অতিক্রম করিয়া কৃত-কৃত্য হইয়াছেন বলিয়া) তাঁহারা স্বেচ্ছাক্রমে কৰ্ম্মানুষ্ঠানে আবৃত্ত, অথবা তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারেন ॥ ১১ ॥

বুদ্ধের বুলিয়াছেন—

বর্ণাশ্রমাভিমানেন শ্রুতের্দাসোভবেন্নরঃ ।

বর্ণাশ্রমবিহীনশ্চ বর্ততে শ্রুতিমূর্খনি ॥ ১২ ॥

যাবদেহাত্মবিজ্ঞানং বাধ্যতে ন প্রমাণতঃ ।

প্রামাণ্যং কৰ্ম্মশাস্ত্রাণাং তাবদেহু পপত্ততে ॥ -

বর্ণাশ্রমের অভিমান থাকিলেই, লোকে শ্রুতির দাস হইয়া পড়ে। যাহার বর্ণাশ্রম ত্যাগ হইয়া গিয়াছে, তিনি শ্রুতির মাধ্যম চড়িয়া থাকেন। যে পর্য্যন্ত ‘আমি দেহী’ এইরূপ অহুভব, মহাবাক্যাদির প্রমাণ দ্বারা বাধিত না হয়, সেই পর্য্যন্ত দেহী জীব, কৰ্ম্মশাস্ত্রের প্রমাণ স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। আর ভগবানও বলিয়াছেন—

যস্যাত্মরতিশ্চৈব স্থানাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ ।

আত্মাত্ত্বেন চ সন্তুষ্টঃ স্তস্য কার্য্যং ন বিত্ততে ॥ গীতা ৩।১৭ ।

কিন্তু যাহার আত্মাতেই রুতি, আত্মাতেই তৃপ্তি, এবং আত্মাতেই সন্তোষ, তাঁহার কিছুই কর্তব্য নাই ॥ ১২ ॥

১৩ । তপস্তাতাৎপর্যায় ।

কৰ্ম্মত্যাগাত্যাগ প্রসঙ্গে তপস্তাতাগাত্যাগ নির্ণয় করিতেছেন—

কৃত্বা কপটভাবেন দম্বলোভপরায়ণৈঃ

হষ্টে নগরমধ্যে বা সা তপস্তাধমা শ্রুতা ॥ ১ ॥

অর্থ—দম্বলোভপরায়ণৈঃ হষ্টে বা নগরমধ্যে কপটভাবেন কৃত্বা
তপস্তা অধমা শ্রুতা ॥ ১ ॥

আপনার তপস্বিত্বখাপন দ্বারা লোকের স্তুতি অথবা তাহাদের
নিকট হইতে ধনাদি পাইবার ইচ্ছার বশবর্তী হইয়া, যাহারা হাটে কিম্বা
নগর, গ্রাম প্রভৃতি লোকালয়ে তপস্তার অনুষ্ঠান করেন, তাহাদের সেই
তপস্তা অধম তপস্তা বলিয়া পরিগণিত ॥ ১ ॥

বেদশাস্ত্রোক্ত বিধিনা শীতোষ্ণাদিসহিষ্ণুনা ।

যা কৃত্বা কামনাপূৰ্ব্বং সা তপস্তা তু মধ্যমা ॥ ২ ॥

অর্থ—যা তু তপস্তা বেদশাস্ত্রোক্তবিধিনা শীতোষ্ণাদিসহিষ্ণুনা
(জনেন) কামনাপূৰ্ব্বং কৃত্বা, সা তপস্তা মধ্যমা শ্রুতা ॥ ২ ॥

অপর এক প্রকার তপস্তা আছে, তাহা কেহ কেহ শীতোষ্ণাদিসহন
অভ্যাস করিয়া, বেদ ও শাস্ত্রবিধিঅনুসারে কোন বিশেষ কামনা
সিদ্ধির উদ্দেশ্যে, করিয়া থাকেন; তাহাদের সেই তপস্তা, মধ্যম তপস্তা
বলিয়া পরিগণিত ॥ ২ ॥

মনসো নিগ্রহার্থায় পরমার্থপরায়ণা ।

অকামা তত্ত্বজিজ্ঞাসোঃ সা তপস্তোত্তমা মতা ॥ ৩ ॥

অর্থ—মনসো নিগ্রহার্থায় পরমার্থপরায়ণা অকামা
(যা তপস্তা) সা উত্তমা তপস্তা মতা (শ্রুতা) ॥ ৩ ॥

আর তৎসজ্জিতাশু ব্যক্তি মনকে বশে আনিবার নিমিত্ত যে মোক্ষ সাধক ও নিকাম তপস্কারী অহুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাহাই উত্তম তপস্স বলিয়া পরিগণিত ॥ ৩ ॥

আগতে স্নাগতং কুর্য্যাৎ পচছন্তং ন নিবারয়েৎ ।

যথাপ্রাপ্তং সহেৎ সর্বং সা তপস্যোত্তমত্তমা ॥ ৪ ॥

অর্থ—আগতে স্বাগতং কুর্য্যাৎ, পচছন্তং ন নিবারয়েৎ, যথাপ্রাপ্তং সর্বং সহেৎ, সা উত্তমোত্তমা তপস্যা ॥ ৪ ॥

প্রিয় বা অপ্রিয় কিছু আসিয়া উপস্থিত হইলে, তাহাকে আদরে গ্রহণ করিতে হয়; তাহা চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলে, নিবারণ করিতে নাই। সুধরূপে বা দুঃখরূপে যাহা কিছু উপস্থিত হউক না কেন, তাহা সহন করিতে হয়। তাহাই অতীব শ্রেষ্ঠ তপস্যা; কেননা তাহা জীবন্তক্লিরূপস্থিতিক্রূপ তপস্যা ॥ ৪ ॥



১৪। ব্রতব্যবস্থা।

মুমুক্শুগ্রাহ ব্রতনির্ণয় করিতেছেন—

পরদার-পরদ্রব্য-পরদ্রোহ-বিবর্জনম্ ।

রাগদ্বेषপরিভ্যাগো ব্রতানামুত্তমং ব্রতম্ ॥ ১ ॥

অর্থ—পরদার-পরদ্রব্য-পরদ্রোহ-বিবর্জনম্, রাগদ্বেষপরিভ্যাগঃ ব্রতানাম্ উত্তমং ব্রতম্ ॥ ১ ॥

পরদ্বী ও পরদ্রব্যগ্রহণ হইতে, এবং পরানিষ্টচিন্তা হইতে বিমুक्ति এবং ঘেদাসক্তিপরিভ্যাগই, (একাদশ্যাপুবায়াদি) সকল ব্রত অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ॥ ১ ॥

কানীধেও উক্ত হইয়াছে—

পরদার-পরদ্রব্য-পরদ্রোহ-পরাদ্বুখঃ ।

গঙ্গাপ্যাহ কদাগত্য মাময়ং পাবয়িষ্যতি ॥২ ॥

অবয়—গঙ্গা অপি আহ (যঃ) পরদার-পরদ্রব্য-পরদ্রোহ-পরাদ্বুখঃ
(সঃ) অয়ং কদা আগত্য মাং পাবয়িষ্যতি ॥২ ॥

(যিনি পাতকীকেও সন্তঃ পবিত্র করিতে সমর্থ) সেই গঙ্গাও বলেন, ‘(সকল প্রকার লোকের অবগাহনজনিত পাপ দ্বারা আমি মলিনা হইয়া যাই,) সেই হেতু যিনি পরদার, পরদ্রব্য ও পরদ্রোহ হইতে নিবৃত্ত, সেই প্রকার পবিত্র লোক কবে আসিয়া আমাকে পবিত্র করিবে?’ অর্থাৎ তাহার অবগাহন দ্বারা গঙ্গাও পবিত্রীকৃত হন । অতএব উক্ত ব্রতব্যবস্থা শ্রদ্ধাযোগ্য ॥ ২ ॥

১৫। বেধবিচার ।

সন্ন্যাসিপ্ৰভৃতির পরিচ্ছদ মুক্তির হেতু নহে ।

মুক্তি নাস্তি জটাজুটে ন কাষায়ে ন মুণ্ডনে ।

ন ভস্মনি ন কঙ্কায়াম্ তিলকে বা কমণ্ডলৌ ॥১ ॥

অবয়—মুক্তিঃ জটাজুটে নাস্তি, কাষায়ে ন (অস্তি), মুণ্ডনে ন (অস্তি), ভস্মনি ন (অস্তি), কঙ্কায়াম্ ন (অস্তি), তিলকে বা কমণ্ডলৌ, (নাস্তি) ॥১ ॥

জটায় মুকুটরচনা করিয়া পরিলেই, মুক্তিলাভ হয় না ; গৈরিকাদি রঞ্জিত বস্ত্র পরিলেই, বা মস্তক মুণ্ডন করিলেই, বা ভস্ম মাখিলেই, বা শীত নিবারণার্থ কঙ্কাদারণ করিলেই, অথবা তিলক কিম্বা কমণ্ডলু ধারণ করিলেই মুক্তি লাভ হয় না ॥১ ॥

শঙ্কা—আচ্ছা, শাস্ত্রে ত উক্তরূপ বেষধারণের ব্যবস্থা আছে ।

সমাধান—সত্য, মনের ব্যাপারসঙ্কোচের জন্তই এই প্রকার ব্যবস্থা, সেই হেতু পরম্পরাক্রমে এই প্রকার বেষ মুক্তির কারণ হয়; সেই উদ্দেশ্যে ভুলিয়া, যদি কেহ উক্ত বেষ লইয়াই সবিশেষ বিক্ষিপ্ত হয়, তবে উঁহা বিড়ম্বনা মাত্র, এই হেঁতু বলিতেছেন—

দেষেণ তাদ্যতে সর্পো বৃথা বাঙ্গীকতাড়নম্ ।

মনসো নিগ্রহো নাস্তি বৃথা কায়স্থ মুণ্ডনম্ ॥২॥

অবয়ব—দেষেণ সর্পঃ তাদ্যতে, বঙ্গীকতাড়নম্ বৃথা (ভবতি); (যত্র) মনসঃ নিগ্রহঃ নাস্তি, তত্র) কায়স্থ মুণ্ডনম্ বৃথা (ভবতি) ॥২॥

• বিদেষ্যবশীতঃ লোকে সর্পকেই তাড়না করিয়া থাকে কিন্তু সর্পকে ধরিতে না পারিয়া, কেবল সর্পনিবাস বঙ্গীকের স্তম্ভপূর্বে (ঘণ্টী প্রভৃতি দ্বারা) তাড়না করা নিষ্ফল (৩ হস্তজনক) । সেইরূপ যে স্থানে মনকে শাসন করিয়া আয়ত্তাধীন করিবার প্রয়াস নাই, সে স্থানে কেবল শরীরকে মুণ্ডন করা অর্থাৎ (মস্তকাদি মুণ্ডন করিয়া সন্ন্যাসিপ্রভৃতির বেষ ধারণ করা) নিষ্ফল ও হস্তজনক ॥২॥

চিত্তবিক্ষেপ শাস্ত্যর্থং জটাকস্থাদি ধারণম্ ।

কুরুতে কীতরাগুশ্চেচ্ছত্তমোত্তমমেব তৎ ॥৩॥

অবয়ব—বীতরাগঃ (পুরুষঃ) চিত্তবিক্ষেপশাস্ত্যর্থং জটাকস্থাদি ধারণং কুরুতে চেৎ, তৎ উত্তমোত্তমম্ এব ॥৩॥

যদি কোনও লোক, ধন মান প্রভৃতি সকল বিষয়ে নিবৃত্তনৈহ হইয়া কেবল চিত্তবিক্ষেপ শাস্তির নিমিত্ত জটা, কস্থা প্রভৃতি ধারণ করেন, (এবং তাহা যদি অত্র লোককে দেখাইয়া তাহার নিকট হইতে লক্ষ্যনাদি লাভের নিমিত্ত না হয়) তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট বেষধারণ ॥৩॥

১৬ । মৌনমীমাংসা

কোন প্রকার মৌন হয় এবং কোন প্রকারই বা উপাদেয়, তাহা নির্ণয় করিবার উদ্দেশ্যে মৌনের প্রকারভেদ করিতেছেন—

মৌনং চতুর্বিধং প্রোক্তং বায়োনিং বাগ্নিনিগ্রহঃ ।

জ্ঞানেন্দ্রিয়ানাং সংরোধঃ স্বাক্ষমৌনমুদাহৃতম্ ॥১॥

অর্থ—মৌনং চতুর্বিধং প্রোক্তং, (১) বাগ্নিনিগ্রহঃ বায়োনিং (ভবতি), (২) জ্ঞানেন্দ্রিয়ানাং সংরোধঃ তু স্বাক্ষমৌনম্ উদাহৃতম্ ॥১॥

স্বাক্ষমৌনে চারিপ্রকার মৌনের বিধান আছে । কৈবল্যমন্ত্র বা কৌর সংযমকে বায়োনি বলে (তাহাই প্রথম প্রকারের মৌন), কিন্তু রূপাদি জ্ঞানের কারণ স্বরূপ যে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়, তাহাদের বিনাশ অর্থাৎ স্ব স্ব বিষয় হইতে নিবর্তিত করাকে স্বাক্ষমৌন বলে । তাহাই দ্বিতীয় প্রকারের মৌন এবং প্রথমোক্ত মৌনসংপেক্ষা আস্তর ॥১॥

কর্শ্মেন্দ্রিয়ানাং সংরোধঃ কাষ্ঠমৌনং তু কাষ্ঠবৎ ।

গৌণং তু ত্রিবিধং মৌনমুক্তমং তু মনোলয়ঃ ॥২॥

অর্থ—কর্শ্মেন্দ্রিয়ানাং সংরোধঃ তু কাষ্ঠবৎ (৩) (ইতি) কাষ্ঠমৌনং (ভবতি), (৪তম) ত্রিবিধং মৌনং তু গৌণং (জেয়ম্), উক্তমং মৌনং তু মনোলয়ঃ (ভবতি) ॥২॥

বাগ্নিহুতির ব্যতীত অপর, কর্শ্মেন্দ্রিয়চতুষ্টয়ের সমাক্ষ নিরোধকে কাষ্ঠমৌন বলে, কেননা তদ্বারা জীব কাষ্ঠপুত্তলিকা সদৃশ জড় হইয়া থাকে ; ইহা দ্বিতীয় প্রকারের মৌনসংপেক্ষা নান । এই তিন প্রকার মৌন কিন্তু যুক্তদিগের অগ্রাহ্য, এই হেতু অযুধ্যা । এই তিন প্রকারের মৌন হইতে বিলক্ষণ, এক চতুর্থ প্রকারের মৌন আছে ;

তাহা জগৎ প্রতীতির কারণ যে মন, সেই মনের বিলোপসাধন বা তাহার মিথ্যাভিনিশ্চয় । তাহা অজ্ঞানের নিবর্তক বলিয়া অতি শ্রেষ্ঠ ॥২॥

ন মৌনী মুকতাং যাতো ন মৌনী দুঃখবালকঃ ।

ন মৌনী ব্রতনিষ্ঠোহপি মৌনী সংলীনমানসঃ ॥৩॥

অর্থ—মুকতাং যাতঃ ন মৌনী (ভবতি), দুঃখবালকঃ ন মৌনী ভবতি, ব্রতনিষ্ঠোহপি ন মৌনী (ভবতি), কিন্তু সংলীনমানসঃ মৌনী (ভবতি) ॥৩॥

বাগিজিয়ের ব্যাপার বন্ধ করিলেই যদি মৌনী হওয়া যাইত তাহা হইলে, যাহারা জন্মাবধি মুক তাহারাও মৌনের ফললাভ করিতে পারিত । কোনও বিশেষ কর্ম না থাকা হেতু কর্মোক্তিয়ব্যাপার বন্ধ করাকেই যদি মৌনী হওয়া বলা যায়, তাহা হইলে স্তম্ভপায়ী শিশু মাঝেই মৌনফললাভ করিত । লোকে যেমন নিষ্ঠাপূর্বক চাত্তারগাদি ব্রত ধারণ করিয়া, তদনুরোধে জ্ঞানোক্তিয়ব্যাপার বন্ধ করিয়া রাখে, সেইরূপ জ্ঞানোক্তিয়ব্যাপার বন্ধ করাকেই যদি মৌনী হওয়া বলা যায়, তবে সেই ব্রতনিষ্ঠগণও, মৌনফললাভ করিত । বস্তুতঃ যিনি সঙ্কল্পবর্জন-পূর্বক মনোনাশ সম্পাদন করিয়াছেন তিনিই মৌনী ॥৩॥

শঙ্কা—মৌনের একরূপ লক্ষণ ত অপ্রসিদ্ধ ।

সমাধান—বাকিরণশাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা একরূপ লক্ষণ সিদ্ধ হয় ।

মুনে ভাবস্ত মোনং স্খাচ্ছন্দশাস্ত্রব্যবস্থয়া ।

মুনিভাবো যহিনান্তি তর্হি মোনং নিরর্থকং ॥৪॥

অর্থ—শব্দশাস্ত্র ব্যবস্থয়া মুনেঃ ভাবঃ তু মোনঃ স্খাৎ, যহি মুনিভাবঃ নান্তি, তর্হি মোনং নিরর্থকং (ভবতি) ॥৪॥

বাকরণ শাস্ত্রে “মুনির ভাব” এই অর্থে মুনি শব্দের উত্তর অনু প্রত্যয় (ভুক্তিভ) করিয়া মৌন শব্দ সিদ্ধ করা হয় । মুনি শব্দের অর্থ যিনি

মননশীল, (“মনেন্ৰুচ্চ” উনাদি-প্রত্যয়-সূত্র ৫৬৫, √মন্ + ইন্, ধাতুর
অকার স্থানে উকার ।) অর্থাৎ যিনি মননেন্ৰু (নিদিধ্যাসন দ্বারা)
কলীভূত মনোনাশ করিতে তৎপর । যদি সেই মনোনাশে তৎপরতা
না থাকে, তবে লোকপ্রসিদ্ধ মৌন-নিষ্ফল ॥৫॥

১৭। দানজ্ঞানম্ ।

মুখ্যতঃ পক্ষে কোন্ প্রকার দান গ্রাহ্য ও কোন্ প্রকার দান তর্জ্য
ইহা নির্ণয় করিবার জন্ত কহিতেছেন—

কীৰ্ত্তিদানং-কামদানং দয়াদানমিতি ত্রিধা।

উত্তরাহুত্তরঃ শ্রেষ্ঠং তেভ্যঃ কৃষ্ণার্পণং পরম্ ॥১॥

অর্থ—কীৰ্ত্তিদানং, কামদানং, দয়াদানং ইতি দানং ত্রিধা (ভবতি)
তেষু উত্তরাৎ উত্তরং দানং শ্রেষ্ঠং ভবতি, তেভ্যঃ কৃষ্ণার্পণং পরম্
(ভবতি) ॥ ১ ॥

বিশোলাভের জন্ত দান, ইহলোকে বা পরলোকে কামিত ফললাভের
জন্য দান এবং পরহুঃখমোচনেচ্ছায় দান, এইরূপে দান তিন প্রকার
হইয়া থাকে । তাহাদের মধ্যে উত্তরোত্তরের শ্রেষ্ঠতা বুঝিতে হইবে,
অর্থাৎ অদান অপেক্ষা কীৰ্ত্তিদান ভাল, কীৰ্ত্তিদান অপেক্ষা কামদান
ভাল এবং কামদান অপেক্ষা দয়াদান ভাল । এই দয়াদান মুখ্যতঃ
উপকারক, সেইহেতু নিবৃত্তিমার্গেও ইহার শ্রেষ্ঠতা । কিন্তু কৃষ্ণার্পণ
রূপদান ইহাদের সকলগুলির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । কেননা কৃষ্ণার্পণে পরম
ব্রহ্মকে বুঝায় । যথা—

“কৃষিভূবাচকুঃ শকো গচ্চ নিবৃত্তিবাচকঃ ।

তয়োত্রৈকাং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণীত্যভিধীয়তে ॥ ২ ॥

“কৃষ্ণো ব্রহ্মৈব শাস্ত্রতম্”—কৃষ্ণোপনিষৎ ॥১২॥

সেইহেতু ‘কৃষ্ণার্পণ’ শব্দে ব্রহ্মার্পণই বুঝায় এবং সেই ব্রহ্মার্পণ যে মুমুক্শুর উপদেশ, তাহা গীতায় (৮।২৪) স্বয়ং ভগবানই বলিয়াছেন । “ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ” ইত্যাদি । এই ব্রহ্মার্পণ জীবন্মুক্তপুরুষে সিদ্ধ এবং মুমুক্শুর পক্ষে সাধা ॥১২॥

১৮ । তীর্থনির্ণয়ঃ ।

ইদং তীর্থমিদং তীর্থমিতস্তীর্থ মতঃ পরম্ ।*

ইতো দূরতরং তীর্থং ময়া দৃষ্টং ন তু ত্বয়া ॥১॥

ত্বং তীর্থফলং স্বল্প মমতীর্থফলং মহৎ ।

ইতি ভ্রমন্তি যে তীর্থং তে ভ্রান্তা নতু তৈর্থিকাঃ ॥২॥

অর্থ—ইদং তীর্থং, ইদং তীর্থং, ইতঃ (অন্যৎ) তীর্থম্ অস্তি, অতঃ পরং তীর্থং অস্তি । ইতঃ দূরতরং তীর্থং ময়া দৃষ্টং, ন তু ত্বয়া (দৃষ্টম্) । তব তীর্থফলং স্বল্পং, মম তীর্থফলং মহৎ ইতি যে তীর্থং ভ্রমন্তি, তে ভ্রান্তাঃ, ন তু তৈর্থিকাঃ (সন্তি) ॥১।২॥

“সম্মুখে এই যে দেখা যাইতেছে, উহাই তীর্থ” এই বলিয়া সেখানে কিছুদিন অবস্থান করিয়া, এবং অত্র তীর্থের কথা শ্রবণ করিয়া সেখানে গিয়া, কেহ শুনিলেন, “ইহাই প্রকৃত তীর্থ” । আবার সেখানে কিছুদিন থাকিয়া শুনিলেন, “ইহা ব্যতীত অত্র তীর্থও আছে” । আবার সেখানে গিয়া শুনিলেন “ইহা অপেক্ষা আরও শ্রেষ্ঠ একটা তীর্থ আছে” । সেখানে গিয়া আবার শুনিলেন “ইহা হইতে আরও দূরবর্তী এক তীর্থ আছে, তাহা আমি দেখিয়াছি তুমি দেখ নাই, সেই হেতু তোমার তীর্থদর্শনফল অতি অল্প, আমার তীর্থ দর্শনের ফল অধিক,”—এইরূপে যাহারা তীর্থ দর্শন করিয়া বেড়ান তাহারা ভ্রান্ত; তাহারা ভ্রমণ করিয়াছেন বা

ভ্রমণ করেন, সত্য, কিন্তু তাঁহাদের সেইরূপ তীর্থযাত্রা মনের ভ্রম, পরিশ্রমমাত্র । তাঁহারা কিন্তু তৈথিক নহেন অর্থাৎ তীর্থদর্শনকারী নহেন অর্থাৎ তীর্থের তত্ত্ব অবগত নহেন ॥ ১১২ ॥

তীর্থে পাপক্ষয়ঃ স্নানৈঃ স্তীর্থং সাধুসমাগমঃ ।

তীর্থে বৈরাগ্যচর্চা স্নাতীর্থমীশ্বরপূজনম্ ॥ ৩ ॥

অর্থ—তীর্থে স্নানৈঃ পাপক্ষয়ঃ স্নাৎ, সাধুসমাগমঃ এব তীর্থং, তীর্থে বৈরাগ্যচর্চা স্নাৎ, ঈশ্বরপূজনম্ (এব) তীর্থম্ ॥ ৩ ॥

তীর্থে স্নান, দান, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি কণ্ঠের দ্বারা পাপক্ষয় হয় । (এই বিশ্বাস লইয়া তীর্থ যাত্রা করিতে হয়) । তীর্থে বিবেকী পুরুষের সন্মুখ হইয়া (এই জন্য তীর্থ ভ্রমণ করিবে) । সেই সংস্করণ তীর্থে বৈরাগ্য প্রতিপাদক শাস্ত্রের চর্চা হইবে (এই উদ্দেশ্যে তীর্থে গমন করিতে হয়) । তীর্থে অন্তর্দ্বার (পরমাশ্রয়) জ্ঞানচর্চারূপ পূজা হয় (এইজন্য তীর্থযাত্রা কর্তব্য) ॥ ৩ ॥

তীর্থং শীতোষ্ণসহনং তীর্থং নিঃসঙ্গচারিতা ।

ইতি জানন্তি যে তীর্থং তীর্থতত্ত্ববিদো হি তে ॥ ৪ ॥

অর্থ—তীর্থং শীতোষ্ণসহনং তীর্থং, নিঃসঙ্গচারিতা ইতি তীর্থং যে জানন্তি তে হি তীর্থতত্ত্ববিদঃ ॥ ৪ ॥

শীতোষ্ণাদিহৃদসহিষ্ণুতা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠং তীর্থং । আপনাকে অসঙ্গ বলিয়া উপলব্ধি করা তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ তীর্থং । এই প্রকার তীর্থ-সমূহের উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠতা খালাস অবগত আছেন, তাঁহারা ইতি তত্ত্ববিদ উপায় স্বরূপ তীর্থের তত্ত্ব বুঝিয়াছেন ॥ ৪ ॥

১৯। আচারচাতুরী।

অনাচারস্ত মালিন্যমত্যাচারস্ত মূৰ্খতা।

বিচারাত্মকসংযোগঃ সদাচারস্ত লক্ষণম্ ॥১॥

অর্থঃ—অনাচারঃ (চিত্তশোধকঃ, ন ভবতি), তু (প্রত্যুত) মালিন্যম্। তু (পক্ষান্তরে) অত্যাচারঃ মূৰ্খতা। বিচারাত্মকসংযোগঃ সদাচারস্ত লক্ষণম্ ভবতি ॥১॥

কেবল আচারপরিত্যাগ করিলেই শুদ্ধচিত্ত হওয়া যায় না, প্রত্যুত তদ্বারা চিত্তের মননতা ঘটে। (অথবা নিষিদ্ধ আচার গ্রহণ করিলে তদ্বারা শরীর ও মন উভয়েই মলিন হইয়া যায়।) পক্ষান্তরে আচার পালনের আতিশয্য অর্থাৎ আচারপালন উপায়মাত্র, ইহা ভুলিয়া গিয়া—তাহাকে উপেয় মনে করা বা আচারপালনই পরমপুরুষার্থ, এইরূপ মনে করা, মূৰ্খতা, অথবা স্বকীয় বর্ণাশ্রমোচিত আচার পরিত্যাগ করিয়া উচ্চতর বর্ণাশ্রমের আচারমাত্র অবলম্বন করা মূৰ্খতা। ইহা আমার গ্রহণীয় বা গ্রহণীয় নহে এইরূপ বিচারপূর্বক যে আপনার যোগ্য কর্ম্মাচরণ তাহাই সদাচারের লক্ষণ।

রাগত্যাগাশ্রয়-নির্ণয়ঃ।

বৈরাগ্যই মুক্তির হেতু, কিন্তু বাহ্যত্যাগমাত্রই কৃতকৃত্যতা লাভ করা যায় না—ইহাই এই প্রকরণে বুঝাইতেছেন—

ন বিরক্তা ধনৈস্ত্যক্তা ন বিরক্তা দিগম্বরঃ।

বিশেষরক্তাঃ স্পন্দে তে দ্বিরক্তা মতা মম ॥১॥

অর্থঃ—ধনৈঃ ত্যক্তাঃ (অন্যঃ) বিরক্তাঃ 'ন' (ভবন্তি), দিগম্বরঃ বিরক্তাঃ ন (ভবন্তি); যে স্পন্দে (স্ব = নিজ, পদ = লক্ষ্য) বিশেষরক্তাঃ তে বিরক্তাঃ মম মতাঃ ॥১॥

ধনরহিত হইলেই বৈরাগ্যবান্ হওয়া যায় না, তাহা হইলে নিখরনমাত্রেই বৈরাগ্যবান্ হইত। দিগম্বর হইলেই বৈরাগ্যবান্ হওয়া যায় না (তাহা হইলে শিশুগণ বৈরাগ্যবান্ হইত)। (বিরক্ত শব্দের অর্থ—বি = বিশেষরূপে, রক্ত = আসক্ত ।) বাহার আশ্রয়শূন্য একান্ত আসক্ত, তাঁহারই আমার মতে বিরক্ত। আশ্রয়রূপ না ভুলিয়া বাহার ব্যবহার পরায়ণ হন, তাঁহার লোকদৃষ্টিতে আসক্ত বলিয়া প্রতীত হইলেও, তাঁহাদিগকে আমি বৈরাগ্যবান্ বলিব ॥ ১ ॥

চৌরাস্ত্যজন্তি গেহং স্বং ভয়েনৈব ন বোধতঃ ।

জারাস্ত্যজন্তি গেহং স্বং কামেনৈব ন বোধতঃ ॥২॥

অর্থ—চৌরাঃ ভয়েন এব স্বং গেহং ত্যজন্তি বোধতঃ ন (ত্যজন্তি) ।
জারাঃ কামেন এব স্বং গেহং ত্যজন্তি, বোধতঃ ন ত্যজন্তি ॥২॥

চোরেরা যে নিজ গৃহ, ক্ষেত্র, বিত্ত, কুটুম্বাদি পরিত্যাগ করে, তাহা রাজদণ্ডভয়ে ; জ্ঞানবশতঃ (উক্ত গৃহাদির তুচ্ছ নিশ্চয়পূর্বক) নহে। জ্ঞান বিনা গৃহাদিত্যাগ মাত্রেই যদি কেহ বিরক্ত (বৈরাগ্যবান্) হইত, তাহা হইলে ত চোরেরা 'বৈরাগ্যবান্' হইয়া পড়ে। বাহার পরনারীতে আসক্ত, তাহার যে গৃহাদি ত্যাগ করে, তাহা কামবশতঃ, অথবা অবৈধ কাম চরিতার্থতার ফলে, (পরনারী গ্রহণ করিয়া অথবা পরনারীবটিত অপরাধে লিপ্ত হইয়া), জ্ঞান বশতঃ নহে। জ্ঞানব্যতীত গৃহাদি ত্যাগ করিলেই যদি 'বিরক্ত' হইত, তাহা হইলে পরদারাসক্ত ব্যক্তিগণ 'বিরক্ত' ॥২॥

ক্লুঙ্কস্ত্যজতি গেহং স্বং প্রতিবাদিরোধতঃ ।

ক্লুঙ্কস্ত্যজতি গেহং স্বং রোধেনৈব ন বোধতঃ ॥৩॥

অর্থ—ক্লুঙ্কঃ (জনঃ) প্রতিবাদিরোধতঃ স্বং গেহং ত্যজতি,
ক্লুঙ্কঃ (জনঃ) রোধেন এব স্বং গেহং ত্যজতি, বোধতঃ ন (ত্যজতি) ॥ ৩ ॥

যাহারা ক্রুদ্ধ হইয়া গৃহ ত্যাগ করে, তাহারা হয় জাতি কুটুম্ব প্রভৃতির সহিত বিরোধ বশতঃ, না হয় বৈরনির্ঘাতনজন্য। কারাক্রুদ্ধ ব্যক্তি যে গৃহত্যাগ করিয়া দেশান্তরে গমন করে—তাহা, দৃঢ় হইলে পুনর্বার অবরুদ্ধ হইবে সেই ভয়ে, বিবেকজনিত বৈরাগ্যাহেতু নহে ॥ ৩ ॥

নিঃসঙ্গতাস্থং প্রাপ্তাঃ ক্র্যাচিবোধলীলয়া ।

গৃহং ত্যজন্তি মুনয়ঃ গৃহস্থাঃ বা বনেশ্বিতাঃ ॥ ৪ ॥

অর্থ—নিঃসঙ্গতাস্থং প্রাপ্তাঃ মুনয়ঃ, কদাচিৎ বোধলীলয়া গৃহং ত্যজন্তি, (কদাচিৎ বা) গৃহস্থাঃ, (কদাচিৎ বা) বনেশ্বিতাঃ (ভবন্তি) ॥ ৪ ॥

যাহারা আত্মার অসঙ্গতাস্থ অলুভব করিয়াছেন, সেই মুনিগণ সংসারমিথ্যাঙ্ক নিশ্চয়ের অনির্বচনীয় বিচিত্রতা বশতঃ কেহ বা গৃহত্যাগ করেন, কেহ বা, কখন গৃহে, কখন বা বনে, অবস্থান করেন ॥ ৪ ॥

এই সকল শ্লোকের সমর্থক এক প্রাচীন শ্লোক আছে—

মৃঢ়ঃ কিং ত্যজতু প্রমত্তমনসস্ত্যাগেন বা কিং ফলং ।

বিজ্ঞঃ কস্মি করোতু ন কুরুতাং ত্যাগেহবলিপ্তো ন যৎ ॥

ইত্যেবং কৃতনিশ্চয়ঃ প্রবৃচনৈরদৈববিজ্ঞাবলীঃ ॥

রাগত্যাগনিরাদরো মুনিজনঃ পারে গিরাঃ খেলতি ॥৫॥

অর্থ—মৃঢ়ঃ কিং ত্যজতু? প্রমত্তমনসঃ ত্যাগেন বা কিং ফলং (শ্রাং), বিজ্ঞঃ কস্মি করোতু ন বা কুরুতাম্ (তৎ উভয়ঃ সমং), যৎ (যস্মাৎ সঃ) ত্যাগে (কস্মিকরণে বা) ন অবলিপ্তঃ (ভবতি); অদৈবত বিজ্ঞাবলীঃ ইত্যেবং প্রবৃচনৈঃ কৃতনিশ্চয়ঃ মুনিজনঃ রাগত্যাগনিরাদরঃ (সন্) গিরাঃ পারে খেলতি ॥৫॥

যে ব্যক্তি জ্ঞানহীন সে কোন্ অজ্ঞ ত্যাগ করিতে পারে? অর্থাৎ তাহার ত্যাগ করিবার প্রবৃত্তিই হইবে না; যে ব্যক্তি প্রমত্তমনাঃ—

যাহার মন লক্ষ্যব্রষ্ট হইয়াছে, সে ত্যাগ করিলেও তাহাতে কি আসে যায় ? তাহার কৃত ত্যাগ তুষকগুণের গ্রায নিষ্ফল । যিনি বিজ্ঞ—আমি কর্তা নহি এইরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি কৰ্ম্ম করুন বা নাই করুন, তাঁহার পক্ষে তদুভয়ই সমান । কেঁব না, তিনি কৰ্ম্মানুষ্ঠান না করিলেও, “আমি ত্যাগী” বলিয়া অভিমান করেন না, অথবা কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিলেও ‘আমি কর্তা’ বলিয়া অভিমান করেন না । অদ্বৈত জ্ঞানিদিগের এই প্রকার উপদেশ বাক্যে দৃঢ় আস্থা স্থাপন করিয়া বিচারশীল ব্যক্তি—আমি ‘রাগী’ নহিলাম বা ত্যাগী হইলাম—তদ্বিষয়ে উৎকর্ষা পরিত্যাগ করিয়া, বাক্যের অতীত হইয়া, শাস্ত্রীদিগের বিধিনিষেধ পালন হইল কি না তদ্বিষয়ে মনোযোগ না দিয়া, অথবা অনির্বচনীয় ব্রহ্মানন্দে মত্ত হইয়া, ক্রৌড়া করিতে থাকেন ॥ ৫ ॥

ইত্যয়ং যোগ যুক্তানাং রাগত্যাগবিনির্গয়ঃ ।

তাক্ষতৈব হি ত্যজ্জ্ঞেয়মিতি বেদাস্ত নিৰ্ণয়াৎ ॥ ৬ ॥

অর্থঃ—ইতি অয়ং যোগযুক্তানাং রাগত্যাগবিনির্গয়ঃ (সমাপ্তঃ) ; তৎ (ব্রহ্ম) ত্যক্তত্বাৎ এতৎ হি জ্ঞেয়ম্—ইতি বেদাস্তনিৰ্ণয়াৎ ত্যাগবিনির্গয়ঃ কৃতঃ ॥ ৬ ॥

এইরূপে, জীব ও ব্রহ্মের অভেদজ্ঞ ব্যক্তিদিগের আসক্তি পরিত্যাগ বর্ণিত হইল । এই আসক্তিত্যাগ বর্ণনা করিবার কারণ এই যে—উপনিষদাদি বেদাস্ত গ্রন্থে এই সিদ্ধান্ত নিরূপিত হইয়াছে যে—যিনি সংসারাসক্তি পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই কেবল ব্রহ্মস্বরূপ অবগত হইতে পারেন, অন্তে নহে ॥ ৬ ॥

২০। অধিকারপত্নীকা।

সন্ন্যাসে কাহার অধিকার—এই প্রশ্নের নিরূপণার্থ বলিতেছেন—

ধর্ম্মাঃ বহুবিধাঃ প্রোক্তাঃ শাস্ত্রে ধর্ম্মাধিকারিণাম্।

তত্র তীত্রা মুমুক্শুৈব মোক্ষৈ মুখ্যাধিকারিতা ॥ ১ ॥

অর্থ—শাস্ত্রে ধর্ম্মাধিকারিণাম্ বহুবিধাঃ ধর্ম্মাঃ প্রোক্তাঃ, তত্র তীত্রা মুমুক্শা এব মোক্ষৈ মুখ্যাধিকারিতা ॥ ১ ॥

কোন কোন লক্ষণ বিশিষ্ট হইলে, কিরূপ ধর্ম্মাভ্যাসে অধিকার জন্মে তাহা শাস্ত্রে বিবিধ প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে যিনি তীত্রমুমুক্শা-বিশিষ্ট অর্থাৎ মোক্ষলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত যিনি শাস্ত্র হইতে পারিতেছেন না, তিনিই মোক্ষার্থে—সন্ন্যাসাদিতে—প্রধান অধিকারী ॥ ১ ॥

জ্যোতিষ্টোমে স্বর্গকামো বিবাহে পুত্রকামবান্।

বাণিজ্যে লোভবান্ মোক্ষৈ মুমুক্শুরধিকারবান্ ॥ ২ ॥

অর্থ—স্বর্গকামঃ জ্যোতিষ্টোমে (অধিকারবান্), পুত্রকামবান্ বিবাহে (অধিকারবান্), লোভবান্ বাণিজ্যে (অধিকারবান্), মুমুক্শুঃ মোক্ষৈ অধিকারবান্ (ভবতি) ॥ ২ ॥

যাহার স্বর্গমুখভোগে ইচ্ছা হইয়াছে, তিনিই জ্যোতিষ্টোমধর্মে অধিকারী; যাহার পুত্রলাভে ইচ্ছা হইয়াছে, তিনিই বিবাহকার্য্যে অধিকারী। যাহার অর্থোপার্জনস্পৃহা জন্মিয়াছে, তিনিই বাণিজ্যে অধিকারী, এবং যাহার মুক্তির ইচ্ছা হইয়াছে, তিনিই শ্রবণমননাদি মোক্ষের সাধনভূত কর্ম্মে অধিকারী ॥ ২ ॥

তীত্রা মুমুক্শা যদ্যন্তি প্রজ্ঞামান্দ্যং চ বর্ত্ততে।

সচ্ছাত্রবিদচর্চাভিঃ প্রথমং তৎনিবারণেৎ ॥ ৩ ॥

অর্থ—যদি তীত্রা মুমুক্শা অন্তি (কিন্তু) প্রজ্ঞামান্দ্যং চ বর্ত্ততে (তর্হি), সচ্ছাত্রবিদচর্চাভিঃ প্রথমং তৎ নিবারণেৎ ॥ ৩ ॥

যে অধিকারী পুরুষের তীব্র বৈরাগ্যের সহিত মোক্ষের ইচ্ছা আছে কিন্তু বুদ্ধির মান্যাবশতঃ শাস্ত্রার্থধারণা করিবার সামর্থ্য নাই, তিনি প্রথমে বেদান্তশাস্ত্রে আশ্রিত ব্যক্তির সাহায্যে, অর্থাৎ তাঁহাকে প্রশ্ন পূর্বক তাহার উত্তর বিচার করিয়া, বুদ্ধির মূঢ়তা নিবারণ করিবেন অর্থাৎ বুদ্ধিকে সূক্ষ্মপদার্থধারণাসমর্থ করিবেন ॥ ৩ ॥

বেদে নাস্ত্যধিকারোহস্ত মুমুক্ষা যদি বর্ত্ততে ।

বিচারন্তেন কর্তব্যঃ পুরাণশ্রবণাদিনা ॥ ৪ ॥

অন্বয়—যদি অস্ত বেদে অধিকারঃ নাস্তি, (কিন্তু) মুমুক্ষা বর্ত্ততে, (তর্হি) তেন পুরাণশ্রবণাদিনা বিচারঃ কর্তব্যঃ ॥ ৪ ॥

যদি এইরূপ অধিকারী, ত্রৈবর্ষিক না হওয়ার বেদপাঠে অধিকারী না হইলেন, অথচ যদি, তাঁহার মোক্ষের ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে তিনি ভাগবতাদি পুরাণ শ্রবণ করিয়া ও মননাদি করিয়া তাহার অর্থবিচার করিবেন ॥ ৪ ॥

যদৈব বেদে কথিতং পুরাণে অপি তদেবহি ।

ন তু বেদাক্ষরং শ্রাব্যমিতি ভাষ্যে বিনির্গয়ঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়—বেদে যৎ এব কথিতং, পুরাণে অপি তৎ এব কথিতং, বেদা-
ক্ষরং তু ন শ্রাব্যম্ ইতি ভাষ্যে বিনির্গয়ঃ (অন্তি) ॥ ৫ ॥

বেদের উপনিষদাদিরূপ জ্ঞানপ্রতিপাদক ভাগে, যাহা কথিত হইয়াছে ভাগবতাদি পুরাণে এবং বাসিষ্ঠ্যমায়ণ প্রভৃতি আর্য গ্রন্থে তাহাই কথিত হইয়াছে। তবে শূদ্রাদির যে উপনিষদাদি বেদশ্রবণে নিবেদন করিতেছি, তাহার কারণ এই যে ভাষ্যকার শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য, ব্রহ্ম-
সূত্রভাষ্যে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে শূদ্রের বেদাক্ষর শুনিতে নাই ॥ ৫ ॥

যদি কেহ আশঙ্কা করেন শূদ্রাদিগ্ন বেদশ্রবণে, অধিকার থাকুক

বা না থাকুক, শুনিলে ত জ্ঞান জন্মিবে এবং জ্ঞান জন্মিলে তৎস্বজ্ঞ বিধি-
নিষেধের অতীত বলিয়া প্রত্যবায় ভাগী হইবেন না, তদ্বক্ত্রে বলি-
তেছেন—

যথাধিকারবিহিতং কৰ্ম্ম সিধ্যতি চানুশা ।

‘কার্য্যাসিদ্ধির্ন জায়েত প্রত্যবায়ো মহান্ ভবেৎ ॥৬॥

অর্থ—যথাধিকারবিহিতং কৰ্ম্ম সিধ্যতি অর্থ্যা চ কার্য্যাসিদ্ধিঃ
ন জায়েত, পরন্তু মহান্ প্রত্যবায়ঃ ভবেৎ ॥ ৬ ॥

কেহ স্বকীয় অধিকারানুসারে কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, কৰ্ম্ম কল-
দায়ক হয়, এবং তাহা না করিলে কৰ্ম্ম যে কেবল কলদায়ক হয় না তাহা
নহে, প্রত্যেক অনুষ্ঠাতাকে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয় ॥ ৬ ॥

২১। সংসঙ্গসুধা ।

সংসঙ্গই জ্ঞানের মুখ্য সাধন । • সংসঙ্গে যদি মনে সুখের আবির্ভাব
হয়, তাহা হইলে সংসারমোহ হইতে মুক্তি হইবেই—এরূপ জানিবে ।

সংসঙ্গসুধয়া তাত মন আনন্দিতং যদি ।

নিশ্চেতব্যং তদা মোহান্য়ম মুক্তির্ভবিষ্যতি ॥১॥

অর্থ—হে তাত যদি সংসঙ্গসুধয়া মনঃ আনন্দিতং (ভবতি), তদা
মোহাৎ মম মুক্তিঃ ভবিষ্যতি ইতি নিশ্চেতব্যং (স্বয়া) ॥১॥

বিবেকিপুরুষের সঙ্গ স্মৃৎপ্রদ ও জন্মমূহানিবারক বলিয়া সুধা-
‘স্বরূপ । হে • বৎস, • তদ্বারা যখন তুমি মনে আনন্দানুভব করিতে
পারিবে, তখনই নিশ্চয় বুঝিবে যে সংসারমোহ হইতে তোমার মুক্তি
হইবেই ॥ ১ ॥

সাধনানাং হি সৰ্ব্বেষাং বরিত্তা সাধুসঙ্গতিঃ ।

এতয়্য সিদ্ধয়া সিদ্ধং সৰ্ব্বমেব হি সাধনম্ ॥২॥

অথ—সর্বেষাং সাধনানাং (মধ্যে) সাধুসঙ্গতিঃ হি বরিষ্ঠা । এতন্না সিদ্ধয়া (জ্ঞাতয়া), সর্বং সাধনম্ এব হি সিদ্ধম্ (ভবতি) ॥ ২ ॥

• তত্ত্বজ্ঞান লাভের যে সকল সাধন শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে সাধু-সঙ্গই সর্বোৎকৃষ্ট—সকল সাধনের মূলভূত । • এই সংসঙ্গসাধনে সিদ্ধি-লাভ হইলে—অর্থাৎ কোনও তত্ত্বজ্ঞ পুরুষকে ভক্তিপ্রদা দ্বারা পরমাত্মীয় জ্ঞান করিতে পারিলেই মুক্তির অল্প সাধনান্তরের প্রয়োজন নাই, পিতৃ-সম্পত্তিতে পুত্রের উত্তরাধিকারের স্থায়, বিনা সাধনেই মোক্ষলাভ হইতে পারিবে (বিষ্ণুভাগবত ১০।১৪।৩ দ্রষ্টব্য) ॥ ২ ॥

সাধুসঙ্গ করিতে হইলে, অগ্রে সাধুকে ত চিনিতে হইবে । কি কি লক্ষণ দ্বারা সাধুকে চিনা যাইবে ? তদন্তরে বলিতেছেন—

শশ্বদীশ্বরভক্তাঃ যে বিরক্তাঃ সমদর্শনাঃ ।

সাধবঃ সেবিতব্যাস্তে মোক্ষশাস্ত্রবিশারদাঃ ॥৩॥

অথ—যে শশ্বদীশ্বরভক্তাঃ, বিরক্তাঃ সমদর্শনাঃ মোক্ষ-শাস্ত্র-বিশারদাঃ তে সাধবঃ (ভবন্তি), (তে) সেবিতব্যাঃ (স্থয়া) ॥৩॥

যাঁহাদের চিত্ত নিরন্তর ভগবৎপ্রবণ হইয়া রহিয়াছে এবং যাঁহারা বৈরাগ্যবান, সমদর্শন এবং বেদান্তরূপ মোক্ষশাস্ত্রের পদপদার্থজ্ঞ, তাঁহা-দিগকেই সাধু অর্থাৎ পরকার্যসাধনদক্ষ (সংশয়নিবর্তক ও সংসার-মোহচ্ছেদক) বলিয়া বুঝিবে । তুমি তাঁহাদিগের সেবা করিবে ॥৩॥

সাধুর বাহ্যলক্ষণ উক্ত হইল । সাধুর যে যে লক্ষণ জিজ্ঞাসুর অন্তঃ-করণে প্রকটিত হয়, তাহাই বলিতেছেন—

যেষাং দর্শনমাত্রেন মোক্ষে প্রজ্ঞা বিবর্দ্ধতে ।

যেষাং চ বাখ্যিলাসেন সংশয়ো বিনিবর্ত্ততে ॥ ৪ ॥

অথ—যেষাং দর্শনমাত্রেন মোক্ষে প্রজ্ঞা বিবর্দ্ধতে, যেষাং বাখি-

লাসেন চ সংশয়ঃ বিনিবৰ্ত্ততে* (তে হি সাধবঃ সেবিতব্যাঃ ইতি সপ্তম
শ্লোকেন অস্বয়ঃ) ॥ ৪ ॥

যে সকল পুরুষের দর্শনমাত্রাই মোক্ষে বিশ্বাস বৃদ্ধি পায় এবং
যাঁহাদের সহজবোধ্য, হৃদয়গ্রাহী কথোপকথন হইতে সকল প্রকার
সংশয় (অপিনা আপনিহ) নিবৃত্ত হইয়া যায়, তুমি তাঁহাদেরই সেবা
করিবে ॥ ৪ ॥

উপক্রমাদিতাৎপর্য্যালৈঙ্গস্তাৎপর্য্যনির্ণয়ঃ ।

বিশেষসামান্ততয়া শাস্ত্রার্থানাং ব্যবস্থিতিঃ ॥ ৫ ॥

অর্থঃ—উপক্রমাদিতাৎপর্যালৈঙ্গৈঃ তাৎপর্য্যনির্ণয়ঃ; বিশেষ সামান্ত-
তয়া শাস্ত্রার্থানাং ব্যবস্থিতিঃ, যেবাং বাক্যাং অবাপ্যতে ॥ ৫ ॥

কোনও প্রকরণের তাৎপর্য্যাবধারণ করিতে হইলে দেখিতে হয়
(১) উপক্রম উপসংহারের একতা—যাহা প্রতিপাদন করিবার প্রতিজ্ঞা
লইয়া প্রকরণের আরম্ভ হইয়াছিল, তাহাতেই প্রকরণের পর্য্যবসান
হইয়াছে কি না ।

(২) অভ্যাস—প্রকরণমধ্যে প্রতিপাদ্য বস্তুর আবৃত্তি আছে কি
না । (ইহা দ্বারা প্রকরণ লক্ষ্যচ্যুত হইল কিনা বুঝা যায় ।)

(৩) অপূৰ্ণতা—আলোচ্য প্রকরণপ্রতিপাদ্য বস্তুর প্রমাণান্তর দ্বারা
সিদ্ধ হইয়াছে কি না ।

(৪) ফল—প্রকরণের ফলশ্রুতিতে, সেই ফলের কারণরূপে কোন্
বস্তু উল্লিখিত হইয়াছে ।

(৫) অর্থবাস্তব—প্রতিপাদ্য বস্তুর প্রশংসা, বা তদ্বিশ্রীত বস্তুর
নিন্দা বা উভয়ই আছে কি না ।

(৬) উপপত্তি—যুক্তির লক্ষ্য, কোনদিকে এবং সেই যুক্তি সকল
ত্ৰাণাহুগত এবং শ্রুতির অমুকূল কি না ।

বাহাদেব বাক্যে, এই সকল তাৎপর্যনির্ণায়ক চিহ্নদ্বারা ঋষিবাক্য সমূহের তাৎপর্যনির্ণয় দেখা যায় এবং বাহাদেব বাক্যে, আপাততঃ বিকল্প প্রমাণবচন সমূহের সাধারণ ও বিশেষ ভাব প্রদর্শন পূর্বক বিরোধ পরিহার ও একার্থপরিনিষ্ঠতা দেখিতে পাওয়া যায় ॥ ৫ ॥

বেদশাস্ত্রাবিরোধেন মোক্ষমার্গপ্রবেশনম্ ।

সম্প্রদায়পরিজ্ঞানং মতভেদবিনির্ণয়ঃ ॥ ৬ ॥

অর্থ—বেদশাস্ত্রাবিরোধেন মোক্ষমার্গপ্রবেশনম্ সম্প্রদায়পরিজ্ঞানম্ মতভেদবিনির্ণয়ঃ (যেবাং বাক্যাৎ সম্বাপ্যতে) ॥ ৬ ॥

(বাহাদেব বাক্যে) বেদ এবং মীমাংসাদি শাস্ত্রের সৃষ্টিতঃ বিরোধ পরিহার পূর্বক, মুক্তিমার্গবিষয়ক জ্ঞান, গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত অধ্যাত্মজ্ঞান, এবং পূর্বাচার্যদিগের মধ্যে মতভেদ থাকিলে, সেই সেই মতভেদের আকারনির্ণয় পূর্বক সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায় ॥ ৬ ॥

পূর্বোক্তরাভ্যাং পক্ষাভ্যাং যেবাং বাক্যাদবাপ্যতে ।

জ্ঞানিনঃ কর্ণধারাস্তে সেবিতব্যা হি সাধবঃ ॥ ৭ ॥

অর্থ—পূর্বোক্তরাভ্যাং পক্ষাভ্যাং (পূর্বোক্তং সর্বং) যেবাং বাক্যাৎ অবাপ্যতে, জ্ঞানিনঃ কর্ণধারাঃ সাধবঃ তে হি সেবিতব্যাঃ ॥ ৭ ॥

বাহারা (অর্থ আপত্তি উত্থাপন পূর্বক) পূর্বপক্ষ করিয়া এবং (নিজেই সমাধান করিবার জন্য) উত্তর পক্ষ করিয়া, যে সকল বাক্য প্রয়োগ করেন, তাহা হইতে পূর্বোক্ত সর্বল বিষয় লাভ করা যায়, তাহারাই জীব ও ব্রহ্মের একতাজ্ঞান লাভ করিয়াছেন; তাহারাই সংসারসমুদ্রের কর্ণধার স্বরূপ; তাহারাই পরকর্ষসাধন দক্ষ; তাহাদেরই সেবা করিতে হইবে । ৩৩ গীতা (৪।৩৪)

ভদ্বিক্সি প্রণিপাতেন পুত্রিপ্রশ্নেন সেবয়া ।

উপদেক্ষ্যস্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনীন্তুদর্শিনঃ ॥

জ্ঞানিগণকে নমস্কার ও জিজ্ঞাসা করিয়া এবং তাঁহাদের শুশ্রূষা দ্বারা, সেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ কর। শাস্ত্রজ্ঞ তত্ত্বনির্গণ তোমাকে উপদেশ দিবেন।

২২। সমন্বয়সরস্বতী।

ব্যাকরণ, সাংখ্য, বোঁগ, মীমাংসাদি সকল শাস্ত্রই বেদান্তের অমূল, বেদান্তবিরোধী নহে, ইহাই বুঝাইবার জন্য এই প্রকরণের আরম্ভ। প্রথমেই প্রকরণের ফলপ্রতি—

অবগাহ্য বিশেষণ সমন্বয়সরস্বতী।

জ্ঞায়িত মতভেদাখ্যাপক প্রক্ষালনং যয়া ॥ ১ ॥

অন্বয়—(হে শিষ্য ত্বয়া) সমন্বয়সরস্বতী বিশেষণ অবগাহ্য, যয়া মত-ভেদাখ্যাপক প্রক্ষালনং জ্ঞায়িত ॥ ১ ॥

হে শিষ্য, তুমি সমন্বয়সরস্বতী নামক এই প্রকরণ পরমাদরে বিচার করিবে, কেননা সেইরূপ বিচার করিলে, ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্র প্রতিপাদ্য বিষয়ের সহিত, বেদান্ত প্রতিপাদ্য বিষয়ের যে বিরোধ প্রতীত হয়, সেই বিরোধপক্ষ প্রক্ষালিত হইয়া যাইবে। সমন্বয় শব্দের অর্থ সমাক্রুপে (একই অর্থে) অন্বয় বা তৎপর্যাবোধক সম্বন্ধপ্রকটন, তদ্বিষয়ী সরস্বতী বা বাক্যমালা ॥ ১ ॥

ব্রহ্মপ্রতিপাদনই সকল শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য; ইহাই বুঝাইবার নিমিত্ত অগ্রে মোক্ষের সাধনসমূহের উল্লেখ করিতেছেন—

পদং পদার্থো বাক্যার্থ স্তত্ত্বানি মনসো যমঃ।

মহাবাক্যার্থবিজ্ঞানং সাধনানি ক্রমেণ হি ॥ ২ ॥

অন্বয়—পদং, পদার্থঃ, বাক্যার্থ, স্তত্ত্বানি, মনসঃ যমঃ, মহাবাক্যার্থ-বিজ্ঞানং—এতানি হি ক্রমেণ সাধনানি (ভবন্তি) ॥ ২ ॥

(১) পদ—বিভক্তি যুক্ত শব্দ ও ধাতু, (২) পদার্থ—পদসমূহের বাচ্য বা লক্ষ্য অর্থ, (৩) বাক্যার্থ—ক্রিয়াপদ সহিত শব্দ সমূহের তাৎপর্য, (৪) ভবসমূহ—পুরুষ, প্রকৃতি, মহৎ প্রভৃতি পঞ্চবিংশতি ভব, (৫) মনের সংযম—চিন্তাবৃত্তিনিরোধ নামক যোগ, (৬) মহাবাক্যার্থ বিজ্ঞান—মহাবাক্যের অর্থ-বোধক অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের একত্ববোধক বা প্রতিপাদক 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্যচতুষ্টয়ের অর্থের অনুভব,—এই ছয়টিই ক্রমান্বয়ে মোক্ষের সাধন বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥ ২ ॥

সর্বেষাং তত্র তত্ত্বাণামুপযোগো যথাযথম্ ।

বদামি তৎ সমাসেন সর্বমেব যথাযথম্ ॥ ৩ ॥

অর্থ—তত্ত্ব সর্বেষাং তত্ত্বাণাং যথাযথম্ (যঃ) উপযোগঃ (অস্তি) তৎ সর্বং এব যথাযথম্ সমাসেন বদামি ॥ ৩ ॥

সেই সকল সাধনলাভে, সকল শাস্ত্রের যথাযথ ধেরূপ উপযোগিতা আছে, সেই উপযোগিতা আমি অল্পাক্ষরে অপক্ষপাতিতার সহিত, সমস্তই যথাযথ বর্ণনা করিতেছি। তাহার বর্ণনা বিস্তারসাপেক্ষ হইলেও, আমি সংক্ষেপ করিয়া বলিতেছি ॥ ৩ ॥

এক্ষণে ব্যাকরণের ও জায় এবং ঐশেষিক দর্শনের উপযোগিতা দেখাইতেছেন ।

জায়তে শব্দশাস্ত্রেণ পদব্যাংপত্তিকৃতম্ ।

ব্যাংপত্তিচ্চ পদার্থানাং জায়বৈশেষিকেকুক্তিভিঃ ॥ ৪ ॥

অর্থ—শব্দশাস্ত্রেণ উক্তম্ পদব্যাংপত্তিঃ জায়তে, জায়বৈশেষিকো-
ক্তিভিঃ পদার্থানাং ব্যাংপত্তিঃ চ (জায়তে) ॥ ৪ ॥

ব্যাকরণশাস্ত্রের সাহায্যে বাক্যের অন্তর্গত পদসমূহের ব্যাংপত্তি অর্থাৎ সম্যক জ্ঞান জন্মে। জায়দর্শন ও বৈশেষিকদর্শনের 'জায়াদি

বাক্যের বিচার করিলে পদার্থের (৭ ও ১৬ পদার্থের) এবং পদসমূহের বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থের জ্ঞান হয় ॥ ৪ ॥

মীমাংসয়া চ বাক্যার্থব্যুৎপত্তিঃ পরিনিষ্ঠিতা।

ব্যক্তিঃ সাংখ্যেন তদ্বানাং যোগেন মনসো যমঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়—মীমাংসয়া চ বাক্যার্থব্যুৎপত্তিঃ পরিনিষ্ঠিতা (ভবতি সাংখ্যেন তদ্বানাং ব্যক্তিঃ (ভবতি), যোগেন মনসঃ যমঃ (ভবতি) ॥ ৫ ॥

মীমাংসাশাস্ত্রের আলোচনা করিলে বেদবাক্যসমূহের তাৎপর্যাবধারণ করিবার সামর্থ্য জন্মে। সাংখ্যদর্শনের আলোচনা করিলে পুরুষ, প্রকৃতি প্রভৃতি তত্ত্বের পরিষ্কৃত জ্ঞান জন্মে ; পাতঞ্জল, শৈব প্রভৃতি যোগ দর্শনের আলোচনা করিলে, চিত্তের বৃত্তিনিরোধসামর্থ্য জন্মে ॥ ৫ ॥

মহাবাক্যার্থবিজ্ঞানং বেদান্তৈশ্চ ব্রহ্মনিষ্ঠয়া।

ইত্যেবং সর্বতত্ত্বানাং ব্রহ্মণ্যেব সমন্বয়ঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়—বেদান্তৈঃ ব্রহ্মনিষ্ঠয়া মহাবাক্যার্থবিজ্ঞানং (ভবতি), ইতি এবং সর্বতত্ত্বানাং ব্রহ্মণি এব সমন্বয়ঃ (ভবতি) ॥ ৬ ॥

ব্রহ্মে সহজ প্রেম থাকিলে, বেদান্তশাস্ত্রচর্চা দ্বারা “তত্ত্বমসি” প্রভৃতি মহাবাক্যের অর্থের, এবং জীব ও ব্রহ্মের একতার, উপলব্ধি হয়। এইরূপে ব্রহ্মেই সকল শাস্ত্রের সমন্বয় হয় অর্থাৎ গোণমুখ্যভাবে যদৃশদর্শনই ব্রহ্ম প্রতিপাদন করিতেছে। (“সাংখ্য প্রবচনসূত্রে”র প্রারম্ভে বিজ্ঞানভিক্ষুকত সমন্বয় দ্রষ্টব্য) ॥ ৬ ॥

২৩। অবিরোধবোধঃ।

পূর্বে যে বলা হইল, জীব ব্রহ্মের একতাজ্ঞান, মহাবাক্যদ্বারা জন্মে, তদ্বিষয়ে এক সন্দেহ উঠিতে পারে যে রামানুজাদি উক্ত মহাবাক্যসমূহ

দ্বারা ই জীব ব্রহ্মের ভেদ প্রতিপাদন করেন । সুতরাং এইরূপ বিরোধ, একত্বপ্রতীতির বাধক হইতে পারে ; সেই কারণে এই প্রকরণে দ্বৈতবাদীর ও অদ্বৈতবাদীর অবিরোধ প্রতিপাদিত হইতেছে ।

প্রসঙ্গাবিরোধস্ত বোধোপাত্ত নিকৃপ্যতে ।

ব্যবহারে দ্বৈতসত্ত্বং দ্বৈতাদ্বৈতমতে সমম্ ॥ ১ ॥

অন্বয়—প্রসঙ্গাৎ অবিরোধস্ত বোধঃ অপি অত্র নিকৃপ্যতে দ্বৈতাদ্বৈতমতে ব্যবহারে দ্বৈতসত্ত্বম্ সমম্ (ভবতি) ॥ ১ ॥

সর্বদর্শনশাস্ত্রের তাৎপর্যান্বয়প্রসঙ্গে, দ্বৈত, অদ্বৈত প্রভৃতি সকল মতের অবিরোধ কি প্রকারে বুঝা যাইবে, তাহার নিরূপণ করা যাইতেছে । ‘অদ্বৈতবাদী ও দ্বৈতবাদী উভয়েই তুল্যভাবে স্বীকার করেন যে ব্যবহার কালে দ্বৈত সূত্য ॥ ১ ॥

অদ্বৈতকল্পিতত্ত্বং চাবিরোধোতো মতদ্বয়ে ।

বিবদন্তি মুল্লব্বাদরসৈ স্তদ্বিবদন্ত তে ॥ ২ ॥

অন্বয়—(দ্বৈতাদ্বৈত মতদ্বয়ে) অদ্বৈতকল্পিতত্ত্বং চ (সমম্ ইতি পূর্বেন অন্বয়ঃ), (অতঃ) মতদ্বয়ে অবিরোধতঃ (যে বাদরসিকাঃ) বাদরসৈঃ মুল্লঃ বিবদন্তি তেতৎ (তস্মাৎ) বিবদন্ত ॥ ২ ॥

অদ্বৈতবাদীগণের মতে অদ্বৈত কল্পিত (আরোপিত) ; দ্বৈত বাদীগণও অদ্বৈতকে কল্পিত বলিয়া প্রতিপাদন করেন সুতরাং অদ্বৈতের কল্পিতত্ত্ব, উভয় মতেই তুল্য ; এই হেতু উভয়মতে বিরোধ নাই । তাহারা কলহ করিয়া স্ব স্ব প্রাধান্ত স্থাপনে প্রীতি অমুভব করেন, তাহাঁরাই পুনঃ পুনঃ, কলহ করিয়া থাকেন । তাহারা কলহ করিতে থাকুন, তাহাতে ক্ষতি নাই ॥ ২ ॥

টিপ্পনী—অদ্বৈতবাদীগণের মতে দ্বৈত প্রাতীতিক মাত্র ; তাহারা অগ্রে দ্বৈতের অধ্যারোপ করিয়া, পরে তাহার অপগাদ দ্বারা আত্মতত্ত্ব

বুঝাইয়া থাকেন। সেই অপবাদ করিবার উদ্দেশ্যেই তাঁহার প্রাতীতিক
দৈতের কল্পনা করিয়া থাকেন। সুতরাং দৈত কল্পিত হইলে অদৈতও
কল্পিত হইয়া পড়ে, কেননা দৈতের অপেক্ষায়ই অদৈত টিকিতে পারে,
অর্থাৎ দৈতকে উপলক্ষ্য করিয়া অদৈতের প্রসঙ্গ উঠিতে পারে ॥

এইরূপে দৈতবাদিগণের ও অদৈতবাদিগণের বিরোধের পরিহার
হইতে পারে। * কিন্তু অদৈতবাদিগণের সহিত বিশিষ্টাদৈতবাদিগণের
যে বিরোধ, তাহার পরিহার হইল না। বিশিষ্টাদৈতবাদিগণ বলেন—
জীব ও জগৎ অদৈতব্রহ্মেরই পরিণাম। অদৈতবাদী বলেন—জীব ব্রহ্মই
এবং জগৎ অদৈতব্রহ্মের বিবর্ত। এইরূপে উভয় সম্প্রদায়ে বিরোধ
পরিষ্কৃত হয় বটে, কিন্তু অদৈত বাদিগণ স্বীকার করিয়া থাকেন যে
জীবের উপাধি এবং জগৎ উভয়ই মায়ায় পরিণাম; তাহার সাধন
সম্পত্তির উপযোগিতা স্বীকার করিয়া থাকেন। আর বিশিষ্টাদৈত-
বাদিগণ জীবকে যে ব্রহ্মের পরিণাম বলিয়া থাকেন, তাহারও উদ্দেশ্য
এই যে তদ্বারা জীবের সাধনে আদর বৃদ্ধি পাইবে, কেননা জীব বুঝিবে
সাধন দ্বারা আমার জীবত্ব বিনষ্ট হইলেই আমার অদৈতঈশ্বরপ্রাপ্তি
ঘটিবে। এই হেতু উভয়ের মধ্যে, সেই অবিরোধ বুঝাইবার জন্য যমাদি
সাধন যে উভয়সম্প্রদায়সম্মত তাহাই বুঝাইতেছেন।—

যমাস্ত্বাহিংসাসত্যাদ্যা নিয়মাঃ শুচিতাদয়ঃ।

সুখাসনে চ সংস্থানং প্রত্যাহারস্ত সর্বতঃ ॥ ৩ ॥

ধারণা চ তথা ধ্যানং সমাধানং চ চেতসঃ।

যোগাঙ্গসপ্তকং ত্বেতৎ সৰ্কেষামপি সম্বতমং ॥ ৪ ॥

অর্থ—অহিংসাসত্যাদ্যাঃ যমাঃ (১), শুচিতাদয়ঃ নিয়মাঃ (২), সুখা-
সনে সংস্থানং (৩), সর্বতঃ প্রত্যাহারঃ (৪), ধারণা (৫), তথা ধ্যানং (৬),
চেতসঃ সমাধানং চ, এতৎ যোগাঙ্গসপ্তকং তু সৰ্কেষামপি সম্বতমং ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্যা, অপরিগ্রহ—এই পাঁচটী যম (১), শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায়, জৈশ্বরপ্রণিধান—এই পাঁচটী নিয়ম (২), স্নেহ ও নিশ্চলভাবে উপবেশনরূপ আসন (৩), নিজনিজ বিষয় সকল হইতে ইন্দ্রিয়গণের প্রত্যাহার (ইন্দ্রিয়গণ যখন স্ব স্ব বিষয়ের উপলক্ষি না করিয়া চিত্তস্বরূপের অনুকরণ করে, তখন তাহাদের প্রত্যাহার হইয়াছে বলা যায়) (৪), বাহ্য বা আধ্যাত্মিক কোন দেশে চিত্তের বন্ধনরূপ ধারণা (৫), ধারণাতে জ্ঞানবৃত্তির অবিচ্ছিন্ন ধারারূপ ধ্যান (৬), চিত্তের সমাধান অর্থাৎ ধোয়মাত্রনির্ভাস ও স্বরূপশূন্যের স্থায় অবস্থা (৭), এই সাতটী যোগোক্তের উপযোগিতা সম্বন্ধে সকলেই একমত ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

লয়ে মন্ত্রে হঠে রাজ্জি ভক্তৌ সাংখ্যে হরের্মতে ।

মঠৈক্যমস্তি সর্বেষাং যে বুধা মোক্ষমার্গগাঃ ॥৫॥

অর্থ—লয়ে, মন্ত্রে, হঠে, রাজ্জি, ভক্তৌ, সাংখ্যে, হরেঃ মতে, সর্বেষাং মঠৈক্যম্ অস্তি । যে বুধাঃ তে মোক্ষমার্গগাঃ ॥ ৫ ॥

লয়যোগ—সিদ্ধাদৌ জাগরন্তাস্তে নিদ্রান্তে জাগরোদয়ে ।

লয়ো ভবতি চিত্তস্য কার্ধাং তত্রাঅচিস্তনম্ ॥

(৩০ সংখ্যক শ্রবক 'লয়যোগ' দ্রষ্টব্য) ।

লয়যোগে আত্মচিস্তনের ব্যবস্থা থাকায়, বেদান্তের সহিত বিরোধ নাই ।

মন্ত্রযোগ—মন্ত্রসমূহ দেবতাপ্রসাদপ্রাপ্তির হেতু এবং সেই প্রসাদ অগ্রে জ্ঞান ও পরে মুক্তি প্রাপ্তির হেতু । অতএব বেদান্তের সহিত মন্ত্রযোগের বিরোধ নাই ।

হঠযোগ—হঠযোগের ফল শিবশক্তিসমায়োগ (পরে ব্যাখ্যাত হইবে) । তাহা সমতাস্বরূপ বলিষ্ঠা, তাহা দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয় এবং সেই অন্তঃকরণশুদ্ধি জ্ঞানোৎপত্তির কারণ । সুতরাং তাহার সহিত বেদান্তের বিরোধ নাই ।

রাজযোগ—রাজযোগের ফল স্বরূপস্থিতি । সুতরাং তাহার সহিত বেদান্তের বিরোধ হইতে পারে না ।

ভক্তিযোগ—ভক্তিযোগের ফল অন্তঃকরণশুদ্ধি দ্বারা জ্ঞানপ্রাপ্তি, এবং তদ্বারা মুক্তি । • সুতরাং বেদান্তের সহিত অবিরোধ ।

সাংখ্যযোগ—চতুर्वিংশতি তত্ত্বের বিবেক দ্বারা পুরুষকে অসঙ্গ বলিয়া জানিলে, 'তৎ'পদার্থের শুদ্ধি হয় । সুতরাং তাহা বেদান্তের অনুরূপ যোগী নহে ।

গীতায় (৯।২৭) শ্রীকৃষ্ণোক্ত যোগ—

যক্করোষি যদশ্রাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ
যত্তপশ্রসি কোন্তেয় তৎ কুরুষ দদর্পণম্ ॥

তুমি যে কোন কৰ্ম্ম করিয়া থাক, যে কোন দ্রব্য জাহার কর, যে কোন বস্তু আহুতি দাও (যে কোন যজ্ঞ কর) ও যাহা দান কর, এবং যে কোন তপশ্রা কর—তৎসমস্ত আমাতেই সমর্পণ কর ।

এই রূপ ভাগবতধর্ম্মের অভ্যাসদ্বারা কর্তৃত্ববুদ্ধির লোপ হয় । সুতরাং বেদান্তের সহিত তাহার বিরোধ নাই ।

এইরূপে উক্ত সকল শাস্ত্রের মধ্যেই মতৈক্য আছে । যাহারা এই-রূপ বুঝিয়াছেন তাঁহাঁরাই জ্ঞানী, কেননা তাঁহাঁরা বুঝিয়াছেন মোক্ষই উক্ত সকলশাস্ত্রের তাৎপর্য্য ॥ ৫ ॥

হঠিনামধিকস্তেকঃ প্রাণায়ামপরিশ্রমঃ ।

প্রাণায়ামে মনঃ স্থৈর্য্যং স তু কশ্য ন সম্মতঃ ॥ ৬ ॥

• অর্থ—হঠিনাম্ একঃ প্রাণায়ামপরিশ্রমঃ তু অধিকঃ, প্রাণায়ামে মনঃস্থৈর্য্যং (১৮৭) ন তু কশ্য ন সম্মতঃ ॥৬॥ •

• হঠযোগীদিগের মূখ্যসাধন আয়াসসাধ্য প্রাণায়াম—অত্যন্ত যোগী-

দিগের সাধন হইতে বিলক্ষণ । সেই 'প্রাণায়াম' সিদ্ধ হইলে চিত্তের স্থিরতা হয়, ইহা কে না স্বীকার করে ? ॥৬॥

বিমুক্তির্বাদিনাং তস্মান্নতভেদো ন কশ্চন ।

কশ্চিৎ কশ্চিন্মতে ভেদস্তিস্তি বেদান্তিনামপি ॥৭॥

অর্থ—বাদিনাং (সর্বেষাং) বিমুক্তিঃ (শ্রাং) তস্মাৎ কশ্চন মতভেদঃ (নাস্তি), বেদান্তিনাম্ অপি তু মতে কশ্চিৎ কশ্চিৎ ভেদঃ অস্তি ॥ ৭ ॥

পূর্বোক্ত মতাবলম্বীদিগের সকলেরই মোক্ষ হইবে, সেই কারণে কলৈক্যাহেতু তাহাদের মধ্যে কোন প্রকার মতভেদ নাই । পক্ষান্তরে বেদান্তীদিগের মতেও একজীববাদ, অনেকজীববাদ, ইত্যাদি ভেদ আছে ॥ ৭ ॥

২৪ । সাংখ্যাঙ্গনশলাকা ।

সাংখ্যমত পুরুষের অসঙ্গতা ব্যুৎপত্তির পক্ষে সাধনস্বরূপ ; তদ্বারা 'ত্বম্' পদার্থের শোধান করিয়া, 'ত্বম্' পদার্থের লক্ষ্য কূটস্থচৈতন্যের উপলব্ধি করা যাইতে পারে, সেইজন্ত সাংখ্যশাস্ত্রের প্রয়োজন । সেই হেতু এই প্রকরণের নামের অর্থ নিরূপণ করিতেছেন ।

নেত্রয়োঃ জ্ঞানং কার্য্যং সাংখ্যাঙ্গনশলাকয়া ।

ততস্তিমিরনাশেন সূক্ষ্মবস্ত্ত বিলোকাতে ॥ ১ ॥

অর্থ—সাংখ্যাঙ্গনশলাকয়া নেত্রয়োঃ জ্ঞানং কার্য্যম্, ততঃ তিমির-নাশেন সূক্ষ্মবস্ত্ত বিলোকাতে ॥ ১ ॥

"সূক্ষ্মা" লাগাইবার শলাকা দ্বারা সূক্ষ্ম (অজ্ঞানাদি) লাগাইলে যেমন চক্ষুর তিমিরের গর্গ বিনষ্ট হয়, এবং চক্ষুর সূক্ষ্মবস্ত্তদর্শনে যোগ্যতা জন্মে, সেইরূপ সাংখ্যশাস্ত্রের অধ্যয়নে দ্বারা তত্ত্ববিষয়ক অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে, পুরুষ প্রকৃতি প্রকৃতি সূক্ষ্মবস্ত্তর জ্ঞান জন্মে ॥১॥

কপিলেন মুকুন্দেন দেবহুতৌ প্রবোধিতা ।

সর্বতত্ত্বাববেকেন তৎসাংখ্যমভিধীয়তে ॥ ২ ॥

অর্থ—কপিলেন মুকুন্দেন (যেন শাস্ত্রজ্ঞ) সর্বতত্ত্বাববেকেন দেব-
হুতৌ প্রবোধিতা (বহুব) তৎ সাংখ্যঃ শাস্ত্রং ময়া অভিধীয়তে ॥ ২ ॥

ভগবান বিষ্ণুর অবতার কপিল, যে শাস্ত্রদ্বারা; পুরুষ, প্রকৃতি
প্রকৃতি তত্ত্বসমূহের বিচারপূর্বক, জননো দেবহুতীকে বুঝাইয়াছিলেন,
আমি সেই সাংখ্যাশাস্ত্রের ব্যাখ্যান করিতেছি। অতএব ইহাতে প্রজ্ঞা-
স্থাপন কর্তব্য। (বিষ্ণুভাগবত ৩য় স্কন্ধ, ২৬ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) ॥ ২ ॥

সর্বত্র বিকৃতয়ো যন্তাঃ স্থূলসূক্ষ্মাশ্চরাচরাঃ ।

অস্তি কাচিদনির্দেশ্যা প্রকৃতিস্ত্রিগুণাত্মিকা ॥ ৩ ॥

অর্থ—স্থূলসূক্ষ্মাঃ চরাচরাঃ যন্তাঃ সর্বাঃ বিকৃতয়ঃ (ভবন্তি),
(ঈদৃশী) ত্রিগুণাত্মিকা অনির্দেশ্যা কাচিৎ প্রকৃতিঃ অস্তি ॥ ৩ ॥

স্থূল—পঞ্চীকৃত ভূতভৌতিক পদার্থ; সূক্ষ্ম—অপঞ্চীকৃতভূতভৌতিক
পদার্থ। স্থূল, সূক্ষ্ম, স্থাবর, জঙ্গম যাবতীয় পদার্থ যাহার বিকৃতির অন্তর্ভূত
বিকারস্বরূপ, সেই সত্ত্ব রজঃ তমোগুণের সাম্যাবস্থারূপ প্রকৃতি নামে
এক পদার্থ আছে। সেই প্রকৃতিকে ভাব বা অভাব এই দুয়ের কোন-
রূপেই নির্দেশ করা যায় না ॥ ৩ ॥

এই প্রকৃতিই সকল তত্ত্বের মূল কারণ।

মহত্ত্বমহাকারঃ পঞ্চতন্মাত্রকানি চ ।

প্রকৃতি বিকৃতি শ্চেতি সষ্টৈস্তানি ভবন্তি হি ॥ ৪ ॥

অর্থ—মহত্ত্বম, মহাকারঃ, পঞ্চতন্মাত্রকানি, এতানি সপ্ত হি
প্রকৃতিঃ বিকৃতিঃ চ ভবন্তি ॥ ৪ ॥

মহত্ত্ব, মহাকার, পঞ্চতন্মাত্র (অঙ্গ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ) এই সাতটা
অর্ণবের কারণরূপে প্রকৃতি এবং স্বয়ং কার্যরূপে বিকৃতি ॥ ৪ ॥

স্বকারণানাং বিকৃতিঃ প্রকৃতিঃ স্বেচ্ছবশ্ত যৎ ।

এবমর্ষৌ প্রকৃতয় স্ততো বিকৃতয়োহভবন্ ॥ ৫ ॥

অবয়—যৎ (যস্মাৎ) এতানি (মহাদানীনি) স্বকারণানাং বিকৃতিঃ, স্বেচ্ছবশ্ত প্রকৃতিঃ ভবন্তি, এবম্ (মূলপ্রকৃতিয়া সহ) অর্ষৌ প্রকৃতয়ঃ (জ্ঞেয়াঃ) ততঃ বিকৃতয়ঃ অভবন্ ॥ ৫ ॥

যেহেতু মহাদাদি সাতটি, নিজ নিজ কারণের বিকৃতি এবং নিজ নিজ কার্যের প্রকৃতি, এইরূপে মূলপ্রকৃতির সহিত গণনা করিয়া সর্বগুণ আটটি প্রকৃতি । এই আটটি প্রকৃতি হইতে, নিম্নলিখিত ষোলটি বিকৃতি বা বিকার উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৫ ॥

বোমাাদি পঞ্চ ভূতানি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ানি চ ।

কর্ষেন্দ্রিয়াণি পঠৈব মনসা সহ ষোড়শ ॥ ৬ ॥

অবয়—বোমাাদি পঞ্চভূতানি, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি চ পঞ্চ কর্ষেন্দ্রিয়াণি এব মনসা সহ ষোড়শ ভবন্তি ॥ ৬ ॥

আকাশাদি পঞ্চভূত, চক্ষুরাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাগাদি পাঁচটি কর্ষেন্দ্রিয় ও মন—এই ষোলটি বিকার পদার্থ ॥ ৬ ॥

ঋং বায়ু রমিস্তোয়ং ভূভূতপঞ্চকমুচ্যতে ।

শব্দস্পর্শৌ রূপরসৌ গন্ধস্তেবাং গুণাঃ ক্রমাৎ ॥ ৭ ॥

অবয়—ঋং, বায়ুঃ, অগ্নিঃ, তোয়ং, ভূঃ, ভূতপঞ্চকম্ উচ্যতে, শব্দস্পর্শৌ রূপরসৌ গন্ধঃ ক্রমাৎ তেবাং গুণাঃ ভবন্তি ॥ ৭ ॥

আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী এই পাঁচটিকে ভূতপঞ্চক বলে; এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ যথাক্রমে সেই পাঁচটি ভূতের গুণ ॥ ৭ ॥

শ্রোত্রং ত্বচ্চক্ষু রসনং শ্রাবণং জ্ঞানেন্দ্রিয়ানি চ ।

বাক্পাণিপাদপায়াদি পঞ্চকর্ষেন্দ্রিয়ানি চ ॥ ৮ ॥

অথ—শ্রোত্রং, স্বক্, চক্ষুঃ, রসনং, ঘ্রাণং জ্ঞানেন্দ্রিয়ানি ; বাক্‌পাণি
পাদপাদ্যাং পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ানি চ ॥ ৮ ॥

শব্দজ্ঞানের কারণ শ্রোত্র, স্পর্শজ্ঞানের কারণ স্বক্, রূপজ্ঞানের
কারণ চক্ষু, রসজ্ঞানের কারণ রসনা, গন্ধজ্ঞানের কারণ নাসিকা—এই
পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়। বচনেও উৎপাদক বাগিন্দ্রিয়, গ্রহণত্যাগের
উৎপাদক পাণি, গতিক্রিয়ার উৎপাদক চরণ, মূলত্যাগক্রিয়াসম্পাদক
পায়ু, রতিস্থলসম্পাদক উপস্থ—এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় ॥ ৮ ॥

উভয়াত্মা মনস্তেন চতুর্বিংশতি স্থিতিত্বাৎ ।

তত্ত্বানাং তদ্বিকারস্ত সর্বং চৈব জগৎত্রয়ম্ ॥ ৯ ॥

অথ—মনঃ উভয়াত্মা, তেন তত্ত্বানাং চতুর্বিংশতিঃ স্থিতিত্বাৎ, সর্বং
জগৎত্রয়ম্ তু এব তদ্বিকারঃ ॥ ৯ ॥

সকলবিকল্পরূপ সংশয়াত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তি মন উভয়াত্মা অর্থাৎ ইহা
জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় উভয়েরই কারণ বা সাধনস্বরূপ। এইরূপে
পুরুষকে বাদ দিয়া, তত্ত্বগুলি সর্বশুদ্ধ ২৪টি বলিয়া ক্রটিত। এই
ত্রিভুবনে সমস্তই উক্ত চতুর্বিংশতি তত্ত্বের বিকার ॥ ৯ ॥

প্রকৃতেঃ ত্রিগুণাত্মত্বাৎ সর্বং হি ত্রিগুণাত্মকম্ ।

রক্তশ্বেতশ্যামরূপা রজঃসত্ত্বতমো গুণাঃ ॥ ১০ ॥

অথ—প্রকৃতেঃ ত্রিগুণাত্মত্বাৎ সর্বং হি ত্রিগুণাত্মকং, রজঃসত্ত্ব
তমো গুণাঃ রক্তশ্বেতশ্যামরূপাঃ (ভবন্তি) ॥ ১০ ॥

রজঃসত্ত্বতমো গুণের সাম্যাবস্থারূপ প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মক বলিয়া
প্রকৃতিসমুৎপন্ন সংসারের সকল বস্তুই ত্রিগুণাত্মক। এই ত্রিগুণের
রূপ, বেদে যথাক্রমে লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, যথা—
অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহুলাং প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ (খেতা-
খতরো উপনিষৎ ৪।৫০) ॥ ১০ ॥

রজশ্চলং তমঃস্তব্ধং প্রকাশঃ সাধ্বিকো মতঃ ।

তমোধমং রজো মধ্যং সত্বমুত্তমমেব হি ॥ ১১ ॥

অর্থ—রজঃ চলং, তমঃ স্তব্ধং, প্রকাশঃ সাধ্বিকঃ মতঃ, তমঃ অধমং, রজঃ মধ্যং, সত্বম্ উত্তমম্ এব হি ॥ ১১ ॥

রজোগুণ 'চঞ্চলস্বভাব, তমোগুণ নিশ্চলস্বভাব, জ্ঞান 'সত্বগুণের ধর্ম, মুনিগণ এইরূপ নির্ণয় করিয়াছেন ; তমোগুণ নীচস্বভাব, রজোগুণ মধ্যস্বভাব, সত্বগুণ উত্তমস্বভাব বলিয়া পণ্ডিতগণমধ্যে প্রসিদ্ধ । 'ইহা হইতে বুঝা যায়, বিবিধস্বভাববিশিষ্ট এই জগৎ, উক্ত ত্রিগুণেরই কার্য্য ॥ ১১ ॥

লোভাদয়ো রজোভাবা স্তমসো জড়তাদয়ঃ ।

সুখপ্রসাদনোদাত্তা ভাবাঃ সত্বস্ত কীর্তিতাঃ ॥ ১২ ॥

অর্থ—লোভাদয়ঃ রজোভাবাঃ, জড়তাদয়ঃ তমসঃ (ভাবাঃ), সুখ প্রসাদবোধাত্তাঃ ভাবাঃ সত্বস্ত কীর্তিতাঃ ॥ ১২ ॥

লোভ ইত্যাদি (বিবিধপ্রকার ইন্দ্রিয়চঞ্চল্য) রজোগুণের কার্য্য ; মোহ, ক্রোধ ইত্যাদি তমোগুণের কার্য্য । প্রিয়, মোদ, প্রমোদ নামক সুখত্রয়, অন্তঃকরণের নিঃশ্রলতা, জ্ঞান (শম, দম) ইত্যাদি সত্ব গুণেরই কার্য্য বলিয়া মুনিগণ বর্ণনা করিয়াছেন ॥ ১২ ॥

এইরূপ বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, জগৎ প্রকৃতির গুণত্রয়ের, 'কার্য্য ভিন্ন আর কিছুই নহে ।

দেবাদয়ঃ সাধ্বিকা ন্য নরাত্তা রাজসাঃ শ্বতাঃ ।

তামসাঃ পৃথুভূতাত্তা এবং সর্ব্বং বিচিন্ত্যতাম্ ॥ ১৩ ॥

অর্থ—দেবাদয়ঃ সাধ্বিকাঃ স্ত্রীঃ, নরাত্তাঃ রাজসাঃ শ্বতাঃ, পৃথু ভূতাত্তাঃ তামসা (শ্বতাঃ), এবং সর্ব্বং বিচিন্ত্যতাম্ ॥ ১৩ ॥

ইন্দ্রাদি দেবতা বিজ্ঞাধর, ক্লিন্নর, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি দেবযোনিগণ (তারতম্য ক্রমে) সাস্বিক অর্থাৎ সম্বৎসরোদ্ভব ।। মনুষ্য প্রভৃতি (অর্থাৎ জনসাধারণ, মুনি, ঋষি প্রভৃতি) পুরাণেতিহাসে রজোশুণোদ্ভব বলিয়া কথিত হইয়াছেন । পশু (গর্বাশ্বাদি) প্রেত, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ ইত্যাদি তমোগুণোদ্ভব । (প্রেতের অস্ত্রধানাদিশক্তি আছে বলিয়া অমরসিংহ ইহাদিগকে দেবযোনি বলিয়া ধরিয়ছেন । কিন্তু ইহারা অতিশয় ক্রুর বলিয়া তামস ।) এইরূপে সাস্বিকাদি ভেদ অগ্ন্যন্তর্য্য বস্তুরও বিভাগ করিতে হইবে । (জগতের সকল বস্তুই গুণের কার্য্য, এইরূপে বুঝা যায়) ॥ ১৩ ॥

বিরোধিনঃ সহায়ান্চ মিথঃ কার্য্যঃ কারণম্ ।

মিলিত্বা কার্য্যকর্ত্তারো গুণাঃ বিষমচেষ্টিতাঃ ॥ ১৪ ॥

অর্থ—গুণাঃ মিথঃ বিরোধিনঃ সহায়ঃ চ (মিথঃ) কার্য্যঃ কারণং চ, বিষমচেষ্টিতাঃ (কিন্তু) মিলিত্বা কার্য্যকর্ত্তারঃ ।

এই গুণত্রয় পরস্পর বিনাশকস্বভাব, আবার, পরস্পরের কার্য্যোৎপত্তির পক্ষে অস্বকূল; তাহারা পরস্পরের কার্য্য, আবার পরস্পরের কারণ । প্রকাশক সম্ব, চাক্ষুশাদিসূক্ত রজঃ, এবং স্নয়রূপ তমঃ, এইরূপ ধর্ম্মবৈষম্য বলতঃ পরস্পর প্রতিকূল ব্যাপারে রত; আবার পরস্পর মিলিত হইয়া জগতের সৃষ্টিস্থিতিমানাকর্ষণ ব্যাপারে রত । (এইরূপে গুণত্রয় অবটনবটনসমর্থ, তাহাদেব কার্য্য সংসারও অবটন ঘটনা । উভয় স্থলেই মায়ার লক্ষণ পরিস্ফুট স্মৃতরাং গুণত্রয়ের কারণে—প্রকৃতিতেও, মায়ালক্ষণ দিক্ হয় অর্থাৎ প্রকৃতিরই অন্ত নাম মায়ী) ॥ ১৪ ॥

বিশ্বং গুণাত্মকং সর্ব্বমাত্মা নিগুণং ব্রহ্মহি ।

প্রকাশকতয়া তত্র প্রবিষ্ট ইব ভাসতে ॥ ১৫ ॥

অবয়—সর্বত্র বিশ্বং শুণাশ্রকং, আত্মা নিশ্চরণঃ এবহি, (কিন্তু) প্রকাশকতয়া তত্র প্রবিষ্টঃ ইব ভাসতে ॥ ১৫ ॥

সমগ্র বিশ্ব ত্রিগুণাশ্রকং, (চিন্ময়) আত্মা (বিবেকী পুরুষের নিকট) নিশ্চরণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। আত্মা চিদাভাস রূপে বিশ্বের প্রকাশক বলিয়া অর্থাৎ আভাসাত্মার সহিত বিশ্বের প্রকাশকপ্রকাশ্য স্বয়ংস্বের প্রতীতি হয় বলিয়া, আত্মা যেন বিশ্বমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু বস্তুরতঃ প্রবিষ্ট নহেন। অতএব আত্মার সহিত কাহারও সম্বন্ধ সম্ভবপর হয় না, আত্মা সদাই অসঙ্গ ॥ ১৫ ॥

যথা দ্বাত্রিংশদন্তুস্থা রসজ্ঞা রসবেদিনী ।

চতুর্বিংশতিতত্ত্বাস্তঃস্বাত্ত্বজ্ঞস্তত্ত্ববিস্তৃতা ॥ ১৬ ॥

অবয়—যথা দ্বাত্রিংশদন্তুস্থা রসজ্ঞা রসবেদিনী (ভবতি), তথা চতুর্বিংশতিতত্ত্বাস্তঃস্বাত্ত্বজ্ঞঃ পুরুষঃ স্বাত্ত্বজ্ঞঃ তত্ত্ববিৎ (ভবতি) ॥ ১৬ ॥

যেমন বত্রিশটি দন্তদ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিয়া, জিহ্বা নিজেই রসামুভব করে, (দন্তগুলি রসামুভব করে না), সেইরূপ পুরুষ চতুর্বিংশতি তত্ত্ব পরিবেষ্টিত থাকিয়া, আপুনিই স্বাত্ত্বতত্ত্বজ্ঞ এবং সেই চতুর্বিংশতি তত্ত্বের প্রকাশক ও লক্ষ্যস্থান। পুরুষ স্বপ্রকাশ ও চেতন স্বভাব, তত্ত্বগুলি পুরুষ-প্রকাশ্য ও জড়স্বভাব। ইহা হইতে পুরুষ অসঙ্গ বলিয়া সিদ্ধ হয় ॥ ১৬ ॥

একমেব নিজং নাথং মায়া বিষয়লম্পটী ।

বহুরূপধরং কৃতা বেষ্টোব খলু খেলতি ॥ ১৭ ॥

অবয়—বিষয়লম্পটী মায়া একম্ এব নিজং নাথং বহুরূপধরং কৃতা বেষ্টো ইব খেলতি খলু ॥ ১৭ ॥

বিষয়ভোগলোলুপা প্রকৃতি, পুরুষ বস্তুরতঃ একমাত্র ও ভেদরহিত হইলেও, তাহাকে বহু আকারে আকান্ধিত করিয়া, তাহার সহিত বেষ্টার

ছায় ক্রোড়া করে। (সাংখ্যবাদিগণ, যে পুরুষের বহুত্ব স্বীকার করেন, তাহা মায়িক, পারমার্থিক নহে) ॥ ১৭ ॥

অপৃথগ্ভাবরূপেণ মিলিত্বা পুরুষেণ হি।

বিচিত্রাকাররূপৈস্তং সন্নর্তয়তি নর্তকী ॥ ১৮ ॥

অর্থ—নর্তকী অপৃথগ্ভাবরূপেণ পুরুষেণ (সহ) মিলিত্বা হি বিচিত্রাকাররূপৈঃ তং সন্নর্তয়তি ॥ ১৮ ॥

নর্তকী মায়। বা প্রকৃতি, সেই (আরোপিত) পুরুষের সহিত অভিন্ন-
ভাব প্রাপ্ত হইয়া (অর্থাৎ সান্বিষ্টানবুদ্ধিহ চিদাভাসের সহিত একী-
ভাবাপন্ন হইয়া) স্বকৃত বিবিধ রূপ, সেই শুদ্ধপুরুষে আরোপ করিয়া,
তাহাকে (যেন) নৃত্য করায় অর্থাৎ আপনায় নৃত্য সেই পুরুষে আরোপ
করিয়া পুরুষ যেন নৃত্য করিতেছে, এইরূপ দেখায়। ইহা বিবেকী পুরুষ
মাত্রই জানেন। মায়ার কার্য বিচিত্র ও অনেক; পুরুষ পারমার্থিক
ভাবে এক ও অসঙ্গ। মায়। আপনায় বিরচিত অনেকত্ব মায়িক পুরুষে
আরোপ করিয়া এবং সেই অনেকতাসহিত সেই মায়িক পুরুষকে,
একমাত্র অসঙ্গ পুরুষে আরোপিত করিয়া, তাহাকে অনেক করিয়া
দেখায়, বস্তুতঃ তিনি এক। পুরুষের বহুত্ব ভ্রান্তিমাত্র ॥ ১৮ ॥

এই মায়িক পুরুষ ও অসঙ্গপুরুষের অভিন্নতাজ্ঞান কি প্রকারে হইবে,
তাহাই বলিতেছেন—

নির্দোষে নিশ্চলো নাথঃ সদোষা চঞ্চলা বধুঃ।

দম্পত্যোরনন্মোনুং রসভঞ্জে ভবিষ্যতি ॥ ১৯ ॥

অর্থ—নাথঃ নির্দোষঃ নিশ্চলঃ (ভবতি)। বধুঃ সদোষা চঞ্চলা
(ভবতি)। অনন্মোঃ দম্পত্যোঃ নুনং রসভঙ্গঃ ভবিষ্যতি।

পুরুষ, নাথ বা মায়াকল্পিত মায়ানিয়ন্তা জীব, বস্তুতঃ নিকৃপাধিক ও

চাঞ্চল্যরহিত অর্থাৎ সদাই একরূপ । প্রকৃতি কিন্তু সোপাধিকা ও অস্থিরা
অর্থাৎ অনেকরূপা । এইরূপ বিভিন্নপ্রকৃতিক দম্পতীর প্রণয়বন্ধন কখনই
টিকিতে পারে না, অর্থাৎ পুরুষে বৈরাগ্যোৎপত্তি অনিবার্য্য ॥ ২০ ॥

পৃথক্ভেদন পরিজ্ঞাতা দৃষ্টরূপতয়াপি চ ।

ন মুখং দর্শ্যতোষা সলজ্জা ত্রিয়তেপি চ ॥ ২০ ॥

অর্থ—এবা পৃথক্ভেদন অপি চ দৃষ্টরূপতয়া পরিজ্ঞাতা (সতী) মুখং ন
দর্শয়তি, অপি চ সলজ্জা (সতী) ত্রিয়তে ॥ ২০ ॥

এই প্রকৃতিরূপা বধূকে, পুরুষ যখন আপনা হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত-
স্বভাব ও সর্বদোষান্বিত বলিয়া জানিতে পারেন, তখন প্রকৃতি আর
মুখ দেখান না, প্রভূত লজ্জা সহ করিতে না পারিয়া বিনাশ প্রাপ্ত
হয়েন ॥ ২০ ॥

প্রকৃতি বিকৃতির্নাপি পুরুষো নিশ্চলাত্মকঃ ।

শুদ্ধবুদ্ধস্বরূপো সার্বাতি সাংখ্যাবিনির্গমঃ ॥ ২১ ॥

অর্থ—প্রকৃতিঃ ন (অস্তি) অপি বিকৃতিঃ ন (অস্তি) ; পুরুষঃ
নিশ্চলাত্মকঃ । অতঃ 'অসৌ শুদ্ধবুদ্ধস্বরূপঃ' ইতি সাংখ্যাবিনির্গমঃ
(ভবতি) ॥ ২১ ॥

বিকৃতি অর্থাৎ মহতত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত, প্রকৃতির
কার্য্যরূপ পদার্থগুলি, নাহ, অর্থাৎ তাহার প্রকৃতি ভিন্ন আর কিছুই
নহে । প্রকৃতিও নিজে নাহি, কারণ, পুরুষ হইতে প্রকৃতির পৃথক্ স্বা
নাই । পুরুষ চাঞ্চল্যরহিত অর্থাৎ প্রকৃতিকৃত একদ্বানেকত্বাদি দ্বারা
কোভিত হন না । এই হেতু পুরুষ যারা ও যারাকার্য্যদ্বারা অসম্বন্ধ,
ও স্বয়ং প্রকাশস্বভাব, , ইহাই প্রকৃত সাংখ্য সিদ্ধান্ত । এতদ্ভিন্ন যাহা
সাংখ্য শাস্ত্র বলিয়া প্রতিপাদিত হয়, তাহার প্রামাণ্য গ্রাহ্য নহে ॥ ২১ ॥

২৬।. যোগদীক্ষা চিন্তামণিঃ ।

সাংখ্য শাস্ত্রও জীবব্রহ্মের একাত্মতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। ব্রহ্ম, সাংখ্যপ্রতিশ্রুতি পুরুষ। • সেই পুরুষের অসঙ্গত উপলব্ধি করিবার জন্য চিত্তের মল বিদূরিত করা আবশ্যিক। বৃত্তিনিরোধ নামক যোগ দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে, চিত্তে বিবেকের উদয় হয় এবং চিত্ত স্থির হয়, এবং জীব আপনাকে অসঙ্গ পুরুষ বলিয়া জানিতে পারে ; সেই জন্য যোগ নিরূপণ করিতেছেন। যোগ দুই প্রকার, যথা •পাতঞ্জল যোগ ও শৈব যোগ। শৈব যোগ চারি প্রকার, যথা—হঠযোগ, মনঃযোগ, শিবশক্তিপরাক্রম ও লয়যোগ। তন্মধ্যে পাতঞ্জলযোগ অগ্রে নিরূপিত হইতেছে।

অথাতো যোগদীক্ষায়া চিন্তামণি রুদীর্ঘ্যতে ।

তৎপ্রাপ্ত্যাবোধদারিদ্ৰ্যং সর্বমেব বিনশ্চতি ॥১॥

অর্থ—অথ অতঃ যোগদীক্ষা চিন্তামণিঃ উদীর্ঘ্যতে, তৎ প্রাপ্ত্যা সর্বম্ এব অবোধদারিদ্ৰ্যং বিনশ্চতি ॥ ১ ॥

অনন্তর যোগদীক্ষা চিন্তামণির বর্ণনা হইতেছে। তাহার কারণ এই যে মলিনাস্তঃকরণ মুমুকুদিগের চিত্তশৈথিল্য নষ্ট হইলে, পুরুষের অসঙ্গতার উপলব্ধি ঘটে না। চিত্তে নিরোধসংস্কার উৎপাদন দ্বারা চিত্তকে স্থির করা যায়। যোগদীক্ষা শব্দের অর্থ নিরোধসংস্কার। তাহা চিন্তামণির দ্বারা কল্পিতসর্বফলপ্রদ এবং অজ্ঞানদারিদ্ৰ্যবিনাশক; অতএব তাহা উৎপাদন করিতে পারিলেই, সকল অজ্ঞান বিনষ্ট হইবে।

এই যোগ সম্প্রদায়পরম্পরাগত, স্তব্ধাং প্রামাণ্যহীন নহে ; ইহা বুঝাইবার জন্য বলিতেছেন—

মহাযোগেশ্বরো শঙ্করঃ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ ।

মহাযোগেশ্বরো ব্রহ্মা ভবানী সিদ্ধযোগিনী ॥ ২ ॥

অধর—শব্দঃ মহাযোগেশ্বরঃ, হরিঃ মহাযোগেশ্বরঃ, ব্রহ্মা মহাযোগেশ্বরঃ, ভবানী সিদ্ধযোগিনী ।

• শব্দর মন্ত্রযোগাদি যোগচতুষ্টয়ের প্রাবর্তক । বিষ্ণু, তক্তিযোগ প্রাবর্তক । ব্রহ্মা (হিরণ্যগর্ভ) পাতঞ্জল যোগ প্রাবর্তক । চিৎশক্তি ভবানী স্বতঃসিদ্ধযোগবতী । ইহার যোগ দ্বারাই সর্বশ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছেন ॥ ২ ॥

সনকাত্মাঃ বসিষ্ঠাত্মাঃ কচদত্তশুকাদয়ঃ ।

অরুন্ধতী প্রভৃত্যঃ যোগাৎ সিদ্ধিমুপাগতাঃ ॥ ৩ ॥

অধর—সনকাত্মাঃ বসিষ্ঠাত্মাঃ কচদত্তশুকাদয়ঃ অরুন্ধতী প্রভৃত্যঃ যোগাৎ সিদ্ধিম্ উপাগতাঃ (বহুব্ধঃ) ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মার পুত্রচতুষ্টয় সনক, সনন্দ, সনন্দন, সনৎকুমার ; ইহার নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী । বসিষ্ঠ, পুলস্ত্য প্রভৃতি গৃহী ; কচ বৃহস্পতির পুত্র ; শুক ব্যাসপুত্র ; অরুন্ধতী বসিষ্ঠপত্নী ; (দেবহুতী কপিলের মাতা) । পূর্বোক্ত যোগিগণ এবং অরুন্ধতী প্রভৃতি জীগণ ও নিরোধসংস্কার উৎপাদন করিয়া অগ্নিমাди সিদ্ধি এবং মুক্তিও লাভ করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

আত্মজ্ঞানেন যো যোগো জীবাণুপরমাত্মনোঃ ।

স যোগস্তস্য হেতুত্বাৎ যোগা বহুবিধা মত্যাঃ ॥ ৪ ॥

অধর—আত্মজ্ঞানেন যঃ জীবাণুপরমাত্মনোঃ যোগঃ, স যোগঃ (ভবতি) ; তস্য হেতুত্বাৎ যোগাঃ বহুবিধাঃ মত্যাঃ ॥ ৪ ॥

“তত্ত্বমসি” প্রভৃতি মহাবাক্য বিচার দ্বারা যে জীবাণু-পরমাত্মার পারমার্থিক একত্বের উপলব্ধি, তাহাই যোগ । অতএব যে ‘যোগ’ শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা পৌণ । তাহা সাধনরূপে মুখ্য যোগের হেতু । সেই সাধন বিবিধপ্রকার হইয়া

থাকে । সেই হেতু মুনিগণ যোগকে চারি প্রকার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ॥ ৪ ॥

বিরোধিলক্ষণাত্মানভদ্রা ভদ্রিকা যথা ।

• সৰ্বদুঃখবিরোগস্ত যোগ ইত্যাহ কেশবঃ ॥ ৫ ॥

অর্থ—যথা, বিরোধিলক্ষণাত্মানভদ্রা ভদ্রিকা (উচ্যতে), তথা কেশবঃ সৰ্বদুঃখবিরোগঃ তু যোগঃ ইতি আহ ॥ ৫ ॥

গীতার (৬।২৩) ভগবান বলিয়াছেন—“তং বিদ্বাদুঃখসংযোগ-বিরোগং যোগসংজ্ঞিতং”—সেই দুঃখসংযোগের অভাবকে যোগ বলিয়া বুঝিবে । যাহাতে যে বস্তুর অভাব, তাহাতে সেই বস্তুর সত্ত্বাব বলিলে বিরোধিলক্ষণা হয় । তাহার দৃষ্টান্ত যেমন—যে অভদ্রা—অকল্যাণরূপা, তাহাকে ‘ভদ্রিকা’—কল্যাণরূপা বলা, অথবা ‘দুঃখোদনকে সুখোদন বলা । সেই বিরোধি লক্ষণার স্মরণমুসারে ভগবান বলিয়াছেন—আত্মার সৰ্বদুঃখের বিরোগ বা অপ্রতীতিই, যোগ ॥ ৫ ॥

অত্যন্তচপলস্তাপি মনসো যোগশক্তিতঃ ।

নিশ্চলত্বং প্রজায়েত বিদ্যাস্তেব মহাগিরেঃ ॥ ৬ ॥

অর্থ—মহাগিরেঃ বিদ্বন্ত নিশ্চলত্বম্ ইব যোগশক্তিতঃ অত্যন্তচপলস্তাপি মনসঃ নিশ্চলত্বং প্রজায়েত ॥ ৬ ॥

বিশ্বাপর্কত পূর্বে স্থির ছিলেন, গগ্নে চঞ্চল হইয়া বৃদ্ধি পাইতে পাইতে স্বর্ঘ্যের গতিরোধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন । কালীধণ্ডে এইরূপ আধ্যাত্মিক আছে । তদনন্তর দেবতাগণের অনুরোধে বিদ্বাংগ অগস্ত্য কোশলপূর্বক তাঁহাকে প্রণতানস্থায় রাখিয়া, দক্ষিণে প্রস্থান করিলেন, অদ্যাবধি প্রত্যাগত হন নাই । বিশ্বাপর্কত চিরদিনের মত স্থির হইয়া রহিলেন । মনও আত্ম-স্বরূপ বলিয়া স্বভাবতঃ সমাহিত বা অচঞ্চল,

কিন্তু সংসারাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া চঞ্চল হইয়া থাকিলেও, বৌগশক্তি প্রভাবে তাহাকে অচঞ্চল করা যায় ॥ ৬ ॥

তথা চ ভুশুণ্ডঃ ।

“নাভসীং ধারণাং বদ্ধা তিষ্ঠামি বিগতজ্বরঃ ।

যাবৎ পুনঃ কমলজঃ সৃষ্টিকৰ্ম্মনি তিষ্ঠতি” ॥ ৭ ॥*

অর্থ—ভুশুণ্ডঃ চ তথা আহ—‘অহং নাভসীং ধারণাং বদ্ধা বিগতজ্বরঃ (সন্), যাবৎ পুনঃ কমলজঃ সৃষ্টিকৰ্ম্মনি তিষ্ঠতি (তাবৎ তিষ্ঠামি) । বাসিষ্ঠ রামায়ণ, নির্বাহপ্রকরণ’ (পূর্ব, ৫১ অধ্যায়) ॥ ৭ ॥

ভুশুণ্ডনামা কাক বলিতেছেন, “প্রলয়কালে যখন বায়ুও বিনষ্ট-প্রায় হয় তখন আমি, “আমিই বায়ু প্রভৃতি সর্বভূতভৌতিকপরিশ্রুত আকাশ,—এই ভাবনা দৃঢ়ভাবে ধরিয়া, যে পর্য্যন্ত না ব্রহ্মা পুনঃ সৃষ্টি-কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, সেই পর্য্যন্ত, নির্ভর হইয়া অবস্থান করি।” অতএব বৌগ প্রভাবে মনশ্চাক্ষর্য্য নিবারণ করিয়া, অবস্থান করা যায় ॥ ৭ ॥

চিন্তবৃত্তি নিরোধস্ত মুখ্যঃ পাতঞ্জলো মতঃ ।

প্রাণবৃত্তিনিরোধস্ত গৌণস্তৎসাধনম্বতঃ ॥ ৮ ॥

অর্থ—চিন্তবৃত্তিনিরোধঃ মুখ্যঃ পাতঞ্জলঃ যোগঃ মতঃ । প্রাণবৃত্তি নিরোধঃ তু তৎসাধনম্বতঃ গৌণঃ যোগঃ মতঃ ॥ ৮ ॥

পতঞ্জলি চিন্তের বৃত্তিনিরোধকেই মুখ্যযোগ বলিয়া মনে করেন । প্রাণের বৃত্তিনিরোধ (প্রাণায়াম) চিন্তের বৃত্তি নিরোধের অত্রতম সাধন

* গ্রন্থকার বোধ হয় নিজের স্মৃতি হইতে উক্ত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন । একবিংশ অধ্যায়ের ১০শ শ্লোকের অর্থাৎ

“আকর্ণ্য ইব তিষ্ঠামি বিগতাপ্তিলব্ধজনঃ ।”

উক্তপ্রকৃতিসর্ব্বাঙ্গে মনো নির্বাসনং যথা ।

ইহার ভাবার্থ, এবং ২১শ শ্লোকের পূর্ণার্দ্ধে যথানক, উক্ত শ্লোকে শেষার্দ্ধরূপে আদিয়া গিয়াছে ।

বলিয়া তাহাকে গোঁণ বলিয়া মনে করেন। হঠযোগিগণ কিন্তু শেবোক্ত যোগকেই মুখ্য বলিয়া মনে করেন ॥ ৮ ॥

তত্র শ্রুতঃ—“যমনিয়ম্নাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যান-
সমাধয়োঃষ্টা কক্ষানি (পাতঞ্জল শ্রুত ২।২৯)।

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, এই আটটা যোগের অঙ্গ।

যমোন্তেয় ঋতাহিংসাব্রহ্মচর্যাপরিগ্রহাঃ।

নিয়মঃ শৌচসন্তোষতপঃ পার্শেখর্যাপর্ণম্ ॥ ৯ ॥

অনুয়—অন্তেয়, ঋতাহিংসাব্রহ্মচর্যাপরিগ্রহাঃ যমীঃ (ভবন্তি), শৌচ-
সন্তোষতপঃ পার্শেখর্যাপর্ণং নিয়মঃ (ভবতি) ॥ ৯ ॥

অন্তেয়—চৌর্য্যভাব, ঋত,—বুদ্ধিতে যথাবস্ত্র অহুচিন্তনপূর্ব্বক তদহু-
সারে ভাষণ; অহিংসা—কায়মনবাক্যদ্বারা সর্ব্বভূতেষু পীড়ন হইতে
বিরতি। ব্রহ্মচর্য্য—

অরণ্য কীৰ্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গৃহভাষণম্।

একান্তবাসো রমণং স্পর্শোহষ্টবিধ মৈথুনম্ ॥

এই অষ্টবিধ মৈথুন হইতে নিবৃত্তি। অপরিগ্রহ—দেহ যাত্রার
অতিরিক্ত ভোগসুধন গ্রহণ না করা। যম—এই পাঁচ প্রকার।

শৌচ—মূজলাদি দ্বারা বাহ্য শৌচ, মৈত্রীকরণাদিভাবনা-
দ্বারা আভ্যন্তর শৌচ। সন্তোষ—আসন্নকালে (অদূরবর্ত্তীকালে)
প্রাণধারণোপযোগী দ্রব্যোই তুষ্ট থাকা। তপঃ—স্বকীয় বর্ণাশ্রমধর্ম্মে
নিষ্ঠাজনিত ক্রোশাদিসহন অথবা ক্রুদ্ধোচ্ছাদয়ণাদি। পাঠ—স্বাধ্যায়
অর্থাৎ প্রণবাদ্বির অভ্যাস। ঈশ্বর্যাপর্ণং—পরম শুদ্ধ ঈশ্বরে সর্ব্ব পুণ্যকর্ম্ম-
সমর্পণ। এই কয়েকটি নিয়ম।

আসনং সুধরূপেণ শরীরস্থিরতামত।

প্রাণায়ামঃ প্রাণদণ্ডঃ কুস্তপূরকরেচকৈঃ ॥ ১০ ॥

অথ—সুখরূপেন শরীরস্থিরতা আসনং মতা, কুন্তপূরক রেচকৈঃ
প্রাণদণ্ডঃ প্রাণারামঃ (মতঃ) ।

‘সূত্রং । স্থির সুখমাসনম্’ (পাতঞ্জল যোগ সূত্র । ৪৬ ॥)

স্থির ও সুখাবহ অবস্থিতির নাম আসন ॥ ৪৬ ॥

যে রূপ অবস্থিতি নিশ্চল ও সুখাবহ তাহাই যোগের অঙ্গ, ইহাই
সূত্রের অর্থ। যাহার দ্বারা উপবেশন করা যায়, তাহাই আসন
(√ আস + কৰ্ম্ম বাচ্যে, অনট) । তাহা দুই প্রকার, বাহ ও শরীরগত ;
তন্মধ্যে কুশের উপরিভাগে অঙ্গিন ও বস্ত্র স্থাপন করিলে বাহ আসন হয়
এবং পদ্ম, স্বস্তিক, প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ প্রকারের শরীরাবস্থানিকে শরীর
আসন বলে। ‘তন্মধ্যে পদ্মাসন সৰ্ব্বজনবিদিত । আর বাম চরণকে
আকুঞ্চিত করিয়া, দক্ষিণ পদের দুই জঙ্ঘার মধ্যে স্থাপন করিলে এবং
সেইরূপে দক্ষিণচরণকে আকুঞ্চিত করিয়া বাম পদের দুই জঙ্ঘার মধ্যে
স্থাপন করিলে, তাহাকে স্বস্তিকাসন বলে এবং দুইটি পদতলকে অণ্ড-
কোশের সমীপে (বাম গুল্ফতল অণ্ডকোষের নিম্নে, এবং দক্ষিণ গুল্ফ
তাহার উপরে রাখিয়া)-মিলিত করিলে এবং পাণিদ্বয় মিলিত করিয়া
পূৰ্ব্বোক্ত মিলিত পদতলদ্বয়ের উপর স্থাপন করিলে, তাহাকে তদ্রাসন
বলে ॥ ৪৬ ॥

এক্ষণে কোন্ উপায়ে আসনকে স্থির করা যাইতে পারে, তাহাই
বলিতেছেন :—

সূত্রং । প্রযত্নশৈথিল্যাস্তসমাপত্তিত্যাম্ ॥ (ঐ-২।৪৭ ॥)

প্রযত্নের শিথিলতা হইতে এবং নাগরাজ অনন্তে চিন্তের সমাপত্তি
হইতে, আসন সিদ্ধ হয় ॥ ৪৭ ॥

লোকের স্বাভাবিক প্রযত্ন অর্থাৎ বিবিধ প্রকার লৌকিক ব্যবহার
আসনের বিঘাতক বলিয়া, তাহা হইতে বিরত হইলে আসন সিদ্ধ হয়,

কেননা, তদ্বারা অঙ্গের স্পন্দন বৃদ্ধ হয় ; আর অনন্ত নামক যে নাগরাজ অসংখ্য স্থির ফণাধারা বিশ্বমণ্ডল ধারণ করিয়া, আছেন, তাঁহাতে চিত্তের সমাপত্তি করিলে, অর্থাৎ আমিই সেই নাগরাজ, এইরূপ ভাবনা করিলে দেহাভিমান বিগলিত হইয়া যায় এবং সেই হেতু আসনের ক্লেশ অনুভূত হয় না বলিয়া, আসন সিদ্ধ হয়।

যে চিত্ত দ্বারা, আসন সিদ্ধ হইল বুঝা যাইতে পারে তাহাই বর্ণনা করিতেছেন :—

সূত্রং। ততোদ্বন্দ্বাহনভিঘাতঃ ॥ (ঐ ২।৪৮ ॥)

তাহা হইলে দ্বন্দ্বের দ্বারা অভিহত হইতে হয় না ॥ ৪৮ ॥

আসন জয় হইলে, শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব আর বিঘ্ন ঘটাইতে সমর্থ হয় না।

এক্ষণে আসনের সাহায্যে যে প্রাণায়ামের সাধনা করিতে হয়, সেই প্রাণায়ামের বর্ণনা করিতেছেন :—

সূত্রং। তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসযোগ্যগতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ ॥ ২।৪৯ ॥

সেই আসন সিদ্ধ হইলে পর, শ্বাস ও প্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদ করাকে প্রাণায়াম বলে ॥ ৪৯ ॥

আসনের স্থিরতা সম্পাদিত হইলে, বায়ু বায়ুর শরীরান্তরে গমন এবং শরীরান্তরস্থ বায়ুর বহির্দেশে আগমন, বন্ধ করিলেই প্রাণায়াম হয়।

প্রাণায়ামের সাধারণ লক্ষণ বলিয়া, এক্ষণে উক্ত লক্ষণ দ্বারা যে

* ইহা উক্তরূপ উপাসনার অলৌকিক বল। * উপাসনায় আলম্বন করিত হইলেও, যখন বোধসংসর্গের জ্ঞান, তাহার বল পাত্য। “তদ্বর্ণিতক গ্রন্থাবলীর” জীৱন্ত বিবেক, ২১৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

প্রাণায়ামের পরিচয় প্রদত্ত হইল, তাহারই বিভাগ করিতেছেন—

স্বত্রং । বাহ্যভ্যন্তরস্তুত্ত্ববৃত্তিদেশকানসংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টৌ
দীর্ঘসূক্ষ্মঃ (ঐ । ২।৫০ ॥)

প্রাণায়াম ত্রিবিধ,—বাহ্যবৃত্তি, আভ্যন্তর বৃত্তি ও স্তুত্ত্ববৃত্তি । তাহার
দেশ, কাল এবং সংখ্যা দ্বারা পরিদৃষ্ট হইয়া, অভ্যন্ত হইবে এবং অন্তঃস্থ হইবে
দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম হয় ॥ ৫০ ॥

পূর্বোক্ত ত্রিবিধ প্রাণায়াম ও তৃতীয় নামক অপর এক প্রকার
প্রাণায়াম, ধরিলে, সর্বসম্বন্ধ প্রাণায়াম চারি প্রকারের হয় ।

শরীরভ্যন্তরস্থ বায়ু রেচন দ্বারা বহির্গত হইলে, তাহাকে বহির্দেশে
ধারণ করার নাম বাহ্যবৃত্তি ; তাহা রেচক ।

বাহ্য বায়ু পূরণ দ্বারা অন্তর্গত হইলে, তাহাকে শরীরভ্যন্তরে ধারণ
করার নাম আভ্যন্তর বৃত্তি ; তাহা পূরক ।

যখন রেচন ও পূরণের প্রযত্ন বন্ধ হইয়া, কেবল বিধারণপ্রযত্নের
সাহায্যে প্রাণের গতি বিচ্ছেদ করা হয়, তখন সেই স্তুত্ত্ববৃত্তিকে কুস্তক
বলে । ইহাকে রেচক বলা যায় না, কেননা ইহা শরীরভ্যন্তরে অবস্থিত ;
ইহাকে পূরকও বলা যায় না, কেননা তপ্ত শিলার উপর জলবিন্দু
পতিত হইলে, তাহা যেমন সূক্ষ্মভাবাপন্ন হইয়া যায়, কুস্তকবস্থার
প্রাণ শরীরে সঙ্কুচিত হইয়া থাকিতে, সেইরূপ সূক্ষ্মভাব প্রাপ্ত হয় ।
যে স্থলে, বায়ু শরীরভ্যন্তরে নিরুদ্ধ থাকিয়া শরীরকে পূর্ণ করে
তাহাকে পূরক বলে । সেই হেতু, যখন রেচক ও পূরকের অভ্যাসে
প্রযত্ন না করিয়াই একটি মাত্র প্রযত্ন দ্বারা কুস্তক নামক সূক্ষ্ম প্রাণ
ঘটস্থিত জলের ত্রায় দেহে অবস্থান করে, তখনই তাহাকে কুস্তক বলে ।
এই হেতু তাহা রেচক ও পূরক হইতে ভিন্ন এবং উহাদের সহিত গণিত
হইলে তৃতীয় হয় । এই তিন প্রকারের প্রাণায়ামের দেশ, কাল এবং

সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ইহাদিগকে অভ্যাস করিতে থাকিলে, ইহার দীর্ঘ ও স্বল্প হইয়াছে, বলিয়া বুঝা যায় । • তন্মধ্যে রেচকের দেশ নাসিকার বহির্দেশ । প্রাদেশ (বুদ্ধান্তঃ ও তর্জুনীকে প্রসারিত করিলে তাহাদের দুই অগ্রভাগের দূরত্ব), বিতস্তি (বিঘ্ন), হস্ত প্রভৃতির দ্বারা তাহার পরিমণ্ডন নির্ণীত হইয়া থাকে । নিবাত স্থানে নাসিকার অগ্রে কাশপুষ্পাদির তুলা ধরিলে, তাহার চাপুলা দেখিয়া এই দেশের পরিমাণ অনুমিত হইয়া থাকে । শরীরের অভ্যন্তরভাগ পুরকাদির দেশ । পাদতল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত পিপীলিকা-স্পর্শের সদৃশ এক প্রকার স্পর্শের দ্বারা পুরকাদির দেশ অনুমিত হইয়া থাকে । কণ্ঠের গণনা দ্বারা ইহার কাল বুঝা যায় । মাত্রার গণনার দ্বারা ইহার সংখ্যা বুঝা যায় । দন্তের দ্বারা আপনার জাম্বুগুলা তিনবার চাপড়াইলে, সেই চাপড়ের দ্বারা যে কাল নির্ণীত হয়, তাহাকে মাত্রা বলে । সুস্থকায় পুরুষের একটি শ্বাস ও একটি প্রশ্বাসের দ্বারা সেই মাত্রার কাল নির্ণীত হইয়া থাকে । তন্মধ্যে ২৬টি মাত্রার দ্বারা অভ্যাস করিতে থাকিলে, প্রাণায়াম দীর্ঘ বলিয়া দৃষ্ট হয় । প্রাণায়ামের দীর্ঘতা বলিলে অধিক দেশকালব্যাপিতা বুঝায় । প্রাণায়ামে নিপুণ ব্যক্তি যে পরিমাণে প্রাণের দীর্ঘতা বুঝিতে পারেন, সেই পরিমাণে প্রাণের স্বল্পতা দেখিতে থাকেন, এইরূপে প্রাণায়াম (একই কালে) দীর্ঘ ও স্বল্প বলিয়া পরিদৃষ্ট হয় ।

প্রত্যাহারত্বিন্দিয়ান্নং চলানাং প্রতিরোধনম্ ।

কচিং প্রদেশে চিত্তস্য স্থাপনং ধারণা মতা ॥ ১১ ॥

অর্থ—চলানাং ইন্দিয়ানাং প্রতিরোধনম্ তু প্রত্যাহারঃ (ভবতি) ।
কচিং প্রদেশে চিত্তস্য স্থাপনং ধারণা মতা ।

চঞ্চল প্রোজাদি ইন্দিয়সমূহকে ঐ ঐ শব্দাদি বিষয় হইতে নিবৃত্ত

করার নাম প্রত্যাহার । কোনও (অভীষ্ট) প্রদেশে চিত্তকে ধরিয়া রাখাকে ধারণা বলে ।

সূত্রঃ । স্ববিষয়াহসম্প্রয়োগে চিত্তস্য স্বরূপানুকর ইব ইন্দ্রিয়ানাং প্রত্যাহারঃ ॥ ২।৪৫ ॥ -

ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ বিষয়ের উপলব্ধি করিতে বিরত হইয়া যখন চিত্তস্বরূপের অনুকরণের মত করে, তখন তাহাদের প্রত্যাহার হইয়াছে বলা যায় । চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়া যখন আপনার গ্রহণযোগ্য শব্দ প্রভৃতি বিষয়ের সহিত আর মিলিত হয় না, অর্থাৎ বৈরাগ্যাবশতঃ বিষয়সমূহ হইতে বিযুক্ত হইয়া, চিত্ত যখন তত্ত্বাভিমুখ হয়, তখন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় যে চিত্তের স্বরূপানুকরণ করে, অর্থাৎ নিজ নিজ বিষয়ের প্রতি ধাবমান না হইয়া যেন তত্ত্বাভিমুখ হয়, তাহাই প্রত্যাহার । ইন্দ্রিয় সকল, 'প্রতি' অর্থাৎ প্রতিলোম ভাবে (বিপরীত দিকে), বিষয়সমূহ হইতে, ইহাতে আকৃত হয়—এই যুৎপত্তি অনুসারে 'প্রত্যাহার' শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে । বিষয়-ভোগনিপুণ ইন্দ্রিয়গণ কখনই চিত্তের ত্রায় তত্ত্বাভিমুখ হইতে পারে না, ইহাই সূচনা করিবার নিমিত্ত সূত্রে 'ইব' শব্দ (অনুবাদের 'মত' শব্দ) প্রযুক্ত হইয়াছে । যেমন কোন মধুচক্র হইতে মোমাছিদিগের রাজা উন্নীত হইলে, মক্ষিকাগণ তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকে, এবং সেই রাজা উপবিষ্ট হইলে, তাহারা উপবিষ্ট হয়, সেইরূপ ইন্দ্রিয়সকল চিত্তের অনুসরণ করে বলিয়া, চিত্তনিরোধ দ্বারাই তাহাদের নিরোধ হইয়া থাকে ; তাহাদিগের নিরোধ করিতে অতঃ কোন প্রকার বস্তুর প্রয়োজন হয় না, ইহাই সূত্রের তাৎপর্য্য ॥ ৫৪ ॥

পাতঞ্জল সূত্রের বিভূতিশাব্দীর প্রথম সূত্র—

সূত্রঃ । দেশবদ্ধশ্চিত্তস্য ধারণা ॥ ১ ॥

বাহ্য কিম্বা আধ্যাত্মিক কোন দেশে চিত্তকে বাধিয়া রাখার নাম ধারণা ॥ ১ ॥

নাভিচক্র, হৃদয়, নাসাগ্র, প্রভৃতি দেশে সম্প্রজাত যোগ সিদ্ধির
নিমিত্ত, চিত্তকে বাধিয়া রাখা অর্থাৎ স্থির করিয়া রাখাকে, ধারণা বলে।
বিষ্ণুপুরাণে (৬ষ্ঠ খণ্ডে, ৭ম অধ্যায়ে) তাহা এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে :—

প্রাণায়ামেণ পবনং প্রত্যাহার্যৈশ্চৈন্দ্রিয়ম্।

বলীকৃত্য ততঃ কুর্যাদ্ভিত্তস্থানং শুভাশ্রয়ে ॥

প্রাণায়াম দ্বারা শরীরস্থ বায়ুকে এবং প্রত্যাহার দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহকে,
যশে আনিয়া, তদনন্তর কোন শুভ আলম্বনে চিত্তকে অবস্থাপন
করিতে হইবে।

মূর্ত্তং ভগবতো রূপং সর্কোপাশ্রয়নিষ্পৃহম্।

এষা বৈ ধারণা জ্ঞেয়া বচিভং তত্র ধাৰ্য্যতে। ৬।৭।৭৭।

ভগবানের যে মূর্ত্ত রূপ, তাহাকে আলম্বনরূপে গ্রহণ করিলে, অপর
কোন বস্তুকে উপাশ্রয় বা আলম্বন করিবার ইচ্ছা হয় না। চিত্তকে
সেই আলম্বনে ধরিয়া রাখাকেই, ধারণা বলিয়া বুঝিতে হইবে।

তচ্চ মূর্ত্তং হরে রূপং যাদৃক্ চিত্ত্যং নরাধিপ।

তচ্চ যত্নতামনাধরে ধারণানোপপত্ততে ॥ ৭৮ ॥

হে রাজন্! ভগবান্ হরির সেই ধ্যানযোগ্য মূর্ত্ত রূপ কি প্রকার,
তাহা শ্রবণ কর; কেননা কোন আলম্বন ব্যতীত ধারণা সিদ্ধ হয় না ॥

প্রসন্নবদনং চাকুপ্পপদ্মনিভেক্ষণম্।

সুকপোলং সুবিস্তীর্ণললাটফলকোজ্জলম্ ॥ ৭৯ ॥

সমকর্ণান্তবিস্তৃতচাকুণ্ডলভূষণম্।

কমলমুখং সুবিস্তীর্ণ শ্রীবৎসাস্থিতবক্ষসম্ ॥ ৮০ ॥

বলীভিভঙ্গিনা মণ্যনাভিনু চোদরেণ বৈবং।

প্রলম্বাষ্টভূজং বিষ্ণুমধবংপি চতুর্ভুজম্ ॥ ৮১ ॥

সমস্থিতোরুজ্জ্বলং চ সুস্থিরাজ্জ্বলকরাধুজ্জম্ ।

চিন্তয়েৎকৃতুতং তং পীতনির্মলবাসসম্ ॥ ৮২ ॥ ইতি ॥

তাঁহার বদন প্রসন্ন, নয়নদ্বয় সুন্দর পদ্মদলসদৃশ, কপোলযুগল মনোহর, ললাটপ্রদেশ সুবিস্তীর্ণ ও উজ্জ্বল, সুন্দর কর্ণযুগলের প্রান্ত-ভাগে মনোহর কুণ্ডল অলঙ্কার বিস্তৃত রহিয়াছে ; তাঁহার গ্রীবা শঙ্খসদৃশ (ত্রিভলিযুক্ত), তাঁহার বক্ষঃ প্রদেশ সুবিস্তীর্ণ ত্রিভুজচিহ্নে শোভিত ; তাঁহার উদরে ত্রিভলী রেখা ও সুগভীর নাভি শোভা পাইতেছে ; তিনি সুদীর্ঘ অষ্টভুজবিশিষ্ট অথবা চতুর্ভুজ, তাঁহার উরু ও জঙ্ঘা সুসম এবং তাঁহার চরণ এবং কর-কমল সুস্থির ; তাঁহার পরিধানে নির্মল পীত-বসন—এইরূপ ব্রহ্মস্বরূপ বিষ্ণুর মূর্তি চিন্তা করিতে হইবে ॥ ১ ॥

নিরন্তরশ্চিৎপ্রবাহো ধ্যেয়স্ত ধ্যানমীরিতম্ ।

সমাধিরফটমো জ্ঞেয় স্তদাত্মকতয়া স্থিতিঃ ॥ ১২ ॥

অর্থ—ধ্যেয়স্ত নিরন্তরঃ চিৎপ্রবাহঃ ধ্যানম্ ঈরিতম্ (পতঞ্জলিনা) তদাত্মকতয়া স্থিতিঃ সমাধিঃ অষ্টমঃ (যোগাঙ্গঃ) জ্ঞেয়ঃ (ত্বয়া শিষ্যেণ) ।

ধ্যেয়বস্তুরবশেষে চিত্তবৃত্তিপ্রবাহ অবিচ্ছিন্ন হইলে, তাহাকে পতঞ্জলি ধ্যান বলেন। চিত্ত যখন কেবল মাত্র ধ্যেয় বস্তুর আকারে পরিণত হইয়া অবস্থান করে, তখন তাহাকে সমাধি বলিয়া বুঝিবে ।

সূত্রম্ । তত্র প্রত্যয়েকতানত্ৱা ধ্যানম্ ॥ ৩২ ॥

তাহাতে জ্ঞানবৃত্তির যে একতানতা বা অবিচ্ছিন্ন ধারা, তাহাকেই ধ্যান বলে ॥ ২ ॥

যে স্থলে ধারণার বিজাতীয় বৃত্তিসমূহকে পরিত্যাগ করিবার জন্ত বস্তুর আবশ্যকতা থাকে, সেই স্থলেই যে প্রত্যয়সমূহের অর্থাৎ জ্ঞান-বৃত্তির একতানতা, অর্থাৎ বিনা প্রবন্ধে এক বিষয়ে নিবদ্ধ থাকা, তাহাই

ধ্যান। পূর্বোক্ত বিষ্ণুপুরাণেই কেশিন্দ্রজ, খাণ্ডিক জনকের প্রতি এই প্রকারে ধ্যানের উপদেশ করিতেছেন—

তদ্রূপপ্রত্যয়ৈক্যগ্রসমুত্তিঃ শ্চাত্তনিস্পৃহা।

তজ্জ্ঞানং প্রথমৈরঙ্গৈঃ যচ্ছ্রুতিনিপ্পাত্ততে নৃপ ॥ ৮২ ॥

হে রাজন্! যখন সেই বিষ্ণুমূর্ত্তিবিষয়ক জ্ঞানের, একটি ধারা অবচ্ছিন্ন ভাবে চলিতে থাকে এবং মন অথ কোন বস্তু গ্রহণে স্পৃহা করে না, তখন তাহাকেই ধ্যান বলে, তাহা প্রথমোক্ত ছয়টি যোগাঙ্গের দ্বারা নিষ্পন্ন হয় ॥ ২ ॥

একণ্ঠে সমাধির লক্ষণ করিতেছেন :—

সূত্রম্। তদেবাব্যমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ ॥৩৩॥

যখন সেই ধ্যানই ধ্যেয় বস্তু মাত্রেরই প্রকাশক হয় এবং স্বরূপ-শূন্যের স্থায় হয়, তখন সেই ধ্যানকেই সমাধি বলে ॥

অতি স্বচ্ছ চিত্তবৃত্তির প্রবাহরূপ যে ধ্যান, তাহাই যখন কেবলমাত্র ধ্যেয় বস্তুর স্বরূপে প্রকাশমান হয়, তখন তাহাকেই সমাধি বলে। সূত্রস্থিত ‘স্বরূপশূন্যম্ ইব’ এই দুই পদ দ্বারা সূত্রস্থিত ‘মাত্রচ্’ প্রত্যয়ের অর্থই প্রকটিত করিলেন, অর্থাৎ ধ্যানে যখন ধ্যানের স্বরূপজ্ঞান না থাকে, বা ধ্যানকে ধ্যান বলিয়া বুঝা যায় না, তখনই তাহা সমাধি। ‘ইব’ বা ‘যেন’ শব্দের স্বার্থকতা এই, যে ধ্যান তখন সত্যই স্বরূপশূন্য হইয়া যায় না। তখন তাহার সত্তা থাকে, যেমন স্বচ্ছ স্ফটিকমণির সন্নিধানে জ্বাকুসুম থাকিলে, সেই মণি উক্ত ‘জ্বার’ রূপেই প্রকাশমান হয়, নিজের স্বরূপে নহে; ইহাও সেইরূপ। ‘ধারণা’ বিজাতীয় বৃত্তি দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে; সেইরূপ বিচ্ছিন্ন না হইলে তাহাই ধ্যান। আর যখন ধ্যেয়, ধ্যানী ও ধ্যান এই তিনটির প্রকাশের মধ্যে কেবলমাত্র ধ্যেয় বস্তু প্রকাশ, অবশিষ্ট থাকে, তখন তাহাকেই

সমাধি বলে । সেই সমাধি দীর্ঘকালব্যাপী হইলে, তাহাকে সম্প্রজ্ঞাত বোগ বলে । আর যখন তাহাতে ধোয় বস্তুর ক্ষুণ্ণি বা প্রকাশ থাকে না, তখন তাহাকে অসম্প্রজ্ঞাত বোগ বলে, এইমাত্র বিশেষ ॥ ৩ ॥

সম্প্রজ্ঞাতস্তদন্যচ্চ সমাধির্বিবিধোহি সঃ ।

আদ্যাঃ পঞ্চবহিরঙ্গমস্তুরঙ্গমথাপরম্ ॥ ১৩ ॥

অবয় । সঃ সমাধিঃ হি বিবিধঃ, সম্প্রজ্ঞাতঃ তদন্যচ্চ । আত্মাঃ পঞ্চবহিরঙ্গম্, অথ অপরম্ অন্তরঙ্গম্ ।

পূর্বোক্ত সমাধি বা. ধোয়াকারে চিত্তের পরিণাম, দুই প্রকারের হইয়া থাকে, যথা সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত । পূর্বোক্ত ঈষ্টাঙ্গের মধ্যে প্রথম পাঁচটি বহিরঙ্গ, অপর তিনটি অর্থাৎ ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই তিনটি অন্তরঙ্গ সাধন ।

সূত্রম্ । সর্বার্থতৈকাগ্রতয়োঃ ক্ষয়োদয়ো-চিন্তাস্ত সমাধি-পারিণামঃ ॥ ৩১১ ॥

চিত্তের সর্ববিষয়তারূপ ধর্মের ক্ষয় এবং একাগ্রতারূপ ধর্মের উদয়কেই, চিত্তের সমাধি পরিণাম বলে ॥ ১১ ॥

চিত্তের সর্ব-বিষয়তা বলিলে চিত্ত যে বিবিধ বিষয়ের আকার ধারণ করে, সেই বিক্ষিপ্তরূপতা ধর্মকেই বুঝায় । চিত্তের একাগ্রতা বলিলে বাহ্য বুঝায়, তাহা পরে ব্যাখ্যাত হইবে । 'সেই দুই ধর্মের যথাক্রমে ক্ষয় ও উদয় অর্থাৎ তিরোলাব ও প্রাদুর্ভাবকেই সমাধি পরিণাম বলে, কারণ বাহ্য সং, তাহার বিনাশ নাই এবং বাহ্য অসং, তাহার কখনই উৎপত্তি হয় না । অভ্যাস দ্বারা বিক্ষেপ দূরীভূত হইলে, একাগ্রতারূপ স্থিরতাকেই সমাধি বলে, ইহাই সূত্রের ভাবার্থ ।

সূত্রম্ । শাস্তোদিতৌ তুল্যপ্রত্যয়ৌ চিন্তাস্তৈকাগ্রতা-পরিণামঃ ॥ ৩১২ ॥

অতীত প্রত্যয় ও বর্তমান প্রত্যয় ঠিক একাকার হইলে, তাহাকে একাগ্রতা পরিণাম বলে ॥ ১২ ॥

‘শান্ত’ শব্দের অর্থ অতীত এবং উদিত শব্দের অর্থ বর্তমান । অতীত প্রত্যয় ও বর্তমান প্রত্যয় যখন উভয়েই তুল্য হয়, অর্থাৎ এক বিষয়ক হয়, তখন তাহাদিগকে তুল্যপ্রত্যয় বলে । যখন চিত্তের দুইটি বৃত্তি নিরন্তর একবিষয়ক হইতে থাকে, তখন তাহাকেই চিত্তের একাগ্রতা নামক পরিণাম বলে । একাগ্রতা দ্বাদশ গুণ হইলে, তাহার নাম ধারণা । ধারণা দ্বাদশ গুণ হইলে, তাহার নাম ধ্যান । ধ্যান দ্বাদশ গুণ হইলে, তাহার নাম সমাধি এবং সমাধি দ্বাদশ গুণ হইলে তাহাকে সম্প্রজ্ঞাত যোগ বলে । এইরূপ প্রভেদ ।

বিতর্কেণ বিচারেণানন্দেনাস্মিতয়া তথা ।

অমুস্ম্যতঃ সমাধিস্ত সম্প্রজ্ঞাতঃ চতুর্বিধঃ ॥ ১৪ ॥

অর্থ । বিতর্কেণ, বিচারেণ, আনন্দেন তথা অস্মিতয়া অমুস্ম্যতঃ সন, সম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধিঃ চতুর্বিধঃ ভবতি ।

বিতর্ক, বিচার, আনন্দ ও অস্মিতা এই চারি প্রকার অবলম্বনের সহিত অমুস্ম্যত বা সঙ্কল্প থাকে বলিয়া, সম্প্রজ্ঞাত সমাধি চারি প্রকারের হইয়া থাকে ।

সূত্রম্ । বিতর্কবিচারানন্দাস্মিত্যরূপানুগমাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ ॥ ১৫ ॥

বিতর্ক, বিচার, আনন্দ ও অস্মিতা এই চারেক প্রকার পদার্থানুসারে সম্প্রজ্ঞাতযোগ চারি প্রকার । সংসারে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে ব্যক্তি ধর্ম্মব্রহ্মাদি শিথিতে আরম্ভ করে, সে প্রথমে ‘স্থূল’ লক্ষ্য বিধিতে চেষ্টা করে । পরে সূক্ষ্ম লক্ষ্য ধরে । সেইরূপ প্রথমাত্ম্যাসী যোগী, ধ্যানের দ্বারা স্থূলবস্তুর শালগ্রাম প্রভৃতিরই সাক্ষাৎ করিতে চেষ্টা করে । সেই স্থূল

সাক্ষাৎকারকে 'বিতর্ক' বলে । সেই স্থূল পদার্থের কারণ যে সূক্ষ্ম পঞ্চতন্মাত্রাদি, ধ্যানের দ্বারা তাহাদিগের সাক্ষাৎকারকে 'বিচার' বলে । স্থূল ইন্দ্রিয় সকল পদার্থসমূহকে প্রকাশ করে বলিয়া, তাহারা সাত্ত্বিক । ধ্যানের দ্বারা, সেই ইন্দ্রিয় সমূহের কারণ যে বুদ্ধি, তাহা যখন বিজ্ঞাতা পুরুষের সহিত একীভূত হয়, তখন তাহাকে অস্মিতা বলে । ধ্যানের দ্বারা তাহার সাক্ষাৎকার লাভ করিলে, তাহাকে 'অস্মিতা' বলে । তন্মধ্যে স্থূল বস্তুগুলি গ্রাহ্য, ইন্দ্রিয় সকল গ্রহণের করণ, এবং বাহ্যকে অস্মিতা বলে, তাহাই গ্রহীতা । যখন উক্ত তিনটি বস্তুতে যথাক্রমে গ্রাহ্য, গ্রহণ ও গ্রহীত্বরূপে ধ্যান পরিপাক লাভ করে, তখন তাহাকে সম্প্রজ্ঞাত যোগ বলে । বিতর্ক, বিচার, আনন্দ ও অস্মিতা ('বুদ্ধিই আমি' এইরূপ মনে করা) এই চারিটির স্ভাব অনুসরণ করে বলিয়া, সম্প্রজ্ঞাত যোগও চারি প্রকার, যাহা, সবিতর্ক, সবিচার, সানন্দ ও সাস্মিত । ইহার মধ্যে যেকোন ঘটের জ্ঞানে, ঘটের উপাদান মৃত্তিকার জ্ঞানও অন্তর্গত থাকে, কেননা ঘট মৃত্তিকাস্থক, সেইরূপ, স্থূলযোগেও, স্থূল, সূক্ষ্ম, ইন্দ্রিয় ও অস্মিতা বিষয়ক যোগও অন্তর্গত থাকে, এবং সূক্ষ্ম যোগেও সূক্ষ্ম, ইন্দ্রিয় ও অস্মিতা বিষয়ক যোগ ও অন্তর্গত থাকে । অপর দুইটি যোগের বিষয় (যথাক্রমে) দুইটিও একটি ; ভাস্কর, (ব্যাস) এই বিশেষ কথা বলিয়া দিয়াছেন । ইহার দ্বারা বুঝিতে হইবে যে মৃত্তিকার জ্ঞানের মধ্যে যেমন ঘটের জ্ঞান অন্তর্গত নাই, সেইরূপ সূক্ষ্ম প্রভৃতি তিনটি যোগের মধ্যে, পূর্ব পূর্ব যোগটি বা যোগগুলি অন্তর্গত নাই । ভোক্ত বৃত্তিতে কথিত হইয়াছে যে ইন্দ্রিয়গুলি সবিতর্ক যোগের বিষয়, তন্মাত্রগুলি সবিচার যোগের বিষয়, অহঙ্কার সানন্দযোগের বিষয় এবং মহত্ত্ব সাস্মিত যোগের বিষয় । তন্মধ্যে অন্তঃকরণ 'অহং'কে বিষয়রূপে গ্রহণ করিলে, তাহাকে অহঙ্কার বলে । অন্তঃকরণ যখন অন্তর্মুখ হয়

এবং সঙ্ঘামাত্র—মহত্ত্বশ্চ লীন হইয়া, সঙ্ঘামাত্রের অবভাসক হয়, তখন তাহাকে অস্প্রজাত বলে। উভয়ের মধ্যে এই মাত্র ভেদ। পুরুষই গ্রহীতা ॥ ১৭ ॥

যত্র ন জায়তে কিঞ্চিৎ সোহসম্প্রজাত উচ্যতে।

দ্বিধা ভব প্রত্যয়বানুপায়প্রত্যয়শ্চ সঃ ॥ ১৫ ॥

অর্থঃ। যত্র কিঞ্চিৎ ন জায়তে সঃ অসম্প্রজাতঃ উচ্যতে। সঃ ভবপ্রত্যয়বান্, উপায়প্রত্যয়ঃ চ (ইতি) দ্বিধা (ভবতি)।

যে সমাধিতে ধাতু, ধান, ধোয়, কিছুই প্রতীত হয় না, তাহাকে অসম্প্রজাত সমাধি বলে। তাহা দুই প্রকারের যথা, ভবপ্রত্যয়বান্ ও উপায় প্রত্যয়বান্।

এক্ষণে অসম্প্রজাত যোগ ও তাহার উপায় বলিতেছেন—

সূত্রম্। বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্ব্বঃসংস্কারশেবোহুতঃ ॥১৮॥

বিরাম বা বৃত্তিশূন্যতার কারণ যে পরবৈরাগ্য, তাহার অভ্যাস হইতে যে সংস্কারমাত্রাবশিষ্ট সমাধি হয়, তাহার নাম অসম্প্রজাত।

বিরাম—সকল বৃত্তির অভাব। তাহার প্রত্যয় বা কারণ যে পরবৈরাগ্য তাহার অভ্যাস হইয়াছে “পূর্ব্ব” বা উপায় যাহার (বহুব্রীহি)। ইহার দ্বারা অসম্প্রজাত সমাধির উপায় কথিত হইল। অত্র অর্থাৎ অসম্প্রজাত “সংস্কার শেষঃ”। পরবৈরাগ্য সম্প্রজাত সমাধির সংস্কার সকলকে অভিবৃত্ত করিয়া, নিজের সংস্কারকেই অবশিষ্ট রাখে। সেই অসম্প্রজাত সমাধিকেই নির্বীজ সমাধি বলে, কেননা, তাহাতে আলম্বন ও কর্ম্মবীজ থাকে না।

এই অসম্প্রজাত সমাধি দুই প্রকারের, যথা, ভবপ্রত্যয় ও উপায় প্রত্যয়। তন্মধ্যে ভবপ্রত্যয় নামক অসম্প্রজাত সমাধি মোক্ষকামীদিগের নিকট হেয়। এই কথাই পরবর্ত্তী সূত্রে (১১৯) বলিতেছেন।

মূঢ়ানামপি জায়েত তপোদাঢ্যান্ননোলয়ঃ ।

প্রকৃতৌ বা মহন্তেষে ভবপ্রত্যয় এব সঃ ॥ ১৬ ॥

অর্থঃ । তপোদাঢ্যং মূঢ়ানাম্ অপি প্রকৃতৌ বা মহন্তেষে ননোলয়ঃ জায়েত, স এব ভবপ্রত্যয়ঃ ।

তপস্ত্যায়, (নিরন্তরাভ্যাস বশতঃ) দৃঢ়তা জন্মিলে, তাহা হইতে জ্ঞানহীন ব্যক্তিদিগেরও গুণসাম্যাবস্থারূপ প্রকৃতিতে অথবা প্রকৃতির সত্ত্বগুণবিকার মহন্তেষে অন্তঃকরণের নাশ ঘটয়া থাকে । তাহাকেই ভবপ্রত্যয়নামক অসম্প্রজাত সমাধি বলে ।

সূত্রম্ । ভবপ্রত্যয়ো বিদেহপ্রকৃতিলায়াণাম্ ॥ ১৭ ॥

বিদেহ ও প্রকৃতিলায়নদিগের ভবপ্রত্যয় নামক নির্বীজ অসম্প্রজাত সমাধি হয় ।

তাহারা ভূত কিংবা ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে কোন একটি বিকাররূপ অনাশ্রয়বস্তুরে আশ্রয়ভাবনা করেন, তাহারা দেহনাশের পর সেই ভূতে অথবা ইন্দ্রিয়ে লীন থাকিয়া ষাট্‌কৌশিকদেহ শূন্য হইয়া থাকেন বলিয়া, তাহাদিগকে “বিদেহ” বলে । অব্যক্ত, মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই কয়েকটা অনাশ্রয়রূপ ‘প্রকৃতি’ শব্দার্থের মধ্যে, যে কোনটিতে আশ্রয় ভাবনা করিলে যোগী তাহাতেই লীন হন । তখন তাহাকে প্রকৃতিলায়ন বলে । এই প্রকার যোগীদিগের চিন্তে কেবল সংস্কার ভিন্ন, অন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকে না । এই নিমিত্ত তাহাদের সেই সমাধি অসম্প্রজাত সমাধি, কিন্তু তাহা ভবপ্রত্যয় নামক শ্রেণীর অন্তর্গত । ‘ভব’ শব্দে অবিদ্যাকে বুঝায় । ভবন্তি জায়ন্তে জন্তবঃ অন্তাঃ এই বাৎপত্তি করিয়া ‘ভব’ শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে । ইহার অর্থ অনাশ্রয় বস্তুরে আশ্রয়বৃত্তি, তাহাই যাহার প্রত্যয় বা কারণ, তাহাকেই ‘ভবপ্রত্যয় সমাধি বলে । অবিজ্ঞান এই সমাধির মূল, এবং এই যোগের দ্বারা যে ফল লাভ হয় তাহা সাবসান

বা অনিত্য। বায়ুপূরণে এইরূপ আছে—বাহারা ইন্দ্রিয়ে আত্মভাবনা করে, তাহারা শতমহন্তর ধরিয়া এখানে অবস্থান করে। বাহারা ভূতে আত্মভাবনা করে, তাহারা পূর্ণ সহস্র মহন্তর, বাহারা অহঙ্কারে আত্মভাবনা করে, তাহারা সহস্র মহন্তর, বাহারা মহত্ত্ব বা বুদ্ধিতে আত্মভাবনা করে, তাহারা দশসহস্র মহন্তর সর্বদুঃখশূন্য হইয়া এই অবস্থায় বাস করে। বাহারা অব্যক্ত বা প্রকৃতিতে আত্মভাবনা করে, তাহারা পূর্ণ শত সহস্র মহন্তর এইভাবে থাকে। কিন্তু নিম্ন পুরুষকে লাভ করিতে পারিলে তাহাদের পক্ষে আর কালের সংখ্যা নাই।

এইরূপে বাহাদের বিবেক খ্যাতি হয় নাই, তাহাদের চিত্ত লীন হইয়া গেলেও, উখিত হইয়া স্থপ্ত ব্যক্তির চিত্তের ন্যায় আবার সংসারে পতিত হয় ॥ ১৯ ॥

ত্রৈলোক্যরাজ্যকামুস্ত হিরণ্যকশিপোর্ষথা ।

শরীরং ক্রিমিভিভুক্তং বন্মীকেনাপি সংবৃতম্ ॥ ১৭ ॥

অর্থঃ। যথা ত্রৈলোক্যরাজ্যকামস্ত হিরণ্যকশিপোঃ শরীরং ক্রিমিভিঃ ভুক্তং, অপি বন্মীকেন সংবৃতম্ ।

ভবপ্রত্যয়বিশিষ্ট অসন্তুষ্কৃত সমাধির দৃষ্টান্ত, হিরণ্যকশিপু। তিনি ত্রৈলোক্যের অধিপত্য কামনা করিয়া, এইরূপ সংস্থিতে লীন হইলেন, যে ক্রিমিকুল তাঁহার শরীরকে ভক্ষণ করিল এবং তাহা বন্মীকের দ্বারা আবৃত হইয়া গেল।

শ্রদ্ধাবীৰ্য্যস্মৃতি প্রজ্ঞাকামবর্জ্জনপূর্ব্বকম্ ।

মনোলয়ো মুনীন্দ্রাণামুপায়প্রত্যয়স্ত সঃ ॥ ১৮ ॥

অর্থঃ। মুনীন্দ্রাণাম্ (যঃ) মনোলয়ঃ, শ্রদ্ধাবীৰ্য্যস্মৃতিপ্রজ্ঞাকাম-বর্জ্জনপূর্ব্বকম্ (ভবুতি), সঃ (সমাধিঃ) তু উপায়প্রত্যয়ঃ (কথ্যতে) ।

যোগিশ্রেষ্ঠগণ, শ্রদ্ধা, বীৰ্য্য, স্মৃতি, প্রজ্ঞা ও কামনাবর্জ্জনপূর্ব্বক, যে

মনোনাশ সম্পাদন করিয়া থাকেন, তাহাকে উপায়প্রত্যয় সমাধি বলে ।

হ্রদ্রম্ । প্রজ্ঞাবীৰ্য্যস্মৃতিসমাধিপ্ৰজ্ঞাপূৰ্ব্বক ইতরেহাম্ ॥১২০॥

শ্রদ্ধা, বীৰ্য্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা এই সকল উপায়াবলম্বনপূৰ্ব্বক অপর যোগীদিগের অর্থাৎ মুমুকুদিগের কৈবল্যাসিদ্ধি হয় । শ্রদ্ধা—পুরুষবিষয়ক সাধিক বৃত্তিবিশেষ, তাহা হইতে বীৰ্য্য বা প্রযত্ন জন্মে । তদ্বারা যম নিয়মাদির অভ্যাস হইতে, ক্রমে, স্মৃতি বা ধ্যান জন্মে । তাহা হইতে সমাধি হয় । সেই সমাধি হইতে প্রজ্ঞা অর্থাৎ পুরুষবিষয়ক খ্যাতির বা জ্ঞানের অভ্যাস অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাত যোগ হয় । তাহা হইতে, পর-বৈরাগ্যের দ্বারা, অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি, অপর প্রকার যোগীর অর্থাৎ মুমুকুদিগের জন্মে । শ্রদ্ধা, বীৰ্য্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা এই কয়টি উপায় । সেই সকল উপায় অবলম্বন করিয়াই এই উপায়-প্রত্যয় সমাধি জন্মে ॥ ২০ ॥

উক্তং ব্যুথিতচিন্তানাং সমাধানমভীপ্সতাং ।

তপশ্চ বেদপাঠশ্চ সর্বকৰ্ম্মপাৰ্শণং হরৌ ॥ ১৯ ॥

অবয়ব । ব্যুথিতচিন্তানাং সমাধানম্, অভীপ্সতাং জনানাং তপঃ চ বেদপাঠঃ চ হরৌ সৰ্বকৰ্ম্মপাৰ্শণং চ উক্তম্ ।

যাঁহারা ব্যুথিতচিন্তিত অর্থাৎ বাসনার সম্বন্ধবশতঃ যাঁহারা সমাধিতে আবৃত্ত হইতে পারে না, কিন্তু যাঁহারা সমাধি লাভের ইচ্ছা করেন তাঁহাদের জন্ত পাতঞ্জল শাস্ত্রে ক্রিয়াযোগের ব্যবস্থা আছে যথা—

হ্রদ্রম্ । তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বর প্রাণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ ॥২১॥

তপঃ শব্দে ব্রহ্মচর্য্য, গুরুসেবা, সত্যবচন, কাষ্ঠমৌন (দীর্ঘিতেয় দ্বারাও নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ না করা) আকারমৌন (কেবল মাত্র কথাবন্ধ করা) নিজ নিজ আশ্রমধর্ম্ম পালন, নীত, গ্রীষ্ম

ক্ষুধা, পিপাসা, মানাপমান ইত্যাদি, বন্দসহন ও মিতাহার প্রভৃতিকে বুঝায়। ‘তপঃ’ শব্দে শরীরশোধন বুঝায় না, কেননা, (বায়ু, পিত্ত, কফ) এই ত্রিধাতুর বৈষম্য ঘটিলে যোগের ব্যাঘাত হয়। ‘স্বাধ্যায়’—প্রণব, শ্রীমুক্ত, কৃদ্ধাধ্যায়, পুরুষস্বকৃত প্রভৃতি পবিত্র মন্ত্রের জপ এবং যোক্ত শাস্ত্রের অধ্যয়ন। ‘ঈশ্বর প্রণিধান’—ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগ করিয়া যে সকল কর্মের অনুষ্ঠান করা যায়, পরম গুরু ঈশ্বরে তাহার সমর্পণ। এই সকল ক্রিয়াকেই যোগ বলে, কেননা তাহার যোগের সাধন স্বরূপ ॥১॥

ক্লেশকর্ম-বিপাকৈশ্চ চিত্তরূপৈশ্চদাশয়েঃ।

অপূর্যমৃষ্ট এবৈকঃ কশ্চিৎ পুরুষ ঈশ্বরঃ ॥ ২০ ॥

অর্থঃ। ক্লেশকর্মবিপাকৈঃ চিত্তরূপৈঃ তদাশয়েঃ চ অপূর্যমৃষ্টঃ এব একঃ কশ্চিৎ পুরুষঃ ঈশ্বরঃ (ভবতি)।

ক্লেশ, কর্ম, বিপাক এবং এই তিনটির বিচিত্র সংস্কারসমূহঃ একেবারেই অস্পৃষ্ট, কোন এক পুরুষকে ঈশ্বর বলে।

সূত্রম্। ক্লেশকর্মবিপাকাশয়েরপূর্যমৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ ॥ ১১২৪ ॥

ক্লেশ, কর্ম, বিপাক এবং আশয়ের সহিত কোনরূপে সংযুক্ত নহেন, এইরূপ এক বিশিষ্ট পুরুষই ঈশ্বর। ‘ক্লেশ,’—অবিজ্ঞা, অস্মিতা, রাগ ঘেয ও অভিনিবেশ এই পাঁচটিকে ক্লেশ বলে। ‘কর্ম’—ধর্মাদর্ম। ‘বিপাক’—উক্ত ধর্মাদর্মের ফল (দেহ, আয়ুঃ সুখঃখভোগ)। ‘আশয়’—উক্ত ফল যাহাদের অঙ্গুল (উৎপাদক) এইরূপ (বাসনা নামক) সংস্কারকে আশয় বলে (আ + √শী + অচ্)। মনে ইহার ‘শয়ন’ করে এই হেতু ইহাদিগকে আশয় বলে। যেক্রমে মনুষ্য যদি হস্তিজন্ম লাভ করে, তাহা হইলে সেই মনুষ্যের কাষ্ঠভোজনের সংস্কার হয়; কেন না, তাহা না হইলে, তাহার বাঁচিয়া থাকিবার সম্ভাবনা নাই। সেই

ক্লেশাদি যে জীবের চিত্তে অবস্থান করিয়া, সেই জীবের সহিত সম্বন্ধ হয়, সেই জীবকে 'সাংসারিক' জীব বলে ; কেন না সেই জীব, আপনাকে চিত্ত হইতে পৃথক্ না জানিয়া, ভোক্তা হইয়া পড়ে । উক্ত ক্লেশ, কৰ্ম্ম, বিপাক ও আশয়ের সহিত ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিন কালে যে পুরুষের সম্বন্ধ ঘটে না, তিনিই ঈশ্বর । স্বত্রে "বিশেষ" এই শব্দটা থাকতে, তিন কালে ক্লেশাদির সহিত সম্বন্ধ না থাকা সূচিত হইতেছে । যে জীবগণ মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের সহিত অতীত কালে উক্ত ক্লেশাদির সম্বন্ধ ছিল । সেইজন্ত মুক্ত জীবগণ ঈশ্বর নহেন । (বন্ধন তিন প্রকার, যথা—প্রাকৃত বন্ধ, বৈকারিক বন্ধ, এবং দক্ষিণাবন্ধ) । যাহারা এখন মুক্ত হইয়াছেন, পূর্বে তাঁহাদের উক্ত তিনটি বন্ধন ছিল বলিয়া, তাঁহারা ঈশ্বরপদবাচ্য নহেন । যাহারা প্রকৃতিতে লীন হইয়াছেন তাঁহাদের বন্ধনকে প্রাকৃত বন্ধ বলে । 'যাহারা পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি বিকারপদার্থে লীন হইয়া বিদেহ হইয়াছেন, তাঁহাদের বন্ধনকে বৈকারিক বন্ধ বলে । দেবনর প্রভৃতি অপর সকল জীবের বন্ধনের নাম দক্ষিণাবন্ধ, কেননা তাঁহাদিগকে চিত্ত নামক অপরের ছন্দানুবর্তী হইয়া কৰ্ম্মফল ভোগ করিবার জন্ত আবদ্ধ হইতে হয় । (শব্দ) আচ্ছা, ঈশ্বরনামক পুরুষ যদি পরিণাম-রহিত হইলেন তাহা হইলে, জ্ঞানশক্তিসম্পন্নতা, ক্রিয়াশক্তিসম্পন্নতা প্রভৃতি পরম ঐশ্বর্য্য তাঁহাতে কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে ? (সমাধান) বলিতেছি । ঈশ্বরের যে শুদ্ধসত্ত্বগুণস্বরূপ নিরতিশয় জ্ঞানক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট চিত্ত আছে, তাহা অনাদিসিদ্ধ এবং প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন । ভগবান সংসার সমুদ্রে নিমগ্ন প্রাণীদিগকে উদ্ধার করিবার ইচ্ছায়, সেই চিত্ত গ্রহণ করেন, কেন না সেইরূপ চিত্ত না পাইলে জ্ঞানোপদেশ, ধর্ম্মোপদেশ ও সত্ত্বের প্রতি অনুরাগ করা সম্ভবপর হয় না । যদি এইরূপ আশঙ্কা

কর, যে চিত্তগ্রহণের পূর্বে ভগবানের কি প্রকারে ইচ্ছাদি জন্মিতে পারে? তদন্তরে বলি এইরূপ আশঙ্কা করিতে পার না—কেননা সৃষ্টি প্রলয়ের প্রবাহ বীজাকুরের আয় অনাদি। যখন সমস্ত সৃষ্টির প্রলয় হইয়া যায়, তখন ভগবান এইরূপ সংকল্প করেন যে ভবিষ্যৎকালে লোকদিগকে অনুগ্রহ করিব্যুর নিমিত্ত এই চিত্ত গ্রহণ করিতে হইবে। তখন সেই চিত্ত, সেই সঙ্কল্পের সংস্কার লইয়া প্রকৃতিতে লীন হইয়া থাকে। পরে পুনর্বার সৃষ্টির প্রারম্ভে, সেই চিত্ত জন্মে। তদ্বারা ঈশ্বর অনুগ্রহ করিয়া থাকেন; সুতরাং এইরূপ ব্যাখ্যান নির্দোষ। (শঙ্কা) আচ্ছা (ঈশ্বরের) যে সেইরূপ চিত্ত আছে তাহাষয়ে প্রশ্ন কি? (সমাধান) বেদব্যাক্যতাত্ত্বিক প্রমাণ, যথা যেতাস্থতর উপনিষদের

“পরাহন্তশক্তি বিবিধৈব জ্ঞায়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান-বলক্রিয়া চ।” (৬।৮)।

সেই পরমেশ্বরের পরাশক্তি সম্বন্ধে যেদে নানা কথা শুনা যায়। জ্ঞান ক্রিয়া অর্থাৎ সর্ব-বিষয়-জ্ঞান-প্রবৃতি, এবং বলক্রিয়া অর্থাৎ নিজের সন্নিধি মাত্রেই সকলকে স্ববশে আনিয়া নিয়মিত করা, তাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম। (মাণ্ডুক্যোপনিষদেও “এষ সর্বেশ্বর, এষ সর্বজ্ঞ” ইত্যাদি। “ইনি সকলের ঈশ্বর, ইনি সর্বজ্ঞ”)। এইরূপ আরও অনেক ব্যাক্য আছে। নিরতিশয় জ্ঞানশক্তি-বিশিষ্ট ঈশ্বরই বেদ প্রণয়ন করিয়াছেন। এই হেতু বেদের প্রামাণ্য। •ইহাই সূত্রের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ॥ ২৪ ॥

স সর্বজ্ঞঃ স্বভাবেন প্রণবস্তস্য বাচকঃ।

তদয়ং ভাবনাপূর্বকং তজ্জপো মোক্ষসাধনম্ ॥২১॥

অর্থঃ। সঃ স্বভাবেন সর্বজ্ঞঃ (ভবতি)। তদয়ং প্রণবঃ তস্ত বাচকঃ (ভবতি)। ভাবনাপূর্বকং তজ্জপঃ মোক্ষসাধনং (ভবতি)।

সেই ঈশ্বর স্বভাবতঃই সৰ্বজ্ঞ । (অত্র পুরুষের সৰ্বজ্ঞতা সাধন-
সাধ্য) । এই সৰ্বজনপ্রসিদ্ধ ঔঙ্কার সেই ধোয় পুরুষবিশেষ ঈশ্বরের
বাচক বা নাম । সেই প্রণবের অর্থচিন্তাপূর্বক প্রীতির সহিত জপ
করিলে, তাহাই প্রপঞ্চনিবৃত্তিরূপ 'মোক্ষের' সাধন হয় ।

সূত্রম্ । ' তত্র নিরতিশয়ং সৰ্বজ্ঞবীজম্ ॥ ১১২৫ ॥

সেই ঈশ্বরে সৰ্বজ্ঞতার বীজ নিরতিশয়তা অর্থাৎ পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত
হইয়াছে ।

আমাদিগের ত্রায় জীবের জ্ঞান, নিরতিশয় জ্ঞান বিনা থাকিতে
পারে না । তাহার হেতু এই যে, আমাদিগের ত্রায় জীবের জ্ঞান
সাতিশয়, অর্থাৎ তাহাতে তারতম্য আছে । যে বস্তুতে তারতম্য আছে,
তাহা তারতম্যের অতীত তৎসমানজাতীয় বস্তু ভিন্ন থাকিতে পারে না ।
যেমন, কুঞ্জের পরিচ্ছিন্ন পরিমাণ বিভূ অর্থাৎ সৰ্ব পরিচ্ছদের অতীত
পরিমণ ভিন্ন থাকিতে পারে না । 'এইরূপে সিদ্ধ, নিরতিশয় (অর্থাৎ
তারতম্যের অতীত) জ্ঞান, সৰ্বজ্ঞের বীজ অর্থাৎ জ্ঞাপক বা প্রমাণ ।
যে স্থানে জ্ঞান নিরতিশয় হইয়াছে 'অর্থাৎ পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে সেই
স্থানেই সৰ্বজ্ঞতা আছে, 'ইহা বুঝা যায়, ইহাই সূত্রের অর্থ । এইরূপে
সাধারণভাবে যে সৰ্বজ্ঞের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়, তাহারই শিব, হিষ্ণু,
নারায়ণ, মহেশ্বর প্রভৃতি বেদপুরাণাদিপ্রমাণসিদ্ধ নাম সমূহ শুনা গিয়া
থাকে । যথা বায়ুপুরাণে আছে—

"সৰ্বজ্ঞতা তৃপ্তিরনাদি বোধঃ স্বতন্ত্রতা নিত্যমলুপ্তশক্তিঃ ।

অনন্তশক্তিঃ চ বিভোবিধিজ্ঞাঃ ষড়াহরজ্ঞানি মহেশ্বরত্ব ॥

জ্ঞানবৈরাগ্যমৈশ্বর্যং তপঃ সত্যং ক্ষমা ধৃতিঃ ।

শষ্ট্বেমাশ্রয়সঙ্কোচো হৃদিষ্ঠাতৃত্বমেব চ ॥

অব্যয়ানি দশৈতানি নিত্যং তিষ্ঠন্তি শব্দরে ॥" ইতি ।

তথা মহাভারতে (বিষ্ণুসহস্রনাম)—

অনাদি নিধনং বিষ্ণুং সৰ্বলোকমহেশ্বরম্ ।

লোকাধাক্ষস্ববলিত্যং সৰ্বদুঃখাতিগো ভবেৎ ॥২৫॥ ইত্যাদি

শাস্ত্রবিদগণ বলেন যে বিষ্ণু মহেশ্বরের ছয়টি অঙ্গ, যথা, সৰ্বজ্ঞতা, তৃপ্তি অনাদিবেদি, স্বতন্ত্রতা, নিত্য-অলুপ্ত-শক্তি (যে শক্তির কোনও কালে হ্রাস হয় না, সেই শক্তি) ও অনন্তশক্তি (যে শক্তির কোনও কালে লোপ হয় না, সেই শক্তি) । (অপরে বলেন) যে, শব্দে এই দশটি গুণ অব্যয় ও নিত্যরূপে বিরাজমান আছে, যথা—জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য, তপঃ, সত্য, ক্ষমা, ধৃতি, স্বল্পনশক্তি, আত্মবিষয়ক সমাগ-জ্ঞান এবং (সৃষ্টির) অধিষ্ঠাতৃ । * আর মহাভারতেও আছে:—অনাদিনিধন সৰ্বলোকের মহেশ্বর, লোকাধাক্ষ বিষ্ণুর গুণ কীর্তন করিয়া লোকে চিরদিনই সৰ্ব দুঃখ অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে । এইরূপ অত্যাধিক্য বাক্যে ব্রহ্মাদি হইতে ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠতা বর্ণিত আছে ।

স্বত্রম্ । তস্য বাচকঃ প্রণবঃ ॥ ১২৭ ॥

প্রণব বা ওঙ্কার সেই ঈশ্বরের বাচক ।

এস্থলে এক আশঙ্কা উঠিতেছে, তাহা এই । (পূর্ব পক্ষ) শব্দের বাচকতা বলিতে শব্দের অর্থের অহিত যে সম্বন্ধ তাহাই ত বুঝায় ? তাহার নামান্তর “অভিধাশক্তি” । আচ্ছা, সেই সম্বন্ধ, সংকেত দ্বারা নূতন সৃষ্টি হইয়া থাকে অথবা সেই সম্বন্ধ পূর্ব হইতে থাকে এবং সংকেত দ্বারা অভিযুক্ত হয় মাত্র ? যদি বল, সংকেতের দ্বারা সেই সম্বন্ধের নূতন সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে বলি, এইরূপ ত’ বলা চলে না, কেননা, প্রতিকল্পে সৃষ্টির প্রারম্ভে ঈশ্বর যদি অপর সকল পদার্থস্বজনর দ্বারা, উক্ত সম্বন্ধেরও স্বজন করেন, তাহা হইলে ‘সেই ঈশ্বর স্বতন্ত্র (স্বাধীন) বলিয়া, প্রতি করে তাহার পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন সংকেত নিরূপণ করা অসম্ভব নহে । তাহা

হইলে কোন একটা নির্দিষ্ট শব্দের নির্দিষ্ট অর্থ পরবর্তী করিলে না থাকাই সম্ভব। সুতরাং শব্দের সহিত অর্থের যে নিত্য সম্বন্ধ আছে, তাহা অস্বীকৃত হইলে বেদও প্রতিকল্পে নূতন এবং সেই হেতু অনিত্য বলিয়া প্রতিপাদিত হয়। আর যদি বল, উক্ত সম্বন্ধ, পূর্ব হইতে থাকিয়া সঙ্কেতের দ্বারা অভিযুক্ত হয় মাত্র, তবে বলি, তাহাও বলিতে পার না, কেন না, মনে কর, কেহ ‘সূর্য্য’ এই শব্দের দ্বারা পুত্রের নামকরণ করিল। এক্ষণে যদি ‘সূর্য্য’ এই শব্দের দ্বারা উহার অর্থ দিনকর এই মাত্র অভিযুক্ত হয়, তাহা হইলে ‘পুত্র’ বুঝাইবার জন্য পিতার ঐ সঙ্কেতটি বিফল হইয়া পড়ে, অর্থাৎ ‘সূর্য্য’ এই শব্দের দ্বারা তাহার পুত্রকে কোনরূপে বুঝান যায় না। কেননা ‘পুত্র’ বুঝাইবার জন্য ‘সূর্য্য’ এই শব্দ, উক্ত সঙ্কেত, বাহ্যকে অভিযুক্ত করিবে, এইরূপ শক্তি (বা অর্থের সহিত সম্বন্ধ) নাই। আর যদি অভিযুক্ত করিবার উপযোগী কোন সম্বন্ধ না থাকিল, তাহা হইলে ঐ ~~অভিযুক্ত~~ শব্দ একটি বার্থ হইয়া পড়ে। সেই হেতু এই সঙ্কেত সূত্র বার্থ। (উত্তর পক্ষ) এইরূপ আশঙ্কা উঠিতে পারে না। কেন তাহা বলিতেছি। শব্দের শক্তি বাহ্য পূর্ব হইতেই আছে, তাহা সঙ্কেত দ্বারা অভিযুক্ত হয় মাত্র। যেরূপ পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ পূর্ব হইতে থাকিয়াই “এইটা আমার পুত্র” এই বাক্যের দ্বারা অভিযুক্ত হয় মাত্র, সেইরূপ “গো” প্রভৃতি শব্দ প্রথমকালে প্রস্তুতিতে লীন হইয়া, তৎস্বরূপাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সৃষ্টির প্রারম্ভে শক্তি লইয়া সেই সকল শব্দ উৎপন্ন হইলে উক্ত শব্দ সমূহে বিশেষ বিশেষ অর্থব্যঞ্জিকা বিশেষ বিশেষ শক্তি, জৈব, সঙ্কেতের দ্বারা জীবকে জানাইয়া দেন, কেননা জীবের সংস্কার প্রথমকালে বিলুপ্ত হইয়া থাকে। (আর ‘সূর্য্য’ এই শব্দের দ্বারা যে পুত্রের নাম করণের কথা বলিলে তদ্বৎসরে বলি) ইদানিন্তনকালেও পিতা প্রভৃতির সঙ্কেত, শব্দের শক্তি বা অর্থের সহিত সম্বন্ধ উৎপাদন

করিতে পারে। কেহ কেহ বলেন সকল শব্দেরই সকল অর্থ বুঝাইবার শক্তি আছে; সেই হেতু পিতা প্রভৃতির সঙ্কেত, শক্তির উৎপাদক না হইয়া, শক্তির, অভিব্যঞ্জক মাত্র। কিন্তু বেদের অর্থ স্থির রাখিবার নিমিত্ত, ঈশ্বর, “গো” প্রভৃতি শব্দের শক্তি, সঙ্কেত দ্বারা বিশেষ বিশেষ অর্থে নিয়মিত করিয়া রাখিয়াছেন। ইহাই তীর্থাদিগের মত। ফলতঃ সকল মত হইতেই ইহা নির্ণীত হয়, যে বৈদিক শব্দ সমূহের বেদ প্রসিদ্ধ অর্থের সহিত সম্বন্ধ, নির্দিষ্ট (ঈশ্বরের সঙ্কেতিত) ব্যবহার দ্বারা সিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। ॥ ২৭ ॥

এইরূপে ঈশ্বরের বাচক বর্ণনা করিয়া ঈশ্বরপ্রণিধান বর্ণনা করিতেছেন :—

স্বত্রম্ । তত্ত্বজপস্তদর্থভাবনম্ ॥ ২৮ ॥

প্রণবের জপ ও প্রণবের অর্থ বুদ্ধিতে পুনঃ পুনঃ সন্নিবিষ্ট করিয়া ঈশ্বরপ্রণিধান করিতে হয়। এই স্বত্রে এই স্বত্রের ভগবান্ ব্যাসকৃত ভাষ্য উদ্ধৃত হইতেছে :—“প্রণবের জপ এবং প্রণবের অভিধেয় ঈশ্বরের ভাবনা। যোগী প্রণবজপ ও প্রণবের অর্থ ভাবনা করিলে তীহার চিত্ত কেবল মাত্র ভগবানে একাগ্র হইয়া শাস্ত হয়” ।

(বিষ্ণুপুরাণে) এই কথা এইরূপে উক্ত হইয়াছে :—

“স্বাধ্যায়ান্তোগমাসীত যোগাৎ স্বাধ্যায় মামনেৎ ।

স্বাধ্যায়যোগসম্পাত্যা পরমাত্মা প্রকটশতে ॥”

স্বাধ্যায়ের অর্থাৎ প্রণবজপের পরেই যোগাভ্যাস করিবে এবং যোগাভ্যাসের পরেই পুনর্বার প্রণবাবৃত্তি অর্থাৎ প্রণবজপ করিবে। প্রণবজপ ও সমাধির অভ্যাস—এই দুই উপায়ের দ্বারা পরমাত্মার সাক্ষাৎকারলাভ হয় ॥ ২৮ ॥

যথা রোগ স্তম্ভিদানং ভেষজং চাপ্যরোগতা ।

বিবেচনীয়ভেদেন চিকিৎসাস্তি চতুর্বিধা ॥ ২২ ॥

জন্ম দুঃখং তথা মোহো বিজ্ঞানঞ্চ বিমুক্ততা ।

বিবেচনীয়ভেদেন যোগশাস্ত্রং চতুর্বিধম্ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়—যথা রোগঃ, তস্তম্ভিদানং, ভেষজং, অপিচ, আরোগ্যতা ইতি বিবেচনীয়ভেদেন চিকিৎসা চতুর্বিধা অস্তি, তথা জন্ম, দুঃখং মোহঃ বিজ্ঞানং বিমুক্ততা চ ইতি বিবেচনীয়ভেদেন যোগশাস্ত্রং চতুর্বিধং ভবতি ॥ ২২/২৩ ॥

যেমন রোগের স্বরূপনির্ণয় প্রকরণ, রোগের মূলকারণনির্ণয় প্রকরণ, ঔষধনির্ণয় প্রকরণ ও আরোগ্যনির্ণয় প্রকরণ—এই রূপ চারিটি বিবেচনীয় বিষয়ানুসারে চিকিৎসাসাশ্রয় পৃথক পৃথক চারিটি বিভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ জন্মমরণদুঃখপ্রতিপাদক প্রকরণ, অজ্ঞানস্বরূপপ্রতিপাদন প্রকরণ, যদ্বারা সেই অজ্ঞান নিবারিত হইবে, সেই বিজ্ঞানের প্রতিপাদক প্রকরণ, এবং বিমুক্তির স্বরূপ প্রতিপাদন প্রকরণ—এইরূপ চারিটি বিবেচনীয় বিষয়ানুসারে, যোগশাস্ত্রও পৃথক পৃথক চারিটি বিভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে ॥ ২২ । ২৩ ॥

অবিবেকঃ পুংপ্রকৃত্যোঃ স মোহো দুঃখকারণম্ ।

সমস্তপুরুষাণ্ডত্বাতিবোধেন নশ্চতি ॥ ২৪ ॥

অন্বয়—পুংপ্রকৃত্যোঃ (যঃ) অবিবেকঃ স মোহঃ দুঃখকারণং (ভবতি) । সঃ চ সমস্তপুরুষাণ্ডত্বাতিবোধেন নশ্চতি ॥ ২৪ ॥

পুরুষ ও প্রকৃতিতে পরস্পর পৃথক বলিয়া না জানা—এই অজ্ঞানই জন্মমরণস্বরূপ দুঃখের কারণ। 'গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি, এবং

অদ্বয়, অসঙ্গ, নিত্য, আনন্দস্বরূপ পুরুষ, সেই প্রকৃতি হইতে পৃথক্, যে জ্ঞান উভয়ের এই পার্থক্য বুঝাইয়া দেয়, তদ্বারাই সেই দ্বৈতধারণ, অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

যোগাভ্যাসপ্রসক্তস্য সিদ্ধয়ো ভোগদায়িকাঃ ।

আয়াস্তি নাদরঃ কার্যোহ্যন্তরায়ঃ মতা যতঃ ॥ ২৫ ॥

অদ্বয়—যোগাভ্যাসপ্রসক্তস্য ভোগদায়িকাঃ সিদ্ধয়ঃ আয়াস্তি, (অত্র) ন আদরঃ কার্যঃ, যতঃ (তাঃ) হি অন্তরায়ঃ মতাঃ ॥ ২৫ ॥

যিনি মুক্তিলাভের কামনায় যোগাভ্যাসে অসক্ত হন, তাহার অতঃ উত্তমোত্তম ভোগপ্রদ (দূরশ্রবণ, দূরদর্শন, আকাশগমন প্রভৃতি) সিদ্ধি সকল আসিয়া উপস্থিত হয়। মুমুকু যোগীর তাহাদিগকে আদর করা কর্তব্য নহে, কারণ, যোগিগণ তাহাদিগকে যোগবিদ্য বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। এই মর্মে পতঞ্জলি এই সূত্র রচনা করিয়াছেন—

সূত্রম্। “তে সমাধাবুপসর্গাব্যুথানে সিদ্ধয়ঃ” । ৩।৩৭ ।

পূর্ব সূত্রে প্রাতিভাদি জ্ঞান ও শ্রবণাদি সিদ্ধি বর্ণিত আছে। “তে” সেই প্রাতিভজ্ঞান প্রভৃতি, সমাধি বিষয়ে, নিঃশ্রেয়স বা মুক্তিরূপফলা-কাঙ্ক্ষী যোগীর পক্ষে উপসর্গ অর্থাৎ বিঘ্নস্বরূপ হয়। এই হেতু যিনি মুক্তির প্রার্থী, তিনি তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া থাকেন। যতদিন না আত্মবিষয়ক জ্ঞান হয়, ততদিন কোটি সিদ্ধিলাভ হইলেও, যোগী কৃত-কৃত্য হন না। পরম গুরু শ্রীকৃষ্ণ গীতায় এইরূপ বলিয়াছেন—“এতদ্বীক্ষ্য বুদ্ধিমান্ স্মাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত” (গীতা ১৫।২০) [জানী. এই রহস্য অর্থাৎ পরমাত্মজ্ঞানই সকল পুরুষার্থের পরিসমাপ্তি, জানিয়া কৃতকৃত্য হইবে] কিন্তু যিনি ব্যুথানে রত, তাহার পক্ষে পূর্বোক্ত প্রাতিভজ্ঞানাদি সিদ্ধির স্বরূপ হয় ॥ ২৬ ॥

ধারণাধ্যানবৈচিত্র্যাৎ সিদ্ধিভেদো য ঙ্গরিতঃ ।

অত্যন্তানুপযোগিত্বাৎ স তু নাত্ত নিরূপিতঃ ॥ ২৬ ॥

অর্থ—ধারণাধ্যানবৈচিত্র্যাৎ ‘যঃ সিদ্ধিভেদঃ (তত্র দর্শনে) ঙ্গরিতঃ, সঃ তু অত্র ন নিরূপিতঃ, অত্যন্তানুপযোগিত্বাৎ’ ॥ ২৬ ॥

বিশেষ বিশেষ প্রকার ধারণা ও ধ্যান হইতে যে সকল বিশেষ বিশেষ সিদ্ধি উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা সেই পাতঞ্জলদর্শনে বর্ণিত হইয়াছে। আমরা কিন্তু এ স্থলে তাহা বর্ণনা করিলাম না। তাহার কারণ এই যে, সেই সিদ্ধি মোক্ষের অন্তরায় বলিয়া মুমুক্শুর পক্ষে আদরণীয় নহে এবং এই শাস্ত্র কেবল মোক্ষপ্রতিপাদক বলিয়া, এই শাস্ত্রে উক্ত সিদ্ধি সমূহের উল্লেখ অমুপযুক্ত ॥ ২৬ ॥

২৭ । শৈবযোগঃ ।

যোগঃ শৈবো নিরূপ্যতে—

মন্ত্রো লয়ো হস্তো রাজযোগো যোগশ্চতুর্বিধঃ ॥ ১ ॥

অনন্তর শৈব যোগ বর্ণনা করিতেছি। শৈব যোগ চারি প্রকার ; যথা (১) মন্ত্রযোগ, (২) লয়যোগ, (৩) হস্তযোগ, (৪) রাজযোগ ।

অনন্তর মন্ত্রের উদাহরণ দ্বারা মন্ত্রযোগ বর্ণনা করিতেছেন :—

২৮ । মন্ত্রযোগঃ ।

নারায়ণাষ্টাকরবাস্তবদ্বাদশাকরো ।

নৃসিংহরামগোপালমন্ত্রান্তে তাপিনীস্তুতাঃ ॥ ২ ॥

অর্থ—নারায়ণাষ্টাকরবাস্তবদ্বাদশাকরো (মন্ত্রো) (ভবতঃ) । (যে চ) নৃসিংহরামগোপালমন্ত্রাঃ তে তাপিনীস্তুতাঃ (ভবন্তি) ।

“ওম্ নমো নারায়ণায়” এই অষ্টাক্ষর নারায়ণমন্ত্র, “ওম্ নমো ভগবতে বাসুদেবায়” এই দ্বাদশাক্ষর বাসুদেবমন্ত্র । নৃসিংহমন্ত্র, রামমন্ত্র ও গোপালমন্ত্র এইগুলি নারায়ণোপনিষৎ, নৃসিংহপূর্ব্বতাপিত্ত্যোপনিষৎ, নৃসিংহোত্তরতাপিত্ত্যোপনিষৎ, রামপূর্ব্বতাপিত্ত্যোপনিষৎ, রামোত্তরতাপিত্ত্যোপনিষৎ ইত্যাদি উপনিষদে সাদরে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ।

শিবপঞ্চাক্ষরী শ্রেষ্ঠা দক্ষিণামূর্ত্তিরুত্তমা ।

যতীনাং তু মহাবাক্যং কেবলঃ প্রণবস্তথা ॥ ৩ ॥

অর্থ—শিবপঞ্চাক্ষরী শ্রেষ্ঠা দক্ষিণামূর্ত্তিঃ উত্তমা ; যতীনাং তু মহাবাক্যং তথা কেবলঃ প্রণবঃ (জপাঃ) ॥ ৩ ॥

“(ওম্) নমঃ শিবায়” এই পঞ্চাক্ষরী শিবমন্ত্র, শৈব মন্ত্রসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । শিবের দক্ষিণা মূর্ত্তি উপাসনার পক্ষে সবিশেষ উপযুক্ত ; কিন্তু যাহারা সন্ন্যাসী, তাহারা কেবল “তত্ত্বমসি” প্রভৃতি চারিটি মহাবাক্য জপ করিবেন, কিম্বা কেবল প্রণব বা ওঙ্কার জপ করিবেন ॥ ৩ ॥

ইত্যাদয়ো মহামন্ত্রাঃ পুরশ্চর্য্যাদিভিক্রমৈঃ ॥

সিদ্ধা দেবপ্রসাদেন সদ্যো মুক্তিপ্রদা মতাঃ ॥ ৪ ॥

অর্থ—ইত্যাদয়ো মহামন্ত্রাঃ পুরশ্চর্য্যাদিভিক্রমৈঃ সিদ্ধাঃ দেবপ্রসাদেন সত্ত্বঃ মুক্তিপ্রদাঃ মতাঃ ॥ ৪ ॥

এই সকল মহামন্ত্র পুরশ্চরণ, ধ্যান প্রভৃতি কুমুঠান দ্বারা আকৃত হইলে, ইষ্টদেবতার ক্রপায় অচিরে মোক্ষপ্রদ হইয়া থাকে, এইরূপ মুনিগণ বিবেচনা করেন ॥ ৪ ॥

২৯ । হঠযোগঃ ।

গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে বালরগুং তপস্বিনীম্ ।

বলাৎকারেণ গৃহীয়াস্তদ্বিষোঃ পরমং পদম্ ॥ ১ ॥

অর্থ—গঙ্গাযমুনয়োঃ মধ্যে বালরগুং তপস্বিনীং বলাৎকারেণ গৃহীয়াৎ, তৎবিষোঃ পরমং পদং (ভবতি) ॥ ১ ॥

বামনাসাপুটবর্তিনী ঈড়ানাম্নী নাড়ীকে গঙ্গা বলে ; দক্ষিণনাসাপুট-বর্তিনী পিঙ্গলানাম্নী নাড়ীকে যমুনা বলে ; তদুভয়ের মধ্যবর্তিনী সুষুম্না নাম্নী নাড়ীকে তপস্বিনী বালরগু বলা হইতেছে ; কেননা তাহা প্রকাশ বহলা এবং কেশের ভাষা সুষুম্না । প্রাণায়ামাদির অভ্যাসের দ্বারা সেই নাড়ীকে বশে আনিতে হইবে । তাহাই ব্যাপক পরমাত্মার পরম স্বরূপ । সুষুম্না নাড়ীবলীকরণই হঠযোগের ফল ॥ ১ ॥

তত্র গোরক্ষঃ ।

তদ্বিষয়ে হঠযোগী গোরক্ষ বলিয়াছেন :—

এতদ্বিমুক্তিসোপান মেতৎ কালশ্র বঞ্চনম্

যদ্যাবত্তং মনোভোগাদাসক্তং পরমাত্মনি ।

অর্থ—মনঃ ভোগাৎ ব্যাবৃত্তং (১৭) যৎ পরমাত্মনি আসক্তং (ভবতি) এতৎ বিমুক্তিসোপানং, এতৎ কালশ্র বঞ্চনং (ভবতি) ॥ ২ ॥

মন বিষয়জনিত সূখভোগ হইতে নিবৃত্ত হইয়া যে পরমাত্মায় আসক্ত হয়, তাহাই জীবমুক্তির আরোহণ মার্গ, তাহাই যত্নে জয় করিবার উপায় ॥ ২ ॥

এক্ষণে হঠযোগের সাধন বলিতেছেন :—

পরমং যদি বৈরাগ্যমাহারস্ত যথোদিতঃ ।

নিত্যমেকাশ্বাসশ্চেচ্ছঠযোগো ন ক্লান্তঃ ॥ ৩ ॥

অন্থ—যদি পরমং বৈরাগ্যং (স্তাৎ) আহারঃ তু বোধোদিতঃ (স্তাৎ) ,
নিত্যং একান্তবাসঃ চ স্তাৎ (তর্হি) হঠযোগঃ ন দুর্লভঃ (ভবতি) ॥ ৩ ॥

যদি পরবৈরাগ্য থাকে অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভপদ পর্যন্ত সর্বপ্রকার
বৈষয়িক সূত্রে কাকবিষ্ঠার জ্ঞান বিতৃষ্ণ থাকে, এবং আহার যদি
শাস্ত্রোক্ত বিধানানুযায়ী হয় অর্থাৎ যদি উদরের অর্দ্ধভাগ অন্নদ্বারা পূর্ণ
করিয়া চতুর্থাংশ জলদ্বারা এবং চতুর্থাংশ বায়ুদ্বারা পূর্ণ করা হয়,
(অথবা প্রাণায়ামাদির অভ্যাসে শাস্ত্রবিহিত পথ্য গ্রহণ করা হয়) এবং
যদি নিরন্তর জনসমাগমরহিত স্থানে বাস করা হয়, তাহা হইলে হঠ-
যোগ দুর্লভ হয় না ॥ ৩ ॥

এক্ষেণে হঠযোগের মুখ্য সাধন বলিতেছেন :—

পরন্তু গুরুদীক্ষাভিল্যভ্যাতে নাশ্চথা অয়ম্ ।

ব্যতিক্রমে মহান্দোষঃ ক্রমলাভে মহান্গুণঃ ॥ ৪ ॥

অন্থ—পরন্তু অয়ম্ গুরুদীক্ষাভিঃ কভ্যাতে নতু অন্তথা । ব্যতিক্রমে
মহান্দোষঃ (ভবতি) ক্রমলাভে মহান্গুণঃ (ভবতি) ॥ ৪ ॥

কিন্তু পূর্বশ্লোকোক্ত সাধনত্রয় থাকিলেও, গুরুদীক্ষা ব্যতীত হঠ-
যোগ কোন ক্রমেই সিদ্ধ হয় না, আর পূর্বোক্তরূপ আহারাদির ব্যতিক্রম
ঘটিলে মরণ পর্যন্ত মহান্ অনর্থ ঘটয়া থাকে, এবং পূর্বোক্ত সাধন
ক্রমে হঠযোগের অভ্যাস হইলে সর্বদুঃখনিবৃত্তিরূপ মহাফললাভ
হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

অনন্ত বিস্তারময়ো হঠঃপ্রোক্তঃ পুরাণিণা ।

সারং তু বদ্ধজিতয়ং তাবতা সিদ্ধিরাপ্যতে ॥ ৫ ॥

অন্থ—পুরাণিণা অনন্তবিস্তারময়ঃ হঠঃ প্রোক্তঃ, বদ্ধজিতয়ং (তস্ত)
সারং (ভবতি) (যতঃ) তাবতা সিদ্ধিঃ আপ্যতে ॥ ৫ ॥

ত্রিপুরনাশক (অথবা ত্রিপুটীনাশক) শব্দ অতি বিস্তৃত হঠযোগ উপদেশ করিয়াছেন । তাহাকে একপ্রকার অনন্ত বলিলেই চলে ; কিন্তু তাহার মধ্যে তিনটি বন্ধই সারস্বরূপ ; যেহেতু তদ্বারাই মুক্তিরূপা সিদ্ধি অথবা সাধকের ইচ্ছানুসারে বিবিধ প্রকার নিতৃত্তি লব্ধ হইয়া থাকে ॥২॥

মূলেতু মূলবন্ধঃ স্তান্মধ্যে স্তাচ্ছাডিয়ানকঃ ।

কণ্ঠে জালন্ধরস্তেন সিদ্ধো ভবতি মারুতঃ ॥ ৬ ॥

অর্থ—মূলবন্ধঃ তু মূলে স্তাৎ, মধ্যে উডিয়ানকঃ স্তাৎ, কণ্ঠে জালন্ধরঃ স্তাৎ), তেন মারুতঃ সিদ্ধঃ ভবতি ॥

তন্মধ্যে মূলবন্ধ নামক বন্ধ মূলাধারে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে ; মূল স্তাৎ মূলাধারকে এতদ্বারা বন্ধ করা যায় বলিয়াই, ইহাকে মূলবন্ধ বলে । উডিয়ানক নামক দ্বিতীয় প্রকার বন্ধ, মধ্যে অর্থাৎ স্বাধিষ্ঠানাদি চক্রে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । জালন্ধর নামক তৃতীয় প্রকার বন্ধ, কণ্ঠে অর্থাৎ বিশুদ্ধি চক্রাদি স্থানে অনুষ্ঠিত হয় । মস্তকে, মুখ, নাসিকা, নেত্র কর্ণরূপ সপ্তছিদ্রময় জালকে ইহা দ্বারা অবরোধ করা যায়, বলিয়া ইহার নাম জালন্ধর । এই তিনটি বন্ধের অভ্যাস করিলে শরীরস্থ বায়ু সাধকের অধীন হয় ॥ ৬ ॥

কুণ্ডলিনীয়াঃ সুষুম্নায়াং প্রবিষ্টো ব্রহ্মরক্ষতঃ ।

মূলস্থানে স্থিতাশক্তি ব্রহ্মস্থানে সদাশিবঃ ॥ ৭ ॥

অর্থ—(স এব মারুতঃ) কুণ্ডলিনীয়াঃ (প্রবিষ্টঃ সন্) ব্রহ্ম-রক্ষতঃ (৭মী) প্রবিষ্টঃ (ভবতি) । শক্তিঃ মূলস্থানে স্থিতা, সদাশিবঃ ব্রহ্মস্থানে স্থিতঃ ॥ ৭ ॥

সেই বায়ু কুণ্ডলিনীতে প্রবেশ করিয়া তদনন্তর তথা হইতে সুষুম্না নাড়ীতে প্রবেশ করে । তদনন্তর ব্রহ্মরক্ষত নামক সপ্তম চক্রে স্থিত হয় ।

কুণ্ডলিনী শক্তি মূলাধারে অবস্থান করেন । ব্রহ্মরক্ষু নামক স্থানে সদাশিব অর্থাৎ নিরন্তর সুখস্বরূপ কূটস্থ পরমাত্মা অবস্থান করেন । • তদুভয়ের সমাযোগই ব্রহ্মরক্ষু বায়ুকে স্থির করিবার ফল ॥ ৭ ॥

শিবশক্তি সমাযোগের স্তাধন অজপাজপ ; তাহাই বর্ণনা করিতে-
ছেন :—

অজপা নাম গায়ত্রী যোগিনাং মোক্ষদায়িনী ।

তত্য়াঃ সঙ্কল্পমাত্রেন সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৮ ॥

অর্থ—অজপা নাম গায়ত্রী যোগিনাং মোক্ষদায়িনী (ভবতি) ।
তত্য়াঃ সঙ্কল্পমাত্রেন (জনঃ) সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৮ ॥

“হংসঃ সোহহম্” এই মন্ত্রটি বিনা প্রযত্নে উচ্চাস-নিশ্বাসরূপে আপনিই উচ্চারিত হইতেছে । ইহারই নাম অজপামন্ত্র । সকার শক্তিবাচক, হকার শিববাচক তদুভয়ের অভিন্নতামুসন্ধানই শিবশক্তি সমাযোগ । এই মন্ত্রটি গাতা বা গানকর্ত্তাকে জ্ঞান (রক্ষা) করে বলিয়া ইহার নাম গায়ত্রী । এই মন্ত্রজপের সম্যক্ অনুষ্ঠান দ্বারা যোগিগণ মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন । অত্র লোকে কেবল মাত্র এই মন্ত্রের সঙ্কল্প দ্বারাই রাগদ্বेषাদিরূপ সকল প্রকার পাপ হইতে নিম্মুক্ত হন । সুতরাং এই মন্ত্রের তাৎপর্য অবধারণ পূর্বক জপ করিলে যে মুক্তি হয়, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি ? ॥ ৮ ॥

আধারং প্রথমং চক্রং স্বাধিষ্ঠানং তথৈবচ ।

মণিপুরং তৃতীয়ং স্রাচ্ চতুর্থকমন্বহতম্ ॥ ৯ ॥

বিশুদ্ধিঃ পঞ্চমং চক্রমজ্ঞাচক্রং তুঃষষ্ঠকম্ ।

সপ্তমং ব্রহ্মরক্ষুং স্রাষ্ট্রীমরশ্য গুহা হি সা ॥ ১০ ॥

অন্য—প্রথমঃ আধারঃ চক্রং, স্বাধিষ্ঠানং তথা এবচ দ্বিতীয়ং চক্রং, মণিপুরং তৃতীয়ং চক্রং স্তাৎ, অনাহতম্ চতুর্থকং (চক্রং), বিশুদ্ধিঃ পঞ্চমং চক্রং, আজ্ঞাচক্রং তু ষষ্ঠকং, ব্রহ্মরন্ধ্রং সপ্তমং (চক্রং) স্তাৎ, সা হি ভ্রমরস্ত গুহা (ভবতি) ॥ ৯।১০ ॥

প্রথম আধার চক্র, দ্বিতীয় স্বাধিষ্ঠান চক্র, তৃতীয় মণিপুর চক্র, চতুর্থ অনাহত চক্র, পঞ্চম বিশুদ্ধি চক্র, ষষ্ঠ আজ্ঞাচক্র, সপ্তম ব্রহ্মরন্ধ্র, তাহাকে গ্রহাস্তরে ভ্রমরের গুহা বলে, কেননা, তাহা “ভ্রমং রাস্তি”—ভ্রম প্রদান করে অর্থাৎ পরমাত্মা জীবভাবে মোহপ্রাপ্ত হন এবং পরমাত্মা এই স্থানে “গুহতে” অর্থাৎ আবৃত হন, এই নিমিত্ত ইহার নাম গুহা ॥ ৯।১০ ॥

যোনিস্থানকমজ্জিমূলঘটিতং কৃত্বা দৃঢ়ং বিত্তসে
মেট্রে পাদমর্ধেকমেব নিয়তং কৃত্বা সমং বিগ্রহম্ ।
স্বাগুঃ সংযমিতেন্দ্রিয়োহচলদৃশা পশুন্ ভ্রবোরস্তরম্
হেতন্যোক্ষকপাটভেদনবরং সিদ্ধাসনং প্রোচ্যতে ॥ ১১ ॥

অন্য—যোনিস্থানকম্ দৃঢ়ং অজ্জিমূলঘটিতং কৃত্বা একং (দ্বিতীয়ং) পাদং মেট্রে এব নিয়তং বিত্তসেৎ অথ বিগ্রহং সমং কৃত্বা সংযমিতেন্দ্রিয়ঃ সন্ অচলদৃশা ভ্রবোঃ অন্তরং পশুন্ স্বাগুঃ ভবেৎ—এতৎ, হি মোক্ষ-কপাটভেদনকরং সিদ্ধাসনং প্রোচ্যতে ॥ ১১ ॥

অণ্ডকোষের নিম্নদেশে মলদ্বার পর্য্যন্ত যে সিবনী আছে, তাহার নিম্নে একটা গুল্ফ স্থাপন করিয়া, অপর গুল্ফের পার্শ্বদেশ (বহির্গ্রন্থি) স্থিরভাবে মেট্রের (লিঙ্গের) উপর স্থাপন করিবে। তদনন্তর শরীরকে ঋজুভাবে রাখিয়া বাহ্যেস্থির সকল সংযত করিয়া স্থিরদৃষ্টিতে ক্রমধা দর্শন করিতে করিতে নিশ্চলভাবে অবস্থান করিবে। ইহাকেই সিদ্ধাসন বলে। ইহা দ্বারা মোক্ষের অবরোধক অজ্ঞানকে বিনাশ করা যায়

অথবা শিবশক্তিসমাবোগরূপ সায়্যস্থিতিই মোক্ষ। মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত যে সকল চক্র আছে, তাহারাই সেই মোক্ষের কপাট স্বরূপ; পূর্ববর্ণিত সিদ্ধাসনের সাহায্যে সেই সকল কপাট উদ্ঘাটন করা যায় ॥ ১১ ॥

কৃতা সম্পূর্ণ্তিতৌ করৌ দৃঢ়তরং বধ্বা তু সিদ্ধাঙ্গনং
গ্যাঢং বক্ষসি সন্নিধায় চুবুকং ধ্যানং ততশ্চেতসি।
বারংবারমপানমূর্দ্ধমনিলাং প্রোৎসার্য্য সন্ধারয়ন্
প্রাণং মুহতি বোধয়ংষ্ট শনৈকৈঃ শক্তিপ্রবোধো ভবেৎ ॥১:॥

. অর্থ—সিদ্ধাসনং তু দৃঢ়তরং বধ্বা, করৌ সম্পূর্ণ্তিতৌ কৃতা চুবুকং বক্ষসি গ্যাঢং সন্নিধায়, ততঃ চেতসি ধ্যানং (সন্নিধয়) অপানং অনিলাং বারংবারং উর্দ্ধং প্রোৎসার্য্য প্রাণং সন্ধারয়ন্ (শক্তিং) শনৈকৈঃ বোধয়ন্ চ শক্তিপ্রবোধঃ ভবেৎ (এবং কৃতে সা শক্তিঃ মূলাধারং) মুহতি ॥১২ ॥

প্রথমে দৃঢ়ভাবে সিদ্ধাসন বাঁধিয়া উপবেশন করিতে হইবে, তদনন্তর করদ্বয় সম্পূর্ণ্ঠাকারে স্থাপন করিতে হইবে, তদনন্তর দৃঢ়ভাবে চিবুক বক্ষের উপর স্থাপন করিতে হইবে এবং চিত্তে ধ্যায় বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে হইবে এবং অপান নামক বায়ুকে পুনঃপুনঃ উর্দ্ধদেশে সঞ্চালিত করিয়া প্রাণবায়ুকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে। এইরূপে ধীরে ধীরে দীর্ঘকাল ধরিয়া কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগাইতে থাকিলে কুণ্ডলিনী শক্তির ব্যুত্থান হয় এবং এইরূপ অনুষ্ঠান দ্বারাই কুণ্ডলিনী শক্তি মূলাধার ন্যূনক স্থান পরিত্যাগ করে ॥ ১২ ॥

পুচ্ছে প্রগৃহ্য ভূজংগীং স্তপ্তাং প্রবোধয়েৎ সুধীঃ।

নিদ্রাং বিহায় সা শক্তিরূপমুত্তীর্ণ্তে বলাৎ ॥ ১৩ ॥

অথ—স্বধীঃ স্পৃগাঃ ভুজগীং পুচ্ছে প্রগৃহ প্রবোধয়েৎ, সা শক্তিঃ
নিদ্রাং বিহায় বলাৎ উর্দ্ধং উত্তিষ্ঠতে ॥ ১৩ ॥

যিনি গুরুপদেশ লাভ করিয়া কুশলবুদ্ধি হইয়াছেন, তিনি সংসার-
স্বপ্নবতী অথবা অবিজ্ঞানিদ্রাক্রূড়া এই কুণ্ডলিনী শক্তিকে মূলাধারস্থিত
পুচ্ছে ধারণা করিয়া জাগরিত করিবেন-অর্থাৎ তাহাকে সংসার-
বিমুখী করিয়া শিবসম্মুখী করিবেন। তদনন্তর সেই কুণ্ডলিনী শক্তি
প্রপঞ্চসম্মুখতা বা স্বরূপাজ্ঞানতা পরিত্যাগ করিয়া বেগে ব্রহ্মরন্ধ্র
প্রদেশাভিমুখে উর্দ্ধমুখী হইয়া উঠিতে থাকে ॥ ১৩ ॥

উর্দ্ধং নিলীনপ্রাণস্ত ত্যক্ত নিঃশেষকর্মণঃ ।

যোগেন সহজাবস্থা স্বয়মেব প্রজায়তে ॥ ১৪ ॥

অথ—উর্দ্ধং নিলীনপ্রাণস্ত ত্যক্তনিঃশেষকর্মণঃ (যোগিনঃ)
সহজাবস্থা যোগেন স্বয়মেব প্রজায়তে ॥ ১৪ ॥

যিনি উর্দ্ধে অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রাণকে বিলীন করিয়াছেন এবং তদ্বারা
সকল প্রকার কর্ম নিঃশেষরূপে পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই প্রকার
যোগীর সহজাবস্থা বা জীববুদ্ধি, শিবশক্তিসমায়োগ নামক যোগদ্বারা
আপনা হইতেই উৎপন্ন হয় ॥ ১৪ ॥

জ্ঞানং কুতো মনসি জীবতি দেবি যাবৎ

প্রাণো ন নশ্যতি মনৈ ত্রিয়তে ন তাবৎ ।

প্রাণো মনো ধ্যমিদং প্রলয়ং প্রযাতি

মোক্ষং স্গচ্ছতি নরো ন কদাচিদম্ ॥ ১৫ ॥

অথ—হে দেবি! মনসি জীবতি (সতি) জ্ঞানং কুতঃ (ভবেৎ) ?
যাবৎ প্রাণঃ ন নশ্যতি, তাবৎ মনঃ ন ত্রিয়তে, প্রাণঃ মনঃ ইদং দ্বয়ং

যস্য প্রলয়ং প্রযাতি, সঃ নরঃ মোক্ষং গচ্ছতি ; অতঃ কদাচিৎ (মোক্ষং)
ন (গচ্ছতি) ॥১৫॥

[শ্রুতি বলেন “জ্ঞানাদেব তু কৈবল্যং প্রাপাতে যেন মুচ্যতে”
—জ্ঞানের দ্বারাই কৈবল্য লাভ হয় এবং তদ্বারাই জীব মুক্ত হয় । হঠ-
যোগী কিন্তু বলেন যে এই শিশুশক্তিসমায়োগ নামক যোগদ্বারাই জীব
মুক্ত হয় । এই বিরোধ পরিহার করিবার নিমিত্ত শিবপার্কীতীসংবাদ
হইতে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে । ইহার ভাৎপর্য্য এই যে জ্ঞানদ্বারা
বিদেহমুক্তি লাভ হয় বটে, কিন্তু যোগদ্বারা মনোনাশসম্পাদন না করিলে
জীবমুক্তি লাভ হয় না, কেননা, বিচারদ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলেও
প্রবলপ্রায়ক বিবিধপ্রকার ভোগ উপস্থাপিত করিয়া তত্ত্বজ্ঞানকে পরি-
দূর্ব্বল করিয়া ফেলে ; সেই হেতু, সেই জ্ঞানকে জ্ঞান বলিয়া পরিগণিত
করা উচিত নহে । এই হেতু শিব পার্কীতীকে বলিতেছেন]—হে দেবি !
অন্তঃকরণ বিজ্ঞমান থাকিতে জীবব্রহ্মের একতাজ্ঞান কি প্রকারে
থাকিতে পারে ? এবং, যে পর্য্যন্ত না প্রাণ (ব্রহ্মরন্ধ্রে) বিলীন হয়
সেই পর্য্যন্ত মনের মূঢ়া নাই । যে যোগীর প্রাণ এবং মন এই উভয়ই
বিলীন হইয়া যায়, তিনি মোক্ষ লাভ করিতে পারেন । সেইরূপ যোগি-
মনুষ্য তিন্ন অত্ৰ কেহ কখনই মোক্ষ লাভ করিতে পারে না ॥১৫॥

অস্তলক্ষ্যাবিলীনচিত্তপবনো যোগী যদা বর্ত্ততে

দৃষ্ট্যা নিশ্চলতারয়া বহির্বিদং পশ্যন্ন পশ্যন্নপি ।

মুর্ধ্বেয়ং কিল শান্তবী ভগবতী ২। স্মাৎ প্রসাদাদ্গুরোঃ

শূণ্ণাশূণ্ণবিলক্ষণং যুগয়তে তস্মৈ পদং শান্তবদ্ ॥১৬॥

অর্থ—যদা যোগী নিশ্চলতারয়া দৃষ্ট্যা ইদং বহিঃ পশ্যন্ন অপি ন
পশ্যন্ন, অস্তলক্ষ্যাবিলীনচিত্তপবনঃ (সন্যাসী) বর্ত্ততে, তদা ইয়ং ভগবতী

শান্তবী মুদ্রা কিল, বা গুরোঃ প্রসাদাৎ স্মৃতাং, (যয়া চ যোগী)
শূভ্রাশূভ্রবিলক্ষণম্ তত্ত্বং শান্তবং পদং মৃগয়তে ॥ ১৬ ॥

যোগীর নেত্র যখন মন্ত্ৰের জ্বায় স্পন্দহীন ও নিশ্চলভারক হয় এবং সেই নেত্রের দৃষ্টির দ্বারা যোগী যখন এই বাহু জগৎ দেখিতেছেন বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও, বাস্তবিক দেখেন না, কিন্তু অভ্যন্তরে শিবশক্তি-সমায়োগ নামক লক্ষ্যে মন ও প্রাণ উভয়কে বিলীন করিয়া অবস্থান করেন, তখন তাঁহার এই মুদ্রা প্রসিদ্ধ শান্তবীমুদ্রানামে কথিত হয়। এই মুদ্রাধারী যোগীর নানা প্রকার অগ্নিমাди ঐশ্বর্য লাভ হয়। গুরুর কৃপাবশে এইরূপ মুদ্রা সিদ্ধ হইয়া থাকে। তখন যোগী এই মুদ্রার সাহায্যে শিবস্বরূপভূত স্বরূপ পরমাবস্থা লাভ করেন। সেই অবস্থা অনির্বচনীয়, কেননা সেই অবস্থায়, বাহু জগৎকে শূভ্র বা অশূভ্র কিছুই বলা যায় না ॥ ১৬ ॥

প্রাণবৃত্তৌ বিলীনায়াং মনোবৃত্তি বিলীয়তে ।

শিবশক্তি সমায়োগো হঠযোগেন জায়তে ॥ ১৭ ॥

অর্থ—প্রাণবৃত্তৌ বিলীনায়াং (সত্যঃ) মনোবৃত্তিঃ বিলীয়তে,
শিবশক্তিসমায়োগঃ হঠযোগেন জায়তে ॥ ১৭ ॥

হঠযোগ দ্বারা শ্বাস-উচ্চ্বাস-রূপ প্রাণবৃত্তি বিলীন হইলে সঙ্কল্প বিকল্পরূপ মনোবৃত্তি বিলীন হইয়া যায়। তদনন্তর ব্রহ্মরক্ষিত শিবের সহিত মূলধারস্থিত শক্তির সংযোগ সম্পাদিত হয় ॥ ১৭ ॥

গোরক্ষ চর্পটিপ্রায়া হঠযোগ-প্রসাদতঃ ।

বক্ষয়িত্বা কালদণ্ডং ব্রহ্মাণ্ডং বিচরন্তি হি ॥ ১৮ ॥

অর্থ—গোরক্ষচর্পটিপ্রায়াঃ হঠযোগপ্রসাদতঃ কালদণ্ডং বক্ষয়িত্বা
ব্রহ্মাণ্ডং বিচরন্তি হি ॥ ১৮ ॥

গোরক্ষ চৰ্ণটি প্রভৃতি যোগীগণ হঠযোগের অনুষ্ঠান দ্বারায় সিদ্ধি লাভ করিয়া, মৃত্যুকে উপেক্ষা করিয়া ব্রহ্মাণ্ডে বিচরণ করিতেছেন অর্থাৎ প্রারম্ভ ভোগ করিতেছেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে ॥ ১৮ ॥

শক্তিমধ্যে মনঃ কৃত্বা শক্তিঃ মানসমধ্যাগাম্।

শিবশক্তিসমায়োগং কুর্ব্বন্তি হঠযোগিনঃ ॥ ১৯ ॥

অনয়—মনঃ শক্তিমধ্যে কৃত্বা শক্তিঃ মানসমধ্যাগাম্ কৃত্বা যোগিনঃ শিবশক্তিসমায়োগং কুর্ব্বন্তি ॥ ১৯ ॥

হঠযোগীগণ মনকে অর্থাৎ গুণত্রয়ের সাম্যের ক্ষুরণবিষয়িনী সঙ্কল্প-বিকল্পরূপী বুদ্ধিকে, শক্তিমধ্যে অর্থাৎ সাম্যের কারণভূত, চিহ্নকল্পিত সহিত অভিন্ন বলিয়া, অনুভব করিয়া এবং সেই চিহ্নকল্পিকে অর্থাৎ সাম্য-ক্ষুরণের কারণরূপ শক্তিকে, মনোমধ্যে বিত্তমান অর্থাৎ সেই সাম্য, মনেরই সঙ্কল্পবিকল্পের বিষয় ভিন্ন আর কিছুই নহে,—এইরূপ চিন্তা করিয়া, শিবস্বরূপ আত্মার সহিত শক্তির বা গুণসাম্যরূপা প্রকৃতির সমায়োগ বা ঐক্যানুভব, করিয়া থাকেন সুতরাং বেদান্তের সহিত এইরূপ হঠযোগের বিরোধ নাই ॥ ১৯ ॥

৩০। শিবশক্তিপরাক্রমঃ।

অথ বক্ষ্যে স্তুতিব্যাঞ্জাচ্ছিবশক্তি পরাক্রমম্।

শোধিতে সূক্ষ্ময়া দৃষ্ট্যা মর্শ্মিন্নিবিশ্ময়ো ভবেৎ ॥ ১ ॥

অনয়—অর্থ স্তুতিব্যাঞ্জাৎ শিবশক্তিপরাক্রমং বক্ষ্যে, যস্মিন্ সূক্ষ্ময়া দৃষ্ট্যা শোধিতে (সতি) (জনঃ) নিবিশ্ময়ঃ ভবেৎ ॥ ১ ॥

অনন্তর স্তব করিবার ফলে, শিবশক্তির প্রভাব বর্ণনা করিব। বিচারশীল পাঠক স্বল্পবুদ্ধির সাহায্য, তাহা বিচার করিলে শিবশক্তির

অঘটনঘটনপটুতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া, তাহাতে আর আশ্চর্য্যাবিত হইবেন না ॥ ১ ॥

তাং দৈতরূপিণীমেব দৈতাদৈতস্বরূপিণীম্ ।

অদৈতরূপিণীং শক্তিং স্মরামি পরমাত্মনঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়—পরমাত্মনঃ তাং দৈতরূপিণীং দৈতাদৈতস্বরূপিণীং অদৈত রূপিণীং শক্তিং এব স্মরামি ॥ ২ ॥

আমি পরমাত্মার সেই শক্তিকেই বহুমানবুদ্ধিতে স্মরণ করিতেছি । সেই শক্তি দৈতরূপিণী, অর্থাৎ জগদ্রূপ কার্য্যে অনেকরূপে অভিযুক্তা । তিনি দৈতাদৈতস্বরূপিণী অর্থাৎ সাধনকালে মহাবাক্যার্থ জ্ঞানের সাধনস্বরূপে গুরু, শিষ্য, শাস্ত্র, শ্রবণ, মনন ইত্যাদিরূপে দৈতরূপা এবং মহা-বাক্যের লক্ষ্যার্থরূপে অদৈতরূপা অর্থাৎ কার্য্য ও ফল এই উভয়রূপা । সেই শক্তি আবার অদৈতরূপিণী অর্থাৎ মুক্তিদশায় ঐক্যরূপা । যে শিবশক্তি লৌকিক ব্যবহারে সত্যাক্র ॥ প্রতীয়মানা হন, বৈদিকব্যবহারে সাধ্য ও সাধন এই উভয়রূপে এবং মোক্ষদশায় অখণ্ডৈক্যরূপে প্রতিভাতা হন, আমি সেই শক্তিকেই পরমাত্মা হইতে অভিন্ন বলিয়া চিন্তা করি ॥ ২ ॥

কেয়ং কশ্চ কুতঃ কেন কস্মৈ কং প্রতি কুত্র বা ।

কথং কদেত্যনির্ণীতা ত্যাং বন্দে শক্তিমদ্ভুতাম্ ॥ ৩ ॥

অন্বয়—ইয়ং কা কশ্চ কুতঃ কেন কস্মৈ কং প্রতি কুত্র বা কথং কদা ইতি অনির্ণীতা, ত্যাং অদ্ভুতাম্ শক্তিং বন্দে ॥ ৩ ॥

এই শক্তিরূপা মারী কি অর্থাৎ কার্য্যরূপা বা কার্য্যরূপা, অথবা দ্বিবিধা, সৎ বা অসৎ, বা সদসৎ, ইহার কিছুই নির্ণয় হয় না । ইহার

সহিত কাহার সম্বন্ধ, কোন্ কারণ হইতে ইহার উৎপত্তি, কি নিমিত্তে, কোন্ প্রয়োজনে, কোন্ বিষয়কে প্রাপ্ত হইবার জন্য ইহার ক্রিয়া, কোন্ আধারে এই শক্তি আহিতা, ইহার প্রকার কিরূপ, কোন্ কালেই বা এই শক্তির অস্তিত্ব—ইহার কিছুই নির্ণয় করা যায় না। অতএব সেই আশ্চর্যরূপা শিবশক্তিকে প্রণাম করি ॥ ৩ ॥

শিবঃ কৰ্ত্তা শিবো ভোক্তা শিবো বেষ্টা শিবঃ প্রভুঃ ।

উপসর্জজনমাত্রং যা তাং বন্দে শক্তিমদুতাম্ ॥ ৪ ॥

অর্থ—শিবঃ কৰ্ত্তা, শিবঃ ভোক্তা, শিবঃ বেষ্টা, শিবঃ প্রভুঃ, যা উপসর্জজনমাত্রং, তাং অদুতাম্ শক্তিং বন্দে ॥ ৪ ॥

(একদিকে পরম শিব অসঙ্গ বলিয়া, তাঁহার কৰ্ত্তাদি হওয়া অসম্ভব, অপরদিকে শক্তি জড়রূপা বলিয়া, তাঁহারও সেইরূপ কৰ্ত্তাদি হওয়া অসম্ভব, সুতরাং পরমশিব চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া তাঁহাতে কর্তৃত্ব আরোপিত হইয়া থাকে) শিবই জগতের উৎপত্তিস্থিতিরাদি সকল ক্রিয়ার কৰ্ত্তা, তিনিই ভোক্তা, তিনিই জ্ঞাতা, তিনিই নিয়ন্তা, কেননা তিনি চেতন। আর জড়রূপা শিবশক্তি সৃষ্টাদি কার্যে নিমিত্তমাত্র। সেই অদুত শিবশক্তিকে প্রণাম করি ।

স্বয়ং কৰ্ত্তা স্বয়ং ভোক্তা স্বয়ং বেষ্টা স্বয়ং প্রভুঃ ।

সাক্ষিমাত্রং শিবো বেষ্টা স্তাং বন্দে শক্তিমদুতাম্ ॥ ৫ ॥

অর্থ—স্বয়ং কৰ্ত্তা, স্বয়ং ভোক্তা, স্বয়ং বেষ্টা, স্বয়ং প্রভুঃ, শিবঃ বেষ্টাঃ সাক্ষিমাত্রং তাং অদুতাম্ শক্তিং বন্দে ॥ ৫ ॥

(আবার শিব চিন্মাত্রস্বরূপ হইলেও, তিনি সাক্ষিমাত্র ; কর্তৃত্বাদি তাঁহাতে অসম্ভব ; এই হেতু) শক্তি সাক্ষিরূপ অধিষ্ঠানের আশ্রিতরূপে

সচ্চিদ্রূপা হইয়া কর্তৃত্বধর্মবতী, ভোক্তৃত্বধর্মবতী, জ্ঞাত্রী ও নিয়ন্ত্রী হন । শিব সেই শক্তির সাক্ষিমাাত্র অর্থাৎ অব্যবহিতভাবে প্রকাশক । আমি সেই অদ্ভুত শক্তিকে প্রণাম করি ॥ ৫ ॥

স্বলক্ষণে মহাদেবে স্বলক্ষণতয়া স্থিতাম্ ।

বিত্তাং স্বলক্ষণৈরেব তাং বন্দে শক্তিমদ্ভুতাম্ ॥ ৬ ॥

অর্থ—স্বলক্ষণে মহাদেবে স্বলক্ষণতয়া স্থিতাম্ স্বলক্ষণৈঃ এব (মুমুকুভিঃ) বিত্তাং তাং অদ্ভুতাম্ শক্তিং বন্দে ।

মহাদেব বা অপরিচ্ছিন্ন চৈতন্যকে (সাধক, তটস্থ লক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া,) স্বরূপ লক্ষণ দ্বারা নির্দেশ করিতে চাহিলে, যিনি সেই স্বরূপলক্ষণরূপে অবস্থান করেন, এবং যাহাকে মুমুকুগণ স্বরূপভূত লক্ষণসমূহ দ্বারা অবগত হইয়া থাকেন, আমি সেই অদ্ভুত শিবশক্তিকে প্রণাম করি ॥ ৬ ॥

সলক্ষণে মহাদেবে সলক্ষণতয়া স্থিতাম্ ।

বিত্তাং সলক্ষণৈরেব তাং বন্দে শক্তিমদ্ভুতাম্ ॥ ৭ ॥

অর্থ—সলক্ষণে মহাদেবে সলক্ষণতয়া স্থিতাম্ সলক্ষণৈঃ (রূপৈঃ) এব মুমুকুভিঃ বিত্তাং, তাং অদ্ভুতাং শক্তিং বন্দে ।

বস্তুতঃ সর্বপরিচ্ছেদশূন্য, সেই মহাদেবকে সাধারণরূপে (সাধক সাক্ষ্য করিতে চাহিলে) যিনি মহাদেবের আকার ধারণ করিয়া অবস্থিত হন, এবং সাধক যাহাকে সেই সাধারণ রূপেই লাভ করেন, সেই অদ্ভুত শিবশক্তিকে আমি প্রণাম করি ।

বিলক্ষণে মহাদেবে বিলক্ষণতয়া স্থিতাম্ ।

বিত্তাং বিলক্ষণৈরেব তাং বন্দে শক্তিমদ্ভুতাম্ ॥ ৮ ॥

অথ—বিলক্ষণে মহাদেবে^১ বিলক্ষণতয়া স্থিতাং বিলক্ষণৈঃ ঐষ
বিত্তাং তাং^২ অদ্বুতাং শক্তিং বন্দে ॥ ৮ ॥

যিনি নিঃশূণ, অপরিস্ফুট, চৈতন্তরূপ মহাদেবে নিঃশূণরূপে অবস্থিত।
এবং মুমুকুগণ যাহাকে সকল প্রকার লক্ষণের পরিবর্জন দ্বারা অবগত
হইয়া থাকেন, আমি সেই অদ্বুত শিবশক্তিকে প্রণাম করি ॥ ৮ ॥

অচেতাচিৎস্বরূপত্বাদচেতন ইব স্থিতে ।

চৈতন্ত্রে চেতনাহেতু স্তাং বন্দে শক্তিমদ্বুতাম্ ॥ ৯ ॥

অথ—(যা) অচেতাচিৎস্বরূপত্বাৎ অচেতনঃ ইব স্থিতে চৈতন্ত্রে
চেতনাহেতুঃ স্তাং অদ্বুতাং শক্তিং বন্দে ॥ ৯ ॥

চেতনাগ্রাহ্য সর্বপ্রকার বিষয়পরিশূন্য চিৎস্বরূপ মাত্র হওয়াতে,
যাহাকে অচেতন জড় বলিয়া প্রতীতি হয়, সেই চৈতন্ত্রে যিনি
বিষয়প্রকাশনরূপ চেতনার হেতু, আমি সেই অদ্বুত শিবশক্তিকে
প্রণাম করি ॥ ৯ ॥

চেতিতা চেতনেনেতি সর্বিকল্পস্বরূপতঃ ।

চৈতন্ত্রে চেতনাহেতু স্তাং বন্দে শক্তিমদ্বুতাম্ ॥ ১০ ॥

অথ—(সা) সর্বিকল্পস্বরূপতঃ (তৃতীয়া) চেতনেন চেতিতা ইতি
চৈতন্ত্রে চেতনাহেতুঃ তাং অদ্বুতাং শক্তিং বন্দে ॥ ১০ ॥

সর্বিকল্পরূপধারী আয়্যার দ্বারা প্রকাশিতা হন বলিয়া, যিনি
চেতনারহিত চৈতন্ত্রে ব্যবহারিকবিষয়প্রকাশনের হেতু, আমি সেই অদ্বুত
শিবশক্তিকে প্রণাম করি ॥ ১০ ॥

শক্তিরেব ন যন্তাস্তি সৌশক্তঃ কিং কৈরিয়্যতি ।

শক্ত্যা যয়া শিবঃ শক্ত্যন্তাং বন্দে শক্তিমদ্বুতাম্ ॥ ১১ ॥

অবয়—বস্তু শক্তিঃ এব ন অস্তি^১ অশক্তঃ সঃ কিং করিষ্যতি ?
বস্তু শক্ত্যা শিবঃ শক্তঃ (ভবতি) তাং অদ্ভুতাং শক্তিং বন্দে ॥ ১১ ॥

ঈহার শক্তি বা সামর্থ্য নাই, সেই শিব সামর্থ্যহীন হইয়া কি
করিতে পারেন ? এই হেতু, যে শক্তিবিশিষ্ট হইয়া, শিব জগজ্জননে
সমর্থ হন, আমি সেই অদ্ভুত শিবশক্তিকে প্রণাম করি ॥

আনন্দস্বরূপী স্তোত্রে শঙ্করাচার্য্য (?) বলিতেছেন :—

“শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুম্” ইত্যাদি ॥ ১১ ॥

শক্তা নূনং হি কার্য্যেষু শক্তিঃ শক্তিমতি স্থিতা ।

শিবাশ্রয়াদৃতেহশক্তা তাং বন্দে শক্তিমদ্ভুতাম্ ॥ ১২ ॥

অবয়—(যা) শক্তিঃ শক্তিমতি স্থিতা (সত্য) নূনং কার্য্যেষু শক্তা
(ভবতি) হি, (যা) শিবাশ্রয়াৎ ঋতে অশক্তা (ভবতি), তাং অদ্ভুতাং
শক্তিং বন্দে ॥ ১২ ॥

যে শক্তি, (শক্তির আধারভূত) পদার্থে বা পুরুষে বিद्यমান থাকেন
বলিয়া স্বকীয় কার্য্যে সমর্থ হইবেন এবং যিনি সেই শিবরূপ পুরুষের
আশ্রয় না পাইলে, কোন কার্য্যই করিতে সমর্থ হইবেন না—ইহা
সর্বজনবিদিত, আমি সেই অদ্ভুত শিবশক্তিকে প্রণাম করি ॥ ১২ ॥

শক্তিশক্তিমতোৰ্যস্যান্নবিবকল্পে ন বস্তুত ।

সামরন্তং শিবে যাতা তাং বন্দে শক্তিমদ্ভুতাম্ ॥ ১৩ ॥

অবয়—দ্ব্যংগ নির্বিকল্পে শক্তিশক্তিমতোঃ বস্তুতা ন (অস্তি),
(কিন্তু) (নির্বিকল্পে) শিবে সামরন্তং যাতা, তাং অদ্ভুতাং শক্তিং
বন্দে ॥ ১৩ ॥

জাতাদিসর্ববিকল্পপরিশুদ্ধ শিষ্টৈতত্ত্বে, পরমাত্মনিষ্ঠা জগজ্জননসমর্থ
শক্তির এং মায়াশবল ‘আত্মা’ বা অব্যাকৃতের বাস্তবিক সত্তা নাই ;

সেই হেতু, যে শক্তি, শক্তিমানকে লইয়া ভূমানন্দরূপ পরমাত্মার সহিত, সামরস্ত বা একতা লাভ করিয়াছেন, আমি সেই অদ্বুত শিবশক্তিকে প্রণাম করি ॥ ১৩ ॥

ভাবিতে ভাবুকৈরেবং শিবশক্তিপরাক্রমে।

স্বয়মুদ্বাসতি স্বাস্তে সামরস্তরসার্গবঃ ॥ ১৪ ॥

অর্থ—ভাবুকৈঃ শিবশক্তিপরাক্রমে এবং ভাবিতে (সতি) স্বাস্তে সামরস্তরসার্গবঃ স্বয়ং উদ্বাসতি ॥ ১৪ ॥

এই প্রকরণে পরমার্থস্বরূপ শিবের জগজ্জননরূপা শক্তি বা মায়ার পরাক্রম নিরূপিত হইল। যে সকল আত্ম-প্রেমিক পূর্বোক্ত প্রকটের মায়ার পরাক্রম ধ্যান করেন, তাহাদের হৃদয়ে অষ্টৈক স্বরূপ পরমার্থভাব, (স্বয়ং উদ্বলিত) সমুদ্রের ত্যায় আপনা হইতে উদ্বাসিত হয় ॥ ১৪ ॥

ভক্তে ভক্তিময়ীং পশৌ পশুময়ীং বিদ্বৎসু বিজ্ঞাময়ীং

সৃষ্টৌ ব্রহ্মময়ীং স্থিতৌ হরিময়ীং কল্পে পুষ্টিময়ীং।

জীবে বৃত্তিময়ীং জড়ে জড়ময়ীং শক্তিং শিবস্তাঙ্কিতাম্

তাং ধ্যায়ামি পদে পরাৎপরতরে স্বানন্দলীলাময়ীম্ ॥ ১৫ ॥

অর্থ—ভক্তে ভক্তিময়ীং, পশৌ পশুময়ীং, বিদ্বৎসু বিজ্ঞাময়ীং, সৃষ্টৌ ব্রহ্মময়ীং, স্থিতৌ হরিময়ীং, কল্পে পুষ্টিময়ীং, জীবে বৃত্তিময়ীং, জড়ে জড়ময়ীং, (ইতি) অদ্বুতাং শিবশক্তিং (ধ্যায়ামি) অহং পরাৎপরতরে পদে তাং স্বানন্দলীলাময়ীং ধ্যায়ামি ॥ ১৫ ॥

শিবশক্তি অতীব অদ্বুত, যেহেতু সেই শক্তি, ভক্তজনহৃদয়ে ভক্তি অর্থাৎ ভজনবিষয়ে স্নেহরূপা অন্তঃকরণবৃত্তিরূপে আবির্ভূতা

কন। তিনি মূঢ়জনের হৃদয়ে অজ্ঞানরূপা। তিনি জ্ঞানিজনে
 বিভারূপা অর্থাৎ যিনি জীব ও ব্রহ্মের একতা উপলব্ধি করিয়াছেন
 তাঁহার হৃদয়ে, আত্মভিন্ন যাবতীয় বস্তু মিথ্যা, এইরূপ নিশ্চয়রূপা
 অন্তঃকরণবৃত্তি। (পূর্বে, তাঁহার দেহে ‘আমি’বুদ্ধি ছিল,
 এক্ষণে গুরুপাদিষ্ট বিশুদ্ধ আত্মচৈতন্ত্রে আমিবুদ্ধি স্থিরতরা হওয়াতে,
 যাবতীয় অনাত্মবস্তুতে পূর্বোক্ত মিথ্যাত্বনিশ্চয়রূপা অন্তঃকরণ-
 বৃত্তি দৃঢ়তরা হইয়া গিয়াছে, তাহাকেই ‘বিজ্ঞা’ বলা হইতেছে)। সেই
 শক্তি জগৎসৃজনক্রিয়ায় বিরিক্শিরূপা। জগৎপালনেচ্ছারূপ চিত্তবৃত্তি
 সমূহে, সেই শক্তি হরিরূপা। সেই শক্তি ঈশ্বরের কৃজনসকল
 হইবার পূর্বে, স্বয়ংপ্রকাশ চিন্মাত্ররূপা ছিলেন। সেই শক্তি
 জীবের অর্থাৎ প্রাণোপাধিক্ চৈতন্ত্রে অন্তঃকরণবৃত্তিরূপা, এবং কাষ্ঠ
 লোষ্ট্রাদি লুপ্তসমূহে জাড্যরূপা। আমি সেই শিবশক্তিকে ধ্যান
 করিয়া, তাঁহাকেই পরম শুদ্ধচৈতন্ত্য নিরাময় স্বাত্মভূত আনন্দ বলিয়া
 উপলব্ধি করিতেছি। সেই পরমবিশুদ্ধ চৈতন্ত্য, পরাৎপরতর অর্থাৎ
 কারণস্বরূপ অব্যাকৃত হইতে যে অধিষ্ঠানচৈতন্ত্য পর বা শ্রেষ্ঠ,
 তাহা অপেক্ষাও, যিনি পর, অর্থাৎ অধ্যস্তের, মিথ্যাত্বহেতু যাহার
 অধিষ্ঠানতাও মিথ্যা—সেই চৈতন্ত্যই পরম বিশুদ্ধ ॥ ১৫ ॥

আনন্দানপি সংবিহায় বিষয়ানন্দানন্দানন্দাদরা

দাদানার্থিভি রর্থিতানপি জড়ৈরানন্দলেশানমূন।

আনন্দোপনিষৎপ্রমাণ পঠিতামানন্দসীমাশিখা

মানন্দামৃতবাহিনীং ভগবতীমানন্দরূপাং ভজ ॥ ২৬ ॥

অর্থ—আদানার্থিভিঃ জড়ৈঃ অর্শাদাদরাং অর্থিতান্ অপি বিষয়ানন্দান্,
 আনন্দান্ অপি, অমূন আনন্দলেশান্ সংবিহায়, (অহং) আনন্দোপনিষৎ

প্রমাণপঠিতাম্ আনন্দসীমাশিখাম্ আনন্দামৃতবাহিনীম্ আনন্দরূপাম্
ভগবতীং ভজ্ঞে।

আনন্দলিপ্সু অজ্ঞ লোকে, যে বিষয়ানন্দসকল তীব্র আদরের
সহিত প্রার্থনা করিয়া থাকে, সেই বিষয়ানন্দসকল (স্বরূপতঃ)
ব্রহ্মানন্দ হইলেন, সেই ব্রহ্মানন্দের কণামাত্র। আমি সেই
বিষয়ানন্দকে, সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া, সেই আনন্দরূপিণী
আনন্দামৃতবাহিনী ভগবতীকে ভজনা করি, যাঁহাকে আনন্দরহস্ত
প্রতিপাদক বেদবচন আনন্দে চরমসীমা বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছে।

৩১। লয়যোগঃ।

চঞ্চলং হি ন জানাতি মনো নিশ্চলতাস্থম্।

তদ্বিচিস্তয়িতুং তস্মৈ মুনিভির্দর্শিতো লয়ঃ ॥ ১ ॥

অর্থ—চঞ্চলঃ মনঃ নিশ্চলতাস্থং ন জানাতি হি, (অতঃ)
মুনিভিঃ তং বিচিস্তয়িতুং তস্মৈ (মনঃস্থৈর্যাসম্পাদনায়) লয়ঃ দর্শিতঃ ॥ ১ ॥

ইহা প্রসিদ্ধই আছে, যে চঞ্চলমন নিশ্চলতার স্থখ কি প্রকার, তাহা
জানে না অর্থাৎ বুঝিতে পারে না। সেই স্থখ অনুভব করাইবার
উদ্দেশ্যে, মনের স্থৈর্য্যাসম্পাদনজন্তু মুনিগণ লয়যোগ প্রতিপাদন
করিয়াছেন। ১।

আখ্যাঁতাঃ শব্দানাং গোঁঠ্যো হ্রসংখ্যাতা লয়ক্রমাঃ।

কেন জ্ঞেয়া কেন বর্ণ্যাঃ কিঞ্চিৎ কথয়াম্যহম্ ॥ ২ ॥

অর্থ—শব্দানাং হি গোঁঠ্যো আখ্যাঁতাঃ লয়ক্রমাঃ কেন জ্ঞেয়া, কেন
বর্ণ্যাঃ (ভবন্তি), অহং তু কিঞ্চিৎ কথয়ামি। ২।

প্রসিদ্ধি আছে, ভগবান্ শত্ৰু গৌরীকে অসংখ্য প্রকার লয়যোগের ভেদ উপদেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু আধুনিক স্বপ্নায়ুঃ, স্বপ্নযুক্তি ও স্বপ্নবল লোকের পক্ষে সকলগুলিই জানা, কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে ? সুতরাং আমি তাহার কিঞ্চিদংশই বলিতেছি :- ২।'

লয়স্থান নিদর্শন পূর্বক বলিতেছেন—

নিদ্রাদ্রো জাগরস্যাস্তে নিদ্রাস্তেজাগরোদয়ে ।

লয়ো ভবতি চিত্তস্ত কার্যং তত্রাত্মচিস্তনম্ ॥ ৩ ॥

অর্থ—নিদ্রাদ্রো জাগরস্ত অস্তে, নিদ্রাস্তে জাগরোদয়ে চিত্তস্ত লয়ো ভবতি, তত্র আত্মচিস্তনম্ কার্যম্ । ৩।

নিদ্রার প্রথম ক্ষণ, বাহ্য জাগরণের শেষক্ষণ এবং বাহ্য নিদ্রার শেষক্ষণ তাহা জাগরণের উদয়ক্ষণ; সেই সেই সময়ে, চিত্তের লয় হইয়া থাকে (ইহা সকলেই অসুভব করিয়া থাকেন)। সেই সময়েই আত্ম-চিস্তন করিতে হয় অর্থাৎ সেই নির্মলক ভাবে বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতে হয় । ৩।

যদা শিথিলতাং যাতি ভারং ত্যক্তে ব ভারিকঃ ।

আত্মাদরেণ কর্তব্যং তদৈব শিবপূজনম্ ॥ ৪ ॥

অর্থ—ভারং ত্যক্তা ভারিকঃ ইব আত্মা যদা (ভারং ত্যক্তা) শিথিলতাং যাতি, তদা এব আদরেণ শিবপূজনম্ কর্তব্যম্ । ৪।

ভারবাহী যে রূপ বোঝা দামাইয়া, শিথিল হইয়া পড়ে, সেইরূপ (অন্তঃকরণোপাধিক) জীব যখন সকল ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া ঐকান্তিকরূপ শিথিলতা লাভ করেন, সেই সময়েই শিবপূজা করিতে হয় অর্থাৎ প্রত্যগানন্দরূপ আত্মার ধ্যান করিতে হয় । ৪।

যদা যদা শিখিলতাং যাতি চিত্তং তদা তদা ।

চিস্তনীয়ো মহেশান স্তদেব শিবপূজনম ॥ ৫ ॥

অর্থ—যদা যদা চিত্তং শিখিলতাং যাতি তদা তদা মহেশানঃ
চিস্তনীয়ঃ, তদেব শিবপূজনং (ভবতি) । ৫ ।

পূর্বোক্ত দুই স্বযোগ ব্যতীত, অল্প স্নেহেই হৃদয় না কেন, মন
যখনই ব্যবহারে উদাসীনতা লাভ করে, তখনই মহেশের চিন্তা করিতে হয়
অর্থাৎ আত্মধ্যানে সাদরে প্রবৃত্ত হইতে হয় ; ইহাই শিবপূজা । ৫ ।

সূৰ্ব্বেষ্টানিষ্টভাবানামিষ্টত্বেনৈব ভাবনাং ।

নীরাগদেষতা চিত্তে বা সৈব শিবপূজনম ॥ ৬ ॥

অর্থ—সূৰ্ব্বেষ্টানিষ্টভাবানাং ইষ্টত্বেন এব ভাবনাং চিত্তে বা নীরাগ
দেষতা (জায়তে), সা এব শিবপূজনং (ভবতি) । ৬ ।

ব্যবতীয় ইষ্ট এবং অনিষ্ট ঘটনাকে, ইষ্টরূপে ভাবিতে পারিলে চিত্তের
যে দেবাসক্তিশূভাব জন্মে, তাহাই শিবপূজা । ৬ ।

পীড়ৈব পরমা পূজা যথা চরণপীড়নম্ ।

হৃৎখমেব পরা পূজা রুক্মমুদ্বর্তনং যথা ॥ ৭ ॥

অর্থ—পীড়া এব পরমা পূজা যথা চরণপীড়নম্ (পরমা পূজা
ভবতি) । হৃৎখমেব পরা পূজা যথা রুক্মমুদ্বর্তনং (পরা পূজা ভবতি) । ৭ ।

পাদসংবাহন করিতে কেহ মুষ্টিদ্বারা প্রহার করিলে, তাহার সেই
প্রহার যেমন পরম প্রসন্নতার কারণ বা পূজা বলিয়া গৃহীত হয়, দেহের
পীড়াকেও সেইরূপ পূজা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে । শরীরের
মল বা বেদনা দূর করিবার জন্ত শুষ্ক আমলকচূর্ণ, চণকাদিচূর্ণ
কিছা ধুলির দ্বারা .কেহ বলপূর্বক মার্জনা করিয়া দিলে, যেমন

সেই মার্জ্জন প্রসন্নতার কারণ বা পূজা বলিয়া গৃহীত হয়, সেইরূপ হঃখকেও উত্তম পূজা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে । ৭ ।

খেদ এব পরা পূজা খেদে চিতি মনোলয়ঃ ।

ভয়ং হি পরমা পূজা “ভীষাম্মাদি”তি চ শ্রুতঃ” ॥ ৮ ॥

অর্থ—স্পষ্ট ।

চিত্ত, তীব্রবিষাদগ্রস্ত হইলে চৈতন্ত্বেই লয় প্রাপ্ত হয়, কেননা চৈতন্ত্ব সকলেরই অধিষ্ঠান । যাহাঁ সর্বাধিষ্ঠান, তাহার প্রাপ্তির কারণ বলিয়া, এবং তদ্বারা চিত্ত অধিষ্ঠানমাত্রে পর্য্যবসন্ন হইয়া যায় বলিয়া, খেদ উৎকৃষ্ট পূজা । ভয় পুণ্যকর্মে প্রবৃত্ত করে বলিয়া এবং অভয়প্রাপ্তির জন্ত আত্মানুসন্ধানে নিয়োজিত করে বলিয়া, পরমপূজাস্বরূপ, যেহেতু শ্রুতিবচন রহিয়াছে—

“ভীষাম্মাদিতঃপবতে । ভীষোদেতি সূর্য্যঃ ।

ভীষাম্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ । মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চম ইতি ॥

[তৈত্তিরীয় উপনিষদে, (২।৮।১) ঋগ্বেদ বলিয়া উদ্ধৃত ।

মুসিংহ পুঃ, তা, ২, ৪ ।]

এই ব্রহ্মের ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হন, ইহারই ভয়ে সূর্য্য উদিত হন, ইহারই ভয়ে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হন, ইন্দ্র বর্ষণাদিস্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হন, এবং মৃত্যু ক্লীণায়ু জীবের প্রতি ধাবিত হন । (পূর্ব্বোক্ত বায়ু প্রভৃতির সহিত গণিত হইলে এই) মৃত্যু পঞ্চমস্থানীয় ।

দানং তু পরমা পূজা দীয়তে পরমাত্মনে ।

অদানং পরমা পূজা যদি চিত্তং প্রসীদতি ॥ ৯ ॥

অর্থ—স্পষ্ট ।

দান অন্তঃকরণের শোধক বলিয়া এবং চিত্তপ্রসাদের কারণ হয় বলিয়া, পূজাস্বরূপ। পরমাত্মার প্রতিই দানের প্রয়োগ হয়। প্রদত্ত বস্তুর উপর নিষ্কর কর্তৃত্ববিলোপ করিয়া, চিত্তপ্রসন্ন হয় বলিয়া এবং প্রতিগ্রহীতাকে আপন হইতে অভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করা হয়, বলিয়া দান পূজাস্বরূপ, তাহা পরমাত্মার উদ্দেশেই সম্পাদিত হয়। আদান—প্রতিগ্রহ*, অথবা অদান নিষ্কিঞ্চিনতাবশতঃ দানের অভাব, যদি চিত্তপ্রসাদের কারণ হয়, তবে তাহা পূজাস্বরূপ। ৯।

রোগা এব পরা পূজা রোগৈঃ পাপক্ষয়ো যতঃ।

আরোগ্যং পরমা পূজা নৈরোগ্যং মুক্তিসাধনম্ ॥ ১০ ॥

অন্বয়—স্পষ্ট।

রোগই উৎকৃষ্ট পূজা, কেননা রোগদ্বারা পাপক্ষয় হয়। আরোগ্যই উৎকৃষ্ট পূজা, কেননা শরীর নীরোগ থাকিলে, মুক্তিসাধনের সহায়তা করে।

ক্রিয়া তু পরমা পূজা শিবার্থং ক্রিয়তেহখিলম্।

অক্রিয়ৈব পরা পূজা নিশ্চলা ধ্যানরূপিণী ॥ ১১ ॥

অন্বয়—স্পষ্ট।

ক্রিয়া উৎকৃষ্ট পূজা, কেননা সকল কর্মই পরমাত্মমহাদেবের প্রীতির জন্য সম্পাদিত হয়। অক্রিয়াই উৎকৃষ্ট পূজা, কেননা তাহা শরীর ও মনকে নিশ্চল রাখে এবং কর্তার বা কর্তৃত্ববুদ্ধির, কর্মের ও ক্রিয়ার—এই ত্রিপুটির বিলোপ সাধন করিয়া ধ্যানস্বরূপ হয়।

‘আদান’ পাঠ করিলেই ‘প্রতিগ্রহ’ অর্থ পক্ষিট হয়।

সংসঙ্গঃ পরমা পূজা সংসঙ্গো মোক্ষসাধনম্ ।

অসংসঙ্গঃ পরা পূজা যত্র মোহঃ পরীক্ষ্যতে । ১২ ।

অর্থঃ—স্পষ্ট ।

সংসঙ্গ উৎকৃষ্ট পূজা, কারণ সংসঙ্গে মোক্ষলাভ হয় : অসংসঙ্গ উৎকৃষ্ট পূজা, কারণ হ্রঃসঙ্গরূপ কষ্টপাথর বিনা মোহস্রবণের শেষ পরীক্ষা হয় না । (টীকাকারকৃত এই অর্থ ভাল বুঝা গেল না । হ্রঃসঙ্গের ফলে, বিপরীত বুদ্ধি (উল্টাবুঝা) অথবা বিচারবিহীন প্রীতি ধরা পড়ে, এইরূপ অর্থ করিলে কতকটা দুঃখা যায় ।)

ধৈর্যাস্ত পরমা পূজা ধীরো হৃমৃতমশ্রুতে ।

অধৈর্যং পরমা পূজা শীঘ্রং কার্য্যবিমোক্ষতঃ ॥ ১৩ ॥

অর্থঃ—স্পষ্ট ।

ধৈর্য্যই উৎকৃষ্ট পূজা, কারণ ধীর ব্যক্তি অমৃত বা মুক্তিলাভ করে । অধৈর্য্যই উৎকৃষ্ট পূজা, কেননা তদ্বারা কর্তব্যাকর্ষের শীঘ্রই অবসান হয় । ১৩ ।

স্তুতিারব পরাপূজা স্তুতো দেবঃ প্রসীদতি ।

নিদৈব পরমা পূজা স্নহদাং গালয়ো যথা ॥ ১৪ ॥

অর্থঃ—স্পষ্ট ।

স্তুতিই উৎকৃষ্ট পূজা, কারণ কেহ স্তুতি করিলে আত্মদেব প্রসন্ন হন । নিদাই উৎকৃষ্ট পূজা, তাহা যেন স্নহজ্ঞানের গালি । ১৪ ।

তৃষ্ণৈব পরমা পূজা দেবার্থং বহু কাঙ্ক্ষতে ।

সন্তোষঃ পরমা পূজা ক্ষেবঃ সন্তোষলক্ষণঃ ॥ ১৫ ॥

অর্থঃ—স্পষ্ট ।

তুষ্ণা বা বহুপ্রাপ্তির আকাজ্জা, উৎকৃষ্ট পূজা, কারণ
আত্মদেবের প্রীতির উদ্দেশ্যেই বহুপ্রাপ্তির আকাজ্জা হয়। সন্তোষই
উৎকৃষ্ট পূজা, কারণ সন্তোষ বা আশু কামতা পরমা আত্মদেবের লক্ষণ। ১৫।

যাত্রাহি পরমা পূজা দেবসৈত্যতঃ প্রদক্ষিণম্ ।

আদীনং পরমা পূজা। স্মারনং যোগ উত্তমঃ ॥ ১৬ ॥

অর্থ—স্পষ্ট ।°

যাত্রা বা ভ্রমণ উৎকৃষ্ট পূজা, কারণ তাহা পরমেশ্বরকে প্রদক্ষিণ
করা। উপবেশন উৎকৃষ্ট পূজা, কারণ উত্তমরূপে উপবেশন বা
শরীরের স্থিতি, উৎকৃষ্ট যোগ বলিয়া পরিগণিত হয়। ১৬।

ভোজনং পরমা পূজা দেবনৈবেদ্যরূপতঃ ।

অভোজনং পরা পূজা জ্যোতিষ্যাস প্রিয়ো হরিঃ ॥ ১৭ ॥

অর্থ—স্পষ্ট ।

ভোজন উৎকৃষ্ট পূজা কারণ তাহা আত্মদেবের নৈবেদ্য।
অভোজন উৎকৃষ্ট পূজা, কারণ উপবাস হরির প্রীতিলাভের কারণ। ১৭।

স্থিতত্বং পরমা পূজা তদুপস্থানমাশ্রয়ঃ ।

পতনং পরমা পূজা নমস্কারস্বরূপিণী ॥ ১৮ ॥

অর্থ—স্পষ্ট ।

দণ্ডায়মান হইয়া থাকা উৎকৃষ্ট পূজা, তাহা আত্মদেবের
উপস্থান। (স্থিতিপস্থানে উর্দ্ধবাহু হইয়া দণ্ডায়মান হইবার ব্যবস্থা
আছে।) পতন উৎকৃষ্ট পূজা, তাহা নমস্কাররূপ। ১৮।

ভাষণং পরমা পূজা সর্বং স্তুতিময়ং হরেঃ ।

মৌনস্ত পরমা পূজা মৌনং ব্যাখ্যানমস্ম্যতঃ ॥ ১৯ ॥

অর্থ—স্পষ্ট ।

ভাষণ উৎকৃষ্ট পূজা, কারণ সকল প্রকারের শঙ্কোচ্চারণই হরির স্ততিভিন্ন অথ কিছুই নহে। মৌনই উৎকৃষ্ট পূজা, কারণ মৌনই আত্মদেবের প্রতিপাদন। স্ততি বলিতেছেন “যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ”—বাক্য ও মন যাহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আইসে।

“কিং সর্দিভীদমিদং নেতাশুভূতিরিত্তি কৈষেত্তীত্মিয়ং নেতাবচনে-
নৈবানুভবন্নৃবাটৈবমেব চিদানন্দাবপ্যবচণেনৈবানুভবন্নৃবাচ। (শৃংগিহে
ভরতাপিহ্যাপনিষৎ—৭)

প্রজ্ঞাপতি দেবগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন “সেই সদ্ভক্তর স্বরূপ তোমরা কিরূপ বুঝিয়াছ, বল।” দেবতারা, সত্তাসামান্যকেই সেই সদ্ভক্ত বলিয়া নিরূপণ করিলে, প্রজ্ঞাপতি কহিলেন—“ইহা নহে। সেই সদ্ভক্ত অশুভব মাত্র। “সেই অশুভূতি কি?” দেবগণ ঘটজ্ঞানাদিকে অশুভূতি বলিলে, প্রজ্ঞাপতি কহিলেন “ইহা নহে”। এই বলিয়া তিনি স্বয়ং অশুভূতি করিয়া, নোনী হইয়া বুঝাইলেন। চিৎ এবং আনন্দও, এইরূপেই অশুভব করিয়া মোনাবলম্বন পূর্বক বুঝাইলেন। ১৯।

চৈষ্টেব পরম পূজা চেষ্টতে তৎপ্রকাশতঃ

অচেষ্টা হি পরা পূজা জোষমান্বেতি, বেদবাক্ ॥ ২০ ॥

অর্থ—স্পষ্ট ।

চেষ্টা বা স্পন্দনই উৎকৃষ্ট পূজা, চৈতন্যের প্রকাশবশতঃ জীবের স্পন্দন হয়। নিঃস্পন্দই উৎকৃষ্ট পূজা, যেহেতু স্ততি, নিঃস্পন্দ হইয়া মোনাবলম্বন করিয়া (যথাস্থে) উপবেশন করিবার উপদেশ দিতেছেন (ছান্দোগ্য, উ, ১।১০।১১; অগ্রে “জানিগজ্জগজ্জিতম্” প্রক্বে ২০। শ্লোক দ্রষ্টব্য)। ২০।

জন্মৈব পরমা পূজা মোহবতারো হরেঃ-সতঃ ।

জীবনং পরমা পূজা জীবন-কার্য্যানি সাধয়েৎ ॥ ২১ ॥

অর্থঃ—স্পষ্ট ।

জন্মগ্রহণই উৎকৃষ্ট পূজা; তাহা সংস্করণ হরির দেহগ্রহণ বা অবতরণ। জীবনধারণই উৎকৃষ্ট পূজা, কেননা বাচিকা থাকিলেই লোকে কর্তব্য পালনে সমর্থ হয়। ২১।

দীর্ঘায়ুঃ পরমা পূজা যোগীনো দীর্ঘজীবিনঃ ।

স্বল্লায়ুঃ পরমা পূজা সতোহস্মাদ্বিমুচ্যতে ॥ ২২ ॥

অর্থঃ—স্পষ্ট ।

দীর্ঘায়ুই উৎকৃষ্ট পূজা, কারণ যোগিগণ দীর্ঘজীবী হয়। স্বল্লায়ুই উৎকৃষ্ট পূজা, কেননা স্বল্লায়ু হইলেই জীব এই দেহ হইতে শীঘ্র বিমুক্ত হইতে পারে।

মরণং পরমা পূজা নির্মাল্যাত্যাগরূপিণী ।

শোকো হি পরমা পূজা শোকো বৈরাগ্যসাধনম্ ॥

অর্থঃ—স্পষ্ট ।

মরণই উৎকৃষ্ট পূজা, কারণ মরণ পরমাত্মার জীবনব্যাপিনী পূজার নির্মাল্যাত্যাগ। শোকই উৎকৃষ্ট পূজা, কেননা শোক বৈরাগ্যের সাধন।

হর্ব এব পরা পূজা হৃষ্টরূপঃ সদা হরিঃ ॥ ২৩ ॥

অর্থঃ—স্পষ্ট ।

হর্বই উৎকৃষ্ট পূজা, কারণ হরি সর্বদাই হৃষ্টরূপ (সুখস্বরূপ) ॥ ২৪ ॥

পুষ্টিস্ত পরমা পূজা স্বস্থচিত্তো হি পুষ্টিমান্ ।

কুশলং পরমা পূজা কুশগাত্রা হি যোগীনঃ ॥ ২৪ ॥

অর্থঃ—স্পষ্ট ।

পুষ্টিই পরম পূজা, যেহেতু পুষ্টিমান পুরুষ স্বস্থচিত্ত থাকেন ।
কৃপতাই উৎকৃষ্ট পূজা, যে হেতু বোগিগণ কৃপাদেহ ।

লাভ এব পরা পূজা লাভঃ সন্তোষকারণম্ ।

হানিরেব পরা পূজা তস্মাদেব রিমুচ্যতে ॥ ২৬ ॥

অথ—স্পষ্ট ।

লাভই উৎকৃষ্ট পূজা, কারণ লাভ সন্তোষের কারণ হয় । হানিই
উৎকৃষ্ট পূজা, কেননা, যে বস্তু হারান যায়, তাহা তদ্রুপাঙ্গিনিত
দুশ্চিন্তা হইতে নিষ্কৃতি দেয় ।

শুণ এব পরা পূজা সাধুনাং সম্মতো শুণী ।

দোষা এব পরা পূজা নিরহঙ্কারতা যতঃ ॥ ২৭ ॥

অথ—স্পষ্ট ।

শুণই উৎকৃষ্ট পূজা, কেননা শুণী ব্যক্তি সাধুগণের নিকট পূজিত
হন । দোষই উৎকৃষ্ট পূজা, যেহেতু দোষ নিরহঙ্কারতা আনে ।

মান এব পরা পূজা মান্যতে পরমেশ্বরঃ ।

অপমানঃ পরা পূজা যোগী সিধ্যোদমানতঃ ॥ ২৮ ॥

অথ—স্পষ্ট ।

সম্মানই উৎকৃষ্ট পূজা, কেননা সম্মান পরমেশ্বরেরই প্রাপ্য । অপমানই
উৎকৃষ্ট পূজা, যেহেতু অপমান পাইলে, যোগী সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন ।
কথিত আছে, “অসম্মানাৎ তপোবুদ্ধিঃ সম্মানাতু তপঃকরঃ ।” অসম্মান
হইতে তপোবুদ্ধি হয় এবং সম্মান তপঃকরের কারণ হয় ।

ধনং হি পরমা পূজা ধনং ধর্ম্মস্য সাধনম্ ।

নির্ধনত্বং পরা পূজা ব্রহ্ম প্রাপ্তুমকিঞ্চনৈঃ ॥ ২৯ ॥

অথ—স্পষ্ট ।

ধনবান হওয়াই উৎকৃষ্ট পূজা, কারণ ধন ধর্মের সাধন। নিধনতাই উৎকৃষ্ট পূজা, কেননা নিকিঞ্চন যোগীই ব্রহ্মলাভ করেন।

অপ্রমাদঃ পরা পূজা হ্যপ্রমত্তোহি সিধ্যতি।

প্রমাদঃ পরমা° পূজা কৰ্তব্যং বিস্মরেত্ততঃ ॥ ৩০ ॥

অর্থ—স্পষ্ট।

সর্বদা অবহিতচিত্ত হইয়া থাকাই উৎকৃষ্ট পূজা, যেহেতু যিনি সর্বদাই অবহিতচিত্ত হইয়া থাকিতে পারেন, তিনি সিদ্ধি লাভ করেন। অগ্রমনস্কতাই উৎকৃষ্ট পূজা, কেননা বিস্মৃতি দ্বারাই কৰ্ত্তব্যকর্মের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। যাহারা সমাধিনিপু, তাঁহারা কৰ্ত্তব্য-বিস্মৃতি বাঞ্ছা করিয়া থাকেন।

স্বযুক্তিঃ পরমা পূজা, সমাধির্যোগিনাং হি সঃ ॥ ৩১ ॥

অর্থ—নিশ্চয়োজন।

স্বযুক্তি উৎকৃষ্ট পূজা, কারণ নিদ্রা ও সমাধিতে প্রপঞ্চবিস্মৃতি তুল্য রূপ বলিয়া জ্ঞানিগণের নিকট ভদ্রতর একই বস্তু। সেই হেতু স্বযুক্তি এক প্রকার সমাধি বন্ধিয়া পূজারূপে গণ্য হইতে পারে। “মুখে অর্জ-সম্পত্তিঃ।” (ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।১০)।

কর্মযোগঃ পরাপূজা, কর্মব্রহ্মার্পণং হরৌ ॥ ৩২ ॥

ভক্তিযোগঃ পরা পূজা যো মন্তৃতঃ সমে প্রিয়ঃ।

জ্ঞানযোগঃ পরা পূজা জ্ঞানাৎ কৈবল্যমশ্নুতে ॥ ৩৩ ॥

অর্থ—নিশ্চয়োজন।

কর্মযোগ উৎকৃষ্ট পূজা, কেননা তদ্বারা হইতে কর্মফলের

“ব্রহ্মার্পণ” হইয়া থাকে । (গীতা ৪।২৪) । ভক্তিবোগই উৎকৃষ্ট পূজা, কেননা ভগবান্ ত্রীকুণ্ণ, গীতায় (১২।১৪) বলিতেছেন “যিনি আমার ভক্ত, আমাতে মনবুদ্ধি অর্পণ করিয়াছেন, তিনিই আমার প্রিয় । জ্ঞানবোগই উৎকৃষ্ট পূজা, কারণ, জ্ঞানদ্বারাই কৈবল্যপ্রাপ্তি হয় (কেননা শ্রুতি বলিতেছেন “এবং বিদিত্বৈনং কৈবল্যাং ফলমব্রূতে । (কৈবল্যোপনিষৎ ২৪ ।)) তাহাকে এইরূপে জানিলেই কৈবল্যরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

তুরীয়ং পরমা পূজা সাক্ষাৎকার স্বরূপিণী ॥ ৩৪ ॥

অর্থ—স্পষ্ট ।

তুরীয়াবস্থা উৎকৃষ্ট পূজা, যেহেতু তাহা পরমাত্ম-সাক্ষাৎকার স্বরূপ ।

শ্রবণং পরমা পূজা শ্রুততে পরমেশ্বরঃ

“মননং পরমা পূজা মননং ধ্যানসাধনম্ ॥ ৩৫ ॥

অর্থ—স্পষ্ট

‘শ্রবণ’ বা শুক সন্নিধানে মোক্ষশাস্ত্রের শ্রবণ উৎকৃষ্ট পূজা ; কারণ, তাহাতে পরমেশ্বরের কথাই শুনা যায় । মননই উৎকৃষ্ট পূজা যেহেতু মনন, ধ্যানের সাধন ॥ ৩৩ ॥

মদগুরোঃ সদৃশঃ কশ্চিদ্গুরুঃ কর্ণে লগেচ্ছাদি ।

সর্বমেব তদা পূজা দেবস্ত লয়রূপিণী ॥ ৩৬ ॥

অর্থ—মদগুরোঃ সদৃশঃ কশ্চিদ্গুরুঃ যদি কর্ণে লগেৎ, তদা সর্বম্ এব দেবস্ত লয়রূপিণী পূজা ভবেৎ ।

আমার গুরুর ভ্রাতৃ যদি কোন গুরু, কাহারও কর্ণমূলে লাগেন (উপদেশ করেন), তাহা হইলে সকল কাৰ্য্যই আশ্চর্য্যের লয়রূপিনী পুন্দ্ররূপে পরিণত হয়।

লয়ানামপি সর্বেষাং বিশ্ববিস্তৃতি হেতুতঃ।

শ্রেষ্ঠং নাদামুসন্ধানং নাদো হি পরমো লয়ঃ ॥৩৭॥

অর্থঃ—সর্বেষাং লয়ানাম্ অপি নাদামুসন্ধানং বিশ্ববিস্তৃতিহেতুতঃ
শ্রেষ্ঠম্, হি (যতঃ) নাদঃ পরমঃ লয়ঃ।

যত প্রকার লয়োপায় আছে, তন্মধ্যে, দক্ষিণ কর্ণস্থিত অনাহত নাঁদের শ্রবণই শ্রেষ্ঠ লয়োপায়; কেননা তদ্বারা সাধক সমস্ত জগৎ প্রপঞ্চ ও দেহ ভুলিতে পারে। (সাধারণতঃ ওদেধিতে পাওয়া যায় বাহারী গীত-বাঁতাতির নাদশ্রবণে আসক্ত হইয়া যায়, তাহারী সকল কাৰ্য্যই ভুলিয়া যায়।)

মকরন্দম্পিবন্ ভূঙ্গো যথা গন্ধং ন কাঙ্ক্ষতি।

নাদাসক্তং তথা চিত্তং বিষয়ান্নাভিকাঙ্ক্ষতি ॥৩৮॥

যেমন ভ্রমর মধুপান করিতে আরম্ভ করিলে, আর গন্ধ চায় না, সেইরূপ মন অনাহতনাদে অথবা বাহ্য নাদে আসক্ত হইলে আর রূপরসাদিভোগের আকাঙ্ক্ষা করে না। [রাজযোগী এই 'নাদা মুসন্ধান' এইরূপে গ্রহণ করিবেন—শব্দ আকাশের গুণ বলিয়া জড়ের ধর্ম্ম। সুতরাং নাদামুসন্ধান এক প্রকার জড়োপাসনা, সেই হেতু হয়। জগৎপ্রপঞ্চের বিস্মৃতির জন্য বিচার করিতে হইবে, যে এই জগৎ-প্রপঞ্চ নামরূপাশ্রয়, সচ্চিদানন্দরূপ অধিষ্ঠানে অধ্যাত্ম। নাম

রূপের মধ্যে, রূপের লয় প্রতিকর্ণ দৃষ্টিগোচর হইতেছে । সুতরাং রূপের প্রতি চিত্তের আস্থা সহজেই হটিয়া যায় । রূপের লয় হইলে ন্যূনই থাকিয়া যায় । সেই নাম শব্দের আর কিছুই নহে । সেই শব্দের লয়ে সচ্চিদানন্দস্বরূপ অধিষ্ঠান—আত্মাই অবশিষ্ট থাকিয়া যায় । ইহাই নাদাত্মসন্ধান ।]

৩২ । ভক্তিরসায়নম্ ।

ভজনসুখলাভের মার্গস্বরূপ বলিয়া এই প্রবন্ধের নাম ভক্তিরসায়ন হইয়াছে ।

অথ সিদ্ধান্তসর্বস্বঃ শৃণু ভক্তিরসায়নম্ ।

জন্মমৃত্যুজরাব্যাদিভেষজঃ তত্রসায়নম্ ॥ ১ ॥

অর্থ—অথ সিদ্ধান্তসর্বস্বঃ ভক্তিরসায়নম্ শৃণু । তৎ রসায়নম্ জন্মমৃত্যুজরাব্যাদিভেষজং (ভবতি) ।

অনন্তর, জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে যে আপাততঃ বিরোধ দৃষ্ট হয়, তাহার মীমাংসারূপ চরমসিদ্ধান্ত এই ভক্তিরসায়ন প্রবন্ধ শ্রবণ কর । তাহা বৈদ্যকদিগের রসায়নের ত্রায় জন্মমৃত্যুজরাব্যাদির ঔষধস্বরূপ । ‘জন্ম’শব্দে দেহে অহস্তাব বুঝিতে হইবে ; ‘মৃত্যু’শব্দে দেহের অত্যন্ত বিস্মৃতি । জরা—বৃদ্ধত্ব, কিন্তু তদ্বারা ‘বিপর্যায়’ ‘অপক্ক’ প্রভৃতি অন্ত্যস্ত বিকারও বুঝিতে হইবে ॥২॥

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষানাং জ্ঞানবৈরাগ্যয়োরপি ।

অন্তঃকরণশুদ্ধেচ্ছ ভক্তিঃ পরমসাধনম্ ॥ ২ ॥

অথ—ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং জ্ঞানবৈরাগ্যয়োঃ অপি অন্তঃকরণশুদ্ধেঃ
চ ভক্তিঃ পরমসাধনম্ (ভবতি) ॥ ২ ॥

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্কর্গের, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের, এবং
অন্তঃকরণ শুদ্ধির, ভক্তিই ঐক্লষ্ট সাধন। ২ ॥

যয়া ব্রহ্মত্যা জীবোহয়ং দধাতি ব্রহ্মরূপতাম্ ।

সাধিতা সনকাদৈঃ সা ভক্তিরিত্যভিধীয়তে ॥ ৩ ॥

অথ—অত্র (চিদানুনি) যয়া ব্রহ্মত্যা অয়ং জীবঃ ব্রহ্মরূপতাম্ দধাতি,
যায়া সনকাদৈঃ সাধিতা সা ভক্তিঃ ইতি অভিধীয়তে ॥ ৩ ॥

ভক্তির লক্ষণ :—

প্রত্যক্পরোক্ষাদিরহিত (শুদ্ধ) চিদানুয়ৈষ আসক্তি (রাগরূপ
চিন্তবৃত্তি বাৎপ্রম) অন্মিলে, (তোমার, আমার মত) এই জীব ব্রহ্মরূপ
ধারণ করে, এবং যে আসক্তি সনকাদি সাধনা করিয়া, লাভ করিয়া-
ছিলেন, তাহাকেই আমরা ভক্তি বলিতেছি । (“বিবেকচূড়ামণি”তে
আচার্য্যপাদ ভক্তির লক্ষণ দিয়াছেন)—“স্বরূপানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যভি-
ধীয়তে” আত্মস্বরূপের অনুসন্ধানকে ভক্তি বলে । “মোক্ষকারণসামগ্র্যাং
ভক্তিরেব গরীয়সী”-মোক্ষসাধনসমষ্টির মধ্যে ভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন ।
(৩২ সংখ্যক শ্লোক) ।

সর্ব্বা সাধনসম্পত্তিরস্তিভক্তিস্তু নাস্তি চেৎ ।

তর্হি সাধনসম্পত্তিস্তুষকশুনবৎ ॥ ৪ ॥

অথ—সর্ব্বা সাধনসম্পত্তিঃ অস্তি তু ভক্তিঃ চেৎ, ন অস্তি, তর্হি সাধন-
সম্পত্তিঃ তুষকশুনবৎ বৃথা (ভবতি) ॥ ৪ ॥

যদি বিবেক, বৈরাগ্য, শরদমাদিসাধনসম্পদ থাকে, কিন্তু ভক্তি না থাকে, তবে সেই সাধনসমষ্টি তুষকগুণের জ্ঞান নিফল । (এই শ্লোক ভাগবতের দশম স্কন্ধে ১৪শ অধ্যায়ে, ব্রহ্মকৃত স্তবের ৪র্থ শ্লোকের ধ্বনিমাত্র । যোগমার্গেও পতঞ্জলি—“সমাধিসিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ” সাধনপাদ, ৪৫—এই সূত্রে ভক্তির প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন । ইহার অর্থ, ঈশ্বরপ্রণিধান বা ভক্তির দ্বারাও সমাধিসিদ্ধি হইয়া থাকে) ॥ ৪ ॥

যদ্যত্র সাধনং নাস্তি ভক্তিরস্তি মহেশ্বরে ।

তদাক্রমেণ সিধ্যস্তি বিরক্তিজ্ঞানমুক্তয়ঃ ॥ ৫ ॥

অর্থ—যদি অত্র সাধনং নাস্তি, মহেশ্বরে ভক্তি: অস্তি, তদা ক্রমেণ বিরক্তিজ্ঞানমুক্তয়ঃ সিধ্যস্তি ॥ ৫ ॥

যদি নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকাদি অত্র কোনও সাধন না থাকে, কেবল মহেশ্বরে (আত্মাতে) ভক্তি থাকে, তাহা হইলে, বৈরাগ্য, জ্ঞান ও মুক্তি ক্রমে ক্রমে সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

ন হি কশ্চিদ্ভবেশ্চৈব মুক্ত ঈশ্বরানুগ্রহং বিনা ।

ঈশ্বরানুগ্রহাদেব মুক্তিরিত্যেব নিশ্চয়ঃ ॥ ৬ ॥

অর্থ—ঈশ্বরানুগ্রহং বিনা কশ্চিৎ নহি মুক্ত: ভবেৎ । ঈশ্বরানুগ্রহাদেব মুক্তি: ইতি এষ নিশ্চয়ঃ ॥ ৬ ॥

ঈশ্বরের অনুগ্রহ বিনা কেহই মুক্ত হইতে পারেন না । ঈশ্বরের অনুগ্রহ হেতুই মুক্তিলাভ হয়, ইহাই সিদ্ধান্ত; অর্থাৎ ঈশ্বরানুগ্রহে সঙ্গতলাভ, এবং তদ্বারা মুক্তি, ইহাই ভাবার্থ ॥ ৬ ॥

ঈশ্বরঃ পরিপূর্ণত্বান্নতু কিঞ্চিদপেক্ষতে ।

প্রীত্যৈবাপ্ত প্রসন্নঃ সন্ পরং কুর্যাদনুগ্রহম্ ॥ ৭ ॥

অর্থ—ঈশ্বরঃ তু পরিপূর্ণত্বাৎ কিঞ্চিৎ ন অপেক্ষতে, প্রীত্যা এব
আপ্ত প্রসন্নঃ সন্ পরং অনুগ্রহীৎ কুর্য্যাৎ ।

ঈশ্বর পরিপূর্ণত্বাৎ আপ্তকাম বলিয়া যজ্ঞদানাদিরু কিঞ্চিৎ স্বভোগোপ-
যোগী ত্রব্যাদির অপেক্ষা রাখেন না । (যজ্ঞ, দান, সধর্ম্মানুষ্ঠান, জপাদি
দ্বারা ঈশ্বর প্রীত হন বটে, কিন্তু তাহা দীর্ঘকালে, এবং তাহাতেও ভক্তির
অপেক্ষা আছে । কিন্তু কেবল ভক্তি দ্বারা তিনি শীঘ্র প্রসন্ন হইয়া চরম
অনুগ্রহ করিয়া থাকেন । “কেবল ভক্তি” অর্থাৎ যে ভক্তিতে যজ্ঞ-
দানাদির অনুষ্ঠানের অপেক্ষা নাই, সেইরূপ ভক্তিদ্বারা ঈশ্বরের অনুগ্রহ
বা প্রসাদ অবিলম্বেই লাভ করা যায় । “সেই” প্রসাদ চরম অর্থাৎ
তাহা জ্ঞানপ্রদ ও সদৃশকপ্রাপক । ‘সেই কেবল ভক্তি’র কথা প্রহ্লাদ
কুনাইয়াছিলেন—(বিষ্ণুপুরাণ ১।২০।১৭)

যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েহনপায়িনী ।

ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু ॥

অর্থ—বিষয়েরু অবিবেকানাং যা প্রীতিঃ অনপায়িনী, ত্বাম্ অনুস্মরতঃ
মে হৃদয়াৎ সা (তদনুস্মরুণা প্রীতিঃ) যা স্পর্শসর্পতু ।

বিচারবিহীন লোকের ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে আসক্তি ঘেঁরুপ কয়-
হীন, (হে ভগবন্) তোমার মহিমাদি জামিবার পর, তোমার স্মরণে
আমার যে আসক্তি জন্মিয়াছে, তাহা আমার হৃদয় হইতে যেন
তিরোহিত না হয়, অর্থাৎ সেইরূপ স্পর্শহীন হইয়া থাকে ।

[এই শ্লোকের পূর্ব শ্লোকে প্রহ্লাদ, কৰ্মবশে যে যোনিতেই জন্ম হউক না কেন, তাহার প্রতিজ্ঞাই, ভক্তি প্রার্থনা করিয়াছিলেন ; এই শ্লোকে বিষয়াসক্তির দৃষ্টান্তে, সেই ভক্তি বাহাতে, সৰ্ব্বপ্রকারেই অপরিহার্য্য হয়, তাহারই প্রার্থনা করিলেন।]

আর “শাণ্ডিল্য স্তব” রহিয়াছে—

“সাঁ পরানুরক্তিরীশ্বরে ।” ১।২ *

ঈশ্বরে রাগ বা আসক্তিকে পরাভক্তি বলে।

* এইরূপে পরাভক্তির লক্ষণ করা হইল। পূর্বস্থত্রে “ভক্তি” শব্দের উল্লেখ থাকিতে “সাঁ পরা” শব্দে পরাভক্তিকেই বুঝিতে হইবে। “পরা” শব্দদ্বারা গোণী ভক্তিকে বাদ দেওয়া হইল। আরাধ্যবিষয়ক রাগ বা আসক্তির নাম ভক্তি হটে, তাহা ঈশ্বরবিষয়ক না হইলেই গোণীভক্তি। পরমেশ্বরবিষয়ে সেইরূপ অন্তঃকরণবৃত্তিবিশেষ হইলেই পরাভক্তি। লৌকিক অনুরাগের তুলনায় পরাভক্তির বিশিষ্টতা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে বলিয়া প্রহ্লাদ পুরোক্ত শ্লোকে সাধারণ লোকের বিষয়ানুরাগের দৃষ্টান্ত দিলেন।

উক্ত স্থত্রে ‘সাঁ পরা’ এই অংশটুকু লক্ষ্য। ঈশ্বরে অনুরক্তি এই অংশটুকু লক্ষণ। এই লক্ষণে ‘অনু’ এই উপসর্গটি অপেক্ষাতিরিক্ত নহে অর্থাৎ অত্যাবশ্যকীয়। কংনাদির জ্ঞান ভগবানে বাহাদের দ্বেষবুদ্ধি, তাহাদের সেই দ্বেষবিষয়ে চিত্ত প্রবণতারূপ আসক্তি বাহাতে পরাভক্তি মধ্যে পরিগণিত না হয়, সেইজন্য আরাধ্যবিষয়ক আসক্তিকেই বা অনুরক্তিকেই পরাভক্তি বলা হইল। ভগবানের মহিমাদিক্রমের অনু অর্থাৎ পশ্চাৎ সেই আসক্তি দ্বয়ে বলিয়াও তাহার নাম অনুরক্তি। সূত্রান্তর্গত ‘ঈশ্বরে’ এই শব্দদ্বারা জীবোপাধিহারা অনবচ্ছিন্ন চেতনকেই বুঝিতে হইবে। তাহা না বুঝিলে, সর্বত্র জগৎই যখন পরমেশ্বরাত্মক, তখন পিতৃাদিও পরমেশ্বর মূর্ত্তি বলিয়া, পিতৃাদিবিষয়ক অনুরাগও পরাভক্তি মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে। কিন্তু ঈশ্বরে শব্দের অর্থ পুরোক্তরূপ বুঝিলে অর্থাৎ সেই আসক্তিকে পিতৃাদি সৃষ্টিবিকার দ্বারা অবিশিষ্ট বুঝিলে, সেই দোষ আর ঘটিতে পারে না, অধিকন্তু অবতারাবচ্ছিন্ন

পরমাত্মনি বিশেষে ভক্তিশ্চেৎ প্রেমলক্ষণা।

সর্বমিব তদা সিদ্ধং কৰ্ত্তব্যং নাবশিষ্যতে ॥ ৯ ॥

অর্থ—পরমাত্মনি বিশেষে চেৎ প্রেমলক্ষণা ভক্তি (ভবেৎ), তদা সর্বম্ এব সিদ্ধং ভবতি, কৰ্ত্তব্যং ন অবশিষ্যতে ॥ ৯ ॥

যদি পরমাত্মরূপ ঈশ্বরে প্রেম নামক ভক্তি জন্মে, তাহা হইলে সকলই সিদ্ধ হইল, কিছুই কৰ্ত্তব্য বাকী রহিল না ॥ ৯ ॥

অপরোক্ষানুভূতি য়া বেদান্তেষু নিরূপিতা।

প্রেমলক্ষণভক্তেষু পরিণামঃ স এব হি ॥ ১০ ॥

অর্থ—বেদান্তেষু যা অপরোক্ষানুভূতিঃ নিরূপিতা, স প্রেমলক্ষণভক্তেঃ তু পরিণামঃ এব হি ॥ ১০ ॥

বেদান্তশাস্ত্রে যাহাকে অপরোক্ষানুভূতি বলে, তাহা প্রেম নামক ভক্তিরই পরিণাম ॥ ১০ ॥

শাস্ত্রার্থঃ সম্পরিক্ষাতো জাতং প্রেম মহেশ্বরে

প্রেমানন্দ প্রকারেণ বৈতং বিস্মরণং গতম্ ॥ ১১ ॥

অর্থ—শাস্ত্রার্থঃ সম্পরিক্ষাতঃ, মহেশ্বরে প্রেম জাতং (যদা), (তদা), প্রেমানন্দপ্রকারেণ বৈতং বিস্মরণং গতম্।

ঈশ্বরের পূর্ণাবির্ভাবে আসক্তিও উক্ত লক্ষণের অন্তর্ভুক্ত হয়। পূর্বোক্ত শ্লোকে প্রবাদ যে ‘প্রীতি’ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহার অর্থ, মৃগসংস্কারের সহিত অব্যভিচারিভাবে সম্বন্ধ যে রাগ বা আসক্তি; তাহা অম্বরক্তিরই নামান্তর; কারণ, চেদ্বিরাজ প্রভৃতির স্তায় বাহাদের ঈশ্বরবিগ্রহে যেষবুদ্ধি, তাহাদিগের আসক্তি অম্বরক্তি নহে।

যখন বেদান্ত শাস্ত্রের অর্থজ্ঞান জন্মিয়াছে এবং পরমেশ্বরে প্রেম জন্মিয়াছে, তখন প্রেম নামক আনন্দাশ্রয়ী চিত্তবৃত্তি যে প্রকারে দ্বৈতের নিসৃত্তি ঘটায়, সেই প্রকারেই (জ্ঞানদ্বারা) দ্বৈতভ্রম তিরোহিত হয় অর্থাৎ প্রেমভক্তি দ্বৈতের বিন্ধারক এবং জ্ঞানও অদ্বৈতবিষয়ক ; সুতরাং জ্ঞান ও ভক্তির বৈলক্ষণ্য না থাকিতে, পরিণাম একই ।

বাসুদেবময়ং সর্বং বাসুদেবাত্মকং জগৎ ।

ইথং দ্বৈতরসাত্যস্ত জ্ঞানং কিমবশিষ্যতে ॥ ১২ ॥

অবয়ব—সর্বং বাসুদেবময়ং, জগৎ বাসুদেবাত্মকং—ইথং দ্বৈতরসাত্যস্ত (জনস্ত) জ্ঞানং অবশিষ্যতে কিম্ ?

সকলেই বাসুদেবময় এবং জগৎ বাসুদেবাত্মক—এই প্রকারে যিনি দ্বৈতে বা জগতে আনন্দানুভব করেন, তাঁহার কি জ্ঞান হইতে বাকী থাকে? কখনই না। রসাত্য—আনন্দসম্পন্ন। জ্ঞান—অদ্বৈতাত্ম-স্বরূপজ্ঞান। সেইরূপ ভক্ত অদ্বৈতজ্ঞানসম্পন্ন হন বলিয়া, ভক্তি ও জ্ঞানের ভেদ প্রতিপাদন করা চলে না। বিষ্ণুভক্ত ভাবেন—

বাসুদেবঃ পরং ব্রহ্ম পরমাত্মা পরাৎপরঃ ।

অন্তর্বহিঃস্চতৎ সর্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ ॥ ১৩ ॥

অবয়ব—বাসুদেবঃ পরং ব্রহ্ম, সঃ পরমাত্মা, সঃ পরাৎপর। তৎসর্বং অন্তঃ বহিঃ চ ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ ।

বাসুদেবের পরমব্রহ্ম, (তিনিই জীবসমূহের) পরমাত্মা ; তিনিই ব্রহ্মাদি দেবগণ হইতে শ্রেষ্ঠ। অন্তরে ও বাহিরে, সেই জীব, জগৎ, দেবগণ, সমস্তকেই ব্যাপিয়া, নারায়ণ অবস্থান করিতেছেন ।

অণুরূপে কৃশঃ স্থূলো গুণভূমিগুণৌ মহান্ ।

ইত্যাদিবচনৈর্ভক্তো বৈষ্ণবঃ স্তোতি কেশবম্ ॥ ১৪ ॥

অর্থ—অণুঃ, অং বৃহৎ, অং কৃশঃ, অং স্থূলঃ, অং গুণভূৎ, অং নিগুণঃ, অং মহান্ ইত্যাদি বচনৈঃ ভক্তঃ বৈষ্ণবঃ কেশবং স্তোতি ।

ভক্ত বৈষ্ণবঃ—‘তুমি (পরিমাণে) অণু, তুমি বৃহৎ, তুমি কৃশ, তুমি স্থূল, তুমি সগুণ, তুমি নিগুণ, তুমি (গুণে) মহান্, (তুমি ক্ষুদ্র)’ এইরূপ বাক্যে কেশবের স্তব করিয়া থাকেন ।

শিবঃ কৰ্ত্তা শিবো ভোক্তা শিবঃ সৰ্বৈশ্বরেশ্বরঃ ।

শিবি আত্মা শিবো জীবঃ শিবাদন্ত্যন্নবিভূতে ॥ ১৫ ॥

খং বায়ুতেজোজলভূক্ষেত্রজার্কেন্দুমূর্তিভিঃ ।

অষ্টাভিঃ শান্তবঃ স্তোতি শঙ্করম্ ॥ ১৬ ॥

অর্থ—(শিবভক্তঃ বদতি) শিবঃ কৰ্ত্তা, শিবঃ ভোক্তা, শিবঃ সৰ্বৈশ্বরে-
শ্বরঃ, শিবঃ আত্মা ; শিবঃ জীবঃ, শিবঃ অন্ত্যন্ন বিভূতে । খং বায়ু-
তেজোজলভূক্ষেত্রজার্কেন্দুমূর্তিভিঃ অষ্টাভিঃ শান্তবঃ অষ্টমূর্তিঃ শঙ্করং
স্তোতি চ ।

শিবভক্ত শঙ্করের স্তব করিয়া বলেন—শিবই কৰ্ত্তা, শিবই ভোক্তা,
শিব দেবাদিদেব, তিনিই আত্মা, তিনিই জীব, সেই শিব ভিন্ন অস্ত কিছুই
নাই । শিবভক্ত—“শর্করায় ক্ষিতিসূৰ্য্যে নমঃ, ভবায় জলমূৰ্ত্তয়ে নমঃ,
রুদ্রায় অগ্নিসূৰ্য্যে নমঃ, উগ্রায় বায়ুমূৰ্ত্তয়ে নমঃ, ভীমায় আকাশমূৰ্ত্তয়ে
নমঃ, পশুপতয়ে যজ্ঞমান (ক্ষেত্রজ)-মূৰ্ত্তয়ে নমঃ, মহাদেবায় সোম-
মূৰ্ত্তয়ে নমঃ, ঈশানায় স্বৰ্গমূৰ্ত্তয়ে নমঃ—বলিগ্নী অষ্টমূর্তি শঙ্করের
পূজা করিয়া থাকেন ।

ইদং যদা পরিণতং প্রেমতত্ত্বজ্ঞানমেব হি ।

অথ যুক্ত্যন্তরম্ :—

অন্বয়—যদা ইদং প্রেম পরিণতং তৎ জ্ঞানম্ এব হি । অথ যুক্ত্যন্তরম্ (অস্তি) ।

যখন এই প্রকার ভজন নিরতিশয় সুধরূপে পর্যাবসিত হয়, তখন সেই প্রেম যে জ্ঞান, ইহা তৎক্ষণ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন । আর অত্র যুক্তিও আছে—

বালক্ স্তাততাত্তেতি জনকং প্রতি ভাষতে ।

ন পুনস্তাতশব্দার্থং স তু জানাতি কিঞ্চন ॥১৭॥

অন্বয়—বালকঃ জনকং প্রতি “তাত তাত” ইতি ভাষতে, সঃ পুনঃ তাতশব্দার্থং তু কিঞ্চন ন জানাতি ।

বালক পিতাকে ‘তাত তাত’ বলিয়া ডাকে বটে, কিন্তু (পক্ষান্তরে) সে ‘তাত’ শব্দের অর্থ কিছুমাত্র বুঝে না ।

যদাতাতপদার্থস্ত ব্যুৎপত্তিং যাত্যসৌ ক্রমাৎ ।

তুদাতু সত্যমেবায়ং তাত ইত্যেতি নিশ্চয়ম্ ॥১৮॥

অন্বয়—যদা অসৌ ক্রমাৎ তাতপদার্থস্ত ব্যুৎপত্তিং যাতি, তদা তু অয়ং সত্যং এব তাতঃ ইতি নিশ্চয়ম্ এতি ;

কিন্তু ক্রমে যখন সে তাতশব্দের অর্থের জ্ঞান লাভ করে, তখন ইনি সতাই সেই তাত, এইরূপ নিশ্চয় লাভ করে ।

তথা ভক্তে ভজন্ দেবং বেদশাস্ত্রোদিতৈঃ ক্রমৈঃ ।

ব্যুৎপত্তিং পরমাং প্রাপ্য যুক্তো ভবতি হি ক্রমাৎ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়—তথা ভক্তঃ বেদশাস্ত্রাদিতৈঃ ক্রমৈঃ দেবং ভজন্, ক্রমাৎ পরমাং ব্যুৎপত্তিং প্রাপ্য হি মুক্তঃ ভবতি।

সেইরূপ, বেদে ও পুরাণধর্মি শাস্ত্রে যে পদ্ধতি উপদিষ্ট হইয়াছে, সেই পদ্ধতি অনুসারে; ভক্ত, ভগবানের ভজনা করিয়া, কালক্রমে (বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থ বিচার দ্বারা) যথার্থ শকার্থজ্ঞান লাভ করিয়া, মুক্ত হইয়া যান।

জ্ঞান ও ভক্তি যে অভিন্ন, তাহার কারণান্তর প্রদর্শন করিতেছে:—

কিঞ্চ লক্ষণভেদোহি বস্তুভেদস্ত কারণম্।

ন ভক্তজ্ঞানিনো দৃষ্টা শাস্ত্রে লক্ষণভিন্নতা ॥ ২০।

অন্বয়—কিঞ্চ লক্ষণভেদঃ হি বস্তুভেদস্ত কারণং (ভবতি), শাস্ত্রে ভক্তজ্ঞানিনোঃ লক্ষণভিন্নতা ন দৃষ্টা।

আর দুই বস্তুর লক্ষণ (definition) পরস্পর ভিন্ন হইলেই, তাহারাও ভিন্ন বলিয়া বুঝিবার কারণ হয়। কিন্তু শাস্ত্রে ভক্তের ও জ্ঞানীর লক্ষণে ভেদ দৃষ্ট হয় না।

বিরাগশ্চ বিচারশ্চ শৌচমিচ্ছিয়নিগ্রহঃ।

দেবে চ পরমা প্রীতি স্তদেকং লক্ষণং দ্বয়োঃ ॥ ২১।

অন্বয়—বিরাগঃ চ বিচারঃ চ শৌচম্ ইচ্ছিয়নিগ্রহঃ, দেবে চ পরমা প্রীতিঃ, তৎ দ্বয়োঃ একং লক্ষণম্।

কারণ, বৈরাগ্য, বিচার, শৌচ, ইচ্ছিয়নিগ্রহ, এবং দেবে (ঈশ্বরে বা পরমাশ্রয়) পরমাপ্রীতি, ইহাই ভক্তি ও জ্ঞানের অভিন্ন লক্ষণ।

অধ্যায়ে ভক্তিব্যোগাখ্যে গীতায়াং ভক্তিলক্ষণম্।

যদুক্তমষ্টভিঃ শ্লোকৈর্দৃষ্টং জ্ঞানিষু তন্ময়া ॥২২।

অর্থ—গীতায়াং ভক্তিব্যোগ্যে অধ্যায়ে অষ্টভিঃ শ্লোকৈঃ যৎ ভক্তি-
লক্ষণং উক্তং, তৎ ময়া জ্ঞানিষু দৃষ্টম্।

গীতার ভক্তিব্যোগ্যনামক দ্বাদশাধ্যায়ে, ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ, “অদ্বৈতা
সর্বভূতানাম্ ইত্যাদি আরম্ভ করিয়া “ভক্তান্তেহতীব মে প্রিয়াঃ” এই,
পর্যন্ত ৮টি শ্লোকে যে ভক্তির লক্ষণ করিয়াছেন, সেই লক্ষণ আমি
জ্ঞানীতেও দেখিয়াছি।

তবাস্মীতি ভজত্যেকস্তমেবাস্মীতি চাপরঃ।

ইতি কিক্বিদ্ধিশেষেহপি পরিণামঃ সমো দ্বয়োঃ ॥২৩।

অর্থ—একঃ তব অস্মি ইতি ভজতি, অপর ‘ত্বম্’ এব অস্মি’
ইতি (ভজতি) ইতি কিক্বিৎ বিশেষে অপি, দ্বয়োঃ পরিণামঃ সমঃ।

আমি তোমারই হইতেছি, এই বলিয়া তবু ভজনা করিয়া থাকেন।
জ্ঞানী ভজনা করেন—‘আমিই হইতেছি তুমি’ এই বলিয়া। এইরূপ
কিক্বিৎ বিশেষ থাকিলেও উভয়ের পরিণাম একই।

অন্তর্বহিঃস্বা দেবং দেবভক্তঃ প্রপশ্যতি।

দাসোহহং ভাবয়ন্তেব দাকারং বিস্মরত্যসৌ ॥২৪।

অর্থ—দেবভক্তঃ স্বয়ং অন্তঃ বহিঃ দেবং প্রপশ্যতি, (তদা) অসৌ
অহং দাসঃ (ইতি) ভাবয়ন্তেব দাকারং বিস্মরতি এব।

দেবভক্ত যখন ‘আমি হইতেছি তোমার দাস’ এইরূপ ভাবনা করিতে
করিতে, শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া দেবর্তাকে অন্তরে ও বাহিরে দর্শন করেন,

অর্থাৎ অন্তরে, বুদ্ধি, অহঙ্কার প্রভৃতি সকল বৃত্তির সাক্ষী রূপে, একবৃত্তির অবসানের ও দ্বিতীয় বৃত্তির উত্থানের মধ্যে যে ব্যবধান, তাহারও প্রকাশক রূপে, এবং বাহিরে, বহির্জগতের প্রকাশকরূপে ও বাহ্য জগদাত ঘটপটাদি পদার্থের মধ্যে শ্রুই ছুই পদার্থের উপলব্ধির ব্যবধানেরও প্রকাশকরূপে,—চিন্মাত্রৈকশ্রুতাব দেবকে বা আত্মাকে, দর্শন করেন, তখন সেই ভক্ত 'দাসোহং' এই বাক্যের 'দা' কান্ধটি ভুলিয়া শ্রবণ— 'দাসোহ হম্' ও 'সোহং' এই ছুই প্রকার অশ্রুতের ভেদ অনুভব করেন না।

দৃষ্ট্যযকাস্তভক্তেষু নারদ প্রমুখেষু তৎ ।

কিঞ্চিদ্ভিশেষং বক্ষ্যামি ত্রমেকাগ্রমনাঃ শৃণু ॥২৫।

অর্থ—নারদ প্রমুখেষু একান্তভক্তেষু তৎ দৃষ্টম্ । (জ্ঞানাং ভক্তেঃ) কিঞ্চিৎ বিশেষং বক্ষ্যামি, ত্রম্ একাগ্রমনাঃ (সন্) শৃণু ।

নারদ প্রভৃতি একান্তভক্তে তাহা দেখা গিয়াছে । (বিষ্ণুভাগবত ১।৬।১৬—১৭ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য) । জ্ঞান হইতে ভক্তির যে কিছু উৎকর্ষ আছে, তাহা আমি বলিব, একাগ্রমনা হইয়া শুনা ।

যদীশ্বররসী ভক্ত স্তদীশ্বররসী বুধঃ ।

উভৌ যত্বেকরসৌ তথাপীষদ্বিলক্ষণৌ ॥২৬।

অর্থ—ভক্তঃ যদীশ্বররসী, বুধঃ স্তদীশ্বররসী । যদ্যপি উভৌ এক-রসৌ তথাপি ঈষদ্বিলক্ষণৌ ।

ভক্ত যে 'ঈশ্বর-রসে' আপ্ত, জ্ঞানীও সেই 'ঈশ্বর-রসে' আপ্ত । সেই একই রস, যদিও উভয়েরই উপলব্ধি, তথাপি তাহারা উভয়ে কিছু পরস্পর বিভিন্ন ।

বুদ্ধা বোধরসাদন্তরসনীরসতাং গত্যাঃ ।

তথাধিকপ্রেমরসায়ন তু ভক্তাঃ কদাচন ॥ ২৭ ॥

অর্থ—বুদ্ধাঃ বোধরস্যাং অন্তরসনীরসতাং গত্যাঃ । তথা অধিক-
প্রেমরস্যাং ভক্তাঃ তু ন কদাচন (অন্তরসনীরসতাং গত্যাঃ) ।

জ্ঞানীর নিরুট জ্ঞানরস (চিংসুখ) ভিন্ন অগ্র সকল রসই নীরস ।
ভক্তের অর্থাৎ উপাসকের নিকট কিন্তু অগ্র রস সেইরূপ নীরস নহে ;
কারণ তাঁহার মূলরসবিষয়ক বা স্বরূপ-সুখ-বিষয়ক প্রেমরূপা বৃত্তি,
সেই রসের বা স্বরূপসুখের সহিত , ‘অধিক’, অর্থাৎ বিষয়সহিত
প্রতিবিম্বরূপে দ্বিগুণ, বলিয়া প্রতীয়মান হয় । ভাবার্থ এই, জ্ঞানীর সুখ
স্বরূপসুখ মাত্র ; ভক্তের সুখ কিন্তু সেই স্বরূপসুখ এবং তাহার
সহিত সেই স্বরূপসুখের বৃত্তির সুখ ; এই হেতু, ভক্তের সুখের আধিক্য,
এবং জ্ঞানী হইতে ভক্তের উৎকর্ষ ।

অথ প্রশ্নঃ ।

অনন্তর এই প্রশ্ন উঠে :—

ননু জ্ঞানং বিনা মুক্তির্নাস্তিযুক্তিশতৈরপি ।

তথা ভক্তিং বিনা জ্ঞানং নাস্ত্যুপায়শতৈরপি ॥ ২৮ ॥

অর্থ—ননু যুক্তিশতৈঃ অপি জ্ঞানং বিনা মুক্তিঃ নাস্তি, তথা
উপায়শতৈঃ অপি ভক্তিং বিনা জ্ঞানং নাস্তি ।

* টীকানুসারে প্রদত্ত এই ব্যাখ্যা দার্শনিকজনোচিত ব্যাখ্যা । কিন্তু কথাটা
এইরূপে বুঝিলে, আরও সোজা হইবে । জ্ঞানীর নিকট ভুগৎ বিখ্যা বলিয়া
অঙ্গবিষয়ক বৃত্তিও নীরস । ভক্তের নিকট অগৎ বাহ্যদেবায়ক বলিয়া
অঙ্গবিষয়ক বৃত্তিও সরস । এই কারণে ভক্তের উৎকর্ষ ।

ভাল, (তবিরুদ্ধে) শত যুক্তির প্রয়োগ দৃষ্ট হইলেও, * জ্ঞান বিনা মুক্তি নাই, ইহাই সিদ্ধান্ত। (অথবা * মুক্তিরূপের অল্প চিন্তে শত শত যোগধারণা অর্থাৎ বিরোধ সংস্কার আহিত হইলেও জ্ঞান বিনা মুক্তি হইবে না) । সেইরূপ, শত উপায় প্রয়োগ করিলেও, ভক্তি বিনা জ্ঞানলাভও হইবে না ।

ভক্তিজ্ঞানং ততো মুক্তিরিতি সাধারণঃ ক্রমঃ ।

জ্ঞানিনস্ত বসিষ্ঠাচ্চ ভক্তা বৈ নারদাদয়ঃ ॥২৯॥

এবমাদিব্যবস্থায়াঃ কারণং কিং নিরূপ্যতাম্ ।

অন্বয়—ভক্তে জ্ঞানং ততঃ মুক্তিঃ ইতি (এবং) ক্রমঃ সাধারণঃ (অন্তি), (এবং সতি) অপি বসিষ্ঠাচ্চাঃ তু জ্ঞানিনঃ, নারদাদয়ঃ বৈ ভক্তাঃ, এবমাদি ব্যবস্থায়াঃ কিং কারণং (অন্তি), তং নিরূপ্যতাম্ ।

ভক্তি হইতেই জ্ঞান এবং জ্ঞান হইতেই মুক্তি, এইটী সাধারণ ক্রম। কিন্তু বসিষ্ঠাদিকে জ্ঞানী এবং নারদাদি ভক্ত * বলা হয়। এইরূপ যে ব্যবস্থা (নির্ণয়) আছে, তাহার কারণ কি, নিরূপণ করুন।

অত্রোচ্যতে বিচিত্রং যৎ কারণং তন্নিশাময় ॥ ৩০ ॥

অন্বয়—অত্র যৎ বিচিত্রং কারণং (অন্তি), (তৎ মূলা) উচ্যতে, (তং) নিশাময় ।

এ বিষয়ে যে বিচিত্র কারণ আছে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর ।

কথয়ামি সদৃষ্টান্তং যেনার্থঃ স্ফুটতাং ব্রজেৎ ।

অন্বয়—সদৃষ্টান্তং কথয়ামি যেন (কল্পনেন) * অর্থঃ স্ফুটতাং ব্রজেৎ ।

“দশভিঃ সহ পুত্রৈশ্চ ভার্য্য বহতি গর্দভী” । দশ পুত্র থাকিতেও গর্দভীকে ভার বহন করিতে হয়—“যুক্তিশতৈঃ” এরূপে তৃতীয়ার এইরূপ প্রয়োগ ধরিলে উক্তরূপ অর্থ পাওয়া যায় ।

আমি তাহা দৃষ্টান্ত দিয়া বাখ্যা করিতেছি । তদ্বারা কথটি স্পষ্ট হইবে ।

স্যাভ্যাপস্ত চ পাপস্ত গঙ্গান্নানেন হি ক্ষয়ঃ ॥ ৩১ ॥

যন্তস্ত্যাব্যাপশাস্ত্যর্থী তস্যাপি স্যাদবক্ষয়ঃ ।

যন্তস্যাদবক্ষ্যশাস্ত্যর্থী তাপস্তস্যাপি নশ্যতি ॥ ৩২ ॥

অর্থ—তাপস্ত পাপস্ত চ গঙ্গান্নানেন ক্ষয়ঃ স্যাৎ হি (ইতি প্রসিদ্ধম্), তু যঃ তাপশাস্ত্যর্থী স্যাৎ, তস্ত অপি অবক্ষয়ঃ স্যাৎ । তু যঃ অবক্ষ্যশাস্ত্যর্থী তস্ত তাপঃ অপি নশ্যতি ।

গঙ্গান্নানের দ্বারা পাপ ও (শরীরের) তাপ উভয়েরই ক্ষয় হয় । কিন্তু যে (গঙ্গান্নান দ্বারা) তাপের শাস্তি চায়, তাহার পাপেরও ক্ষয়ও হইয়া থাকে । আর যে পাপের শাস্তি চায়, তাহার তাপও বিনষ্ট হয় ।

তাপপাপক্ষয়ো ন্নানং ত্রয়মেতৎ সমং দ্বয়োঃ ।

তথাপ্যেকস্ত শৈত্যর্থী শুদ্ধার্থী তু দ্বিতীয়কঃ ॥ ৩৩ ॥

অর্থ—তাপপাপক্ষয়ো, ন্নানং এতৎ ত্রয়ং দ্বয়োঃ সমং (ভবতি) । তথাপি একঃ তু শৈত্যর্থী, দ্বিতীয়কঃ তু শুদ্ধার্থী ।

তাপক্ষয়, পাপক্ষয় ও ন্নান এই তিনটি উভয়েরই সমান ; তাহা হইলেও তন্মধ্যে একজন, শরীরের তাপশাস্তির প্রার্থী, অপর পাপশাস্তির প্রার্থী ।

যথৈবং ভাবভেদেন নামভেদস্তয়োঃ ॥

এবমেব বুধৈর্ষেস্ত দেবো মুক্ত্যর্থমাশ্রিতঃ ॥ ৩৪ ॥

ভক্ত্যা জ্ঞানমবাপ্যৈব তে মুক্তা জ্ঞানিনো হি তে ।

অর্থ—এবং যথা ভাবভেদেন তয়োঃ নামভেদঃ অভূৎ, এবং এব যৈঃ

বৃধেঃ তু মুক্তার্থং দেবঃ আশ্রিতঃ, তে ভক্ত্যা জ্ঞানম্ অবাণ্য এব মুক্তাঃ,
তে জ্ঞানিনঃ হি ।

এস্থলে যেক্ষেপ উভয়ের ভাবভেদে নামভেদ হইল, সেইরূপ যে সকল
জ্ঞানী মুক্তির জন্ত নৈতত্ত্বস্বরূপ পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়াছিলেন,
তঁাহারা ভক্তিদ্বারা জ্ঞানলাভ করিয়া মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন ; তঁাহারা
জ্ঞানী বলিয়া প্রসিদ্ধ ।

যৈস্তু সংসারবিরসৈর্ভক্ত্যর্থং হরিরাশ্রিতঃ ॥ ৩৫ ॥

ততো ভক্তিপ্রভাবেন স্বভাবাজ্ঞানমুদতম্ ।

‘তজ্জ্ঞানং প্রাপ্য মুক্তা য়ে তে ভক্তা ইতি বর্ণিতাঃ । ৩৬ ।

অর্থ—যে: তু সংসারবিরসৈ: ভক্ত্যর্থং হরি: আশ্রিত:, তত: ভক্তি-
প্রভাবেন স্বভাবাজ্ঞানম্ উদাতম্, তৎ জ্ঞানং প্রাপ্য য়ে মুক্তা:, তে
ভক্তা: ইতি বর্ণিতা: ।

কিন্তু যঁাহারা ঐহিক ও পারলৌকিক প্রপঞ্চে দোষদৃষ্টিবশতঃ
বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া, ভক্তিলাভের উদ্দেশ্যে হরিকে আশ্রয় করিয়া
ছিলেন, এবং তদনন্তর সেই ভক্তির প্রভাবে আপনা হইতেই (রাগ-
দেবাদি মল নিবৃত্ত হইলৈ) যঁাহাদের জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছিল, তঁাহারা সেই
জ্ঞানলাভ করিয়া মুক্ত হইয়াছিলেন । তঁাহারাই ভক্ত বলিয়া কথিত
হইয়া থাকেন ।

বিরক্তিভক্তিবিজ্ঞানমুক্তয়স্তু সমা দ্বয়ো: ।

তথাপি ভাবভেদেন নামভেদস্তয়োৰ্ভূৎ ॥ ৩৭ ॥:

অর্থ—বিরক্তিভক্তিবিজ্ঞানমুক্তয়: তু দ্বয়ো: সমা: (ভবন্তি)-
তথাপি ভাবভেদেন তয়ো: নামভেদ: অত্ভূৎ ।

বৈরাগ্য, ভক্তি, জ্ঞান এবং মুক্তি উভয়েরই সমান। তথাপি ভাবভেদে উভয়ের নাম ভেদ হইয়াছে।

মুক্তিমুখ্যফলং জ্ঞস্য ভক্তিস্তৎ সাধনত্বতঃ ।

ভক্তস্য ভক্তিমুখ্যৈব মুক্তিঃ শ্রাদ্ধামুঘদিকী ॥ ৩৮ ॥

অর্থ—জ্ঞস্য মুক্তিঃ মুখ্য ফলং, ভক্তিঃ তৎসাধনত্বতঃ (হেতোঃ) (ন মুখ্যফলম্) । ভক্তস্য ভক্তিঃ এব মুখ্যা, মুক্তিঃ আশুঘদিকী শ্রাদ্ধাং ।

মুক্তিই জ্ঞানীর মুখ্য ফল, ভক্তি সেই মুক্তির সাধনরূপে গোণ। ভক্তের কিন্তু ভক্তিই মুখ্য ফল, মুক্তি সেই ভক্তির আশুঘদিক ফল ।

রীত্যানয়াপি স্মৃতে বরিষ্ঠা ভক্তিরীশ্বরে ।

অথান্যোহপি মহিমা ।

অর্থ—হে স্মৃতে অন্য রীত্যা অপি ঈশ্বরে ভক্তিঃ বরিষ্ঠা । অথ (ভক্তেঃ) অন্যঃ অপি মহিমা (অন্তি) ।

হে বুদ্ধিমন্, আরও এই বক্ষ্যমান প্রকারে, ঈশ্বরে ভক্তি, জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । আর ভক্তির অপর মহিমা এই—

পরমানন্দরূপোহসৌ পরমাত্মা স্বয়ং হরিঃ ।

শিবভক্তিং পূরঙ্কৃত্য ভুঙ্ক্তে ভক্তিরসায়নম্ ॥ ৩৯ ॥

অর্থ—অসৌ পরমানন্দরূপঃ পরমাত্মা হরিঃ স্বয়ং শিবভক্তিং পূরঙ্কৃত্য ভক্তিরসায়নম্ ভুঙ্ক্তে ।

পরমানন্দস্বরূপ পরমাত্মা সেই হরি স্বয়ং শিবভক্তিকে অর্থাৎ কৃটস্থ আত্মার প্রতি প্রেমলঙ্কারভক্তিকে, সম্মুখে রাখিয়া ভক্তিরসায়ন উপভোগ করেন ।

জীবমুক্তি স্মরণে, অপেক্ষা ভক্তির অর্থ অধিক । ইহা সনকাদির প্রবৃত্তির নিদর্শন দ্বারা সমর্থন করিতেছেন—

সনকাদ্যা বসিষ্ঠাদ্যা নন্দিষ্কন্দশুকাদয়ঃ ।

ভুঞ্জতে তৎপদং প্রাপ্তা অপি ভক্তিরসায়নম্ ॥ ৪০ ॥

অর্থ—সনকাত্মাঃ বসিষ্ঠাত্মাঃ নন্দিষ্কন্দ শुकাদয়ঃ তৎপদং প্রাপ্তাঃ
অপি ভক্তিরসায়নম্ ভুঞ্জতে ।

সনকাদি, বসিষ্ঠাদি, নন্দী, ঈশ্বর, শুক প্রভৃতি সেই স্বরমাত্মপদ লাভ
করিয়াও, ভক্তিরসায়ন উপভোগ করেন ।

দ্বৈতং বিনা কথং ভক্তিরিতি তত্রোত্তরং শৃণু ॥ ৪১ ॥

অর্থ—(শঙ্ক) দ্বৈতং বিনা কথং ভক্তিঃ (স্থাং) ? (সমাধান) ।
তত্র উত্তরং শৃণুঃ ।

যদি প্রশ্ন কর, দ্বৈত বিনা কি প্রকারে ভক্তি সম্ভব হইতে পারে?
তাহার উত্তর শুন ।

দ্বৈতং মোহায় বোধাত্ প্রাক্ প্রাপ্তে বোধে মনীষয়া ।

ভক্ত্যর্থং কল্লিতং বৈতম্ বৈতাদপি স্মরম্ ॥ ৪২ ॥

অর্থ—বোধাত্ প্রাক্ দ্বৈতং মোহায় (ভবতি), বোধে প্রাপ্তে
(সতি) ভক্ত্যর্থং মনীষয়া কল্লিতং দ্বৈতং অবৈতাত্ অপি স্মরম্ (ভবতি) ।

জ্ঞান জন্মবার পূর্বে দ্বৈত, মোহের কারণ হয় ; কিন্তু জ্ঞান জন্মিয়া
গেলে, ভক্তির উদ্দেশ্যে বুদ্ধির দ্বারা যে দ্বৈত কল্লিত হয়, তাহা অবৈত
অপেক্ষাও স্মর ।

তথা চোক্তং ভাগবতে—

সেই কথা ভাগবতে এইরূপে কথিত হইয়াছে । —

“আত্মরামাশ্চমুনয়ো নিগ্রস্থা অপ্যুৎকৃষ্টম্ ।

কুর্ষন্ত্যহেতুকীং ভক্তির্মিথঃ স্মৃতগুণে। হরিঃ ॥

বিষ্ণু ভাগবত ১।৭।১০

অথ—আত্মারামাঃ মুনয়ঃ চ নিগ্রহাঃ অপি উরুক্রমে অহেতুকীং
ভক্তিং কুর্বন্তি ; হরিঃ ইথংভূতগুণঃ ।

বাহার। (সমস্ত বিবরানন্দবর্জন পূর্বক) সচ্চিদানন্দস্বরূপ
আত্মাতেই ক্রীড়া করেন, সেই অননশীল বা বিবেচী মুক্তপুরুষগণ, নিগ্রহ
হইয়াও—শ্রোতব্য ও শ্রুত শাস্ত্রবচনের প্রতি নির্বেদ প্রাপ্ত হইয়াও
(গীতা ২:৫২), (অথবা ক্রোধাহংকাররূপ হৃদয়গ্রন্থি হইতে বিমুক্ত হইয়াও)
ভগবান হরির প্রতি অহেতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন, হরির গুণই এই
প্রকার ।

জাতে সমরসানন্দে দ্বৈতমপ্যমৃতোপমম্ ।

মিত্রয়োরিব দম্পত্যো জীবাঅপরমাত্মনোঃ ॥ ৪৪ ॥

অথ। সমরসানন্দে জাতে (সতি) জীবাঅপরমাত্মনোঃ (ভক্তার্থঃ
কল্পিতং) দ্বৈতমপি মিত্রয়োঃ দম্পত্যোঃ দ্বৈতং (পার্থক্যং) ইব অমৃতো-
পম্ (ভবতি) ।

জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যরূপ 'একরস'-সুখ আবির্ভূত হইলেও, ভক্তির
উদ্দেশ্যে জীবাআ ও পরমাত্মার মধ্যে যে ভেদ বা পৃথকতা কল্পিত হয়,
তাহা মুক্তিসুখের তায় সুখপ্রদ ; পরম্পরের প্রতি প্রেমাকৃষ্ট দম্পতীর
পৃথকতা যেমন সুখের কারণ, সেইরূপ ।

✽ শ্রীধর বলেন "নিগ্রহাঃ" শব্দের অর্থ গ্রহ সমূহ হইতে নির্গত ; এবং গীতার
২:৫২ শ্লোক, উক্ত করিয়া তাহা সমর্থন করেন । অথবা 'গ্রহি'ই গ্রহ শব্দের অর্থ ।
নিবৃত্ত হইয়াছে ক্রোধাহংকাররূপ গ্রন্থি বাহাদের, তাহার নিগ্রহ বা, নিবৃত্তহৃদয়গ্রন্থি ।
(শকা) ভাঃ, বাহারা মুক্ত হইয়া গিয়াছেন, তাহাদের ভক্তিভেদে প্রয়োজন কি ?
এইরূপ সকলপ্রকার আশঙ্কা পরিহারের নিশ্চিত বলিতেছেন—হরির গুণই এই
প্রকার । দিবাকর বলেন (নির্দ্বন্দ্ব দ্বন্দ্ববিশেষতঃ) ঈশ্বরগুণের সংস্কার
মুক্তপুরুষগণের চিন্তাদিকরণসমূহকে ঈশ্বরগুণে আবৃত করিয়া রাখে ।

হৃদয়ে বসতি প্রীত্যা লোকরীত্যা চ লজ্জতে ।

যথা চমৎকারময়ী নিত্যমানন্দিনী বধুঃ ॥ ৪৫ ॥

অর্থ—যথা বধুঃ প্রীত্যা হৃদয়ে বসতি, লোকরীত্যা চ লজ্জতে, (সা যথা) চমৎকারময়ী নিত্যম্ অনন্দিনী (ভবতি, তথ্য) ।

পত্নী প্রীতি বশতঃ স্বামীর হৃদয়ে অবস্থান করেন এবং লোকাচার বশতঃ স্বামীর প্রতি লজ্জা প্রদর্শন করেন । এইরূপে নিত্য স্বামীর চমৎকার ও আনন্দবর্ধন করিয়া থাকেন, ইহা সকলেই জানেন । ইহাও সেইরূপ ।

যদি বল, পরমানন্দরূপ মুক্তিগুণ পরিত্যাগ করিয়া দুঃখরূপ বৈত-
মূলক ভক্তিতে কেন প্রবৃতি হয় ? তবে বলি—

পারমাথিকমদৈতং দৈতং ভজনহেতবে ।

তাদৃশী যদি ভক্তিঃ শ্রীং সা তু মুক্তিঃ শতাধিকা ॥ ৪৬ ॥

অর্থ—অদৈতং পারমাথিকং (ভবতি), ভজনহেতবে দৈতম্ (অঙ্গী-
কর্তব্যম্), তাদৃশী ভক্তিঃ যদি (অঙ্গীকৃত্য) শ্রীং, সা তু মুক্তিঃ শতাধিকা ।

জীবজন্মের ঐক্যই পারমাথিক সত্য ; ভক্তির নিমিত্তই তদুভয়ের
পৃথক স্বীকার করিতে হয় । ভক্তি যদি সেইরূপ হয়, তবে তাহা
শতমুক্তির অপেক্ষাও অধিক ।

প্রিয়তমহৃদয়ে বা খেলতু প্রেমরীত্যা

পদযুগপরিচর্যাং প্রেয়সী বা বিধস্তাম্ ।

বিহরতু বিদিতার্থো নির্বিকল্পে সমাধৌ

ননু ভজনবিধৌ বা তদ্ব্যং তুল্যমেব ৪৭ ॥

অর্থ—প্রেয়সী প্রেমরীত্যা প্রিয়তমহৃদয়ে খেলতু বা পদযুগপরিচর্যাং
বা বিধস্তাম্ (যথা তদ্ব্যং তুল্যম্ এব, তথা) বিদিতার্থঃ নির্বিকল্পে
সমাধৌ বিহরতু বা ভজনবিধৌ (বিহরতু) তদ্ব্যং ননু তুল্যম্ এব ।

প্রেমসী প্রিয়তমের স্বদরে প্রেমের রীতি অনুসারে ক্রীড়া করুন, অথবা প্রিয়তমের পদসেবা করুন, যেমন উভয়ই সুখ তুল্যরূপ, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞ, নাম, রূপ, জ্ঞাতি ইত্যাদির বর্জনপূর্বক সমাধিতেই ক্রীড়া করুন অথবা ভক্তির প্রকারেই ক্রীড়া করুন, উভয়ই আনন্দ তুল্যরূপ; ইহা নিশ্চিত ।

বিশেষরস্তু সুখিয়া গলিতেপি ভেদে

তাবেন ভক্তিসহিতেন সমর্চনীয়ঃ ।

প্রাণেশ্বরচ্চতুরয়া মিলিতোপ চিন্তে

চৈলাঞ্চলব্যবহিতেন নিরীক্ষণীয়ঃ ॥৪৮॥

অর্থ—ভেদে গলিতে অপি সুখিয়া তু বিশেষরঃ ভক্তিসহিতেন তাবেন সমর্চনীয়ঃ । চিন্তে মিলিতে অপি চতুরয়া প্রাণেশ্বরঃ চৈলাঞ্চল ব্যবহিতেন নিরীক্ষণীয়ঃ ।

বিশেষরের প্রতি, শুদ্ধাস্তঃকরণ সাধকের সেবাসেবকাদিরূপ দৈততাব (অবৈতজ্ঞান দ্বারা) তিরোহিত হইলেও, ভক্তিপূর্বক বিশেষরের ভজনা করা উচিত । যে পত্নী বুদ্ধিমতী হইবেন, তিনি আপনার প্রাণেশ্বরকে অন্তঃকরণে আপনা হইতে অভিন্ন জানিলেও অবশুষ্ঠনব্যবহিত নয়নদ্বারা নিরীক্ষণ করিবেন ; (অন্তথা সুখলাভ হইবে না) ।

অথ ভক্তিরসাক্ষিতঃ শ্লোকঃ :—

ভক্তির শ্রেষ্ঠতাবিশয়ে, এই দুইটি বুদ্ধবচন প্রমাণ :—

যোগে নাস্তিগতি নৃনিষ্ঠেণ বিধৌসস্তাবনাঙ্গমে

নিত্য নীরসয়া ধিয়া পরিশ্রুতে হে ঐহিকামুশ্মিকে ।

ଗୋପଃ କୋହପି ସଖାକୃତଃ ସ ତୁ ପୁନର୍ନାନାଞ୍ଜନାଞ୍ଜବାନ୍
ଅସ୍ମାକଂ ପଦମର୍ଥସ୍ଥିତି ମୁନସ୍ତିଚିତ୍ରଂ କିମସ୍ମାଂ ପରମ୍ ॥୫୩।

ଅର୍ଥ—ସୋଗେ (ମୋ) ଗତିଃ ନାସ୍ତି, ସନ୍ତାବନାହର୍ଗମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ନବିଧୋ ନ
(ଗତିଃ ଅସ୍ତି); ଐହିକାୟୁଷ୍ମିକେ ହେ, ନିତ୍ୟଃ ନୀରସସା ଗହ୍ମିୟା (ସମ୍ରା)
ପରିହତେ । (ସମ୍ରା) କଃ ଅପି ଗୋପଃ ସଖାକୃତଃ, ସଃ ତୁ ପୁନଃ ନାନାଞ୍ଜନା-
ଞ୍ଜବାନ୍ । ମୁନୟଃ ଅସ୍ମାକଂ ପଦମ୍ ଅର୍ଥସ୍ଥିତି, ଅସ୍ମାଂ ପରଂ କିଂ
ଚିତ୍ରମ୍ ?

ଚିନ୍ତାନିରୋଧ ନାମକ ଅଞ୍ଜନସୋଗେ ଆମାର ଗତି ନାହିଁ । ନିଶ୍ଚୟ,
ବୁଦ୍ଧିର ଅଗମ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ନ ବ୍ରହ୍ମପ୍ରତିପାଦକ ବେଦାନ୍ତେ ଆମାର ପ୍ରବେଶ ନାହିଁ ।
(ଏ ଦିକେ ବୈଷୟିକ ସ୍ତ୍ରେଷେ ଆମାର ଗତି ନାହିଁ, କେନ ନା,) ଇହଲୋକେର—
ଚନ୍ଦନବନିତାଦି ଭୋଗ ଏବଂ ପରଲୋକେର ଅମୃତଭୋଜନାଦି ଭୋଗ, ଏହି
ଉଭୟକେହି ଆମି ନୀରସ ବୁଦ୍ଧିରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଯାହିଁ । କାର୍ଯ୍ୟର ମଧ୍ୟେ,
ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଗୋପେର ସହିତ ସଖାସ୍ଥାପନ କରିଯାହିଁ; ସେ କିନ୍ତୁ ନାନା ନାରୀର
ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ । (ତଦ୍ଦ୍ୱାରା ଆମାର ଅଧଃପାତେର ଆଶଙ୍କା କରିବୁ ନା,
କେନନା) ମୁନିଗଣ ଆମାର ସେହି ପ୍ରେମାନନ୍ଦସ୍ଥିତିରୂପ ପଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିତେ-
ହେନ । ଇହ ଅପେକ୍ଷା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାତର ଆର କି ଆହେ ?

ରୋମାଞ୍ଚେନ ଚମତ୍କୃତା ତନ୍ମୁରିୟଂ ଭକ୍ତ୍ୟା ମନୋ ନନ୍ଦିତମ୍

ପ୍ରେମାଞ୍ଜଳି ବିଭୂଷୟସ୍ଥି ବନ୍ଦନଂ କର୍ତ୍ତଂ ଗିରୋ ଗଦଗଦାଃ ।

ନାସ୍ମାକଂ କର୍ମମାତ୍ରମପ୍ୟବସରଃ କୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନଂ କୁର୍ବତାଂ

ସୁକ୍ତିର୍ଦ୍ଦାରି ଚତୁର୍ବିଧାପି କିମିୟଂ ଦାନ୍ତାୟ ଲୋଲୟତେ ॥୫୪।

ଅର୍ଥ—କୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନଂ କୁର୍ବତାଂ ଅସ୍ମାକଂ ଇୟଂ ତନ୍ମୁରିୟଂ ରୋମାଞ୍ଚେନ ଚମତ୍କୃତା,
ବନ୍ଦନଃ ଭକ୍ତ୍ୟା ନନ୍ଦିତମ୍, ପ୍ରେମାଞ୍ଜଳି ବନ୍ଦନଂ, ବିଭୂଷୟସ୍ଥି, ଗୁମ୍ଫାଦାଃ ଗିରଃ କର୍ତ୍ତଂ

(অবরোধসক্তি) ; (অস্মাকং) কণমাভ্রম্ অপি অবসরঃ ন (অস্তি) ।

চতুর্বিধা অপি মুক্তিঃ চারি দাস্তায় লোলায়তে, ইয়ং কিম্ ?

“ আমি নিরন্তর কৃষ্ণার্চন করিতেছি । আমার শরীর পুলক ধারণ করিয়া অন্তরের বিচিত্রানুভব প্রকটিত করিতেছে; মনও প্রেমভক্তির আনন্দে পরিপূর্ণ । প্রেমাত্ম আমার বদনকে মণ্ডিত করিতেছে । অশ্রুট বচন আমার কণ্ঠরোধ করিতেছে । এই অবস্থায় আমার অল্প কার্যের বিন্দুমাাত্রও অবসর নাই । তথাপি—সামুদ্রা, সাষ্টি, সামীপ্য ও সাক্ষ্য নামে চারি প্রকার মুক্তি, (জীবব্রহ্মৈক্য নামক মুক্তির) সাধনদ্বারে, আমার দাসীরূপে সেবা করিবার অল্প চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে । এটা কী ? (ভাবার্থ এই—সেই চারি প্রকার মুক্তি প্রপঞ্চনিবৃত্তি নয় বলিয়া, আমার নিকট অতি তুচ্ছ) । [এই শ্লোকদ্বয় মধুসূদনসরস্বতীবিরচিত ।]

ঘনঃ কামোহস্মাকং তব তু ভজনে হৃদ্যত্র ন রুচি

স্তবৈবাজ্জ্বলন্দে নতিষু রতিরস্মাকমতুলা ।

সকামে নিকামা সপদি তু সকামা পদগতা

সকামানাস্মান্মুক্তি ভজতি মহিমাং তব হরে ॥ ৫১ ।

ইতি ভক্তিরসায়নম্ ।

অর্থ—তব ভজনে অস্মাকং ঘনঃ কামঃ, অত্র তু রুচিঃ ন অস্তি, তব এব অজ্জ্বলন্দে নতিষু অস্মাকম্ অতুলা রতিঃ । সকামে নিকামা মুক্তিঃ তু সকামা (সত্য) সপদি পদগতা (সত্য) সকামান্ অস্মান্ ভজতি । (হে) হুঃ তব মহিমা ।

(আমি তোমারই ভক্ত) ; তোমারই ভজনে আমার প্রগাঢ় অভিলাষ ; অল্প কাহারও ভজনে আমার রুচি হয় না । (কর্ণে, জ্ঞানে বা অল্প কাহারও উপাসনায় আমার স্খা নাই) । তোমারই চরণ যুগলে প্রাণ-

পাত করিতে আমার যে আসক্তি, তাহার তুলনা দিতে পারি না ।
(শাস্ত্রে বলে) মুক্তিদেবী কামনাকলুষিত পুরুষকে ইচ্ছা করেন না ;
(কিন্তু একী দেখিতেছি) সেই মুক্তিদেবী কামবতী হইয়া সমস্তকে
আমার পায়ে পড়িসা, আমি সকার হইলেও, আমাকে ভজনা
করিতেছেন । হে সর্বহঃখনিবারক হসি, ইহা তোমারই মহিমা !
(এই শ্লোকটি নরহরিবিরচিত) ।

৩৩। রাজযোগে ভূমিকাভেদভাস্করঃ ।

ভূমিকাভেদ মারভ্য যাবদ্ গ্রন্থসমাপনম্ ।

অগাধবোধসারেহস্মিন্ রাজযোগো নিরূপ্যতে ॥ ১ ।

অর্থ—ভূমিকাভেদমারভ্য যাবদ্গ্রন্থসমাপনম্ অস্মিন্ অগাধ-
বোধসারে, রাজযোগঃ নিরূপ্যতে ।

এই বোধসার গ্রন্থ ‘অগাধ’, মর্থাৎ অমূল্য বিনা ইহার অর্থ দ্রব-
গাহ । এই গ্রন্থের এই “ভূমিকাভেদ” প্রবন্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া
গ্রন্থের সমাপ্তি পর্যন্ত রাজযোগ নিরূপিত হইয়াছে । ইহার ‘রাজযোগ’
নাম হইবার কারণ এই যে, নৃপগণ স্বস্থানে অবস্থিত থাকিয়াও এই
যোগের সাধনা করিতে পারে, এবং ইহা ‘যোগ’, যেহেতু জীবন্তক্লেশ
ঐক্যই ইহার লক্ষ্য ।

অথাৎ হৃদি কর্তব্যো ভূমিকাভেদভাস্করঃ ।

যন্ত প্রসাদমাত্রেণ তমো হৃদিং বিলীয়তে ॥ ২ ।

অর্থ—অথ অয়ং ভূমিকাভেদভাস্করঃ হৃদি কর্তব্যঃ, যস্য প্রসাদ-
মাত্রেণ হৃদিং তমো বিলীয়তে ।

এই অংশে, চতুর্দশটি ভূমিকার পরম্পরার্থকা, বিশেষরূপে
প্রকাশিত হইয়াছে, এইজন্য ইহার নাম ভূমিকাভেদভাস্করঃ । (পূর্বপ্রকরণ

পর্যন্ত বর্ণিত), রাজ-যোগের সাধন শুনিবার পর, এই সকল প্রবন্ধ, বিচারপূর্বক হৃদয়ে অবধারণ করা কৰ্ত্তব্য । ইহার অর্থ হৃদয়ে প্রতিভাত হইলেই, হৃদয়ের অজ্ঞানাক্রকার বিলীন হইয়া যায় ।

অজ্ঞানভূমিকাঃ ।

অজ্ঞানভূমিকা সপ্ত সপ্তৈব জ্ঞানভূমিকাঃ ।

বীজজাগ্রত্থা জাগ্রিম্মাহাজাগ্রত্থৈব চ ॥ ৩ ।

জাগ্রৎস্বপ্ন স্তথা স্বপ্নঃ স্বপ্নজাগ্রৎস্বপ্নপ্তকম্ ।

ইতিসপ্তবিধো মোহন্তেষাং বিবরণং শৃণু ॥ ৪ ।

অজ্ঞানভূমিকা সাতটি, জ্ঞান ভূমিকাও সাতটি ।

(১) বীজজাগ্রৎ, (২) জাগ্রৎ, (৩) মহাজাগ্রৎ, (৪) জাগ্রৎস্বপ্ন (৫) স্বপ্নঃ, (৬) স্বপ্নজাগ্রৎ, (৭) স্বপ্নপ্তক—এই সাতপ্রকার মোহ ; তাহাদের বিবরণ শ্রবণ কর ।

কুসূলে সংস্থিতং বীজং তত্র সর্বৈা যথা দ্রুমঃ ।

তথা যত্র স্থিতং বিশ্বং নতু ব্যক্তিমুপাগতম্ ॥ ৫ ।

বীজরূপং স্থিতং জাগ্রদ্বীজজাগ্রত্চ্যুতে ।

সংসারপ্রথমাবস্থা মহামোহঃ স এব হি ॥ ৬ ।

তদেবাজ্ঞান মিত্যুক্তং যৎ স্ববোধেন লীঃতে ।

অর্থ—কুসূলে বীজং সংস্থিতম্ ; যথা তত্র (বীজে) সর্বঃ দ্রুমঃ . অস্তি, তথা যত্র (মায়াশবলে ব্রহ্মণি) বিশ্বং স্থিতং (অস্তি), ব্যক্তিং (প্রকটতঃ) তু উপাগতম্, (তৎ) জাগ্রৎ বীজরূপং স্থিতং (তিষ্ঠতি), তৎ বীজজাগ্রৎ চ্যুতে । সা সংসারপ্রথমাবস্থা, স এব হি মহামোহঃ, তৎ এব অজ্ঞানম্ ইতি উক্তম্, তৎ স্ববোধেন লীঃতে ।

কুসূলে (ধাতাগারে বা মূরাই নামক স্থানে) বীজ সংরক্ষিত

আছে। যেমন সেই বীজে শাখাপুষ্পাদিসম্বিত সমগ্র বৃক্ষ বিজ্ঞমান, সেইরূপ মায়া দ্বারা বিচিত্রীকৃত ব্রহ্ম, (তোমার আমার জাগ্রৎ কালে অনুভূতমান) এই জগৎ প্রকটতা প্রাপ্ত না হইয়া, অবস্থিত থাকে ; সেই মায়াশবল ব্রহ্মই জাগ্রৎ নামক (অবস্থার) বীজস্বরূপ। তাহাকেই মুনিগণ বীজজাগ্রৎ বলেন। গৃহান্তরে তাহার নাম 'সংসারপ্রথমাবস্থা', কোথাও বা 'মহামোহ'। তাহাকেই 'অজ্ঞান' বলে। (তাহা জ্ঞান-বিরোধী ভাবপদার্থ; জ্ঞানের অভাব মাত্র নহে, কেন না অভাব হইতে বস্তুর উৎপত্তি হয় না)। জ্ঞানের বিরোধী বলিয়া তাহাকে অজ্ঞান বলে। নঞ বা অ, বিরোধবাচী, যেহেতু অজ্ঞানকে অজ্ঞান বলিয়া বুঝিতে পারিবেই বিনষ্ট হয় অথবা অজ্ঞান আত্মজ্ঞান দ্বারা বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

কুস্থলে সংস্থিতং বীজং ক্ষেত্রে নিক্ষিপ্যতে যদা।

অকুরোন্মুখতাং যাতি সাবস্থা জাগ্রদুচ্যতে ॥১

ইদমেব মহত্তত্ত্বমিতি সাংখ্যে নিরূপ্যতে।

অর্থ—কুস্থলে সংস্থিতং বীজং যদা" ক্ষেত্রে নিক্ষিপ্যতে (তদা) অকুরোন্মুখতাং যাতি (বৃক্ষজননে সন্মুখতাং প্রাপ্নোতি), সা অবস্থা জাগ্রৎ উচ্যতে। ইদং এব সাংখ্যে: (সাংখ্যশাস্ত্রবিদ্বিঃ) মহত্তত্ত্বং ইতি (নামা) নিরূপ্যতে।

কুস্থলে সংরক্ষিত বীজকে যখন ক্ষেত্রে বপন করা হয়, তখন, তাহা অকুরোৎপাদনে উন্মুখ হয়। সেই অবস্থাকে জাগ্রৎ কহে। সাংখ্য শাস্ত্রকারগণ ইহাকেই মহত্তত্ত্ব বলিয়া প্রতিপাদন করেন।

* এই মহত্তত্ত্বকে কি প্রকারে অনুভব করিতে হয়, তাহা বিস্তারণামুনি জীর-মুক্তিবিবেক নামক গ্রন্থে, স্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। [সংস্কৃত অনুবাদের ২৩১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]।

ঈক্ষণং চেতি বেদান্তৈস্তঃ সামান্যাহঙ্কৃতি স্তথা ।

আনন্দময়কোশশ্চ তৎসাক্ষী স্বীশ্বরঃ স্মৃতঃ ॥১।

বেদান্তৈস্তঃ (তৎ) ঈক্ষণং ইতি চ, তথা সামান্যাহঙ্কৃতিঃ, আনন্দময়
কোশঃ চ (নিরূপাতে) । স্বীশ্বরঃ তু তৎসাক্ষী স্মৃতঃ ।

উপনিষদ্বচনসমূহে তাহা ‘ঈক্ষণ’ নামে, ‘সামান্যাহঙ্কার’ নামে ও
আনন্দময় কোশ নামে নিরূপিত হইয়াছে, কিন্তু স্বীশ্বরই সেই অবস্থার
সাক্ষী—সাক্ষাৎ (অব্যাবধানে) প্রকাশক—বলিয়া কথিত হইয়াছেন ।

বিশেষাহঙ্কৃতিঃ সূক্ষ্মাকুরবদ্যাবহারিকী ।

মহাজাগ্রদুদৈঃ প্রোক্তা ব্যাঘ্টাবস্থা ত্রয়ে তু সা ।

জাগ্রৎস্বপ্নশুশ্রুপ্ত্যাথোবস্থা জাগ্রদিতিস্মৃতা ॥ ১০ ।

অর্থ—বিশেষাহঙ্কৃতিঃ সূক্ষ্মাকুরবৎ ব্যাবহারিকী (ভবতি) । সা
বুদৈঃ মহাজাগ্রৎ ইতি প্রোক্তা, সা তু জাগ্রৎস্বপ্নশুশ্রুপ্ত্যাথো ব্যাঘ্টাবস্থাভ্রয়ে
‘জাগ্রৎ’ অবস্থা ইতি স্মৃতা ।

সূক্ষ্ম অকুর যেমন যবাদি বীজের পরিচয়ের কারণ হয় (অর্থাৎ
তদ্বারা যেমন ইহা যব, ইহা গম, ইত্যাদি প্রকারভেদ জানা যায়) সেই
রূপ বিশেষাহঙ্কার, জীবকে, আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি ব্রাহ্মণ,
আমি ক্ষত্রিয় ইত্যাদি রূপে পরিচিত করে, এবং সেইরূপে ব্যবহার-
নির্বাহক হয় । বিবেকিগণ তাহাকে মহাজাগ্রৎ বলিয়া থাকেন ।
তাহাই কিন্তু আবার ব্যাঘ্টজীবের জাগ্রৎ, স্বপ্ন, শুশ্রুপ্তি, এই অবস্থাভ্রয়ে
‘জাগ্রৎ অবস্থা’ এই কাব্যবাহিক নামে মুনিগণের নিকট পরিচিত ।
(জীবের এই তিন অবস্থাতেই অজ্ঞানের সহিত ব্যবহার তুল্যরূপ বলিয়া

* “ঈক্ষণ”= বখা ঐতিহ্য উ, ১১১, ৩: ৩১১, ছান্দোগ্য উ ৩: ২৩, ৪, বৃহদা উ, ১: ৪১২
৪, ইত্যাদি । ‘আনন্দময় কোশ’ বখা ঐতিহ্য উ ২: ৪১১, ২১১ ।

তাহারা এই তিন অবস্থার একই নামান্তর 'জাগ্রৎঅবস্থা' করনা করিয়া থাকেন) ।

জাগ্রদেব যদা জীবো মনোৱাজ্যং কৰোতি হি ।

জাগ্রতঃ স্বপ্ন ইৱ যৎ স জাগ্রৎস্বপ্ন উচ্যতে ॥১১।

অর্থ—যদা জীবঃ জাগ্রৎ এব মনোৱাজ্যং কৰোতি হি, যৎ জাগ্রতঃ স্বপ্নঃ ইৱ, স জাগ্রৎস্বপ্নঃ উচ্যতে ।

যখন জীব জাগ্রৎ থাকিয়াই মানসসংসার রচনা করে, যাহা সর্বজন প্রসিদ্ধ, এবং যাহা জাগ্রৎজীৱের স্বপ্নদর্শন সঙ্গ, তাহাকে জাগ্রৎস্বপ্ন বলে । ইহাই চতুর্থাবস্থা ।

লোক প্রসিদ্ধো যঃ স্বপ্নঃ স স্বপ্ন ইতি কথ্যতে ॥ ১২ ।

অর্থ—যঃ লোক প্রসিদ্ধঃ স্বপ্নঃ স স্বপ্নঃ ইতি কথ্যতে ।

সকলেই যে স্বপ্ন অনুভব করিয়া থাকে, তাহাই এহলেও স্বপ্ন নামে নিরূপিত হয় । ইহা পঞ্চম অবস্থা ।

জাতেহপি জাগরে জন্তোঃ স্বপ্নদৃষ্টার্থ ভাসনম্ ।

প্রত্যক্ষমিব সংস্কারাৎ স্বপ্নজাগ্রদুচ্যতে ॥ ১৩ ।

অর্থ—জন্তোঃ জাগরে জাতে অপি সংস্কারাৎ প্রত্যক্ষম্ ইব (যৎ) স্বপ্নদৃষ্টার্থভাসনম্ তৎ স্বপ্নজাগ্রৎ উচ্যতে ।

জীবের জাগ্রদবস্থা উপস্থিত হইলেও, স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের অনুভবজনিত সংস্কার বশতঃ, সেই স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের যে প্রত্যক্ষের ত্রায় উপলব্ধি, তাহাকে স্বপ্নজাগ্রৎ বলে ।

ষড়বস্থাপরিত্যাগে সুষুপ্তিঃ সপ্তমী মর্তা

অজ্ঞানভূমিকাস্থেতাঃ শূণ্ণ বিজ্ঞানভূমিকাঃ ॥১৪।

অবস্থা—ষড়বস্থাপ্রতিভাগে (যা) সুস্থিতিঃ (সা) সপ্তমী মতা । এতাঃ
তু অজ্ঞানভূমিকাঃ, বিজ্ঞানভূমিকাঃ শৃণু ।

পূর্বোক্ত ছয় অবস্থা না থাকিলে, অবশিষ্ট যে একপ্রকার অবস্থা
হয়, তাহার নাম সুস্থিতি । এইগুলি মহামোহের অবস্থা । এক্ষণে
বিজ্ঞানের অর্থাৎ বিবেকের যে সাত অবস্থা আছে, তাহা শ্রবণ কর ।

জ্ঞানভূমিকাঃ ।

জিজ্ঞাসাথ বিচারাখ্যা ততস্তু তনুমানসা ।

স্বাপত্তিরসংসক্তিঃ পদার্থাভাবিনী তথ্ ॥

সপ্তমী তুর্য্যমিত্যুক্তা তুর্য্যাভীতমতঃ পরম্ ॥ ১ ॥

(১) জিজ্ঞাসা, (২) বিচার, (৩) তনুমানসা, (৪) স্বাপত্তি, (৫)
অসংসক্তি, (৬) পদার্থাভাবিনী, (৭) তুর্য্য, এই সাতটি জ্ঞানভূমিকা ।
ইহার পর তুর্য্যাভীতাবস্থা ।

আমি কেন মূঢ়ই হইয়া থাকি ; আমি শাস্ত্রের ও সজ্জনের সাহায্যে
বিচার করি—বৈরাগ্যাপেক্ষক এইরূপ ইচ্ছা হইলে, সেই অবস্থার নাম
জিজ্ঞাসা । যে অবস্থার শাস্ত্র ও সজ্জনের সাহায্যে বৈরাগ্যাভ্যাস
পূর্বক সৎসত্ত্ব বিচারে প্রবৃত্তি জন্মে, তাহার নাম বিচার । যে
অবস্থায়, জিজ্ঞাসা ও বিচারবশতঃ নিদিধ্যাসনের অভ্যাস দ্বারা রূপ-
রসাদি ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে অনাসক্তি জন্মে, সেই অবস্থার নাম
তনুমানসা । উক্ত ভূমিকাত্তয়ের অভ্যাসবশতঃ, চিন্তে বাহ্যবিষয়ের
নিবৃত্তি হওয়ায়, (মায়া ও মায়ায় কার্যাসমূহ হইতে) পরিশোধিত
(সর্বাধিষ্ঠান) সন্মানস্বরূপ আত্মার অবস্থিতি হইলে, সেই অবস্থার নাম
স্বাপত্তি । স্বাপত্তির অভ্যাস বশতঃ, চিন্তে যখন বাহ্য ও আভ্যন্তর

আকারের স্পর্শাভাব হয়, এবং সেই সকল বাহ ও আভাস্তর বিবয়ের ' সংস্কারসমূহ বিলুপ্ত হয় এবং তাহার ফলে পরমানন্দময় নিত্য অপরোক্ষ পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকাররূপ চমৎকারিতার অনুভব হয়, তখন সেই অবস্থার নাম অসংসৃক্তি। পূর্বোক্ত ভূমিকাপঞ্চকের অভ্যাস বশতঃ আত্মায় দৃঢ়রতি জন্মিলে, বাহ ও আভাস্তর কোন পদার্থেরই প্রতীতি হয় না; তখন অত্র ব্যক্তি অনেকক্ষণ ধরিয়া চেষ্টা করিলে, যোগী রাহুবৃত্তিক হন; তাহার সেই অবস্থার নাম পদার্থাভাবিনী। পূর্বোক্ত ছয়টি ভূমি দীর্ঘকাল ধরিয়া অভ্যাস করিলে, মখন কোনক্রমে অর্থাৎ পরপ্রযত্নেও, ভেদবুদ্ধির উপলব্ধি হয় না, তখন যোগী কেবল স্বরূপেই অবস্থান করেন; তখন তাহার সেই অবস্থাকে তুর্য্যাবস্থা বলে। (যোগবাসিষ্ঠ রামায়ণ, উৎপত্তিপ্ৰকরণ ১১৮ সর্গ, ৮—১৫-শ্লোক)।

আসামেব নামান্তরাণি।

মুমুক্ষু চ সমক্ষা চ পরীক্ষা চ পরোক্ষকা।

অপরোক্ষা মহাদীক্ষা পরাক্ষেতি সপ্ত তাঃ। ২ ॥

পূর্বোক্ত সাতভূমিকার নামান্তর যথা—

(১) মুমুক্ষা—সংসার বন্ধন হইতে মোক্ষের ইচ্ছা।

(২) সমক্ষা—সম্যক্ অক্ষ বা বিচাররূপ নেত্র যে অবস্থায় খুলিয়া যায়।

(৩) পরীক্ষা—যে অবস্থায় পরীক্ষা বা মনন উপস্থিত হয়।

(৪) পরোক্ষকা—যে অবস্থায় 'কৃ' অর্থাৎ ব্রহ্মপরোক্ষরূপে জ্ঞাত হন।

(৫) অপরোক্ষা—যে অবস্থায় ব্রহ্ম অপরোক্ষ হন ।

(৬) মহাদীক্ষা—যে অবস্থায় ‘আমিই ব্রহ্ম’ এইরূপ মহতী দীক্ষা, দীক্ষণ বা সংস্কারবিশেষ জন্মে ।

(৭) পরাকক্ষা—যে অবস্থা, উৎকৃষ্ট কক্ষা বা ব্রহ্মপ্রাপ্তির স্বায়ত্তরূপ ।

অত্র গ্রন্থে এই সাত ভূমিকার নাম :—

প্রথমা অধিকারার্থ্যা দ্বিতীয়া শ্রবণাভিঁকা ।

তৃতীয়া মননপ্রায়া নিদিধ্যাসচ্চতুর্থিকা ॥ ৩ ॥

সাক্ষাৎকারঃ পঞ্চমী স্যাৎ-দ্ব্যষ্টী পরিণতিঃ স্মৃতা ।

সপ্তমীতু পরাকাষ্ঠা সৈব তুর্য্যানিতীরিত্তা ॥ ‘৪ ॥

অধিকার, শ্রবণাভিঁকা, মননপ্রায়া, নিদিধ্যাস, সাক্ষাৎকার, পরিণতি ও পরাকাষ্ঠা, এই সাতটি বথাক্রমে পূর্বোক্ত সাতটি ভূমিকার নামান্তর । এই পরাকাষ্ঠা নামক অবস্থাই পূর্বোক্ত তুর্য্যাবস্থা । জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যার্থপরিণতিরূপবৃত্তি চরমস্থখ বলিয়া তাহার নাম পরাকাষ্ঠা ।

প্রথমায়াং তু বিভার্খী দ্বিতীয়ায়াং পদার্থবিৎ ।

নিঃসংশয় স্তৃতীয়ায়াং চতুর্থ্যাং পশ্চিমো ভবেৎ ॥ ৫ ॥

প্রাপ্তানুভূতিঃ পঞ্চম্যাং ষষ্ঠ্যামানন্দঘূর্ণিতঃ ।

সপ্তমী সহজা তুর্য্যা, তুর্য্যাতীতমতঃপরম্ ॥ ৬ ॥

যিনি প্রথম ভূমিকায় আরোহণ করিয়াছেন, তাহার নাম বিভার্খী অর্থাৎ জীৱ ও ব্রহ্মের অভেদ বিষয়ে অপরোক্ষ জ্ঞানের প্রার্থী । যিনি দ্বিতীয় ভূমিকায় আরোহণ করিয়াছেন তাহার নাম পদার্থবিৎ কেন না তিনি ‘তৎ’, ‘ঈ’ প্রভৃতি পদের লক্ষ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থ এবং ‘অসি’ প্রভৃতি পদের অর্থ, উক্ত দুই দুই পদার্থের ঐক্য—ইহা অবগত হইয়াছেন । যিনি

তৃতীয় ভূমিকার আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহার নাম নিঃসংশয়। যিনি চতুর্থ ভূমিকার আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহার নাম পণ্ডিত; কেননা তিনি সমস্ত পদপদার্থে সমদর্শী হইয়াছেন। যিনি পঞ্চম ভূমিকার আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহার নাম প্রাপ্তমুভূতি। যিনি ষষ্ঠ ভূমিকার আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহার নাম আনন্দঘূর্ণিত; কেননা তিনি আনন্দ দ্বারা ঘূর্ণিত অর্থাৎ ব্যাপ্ত হন, আনন্দ ভিন্ন অস্ত্র কিছু আনন্দন করেন না। তুর্য্যানামী সপ্তমী ভূমিকা সহজানন্দবতাবা। সেই ভূমিকারূঢ়ের নাম 'সহজানন্দ'। তাহার পর ষে অবস্থা, তাহার নাম তুর্যাভীত অর্থাৎ সপ্তমভূমিকাদ্বারা অস্পষ্ট।

ভূমিকাত্তিতয়ং পূর্বং তত্র জাগ্রদিতি স্মৃতম।

জিজ্ঞাসোরত্র সংসারো যথাপূর্বং যতঃ স্থিতঃ ॥ ৭ ॥

অর্থ—অত্র তু পূর্বং ভূমিকাত্তিতয়ং জাগ্রৎ ইতি স্মৃতম্ যতঃ অত্র জিজ্ঞাসোঃ সংসারঃ যথাপূর্বং স্থিতঃ :

সপ্তম ভূমিকার নাম তুর্যা বা চতুর্থ কেন হইল, ইহা বুঝাইবার জন্য উক্ত সাত ভূমিকাতে জাগ্রতাদি চাক্রিটি অবস্থা দেখাইতেছেন :— এই সাতটি ভূমিকার মধ্যে প্রথম তিনটি, জাগ্রৎ নামে প্রসিদ্ধ; কেননা, জিজ্ঞাসুর অজ্ঞানাবস্থার সংসার যেরূপ দৃশ্যদর্শনদ্রষ্টরূপ ছিল, উক্ত প্রথম তিন অবস্থার, তাঁহার সংসার সেইরূপই থাকে।

চতুর্থী স্বপ্ন ইত্যুক্তা স্বপ্নাভঃ যত্র বৈ জগৎ ॥ ৮ ॥

অর্থ—চতুর্থী (ভূমিকা) স্বপ্নঃ ইত্যুক্তা, যত্র জগৎ বৈ স্বপ্নাভঃ (ভবতি)।

স্বাপত্তি নামে চতুর্থ ভূমিকাকে 'স্বপ্ন' বলা হয়, কেননা সেই অবস্থাতে জগৎ, অপ্রোথিত পুরুষের সুপ্নপদার্থপ্রভৃতি, যেরূপ মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, সেইরূপ মিথ্যা বলিয়া অন্তর্ভুক্ত হয়।

স্বযুপ্তিঃ শিথিলা গাঢ়া দ্বিবিধাভ্যা তু পঞ্চমী ।

ষষ্ঠী গাঢ়স্বযুপ্তিঃ শ্রাৎসপ্তমী তুর্য্যমুচ্যতে ॥ ৯ ॥

অবয়ব—স্বযুপ্তিঃ দ্বিবিধা, শিথিলা, গাঢ়া ; পঞ্চমী ভূমিকা (অসংসক্তি নামী) তু আভ্যা (স্বযুপ্তিঃ) ; ষষ্ঠী ভূমিকা গাঢ়স্বযুপ্তিঃ শ্রাৎ ; সপ্তমী তুর্য্যমুচ্যতে ।

স্বযুপ্তি দুই প্রকারের হইয়া থাকে, শিথিলা এবং গাঢ়া ; তন্মধ্যে অসংসক্তি নামক পঞ্চম ভূমিকা “শিথিলা” স্বযুপ্তি এবং পদার্থাভাবিনী নামে ষষ্ঠ ভূমিকা গাঢ়স্বযুপ্তি । (এইরূপ জাগ্রৎ, স্বপ্ন, স্বযুপ্তির ক্রম ধরিয়া) সপ্তম ভূমিকাকে তুর্য্য বলা হয় ।

অত্র প্রশ্নঃ ।

সংসারমেব যো বেত্তি মোক্ষমার্গং ন বেত্তি যঃ ।

তস্ত সংসারিণঃ পূর্ব্বং মুমুক্ষা জায়তে কথম্ ॥ ১০ ॥

অবয়ব—যঃ সংসারম্ এব বেত্তি, যঃ মোক্ষমার্গং ন বেত্তি, তস্ত সংসারিণঃ পূর্ব্বং কথং মুমুক্ষা জায়তে ?

যে অজ্ঞানী কেবলমাত্র সংসার অর্থাৎ বর্ত্তমান দৃশ্যপ্রপঞ্চকেই জানে, (এই সংসারের পারমার্থিক ও পারলৌকিক এই উভয়বিধ রূপ জানে না) ; এবং যে অজ্ঞানী মোক্ষমার্গ অর্থাৎ ব্রহ্মাত্ম্যভাবে অবস্থিতির উপায়ভূত শাস্ত্র জানে না, অর্থাৎ কেবলমাত্র ঐহিক ও পারলৌকিক সংসার জানে, সেই উভয়বিধ সংসারীর প্রথমে মোক্ষের কি প্রকারে জন্মে ?

যাদৃশো যস্য সংস্কার স্তাদৃশী তস্য বাসনা ।

সংসারসংস্কারবতো মুমুক্ষা জায়তে কথম্ ॥ ১১ ॥

অন্বয়—যন্ত যাদৃশঃ সংস্কারঃ তন্ত তাদৃশী বাসনা (ভবতি) । সংসার-
সংস্কারবতঃ (পুরুষন্ত) কথং মুমুক্ষা জায়তে ?

পূর্ব জন্মের কর্মজনিত সংস্কার বাহ্যের বৈরূপ, তাহার সেইরূপই
ইচ্ছা উৎপন্ন হয় । সংসারপুৰুষ জীবের সংসারসংস্কার ভিন্ন অত্র
সংস্কার নাই । তাহার মোক্ষের ইচ্ছা কি প্রকারে জন্মিতে পারে ?

মোক্ষে তু বিষয়ো নাস্তি স্মৃৎসং বিধৈর্বিদ্যা ।

ইতি মৃঢাধিয়াং পূর্বং মুমুক্ষৈব কথং ভবেৎ ২ ১২ ॥

অন্বয়—মোক্ষে তু বিষয়ঃ নাস্তি, বিষয়েরঃ বিনা স্মৃৎসং ন ভবেৎ,
ইতি মৃঢাধিয়াং মুমুক্ষা এব পূর্বং কথং ভবেৎ ?

আর ব্রহ্মনামক বেদান্তপ্রতিপাদ্য মোক্ষে, স্মৃৎসং সাধনভূত
বিষয়ও নাই, এবং বিষয় বিনা স্মৃৎসং হয় না । এই হেতু মৃঢাবুদ্ধি
লোকের মোক্ষের প্রথমে কি প্রকারে উৎপন্ন হইতে পারে ?

অত্রোত্তরম্ ।

অজ্ঞানভূমিকা হইতে জ্ঞানভূমিকায় অবতরণের কারণ কি ? এই
প্রশ্নের উত্তর এইরূপ :—

নিকামা বা সাকামা বা ভক্তি বিক্ষোঃ শিবস্য বা ।

সপ্রেম হৃদয়ে জাতা মুমুক্ষাকারণং হি তৎ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়—বিক্ষোঃ শিবস্য বা সাকামা বা নিকামা বা ভক্তিঃ (যদি)
হৃদয়ে সপ্রেম (যথা স্মৃৎসং তথা) জাতা ভবেৎ, তৎ হি মুমুক্ষাকারণম্ ।

বিষ্ণুর প্রতি অথবা শিবের প্রতি ভক্তি সাকাম হউক অথবা নিকাম
হউক, যদি প্রেমপূর্ণক অন্তঃকরণে উৎপন্ন হয়, তবে তাহাই মোক্ষের
ইচ্ছা উৎপাদন করে ।

কদাচিচ্ছুদ্ধভাবেন গঙ্গাতীরে তপঃ কৃতম্ ।

তৎপুণ্যপরিপাকেন মুমুক্ষা জায়তে সতাম্ ॥ ১৪ ॥

অর্থ—শুদ্ধভাবেন গঙ্গাতীরে কদাচিৎ তপঃ কৃতম্ । তৎপুণ্য পরিপাকেন সতাং কদাচিৎ মুমুক্ষা জায়তে ।

কোনও সবয়ে, ইহজন্মে বা জন্মান্তরে নিষ্কামভানে, গঙ্গাতীরে অথবা কোনও পুণ্যস্থানে, শীতোষ্ণাদিসহনপূর্বক নিজ নিজ অধিকারোচিত পুণ্যকর্মের কলুষান করিলে, অথবা করা থাকিলে, সেই সকল শুভকর্মের ফলদানপ্রবণতাবশতঃ শুদ্ধান্তঃকরণ সাধকের মোক্ষের আশা থাকে ।

যদি সেরূপ সুযোগ না ঘটে, তবে—

বিভ্রাং বীতরাগানামন্নপানাদি সেবয়া ।

সঙ্গত্যা প্রণয়েনাপি মুমুক্ষাকস্মিকী ভবেৎ ॥ ১৫ ॥

অর্থ—বীতরাগানাম্ বিভ্রাম্ অন্নপানাদিসেবয়া, প্রণয়েন সঙ্গত্যা, অপি আকস্মিকী মুমুক্ষা ভবেৎ ।

অন্নপানাদি দ্বারা, বিষয়াসক্তিবর্জিত বিচারশীল জ্ঞানিগণের সেবা করিলে, অথবা প্রীতিপূর্বক তাঁহাদের সঙ্গ করিলে, অকস্মাৎ মোক্ষের আশা জন্মিতে পারে ।

তদুক্তম্ ।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক গীতার (৭।৩) কথিত হইয়াছে :—

মনুষ্যানাং সহস্রেষু কশ্চিৎকতিং সিদ্ধয়ে ।

যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ততঃ ॥ ১৬ ॥

অবয়—মহুব্যানাং সহশ্বেষু কশ্চিৎ সিদ্ধয়ে যততি ; যততাম্ অপি সিদ্ধানাং কশ্চিৎ মাং তত্ত্বতঃ বেত্তি ।

সহস্র সহস্র মহুষোর মধ্যে কোনও লোক জ্ঞানলাভের জন্য যত্ন করিয়া থাকেন এবং ষড়্ভূত সিদ্ধগণের মধ্যে, কোনও ব্যক্তি আমাকে, স্বরূপতঃ জানিতে পারেন ।

ঈর বাসিষ্ঠ রামায়ণেও আছে—

চলার্ণবযুগচ্ছিদ্রকূর্ম্মগ্রীবা প্রবেশবৎ ।

অনেক জন্মনামস্তে বিবেকী জায়তে পুমান্ ॥ ১৭ ॥

অবয়—চলঃ ষ্ঠলঃ অর্ণবঃ তরঙ্গঃ তস্ত যুগং যুগ্মং তস্ত ছিদ্রং মধ্য-
বর্ত্তাবকাশঃ তত্রস্থিতঃ যঃ কূর্ম্মঃ কচ্ছপঃ উভয়পার্শ্বে নিরন্তরং তরঙ্গকৃত
তাড়নেন বিহ্বলঃ, তস্ত গ্রীবায়াঃ কণ্ঠচরণাদ্যঙ্গানাং কঙ্কমধ্যে প্রবেশঃ
ইব, অনেক জন্মনাম্ অস্তে পুমান্ বিবেকী জায়তে ।

উভয়পার্শ্বে নিরন্তর তরঙ্গতাড়ন দ্বারা বিহ্বল হইয়া কচ্ছপ^{*} বৈরূপ
গ্রীবাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আপনার কঙ্ক মধ্যে টানিয়া লয়—অন্তরে প্রবেশ
করে, সেইরূপ অনেক জন্মের পর সংসারের ঘাতপ্রতিঘাতে বিহ্বল হইয়া
মহুষা, ইন্দ্রিয়, মনপ্রভৃতিকে বিষয়ভোগ হইতে নিবৃত্ত করিয়া, আত্মানাত্ম
বিচারে প্রবৃত্ত হয় ।

সোপাস্তীনাং কৰ্ম্মণাং তু চিত্তশুদ্ধিঃ ফলং মতম্ ।

বেদনেচ্ছা বেদনং বা চিত্রা সৎকৰ্ম্মনাং গতিঃ ॥ ১৮ ॥

অবয়—সোপাস্তীনাং কৰ্ম্মণাং তু চিত্তশুদ্ধিঃ, বেদনেচ্ছা, বেদনং বা
ফলং মতম্, সৎকৰ্ম্মণাং গতিঃ চিত্রা ।

উপাসনার সহিত নিজনিজ অধিকারনির্দিষ্ট কৰ্ম্মের অনুষ্ঠানদ্বারা
চিত্তশুদ্ধি, আত্মজ্ঞান লাভের ইচ্ছা বা আত্মজ্ঞানরূপভাব হয়, পণ্ডিতগণ

স্বীকার করিয়া থাকেন। বন্ধনফলক কর্মের জ্ঞানরূপফল অসম্ভব নহে, কেন না শাস্ত্রবিধিনির্দিষ্ট কর্মের ফল বিচিত্র। কৰ্কটীর কাম্য তপস্যাধারা জ্ঞানলাভ, দাশূরের কদম্ব বৃক্ষোপরি কক্ষ্মাঅুষ্ঠান দ্বারা চিত্ত শুদ্ধিক্রমে জ্ঞানোৎপত্তি, বাসিষ্ঠ নামায়ণে বর্ণিত আছে।

বেদান্তৈরপি জিজ্ঞাসোস্তুস্মাৎ কর্ম্মোররীকৃতম্।

শ্রদ্ধা চিত্তশ্র শাস্তিস্থ দান্তিস্চেচাপরমস্তথা ।

মুমুক্ষাসাধনানাং তু সম্পৎ প্রথম ভূমিকা ॥ ১৯ ॥

অর্থ—তস্মাৎ বেদান্তৈঃ অপি জিজ্ঞাসোঃ কর্ম্ম উররীকৃতম্। শ্রদ্ধা, চিত্তশ্রাস্তিঃ, দান্তিঃ তথা উপরমঃ (ইতি) মুমুক্ষাসাধনানাং সম্পৎ তু প্রথমভূমিকা ভবতি।

সেই কারণে উপনিষদাদি জ্ঞানপ্রতিপাদক শাস্ত্রেও জিজ্ঞাসুর জন্ত অর্থাৎ তাহার জানেচ্ছা দূত করিবার জন্ত, নিজ নিজ অধিকারোচিত নিত্য, নৈমিত্তিক ও প্রায়শ্চিত্ত নামক কর্ম্মের অনুষ্ঠান স্বীকৃত হইয়াছে। (এই হেতু জ্ঞানমার্গে প্রবৃত্তির জন্ত কর্ম্মের উপযোগিতা আছে), কিন্তু মুমুক্ষা উৎপাদনের জন্ত শ্রদ্ধা—শুরুবেদান্তবাক্যে বিশ্বাস, অন্তঃকরণে শাস্তি—বাসনাশূন্যতা, দান্তি—বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহ, উপরম—বিষয়ভোগ উপস্থিত হইলেও তাহাতে নিম্পৃহতা, এইগুলির আবশ্যকতা আছে। তাহারাই মুমুক্ষার সাধন। সুতরাং সেই সকল মুমুক্ষাসাধনের সম্পৎ প্রাপ্তিই প্রথম ভূমিকা। তাহা অপেক্ষাও অত্যাবশ্যক এক অন্তরঙ্গ সাধন আছে—

গুরুপসুদনং পূর্বং কর্তব্যং হি মুমুক্ষুণা ।

গুরুমেবাভিগচ্ছেচ্চ বিজ্ঞানার্থমিতি শ্রুতিঃ ॥ ২০ ॥

অর্থ—মুমুক্ষুণা পূর্বং গুরুপসুদনং হি কর্তব্যম্, যতঃ বিজ্ঞানার্থং গুরুম্ এব অভিগচ্ছেচ্চ ইতি শ্রুতিঃ (অন্তি)।

মুমুকুর প্রথমে বেদান্তবক্তা গুরুর সন্নিধানে সেবকরূপে উপস্থিত হওয়া উচিত । একথা বেদে প্রসিদ্ধ । বেদ বলিতেছেন (মুণ্ডক, উ ১২।১২) “তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগच्छেৎ সমিৎপুণিঃ শ্রোত্রিয়ঃ ব্রহ্মনিষ্ঠম্”— যাহার বৈরাগ্য জন্মিয়াছে তিনি সমিধ্-কণ্ঠ প্রভৃতি কোনও উপহার হস্তে লইয়া, উপদেষ্টা আচার্য্যের নিকট গমন করিবেন, (নিজের বুদ্ধি-মত্তার অভিমান লইয়া বসিয়া থাকিবেন না); কারণ কথিত আছে—

“বেদান্তানামনেকত্বাৎ সংশয়ানাং বহুত্বতঃ । বেদস্যাপ্যতিসূক্ষ্মজ্ঞান জানাতি গুরুং বিনা ॥” উপনিষৎগ্রন্থ বহু, সংশয়ও অনেক, এবং জ্ঞেয় বস্তুও অতি সূক্ষ্ম; সেইহেতু, সাধক গুরুর উপদেশ বিনা জ্ঞানলাভ করিতে পারে না । সেইগুরু শ্রোত্রিয়—অধীতবেদার্থ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ হইবেন ।

মোক্ষএবমমাত্মীশ মাস্তু সংসারদর্শনম্ ।

ইতি•যঃ স্মৃদৃঢ়ো ভাবো মুমুক্সালক্ষণং হি তৎ ॥ ২১ ॥

অর্থঃ—হে ঈশ মম মোক্ষ এবমাস্তু, সংসারদর্শনং মা অস্ত ইতি যঃ স্মৃদৃঢ়ঃ ভাবঃ, তৎ হি মুমুক্সালক্ষণম্ ।

হে অন্তর্ধামিন্, আমার যেন মোক্ষই হয়; অজ্ঞান এবং অজ্ঞানজনিত বিক্ষেপ, যাহার নাম সংসার, তাহার ভোগ যেন আমার না ঘটে । এইরূপ যে স্মৃদৃঢ় ভাবনা, তাহাই মুমুক্স বা জিজ্ঞাসাত্মির লক্ষণ ।

পুণ্যক্ষেত্রেষু যা বুদ্ধিঃ পুণ্যতীর্থেষু যা রুচিঃ ।

মোক্ষধর্ম্মেষু য়া শ্রদ্ধা মুমুক্সালক্ষণং হি তৎ ॥ ২২ ॥

কুরুক্ষেত্রাদিপুণ্যক্ষেত্রের মাহাত্ম্যে বিশ্বাসজনিত য়ে শ্রীতি, পুষ্করাদি তীর্থে য়ে রুচি, এবং মোক্ষের সাধনভূত নিষ্কামধর্ম্মে অথবা গুরুসেবা হইতে আরম্ভ করিয়া বিদ্যার পর্য্যন্ত য়ে সকল মোক্ষধর্ম্ম, তাহাতে য়ে বিশ্বাস—তাহাই মুমুক্সার লক্ষণ ।

যতঃ কুতশ্চিদানীয় জ্ঞানশাস্ত্রাণ্যবেক্ষতে ।

চিস্তয়ন্তস্তা তাৎপর্য্যং মুমুক্শালক্ষণং হি তৎ ॥ ২৩ ॥

অর্থ—যতঃ কুতশ্চিৎ জ্ঞানশাস্ত্রাণি আনীয় অবিক্ষেতে, তস্ত (গ্রন্থস্ত) তাৎপর্য্যং চিস্তয়ন্ত্ তিষ্ঠতি, তৎ হি মুমুক্শালক্ষণম্ ।

যে কোন স্থান হইতে জ্ঞানশাস্ত্রসকল সংগ্রহ করিয়া, তাহার পাঠে রত হয়। সেই সেই গ্রন্থের তাৎপর্য্য স্থির হইয়া চিন্তা করে, তাহাও মুমুক্শালক্ষণ ।

মহতাপি প্রযত্নেন কুর্য্যাৎ পণ্ডিতসংগতিম্ ।

সংস্থাপয়তি মূর্দ্ধানং তেবাং চরণপঙ্কজে ॥ ২৪ ॥

অর্থ—মহতা প্রযত্নেন অপি পণ্ডিতসঙ্গতিং কুর্য্যাৎ, তেবাং চরণ-পঙ্কজে মূর্দ্ধানং সংস্থাপয়তি ।

কাত্যন্ত আয়াস স্বীকার করিয়া, (সকল প্রকার বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া) বিবেকী সমদর্শী পুরুষের সঙ্গ লাভ করে, এবং তাঁহাদের চরণকমলে মস্তক অর্পণ করে—প্রীতি পূর্ব্বক তাঁহাদের সেবায় নিরত হয় ।

প্রশ্নান্ মনোগতান্ পৃচ্ছেৎস্বজ্ঞানং চ প্রকাশয়েৎ ।

তেষামুত্তরবাক্যানাং তাৎপর্য্যং হৃদি ধারয়েৎ ॥ ২৫ ॥

অর্থ—মনোগতান্ প্রশ্নান্ পৃচ্ছেৎ, স্বজ্ঞানং প্রকাশয়েৎ চ, তেষাম্ উত্তরবাক্যানাং তাৎপর্য্যং হৃদি ধারয়েৎ ।

মুমুক্শ, মনোগত প্রশ্ন বিবেকী পুরুষগণকে জিজ্ঞাসা করেন; আপনার অজ্ঞান তাঁহাদের নিকট প্রকাশ করেন; এবং তাঁহাদের উত্তরবাক্যের তাৎপর্য্য মনে মনে চিন্তা করেন। ইহাও মুমুক্শের লক্ষণ ।

নাধর্মো রোচতে যশ্চ যশ্চ ধর্মো সদা কুচিঃ ।

কাম্যধর্মো ন চ শ্রদ্ধা, মুমুক্শালক্ষণং হি তৎ ॥২৬॥

অর্থ—যশ্চ অধর্মঃ ন রোচতে ; যশ্চ ধর্মো সদা কুচিঃ (ভবতি), কাম্য ধর্মো চ শ্রদ্ধা ন (অস্তি তত্ত্ব) তৎ হি মুমুক্শালক্ষণম্ ।

অধর্ম বা অবিহিত আচরণ বাহার ভাল লগে না ; বিপদে সম্পদে, ঋতিশ্রুতিবিহিত আচারে বাহার প্রীতি অবিচলিত থাকে, এবং ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগের সাধনরূপ, ঋতিশ্রুতিবিহিত কাম্যধর্মো বাহার শ্রদ্ধা নাই,—ইহার দ্বারা আমি অক্ষয় সুখ ও কৃতার্থতা লাভ করিব এইরূপ বিশ্বাস নাই, তিনি মুমুক্শ, অর্থাৎ এগুলিও মুমুক্শতার লক্ষণ ।

রাগদ্বेषমদক্রোধলোভমৎসরবৃত্তিষু ।

স্বভাবাদ্ গ্লানিমাশ্নোতি মুমুক্শালক্ষণং হি তৎ ॥২৭॥

স্ত্রী পুত্রাদিতে আসক্তি, প্রতিকূল জনের প্রতি অপ্রীতি, দেহ, বুদ্ধি প্রভৃতিতে ‘আমি’ ‘আমার’ বুদ্ধিবশতঃ আপনাকে উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করা, অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা ও প্রাপ্তবস্তুর রক্ষণে সাতিশয় চেষ্টা, অপরের উৎকর্ষ সহন করিতে না পারা ;—এই প্রকার চিত্তবৃত্তিগম্বে স্বভাবতঃই (অর্থাৎ দোষদৃষ্টি না করিলেও) বাহার গ্লানি উৎপন্ন হয়, তিনি মুমুক্শ—ইহাও এক মুমুক্শার লক্ষণ ।

তত্র শ্লোকঃ :—

এ বিষয়ে দুইটি শ্লোক মনে পড়িল :—

প্রেক্ষিতুং ন বিজানাতি প্রেক্ষণে কুরুত্ব মনঃ ।

লজ্জাং জহ্যতি নৈবেদ্যং বয়ঃসন্ধিরয়ং কিল ॥২৮॥

অবয়—ইয়ং (বধুঃ) (ভর্তারঃ) প্রেক্ষিতুং ন বিজানাতি, প্রেক্ষণে মনঃ কুরুতে, লজ্জাং ন এব জহাতি, অয়ং বয়ঃসন্ধিঃ কিল ।

এই নব বধূটী কি প্রকারে আপনার পতিকে কোশলে দেখিয়া লইতে হয়, তাহা শিখে নাই ; কিন্তু মনটুকু করিতেছে ‘দেখি দেখি’ ; এ দিকে লক্ষ্যও ত্যাগ করিতে পারিতেছে না—ইহাকেই বলে সেই বয়ঃসন্ধি ।

সেইরূপ নূতন জিজ্ঞাসু, জীবব্রহ্মের জ্ঞান কি প্রকারে লাভ করিতে হয়, জানে না ; মূঢ় বলিয়া অথবা লজ্জালু বলিয়া অথবা লক্ষ্যপরিহাসের ভয়ে, সেই জ্ঞান লাভে প্রবৃত্ত হয় না । কিন্তু তাহার মন গুরুশাস্ত্রদর্শনে তাহাকে ভিতরে প্রেরণা করিতেছে ; এদিকে সে লজ্জাও পরিত্যাগ করিতে পারিতেছে না । জিজ্ঞাসু জীবনে অজ্ঞান ও জ্ঞানের সন্ধিও বালার বয়ঃসন্ধির তায় ।

চলিতা স্বামীগেহায় বধুঃ শিচ্ছতি রোদিতি ।

ইদমত্র সমাধানং পদমগ্রে দধাতি যৎ ॥২৯॥

অবয়—বধুঃ স্বামীগেহায় চলিতা শিচ্ছতি রোদিতি । (কিম্ ইয়ং জনকগৃহে স্বাস্থ্যতি, উত পতিগৃহে যাত্নতি ইতি সন্দেহে) যৎ (সা) অগ্রে পদং দধাতি, ইদং অত্র সমাধানম্ (সন্দেহনিবৃত্তকম্ ভবতি) ।

পতিগৃহে যাইবার জন্ত পিতৃগৃহে হইতে বাহির হইলে, নববধু দুঃখিতা হয় এবং রোদন করে । (সেইরূপ অবস্থায় সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে, সে পিতৃগৃহের আকর্ষণ প্রবল হইবে অথবা পতিগৃহের আকর্ষণ প্রবল হইবে,—যাইবে কি থাকিবার যাইবে) তখন তাহার চরণের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই সন্দেহ মিটিয়া যায়—যখন সে চরণ উঠাইয়া অগ্রে স্থাপন করে ।

সেইরূপ মহামোহের সংস্কার প্রথম ভূমিকার সাধককে সংশয়া-
কুল করে, কিন্তু পরবর্তী ভূমিকায় অর্থাৎ বিচারে প্রবৃত্তি
দেখিলেই বুঝা যায় যে পরমাত্মসঙ্গের আশা, পূর্বস্নেহসংস্কারকে
পরাজিত করিল। বিচারে প্রবৃত্ত হইলেই পূর্বস্নেহসংস্কার জীবের
অপনীত হইয়া যায়।

দ্বিতীয়জ্ঞানভূমিকানির্ণয়ঃ ।

প্রকৃতেলক্ষণং ত্বেতদিদং বিকৃতিলক্ষণম্ ।

স্বরূপং পুরুষস্যেদং তদ্বিচারস্য লক্ষণম্ ॥ ১ ॥

অন্বয়—ইদং প্রকৃতেঃ লক্ষণম্, ইদং তু বিকৃতিলক্ষণম্, ইদং
পুরুষস্য স্বরূপম্, তৎ বিচারস্য লক্ষণম্ ।

বাবতীয় পদার্থ, এই তিন বিভাগে বিভক্ত হয়, (১) প্রকৃতি,
(২) বিকৃতি ও (৩) পুরুষ। পুরুষবাতীত বাবতীয় পদার্থের
কারণভূত, গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থারূপ প্রকৃতির লক্ষণ এইরূপ, অর্থাৎ
অপর দুই প্রকার পদার্থের লক্ষণ হইতে প্রকৃতির লক্ষণকে পৃথক্
করিয়া প্রত্যক্ষরূপে অনুভব করা; সেইরূপ বিকৃতির অর্থাৎ বাবতীয়
কার্যাবর্গের লক্ষণ এইরূপ, অর্থাৎ অপর দুই প্রকার পদার্থের লক্ষণ
হইতে বিকৃতির লক্ষণকে পৃথক্ করিয়া প্রত্যক্ষরূপে অনুভব করা;
এবং পুরুষের অর্থাৎ অসঙ্গ, উদাসীন আত্মার লক্ষণ এই, অর্থাৎ
অপর দুইপ্রকার পদার্থের লক্ষণ হইতে পুরুষের লক্ষণকে পৃথক্
করিয়া প্রত্যক্ষরূপে অনুভব করা—ইহারই নাম বিচার। [প্রকৃতি-
বিকৃতি নামক চতুর্থ প্রকারের পদার্থ সাংখ্যাচাৰ্য্যগণের অনুমোদিত;
তাহা প্রকৃতিবিকৃতির মধ্যাবস্থা বলিয়া 'বিকৃতির' মধ্যেই পরিগণিত] ।

ইদং সত্যং ইদং মিথ্যা ত্বিদং চেত্যমিহং হি চিৎ ।

ইদং ব্রহ্মত্বিয়ং মায়া তদ্বিচারস্ত লক্ষণম্ ॥ ২ ॥

ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই তিন কালেই যাহার বাধা—বিপরি-
লোপ—হয় না, সেই আত্মস্বরূপই সত্য ; তাহা হইতে পৃথক্ করিয়া
প্রকৃতিবিকৃতিজাত, যাতীয় বস্তুকে মিথ্যা বলিয়া সাক্ষাৎ অনুভব
করা ; ; অসঙ্গ, কুটস্থরূপ চেতনা হইতে, চেতাকে—প্রকৃতিবিকৃতিরূপ
চেতনার বিষয়সমূহকে—পৃথক করিয়া, কেবলমাত্র চেতনার অংশুসন্ধান
করা; দেশ, কাল, বস্তুর দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন স্বচিন্তানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম
হইতে অঘটনঘটনসমর্থ শক্তিরূপা মায়া'কে পৃথক্ করিয়া কেবল
ব্রহ্মের অনুভব করা—ইহারই নাম বিচার ।

কস্মিন্নিদং কৃতশ্চেদং কিমিদং কেন বা কৃতম্ ।

কথমেতদ্বিলীয়তে তদ্বিচারস্য লক্ষণম্ ॥ ৩ ॥

অধঃ—ইদং কস্মিন্ (তিষ্ঠতি) কৃতশ্চ ইদং (জাতম্), ইদং কিম্
(ভবতি), কেন বা ইৎ কৃতম্, এতৎ কথং বিলীয়তে,—তৎ বিচারস্ত
লক্ষণম্ ।

এই দৃষ্ট কার্য্যাকারণপ্রপঞ্চ কোন্ আধারে অবস্থিত ? ইহা কোন্
কারণ হইতে সমুৎপন্ন ? ইহা কি ? (সৎ অথবা অসৎ), কেই বা ইহা
করিল ? কি প্রকারেই বা ইহার তিরোভাব ঘটান যাইতে পারে ? (কর্ম্ম
দ্বারা, যোগদ্বারা, অথবা জ্ঞানদ্বারা)—ইহাই বিচারের লক্ষণ ।

* টীকাকার এই বিচারপ্রণালী এইরূপে পরিষ্কৃত করিয়াছেন—এই দৃষ্টপ্রপঞ্চের
আধার সৎ অথবা অসৎ ? ইহা সৎ হইতে পারে না, কেন না এই প্রপঞ্চ অসৎ ; সৎ ও
অসৎ বস্তুর পরস্পর আধারপ্রাধেয় ভাব ঘটতে পারে না । আকাশ, যাহা ব্যবহারিকরূপে
সৎ, তাহা একান্ত অসৎ আকাশকুহলের আধার হইল, ইহা দেখা, বা শুনা যায় না ।

ক ঈশ্বরশ্চ কো জীবঃ কা মুক্তিঃ কিন্তু বন্ধনম্ ।

কিং দ্বৈতং কথমদ্বৈতং তদ্বিষ্ণুরস্যা লক্ষণম্ ॥ ৪ ॥

অম্বয়—ঈশ্বরঃ কঃ, চ জীবঃ কঃ, মুক্তিঃ কা, বন্ধনম্ তু কিম্, দ্বৈতং কিম্, অদ্বৈতম্ কথম্ অস্তি ।

ঈশ্বর কে ? এইরূপ সন্দেহ ? তাহার সিদ্ধান্ত ঈশ্বরশক্তিমান্ (প্রভুত্বাশক্তিমান্) সকল ইন্দ্রিয়ের অন্তর্গামী, বিদ্যোপাধিক, জগতের নিমিত্তকারক ইত্যাদিলক্ষণ পুরুষবিশেষ । জীব কে এইরূপ সন্দেহ । তাহার সমাধান—কূটস্থসাক্ষিচিদাঅসহিত বুদ্ধিস্ত চিদাভাস ; তাহার উপাধি অবিন্যা ; অনন্তত্ব প্রতিতি তাহার লক্ষণ ।

এই আধার অসৎ হইতে পারে না, কারণ যদি ইহা অসৎই হইল, তাহা হইলে ইহা কি প্রকারে ব্যবহারিকরূপে সং বস্তুর আধার হইবে ? অতএব এই জগৎ দৃশ্যমান্ হইলেও নিরাধার বলিয়া মিথ্যা ।

জগৎকারণ সং অথবা অসৎ ? ইহা সং হইতে পারে না, অসৎ দৃশ্যপ্রপঞ্চের কোনও সংবস্তুর কার্য্যস্বরূপ হওয়া অসম্ভব । তাহা অসৎ হইতে পারে না, কারণ অসৎ বা শূন্যস্বরূপ বস্তুর,—ব্যবহারিকসত্যরূপে প্রতীয়মান দৃশ্যপ্রপঞ্চের কারণস্বরূপ হওয়া অসম্ভব । আর জগৎ যদি অসৎকারণের কার্য্যস্বরূপ হইত, তাহা হইলে ইহা অসৎ এইরূপ প্রতীতি হইত ; তাহা হয় না । অতএব জগৎ অসৎ কারণের কার্য্যস্বরূপ নহে ।

এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ সং অথবা অসৎ ? ইহা সং হইতে পারে না, যে হেতু ইহার উৎপত্তি লয় রহিয়াছে । ইহা সং হইলে, উৎপত্তিলয় থাকিত না । শ্রুতিও বলিতেছেন (বৃহদা, উ ৩।৪।২, ৩।৫।১ ৩।৭।২৩)—অতোহস্তদার্ত্তন—তত্ত্বিন্ন (সর্বাস্তর আত্মা ব্যতীত) আর বা কিছু সমস্তই অ্যার্ত্ত—বিনাশালী । ইহা অসৎও নহে, ইহা অসৎ হইলে শশশৃঙ্গাদির উৎপত্তি দেখা যাইত । যখন তাহা দেখা যায় না, আর জগৎপ্রপঞ্চের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় দেখা যাইতেছে, এবং এই সকল প্রপঞ্চ ‘সৎ’, ‘সৎ’ এইরূপে প্রতীতির বিষয় হইতেছে, তখন ইহা অসৎ নহে । আর ইহাকে ‘সৎ-অসৎ’ উভয়াত্মক বলাও যায় না, তাহা যুক্তিবিহীন ।

যুক্তি কাহাকে বলে ? এইরূপ সন্দেহ । তাহার সমাধান কুটস্থরূপে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইয়া অবস্থানের নাম যুক্তি ।

বন্ধন কিরূপ ? এইরূপ সন্দেহ । তাহার নিরাকরণ কথিতপ্রকার আত্মরূপের বিপর্যয়ে অবস্থানের নাম বন্ধন ।

দ্বৈত কিরূপ ? এইরূপ সন্দেহ । তাহার সিদ্ধান্ত—পৃথকসত্ত্বা না থাকা হেতু অসঙ্গত ।

এই দৃশ্যপ্রপঞ্চের কর্তা সৎ অথবা অসৎ ? সেই কর্তা সৎ হইতে পারেন না, কেননা অসৎকার্যের লংকর্তৃত্ব অসম্ভব । শশশূন্যনির্মিত ধনুর সৎ ধনুকার দেখা যায় না । সেই কর্তাকে অসৎ বলা যায় না, কেননা জগৎপ্রপঞ্চ প্রতীতির বিষয় বলিয়া ব্যবহারিকরূপে সত্য । তাহার কর্তা যদি অসৎ হইত, তাহা হইলে, জগৎপ্রপঞ্চ ‘অসৎ’ ‘অসৎ’ বলিয়া প্রতীত হইত ; তাহাত’ সেক্ষেপে প্রতীত হয় না ; এইহেতু ইহার কর্তা অসৎ নহে ।

কোন উপায়ে এই দৃশ্যপ্রপঞ্চের বিলয় হইতে পারে, কর্মদ্বারা, যোগদ্বারা অথবা জ্ঞান দ্বারা ? মিথ্যাব্রূপ জগতের কর্মদ্বারা বিনাশসাধন সম্ভবপর হয় না । রজ্জুতে ভ্রম বশতঃ সে সর্প দেখা যায়, তাহা লুপ্তি তাড়নরূপ কর্মদ্বারা বিনষ্ট হইল, দেখা যায় নাই । এই হেতু ইহা কর্মনাশ্রয় নহে । যোগদ্বারাও ইহার বিনাশ সম্ভবপর নহে, কারণ কর্মই যোগের সহায় । সেইহেতু যোগদ্বারা দ্বৈতবিনাশ সম্ভবপর হয় না । কোনও সময়ে যোগ দ্বারা দ্বৈতবিনাশ প্রতীত হইলেও, তাহা বীজরূপে থাকিয়া যায় । হতরাং অবশিষ্ট উপায়—জ্ঞান দ্বারাই ইহার বিনাশ সাধন করা যাইতে পারে ।

তাহা হইলে সিদ্ধান্ত এই—

রজ্জুসর্প মিথ্যা হইলেও তাহার আধার রজ্জু যেক্ষেপ সত্য,—সেইরূপ এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ মিথ্যা হইলেও, ইহার আধার সত্য । রজ্জুসর্প যেক্ষেপ সত্য রজ্জু হইতে উৎপন্ন । সেইরূপ দৃশ্য প্রপঞ্চও সংস্কার হইতে উৎপন্ন । ইহা সৎ কি অসৎ এইরূপ সংশয় উপস্থিত হইলে ইহার উৎপত্তিবিনাশ দেখিয়া, ইহা অসৎ বলিয়া নিশ্চিত হয় । ইহার কর্তা অসৎ হইলে, ইহাও একান্ত অসৎ হইয়া পড়ে । সেইহেতু ইন্দ্রজালকর্তা ইন্দ্রজালিকের দ্বারা, ইহার কর্তা সৎ । জ্ঞান দ্বারাই ইহার বিলয় সম্ভবপর ।

অবৈত অর্থাৎ বৈতরহিত আত্মস্বরূপ কি প্রকারে হইতে পারে ?
এইরূপ সন্দেহ । তাহার নিষ্কারকরণ,—আত্মস্বরূপে কোনও কালে বৈতের
উৎপত্তি হয় না বলিয়া, এবং তাহা অসঙ্গ বলিয়া, আত্মস্বরূপ সেই
বৈতদ্বারা অস্পৃষ্ট ।

ইহাই বিচারের লক্ষণ ।

নিত্যানিত্যবिवেকেন নিত্যবস্তুনি বস্তুতা ।

অনিত্যে তুচ্ছতাবুদ্ধিস্তদ্বিচারস্য লক্ষণম্ ॥ ৫

অর্থ—নিত্যানিত্যবিবেকেন নিত্যবস্তুনি বস্তুতা-(বুদ্ধিঃ,) অনিত্যে
তুচ্ছতাবুদ্ধিঃ, তৎ বিচারস্য লক্ষণম্ ।

আত্মাই একমাত্র নিত্যবস্তু ; প্রকৃতি, বিকৃতি, প্রভৃতি যাবতীর অনাত্ম
বস্তু অনিত্য ; এইরূপ বিচার বা অবধারণ দ্বারা আত্মরূপ নিত্যবস্তুতে
সত্যতা বুদ্ধি, এবং মায়া ও মায়ায় কার্য্য জগতে তুচ্ছতাবুদ্ধি—উদাসীনতা,
ইহাই বিচারের লক্ষণ ।

এবমভ্যাসযোগেন বিদুষাং মনসা সহ ।

জায়তে ব্রহ্মবাদো যঃ সা তু প্রৌঢ়বিচারণা ॥ ৬

অর্থ—বিদুষাং এবং অভ্যাসযোগেন মনসা সহ যঃ ব্রহ্মবাদঃ, সা তু
(৬) প্রৌঢ়বিচারণা ।

বিচারশীল পুরুষগণের যখন পূর্বোক্তরূপে পুনঃপুনঃ বিচার করিতে
করিতে, অভ্যাসবশতঃ আপনার মনের সহিত (পশাস্তী নান্নী বাণী
দ্বারা) * ব্রহ্মবিষয়ে সজ্ঞাষণ আরম্ভ হয়, তখন, সেইরূপ দৃঢ় বিচারকে
প্রৌঢ় বিচারণা কহে ।

* রত্নপিটক গ্রন্থবালীর দ্বিতীয় অঙ্কে “দৃগদৃশ্য বিবেকেয়ঃ”, “১” পরিশিষ্টে
১৩৪ পৃষ্ঠায় “(৪) বাণী” নামক টিপ্সনী—দ্রষ্টব্য ।

স্বয়ংপ্রকাশরূপোহয়ং পৃষ্ঠ্য কোদীতিসংবদেৎ

অহমজ্ঞো ন জানামি, 'মামহং কো'হমিত্যুত ॥ ৭

অর্থ—অয়ম্ (জীবঃ) স্বয়ংপ্রকাশরূপঃ 'কঃ অসি' ইতি পৃষ্ঠ্য সন, 'কঃ অহম্' মাম্ অহম্ ন জানামি, (অতঃ) অহম্ অজ্ঞঃ ইত্যুত সংবদেৎ ।

এই জীব স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ, (এবদীপের প্রকাশের জ্ঞাত্ত্ব যেরূপ দীপান্তরের অপেক্ষা নাই, সেইরূপ জীব, আপনাকে জানিতে অজ্ঞ কোনও বস্তুর অপেক্ষা রাখে না ।) তথাপি কোনও জ্ঞানী যদি তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন 'তুমি কে ?' তখন সে বলে, আমি কিরূপ (দেহরূপ অথবা ইন্দ্রিয়রূপ অথবা প্রাণরূপ, বা মনোরূপ বা বুদ্ধিরূপ বা অহঙ্কাররূপ, বা অজ্ঞানরূপ) আমি আমাকে ঠিক জানিনা, এই কারণে আমি অজ্ঞ—এই রূপ প্রত্যুত্তর দিয়া থাকে ।

আত্মভানাদৃতে নাহমজ্ঞ ইত্যুক্তিসম্ভবঃ ।

'আত্মানমেব নো বেত্তি তর্হি অয়ম্ জড় এব হি ॥ ৮

অর্থ—আত্মভানাৎ ঋতে "অহম্ অজ্ঞঃ" ইতি উক্তিসম্ভবঃ ন (ভবতি) । (অয়ং) আত্মানম্ এব নো বেত্তি তর্হি অয়ম্ জড়ঃ এব হি ।

(তখন যদি তাহাকে বুঝান যায়, তুমি দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি হইতে বুদ্ধি পর্য্যন্ত সকলেরই দ্রষ্টা বা সাক্ষী, অতএব তুমি দেহপ্রভৃতিস্বরূপ হইতে পার না, তখনও সে বলিবে, 'আমি অজ্ঞ, আমি আমাকে জানিনা' । তখন তাহাকে বুঝান যাইতে পারে, "তুমি, 'আমি' 'আমি' এইরূপে যে অহঙ্কারের আরোপ করিতেছ, তাহা কিসের উপর আরোপ করিতেছ ? সেই আধারকে না পাইলে, তুমি 'আমি অজ্ঞ' এই রূপে অজ্ঞানান্ধারিত আপনাকে কোথায় অনুভব করিতেছ ?") (সেই আধার রূপ) আত্মার প্রকাশ ভিন্ন (অর্থাৎ, সেই আধারের অনুভব ব্যতিরেকে) 'আমি অজ্ঞ'

তোমার এইরূপ উক্তি সম্ভবপর হয় না । (যদি বল, 'কে বলিল আমি কোনও ঐরূপ আধার অনুভব করিতেছি, আমি কেবল অজ্ঞানাচ্ছাদিত আত্মাকে বা আপনাকেই অনুভব করিতেছি', তাহা হইলে বলি 'তোমার সেই অজ্ঞানাচ্ছাদিত আত্মা, ঘটাদির ত্রাণ অস্ত্র প্রকাশকের অপেক্ষা করিতেছে, অর্থাৎ তোমার অনুভূত সেই অজ্ঞান ও অহংকার, ঘটাদির ত্রাণ জড় বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে ।') তুমি সেই প্রকাশক আত্মাকে যদি না জান—না স্বীকার কর—তাহা হইলে, তুমি বা এই সকল জীব জড়ই হইয়া পড় বা পড়ে ।

তাহা হইলে জগতের প্রকাশ অসম্ভব ; এই কথাই এই শ্লোকে বলিতেছেন :—

জড়হাচ্চ ঘটাদীনি কথমেব প্রকাশয়েৎ ।

তস্মাদয়ং স্বমাত্মানং জানাত্যেবেতি নির্ণয়ঃ ॥২

অর্থ—(আত্মনঃ) জড়ত্বাৎ, ঘটাদীনি কথমেব প্রকাশয়েৎ ? তস্মাৎ অয়ম্ স্বম্ আত্মানম্ জানাতি এব ইতি নির্ণয়ঃ ।

আত্মা জড়স্বভাব হইলে, তাহা ঘটাদিকে কি প্রকারে প্রকাশ করিতে পারে ? (জড় বলিয়া প্রসিদ্ধ ঘট নামক বস্তু, যেমন পটাদিকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ । ঘটাদি বস্তু যখন প্রকাশিত হইতেছে, তখন আত্মার প্রকাশ অনশই স্বীকার করিতে হইবে) । তাহা হইলে, এই জীব আপনার স্বরূপকে জানিতে পারে, ইহাই সিদ্ধান্ত ।

আচ্ছা তাহা হইলে 'আমি অজ্ঞ' এইরূপ প্রতীতি হয় কেন ? তদ্বস্তরে বলিতেছেন—

অথাত্মানমসৌ বেত্তি পরন্তু নহি বেত্তি যৎ ।

বিশেষং স্বগতং তস্মাৎ স্বরূপাজ্ঞানবানয়ম্ ॥১০

অবয়—অথ অসৌ (জীৱঃ) আত্মানম্ বেত্তি পরন্তু যৎ ন বেত্তি হি, (তৎ) স্বগতং বিশেষম্ । তস্মাৎ অয়ম্ স্বরূপাজ্ঞানবান্ (ভবতি) ।

এই হেতু জীব আত্মস্বরূপ জানে । তথাপি ‘জানে না’ বলিয়া যে প্রসিদ্ধি আছে, তাহার কারণ আপনাতে অবস্থিত অজ্ঞান । (সেই অজ্ঞানের স্বরূপ, জীবস্বরূপ হইতে বিভিন্ন, কেন না জীব স্বয়ংপ্রকাশ চিদ্ৰূপ, ইহা পরপ্রকাশ অচিদ্ৰূপ । এই হেতু সেই অজ্ঞানকে ‘বিশেষ’ বলা হইয়াছে) । এই কারণেই, জীব আপনার স্বরূপ জানে না বলিয়া থাকে (অর্থাৎ আপনি যে স্বভাবতঃ অসঙ্গ, অদ্বিতীয়, স্বপ্রকাশ, চিন্মাত্র তদ্বিসয়ক অজ্ঞান, আপনাতে আরোপ করিয়া অজ্ঞানযুক্ত বলিয়া প্রতীত হয়) ।

অত্র ক্রমো বিশেষোহত্র নাস্ত্য বাচ্যেতু চিদ্ব্যনে ।

নির্বিশেষ স্বরূপেহত্র বিশেষং যদি বেত্তি সঃ । ১১

বেদ্যত্বাৎ কল্পিতঃ স্বস্মিংস্তেন কিং তদ্বিচারণৈঃ ।

অবয়—অত্র ক্রমঃ চিদ্ব্যনে অবাচ্যে অত্র (আত্মনি) বিশেষঃ নাস্তি । অত্র নির্বিশেষস্বরূপে, যদি জীবঃ বিশেষং বেত্তি, (সঃ বিশেষঃ) বেদ্যত্বাৎ স্বস্মিন্ কল্পিতঃ, তেন তদ্বিচারণৈঃ কিম্ ?

আত্মাতে যে অজ্ঞান অনুভূত হয়, তদ্বিসয়ে আমরা বলি, চিন্মাত্রস্বরূপ বাক্যের অংগোচর এই আত্মায় বস্তুতঃ আদৌ কোনও বিশেষ নাই, (কেন না সেই অজ্ঞানস্বরূপ-‘বিশেষ’ কল্পিত মাত্র ।) যে বস্তু যাহা নহে তাহাকে তাহা বলিয়া গ্রহণ করার নাম কল্পনা । কল্পিত বস্তু, বস্তুই

নহে, আর তাহার কল্পনিতাকেও বিচারে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যদি বল, সেই বিশেষ বা অজ্ঞান যে কল্পিত, তাহা কি প্রকারে বুঝিলেন ? (তত্বত্তরে বলি) যদি জীব, নির্বিশেষস্বরূপ (অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞান-বিবর্জিত) এই আত্মার 'বিশেষ' জ্ঞানিতে পৌঁরে, তবে সেই 'বিশেষ', জীব আপনাতে কল্পনা করিয়া থাকে ; তাহা কল্পিত মাত্র, তাহার কারণ সেই বিশেষ 'বেত্তা' অর্থাৎ প্রজ্ঞের বা জ্ঞানের বিষয়। তাহা বাস্তব হইতে পারে না। যুক্তিটি আরও পরিষ্কৃত করা যাইতে পারে। সিদ্ধান্ত—এই বিশেষ আরোপিত। হেতু—ইহার আধারের সত্ত্বা পারমার্থিক এবং ইহার সত্ত্বা তদ্রূপ নহে। একে, আধার হইতে পৃথক্ সত্ত্বাবিশিষ্ট, তাহার উপর আবার, ইহা জ্ঞানের বিষয়, যেমন মানস রচিতনগর। সিদ্ধান্ত—আত্মা অনারোপিত। হেতু—ইহা বিद्यমান বটে, কিন্তু বেত্তা নহে, যেমন মানসরচিত নগরের রচয়িতা। সেই হেতু অজ্ঞানকল্পিত বলিয়া তদ্বিষয়ে বিচারের প্রয়োজন কি ? অর্থাৎ 'ইহার কারণ কি ?' 'ইহার স্বরূপ কি ?' 'ইহার কার্য কি প্রকার' ইত্যাদিরূপ বিচার নিষ্ফল। সেই 'বিশেষের' বর্জনই কর্তব্য।

নির্বিশেষতয়া জ্ঞাতো নির্বিশেষস্বরূপবান্ ।

পূর্ণবোধস্তর্হি জাতো জিজ্ঞাসৈব নিরর্থিকা ॥ ১২

অর্থ—(যদি) নির্বিশেষস্বরূপবান্ নির্বিশেষতয়া জ্ঞাতঃ তর্হি পূর্ণবোধঃ জ্ঞাতঃ, জিজ্ঞাসা নিরর্থিকা এব । •

যদি নির্বিশেষ আত্মস্বরূপকে, নির্বিশেষ বলিয়া জানা গেল, তাহা হইলেই পরিপূর্ণ আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হইল। তাহার পরেও যদি নির্বিশেষাশ্রয়বিষয়িনী জিজ্ঞাসা থাকে, তবে তাহার অর্থ বিশেষের বিচার ; তাহা 'ত' নিরর্থক বটেই।

নির্বিষেষ আত্মজ্ঞান আমার হইয়াছে কিনা, এইরূপ আশঙ্কা জন্মিলে, সেই আত্মপ্রকাশকে স্পষ্ট করিয়া বুঝিবার জন্ত, যে যে রূপ প্রশ্ন সঙ্গত হইতে পারে তাহাই বলিতেছেন :—

কিজ্জাতীয়ঃ কিংগুণোমৌ কিঞ্চেষ্টে! নাম তস্মৈ কিম্ ।

কিম্প্রকারঃ কিমাকারঃ কিম্বিকারশ্চ পৃচ্ছসি ? ॥ ১৩

অবয়—অমৌ (আত্মা) কিজ্জাতীয়ঃ, কিংগুণঃ, কিঞ্চেষ্টে: তস্মৈ কিং নাম, সঃ কিম্প্রকারঃ, কিমাকারঃ, কিম্বিকারঃ চ (ইতি) পৃচ্ছসি ?

সেই আত্মার জাতি কি ? (১), তাহার কি কি গুণ ? (২), তাহার চেষ্টা কি প্রকার ? (৩), তাহার নাম কি ? (৪), সেই আত্মার প্রকার বা প্রকৃতি কিরূপ ? (৫), তাহার আকৃতি কিরূপ ? (৬), সেই আত্মার কার্য্য কিরূপ ? (৭),—তুমি যদি এইরূপ প্রশ্ন কর, (তবে শুন) ।

ন জাতি নিগুণস্যাস্য নিশ্চেষ্টো নাম তস্য ন ।

নিম্প্রকারো নিরাকারো নির্বিকারঃ স নিশ্চিতঃ ॥ ১৪

অবয়—নিগুণশ্চ অত্র জাতিঃ ন (বিद्यতে), (অসৌ) নিশ্চেষ্টে: ; তস্মৈ নাম ন (অস্তি); সঃ নিম্প্রকারঃ, নিরাকারঃ, নির্বিকারঃ (ইতি এব) নিশ্চিতঃ ।

বাহ্য এক, কিন্তু অনেক বস্তুতে সামান্য ভাবে (ভূলাক্ৰমে) থাকে, তাহার নাম জাতি । সেই জাতি আত্মাতে নাই, কেননা সেই জাতি সগুণ বস্তুতেই থাকে, আত্মাতে গুণ নাই বলিয়া, জাতিও নাই । আর আত্মার গুণ ও জাতি না থাকাতে, আত্মা নিশ্চেষ্ট, অর্থাৎ কোনও প্রকার-চেষ্টা বা ব্যাপার আত্মাতে নাই । এই হেতু সেই আত্মার নামও নাই, কারণ যে বস্তুর ক্রিয়া আছে, নাম তাহারই হইয়া থাকে ; আত্মার ক্রিয়া নাই বলিয়া নামও নাই । আত্মার গুণ, জাতি, ক্রিয়া, নাম না

থাকতে, আত্মার প্রকার বা প্রকৃতি (বিশিষ্টস্বভাব) নাই। অতএব আত্মা নিরাকার। সেই হেতু বিকাররহিত। আত্মা এইরূপে উৎ-
নিষৎ সমূহে নির্ণীত হইয়াছেন ।

অতএব জ্ঞাতি প্রভৃতি আত্মাতে না থাকতে, আত্মার জ্ঞাত্যাদি
বিশিষ্টতা নাই। সেইহেতু জ্ঞাত্যাদিবিশিষ্ট আত্মজ্ঞান অসম্ভব।
আর, কেবল (নির্কিংশেষ) আত্মার জ্ঞান ত পূর্ব হইতেই রহিয়াছে।
এই কারণে জিজ্ঞাসা নিরর্থক বলিয়া সিদ্ধ হইল।

ভাল, আত্মাকে যেন নির্কিংশেষ ভাবে জ্ঞানা গেল; তাঁহাকে
ত' সচ্চিদানন্দস্বরূপ বলিয়া জানা গেল না; সেই হেতু জিজ্ঞাসার
সার্থকতা আছে। তদন্তরে বলিতেছেন;—

সচ্চিদানন্দরূপেণ জিজ্ঞাস্ত ইতি চেদ্বদেৎ ।

সচ্চিদানন্দরূপেণ জ্ঞাত এবায়মেষ হি ॥ ১৫

অর্থ—কচিৎ ৫২ বদেৎ “সচ্চিদানন্দরূপেণ (আত্মা) জিজ্ঞাস্তঃ
ইতি”, তর্হি অয়ং সচ্চিদানন্দরূপেণ জ্ঞাত এব হি ।

কেহ যদি বলেন সচ্চিদানন্দস্বরূপে আত্মাবিসয়ে জিজ্ঞাসা
চলিতে পারে অর্থাৎ আত্মা নির্কিংশেষ হইলেও কি প্রকারে সৎ (কাল-
ত্রয় দ্বারা অপরিচ্ছেদ্য), চিৎ (জ্ঞানস্বরূপ) ও আনন্দ (সুখস্বরূপ) হইলেন,
তাহা জানিতে ইচ্ছা হইতেই পারে—তবে তদন্তরে বলি, ‘যে সময়ে
আত্মা নির্কিংশেষ বলিয়া অনুভূত হন, সেই সঙ্গেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ
বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকেন ।’

তাহা কি প্রকারে হয়, বলিতেছি—

তস্য বিবরণম্ ।

অয়মাত্মা স্বমাত্মানং সাক্ষপেণ ন বেত্তি কিম্ ?

অহমস্মীতি জানাতি নাহ্মস্মীতি তদ্বদ ॥ ১৬

অহমস্মীতি জানাতি পশ্চাদ্বিজ্ঞেয় আত্মনঃ ॥১৭

ধৰ্ম্মে চার্থে চ কামে চ মোক্ষে চ যততে স্বয়ম্ ।

তস্মাৎ সজ্জপতায়াং স্তু নাস্ত্যেবাজ্ঞানমাত্মনঃ ॥১৮

অথ—অয়ম্ আত্মা স্বম্ আত্মানং সজ্জপেণ কিম্ ন বেত্তি ? (সঃ) অহম্ অস্মি ইতি জানাতি, বা (অহম্) ন অস্মি ইতি (জানাতি) তৎবদ । (পূৰ্ব্বঃ) অহম্ অস্মি ইতি জানাতি পশ্চাৎ আত্মনঃ বিজ্ঞেয়ে ধৰ্ম্মে, চ অৰ্থে চ কামে চ মোক্ষে চ স্বয়ম্ যততে । তস্মাৎ (আত্মনঃ) সজ্জপতায়াং আত্মনঃ অজ্ঞানম্ ন তু অস্তি এব ।

এই জীব আপনার আত্মাকে কি সৎ বলিয়া জানে না ? (যদি বল ‘জানে না’ তবে জিজ্ঞাসা করি), সে ‘আমি আছি’ এইরূপ জানে, অথবা ‘আমি নাই’ এইরূপ জানে ? তাহা বল । সে প্রথমে জানে আমি আছি, (বা আত্মা আছে) পরে সে, ‘ইহা’ বলিয়া যাহা যাহা আত্মার নিকট প্রতিষ্ঠিত হয়, এইরূপ, ধৰ্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই সকল বিষয়ে যত্ন করে । (‘আমি আছি’ এইরূপ জ্ঞান যদি তাহার না থাকিত, তাহা হইলে সে কোন কৰ্ম্মই প্রবৃত্ত হইত না) । সেই হেতু ‘আমি যে সজ্জপ’—কালজয়দ্বারা অবাধিত স্বভাব—তদ্বিষয়ে, জীবের কখনই অজ্ঞান নাই ।

চেতনোহহং বিজ্ঞানামি ঘটাদীনীতি যো বদেৎ ।

স্বস্ত চিদ্রপতায়াং তু তস্মাজ্ঞানং ন বিদ্যতে ॥ ১৯

অথ—অহং ঘটাদীনি বিজ্ঞানামি (সতঃ অহং চেতনঃ) ইতি যঃ বদেৎ তস্ত স্বস্ত, চিদ্রপতায়াং অজ্ঞানং ন তু বিদ্যতে ।

‘আমি ঘটাদিস্বক্কে, (কূটস্থরূপে, সামান্য ভাবে এবং কূটস্থের সহিত চিদাভাস রূপে বিশেষ ভাবে) জানি, এই হেতু আমি চেতন,’

যে এইরূপ বলিয়া থাকে, তাহার নিজের চিত্তরূপবিষয়ে অজ্ঞান নাই অর্থাৎ নিজের চৈতন্যরূপতার ক্ষুণ্ণি বাতিরেকে 'আমি জানি' এইরূপ বাগ্‌চারণ সম্ভবপর হয় না ।

সর্বং প্রিয়ং স্বকামায় তস্মাৎ প্রিয়তমঃ স্বয়ং ।

তেনাত্মনস্ত সা ব্যক্তা স্পষ্টৈ বানন্দরূপতা ॥২০

অর্থ—সর্বং স্বকামায় প্রিয়ং ভবতি তস্মাৎ স্বয়ং (আত্মা) প্রিয়তমঃ (অস্তি) ; তেন আত্মনঃ আনন্দরূপতা স্পষ্টা এব ব্যক্তা ।

(দ্রৌ, পুত্রাদি) সকল বস্তুই, (ভোক্তরূপে কর্তৃত) আত্মার ভোগের, কৃত প্রিয় হয়; সেই হেতু আত্মা সর্বাপেক্ষা প্রিয় । সেই হেতু (শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভবসিদ্ধ বলিয়া) আত্মা যে আনন্দস্বরূপ, তাহা স্পষ্টই অনুভূত হয় । (সেই হেতু তাহার, আত্মার আনন্দরূপতার জ্ঞান আছে) ।

তেনাত্মনস্ত সা ব্যক্তা সচ্চিদানন্দরূপতা ।

অর্থ—তেন আত্মনঃ সা সচ্চিদানন্দরূপতা তু ব্যক্তা ।

সেই হেতু আত্মা যে সচ্চিদানন্দস্বরূপ, তাহা স্পষ্টই অনুভূত হয় । (সেই কারণে তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা নিরর্থক) ।

তস্মাৎ স্বঃপ্রকাশেশ্বিন্ সচ্চিদানন্দরূপিনি ।

আকাশে নীলিমা যদ্বন্তোয়ং মরুমরীচিবু ॥২১

জলে চ নৈলমগ্নেন চেতনেন প্রকল্পিতম্ ।

অজ্ঞানং চিৎস্বরূপেণ স্বয়ং স্বয়িন্ প্রকল্পিতম্ ॥২২

অর্থ—তস্মাৎ, যবৎ আকাশে নীলিমা, মরুমরীচিবু তোয়ং, জলে চ নৈলাম্, অগ্নেন চেতনেন প্রকল্পিতম্, (তবৎ) স্বয়িন্ স্বয়ংপ্রকাশে সচ্চিদানন্দরূপিনি স্বয়িন্ স্বয়ং চিৎস্বরূপেণ অজ্ঞানং প্রকল্পিতম্ ।

সেই হেতু, যেমন অশ্রু চেতন পুরুষ (যিনি আকাশাদিরূপ, আধার হইতে ভিন্ন,) আকাশে নীলিমার, মরুমরীচিকার জলের এবং (সমুদ্রের) জলে নীলতার আরোপ করেন, সেইরূপ জ্ঞানস্বরূপ আত্মা নিজেই স্বপ্রকাশ সচ্চিদানন্দস্বরূপ আপনাতে অজ্ঞান স্মারোপ করিয়াছেন । (যাহা জ্ঞের না হইয়াও অপরোক্ষ, তাহাকে স্বপ্রকাশ বলে) ।

মোহস্যপি স্বভাবোহয়ং বিশ্বরূপেণ ভাসনম্ ।

বিদ্যয়া নাশিতে মোহে তৎস্বভাবো ন ভাসতে ॥২৩

অন্বয়—(যৎ) বিশ্বরূপেণ ভাসনং (তৎ) অয়ং মোহস্ত্রু অপি স্বভাবঃ ;
বিদ্যয়া মোহে নাশিতে তৎস্বভাবঃ ন ভাসতে ।

এই যে বিশ্বের আকারে প্রকাশ হওয়া, তাহা এই অজ্ঞানেরই স্বভাব । জ্ঞান দ্বারা এই অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে, অজ্ঞানের সেই জগদ্রূপে প্রকাশও তিরোহিত হয় ।

জীবচৈতন্যভাস্যানাং বৃত্তীনাং প্রলয়ে লয়ঃ ।

বৃত্তীনাং প্রলয়াদেব ন ভাসন্তে হত্র বৃত্তয়ঃ ॥২৪

অন্বয়—(যথা) জীবচৈতন্যভাস্যানাং বৃত্তীনাং প্রলয়ে, লয়ঃ (ভবতি)
(অত্র) বৃত্তীনাং প্রলয়াৎ বৃত্তয়ঃ এব ন ভাসন্তে ।

(আধারভূত কূটস্থ চৈতন্যের সহিত বুদ্ধিপ্রতিবিস্তিত আভাসচৈতন্যকে জীব-চৈতন্য বলে) । সেই জীব-চৈতন্য দ্বারা যে কামাদি বৃত্তি সকল প্রকাশিত হয়, তাহার অস্তঃকরণের কারণে অর্থাৎ অজ্ঞানে, বিলীন হইলে—কেবল অজ্ঞানের আকারে অবস্থিত হইলে, অদৃশ্য হয়; এতলে সেই কামাদি বুদ্ধিসমূহের বিলয়হেতুই, সেই সকল বৃত্তি প্রকাশিত হয় না,

তৎপুনরুজ্জীবচৈতন্যং যথাপূর্ব্বং হি বর্ত্ততে ।

ন পুনরুজ্জীবিতভাসাত্মা জীবন্তত্র বিনশতি ॥ ২৫

অন্বয়—তৎ (তত্র) পুনঃ জীবচৈতন্যং যথাপূৰ্ণং বৰ্ত্ততে হি (এতৎ প্রসিদ্ধং), পুনঃ বৃত্তিভাসায়া জীবঃ তত্র ন বিনশতি ।

সেইস্থলে কিন্তু জীবচৈতন্য পূৰ্ণে (অর্থাৎ বৃত্তিব্যবহার কালে) যেরূপ ছিলেন, সেইরূপই থাকেন, (ইহা সকল জানীই জানেন) । পরে, এপক্ষে যেমন, সেই বৃত্তিপ্রকাশক জীবাত্মা, বৃত্তিসমূহ বিনষ্ট হইলে, বিনষ্ট হন না, সেইরূপ :—

আত্মচৈতন্যভাস্যন্ত মোহস্ত প্রলয়ে তথা ।

মোহ এব নিবৰ্ত্তেত যথা পূৰ্ব্বং লসত্যসৌ ॥ :৬

অন্বয়—তথা আত্মচৈতন্যভাস্যন্ত মোহস্ত প্রলয়ে সতি, মোহ এব নিবৰ্ত্তেত, অসৌ (আত্মা) যথাপূৰ্ণং লসতি ।

সেইরূপ আত্মচৈতন্যদ্বারা প্রকাশ্য মোহের বিনাশ হইলে, সেই মোহই নিবৃত্ত হয়, আর সেই আত্মা পূৰ্ণের তায়ই প্রকাশমান থাকেন ।

(শঙ্ক) আচ্ছা, যে জ্ঞান দ্বারা মোহ বিনষ্ট হইল, সেই জ্ঞান ত' থাকিয়া গেল, তাহা হইলে, আত্মা ও জ্ঞান এই দুইটি অবশিষ্ট থাকিলে, অদ্বৈতসিদ্ধান্তের ত' হানি হইবে ।

(সমাধান)—

দীপপ্রভায়ামায়াতো শ্বেতকৃষ্ণপটৌ যথা,

তৌ তয়া কাশিতৌ পশ্চাৎপ্রাশে সা যথা স্থিতা ॥২৭

অন্বয়—যথা শ্বেতকৃষ্ণপটৌ দীপপ্রভায়াম্ আয়াতো, তৌ তয়া (দীপপ্রভায়া) কাশিতৌ, তরাশে (শ্বেতকৃষ্ণপটয়োঃ নাসে) . পশ্চাৎ সা (দীপপ্রভা) যথা (পূৰ্ণং তথা) স্থিতা ।

যেমন একখানি শ্বেত বস্ত্র ও একখানি কৃষ্ণ বস্ত্র (পর্যায়ক্রমে

অথবা যুগপৎ) দীপালোকে আনীত হইল ; তাহার উভয়েই দীপালোক দ্বারা প্রকাশিত হইল । আবার বস্তু দুইখানির তিরোভাব হইলেও সেই দীপালোক যেমন পূর্বের তায়ই অবস্থিত থাকে, সেইরূপ—

আত্মভাষাঃ সমায়াতো মোহবোধৌ, যথাক্রমাৎ ।

তয়া প্রকাশিতৌ পশ্চাত্তন্নাশে সা যথা স্থিতা ॥ ২৮

অর্থ—মোহবোধৌ যথাক্রমাৎ আত্মভাষাঃ সমায়াতো (সন্তৌ) তয়া প্রকাশিতৌ (ভবতঃ), তন্নাশে পশ্চাৎ সা (আত্মভা) যথা (পূর্বং তথা) স্থিতা ।

অজ্ঞান ও জ্ঞান যথাক্রমে আত্মার আলোকে উপস্থিত হইয়া, আত্মালোক দ্বারা প্রকাশিত হইল । আবার তহভয়ের তিরোভাব হইলে, সেই আত্মালোক পূর্বের তায়ই অবস্থিত রহিল । (অতিপ্রায় এই যে, যেমন অগ্নি স্বদাহ কাষ্ঠাদিদগ্ধ করিয়া নিজেও বিনষ্ট হয়, সেইরূপ, জ্ঞান, স্ববিরুদ্ধ অজ্ঞানকে বিনাশ করিয়া কতকরেণুর তায় আপনিও বিনষ্ট হয় । তাহার পর আত্মা সর্বসম্বন্ধ-বিরহিত হইয়া প্রকাশমান থাকেন) ।

বেদান্ত সম্প্রদায়েন কৃত ইত্যাদিচিস্তনে ।

অসম্ভাবনয়া যুক্তা বিপরীতত্বভাবনা ॥ ২৯

সা নশ্রুতি দ্বিতীয়ায়াং প্রজ্ঞাতৈক্যং চ বর্দ্ধতে ।

দৃশ্যতে হগ্রায়া বুদ্ধা সা বুদ্ধিস্তত্র জায়তে ॥ ৩০

অর্থ—বেদান্তসম্প্রদায়েন ইত্যাদিচিস্তনে কৃত্তে অসম্ভাবনয়া যুক্তা (যা) বিপরীতত্বভাবনা, সা দ্বিতীয়ায়াং (ভূমিকায়াং) নশ্রুতি, প্রজ্ঞাতৈক্যং চ বর্দ্ধতে । (যয়া) হগ্রায়া বুদ্ধা (আত্মা) দৃশ্যতে (ইতি কঠোপনিষদি ৩।২, উক্তং) সা বুদ্ধিঃ তত্র (দ্বিতীয়াভূমিকাক্রান্ত) জায়তে ।

এইরূপে উপনিষদাদির অর্থবিচার করিলে, এবং গুরুপদম্পরাগত পদ্ধতিক্রমে তাহা পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিলে, অসম্ভাবনা (বেদান্ত সিদ্ধান্তে অবিদ্যা স, চিত্তের অগ্রহণ) এবং তাহার সহিত যে বিপরীত ভাবনা (অসঙ্গ, অদ্বিতীয়, কুটস্থ আত্মাকে, সঙ্গ, দ্বিতীয়, সবিকার জীবরূপে প্রতীতি) আছে, তাহা এই দ্বিতীয় ভূমিকায় বিনষ্ট হয়, এবং বুদ্ধির অজ্ঞান ভেদ করিবার সামর্থ্য বাড়ে অর্থাৎ কঠোপনিষদে (৩।১২) যে উক্ত হইয়াছে,—গুরুপদিষ্ট মহাবাক্যজনিতা, ও সূক্ষ্মপদার্থগ্রহণ সমর্থ বুদ্ধি অর্থাৎ নিশ্চয়ায়িক বৃত্তির দ্বারা আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়—সেই বুদ্ধি এই দ্বিতীয় ভূমিকায় জন্মিয়া থাকে ।

সঙ্কটেররগ্নি সংস্কারৈর্বিহিতে হেমশোধনে ।

শ্রামিকা ক্ষয়মায়াতি কেবলং হেম তিষ্ঠতি ॥ ৩১

অর্থ—সঙ্কটৈঃ অগ্নিসংস্কারৈঃ হেমশোধনে বিহিতে, শ্রামিকা ক্ষয়মায়াতি, কেবলং হেম তিষ্ঠতি ।

সোহাগা প্রভৃতি ক্ষারসংযোগে সূবর্ণের অগ্নিসংস্কার করিলে, সূবর্ণের সহিত মিশ্রিত খাদ বিনষ্ট হয় এবং বিশুদ্ধ সূবর্ণই অবশিষ্ট থাকে ।

সতর্কৈ বোধসংস্কারৈর্বিহিতে ব্রহ্মশোধনে ।

অবিজ্ঞা ক্ষয়মায়াতি কেবলং ব্রহ্ম তিষ্ঠতি ॥ ৩২

অর্থ—সতর্কৈঃ বোধসংস্কারৈঃ ব্রহ্মশোধনে বিহিতে সতি অবিজ্ঞা ক্ষয়মায়াতি, কেবলং ব্রহ্ম তিষ্ঠতি ॥ ৩২

সেইরূপ তর্কের সহিত বিবেকের নিরন্তর অভ্যাস দ্বারা, অসঙ্গ, সচ্চিদানন্দ ও অপরিচ্ছিন্নরূপ আত্মার বিবেচনরূপ শোধন করিলে,

কার্যাকারণরূপ অজ্ঞান বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তদনন্তর কেবল, অসঙ্গ
অদ্বিতীয় কূটস্থ আত্মস্বরূপ ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন ।

ইহাই দ্বিতীয়ভূমিকাভ্যাসের ফল ।

তৃতীয়জ্ঞানভূমিকানির্ণয়ঃ ।

ভূমিকাদ্বিতয়াভ্যাসা তৃতীয়া তনুমানসা ।

মননাপরপর্যায়্যা ভবেত্তল্লক্ষণং শৃণু ॥ ১

অর্থ—ভূমিকাদ্বিতয়াভ্যাসাৎ মননাপরপর্যায়্যা তনুমানসা তৃতীয়া
(ভূমিকা) ভবেৎ, তল্লক্ষণং শৃণু ।

প্রথম দুই ভূমিকাভ্যাসের পর, তনুমানসা নামে তৃতীয়া ভূমিকা
হয় । তাহার অপর নাম মনন । তাহার লক্ষণ শুন ।

সাক্ষকারগৃহস্থস্ত পর্য্যালোচনয়া চিরম্ ।

সূক্ষ্ণার্থো ভাসতে যদ্বতৃতীয়ায়াঃ তথামুনেঃ ॥ ২

অর্থ—যদ্বৎ সাক্ষকারগৃহস্থস্ত (পুরুষস্ত) চিরং পর্য্যালোচনয়া
সূক্ষ্ণঃ অর্থঃ ভাসতে, তথা তৃতীয়ায়াঃ (ঐবিশেষ) মুনেঃ (সূক্ষ্ণঃ অর্থঃ
ভাসতে) ।

যেমন (বাহিরে, রোদ্রে ভ্রমণ করিয়া) অন্ধকার ঘরে প্রবেশ
করিল পর, কিছুক্ষণ ধরিয়া চারিদিকে দেখিতে থাকিলে, পরিশেষে
ঘরের ভিতরের বস্তুগুলি ধীরে ধীরে প্রকাশ পায়, সেইরূপ, তৃতীয়
ভূমিকার সমাক্রান্ত সাধকের কিছুকাল ধরিয়া মনন করিতে করিতে,
তৎ ও তৎ পদার্থের বাচ্য ও লক্ষ্য অর্থ, ভাগভাগলক্ষণা দ্বারা বিচার
করিতে করিতে জীবব্রহ্মের একত্বরূপ সূক্ষ্ম তত্ত্ব, (বাহ্য পূর্ণের বৃত্তির

স্থূলতা বশতঃ অল্পভূত হইতেছিল না, তাহা) এখন অল্পভূত হইতে থাকে ।

তৃতীয়ভূমিকাক্রম সাধকের একপ্রকার জাত্যন্তর হইয়া যায় :—

বালশ্চ শূদ্রকল্পশ্চ গায়ত্র্যা উপদেশতঃ ।

যথা বিজ্ঞত্বায়াতি তথা জাত্যন্তরং মুনেঃ ॥ ৩

অর্থ—শূদ্রকল্পশ্চ বালশ্চ গায়ত্র্যা উপদেশতঃ যথা বিজ্ঞত্বম্
আয়াতি, তথা মুনে জাত্যন্তরম্ আয়াতি ।

ব্রাহ্মণাদি ত্রৈবর্ণিকের পুত্র উপনয়নের পূর্বে শূদ্রত্বা । পরে
উপনয়নকালে গায়ত্রীমন্ত্রের উপদেশদ্বারা যেমন তাহার
বিজ্ঞত্ব সম্পাদিত হয়, সেইরূপ তৃতীয় ভূমিকাক্রম সাধকের মূনিত্বরূপ
জাত্যন্তর উৎপন্ন হয় । ইহা এক চিহ্ন, অপর চিহ্ন এই :—

দৃষ্ট্য়া লোকস্থিতিং লোলাং সবিস্ময় ইব স্থিতঃ ।

অন্তরেব বিষীদেত তৃতীয়ালক্ষণং হিতং ॥ ৪

অর্থ—লোকস্থিতিং লোলাং দৃষ্ট্য়া সবিস্ময়ঃ ইব স্থিতঃ (সন্) অন্তঃ
এব বিষীদেত, তৎ হি তৃতীয়ালক্ষণম্ ।

দৃষ্ট পদার্থসমূহের গতি ক্ষণপরিণামিনী, দেখিয়া, সাধক বিস্মিতের
ভাৱ অবস্থান করে (এবং যতদিন না শ্রবণমনাদির কললাভ হয়,
ততদিন পর্য্যন্ত ক্ষণস্থায়ী শরীরাদিতে বিশ্বাস নাই, ভাবিয়া) অন্তঃকরণে
বিষম হইয়া থাকে ।

অপর এক চিহ্ন এই :—

দিনং গতং গঙা রাত্রিঃ গর্তমায়ুর্গতং বয়ঃ ।

কদা স্থাস্তামি নিষ্ঠায়াং যত্র মোহো ন বাধতে ॥ ৫০০

অর্থ—দিনং গতং, রাত্রিঃ গতা, আয়ুঃ গতং, বয়ঃ গতং, যত্র মোহঃ ন
বাধতে (বাধয়তি) (তস্তাং) নিষ্ঠায়াং কদা স্থাস্তামি ।

দিন গেল, রাত্রিও গেল, জীবন কাটিয়া যাইতেছে, (গুরুসেবাদি সাধনের উপযোগী) যৌবনও 'কাটিয়া গেল' । যে অবস্থায় উপস্থিত হইলে, অজ্ঞান আর হুঃখ দ্বিতে পারে না, সেই অবস্থায় আমি কবে স্থিতিলাভ করিব ?

অপর এক চিহ্ন এই :—

গতেহি শোচতি মূর্খগতেনাহ। কিমর্জিতম্ ।

গত্যাং চ তথা রাত্রৌ কিংমে রাত্র্যানয়ার্জিতম্ ॥ ৬ ।

অর্থ—অহি গতে মতি, গতেন অহা (ময়া) কিম্ অর্জিতম্ (ইতি) মুখঃ শোচতি । তথা চ রাত্রৌ গত্যাং, অনয়া রাত্র্যা মে কিম্ অর্জিতম্ (ইতি শোচতি)

দিনের অবসান হইলে, সাধক প্রতিদিনই ভাবেন, 'দিনত কাটিয়া গেল, এই দিনে আমি লাভ করিলাম কি ?' সেইরূপ রাত্রিও কাটিয়া গেলে, ভাবেন, 'এই রাত্রিও ত নিদ্রাদিতে কাটিয়া গেল, কি লাভ হইল ?'

অপর লক্ষণ :—

অনিষিক্বেষু ভোগেষু প্রাপ্তেষুপি যদৃচ্ছয়া ।

নিষিদ্ধানিব তান্ পশ্চেৎসা স্থিতিস্তনুমানসা ॥ ৭

অর্থ—অনিষিক্বেষু ভোগেষু যদৃচ্ছয়া প্রাপ্তেষুপি (সাধকঃ) তান্ নিষিদ্ধান ইব পশ্চেৎ ; সা স্থিতিঃ তনুমানসা (ইতি কথ্যতে) ।

শাস্ত্র এবং লোকাচারের অবিরুদ্ধ ভোগ্যবস্ত, পূর্বকর্ম্মানুসারে (প্রায়শ্চ বশে) উপস্থিত হইলে, সাধক তাহাদিগকে নিষিদ্ধ ভোগের ভ্রায় মনে করেন ; এই অবস্থার নাম তনুমানসা ।

অপর লক্ষণ :—

বহিমুখজনস্তৃত্যা লজ্জতে নিন্দিতো যথা ।

পরমার্থজনস্তৃত্যা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৮

অবয়—(সঃ সাধকঃ) বহিমুখজনস্তুত্যা যদ্বা নিন্দিতঃ (তথা) লজ্জিতঃ, পরমার্থজনস্তুত্যা প্রসাদম্ অধিগচ্ছতি ।

যাহারা বাহ্য বিষয়ের ভোগে আসক্ত, তাদৃশ লোকে, সেই সাধকের স্তুতি করিলে, তিনি নিন্দিত হইলে যেক্রপ লজ্জিত হন, সেইক্রপ লজ্জিত হ'ন ; কিন্তু পরমার্থপ্রিয় (শ্রুত আত্মাহুসন্ধিৎসু) কোন লোকে তাঁহার প্রশংসা করিলে, তিনি প্রসন্নতা লাভ করেন ।

এই সকল লক্ষণ, এক্ষণে শৃঙ্গাররসাত্মক শ্লোকদ্বারা বর্ণনা করিতেছেন :—

তত্র শ্লোকঃ ।

এ বিষয়ে এই কয়েকটি শ্লোক আছে :—

অশ্বে তু পতিরাত্মানং দাতুমুৎকণ্ঠিতঃ সদা ।

আদাতুং ন বিজানাতি নিতামুৎকণ্ঠিতাপি সা ॥ ৯

অবয়—পতিঃ তু অশ্বে আত্মানং দাতুং সদা উৎকণ্ঠিতঃ, (তথাপি) (সা) নিতাম্ উৎকণ্ঠিতা অপি আদাতুং ন বিজানাতি ।

ভর্তা নারিকাকে আপনার দেহের ভোগ দিতে সর্বদাই প্রস্তুত ; নারিকাও ভোগগ্রহণে সর্বদা উৎকণ্ঠিতা, কিন্তু (লজ্জা প্রভৃতি অন্তরায় বশতঃ) সে ভোগ গ্রহণ করিতে শিখে নাই । সেইক্রপ পরমাত্মা, মুমুকু তৃতীয়ভূমিকারূঢ় সাধককে, সচ্চিদানন্দ, অসঙ্গ, কুটস্থস্বরূপ আত্ম-ভাব দিতে সর্বদাই প্রস্তুত, কিন্তু সাধকের মননশীল বুদ্ধি লোকৈষণাদি-দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হইয়া, সেই আত্মভাব গ্রহণ করিতে পারিতেছে না ।

ভাল, উভয় পক্ষেই যে উৎকণ্ঠা আছে, তাহা কি প্রকারে বুঝা যাইবে ? তাই বলিতেছেন—

সৌভাগ্যকামিনী নারী নারিকো রতিদায়কঃ ।

পরন্তু মুগ্ধভাবেন কিঞ্চিৎকালবিলম্বনম্ ॥ ১০

অম্বয়—নারী সৌকাগাকামিনী (ভবতি) ; নায়কঃ রতিদায়কঃ (ভবতি) ; পরন্তু, মুচ্ছভাবেন কিঞ্চিকালবিলম্বম্ (ভবতি) ।

নারী স্বভাবতঃ পতিসৌভাগ্যাসুখ কামনা করিয়া থাকে ; নায়কও স্বভাবতঃ ভোগসুখদাতা, (উভয়ে যখন পরস্পরের প্রতি একরূপ আকৃষ্ট, তখন রতিসুখলাভে বিলম্ব হয় কেন ? উত্তর—) কিন্তু, মূঢ়তা বশতঃ কিছু কালবিলম্ব হয় ।, সেইরূপ প্রপঞ্চবিরক্তা বুদ্ধি, “অসঙ্গাধিতীয় ব্রহ্ম সুখলাভে আসক্তা, এবং ব্রহ্মভাবপ্রাপক বিবেকও সেই পরমানন্দোদাতা ; কিন্তু মূঢ়তাবশতঃ কিছুকালবিলম্ব অর্থাৎ প্রতিবন্ধক্য পর্য্যন্ত বিলম্ব ঘটিতেছে । প্রতিবন্ধক্যে জীবব্রহ্মৈক্যানুভব জনিত সুখাবির্ভাব ঘটিবে ।

(শকা) । ভাল, উভয়পক্ষেই মূঢ়তা, যে সুখের প্রতিবন্ধক, তাহা কি প্রকারে বুঝা যাইবে ? এই হেতু বলিতেছেন :—

ইদমেব কথংনু স্যাধিতি ক্লিষ্টতি চাত্মনা ।

ভূয়ঃ কটাক্ষকলহং করোতি স্বামিনা সহ ॥ ১১

অম্বয়—(ইয়ং নায়িকা) ইদং (পত্যা সহ ভোগসুখম্) কথং নু জ্ঞাৎ (ইতি বিতর্কয়তি), চ (পুনঃ) আত্মনা (অন্তঃকরণেন) ক্লিষ্টতি । (ইয়ং) স্বামিনা সহ ভূয়ঃ কটাক্ষকলহং করোতি ।

এই নায়িকা, পতির সহিত ভোগসুখ কি প্রকার, তাহা মনে মনে বিতর্ক করিতে থাকে ; এবং তাহা না পাইয়া অন্তঃকরণে ক্লেশ অনুভব করিতে থাকে । (ভাবার্থ এই, উভয়ের মধ্যে ঐকমত্য হইলেই সুখ-প্রাপ্তির সম্ভাবনা । সুখেচ্ছা যখন উভয়েই বিদ্যমান, তখন বিরুদ্ধমতি হইয়া দুঃখানুভব, মূঢ়তা ভিন্ন আর কিছুই নহা (শকা) । ভাল, কি প্রকারে নায়িকার বিরুদ্ধমতি মিটিয়াছে, বুঝা যাইবে ? তদন্তরে বলিতেছেন) ।

তখন নারিক। কটাক্কলহ করিতে থাকে, প্রীতিপূৰ্ণক নেত্রপ্রান্তে অবলোকন করে, আবার বিরুদ্ধবচনপ্রয়োগও করিয়া থাকে ।

সেইরূপ সাধক, ‘কেবল আত্মসুখ কি, প্রকার ?’ মনে মনে বিতর্ক করিতে থাকেন । আবার সেই সুখের অন্ত সাধনপ্রযত্ন করিতে থাকেন । তাঁহার বিত্তছাত্রসুখ লাভের ইচ্ছা প্রবল । এদিকে বুঝেন, বৈষয়িক সুখ, এই আছে, এই নাই ; তাহাতে পরাধীনতা স্বীকার করিতে হয় ; তাহাতে দারও অনেক দোষ আছে । অপরদিকে জানেন, বিত্তছাত্র-সুখই সত্য ; তাহাতে পরাধীনতা নাই ; তাহা সৰ্বদোষবিবৰ্জিত ; সেই-হেতু বৈষয়িকসুখ বর্জন করিয়া, বিত্তছাত্রসুখ গ্রহণ না করাই মূঢ়তা । সেই সুখের দিকে তিনি সপ্রেম সূক্ষ্মদৃষ্টিতে অবলোকন করেন, আবার বর্তমান প্রতিবন্ধহেতু কুতর্কবশতঃ বিরুদ্ধবচনোচ্চারণ করেন । ইহাই তাঁহার কটাক্কলহ ।

চতুর্থজ্ঞানভূমিকানির্ণয়ঃ ।

তৃতীয়ভূমিকাত্যাসান্নাশমেতি রজস্তমঃ ।

স্বাপত্তি চতুর্থী স্যান্নিদিধ্যাসনরূপিনী ॥ ১

অর্থ—তৃতীয়ভূমিকাত্যাসাৎ (যদা) রজঃ তমঃ নাশম্ এতি (তদা) নিদিধ্যাসনরূপিনী স্বাপত্তিনাম্নী চতুর্থী (ভূমিকা) ত্যাৎ ।

তৃতীয় ভূমিকার অভ্যাস বশতঃ, যখন রজোগুণ এবং তাহার কার্য আসক্তি, এবং তমোগুণ এবং তাহার কার্য মূঢ়তা, বিনষ্ট হয়, তখন নিদিধ্যাসনরূপ চতুর্থী ভূমিকা আরম্ভ হয় ; তাহার নাম স্বাপত্তি ।

(শকা) । ভাল দেবগণ ত’ সম্প্রদায় (সাংখ্যদেহবিবিশিষ্ট) । তাঁহাদের মুক্তি হয় না কেন ?

অত্রাক্ষেপ পরীহারঃ ।

এই শকার সমাধান—

ভোগার্থমেব দেবত্বং প্রাপ্তা, দেবা ন মুক্তয়ে ।

মুমুক্শাবিরহাৎ তেষাং সত্বাপত্তির্ন মুক্তিকৃৎ ॥ ২

অবর—দেবাঃ ভোগার্থম্ এব দেবত্বং প্রাপ্তাঃ, ই মুক্তয়ে; তেষাং মুমুক্শাবিরহাৎ সত্বাপত্তিঃ ন মুক্তিকৃৎ (ভবতি) ।

দেবগণ কেবল বিষয়ভোগকামনায় সত্বগুণপ্রধান দেবত্ব লাভ করিয়াছেন, মুক্তির জন্ত নহে । মোক্ষের ইচ্ছা না থাকাতে, তাঁহাদের সত্বগুণপ্রাপ্তি মোক্ষের কারণ হয় না ।

মুক্তির ইচ্ছা থাকিলে, সেই সত্বাপত্তি মুক্তির কারণ হয়—

দেবেষপি তথা শত্রুকুবেরবরুণাদয়ঃ

যে মুমুক্শাং গতাস্তেষাং মুক্তিপ্রাপ্তিঃ কিম্ভুতম্ । ৩

অবর—তথা দেবেষু অপি শত্রুকুবেরবরুণাদয়ঃ যে মুমুক্শাং গতাঃ তেষাং মুক্তিপ্রাপ্তিঃ কিম্ ভুতম্ ?

আর, দেবগণের মধ্যেও, ইন্দ্র, কুবের, বরুণ প্রভৃতি দ্ব্যাহারা মোক্ষ-বাসনা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন; তাহাতে আর বিচিত্র কি ?

কেবল সত্বাপত্তি মোক্ষের কারণ নহে; মুমুক্শার সহিত সত্বাপত্তিই মোক্ষের কারণ ।

অথ লক্ষণানি ।

চতুর্থ ভূমিকার লক্ষণ সমূহ বর্ণনা করিতেছেন :—

একান্তে মুক্তগাথানাং গানং রোদনম্বেব চ ।

যৌমাধেয়ং গদগদং কণ্ঠে সত্বাপত্তস্ত লক্ষণম্ ॥ ৪

অবয়ব—একাস্তে (হিত্বা) মুক্তিগাথানাং গানং, রোদনম্ এব চ, রোমাঞ্চঃ, কণ্ঠে গদগদঃ—ইদং সৰ্বম্ তু সন্তাপস্তে লক্ষণম্ ।

নির্জ্ঞান স্থানে বসিয়া (মোক্ষপ্রতিপাদক এবং মোক্ষের সাধনভূত বৈরাগাদিপ্রতিপাদক গীত গুন করা বা শাস্ত্রাদিপাঠ এবং মধ্যে মধ্যে আপনার বদ্ধাবস্থা স্মরণ করিয়া রোদন, রোমাঞ্চ, অস্পষ্ট শব্দের উচ্চারণ—এই গুলি সন্তাপস্তির লক্ষণ ।

*এই সকল লক্ষণ বৈষ্ণবাদিসম্মত ।

স্বমুতমাহ ।

আপনার অভিপ্রেত সন্তাপস্তিচিহ্ন বর্ণনা করিতেছেন :—

বেদান্তাঃ সমাগত্যস্তা অথ ধ্যেয়ো মহেশ্বরঃ ।

প্রাপ্তাস্তিসৌরভে ভ্জে রসপানং গুণাধিকম্ ॥ ৫

অবয়ব—ময়া বেদান্তাঃ সমাক্ অভ্যস্তাঃ, অথ মহেশ্বরঃ ধ্যেয়ঃ । প্রাপ্তাস্তিসৌরভে ভ্জে রসপানং গুণাধিকং (ভবতি) ।

মুমুকু মনে মনে এই রূপ বিচার করেন—আমি উপনিষৎ, সূত্র, ভাষ্যাদি, পূৰ্ব্বাপর বিরোধ পরিহারপূৰ্ব্বক, উত্তমরূপে বিচার করিয়াছি । এক্ষণে গ্রন্থাভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া, সৰ্ববেদান্তনির্ণীত, ঈশ্বর ও আত্মার অধিষ্ঠানভূত পরমাআর ধ্যান করা কর্তব্য । যে ভ্রমর পুষ্পের সৌরভ, প্রচুর পরিমাণে উপভোগ করিয়াছে, তাহার নিকট মধুপান দৌরভাষ্যণ অপেক্ষা অধিকতর উৎকৃষ্ট ।

অর্থ লক্ষণ ।

তিনি এইরূপ চিন্তা করেন :—

নিত্যেহিহ্মি শুদ্ধ এবাম্মি ক্ৰাজ্ঞানং কচ বৈকল্যম্ ।

এবমাদি চমৎকারঃ সন্তাপস্তেস্ত লক্ষণম্ ॥ ৬

অম্বয়—অহং নিত্যঃ এব অস্মি, শুদ্ধঃ এব অস্মি, অজ্ঞানং ক, বন্ধনং চ ক ? এবমাদিচমৎকারঃ তু সত্বাপত্তেঃ লক্ষণম্ ।

আমি, অহংকারাদি শরীরান্তি যাবতীয় অনিত্য বস্তুর দ্রষ্টা ; সেই হেতু নিত্য । আমি মারা, অবিষ্টা প্রভৃতি মল্লগহিত ; (তদ্ব্যতীত জড় ও অসত্য, আমি স্বপ্রকাশ ও অসঙ্গ, সেই হেতু শুদ্ধ ।) অজ্ঞান বা মোহ কোথায় ? কোথাও নাই । কারণ, তাহা, হয় আত্মাতে থাকিবে, না হয়, অজ্ঞানেই থাকিবে, না হয় জগতে থাকিবে, আর কোথাও থাকিতে পারে না । প্রথমতঃ, অজ্ঞান, আত্মাতে থাকিতে পারে না, কারণ, আত্মা সচ্চিদানন্দ-ধন নির্বিকার ও নিরংশ, তাহা অজ্ঞানের অধিষ্ঠানরূপ হইতেই পারে না । উভয়ে পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব ; আলোক ও অন্ধকারের তায় উভয়ের অধারাধেয় ভাব অসম্ভব ; প্রভূত এক অপরের নাশক । দ্বিতীয়তঃ, অজ্ঞান অজ্ঞানে থাকিতে পারে না, কারণ, কোন বস্তু আপনাই আপনার আধার হইতে পারে না । আবার অজ্ঞানের নাশ আছে, সেই হেতু অসত্য । হই অসত্য বস্তুর আধারাধেয় ভাব হইতে পারে না । তৃতীয়তঃ, জগৎ অজ্ঞানের কার্য্য বলিয়া অজ্ঞানের আধার হইতে পারে না । মৃত্তিকার কার্য্য ঘটকে, আপনার কারণভূত মৃত্তিকার আধার হইতে দেখা যায় না । বন্ধন কোথায় ? (কোথাও নহে । কারণ বন্ধনের সাধন বৈত, ও তাহার কারণ অজ্ঞানই যখন নাই, তখন বন্ধন কি প্রকারে থাকিতে পারে ?) এই প্রকার বিশ্বয় অর্থাৎ স্বরূপের ক্ষুদ্রি, সত্বাপত্তির লক্ষণ ।

অত্র লক্ষণ ।

বধা নিজকথাস্তবচ্ছগোতুপনিষৎ কথাঃ ।

বধাশ্রুত কথাস্তবচ্ছগোতি জনসংকথাঃ ॥ ৪

অবয়—অসৌ যথা নিজকথাঃ (শৃণোতি), তৎসং উপনিষৎকথাঃ, শৃণোতি ; যথা অন্তস্ত কথাঃ শৃণোতি, তৎসং জনসংকথাঃ শৃণোতি ।

লোকে যেমুন আপনার স্তুতি শ্রীতিপূর্বক শ্রবণ করে, সেইরূপ তিনি উপনিষৎকথা—আত্মতত্ত্বপ্রকাশিকা বার্তা—শ্রবণ করেন। লোকে যেরূপ শত্রুর গুণবর্ণনা ঔদাসীভ্য কিম্বা অশ্রীতিপূর্বক শ্রবণ করে, তিনি লৌকিক বার্তা—সংসারোৎকর্ষবোধিনী কথাও, সেইরূপ অশ্রীতিপূর্বক শ্রবণ করেন ।

অপর লক্ষণ ।

দেহেন্দ্রিয় মনঃ প্রাণ বুদ্ধাহঙ্কারচেতসাম্ ।

নিরীক্ষ্য বিবিধাশ্চেষ্টা আস্তে বিশ্বিতবন্মুনিঃ ॥ ৮

অবয়—মুনিঃ দেহেন্দ্রিয়মনঃপ্রাণবুদ্ধাহঙ্কারচেতসাম্ বিবিধাঃ চেষ্টাঃ নিরীক্ষ্য বিশ্বিতবৎ আস্তে ।

সেই মুনি, স্থূল শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্তের বিচিত্র অবস্থা ও ব্যবহার (জন্মমরণাদি, বিকলতাদি) দেখিয়া বিশ্বিতের স্থায় অবস্থান করেন ।

জ্ঞত্বকর্তৃত্বভোক্তৃত্বজন্মমৃত্যুজরাদিকান্ ।

ভাবানন্তস্য জ্ঞানান্তি তদন্তং ভাবমাত্মনঃ ॥ ৯

অবয়—সঃ জ্ঞত্বকর্তৃত্বভোক্তৃত্বজন্মমৃত্যুজরাদিকান্ ভাবান্ অন্তস্ত জ্ঞানান্তি, আত্মনঃ ভাবং তদন্তং (জ্ঞানান্তি) ।

তিনি বৃত্তিতে পরেন (অনুভব করেন), জ্ঞাত্ব আমার ধর্ম নহে ; ইহা জ্ঞানেন্দ্রিয়সহিত বুদ্ধিস্থ চিদাভাসের ; কর্তৃত্ব আমার ধর্ম নহে ; ইহা কর্মেন্দ্রিয়সহিত বুদ্ধিস্থ চিদাভাসের ; ভোক্তৃত্ব, আনন্দময় কোষোপহিত চিদাভাসের, জন্মমৃত্যুজরাদি স্থূলদেহেই, অথবা দেহেই সহিত তাদাত্মাপ্রাপ্ত চিদাভাসের । আত্মার স্বভাব এই সকল বিকার ইহাতে বিলক্ষণ ।

মোহজালাদিনির্গত্য জালাদিব বিহঙ্গমঃ ।

খেচরত্বমমুপ্রাপ্তো ধনুতামমুবিন্দতি ॥ ১০

অর্থ—জালাৎ বিনির্গত্য খেচরত্বম্ অমুপ্রাপ্তঃ বিহঙ্গমঃ ইব, মোহ জালাৎ বিনির্গত্য (খেচরত্বম্ অমুপ্রাপ্তঃ) ধনুতাম্ অমুবিন্দতি ।

পক্ষী, যেরূপ বাধের জাল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলে, ‘উধাও’ হইয়া আকাশে উড়িয়া যায় এবং আপনাকে ধনু মনে করে, সেইরূপ সেই মুনি মোহজাল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া, সর্বদৈবতবিনির্মুক্ত ব্রহ্মাভিন্ন আত্মস্বরূপ অমুভব করিয়া, কৃতকৃত্যতা বা নিরঙ্কুশা তৃপ্তিলাভ করেন ।

দরিদ্র ইব সম্প্রাপ্য নিধানং বিশ্বয়ং গতঃ ।

ঈশ্বরানুগ্রহো জাতঃ ইতি নৃত্যতি, হব্যতি ॥ ১১

অর্থ—নিধানং সম্প্রাপ্য বিশ্বয়ং গতঃ দরিদ্রঃ ইব সঃ ‘ঈশ্বরানুগ্রহঃ জাতঃ’ ইতি নৃত্যতি, হব্যতি ।

ধনপূর্ণ গুপ্ত কলস পাইলে, দরিদ্র যেরূপ বিস্মিত হয়, সেইরূপ, তিনিও (গুরুমূর্তিতে আবির্ভূত তমোবিনাশক) ঈশ্বরের অনুগ্রহলাভ করিয়াছি—ভাবিয়া বিশ্বাসাপন্নচিত্তে নৃত্য করে, হর্ষপ্রকাশ করেন ।

বিষয়ৈঃ শব্দসংস্পর্শগন্ধরূপরসৈর্নযঃ ।

প্রিয়ৈরপি ভবেত্তাদৃক্ সাত্ত্বিকানন্দমাগতঃ ॥ ১২

অর্থ—সাত্ত্বিকানন্দম্ আগতঃ যঃ প্রিয়ৈঃ অপি শব্দসংস্পর্শগন্ধরূপরসৈর্নযঃ ন তাদৃক্ ভবেৎ ।

অবিজ্ঞানবস্থায় যে সকল স্বরূপ, স্পর্শ, গন্ধ, রূপ, রস, তাঁহার প্রিয় ছিল, এখন সমস্তগোপনধিক আনন্দ লাভ করিবার পক্ষে, সেই সকল শব্দস্পর্শাদি বিষয় থাকিলে, তিনি সেইরূপ হৃষ্ট হন না ; কারণ তিনি

বুঝিয়াছেন, শব্দ আকাশের গুণ, স্পর্শ বায়ুর গুণ, রূপ ভেদের গুণ, গন্ধ পৃথিবীর গুণ, রস জলের গুণ ।

ব্যতিরিক্তমিবাভ্যানঃ স্পৃশ্ণতীবেষু সন্নপি ।

চাণ্ডালীমিব যো হায়াং ন স্পৃশ্ণনদূরবৎস্থিতঃ ॥ ১৩

অর্থ—যঃ ভাবেষু (পদার্থেষু) সন্ অপি, আভ্যানঃ ব্যতিরিক্তম্ ইব পশ্চান্, মায়াং চাণ্ডালীম্ ইব ন স্পৃশ্ণন দূরবৎ স্থিতঃ ।

যিনি নামরূপাত্মক সমস্ত জাগতিক পদার্থে অস্তিত্বাতিপ্রিয়রূপে অবস্থান করিয়াও, সেই সকল বস্তুকে আপনা হইতে পৃথক্ বলিয়া দেখেন, এবং মায়া, কৃত্রিমব্রাহ্মণীরূপ ধরিয়া, সম্মুখে থাকিলেও তাহাকে নটরজ্জুগত চাণ্ডালীর ভায়, স্পর্শ না করিয়া, দূরে অবস্থান করেন ।

নামরূপ একান্ত মিথ্যা হইলেও, তাহার। যে জাগতিক পদার্থরূপে ব্যবহারের যোগ্য হয়, তাহার কারণ এই যে, আত্মাই তাহাদিগকে, অস্তি-ভাতি-প্রিয়রূপ আপন সত্ত্ব প্রদান করে । নামরূপকে মিথ্যা বলিয়া জানিয়া পদার্থের গহিত ব্যবহার করিলে, সৰ্ব্বল বস্তুকে আপনা হইতে পৃথগরূপে দেখা হয় ।

এক্ষণে সত্ত্বাপত্তির পরিপাকের লক্ষণ বলিতেছেন—

ঔদাসীন্মেন যঃ পশ্যেৎ স্বপ্নাভং জাগরে জগৎ ।

সত্ত্বাপত্তিপরিপাকলক্ষণং তদুদাহৃতম্ ॥ ১৪

অর্থ—যঃ ঔদাসীন্মেন (হেতুনা), জাগরে জগৎ স্বপ্নাভং পশ্যেৎ, তৎ সত্ত্বাপত্তিপরিপাকলক্ষণম্ উদাহৃতম্ ।

যিনি অত্যন্ত অনাসক্তিবশতঃ, এই বিশ্বকে জাগ্রদবস্থাভেদে, স্বপ্নোখিত পুরুষ, স্বপ্নদৃষ্ট জগৎপ্রপঞ্চকে যেরূপ মিথ্যা বলিয়া স্বরণ করেন, সেইরূপে দেখেন, তাহার সত্ত্বাপত্তি পরিপাক লাভ করিয়াছে । ইহাকেই সত্ত্বাপত্তি পরিপাকের চিহ্ন বলে ।

অত্র শ্লোকঃ ।

এই বিষয়ে কয়েকটি শৃঙ্গার শ্লোক আছে :—

ভাবঃ সম্যক্ পরিজ্ঞাতো গ্রহণেহপি মনঃ কৃতম্ ।

আদানমবশিষ্টং হি কুহা ভূষণমাত্মনঃ ॥ ১৫

অর্থ—(উভাভ্যাম্ উভয়োঃ) ভাবঃ সম্যক্ পরিজ্ঞাতঃ, গ্রহণে
অপি মনঃ কৃতম্ । (পরন্তু করাচিৎ শঙ্কয়া) আত্মনঃ ভূষণং কুহা
আদানং হি অবশিষ্টম্ ।

নায়কনাটিকা উভয়েই উভয়ের আশয় বুঝিয়াছে, উভয়েই
উভয়কে গ্রহণে আগ্রহান্বিত হইয়াছে । (কিন্তু কোনও আশঙ্কা
বশতঃ) পরস্পরকে পরস্পরের অঙ্গভূষণ করিয়া লওয়াই বাকী ।

মুমুক্শুর্জি নিদিধ্যাসনদ্বারা সংশয়বিপর্যায়রহিত হইয়া, পরমাশ্রয়
স্বা উপলব্ধি করিয়াছে; কেবল পারদ্রব্জনিত কোনও প্রতিবন্ধক
বশতঃ, জীবাত্মা ও পরমাশ্রয় অভেদের উপলব্ধি ঘটতেছে না ।

অহস্তনূতা তরুণী ন কস্তাপি পরিগ্রহঃ ।

এনমেব বরিশ্রামি পতিং কো বা হসিষ্যতি ॥ ১৬

অর্থ—অহং তরুণী তু (অপি) অনুতা (অস্মি), কস্তাপি ন
পরিগ্রহঃ (অস্মি) । এনম্ এব (মম) পতিং বরিশ্রামি, কঃ বা (পুরুষঃ)
হসিষ্যতি ?

আমি যৌবনস্থা হইলেও অনুতা রহিয়াছি, কেহই আমাকে
(পত্নী বলিয়া) গ্রহণ করে নাই । আমি এই মনঃপ্রিয় পুরুষকে
পতিরূপে বরণ করি, তাহা হইলে কেহই হাসিবে না । (পরিণয়
কার্য্য বিধিপূর্ব্বক সম্পাদিত হইলে, নিঃশঙ্কভাবে পতিস্বধোগ
চলিবে) ।

আমি (মুমুকুবুদ্ভি) মোক্ষসুখানুভবযোগ্য হইয়াছি ।
মোহাহঙ্কারাদি দ্বারা অস্পষ্ট হইয়া রহিয়াছি, কিন্তু একরূপভাবে থাকা
চলে না । পরমাআবেই অভিন্নরূপে গ্রহণ করিব । “অহং ব্রহ্মাস্মি”
এই বেদমন্ত্রে অভেদ প্রতিষ্ঠিত হইলে, আর স্বরূপচ্যুত হইয়া সংসার
ক্ষোভ ভোগ করিতে হইবে না ।

পরবর্তী শ্লোকদ্বয়ে, মুমুকু নায়ক, মুক্তি ন্যায়জ্ঞানী

হতঃ কামী কটাক্ষেণ কয়াচিন্মৃগচক্ষুষা ।

ব্যসনিভ্বমবাপ্নোতি তথায়ং মুক্তিকাস্তয়া ॥ ১৭

অর্থ—(যথা) কামী কয়াচিং. মৃগচক্ষুষা, কটাক্ষেণ হতঃ (সন্)।
ব্যসনিভ্বম্ অবাপ্নোতি, তথা অয়ং মুক্তিকাস্তয়া (কটাক্ষেণ হতঃ সন্
ব্যসনিভ্বম্ অবাপ্নোতি) ।

যেমন কোনও কামী পুরুষ কোনও মৃগনয়নার কটাক্ষবানে
আহত হইয়া, বিরহ বাধায় বিহ্বল হইয়া পড়ে, সেইরূপ মুমুকু,
মুক্তিকামিনীর কটাক্ষ ব্রহ্মাকারাবৃত্তির দ্বারা আবৃত হইয়া, মুক্তি-
সুখানুভবের জন্ত সকল কৰ্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া যান ।

গুঞ্জল্‌দ্বিধ্বনিং শ্রদ্ধা গুঞ্জল্‌কীটো যথা বিলে ।

ব্রহ্মাস্মাতি তথৈবায়ং ভবিতুং ব্রহ্ম গুঞ্জতি ॥ ১৮

অর্থ—যথা কীটঃ বিলে স্থিতঃ গুঞ্জল্‌দ্বিধ্বনিং শ্রদ্ধা (স্বয়ং)
গুঞ্জল্‌ (তিষ্ঠতি), তথা এব অয়ং ‘ব্রহ্মাস্মি’ ইতি শ্রদ্ধা, ব্রহ্ম ভবিতুং
গুঞ্জতি ।

(কাচপোকার ভায় এক প্রকার পতঙ্গ মুক্তিকাদির দ্বারা বাসা
নিৰ্ম্মাণ করিয়া, তন্মধ্যে অন্ত এক কীটকে মুহিতাবস্থায় স্থাপন করে।
পরে, সেই মুহিত কীট সেই পতঙ্গের আকার ধারণ করে, এইরূপ
এক প্রসিদ্ধি আছে ।)

যেমন কীট গর্তে অবস্থিত থাকিয়া, আপনার পালক ভূমিকীটকে গুঞ্জন করিতে শুনিয়া আপনিও গুঞ্জন করিতে থাকে, সেইরূপ এই (চতুর্থ ভূমিকাস্থ) মুমুকু, স্বদেহরূপ গর্তে অবস্থিত থাকিয়া, গুরু ভ্রমরের “অহং ব্রহ্মান্মি” এই জীবব্রহ্মৈক্যলক্ষক মহাবাক্য শুনিয়া, ব্রহ্মরূপ গুরুর সূচিত অভিন্নভাব পাইবার জন্য, সর্বদাই “অহং ব্রহ্মান্মি” এইরূপ গুঞ্জন করিতে থাকেন ।

পঞ্চমজ্ঞানভূমিকানির্ণয়ঃ ।

দশাচতুষ্করাভ্যাসাদসংসক্তিঃ পঞ্চমী ।

স্বযুগ্মিপ্রথমাবস্থা সাক্ষাৎকারনবাকুরা ॥ ১

অর্থ—তু (পঞ্চমস্তরে) দশাচতুষ্করাভ্যাসাৎ, স্বযুগ্মিপ্রথমাবস্থা, সাক্ষাৎকারনবাকুরা অসংসক্তিঃ পঞ্চমী (ভূমিকা লভ্যতে) ।

আবার পূর্বোক্ত চারিটি ভূমিকার অভ্যাসদ্বারা তাহাতে মনের স্থৈর্য্যলাভ হইলে, অসংসক্তি নাম্নী পঞ্চমী ভূমিকা লাভ করা যায় । জ্ঞানীর সংসারানুভবশৃঙ্খলারূপ যে স্বযুগ্মি আইসে, এই, পঞ্চম ভূমিকাই সেই স্বযুগ্মির প্রথম বা ‘নিখিলা’ নাম্নী অবস্থা ; সেই হেতু সেই অবস্থা প্রত্যক্ষানুভবের নব অঙ্গুর স্বরূপ । (তাহার লক্ষণ বলিতেছেন) ।

সা হপরোক্ষা নৈব নিশা শূণু তস্তাস্ত লক্ষণম্ ।

প্রথমঃ স্বচমৎকারঃ স্বরূপানন্দলক্ষণঃ ॥ ২

অর্থ—সা (পঞ্চম ভূমিকা) অপরোক্ষা, ন এব নিশা । তস্তাঃ তু লক্ষণম্ শূণু । প্রথমঃ স্বচমৎকারঃ স্বরূপানন্দলক্ষণম্ ।

সেই পঞ্চম ভূমিকা ‘অপরোক্ষ’ অবস্থা, কেননা তাহাতে ব্রহ্ম আর পরোক্ষ থাকেন না । সেই অবস্থায় রূপরসাদি বিষয়রূপ বৈভেদ প্রকাশ না থাকিলেও, তাহা সত্যি নহে । অপরোক্তভাবে প্রথম

আত্মভূতবে যে বিশ্বয় জন্মে, তাহাই স্বরূপভূত আনন্দের (অমৃতত্বের) চিহ্ন । (সেই বিশ্বয় “জ্ঞানিগজগজ্জনন” নামক প্রবন্ধে ৩৪ সংখ্যক শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে) ।

ব্রহ্মত্বসংস্থিতিঃ সৈব সৈব জীবত্ববিস্মৃতিঃ ।

তদেবাজ্ঞানমরণমমৃতত্বং তদেব হি ॥ ৩

অর্থ—সা এই ব্রহ্মত্বসংস্থিতিঃ, সা এই জীবত্ববিস্মৃতিঃ, তৎ এই জ্ঞানমরণম্, তৎ এই হি অমৃতত্বম্ ।

সেই পঞ্চমভূমিকাই আপনার পারমার্থিক ব্রহ্মরূপভায় দৃঢ় বা ধ্রুবা স্থিতি । সেই ভূমিকাই আপনার জীবত্বের বিস্মৃতি । তাহাই মহামোহের মরণ ; তাহাই বিবেকিজনপ্রসিদ্ধ অমৃতত্ব ।

আবিভূতা তু সা নৈব নাবিভূতত্বভাক্ পুনঃ ।

কথংভূয়ো ভ্রমতোষ প্রাপ্তিরের গতা যদি ॥ ৪

অর্থ—সা তু আবিভূতা (সতী) ন পুনঃ এব নাবিভূতত্বভাক্ (অনাবিভূতত্বভাক্) (ভবতি) । যদি প্রাপ্তিঃ গতা এব (তর্হি) কথং এষঃ ভূয়ো ভ্রমতি ?

সেই পঞ্চমী অবস্থা একবার আবিভূত হইলে, পুনরবার তিরোধান-শীলা হয় না । (পূর্বাবস্থাসকল হইতে ইহার এই বিলক্ষণতা) । সেই জ্ঞাতসাক্ষাৎকার শুরুর ভ্রম যদি নিবৃত্ত হইল, তবে তিনি আবার কি প্রকারে ভ্রমে পতিত হইতে পারেন ?

যথা বর্তুলপ্যাযাণা গিরেঃ শিখরতচ্চ্যুতাঃ ।

ধ্বংসস্ত্যেব ন তিষ্ঠন্তি বিকারান্তদ্বদত্র হি ॥ ৫

অর্থ—যথা বর্তুলপ্যাযাণা গিরেঃ শিখরতঃ চ্যুতাঃ (সস্তঃ) ন তিষ্ঠন্তি (পরন্তঃ) ধ্বংসস্তি এব তৎ অত্র হি বিকারাঃ (ন তিষ্ঠন্তি, পরন্তঃ ধ্বংসস্তি এব) ।

যেমন গোলাকার (অতীক্ষাগ্র) পাষণ পর্ত্তের শূন্য হইতে
বিপ্লিষ্ট হইলে, আর ঠেখানে থাকিতে পারি না, পরন্তু নীচেই পড়িতে
থাকে, সেইরূপ রাগদ্বेषাদি চিত্তবিকার সকল (হৃদয়গ্রন্থির ভেদ
বা শিথিলতা হওয়াতে, আত্মা হইতে ভিন্ন বলিয়া পরিজ্ঞাত হইয়া)
ক্রমশঃ ছর্ব্বল হইয়া বিনষ্টই হইয়া যায় ।

মূনির্জ্ঞ কটাক্ষেণ যং বিকারমবেক্ষতে ।

সচ্চঃ পতত্যসৌ পৃথুয়াং নোত্তিষ্ঠতি যথা পুনঃ ॥ ৬

অর্থ—মূনিঃ অর্জকটাক্ষেণ যং বিকারম্ অবেক্ষতে, অসৌ যথা
পুনঃ ন উত্তিষ্ঠতি, তথা পুনঃ পৃথুয়াং পততি ।

সেই জাত সাক্ষাৎকার পুরুষ, হৃদয়ে উথিত কামাদি যে কোন
বিকারের প্রতীতি, অর্জকটাক্ষে (ঈষদ্রাজ্য বিচার বৃত্তি দ্বারা) দৃষ্টিপাত
করেন, তাহা তৎক্ষণাৎ ভূমিতে (বুদ্ধি নামক “ক্ষেত্রে”) পতিত হয়,
(এবং পূর্ব্বপূর্ব্বস্বায় এইরূপে পতিত হইলেও যেমন আবার মাথা
তুলিত, এখন) আর মাথা তুলিতে পারে না । (প্রারব্ধকর পর্য্যন্ত
সেই সেই বিকার আবির্ভূত হইতে থাকিলেও তাহার বুদ্ধিতেই
প্রতীত হয়, আত্মার সংশ্লিষ্ট হইতে পারে না) । গীতায় যে উক্ত
হইয়াছে :—

“পশুন্ শব্দন্ স্পৃশন্ জিহ্বন্নশন্ গচ্ছন্স্বপর্জ্জন্” । ৫।৮

এবং “শৃণো গুণেষু বর্ন্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে” । ৩।২৮

‘তাহা এই অবস্থারই কথা ।

অবিগীতে ন তুষ্যন্তু বিগীতে ন বিধীদতি ।

বিস্মরত্যখিলং কার্য্যং রমতে স্বাত্মনাত্মনি ॥ ৭

অর্থ—(অয়ং) অবিগীতে (অবিরুদ্ধবচনে উচ্চারিতে, সতি) ন

তুহ্যেৎ, তু (পুনঃ) বিগীতে (বিরুদ্ধবচনে উচ্চারিতে, সতি) ন বিবীদতি ।
অখিলং কার্যং বিস্মরতি, স্বীকৃত্বা আত্মনি রমতে ।

এই পঞ্চমভূমিকাকল্পে সিদ্ধ, কেহ ষ্টৌকিক বা শাস্ত্রীয় অবিরুদ্ধ
কথা (লোকাচারসম্মত বা শাস্ত্রসম্মত কথা) বলিলে তাহাতে
সন্তোষ প্রকাশ করেন না, * এবং লোকশাস্ত্রবিরুদ্ধ কথা বলিলেও
বিবাদপ্রাপ্ত হন না । তিনি সমস্ত কর্তব্যই ভুলিয়া যান, অর্থাৎ
আমু কর্তব্যের অনুসন্ধান করেন না, কেবল চৈতন্যপ্রতিবিম্ব
সম্বন্ধিত বুদ্ধি লইয়া (ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন কূটস্থে ক্রীড়া করেন) ।

সকলকর্তব্যবিস্মৃত হইলে, তাঁহার দেহঘাতা কি প্রকারে চলে ?
এই হেতু বলিতেছেন—

ভূতাবিষ্ট ইবাকস্মাদ্বর্ণাশ্রমবিধিক্রমম্ ।

প্রেরিতঃ পূর্বসংস্কারৈঃ করোতি ন করোত্যপি ॥ ৮

অর্থ—সঃ ভূতাবিষ্টঃ ইব পূর্বসংস্কারৈঃ অকস্মাৎ প্রেরিতঃ সন্
বর্ণাশ্রমবিধিক্রমম্ করোতি অপি ন করোতি ।

কাহারও শরীরে ভূতের আবেশ হইলে, তদ্বারা চালিত হইয়া
সেই ব্যক্তি, যেরূপ বিবিধ কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান কুরিয়া থাকে, সেইরূপ
এই সিদ্ধ, পূর্বে যে সকল কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিয়া আসিয়াছেন, সেই সকল
কৰ্ম্মের সংস্কার দ্বারা চালিত হইয়া, অকস্মাৎ (অনুসন্ধান বিনাই)
ব্রাহ্মণাদি বর্ণ এবং ব্রহ্মচর্যাदि আশ্রমের নিহিত অনুষ্ঠান সকল করিতে
থাকেন । কিন্তু তিনি আপনাকে অকর্তা বলিয়া জানিয়াছেন বলিয়া,
সেইরূপ আচরণ করিলেও, বস্তুতঃ কিছুই করেন না ।

* সংকৃত “জীবমুক্তিবিবেক”র অনুবাদে ৩৪১ পৃষ্ঠার ইহা, “কিরোধাতব” এসঙ্গে
বর্ণিত আছে । তাহা দৃষ্টিলে বিষয়টা হুস্পষ্ট হইবে ।

যথৈব লৌকিক জ্ঞানে প্রমাণং চক্ষুরাদয়ঃ ।

ব্রহ্মজ্ঞানস্য বিষয়ে তথৈবোপনিষদ্ব্যভা ॥

যৎসাক্ষিহাং প্রমাণানি তানি কস্তত্র সংশয়ঃ ॥ ৯

অন্বয়—যথা চক্ষুরাদয়ঃ, লৌকিকজ্ঞানে প্রমাণম্ এব, ব্রহ্মজ্ঞানস্ত
বিষয়ে উপনিষৎ তথা এব মতা । যৎসাক্ষিহাং তানি প্রমাণানি
ভবন্তি, তত্র কঃ সংশয়ঃ ?

যেমন ঘটাদি লৌকিক বস্তুর জ্ঞানে, চক্ষুঃ, শ্রবণ প্রভৃতি,
প্রমাণ, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে (জ্ঞানস্বরূপব্রহ্মতত্ত্বনিশ্চয়ে)
তত্ত্বমস্তাদি উপনিষৎবাক্যই প্রমাণ । (কিন্তু এই সকল প্রমাণ
স্বরূপতঃ জড় বলিয়া, ইহাদের প্রামাণ্য নাই) । যে আত্মতৈত্ত
ইহাদের প্রকাশক হওয়াতে, ইহারা প্রমাণরূপ ধরিয়া, নিজ নিজ
প্রমেয়প্রকাশে সমর্থ হইতেছে, সেই আত্মতৈত্তবিষয়ে আবার সন্দেহ
কিরূপে উঠিতে পারে ? (এই নিঃসংশয়তাই পঞ্চমভূমিকার লক্ষণ) ।

বিধিকিঙ্করতাং ত্যক্ত্বা হ্যকিঞ্চৎকরতাং গতঃ ।

অকিঞ্চনত্বমাপন্নো ন চিস্তয়তি কিঞ্চন ॥ ১০

অন্বয়—সঃ হি বিধিকিঙ্করতাং ত্যক্ত্বা অকিঞ্চৎকরতাং
(করোতীতিকরঃ ন কস্তচিৎকরঃ ইতি অকিঞ্চৎকরঃ,—যিনি কিছুই
করেন না,—তস্য ভাবঃ তাম্ অকিঞ্চৎকরতাম্) গতঃ অকিঞ্চনত্বম্
আপন্নঃ, কিঞ্চন ন চিস্তয়তি ।

তিনি বিধি নিষেধের দাসত্ব পরিত্যাগ করিয়া নৈকর্ষসিদ্ধিলাভ,
করিয়াছেন এবং অকিঞ্চনত্ব অর্থাৎ সর্বদৈবতবিবর্জিত ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ
করিয়া দৈবতের স্বরণ, পর্যান্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন । “নেহ নানান্তি

কিঞ্চন" (বৃহদা, উ ৪।৪।১২) এই শ্রুতি বচন দ্বারা বাহ্যর নিষেধ করা হইয়াছে সেই দৈতই 'কিঞ্চন' শব্দের অর্থ।

সংলগ্নেহপ্যাতপে ভানো হিমাচলশিলেব যঃ ।

বহিরন্তশ্চ সম্পূর্ণঃ শীতলত্বং ন মুঞ্চতি ॥ ১১

অর্থ—ভানোঃ আতপে সংলগ্নে অপি, হিমাচলশিলা ইব যঃ বহিঃ অন্তঃ চ সম্পূর্ণঃ সন্ শীতলত্বং ন মুঞ্চতি ।

হিমালয়ের শিখরদেশস্থিত তুষারসজ্জাতে সূর্য্যাকিরণ ক্ষতিত হইলেও তাহা যেমন অন্তরে ও বাহিরে সম্পূর্ণ শীতলই থাকে, শীতলতা পরিত্যাগ করেনা, সেইরূপ এই সিক্ত, বিশৃংখলিত ও অন্তরের ও বাহিরের শাস্তি পরিত্যাগ করেন না, কারণ, তিনি (অন্তরে ও বাহিরে) অনাবৃতানন্দ স্বভাবহেতু পূর্ণ।

স্ফটিকঃ স্ফটিকত্বজ্ঞঃ সলিলং সলিলত্ববিৎ ।

গগনং গগনত্বজ্ঞং যদি স্যাৎ সা দশা চিত্তঃ ॥ ১২

অর্থ—যদি স্ফটিকঃ স্ফটিকত্বজ্ঞঃ স্ত্রীং, সলিলং সলিলত্ববিৎ (স্ত্রীং), গগনং গগনত্বজ্ঞং (স্ত্রীং) তর্হি সা দশা (পঞ্চমাক্রান্ত পুরুষস্ত) চিত্তঃ জ্ঞেয়া ।

স্ফটিক যদি আপনার স্ফটিকতা ("শিলাধেনুস্টক" অগ্রে দ্রষ্টব্য)—রাগাদি দ্বারা অস্পৃষ্টতা—জানিতে পারিত, জল যদি আপনার জলত্ব—সমুদ্রে আরোপিত নীলতা দ্বারা অস্পৃষ্টত্ব, এবং তরঙ্গাদি বিকার সম্বন্ধেও আপনার নির্বিকারতা—বুদ্ধিতে পারিত এবং আকাশ যদি আপনার আকাশতা ("জ্ঞানিগজ গর্জনম্" চতুর্দশ শ্লোক দ্রষ্টব্য) আরোপিত নীলতা এবং কটাহাকারাদি দ্বারা অস্পৃষ্টত্ব—জানিতে পারিত, তাহা হইলে, তাহাদের অবস্থা পঞ্চমভূমিকাক্রান্ত সিদ্ধের চেতনাকি অনুরূপ হইত। (তাহার উপমা) ওয়া যায় না, এই মাত্রই ইহা দ্বারা স্মৃতিত হইতেছে ।)

বুধো যথা ন মুহ্যত নানারঙ্গগৃহেষপি ।

তথা মুহ্যতি নাত্মায়ং নানারঙ্গগৃহেষপি ॥ ১৩

অর্থ—যথা বুধঃ নানারঙ্গগৃহেষু অপি ন মুহ্যত, তথা অরম্ আত্মা নানারঙ্গগৃহেষু অপি ন মুহ্যতি ।

যে ভবনে নিঃসরণমার্গবিস্মারক দর্পণ প্রভৃতি নানাবিধ চিত্তবিমোহক দ্রব্য আছে, সেই ভবনে প্রবেশ করিয়া, যেমন চতুর ব্যক্তি মোহপ্রাপ্ত হন না, সেইরূপ এই পঞ্চম্যাকৃত পুরুষ, যিনি পরিপূর্ণ আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি, লোকদৃষ্টিতে ইন্দ্রিয়দ্বারা মোহকর বিষয়ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইলেও, তাহাদিগকে সত্য মনে করিয়া, আত্মাকে দৃশ্যত হন না ।

নানাবিধ স্তম্ভদ্বৈতের মধ্যে মোহাভাব পঞ্চম ভূমিকার লক্ষণ ।

যোগী ক্রীড়তি নিদ্রাতি হসত্যপি বদত্যপি ।

বহিমু থৈরপি জনৈঃ পিশাচৈরিব শঙ্করঃ ॥ ১৪

অর্থ—শঙ্করঃ পিশাচৈঃ ইব, যোগী বহিমু থৈঃ জনৈঃ অপি ক্রীড়তি, নিদ্রাতি, অপি হসতি অপি বদতি ।

ইনি, বহিমুখ বা মুক্ত লোকদিগের সঙ্গেও ক্রীড়া করেন, তাহাদের মত নিদ্রা যান, তাহাদের সহিত হাস্যালাপ করেন, ও সম্ভাষণাদি করেন । একরূপ ব্যবহারে তাঁহার যোগিত্বের হানি হয় না । শঙ্কর যেমন পিশাচ-গণের সহিত ক্রীড়াদি করিলেও, তাঁহার শিবত্বের হানি হয় না, সেইরূপ ।

সেইহেতু তত্ত্ববিদগণের সহিত, অথবা গৃহাদিতে বাস, এবং মুক্তজনের সহিত বাস, তাঁহার পক্ষে তুল্যরূপ ।

ন প্রপ্তপূর্ণমার্থস্য তুল্যমহতি বাসবঃ ।

বাসবস্তৎপদাকাজ্ঞী ন স বাসবতাপ্রিয়ঃ ॥ ১৫

অর্থ—বাসবঃ প্রাপ্তপন্নমার্থস্ত তুলাং ন অর্হতি । বাসবঃ তৎপদা-
কাজ্জী (ভবতি) । সঃ (পঞ্চাংস্কৃতঃ) ন বাসবতাপ্রিয়ঃ (অস্তি) ।

যিনি সেই পরমশ্রেয়োলাভ করিয়াছেন, সেই জাতসাক্ষাৎকার
পুরুষের সহিত ইন্দ্রের ও (ব্রহ্মাদিরও) তুলনা হয় না । ইন্দ্রও (ব্রহ্মাদিও)
সেই পদ পাইবার আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন । ইন্দ্রাদিপদের স্বর্থে সেই
আত্মানন্দের কণামাত্র বলিয়া এবং মিথ্যা বলিয়া, পঞ্চম্যাক্রুত পুরুষের
ইন্দ্রেরও ভাণ লাগে না ।

এই কারণে ব্রহ্মেন্দ্রাদিপদপ্রাপক কস্মৈ তাঁহার কৃতি নাই ।

বহিপকং যথা মাংসং পূর্ববৎস্থিতমস্থিষু ।

সংসক্তমপ্যসংসক্তং স্বশরীরে তথা মুনিঃ ॥ ১৬

অর্থ—যথা বহিপকং মাংসম্ অস্থিষু পূর্ববৎ সংসক্তম্ অপি
অসংসক্তং স্থিতং, তথা, মুনিঃ স্বশরীরে (সংসক্তঃ অপি অসংসক্তঃ) ।

যেমন মাংস অগ্নিতে সিদ্ধ হইলে, পূর্বের জাম্বু-হাড়ের সহিত
জড়িত হইয়া রহিয়াছে বলিয়া দৃষ্ট হয়, কিন্তু বিস্লিষ্ট হইয়া গিয়াছে,
সেইরূপ এই মুনি দেহের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া দৃষ্ট হইলেও
বিস্লিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন । দেহাভিমান না থাকিলে, কাহারও দেহের
চলনাদি সম্ভবপর হয় না । সেইহেতু চলনভোজনাদির দ্বারা দেহাসক্ত
বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও, তিনি দেহে অনাসক্ত, কারণ, তাঁহার
অহঙ্কারাদি, বিচার দ্বারা বাধিত—মিথ্যা বলিয়া নিশ্চিত—হইয়া গিয়াছে ।

এইহেতু, তিনি দেহ থাকিতেও বিদেহ, এবং তাঁহার কর্মফলেচ্ছা না
থাকিলেও দেহযাত্রা নির্বাহ হয় ।

* ছানোগ্য উপনিষদে বর্ণিত আছে, ইন্দ্র জ্ঞানলাভ করিয়া, তাঁহার নিকট
বাইয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন ।

তত্র শ্লোকঃ ।

শৃঙ্গারশ্লোক দ্বারা পঞ্চম ভূমিকার স্বরূপ নির্ণয় করিতেছেন :—

ইয়ং পরাশুখীভূয় পতিং প্রত্যগবেক্ষতে ।

প্রেমপ্রসন্নয়া দৃষ্ঠ্যা হ্যস্তা যৌবনমাগতম্ ॥ ১৭

অর্থ—ইয়ং পরাশুখীভূয় প্রেমপ্রসন্নয়া দৃষ্টা পতিং প্রত্যক্ (পৃষ্ঠতঃ)
 অবেক্ষতে হি (যতঃ) অস্তাঃ যৌবনম্ আগতম্ ।

এই নায়িকা পতির দিকে পিছন করিয়া প্রেমপ্রসন্ন নেত্রে পশ্চাৎ-
 দিক দিয়া পতিকে দেখিতেছে । ইহাতে বুঝিতে হইবে, তাহার যৌবন
 আসিয়াছে ।

সিদ্ধ, ব্যবহার কালে, অহঙ্কারাদি শরীরের প্রতি সম্মুখ হইয়া,—
 আত্মাকে পশ্চাতে রাখিয়া, স্নেহ বৃত্তিতে আত্মদর্শন করেন । তদ্বারা
 বুঝিতে হইবে ব্রহ্মাকারা প্রমাবৃত্তি দ্বারা স্বাস্থ্যস্থানুভবসামর্থ্য
 জন্মিয়াছে ।

ন খেলতি বয়স্শাভিঃ শিথিলা গৃহকর্ম্মণি ।

রহঃ পশ্চতি চিহ্নানি প্রাপ্তা প্রাণপতেঃ সুখম্ ॥ ১৮

অর্থ—প্রাণপতেঃ সুখং প্রাপ্তা (সতী), বয়স্শাভিঃ (সহ) ন খেলতি,
 গৃহকর্ম্মণি শিথিলা ভবতি, রহঃ চিহ্নানি পশ্চতি ।

প্রাণপতির সুখ পাইয়া নায়িকা আর বয়সাদিগের সহিত খেলা
 করেন না ; গৃহকর্ম্মে শিথিলা হইয়া পড়িয়াছেন, এবং গোপনে যৌবনচিহ্ন
 ও ভোগচিহ্ন অবলোকন করেন ।

সেইরূপ পঞ্চম্যাক্রুত সিদ্ধ, আত্মানন্দ লাভ করিয়া শব্দমাদির সাধনে
 আর প্রযত্নশীল হন না, শরীররক্ষণসাধন ভোজনাদি কর্ম্মে শিথিল
 হইয়া পড়েন, এবং ব্রহ্মাকারাবৃত্তির স্থিরতা, অস্থিরতা, নানতা বা আধিক্য
 একান্তে অবস্থান করিয়া পরীক্ষা করেন ।

ন যেষো বিহিতঃ কশ্চিন্ন বা বচনচাতুরী ।

কিন্তু প্রেমাতিসাতত্যায়া লালিতো हरिः ॥ ১৯

অন্বয়—বালয়া (রাধরা) কশ্চিৎ বেষঃ ন বিহিতঃ, বচনচাতুরী ন (বিহিতা), কিন্তু প্রেমাতিসাতত্যায়া हरिः লালিতঃ ।

ত্রীকৃষ্ণকে বেশে জ্ঞানিবার জন্ত, যুবতী ত্রীরাধা, কোন শৃঙ্গারবেষ বিভ্রাস করেন নাই, বা বচনচাতুর্য্য প্রয়োগ করেন নাই, কিন্তু নিয়-বচ্ছিন্ন প্রেমপ্রবাহদ্বারাই তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন ।

আত্মসাক্ষ্যকারের জন্ত সন্ন্যাসাদিব্যাজক বেষপান্ধিপাটা কিম্বা পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন নাই ; ব্রহ্মাকারাবৃত্তির প্রতিষ্ঠায় আদর ও নৈরন্তর্য্যেরই প্রয়োজন ।

নালঙ্কতা নোকুলীনা ন বিদগ্ধা ন স্তন্দরী

যশাং তু রমতে স্বামী সা সৌভাগ্যবতী বধূঃ ॥

অন্বয়—অলঙ্কতা বধূঃ ন (সৌভাগ্যবতী), কুলীনা (বধূঃ) নো (সৌভাগ্যবতী), বিদগ্ধা বধূঃ ন (সৌভাগ্যবতী), স্তন্দরী বধূঃ ন (সৌভাগ্য-বতী) তু, যশাং স্বামী রমতে সা সৌভাগ্যবতী ।

বধুনানাভূষণভূষিতা হইলেই সৌভাগ্যবতী হয় না, বা সঙ্গশ জাতা হইলে অথবা চতুরা হইলে, সৌভাগ্যবতী হয় না ; কিম্বা স্তন্দরী হইলেও সৌভাগ্যবতী হয় না। যে বধুর প্রেমে বলীভূত হইয়া, স্বামী তাহার সহিতক্রোড়া করে, সেই সৌভাগ্যবতী—পতিপুত্রাদি জনিত সুখসম্পন্না, হয় ।

বাহ্যর কেবল সন্ন্যাসাদির বেষসৌষ্ঠব আছে, অথবা বাহ্যতে কেবল বাহ্যতঃ শাস্তি, দান্তি, প্রভৃতি স্প্রকটত, তিনি ব্রহ্মসুখলাভের অধিকারী নহেন । কোনও প্রসিদ্ধ আচার্য্যের প্রবর্তিত সম্প্রদায়ভুক্ত

হইলেই, কেহ সেই সুখলাভে অধিকারী হয় না। কেবল লৌকিক পাণ্ডিত্য বা সৌভাগ্যবানও সেই সুখ পাওয়া যায় না। বাঁহায বৃত্তি অধৈত্যাআকারা হইয়াছে, তিনিই সেই সুখলাভ করিয়াছেন।

যস্মিন্দেশে সিতা নাস্তি তদেদ্রশ্যো বেত্তি কিং সিতাম্ ।

স এব বেদ মাধুর্য্যং যেনৈবাস্বাদিতা সিতা ॥ ২১

অথ—যস্মিন্ দেশে সিতা নাস্তি, তদেদ্রশ্যঃ কিং সিতাং বেত্তি ? যেন সিতা আস্বাদিতা এব সঃ এব মাধুর্য্যং বেদ ।

যে দেশে মিস্ত্রী নাই, সে দেশের লোক কি মিস্ত্রী জানে ? যে মিস্ত্রী আস্বাদন করিয়াছে, সেই কেবল মিস্ত্রীর মাধুর্য্য জানে ।

যে আত্মসুখ অনুভব করিয়াছে, তদ্বিন অত্র কে আত্মসুখ বুঝিবে ?

তৃষ্ণাং বিহায় তুচ্ছেভ্যো মুনির্নিঃশল্যতাং গতঃ ।

স্বরসায়নতৃপ্তায়া দিনানুদিনমেধতে ॥ ২২

অথ—মুনিঃ তুচ্ছেভ্যঃ তৃষ্ণাং বিহায় নিঃশল্যতাং গতঃ (সন্) স্বরসায়নতৃপ্তায়া (সন্) দিনানুদিনম্ এধতে ।

পঞ্চমাক্রত্ সিন্ধ বাবতীয় রূপরসাদি বিষয়ের প্রতি তৃষ্ণা পরিত্যাগ করিয়া, দেহ হইতে শল্যোদ্ধার করিলে (দেহবিদ্ধ আগন্তক বস্তু [foreign body] নিষ্কাশিত করিলে) রোগী বেকরূপ সুস্থ হয়, সেইরূপ সুস্থ হইয়া, যে আত্মসুখ, মাত্মবানন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া হিরণ্যগর্ভানন্দ পর্য্যন্ত সকল আনন্দের লয়াধার, সেই আত্মসুখে তৃপ্তাস্তঃকরণ হইয়া, প্রতিদিন (প্রতিক্ষণ) বৃদ্ধি পাইতে থাকেন—স্বরূপসিদ্ধিতে অগ্রসর হইতে থাকেন।

ষষ্ঠজ্ঞানভূমিকানির্ণয়ঃ ।

ভূমিকা পঞ্চকর্ত্যাসাং পদার্থাভাবিনী ভবেৎ ।

ষষ্ঠী ঘনস্বুপ্তিঃ শ্রানুমহাদীক্ষ্যতি সা ভবেৎ ॥ ১

অর্থ—ভূমিকা পঞ্চকর্ত্যাসাং ষষ্ঠী ভূমিকা পদার্থাভাবিনী ভবেৎ, সা ‘ঘনস্বুপ্তিঃ’ শ্রাং, সা মহাদীক্ষা ভবেৎ ।

পূর্বেক্ত পাঁচটি ভূমিকার অভ্যাস হইতে স্বার্থাৎ তাহাতে মন স্থিরীকৃত হইলে, পদার্থাভাবিনী নাম্নী ষষ্ঠী ভূমিকা আরম্ভ হয় । তাহাকে ঘনস্বুপ্তিও বলে, এবং মহাদীক্ষাও বলে ।

সেই অবস্থায় পদ ও অর্থের—নাম এবং রূপের, অভাব বা ‘অক্ষুরণ’ হয় বলিয়া, তাহার নাম পদার্থাভাবিনী ।

ঘন স্বুপ্তিতেও সেইরূপ হয় বলিয়া, এই অবস্থার নাম ঘনস্বুপ্তি । সেই অবস্থার অজ্ঞানের সংস্কার দূরীভূত হইয়া, জ্ঞানিত্বের সংস্কার প্রবর্তিত হয়, বলিয়া তাহার নাম মহাদীক্ষা ।

মহানিজ্জতি সা প্রোক্তা যশ্রামানন্দবর্ণিতা ।

পদার্থবিস্মৃতিঃ সৈব প্রোক্তা পরিণতিশ্চ সা ॥ ২

অর্থ—সা মহানিজ্জা ইতি প্রোক্তা যশ্রাম্ আনন্দবর্ণিতা ভবতি । সা এব ‘পদার্থবিস্মৃতিঃ’, সা চ পরিণতিঃ প্রোক্তা ।

সেই ষষ্ঠ ভূমিকার নামান্তর মহানিজ্জা । (পঞ্চম ভূমিকা এক প্রকার শিথিল নিজ্জা বলিয়া, এবং ষষ্ঠ ভূমিকায় বিষয়ের অভ্যাস ‘অক্ষুরণ’ হয়, বলিয়া তাহাকে মহানিজ্জা বলে ।) সেই অবস্থায় আনন্দের বর্ণিতা বা ব্যাপ্তি হয় অর্থাৎ আনন্দ মাত্রেই ক্ষুরণ এবং সর্ব হৃৎথের অক্ষুরণ ঘটে । সেই অবস্থায়, নাম এবং রূপের বিস্মৃতি ঘটে বলিয়া, তাহার নাম পদার্থবিস্মৃতি । সেই অবস্থায় সিন্ধু অমৃত্যুতে (স্বরূপেই) পরিণত হন বলিয়া তাহার নাম পরিণতি ।

তল্লক্ষণানি

ষষ্ঠ ভূমিকার নিম্নলিখিত লক্ষণঃ—

নরবাহনসংক্ৰাটাঃ স্তৃপ্তা এব যথা নৃপাঃ ।

চলন্তি তদ্বৎস্থানন্দে স্তৃপ্ত এব চলত্যসৌ ॥ ৩

অর্থঃ—স্তৃপ্তাঃ এব নরবাহনসংক্ৰাটাঃ নৃপাঃ যথা চলন্তি তদ্বৎ স্থানন্দে স্তৃপ্তাঃ এব অসৌ চলতি—

নিদ্রিত রাজা যেমন মানুষখানে (পালকী প্রভৃতিতে) আরোহণ করিয়া গমন করেন, অর্থাৎ তিনি স্বয়ং গমন না করিলেও লোকে যেমন বলে, রাজা গমন করিতেছেন, সেইরূপ সেই ষষ্ঠ্যাক্রুত সিদ্ধ ভূমানন্দে অবস্থিত হইয়া, সংসারপ্রপঞ্চের প্রতি নিদ্রিত হইয়া মানুষখানে—শরীরে অবস্থিত হইয়া, অহঙ্কারাদির সাহায্যে চলেন—কার্য্যে ব্যাপ্ত হন ।

ধ্যানাদ্ব্যববোধো যন্ত পশবশ্চক্ষুরাদয়ঃ ।

স্বয়মেবোপতিষ্ঠন্তি রস্তিদেবমথৈ যথা ॥ ৪

অর্থঃ—যথা রস্তিদেবমথৈ (পশবঃ) স্বয়ম্ এব উপতিষ্ঠন্তি, তদ্বৎ যন্ত (ষষ্ঠ্যাক্রুত) ধ্যানাদ্ব্যববোধো চক্ষুরাদয়ঃ পশবঃ (স্বয়ম্ এব উপতিষ্ঠন্তি) ।

(পশুবধপরাঙ্কুথ) রস্তিদেব রাজার যজ্ঞে যেমন পশুগণ, স্বয়ং আসিয়া নিজ নিজ মন্তকচ্ছেদন করিয়া বিশেষ, বিশেষ দেবতার প্রতি নিজ নিজ শরীর অর্পণ করিয়াছিল, সেইরূপ এই সিদ্ধ, আত্মধ্যানযজ্ঞ আরম্ভ করিতে, চক্ষুরাদি বহির্মুখ পশুগণ প্রত্যাহারাদি সাধনের অপেক্ষা না করিয়াই, নিজ নিজ দেবতা স্মৃতিতে লীন হইয়া যায় ।

প্রতি বলিতেছেন—“গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠাঃ, দেবাশ্চ সর্বৈ প্রতিদেবতান্ম” (মুণ্ডক, উ ৩:২:৭) তখন দেহারম্ভক পঞ্চদশ অংশ স্ব স্ব

কারণে প্রতিষ্ঠিত হয়, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবতাসকলও মূলদেবতা সূর্য্য প্রভৃতিতে প্রবেশ করে ।

পুরাণে কথিত আছে, ইক্ষ্বাকুবংশোদ্ভব রাজা রত্নিদেব সাতিশয় দয়ালু ছিলেন । ঋষিগণ তাঁহাকে যজ্ঞ স্তব্ধিবার উপদেশ দিলেন । তিনি পশুহিংসাতয়ে, যজ্ঞে প্রস্তুত হইতে চাহিলেন না । তখন ব্রাহ্মণগণ বলিলেন, “যাহাতে তোমাকে পশুহিংসা-করিতে না হয়, এইরূপ ব্যবস্থা করিতেছি” । এই বলিয়া তাঁহারী যজ্ঞীয় শস্ত্রকে এইরূপ অভিমন্ত্রিত করিলেন যে পশুগণ আপনা হইতেই আসিয়া সেই শস্ত্রে নিজ নিজ শিরশ্ছেদন করিয়া বিশেষ বিশেষ দেবতার উদ্দেশে নিজ নিজ শরীর অর্পণ করিল ।

পূর্বে বোধে সমুৎপন্নে মনোবুদ্ধীস্ত্রিয়াদয়ঃ ।

অপূর্ণাঃ পূর্ণতাং যাস্তি কা বাচ্যা তন্ত্ৰ পূর্ণতা ॥ ৫

অন্বয়—পূর্বে বোধে সমুৎপন্নে (সতি) অপূর্ণাঃ মনোবুদ্ধীস্ত্রিয়াদয়ঃ... পূর্ণতাং যাস্তি, তন্ত্ৰ (ষষ্ঠাক্রটসিদ্ধন্ত) পূর্ণতা কা বাচ্যা ?

যখন সংশয়বিপর্যায়রহিত হইয়া জ্ঞান, আনন্দধনরূপ ধারণ করে এবং সেইরূপে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তখন মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণ, যাহারা অবিভাজনিত বলিয়া স্বভাবতঃ অপূর্ণ, তাহারাও, অবিভাবিনাশে আত্মরূপ ধারণ করিয়া, “পূর্ণতালাভ করে—অন্ত সুখনিরপেক্ষ হইয়া পড়ে । সেই অবস্থার, সেই সিদ্ধ যে পূর্ণতা লাভ করেন, তদ্বিশেষে আর কথা কি ?

তৎসর্ব্বমমৃতং তন্ত্ৰ যৎখাদতি পিবতাপি ।

যত্র তিষ্ঠতি সা কালী স জপো যৎ প্রজয়তি ॥ ৬

অন্বয়—সঃ যৎ খাদতি, অপি (যৎ) পিবতি, তৎ সর্ব্বমমৃতং তন্ত্ৰ অমৃতম্ । সঃ যত্র তিষ্ঠতি সা কালী, সা যৎ প্রজয়তি সঃ জপঃ ।

তিনি যে অন্নাদি ভোজন করেন, বা জলাদি পান করেন, সে সকলি তাঁহার অমৃত । (জ্ঞানযজ্ঞে বাহা কিছু ভক্ষিত হয়, তৎসমুদয়ই হবিঃ—একথা “যদগ্নাতি তদস্ত হবিঃ”—(মহানারায়ণ, উ ২৫।১) এই শ্রুতি বাক্যে উক্ত হইয়াছে । জমৃতভোজনে অমৃতত্বপ্রাপ্তি হয়, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে । জ্ঞানী, ভোজন, পান, প্রভৃতিকে বৈকল্পিক আত্মরূপে দর্শন করেন, ভোক্তাক্রমে সেইরূপে দর্শন করেন । ‘সেই হেতু তাঁহার ভোজনাদি এবং তিনি স্বয়ং অমৃত ।’ তিনি যে স্থানে অবস্থান করেন, সেই স্থানই কাশী । (‘ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মই হইয়া যান’ ইহা শ্রুতির উপদেশ, এবং তাঁহার সঙ্গ লাভ করিয়া অন্তঃ জ্ঞানপ্রাপ্ত হয় এবং, মুক্তিলাভ করে, সেই হেতু তাঁহার নিবাসস্থানই কাশী ।) তিনি, লৌকিক বা বৈদিক যে কোন কথাই বলুন না কেন, তাহা জপ স্বরূপ । (জপ অন্তঃকরণশুদ্ধি করিয়া, জ্ঞান প্রদান করে, জ্ঞানীর ভাষণ ও তাহাই করে, স্মরণ্য তাহা জপ ।)

সঞ্চারঃ স্তীর্থসঞ্চারঃ সমাধিঃ শয়নং মুনৈঃ ।

যং পশুতি স বিশ্বেশঃ শৃণোতু্যপনিষচ্চ সা ॥ ৭

অর্থ—মুনৈঃ সঞ্চারঃ স্তীর্থসঞ্চারঃ, শয়নং সমাধিঃ (ভবতি) মুনৈঃ যং পশুতি স বিশ্বেশঃ (ভবতি), যং শৃণোতি সা উপনিষৎ চ (ভবতি) ।

যাহারা চন্দ্রদৃষ্টি, (বাহাদের মন্দ্রদৃষ্টি নাই), তাহারা সেই মুনিকে কাশী প্রভৃতি তীর্থসেবনে, সমাধির অনুষ্ঠানে, বিবেচনাদর্শনে এবং উপনিষদ্রবণে বিরত দেখিলে, তাঁহার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারে না, প্রত্যুত তাঁহারা প্রতি শ্রদ্ধাও হারাইতে পারে ; এইহেতু বলিতেছেন—যেখানে সেই মূনির গমন হয়, সেখানে সর্বতীর্থের সঞ্চার হয়, (কেন না তিনি পরমপাবন ব্রহ্মরূপ হইয়াছেন, আর সকল

তীর্থই ঈশ্বরের চরণপীঠরূপে পরম পাবন) ; তাঁহার নিদ্রাও সমাধি, (কেন না, তিনি জাগ্রদবস্থাতেই মননধারা সর্বদৈবতবিসর্জিত হইয়াছেন ; তাঁহার স্বপ্নও জাগ্রৎ সংস্কারামুরূপ বলিয়া দৈবতবিসর্জিত, সুতরাং যে সুযুপ্তিতে অশ্রু জীবের দৈতুবীজ, প্ররোহোন্মুখ হইয়া অবস্থান করে, তাঁহার সেই সুযুপ্তিতে দৈতুবীজ বিদগ্ধ হইয়া যাওয়াতে, অদৈবত সংস্কারই বদ্ধমূল হয়) । তিনি যাহাই দর্শন করেন, তাহাই বিশেষ্বর, কেননা সকল বস্তুতেই নামরূপ বাধিত হওয়াতে, সচ্চিদানন্দেরই ক্ষুরণ হয়) । তিনি যাহা কিছু শ্রবণ করেন, সকলই উপনিষৎ, (কেননা তিনি আপনার চিৎস্বরূপতা বা চরমপ্রকাশরূপতা উপলব্ধি করায়, তাঁহার প্রোত্নাগত যাবতীয় বাণীর বিমর্শক্রিয়া নিবৃত্ত হইয়া, প্রকাশন ক্রিয়াই অবশিষ্ট রহিয়া যায় অর্থাৎ “ইদং” নামক গ্রাহবস্তুকে না বুঝাইয়া, “অহং” নামক গ্রাহীতার ছায়াধারা আত্মবস্তুকেই সূচনা করে ।) [দৃগ্দৃশ্য বিবেক “গ” পরিশিষ্ট (৪) বাণী “টকা দ্রষ্টব্য] আর উপনিষদেও বাণী আত্মার চরমপ্রকাশরূপতার অভিযাজিকা) ।

(শঙ্কা) । ভাল, প্রেমলক্ষণা ভক্তি, যাহাকে কেহ কেহ পঞ্চমপুরুষার্থ বলিয়া বর্ণনা করেন, তাহা ত’ তাঁহার অবশিষ্ট থাকিয়া যায় । এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—

পীয়তে প্রেমপীযুষঃ শ্লিষ্যতে পরমা কলা ।

ভূজ্যতে পরমানন্দো যোগিনা ন স ভোগিনা ॥১॥

অর্থ—(তেন) যোগিনা প্রেমপীযুষঃ পীয়তে, পরমাকলা শ্লিষ্যতে, পরমানন্দঃ ভূজ্যতে, সঃ (পরমানন্দঃ) ভোগিনা ন ভূজ্যতে ।

সেই যোগী পরমপ্রেমাম্পদ-আত্ম বিষয়িনী রুচি উপভোগ করেন (তাহাই তাঁহার প্রেমামৃতপান, এবং তাহাতেই সর্বপুরুষার্থ

সিদ্ধি) । তিনি শুদ্ধস্বাস্থ্যকরণে “অহং ব্রহ্মাস্মি” এইরূপ ব্রহ্মাকারা বৃত্তি নিরবচ্ছিন্ন আলিঙ্গন করিয়া থাকেন, এবং বাবতীয় বিষয়ানন্দ, যে চরম আনন্দের প্রতীবিশ্বরূপ লেশ্বরূপ, সেই আনন্দ ভোগ করেন । সেই আনন্দ বিষয়ভোগিগণের অগোচর, কারণ তাহারা ভোগ্যবস্তুর সত্যত্বনিশ্চয়পূর্বক, আপনাদিগকে ভোক্তা বলিয়া অবধারণ করে ।

তিনি যে পরমানন্দ উপভোগ করেন, তাহার নিদর্শন এই যে :—

সম্প্রাপ্তে পরমানন্দে ন শোচতি গতং বয়ঃ ।

ভূতং ভবন্তুবিষ্যচ্চ সর্বব্রহ্মানন্দতাং গতম্ ॥৯॥

অর্থ—পরমানন্দে সম্প্রাপ্তে (সতি) গতং বয়ঃ ন শোচতি । ভূতং, ভবং, ভবিষ্যৎ চ সূর্যং (সুখহঃখাদিকারণম্) আনন্দতাং গতম্ ।

সেই নিরতিশয় ভূমানামক সুখলাভ করিয়া, সেই ষষ্ঠাক্রম যোগী, বৃথা আয়ুঃক্লয় হইল বলিয়া আর শোক করেন না, এবং তাহার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সুখহঃখের কারণ, এবং তাহাদের ফলরূপ সুখহঃখ, সকলই আনন্দরূপ ধারণ করে । ভাবার্থ এই যে, শরীরধারণ সাফল্যমণ্ডিত হওয়ারতে, তাহার আয়ুঃক্লয়ে শোক নাই এবং সুখহঃখের প্রতীতিও নাই ।

সপ্তমজ্ঞানভূমিকানির্ণয়ঃ ।

ততঃ ষষ্ঠীমতিক্রম্য তুরীয়াং যাতি সপ্তমীম্ ।

মহাক্ষেতি সৈবোক্তা সৈব গূঢ়মুখ্তিকা ॥১॥

অর্থ—অতঃ ষষ্ঠীম্ অতিক্রম্য তুরীয়াং সপ্তমীম্ (ভূমিকাং) যাতি, সা এব মহাক্ষা ইতি উক্তা, সা এব গূঢ়মুখ্তিকা (উক্তা) ।

তাহার পর সেই পদার্থাভাবিনী নান্নী বর্ষভূমিকা অতিক্রম করিয়া, যোগী সপ্তমভূমিকায় প্রবেশ করেন। ব্যবহারিক আগ্রাদি অবস্থাজয়ের অপেক্ষায় ইহা তুরীয় বা চতুর্থাবস্থা। চতুর্থাদি সকল জ্ঞানভূমিকে তুরীয়াবস্থা ধরিলে, ইহা তুরীয়তুরীয়। পূর্বোক্ত জ্ঞান ভূমি ছয়টির অপেক্ষায় ইহা সপ্তমী ভূমিকা। নিম্নাবরণ আত্মপ্রাপ্তির দ্বার-ভূমি বলিয়া, ইহা গ্রন্থান্তরে মহাকক্ষা নামে প্রসিদ্ধ। স্থানান্তরে ইহা গৃহস্থযুক্তিকা নামে প্রসিদ্ধ। কারণ, এই অবস্থায় স্ত্রযুক্তিকা অর্থাৎ অন্ন স্ত্রযুক্তি গৃহ বা আচ্ছন্ন হইয়া থাকে।

যোগ নিদ্রেতি সা প্রোক্তা পরাকাষ্ঠেতি সা স্মৃতা ।

অমৃতরং চ সহজং স্বরূপস্থিতিরিত্যপি ॥২॥

অর্থ— সা (অবস্থা পুরাণেষু) যোগনিদ্রা ইতি প্রোক্তা, সা পরাকাষ্ঠা ইতি স্মৃতা, সহজম্ অমৃতরম্ চ স্বরূপস্থিতিঃ ইত্যপি (নামভ্যাং সা উক্তা) ।

পুরাণে সেই অবস্থা যোগনিদ্রা নামে খ্যাত। মূনিগণ তাহাকে পরাকাষ্ঠা নাম দিয়া থাকেন। তাহার অপর নাম ‘সহজামৃতর’ (কারণ এই অবস্থায় দৈতপ্রতীতি আদৌ না থাকতে, উত্তর দানে বিরতি স্বাভাবিক।) ইহার আর এক নাম স্বরূপস্থিতি।

মৌনমেবাবলম্বন্তে যস্যাং হরিহরাদয়ঃ ।

সা তু বর্ণয়িতুং শক্যা ন কেনাপি কদাচন ॥৩॥

অর্থ—বভ্রাং আকৃতাঃ (সন্তঃ) হরিহরাদয়ঃ মৌনম্ এব অবলম্বন্তে, যতঃ সা তু কেন অপি কদাচন বর্ণয়িতুং ন শক্যা ।

সেই অবস্থায় আকৃষ্ট হইলে, বিষ্ণু, শিব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতি সর্বলেই মৌনাবলম্বন করেন—স্বপ্রকাশাত্মস্বরূপ চিন্মাত্রই আশ্রয় করিয়া থাকেন, কোনও প্রকার বাগাদি ব্যবহার করেন না, কারণ

সেই অবস্থা পূৰ্ব্বোক্ত সৰ্ব্বাবস্থা হইতে বিলক্ষণ ও সৰ্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া, কেহই, সৰ্ব্ববেদযোনি ব্রহ্মাণ্ড, কোণও কালে, সেই অবস্থা বর্ণন করিতে সমর্থ হন না । (ইহাও সেই সপ্তমী ভূমিকার লক্ষণ ।)

চিদঙ্গে কোমলে লগ্নো দৈবাদজ্ঞানকণ্টকঃ ।

তং বোধকণ্টকেনায়াং বিনিবার্য্য স্মৃৎ স্থিতঃ ॥৪॥

অর্থ—কোমলে চিদঙ্গে দৈবাৎ অজ্ঞানকণ্টকঃ লগ্নঃ । অয়াং (সপ্তম্যাকৃতে) তং (অজ্ঞানকণ্টকং) বোধকণ্টকেন বিনিবার্য্য স্মৃৎ স্থিতঃ ।

অত্যন্ত পরিমাণেও অজ্ঞানকণ্টকাঘাত সহন করিতে পারে না, এইরূপ কোমল, শুদ্ধচেতস্ত্বরূপ অঙ্গে, কাকতালীয়সংযোগক্রমে জ্বতি দুঃখপ্রদ অজ্ঞান কণ্টক বিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল । ইনি, (মহাবাক্য জনিত সংশয়বিপর্যায়রহিত—‘অহং ব্রহ্মাস্মি’ এইরূপ অপরোক্ষ) বোধকণ্টক দ্বারা, সেই অজ্ঞানকণ্টক নিকাসন করিয়া, সেই বোধকণ্টকের আঃ প্রয়োজন না থাকাতে, তাহাকেও অনাদর করিয়া, এখন স্মৃথে অবস্থান করিতেছেন ।

জ্ঞানেও অনাদর, ইহাও সপ্তম্যাকৃটের লক্ষণ ।

সপ্তম্যাকৃটের অবস্থা কি প্রকার ? ইহাই তিন শ্লোকে কথঞ্চিৎ বর্ণনা করিতেছেন :—

অমৃতজলধৌ যস্মিন্ বার্তা ন মীন তরঙ্গয়োঃ ।

ন চ পরিচয়ঃ পারাবারস্থিতেরপি কুত্রচিৎ ॥

সমবসপরব্রহ্মানন্দপ্রাপ্তবিকল্পনঃ ।

সংহজ গলিত দ্বৈতজ্বালঃ স ভাতি মহামুনিঃ ॥৫

অর্থ—যস্মিন্ অমৃতজলধৌ মীনতরঙ্গয়োঃ বার্তা ন (বিস্ততে), পারাবারস্থিতেঃ পরিচয়ঃ অপি কুত্রচিৎ ন চ (বিস্ততে), (তৎ)

স মহামুনিঃ সময়সপরব্রহ্মানন্দ প্রণুরবিকল্পনঃ সহজগলিতবৈতজ্ঞাণঃ
(সন্) ভাতি ।

প্রলয়কালীন জলপ্লাবনে একার্ণবে চরাচর নিমগ্ন হইলে, যেমন মৎস্ত তরঙ্গের আর কোনও সংবাদ পাওয়া যায় না, কিম্বা কোনও স্থলে, এপার ওপারি বলিয়া প্রসঙ্গও উঠে না, সেইরূপ, অমৃতপ্লাবনে তাঁহার সংসার নিমগ্ন হইয়া যাওয়াতে, সেই সময়স পরব্রহ্মানন্দরূপ একার্ণবে কার্য্যাকারণরূপ অজ্ঞানের আর কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না, এবং যে বৈতপ্রপঞ্চ, অগ্নির ত্রায় ত্রিতাপের হেতু হইয়া মূঢ়গণকে দগ্ধ করে, সেই বৈতপ্রপঞ্চ ‘নেতি’ ‘নেতি’ নিষেধ-প্রযত্নব্যতিরেকেই—আপনা হইতেই যেন বিগলিত হইয়া যায় । তাঁহাকে একার্ণবে ভাসমান মহামুনি নারায়ণের ত্রায় দেখায় ।

বন্ধুধ্বংসমভীপ্সুনা স্মমনসা জিজ্ঞাসয়া তীব্রয়া
জ্ঞাতে ব্রহ্মণি বাধিতাক্ষবিষয়ে বোধে চমৎকুর্বতি ।

স্বাস্তম স্ত্ববিমানমান্ববিবৃতিব্যাবৃন্তিনির্ভঙ্ককো

ভাতি জ্ঞানসুখাত্মকঃ স্বয়ময়ং যোগ্যাপগানাং পতিঃ ॥৬

অর্থ—বন্ধুধ্বংসমভীপ্সুনা (অজ্ঞানশ্রু বিনাশে সমাগিচ্ছাবতা) স্মমনসা, তীব্রয়া জিজ্ঞাসয়া ব্রহ্মণি জ্ঞাতে (সতি,—ততঃ) বাধিতাক্ষবিষয়ে বোধে চমৎকুর্বতি (সতি) স্বাস্তঃ স্ত্ববিমানমান্ববিবৃতিব্যাবৃন্তিনির্ভঙ্ককঃ (অতএব) জ্ঞানসুখাত্মকঃ স্বয়ং অয়ং যোগ্যাপগানাং পতিঃ ভাতি ।

সাধনসম্পন্ন মন, ‘সমূলে অজ্ঞানের বিনাশ সাধন করিব’ এইরূপ মূঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিল; তাহাতে তীব্র জ্ঞানপিপাসা জাগিয়াছিল । সেই তীব্র জ্ঞানপিপাসার সাহায্যে মন ব্রহ্মকে অবগত হইয়াছে । তদনন্তর সেই জ্ঞানের নিয়বজ্জিন্ন ক্ষুরণে ইন্দ্রিয়গোচর বাবতীর বিষয় তিরোহিত

হইয়া গিয়াছে । এক্ষণে তাঁহার অন্তঃকরণে, প্রমাতা, প্রমাণ ও প্রমের এই ত্রিপুটির ত্রাস্তি নিবৃত্ত হইয়া যাওয়াতে, তাহা সৰ্ব্ববিক্ষেপপন্নিশূন্য হইয়াছে । এই হেতু জ্ঞানাতন্দ্ররূপ সেই সিদ্ধ, যে আনন্দসাগরে সৰ্ব্বপ্রকার (পূৰ্ব্ব পূৰ্ব্ব ভূমিকাস্থিত) সাধকসিদ্ধের সাধন, নদীর জ্বায় আসিয়া পরিসমাপ্ত হয়, সাক্ষাৎ সেই আনন্দ সাগরের জ্বায় শোভা পাইতেছেন ।

বাচা মোনময়ী গতিঃ স্থিতিময়ী নিদ্রাময়ো জাগরো

নিদ্রা বোধময়ী নিশা দিনময়ী নক্তময়ো বাসরঃ ।

কৰ্ম্ম ব্রহ্মময়ং জগৎ সূখময়ং কিঞ্চিন্ন কিঞ্চিন্ময়ং

দুল্‌জ্বাং শূণবত্স্ৰলজ্জিবতবতো বার্তা কথং বর্ণ্যতাম্ ॥৭

অবয়—(তত্ত্ব) বাচা মোনময়ী, গতিঃ, স্থিতিময়ী, জাগরঃ নিদ্রাময়ঃ, নিদ্রা বোধময়ী, নিশা দিনময়ী, বাসরঃ নক্তময়ঃ, কৰ্ম্ম ব্রহ্মময়ং, জগৎ সূখময়ং, কিঞ্চিৎ ন কিঞ্চিন্ময়ং, অতঃ দুল্‌জ্বাং শূণবত্স্ৰলজ্জিবতবতঃ (সপ্তম্যাক্রূত) বার্তা কথং বর্ণ্যতাম্ ?

অতি উৎকট সাধনবলেই, যে সম্বন্ধস্তমোশূণনির্মিত সংসার মার্গ অতিক্রম করিতে পারা যায়, সেই সংসারমার্গ যিনি অতিক্রম করিয়াছেন, তাঁহার বৃত্তান্ত কে বর্ণনা করিতে পারে ? তাঁহার বাণী মোনরূপা, কেননা বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে প্রাপ্তিপাদিত হইয়াছে, বচন বক্তারই স্বরূপ, বক্তার সত্তা হইতে বচনের পৃথক সত্তা নাই, (বাচ্যেরও পৃথক সত্তা নাই) । বচন লোকে প্রতীত হইলেও, তাহার পারমার্থিকত্ব নাই বলিয়া, সপ্তম্যাক্রূত যোগীশ্বর বচন মোনরূপ । তাঁহার গতি, লোকে প্রতীত হইলেও, স্থৈর্য্যরূপা, কেননা, খেতাবতর শ্রুতিতে (৩।১৯) প্রতীপাদিত হইয়াছে, চরণ না থাকিলেও পঁতনি গমনশীল । লোকে, তাঁহার যে গমন প্রতীত হয়, তাহা পারমার্থিক নহে । এই কারণে তাঁহার

গমনেও স্বৈৰ্য্য সম্ভব । তাঁহার জাগরণও নিদ্রাক্রম, কেননা, লোকে দেখা যায়, নিদ্রাবস্থায় সকল ত্রিপুটীর 'বিলোপ' ঘটে । এই বোণী, ত্রিপুটী মাত্রকেই মিথ্যা বলিয়া দেখেন* বলিয়া, তাঁহার জাগরণও নিদ্রাক্রম । তাঁহার রাত্রি দিবসক্রম, কেননা, রাত্রি অন্ধকারময়ী বলিয়া, সকল বস্তুর অপ্রকাশই রাত্রির স্বরূপ বলিয়া, এস্থলে অভিপ্রেত । সেই* অপ্রকাশ যদ্বারা প্রকাশিত হয়, সেই প্রকাশই অব্যাহতভাবে সপ্তম্যাক্রমের স্বরূপ । তাঁহার দিবসও রাত্রিময়, কেননা, দিবসের সমস্ত ব্যবহার তাঁহার নিকট মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হয় । সেই হেতু, তাহাদের প্রকাশ অপারমার্থিক বলিয়া অপ্রকাশ স্বরূপ ; অন্ধকারের অথবা রাত্রির স্বরূপও তাহাই ; সেইহেতু তাঁহার দিবস রাত্রিময় । তাঁহার ক্রিয়াও নিক্রিয় ব্রহ্মস্বরূপ ; কারণ কর্তৃকরণ কার্য্যক্রম ত্রিপুটীর পারমার্থিকত্ব নাই । অথবা "ব্রহ্মার্ণবম্ ইত্যাদি" (৪:২৪) গীতাবচনে কৰ্ম্মের ব্রহ্মরূপতা প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়া, তাঁহার কৰ্ম্মও সমাধিস্বরূপ, (নিষ্ক্রিয়ব্রহ্মরূপ) । যে জগৎ "অশাস্ত হুঃখালয়" বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহা তাঁহার নিকট সুখস্বরূপ ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে । জগতে প্রতীয়মান হুঃখ অত্যন্ত অসৎ, জগদগত সুখ "কেবল" ব্রহ্মসুখ হইতে অভিন্ন, এইরূপ অনুসন্ধান বশতঃ জগৎ সুখময় । তাঁহার দৃষ্টিগোচর "কিঞ্চিৎ"—সকল বস্তুই,—“ন কিঞ্চিন্নয়ং” অর্থাৎ দৃষ্টির অগোচর আত্মময়, কেন না বাধসামান্যাদিকরণ্য বশতঃ জগৎ অদৃশ্য ব্রহ্মস্বরূপ ।

* কোনও আপত্তি উৎপাদন দিলেন “ঐ পুরুষটি শুভ্র বাজ” । এখানে শুভ্রে পুরুষ ভ্রম হইয়া শুভ্রজ্ঞান হইবার পর নিশ্চয় হইল, পুরুষটি শুভ্রমাত্র । একই অধিকরণে বা আধারে পুরুষজ্ঞানের বাধা হইয়া শুভ্রজ্ঞান হইল । সেইরূপ “সৰ্ব্বং খণ্ডিতং ব্রহ্ম” এই হলে একই আধারে দৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চের বাধা হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান হয় । ইহার নাম “বাধসামান্যাদিকরণ্য” ।

অত্যন্তুহীনো বলপৌরুষাভ্যামকিঞ্চনো যো গলিতাভিমানঃ ।

তেনৈব নীতা রিপবো বিনাশং ন যে হতাস্তাত মহেন্দ্রমুখ্যৈঃ ॥৮

অর্থ—হে তাত, যঃ (পুরুষঃ) বলপৌরুষাভ্যাম্ অত্যন্তুহীনঃ, অকিঞ্চনঃ গলিতাভিমানঃ, তেনৈব এব, য়ে রিপবঃ মহেন্দ্রমুখ্যৈঃ ন হতাঃ, (তে কামাদয়ঃ রিপবঃ) বিনাশং নীতাঃ ।

হে পুত্র যিনি নিষ্কিঞ্চন ও নিরভিমান বলিয়া আদৌ উজোগমীল ও পটুদেহ নহেন, তিনিই কামাদি যে সকল রিপুকে বধ করিলেন, ইন্দ্র প্রভৃতিও তাহাদিগকে বধ করিতে পারে নাই ।

ব্রহ্মবিদ্বন্ধবিজ্ঞায়াং ভবাগ্নাং পুত্রতাং গতঃ ।

নিজ্ঞাঙ্গে লালয়ত্যনং পরমাত্মা সদাশিবঃ ॥ ৯

অর্থ—(যদা) ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মবিজ্ঞায়াং ভবাগ্নাং পুত্রতাং গতঃ, (তদা) পরমাত্মা সদাশিবঃ এনং নিজ্ঞাঙ্গে লালয়তি ।

ব্রহ্মবিৎ, ব্রহ্মবিজ্ঞাপিণী ভবানীর যখন পুত্র হইয়া গেলেন, তখন পরমাত্মা সদাশিব, তাঁহাকে অগ্নিনার অঙ্গে হইয়া খেলা করান ।

ভূমিকাশাস্ত্রার্থনির্ণয়ঃ ।

ভূমিকাক্রিতয়ং জাগ্রচ্চতুর্থী স্বপ্ন উচ্যতে ।

তাবতী সাধকাবস্থা তারতম্যো যোগিনাম্ ॥ ১

অর্থ—ভূমিকাক্রিতয়ং জাগ্রৎ উচ্যতে, চতুর্থী স্বপ্নঃ উচ্যতে, তাবতী তারতম্যো যোগিনাং সাধকাবস্থা (ভবতি) ।

সংসারমোহরূপ নিদ্রা হইতে জাগরণস্বরূপ বলিয়া, পূর্বোক্ত প্রথম তিন অবস্থাকে, জাগ্রৎ বলে। স্বাপত্তিনারী চতুর্থভূমিকাকে স্বপ্ন

বলে, (কেননা সেই অবস্থায় সংসারবাবহারকে স্বপ্ন বলিয়া মনে হয় ।)
এই অবস্থাচতুষ্টয় বোগীদিগের উত্তরোত্তর উত্তম, সাধক্যবস্থা ।

পঞ্চমীং তু সমারভ্য সিদ্ধাবস্থৈব সা ত্রিধা ।

তিস্মৃণামপ্যবস্থানাং দৃষ্টান্তোহত্র নিরূপ্যতে ॥ ২*

অর্থ—পঞ্চমীং (ভূমিকাং) সমারভ্য তু সিদ্ধাবস্থা, সা ত্রিধা ।
তিস্মৃণাং অবস্থানাং দৃষ্টান্তঃ অপি অত্র নিরূপ্যতে ।

পঞ্চমভূমিকা হইতে সিদ্ধাবস্থা আরম্ভ হয় । তাহা তিন
প্রকার । সেই তিন প্রকার অবস্থারই দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছি ।

স্বষুপ্তেঃ প্রথমাবস্থা তস্তাং যৎ সুখমাপ্যতে ।

স্বষুপ্তে যা ঘনাবস্থা তস্তামপি তদেব হি ॥ ৩

অর্থ—স্বষুপ্তেঃ (যা) প্রথমাবস্থা, তস্তাং যৎ সুখম্ আপ্যতে, স্বষুপ্তেঃ
যা ঘনাবস্থা তস্তাম্ অপি তৎ এব হি* (সুখম্ আপ্যতে) ।

স্বষুপ্তির যেটি প্রথমাবস্থা, তাহাতে যে সুখ অনুভূত হয়, স্বষুপ্তির
যেটি ঘনাবস্থা, তাহাতেও সেই সুখই অনুভূত হইয়া থাকে । ইহা লোক-
প্রসিদ্ধ ।

সুখং ঘনস্বষুপ্তৌ তৎ সুখং গাঢ়স্বষুপ্তকে ।

অতন্ত্রিবিধস্বষুপ্তৌ স আনন্দানুভবঃ সমঃ ॥ ৪ ।

অর্থ—ঘনস্বষুপ্তৌ (যৎ) সুখং, তৎ সুখং গাঢ়স্বষুপ্তকে (ভবতি), অতঃ
ত্রিবিধস্বষুপ্তৌ সঃ আনন্দানুভবঃ সমঃ ।

আবার ঘন স্বষুপ্তিতে যে সুখ, গাঢ় স্বষুপ্তিতেও সেই সুখ ।
এইহেতু স্বষুপ্তি ত্রিবিধ হইলেও, সেই আনন্দানুভব একই প্রকার ।

* চৌখামুক্তিত্রয়ং এই শ্লোকের তৃতীয়চরণের যে পাঠ “তুর্বাণামপি সপ্তম্যান্”
তাহা প্রামাণিক, পরবর্তী শ্লোক হইতে আসিয়া পড়িয়াছে । টীকা দেখিয়া পাঠ পরি-
কল্পিত হইল ।

তথা য এব পঞ্চম্যাং যষ্ঠ্যামপি স এব হি ।

তুর্ধ্যায়ামপি সপ্তম্যাং ত্রন্ধানন্দঃ স এব হি ॥ ৫

অথ—তথা পঞ্চম্যাং যঃ এব (ত্রন্ধানন্দঃ), যষ্ঠ্যাম্ অপি সঃ এব (ত্রন্ধানন্দঃ) হি ; তুর্ধ্যায়াম্ সপ্তম্যাম্ অপি সঃ এব হি ত্রন্ধানন্দঃ ।

সেইরূপ পঞ্চমভূমিকাতে যে ত্রন্ধানন্দ, যষ্ঠভূমিকাতেও তাহাই ।
আবার যষ্ঠভূমিকাতে যে ত্রন্ধানন্দ, তুর্ধ্যানামী সপ্তমভূমিকাতেও তাহাই ।

অভ্যাসতারতম্যেন তারতম্যে চিরস্থিতৌ ।

অপরোক্ষানুভূতেস্ত তারতম্যং মনাঙ্ ন হি ॥ ৬

অথ—অভ্যাসতারতম্যেন চিরস্থিতৌ তারতম্যে (সতি) অপরোক্ষানুভূতে: তু মনাঙ্ তারতম্যং নহি (ভবতি) ।

বিবেকাবৃত্তিরূপ অভ্যাসের তারতম্যানুসারে, বৃত্তির আনন্দাকারতার স্থিতিকালের তারতম্য হইয়া থাকে, কিন্তু অপরোক্ষানুভূতির জৈবংপরিমাণেও তারতম্য হয় না ।

নাস্বাদিতা সিতা যাবন্তাবন্বা স্বাদিতৈব সা ।

একদাস্বাদিতা চেৎসা নৈব নাস্বাদিতা ভবেৎ ॥ ৭

অথ—যাবৎ সিতা ন আস্বাদিতা, তাবৎ সা ন আস্বাদিতা এব । সা একদা আস্বাদিতা চেৎ, (তর্হি) সা নাস্বাদিতা (অনাস্বাদিতা) ন এব ভবেৎ ।

মিস্রী যে পর্য্যন্ত না আস্বাদিত হয়, সেই পর্য্যন্ত অনাস্বাদিতই থাকিয়া যায় । কিন্তু মিস্রী যদি একবার আস্বাদিত হয়, তবে আর অনাস্বাদিত থাকিতে পারে না । আস্বাদন একবার মাত্রই হউক, বা বহুবার হউক, স্বাদ সর্বদাই একরূপ । সেইরূপ—

জাতু চেৎ সা তু জ্ঞাতৈব জাতু নাজাততাং ভজেৎ ।

কথংভূয়ো ভ্রমত্যেব ভ্রান্তিরেব গতা যদি ॥ ৮

অথ—সা তু জাতা চেৎ, (তর্হি) জাতা এব, (সা) ন জাতু অজাত-
তাং ভজ্যেৎ । যদি প্রাপ্তিঃ গতী এব, তর্হি ভূতঃ কথং এবঃ ভ্রমতি ?

সেই অপরোক্ষানুভূতি যদি একবার উৎপন্ন হইল, তবে, তাহা
উৎপন্ন হইয়াই গেল; তাহা কখনও আর অমুৎপন্ন থাকিতে পারে
না । কেননা, যদি পঞ্চম্যাক্রুত জ্ঞানসাক্ষ্যকার জীবের ভ্রম একবার
নিবৃত্তই হইল, তাহা হইলে তিনি কি প্রকারে আবার ভ্রমে পতিত হইতে
পারেন ?

অথ কশ্চিদ্বিশেষঃ ।

তবে অপরোক্ষানুভূতির কিছু বিশেষ আছে :—

তুরীয়া প্রথমভাসে বিদ্যাদাভাসলক্ষণা ।

তত চক্ষুঃ দীপাভা ততো নিশ্চলদীপবৎ ॥ ৯

অথ—তুরীয়া প্রথমভাসে বিদ্যাদাভাসলক্ষণা (ভবতি), ততঃ চক্ষুঃ
দীপাভা (ভবতি), ততঃ নিশ্চলদীপবৎ (ভবতি) ।

(আগ্রাদি অবস্থাত্রয় ধরিয়া গণনা করিলে, অপরোক্ষানুভূতি তুরীয়া
বা চতুর্থী হয় ।) পঞ্চমভূমিকার সেই অপরোক্ষানুভূতি বধন প্রথম
উপস্থিত হয়, তখন তাহা বিদ্যাৎপ্রকাশের ত্রায় ক্ষণিক, পরে ষষ্ঠভূমিকার
আরম্ভে তাহা বায়ুচালিত দীপের ত্রায় চক্ষুঃ । তাহার পর ষষ্ঠভূমিকা
পরিপক্ব হইলে, তাহা স্থির দীপের ত্রায় ।

সূর্য্যপ্রভাবচ্চ ততঃ সপ্তমী চিরবর্ত্তিনী ।

উদয়াস্ত বিহীনা সা দিন পাক্তবৎসরম্ ॥ ১০

• পুফলা নিশ্চলা পূর্ণা পরমানন্দমুন্দরী ॥ ১১

অথ—(ততঃ) সূর্য্যপ্রভাবৎ সপ্তমী চিরবর্ত্তিনী (ভবতি) । সা

(৫) দিনপঞ্চম্ভূবৎসরং (ব্যাপ্য) উদয়াস্তবিহীন, নিশ্চলা, পুঙ্কলা, পূর্ণা, পরমানন্দমুন্দরী (ভবতি) ॥ ১০, ১১

তাহার পর সপ্তম ভূমিকার প্রারম্ভে সেই অপরোক্ষানুভূতি, সূর্য্য-
প্রভার দ্বারা হয়। পরে সপ্তমী বা তুর্য্য নাস্তী অপরোক্ষানুভূতি গহ্বর্ণ
ধরিয়া স্থির থাকে, এবং পরিণতা হইলে, দিন, পক্ষ, ঋতু ও বৎসর ব্যাপিয়া
উদয়াস্তবিহীন, স্থির, পরিপুষ্ট, পরিপূর্ণ, এবং নিরতিশয় সুখাকারে
কমণীয়া হইয়া থাকে।

যেবাং ধ্যানকলায়াঞ্চ লীয়ন্তে গুণপংক্তয়ঃ ।

যেবাং কৃপাকটাক্ষেণ সদ্যো মুক্তি রবাপ্যতে ॥ ১২

অর্থ—যেবাং (জিজ্ঞাসুভিঃ কৃতয়াং) ধ্যানকলায়াং চ গুণপংক্তয়ঃ
লীয়ন্তে, যেবাং কৃপাকটাক্ষেণ সद्यঃ মুক্তিঃ অবাপ্যতে ।

জিজ্ঞাসুগণ সেইরূপ অপরোক্ষানুভবীকে অল্পমাত্র ধ্যান করিলে,
তাহাদের সম্বন্ধসম্মারূপ গুণত্রয় এবং তৎকার্য্য কামাদি, বিলীন হইয়া
বার; তাঁহারা সদয় হইয়া দৃষ্টিপাত করিলে, জিজ্ঞাসুগণ তৎকালেই মুক্তি-
লাভ করিয়া থাকে।

পঞ্চমীমথবা ষষ্ঠীং সপ্তমীং বা সমাপ্রিতাঃ ।

ন তেষাং পুনরাবৃত্তিঃ কল্পকোটিশতৈরপি ॥ ১৩

অর্থ—যে পঞ্চমীং অথবা ষষ্ঠীং বা সপ্তমীং ভূমিকাং সমাপ্রিতাঃ,
তেষাং কল্পকোটিশতৈঃ অপি পুনরাবৃত্তিঃ ন (ভবতি) ।

যাঁহারা পঞ্চম, ষষ্ঠ অথবা সপ্তম ভূমিকা লাভ করিতে পারিয়াছেন,
তাঁহাদের শতকোটিকল্পেও (কোন কালেই), আর সংসারে ফিরিয়া
আসিতে হয় না ।

পূর্ব্বাবস্থাচতুক্ষে যে স্থিতা দেহং বিহায় তে ।

পুনর্দেহান্তরং প্রাপ্য ব্রহ্মাভ্যাসং প্রকুব্বতে ॥ ১৪

অর্থ—যে পূর্বাবস্থাচতুর্কে স্থিতঃ, তে দেহং বিহায় পুনঃ দেহান্তরং প্রাপ্য ব্রহ্মাভ্যাসং প্রকুর্বতে ।

যাঁহারা, জিজ্ঞাসা, বিচার, তন্ময়ানসা, ও সত্তাপত্তি নাম্নী ভূমিকায় অবস্থান করিয়া দেহতাগ করেন, তাঁহারা পুনর্বার অত্মদেহলাভ করিয়া ব্রহ্মাভ্যাস করিতে থাকেন । বসিষ্ঠ রামায়ণে (উৎপত্তি প্রকরণে ২২।২৪) ব্রহ্মাভ্যাস এইরূপে বর্ণিত আছে (১) সেই তত্ত্ববিষয়ে চিন্তা করা, অর্থাৎ অসুনিশ্চয় ভাবে নিজের বুদ্ধিতে তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করা ; (২) সেই তত্ত্ব-বিষয়ে কথোপকথন করা, অর্থাৎ অত্র কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তির তত্ত্ববুদ্ধির সহিত নিজের তত্ত্ববুদ্ধির মেলন করা ; (৩) পরস্পরকে সেই তত্ত্ব বুঝান অর্থাৎ পরস্পরের নিঃকট হইতে অজ্ঞাতাংশ বুঝিয়া লওয়া ; (এই তিন উপায় দ্বারা অসম্ভাবনানিবৃত্তি হয়) এবং (৪) সেই তত্ত্ববিষয়ে ঐকান্তিক নিষ্ঠা । (চতুর্থ উপায় দ্বারা বিপরীতভাবনানিবৃত্তি হয়)—ইহাদিগকেই পণ্ডিতগণ জ্ঞানভ্যাস বলিয়া থাকেন ।

যোগভ্রষ্টাস্ত উচ্যন্তে ক্রমেণ ব্রহ্মগামিনঃ ।

যোগিনো যোগসিদ্ধাশ্চ দত্তাদ্যা জনকাদয় ॥ ১৫

অর্থ—তে যোগভ্রষ্টাঃ উচ্যন্তে, তে ক্রমেণ ব্রহ্মগামিনঃ (ভবন্তি) । (কেচিৎ স্বতঃ এব) যোগিনঃ ; দত্তাদ্যাঃ জনকাদয়ঃ চ যোগসিদ্ধাঃ ।

তাঁহারা গীতাদি শাস্ত্রে (গীতা ৬।৪১) যোগভ্রষ্ট বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন । তাঁহারা উত্তরোত্তরলোকপ্রাপ্তি ক্রমে ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন । ব্রহ্মপ্রভৃতি স্বভাবতঃই যোগী—জীবব্রহ্মৈক্যজ্ঞানবান্ । অজ্ঞিপুত্র দত্তপ্রভৃতি, এবং জনকাদি ব্রহ্মৈক্যজ্ঞানরূপ যোগদ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন ।

ঈশ্বরানুগ্রহং প্রাপ্তা অর্ধবাচীনাশ্চ কেচন ।

স্বরূপানুভবং প্রাপ্তা মুক্তান্তে সর্ব্ব এব হি ॥ ১৬

অথ—কেচন অৰ্কাচীনাঃ জৈথরাশুগ্রহং প্রাপ্তাঃ (সন্তঃ) স্বরূপাশু-
ভবং প্রাপ্তাঃ ; তে সৰ্কে মুক্তাঃ এব হি ।

ইদানীন্তন লোকের মধ্যে কেহ কেহ জৈথরের কুণালাভ করিয়া
(অর্থাৎ সঙ্গুরু লাভ করিয়া এবং সচ্ছান্দসেবন করিয়া) ব্রহ্মাত্মিক্য
অভুভব করিয়াছেন । তাঁহারা সকলেই মুক্ত হইয়াছেন । একথা
বিজ্ঞানপ্রসিদ্ধ । কথিত আছে :—

যাবদ্রাশুগ্রহঃ সাক্ষাচ্ছান্দে পরমেশ্বরাৎ ।

তাবদ্র সঙ্গুরুং কচ্চিৎ সচ্ছান্দমপি নো লভেৎ ॥

যে পর্য্যন্ত না পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ অশুগ্রহলাভ হয়, সে পর্য্যন্ত কেহ
সঙ্গুরু বা সচ্ছান্দলাভ করিতে পারে না ।

স্বযুপ্তৌ কেচিদাশ্বস্তাঃ কেচিদঘনস্বযুপ্তকে ।

কেচিদগাঢ়স্বযুপ্তৌ চ সৰ্কেষামমৃতং সমম্ ॥ ১৭

অথ—কেচিৎ স্বযুপ্তৌ আশ্বস্তাঃ, কেচিৎ ঘনস্বযুপ্তকে (আশ্বস্তাঃ),
কেচিৎ গাঢ়স্বযুপ্তৌ (আশ্বস্তাঃ), সৰ্কেষাম্ অমৃতং সমং (ভবতি) ।

সনৎকুমার, নারদ প্রভৃতি কেহ কেহ (যাহাদিগকে সময়ে সময়ে
ব্যবহারে প্রবৃত্ত দেখা যায়) শিথিলস্বযুপ্তি নামক পঞ্চম ভূমিকাকে
চরমসীমা নিশ্চয় করিয়া, তাহাতেই স্থির হইয়াছেন । বাসবহুস্পতি
প্রমুখ কেহ কেহ (যাহাদিগের বাসনা পরেচ্ছা দ্বারা উদ্বোধিত হইলে,
যাহাদিগকে ব্যবহারে প্রবৃত্ত দেখা যায়) নিবিড়স্বযুপ্তি নামক ষষ্ঠভূমিকালভে
আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিয়া, তাহাতেই নিশ্চল হইয়াছেন ।
আবার ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি (যাহারা পরকৃত চেষ্টা দ্বারাও ব্যুথিত বা
বহির্বৃত্তিক হইয়া ব্যবহারে প্রবৃত্ত হন না) গাঢ়স্বযুপ্তি নামক সপ্তম
ভূমিকালভে আশ্বস্ত । তাহার এই—পঞ্চম্যাক্রটগণ কখন কখন আপনা
হইতেই প্রপঞ্চকে সত্য মনে করিয়া ব্যবহারে প্রবৃত্ত হন । ষষ্ঠ্যাক্রটগণ,

অপরে চেষ্টা করিয়া প্রপঞ্চের সত্যত্ব বুঝাইলে, কখন কখন ব্যবহারে প্রবৃত্ত হন। সপ্তম্যাক্রুতগণ আপনা হইতে, কিম্বা পরচেষ্টায়, কখনই প্রপঞ্চের সত্যতা বুঝিয়া ব্যবহারে প্রবৃত্ত হন না। (কিন্তু প্রপঞ্চে মিথ্যাত্ব বুদ্ধি সকলেরই তুল্যরূপ), এবং মোক্ষসুখ সকলেরই একরূপ। এই হেতু পঞ্চম্যাঙ্কি ভূমিকাজয় সিদ্ধাবস্থা।

৩৪। অবস্থাব্যবস্থা।

অথাবস্থা ব্যবস্থাখ্যং কিঞ্চিৎ প্রকরণং শৃণু।

যস্মিন্ পরীক্ষিতে সম্যক্ পরীক্ষ্যং নাবশিষ্যতে ॥ ১

অন্থ—অথ অবস্থাব্যবস্থাখ্যং কিঞ্চিৎ প্রকরণং শৃণু, যস্মিন্ সম্যক্ পরীক্ষিতে (সতি), পরীক্ষ্যং ন অবশিষ্যতে।

অনন্তর অবস্থাব্যবস্থা নামক একটি ছোট প্রকরণ শ্রবণ কর। এই প্রকরণের যথাযথ বিচার করিয়া অবধারণ করিলে, পরীক্ষা করিবার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। (কারণ, পরীক্ষণীয় সকল অবস্থাই বক্ষ্যমাণ কোন না কোন অবস্থার অন্তর্গত।)

জাগ্রৎ স্বপ্নঃ সুষুপ্তিচ্চ তথা মূঢ়সমাধিতা।

মূচ্ছা মৃত্যুস্তরীয়ক্ষেত্যবস্থাঃ সপ্ত কীর্তিতাঃ ॥ ২

অন্থ—জাগ্রৎ, স্বপ্নঃ, সুষুপ্তিঃ চ তথা মূঢ়সমাধিতা, মূচ্ছা, মৃত্যুঃ, তরীয়ং চ ইতি সপ্ত অবস্থাঃ কীর্তিতাঃ।

অবস্থা বা অন্তঃকরণস্থিতি সাত প্রকার যথা—(১) জাগ্রৎ, (২) স্বপ্ন, (৩) সুষুপ্তি, (৪) মূঢ়সমাধি, (৫) মূচ্ছা, (৬) মৃত্যু, ও (৭) তরীয়।

জাগ্রৎ স্বপ্নঃ সুষুপ্তিশ্চ ব্যক্তা মূঢ়সমাধিতা ।

মূচ্ছামৃত্যুস্তুরীয়ং চ ব্যক্তা নিত্যানুভূতিতঃ ॥ ৩

অন্বয়—জাগ্রৎ, স্বপ্নঃ, সুষুপ্তিঃ চ ব্যক্তা ; মূঢ়সমাধিতা, মূচ্ছা, মৃত্যুঃ
তুরীয়ং চ নিত্যানুভূতিতঃ ব্যক্তা ।

জাগ্রৎ (ইন্দ্রিয়দ্বারা অর্থোপলব্ধি) ; 'স্বপ্ন (ইন্দ্রিয়গণ লীন হইলে,
জাগ্রৎসংস্কারজনিত বিষয় ও তৎপ্রত্যয়), সুষুপ্তি (বিষয়াপ্রকাশ)
এই তিন অবস্থা সৰ্বজনপরিচিত । এই হেতু তাহাদের নিকৃপণের
প্রয়োজন নাই । আর মূঢ়সমাধি, মূচ্ছা (“মুখেহর্কসম্পত্তিঃ পরিশেষাৎ”
ব্রহ্মসূত্র ৩২।১০, দ্রষ্টব্য) মরণ ও তুরীয়াবস্থা, এই চারিটি অবস্থা
আত্মচৈতন্যের দ্বারাই প্রকাশিত হয় ।

উক্তং মূঢ়সমাধানং ভবপ্রত্যয়সংজ্ঞকম্ ।

পুরাঃসংপ্রজ্ঞাতনামসমাধেভেদবর্ণনে ॥ ৪

অন্বয়—পুরা (যোগদীক্ষাচিন্তামণ্যাত্ম্যপ্রকরণে) অসংপ্রজ্ঞাত
নাম সমাধে ভেদবর্ণনে ভবপ্রত্যয়সংজ্ঞকং মূঢ়সমাধানম্ উক্তম্ ।

পূর্বে (যোগদীক্ষা) চিন্তামণি নামক প্রকরণে অসম্প্রজ্ঞাত নামক
সমাধির প্রকারবর্ণনাকালে, ভবপ্রত্যয় (সংসারানুভব) নামক মূঢ়
সমাধির বর্ণনা করা হইয়া গিয়াছে । এই হেতু তাহার বর্ণনা এখানে
নিম্নপ্রয়োজন ।

তৎসমাধিস্থিতা জিতেন্দ্রাদীনৃস্বর্গেশতাং যযুঃ ।

মৃত্বা মূচ্ছা প্রপিক্বেতি তুরীয়মভিধীয়তে ॥ ৫

অন্বয়—তৎসমাধিস্থিতাঃ ইন্দ্রাদীনৃ জিতা স্বর্গেশতাং যযুঃ । মৃত্বাঃ
মূচ্ছা প্রপিক্বে ইতি তুরীয়ম্ অভিধীয়তে ।

হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি যাহারা ভবপ্রত্যয় নামক সমাধিতে আক্লভ

হইয়াছিলেন, তাঁহারা ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে পরাভূত করিয়া স্বর্গরাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। এই হেতু মৃতশমাধিতে সংসারামৃত্তব বীজরূপে থাকে। মৃত্যু ও মুচ্ছা সর্বজনবিদিত। এই হেতু তুরীয়াবস্থার বর্ণনা করিতেছি।

বেদান্তসম্প্রদায়েন নিদিধ্যাসনদ'র্শ্যতঃ ।

পরমাত্মনি চিন্তস্ত লয়স্ত তুর্য্য মুচ্যতে ॥ ৬

তত্র সাক্ষাৎকৃতং ব্রহ্ম মূল্যবিছাবিনাশকং ।

অন্বয়—বেদান্তসম্প্রদায়েন। নিদিধ্যাসনদ'র্শ্যতঃ পরমাত্মনি চিন্তস্ত লয়ঃ তুর্য্যম্ 'উচ্যতে। তত্র সাক্ষাৎকৃতং ব্রহ্ম মূল্যবিছাবিনাশকং ভবতি।

গুরুপদটি, উপনিষদাদিশাস্ত্রবর্ণিত "পরিপাটীক্ৰমে নিদিধ্যাসন দৃঢ় হইলে, অর্থাৎ অষ্টাঙ্গক ব্রহ্মবিষয়ক প্রত্যয়ের আবৃত্তিরূপ অভ্যাস দৃঢ় হইলে, কার্য্যাকারণাতীত আত্মায় যে চিন্তের লয় হয়, অর্থাৎ তদ্রূপে অবস্থান হয়, তাহাকেই তুরীয়াবস্থা বলে। সেই অবস্থায় ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হইলে, তাহাই মূল্য অবিছাকে (জীবব্রহ্মের ঐক্য বিষয়ে অজ্ঞানকে) বিনাশ করিয়া থাকে। "

তত্র প্রশ্নঃ :—

তদ্বিষয়ে এই প্রশ্ন উঠিতেছে :—

স্বপ্নজাগরয়োস্তূল্যঃ সংসারাড়ম্বরো মুনে ।

তর্হি কেন বিশেষণ সংজ্ঞাভেদস্তয়োর্বদ ॥

অন্বয়—হে মুনে, সংসারাড়ম্বরঃ, স্বপ্নজাগরয়োঃ তূল্যঃ (ভবতি), তর্হি কেন বিশেষণ তয়োঃ সংজ্ঞাভেদঃ (ভবতি) তৎ বদ ।

হে মননশীল গুরো, সংসারাড়ম্বর বা সুখদুঃখপ্রতীতি, জাগ্রৎ ও স্বপ্ন এই উভয় অবস্থাতেই তুল্যরূপ । তবে জাগ্রৎ ও স্বপ্ন নামভেদ হইবার কারণ কি ?

অত্র উত্তরম্ ।

এ বিষয়ে উত্তর এই :—

জানীহি প্রথমং তাত ভেদং বিশ্ব্তিবোধয়োঃ ।

স্বপ্ন জাগরয়োর্ভেদং পশ্চাজ্জ্ঞাস্তসি তং শৃণু ॥ ৯

অর্থ—হে তাত, প্রথমং বিশ্ব্তিবোধয়োঃ ভেদং জানীহি ; পশ্চাৎ স্বপ্নজাগরয়োঃ ভেদং জ্ঞাস্তসি, তং শৃণু ।

হে শিষ্য, তুমি প্রথমে বিশ্ব্তি ও জ্ঞান এতদ্ব্যয়ের পার্থক্য বুঝ, পরে, স্বপ্ন ও জাগ্রতের ভেদ বুঝিবে । অতএব এক্ষণে বিশ্ব্তি ও জ্ঞানের ভেদ প্রবণ কর ।

বিশ্ব্তিৰ্ঘ্ন ভাসেত, বোধো মিথ্যাৱনিশ্চয়ঃ । ১০

অর্থ—যৎ ন ভাসেত, (সা) বিশ্ব্তিঃ উচ্যতে, মিথ্যাৱনিশ্চয়ঃ বোধঃ (উচ্যতে) ।

পদার্থের অপ্রতীতিকে বিশ্ব্তি বলে, পদার্থকে মিথ্যা বলিয়া নিশ্চয় করার নাম বোধ ।

জাগরানন্তরং নিদ্রা তত্র স্বপ্নো যদা ভবেৎ ।

স্বপ্নে স্রাজ্জাগরাতানং ন তু জাগরবোধনম্ ॥ ১০

অর্থ—জাগরানন্তরং নিদ্রা ভবতি, তত্র যদা স্বপ্নঃ ভবেৎ, তদা স্বপ্নে জাগরাতানং স্রাৎ, তু জাগরবোধনম্ ন ত্রাৎ ।

জাগরণের পর নিদ্রা আসিয়া থাকে ; সেই সময়ে যখন স্বপ্ন বা

প্রতিভাসিক বিষয়ের ক্ষুণ্ণ হয়, তখন সেই স্বপ্নাবস্থার, জাগ্রদবস্থার অভাব বা বিস্মৃতি ঘটে, কিন্তু সেই সময়ে জাগ্রদবস্থার বোধন অর্থাৎ জাগ্রদবস্থাকে মিথ্যা বলিয়া নিশ্চয় হয় না ।

জাগরোহয়ং তু মিথ্যেতি বুদ্ধিঃ স্বপ্নে ন বর্ততে ।

কিন্তু জাগরবিস্মৃত্য স্বপ্নে স্বপ্নার্থদর্শনম্ ॥ ১১

অবয়—অয়ং জাগরঃ মিথ্যা ইতি বুদ্ধিঃ হি স্বপ্নে ন বর্ততে, কিন্তু স্বপ্নে জাগরবিস্মৃত্য স্বপ্নার্থদর্শনং ভবতি ।

স্বপ্নে জাগ্রৎপ্রপঞ্চ প্রত্যক্ষরূপে দৃশ্যমান হইয়া, তাহাতে “ইহা ভ্রান্তি-রূপ” এই প্রকার নিশ্চয়বুদ্ধি হয় না ; কিন্তু, জাগ্রৎপ্রপঞ্চের বিস্মৃতি ঘটে, এবং স্বপ্নাবস্থার প্রাতিভাসিক পদার্থের প্রতীতি হয় ।

স্বপ্নসৈত্যতন্নিজং রূপং জাগরস্তাধুনা শূণ্ ।

স্বপ্নস্তানন্তরং তাত জাগরো হি যদা ভবেৎ ॥

স্বপ্নমিথ্যাত্ববুদ্ধ্যাত্মস্বপ্নবোধস্তদা ভবেৎ ॥ ১২

অবয়—এতৎ স্বপ্নস্ত নিজং রূপম্ ; অধুনা জাগরস্ত (নিজরূপং) শূণ্ । হে তাত স্বপ্নস্ত অনন্তরং যদা হি জাগরঃ ভবেৎ, তদা স্বপ্ন মিথ্যাত্ববুদ্ধ্যা আত্মস্বপ্নবোধঃ ভবেৎ ।

ইহা হইল স্বপ্নের স্বরূপ । এক্ষণে জাগ্রদবস্থার স্বরূপ বলিতেছি শ্রবণ কর । হে শিষ্য, স্বপ্নাবস্থার পর, যখন জাগ্রদবস্থা উপস্থিত হয়, তখন স্বপ্ন ও স্বপ্নে দৃষ্ট পদার্থ মিথ্যা বলিয়া নিশ্চয় জন্মে, এবং স্বপ্ন-দ্রষ্টা জানিতে পারে—আমি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, অর্থাৎ জাগরণে স্বপ্নের অবিস্মৃতি বা স্মরণ হয়, এবং স্বপ্নের “বোধ” হয় । ইহাই স্বপ্ন হইতে জাগরণের বৈলক্ষণ্য ।

অন্যচ্চ ।

স্বপ্নে তু যাদৃশী তাত ভবেজ্জাগরবিস্মৃতিঃ ।

জাগরে তাদৃশী নাস্তি স্বপ্নসংসারবিস্মৃতিঃ ॥ ১৩

অর্থ—(হে) তাত স্বপ্নে তু যাদৃশী জাগরবিস্মৃতিঃ ভবেৎ, জাগরে তাদৃশী স্বপ্নসংসারবিস্মৃতিঃ নাস্তি ।

হে শিষ্য, স্বপ্নে কিন্তু যেরূপ জাগ্রদবস্থার বিস্মৃতি ঘটে, জাগ্রদবস্থায় সেইরূপ স্বপ্নানুভূত সুখদুঃখজন্মমরণাদি প্রপঞ্চের বিস্মৃতি ঘটে না ।

এতদ্ভিন্ন অপর এক বৈলক্ষণ্য আছে :—

জাগরে স্মর্য্যতে স্বপ্নস্তস্মৈ মিথ্যাত্বদর্শনম্ ।

স্বপ্নে ন স্মর্য্যতে জাগ্রন্ন তন্মিথ্যাত্বদর্শনম্ ॥ ১৪

অর্থ—জাগরে স্বপ্নঃ স্মর্য্যতে, তস্মৈ মিথ্যাত্বদর্শনম্ (ভবতি) ; স্বপ্নে জাগ্রৎ ন স্মর্য্যতে, তন্মিথ্যাত্ব দর্শনং ন (ভবতি) ।

জাগরাবস্থায় স্বপ্নের স্মরণ হয় এবং সেই স্বপ্ন মিথ্যা এইরূপ প্রতীতি হয় । কিন্তু স্বপ্নাবস্থায় জাগ্রদবস্থার স্মরণ হয় না, এবং সেই জাগ্রদবস্থা মিথ্যা এইরূপ প্রতীতিও হয় না ।

অনোনাতি বিশেষেণ স্বপ্নজাগরয়োঃ ভিদ্দা ॥ ১৫

অর্থ—অনেন অতিবিশেষেণ স্বপ্নজাগরয়োঃ ভিদ্দা (ভবতি) ।

এই তিন প্রকার অতিরৈলক্ষণ্য বশতঃ স্বপ্ন ও জাগরণের ভেদ সিদ্ধ হয় ।

অথপ্রশ্নাস্তরম্ ।

অনন্তর আর একটি প্রশ্ন উঠিতেছে :—

ননু মূঢ়সমাদৌ চ মূচ্ছামৃত্যুস্বপ্নপ্তিষু ।

তুরীয়ে চ ন দৃশ্যশ্রীস্তর্হি তেবাং ভিদ্দা কৃতঃ ॥ ১৬

অময়—নহু, মূঢ়সমাধৌ, মূচ্ছামৃতাস্বুপ্তিষু চ তুরীয়ে চ দৃশ্যত্বীঃ
ন (অস্তি), তর্হি তেবাং ভিদা কুতঃ (ভবতি) ?

ভাল, ভবপ্রত্যয়নামক মূঢ়সমাধিতে, অর্দ্ধমৃতারূপ মূচ্ছায়,
প্রাণাদিবিরোগজনিত দেহপতনরূপ মৃত্যুতে, অস্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়গণের
যে কারণ অজ্ঞান, সেই অজ্ঞানস্বরূপে অবস্থানরূপ স্বুপ্তিতে, এবং
তুর্ধ্যাবস্থায়, ত্রিপুটীরূপ প্রপঞ্চের শোভা বিলুপ্ত হইয়া যায় অর্থাৎ
ঝোনও নৃশ প্রতীত হয় না। (তাহা হইলে, উহার। ত তুল্যরূপ
বলিয়া প্রতীত হয়,) উহাদের মধ্যে ভেদ কিরূপে সম্ভবপর হয় ?

অত্রোত্তরম্।

এই প্রশ্নের উত্তর এইঃ—

সিদ্ধিকামনয়া যৈস্তু তপ উগ্রং কৃতং মহৎ।

দেহোপি বিস্মৃতস্তৈস্তু ক্রিমিকীটাদিভক্ষিতঃ ॥ ১৭ ॥

নেয়ং মূচ্ছা ন রোগোহয়ং ন মৃত্যুর্জীবনাদয়ম্।

স্বুপ্তানন্দবিরহাৎ স্বুপ্তিরিতি স্ফুটম্ ॥ ১৮ ॥

অময়—যৈঃ তু সিদ্ধিকামনয়া, মহৎ উগ্রং তপঃ কৃতম্, দেহঃ
অপি তৈঃ তু বিস্মৃতঃ, (যতঃ) সঃ দেহঃ ক্রিমিকীটাদিভক্ষিতঃ। ইয়ং
ন মূচ্ছা, অয়ং ন রোগঃ, অয়ং ন মৃত্যুঃ, জীবনাৎ; ন স্বুপ্তিঃ
স্বুপ্তানন্দবিরহাৎ, ইতি স্ফুটম্।

হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি যাহারা ইচ্ছাদিপদপ্রাপ্তিরূপ সিদ্ধিলাভের
ইচ্ছায়, সুদীর্ঘ, ত্রৈলোক্যাসম্পাদক, ব্রহ্মারাদিরূপ তপশ্চা করিয়াছিলেন,
তাহারা দেহকেও ভুলিয়া গিয়াছিলেন, কেননা ক্রিমিকীটাদি সেই
দেহ ভক্ষণ করিলেও তাহারা (যথা—হিরণ্যকশিপু) তাহা জানিতে
পারিতেন না। তাহাদের এই অবস্থা মূচ্ছা নয়; ইহা রোগ নয়;

ইহা মৃত্যু নয়, কেননা জীবন থাকে ; ইহা স্রুষ্টিও নয়, কারণ তাহাতে স্রুষ্টির আনন্দ নাই । ,এতদ্বিধে কাহারও সন্দেহ উঠিতে পারে না ।

স্বরূপলাভবিরহান্মূঢ়ত্বান্ন তুরীয়কম্ ।

দৃশ্যভানং তু নাস্ত্যাস্মৈ তাবতান্ন কৃতার্থতা ॥ ১৯

অর্থ—(ইয়ং) স্বরূপলাভবিরহাৎ, মূঢ়ত্বাৎ চ ন তুরীয়কং (ভবতি),
আস্মৈ তু দৃশ্যভানং ন অস্তি, (পরন্তু) তাবতান্ন কৃতার্থতা (ভবতি) ।

সেই বিদ্বতিকে তুরীয়াবস্থাও বলা যায় না, কারণ সেই অবস্থায় স্বপ্রকাশ চিন্মাত্রস্বরূপ আত্মার সাক্ষাৎ অভ্যুভব হয় না । (তাহাই তুর্য্য শব্দের অর্থ) । আর, তাহা কেবলমাত্র মূঢ়াবস্থা । (সেই হেতু তাহাকে মূঢ়সমাধি ভিন্ন অন্য কিছুই বলা যায় না ।) এ অবস্থায় দৃশ্যভান, বা জগতের প্রকাশ নাই বটে, কিন্তু কেবল তদ্ব্যবহিত কৃতকৃত্যতা বা নিত্যতৃপ্তিলাভ ঘটে না ।

ভাবার্থ এই—

১। মূঢ়তার ফলে (অর্থাৎ অজ্ঞাতাত্মস্বরূপাবস্থায়) এবং তপঃ-
ক্লেশবশতঃ যে দেহাদিবিদ্বৃতি ঘটে, তাহাকে মূঢ় সমাধি বলে ।

২। রোগাদি বশতঃ যে দেহাদিবিদ্বৃতি ঘটে, তাহাকে মুচ্ছা বলে ।

৩। প্রাণাদিবিয়োগবশতঃ যে দেহাদিবিদ্বৃতি ঘটে, তাহাকে
মৃত্যু বলে ।

৪। সুখামুভবপূর্বক কিন্তু মূঢ়তাবিশিষ্ট যে দেহাদিবিদ্বৃতি,
তাহাকে স্রুষ্টি বলে ।

৫। স্বয়ংপ্রকাশ আত্মস্বরূপের 'অভ্যুভবযুক্ত এবং মূঢ়ত্বশূন্য যে
দেহাদিবিদ্বৃতি, তাহাই তুর্য্যাবস্থা ।

কৃতকৃত্যতা বা চিরন্তন তৃপ্তিলাভ না ঘটবার কারণ এই যে—

বুখানানন্তরং তেষাং সংসারোপি যদাস্থিতঃ ।

যদাত্মদর্শনং নাস্তি সংসারোবাধিতস্ততঃ ॥ ২০

অর্থ—যৎ (যতঃ) তেষাং বুখানানন্তরং সংসারঃ অপি আস্থিতঃ, যৎ (যতঃ) আত্মদর্শনং নাস্তি, ততঃ সংসারঃ অবাধিতঃ ।

যেহেতু, বাহ্যল মূলসমাধি, মুচ্ছা, মৃত্যু ও সুষুপ্তি নামক অবস্থায় অবস্থিত, তাহাদের যখন বুখান ঘটে, অর্থাৎ আবার দেহাদির ব্যাপার আরম্ভ হয়, তখন সুখ, দুঃখ, জন্ম, মরণাদিরূপ সংসার, তাহাদের অন্তঃকরণকে অভিভূত করিয়া, আরম্ভ হয় । (তুর্ধ্যাবস্থার পর বুখানেও সংসার আরম্ভ হয় বটে, কিন্তু তাহা বাধিত, অর্থাৎ আত্মদর্শনহেতু মিথ্যা বলিয়া প্রতীত, হয় ; কিন্তু উক্ত অবস্থাচতুষ্টয়ে) আত্মদর্শন ঘটে না বলিয়া, সংসার অবাধিত থাকে অর্থাৎ মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হয় না । (সুতরাং সংসারদর্শন না ঘটিলেও, আত্মদর্শন না ঘটতে, উক্ত অবস্থা সকল সিক্তিরূপে পরিগণিত হয় না ।)

দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছেন :—

কথয়াম্যত্র দৃষ্টান্তং সাবধানমনাঃ শৃণু ।

স্বপ্নে তু বিস্মৃতং জাগ্রজ্জাগ্রৎ স্বপ্নে ন বাধিতম্ ॥ ২১

তস্মাদনন্তরং জাগ্রৎ স্বপ্নস্ত চ যথাস্থিতম্ ।

জাগরে বাধিতঃ স্বপ্নস্তেন মিথ্যাত্বমাগতঃ ॥ ২২

অর্থ—অত্র দৃষ্টান্তং কথয়ামি সাবধানমনাঃ শৃণু । স্বপ্নে জাগ্রৎ বিস্মৃতং, তু স্বপ্নে জাগ্রৎ ন বাধিতম্ । তস্মাৎ স্বপ্নস্ত অনন্তরং যথাস্থিতং জাগ্রৎ (বিজ্ঞতে, ইতি সর্বলোকপ্রত্যক্ষম্) । স্বপ্নঃ জাগরে বাধিতঃ (অস্তি), তেন মিথ্যাত্বম্ আগতঃ ।

এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছি, মনোযোগসহকারে শ্রবণ কর ।

স্বপ্নাবস্থায় জাগ্রদ্ব্যাপার বিস্মৃত হইলেও অর্থাৎ প্রতীত না হইলেও, বাধিত হয় না অর্থাৎ অসত্য বলিয়া নিশ্চিত হয় না। সেই হেতু স্বপ্নাবস্থায় পর জাগ্রদবস্থা পূর্বের ত্রায়ই উপস্থিত হয়, (অর্থাৎ মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হয় না, ইহা সর্বজন বিদিত), কিন্তু স্বপ্ন জাগ্রদবস্থায় বাধিত হয়, অর্থাৎ অসত্য বলিয়া বিদিত হয়, সেই হেতু স্বপ্ন প্রত্যক্ষরূপে প্রতীত হইলেও, অসত্য, ইহা যেক্রপ ;—

তথা মূঢ়সমাধৌ তু বিস্মৃতং সকলং জগৎ ।

বুখানানন্তরং পশ্চাচ্চথা পূর্বমবস্থিতম্ ॥ ২৩

অর্থ—তথা মূঢ়সমাধৌ তু সকলং জগৎ বিস্মৃতং (সৎ) পশ্চাৎ বুখানানন্তরং যথাপূর্বম্ অবস্থিতম্ (ভবতি) ।

সেইরূপ, পূর্বোক্ত 'ভবপ্রত্যয় নামক মূঢ়সমাধিতেও, সমস্ত বিশ্ব বিস্মৃত হইলেও, (অসত্য বলিয়া নিশ্চিত বা বাধিত না হওয়াতে), পরে সমাধি হইতে বুখান ঘটিলে, পূর্বের ত্রায়ই সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, অর্থাৎ সেই মূঢ় সমাধির অবস্থায় তাহা বীজরূপে থাকে ; (মুচ্ছা, মৃত্যু ও সুষুপ্তিতেও তদ্রূপ) ।

আবার—

তুরীয়ে বাধিতং বিশ্বং তস্মান্মিথ্যাত্বমাগতম্ ।

দুখানেনপি মুনেস্তাত তন্মিথ্যৈব ন বাস্তবম্ ॥ ১৪

অর্থ—বিশ্বং তুরীয়ে বাধিতম্ (অস্তি), তস্মাৎ (তৎ) মিথ্যাত্বম্ আগতম্ । (হে) তাত, তৎ দুখানে অপি মুনেঃ মিথ্যা এব ন বাস্তবম্ ।

তুর্য্যাবস্থায় ত্রিগুণরূপ সমস্ত জগৎ মিথ্যা বলিয়া নিশ্চিত হয়, সেই হেতু, সেই জগৎ অসত্য বলিয়াই গৃহীত হয়। সেই কারণে, হে শিষ্য, বিচারশীল সাধকের . নিকট বুখানাবস্থাতেও সেই জগৎ

(প্রতীত হইলেও) মিথ্যা, কোন প্রকারে সত্য নহে। ভাবার্থ এই—
যাহারা ভুখ্যাবস্থায় আক্রান্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের ভুখ্যাস্থিতি সর্ক্যাবস্থাতেই
সম্প্রতিষ্ঠিত থাকে। অপর এক দৃষ্টান্ত তন :—

রজ্জুসর্পং যথা দৃষ্ট্বা কশ্চিদদেশান্তরং গতঃ।

যদা পুনঃ সমায়াতি তদা তস্মাদ্বিভেত্যসৌ ॥ ২৫

অর্থ—যথা কশ্চিৎ রজ্জুসর্পং দৃষ্ট্বা দেশান্তরং গতঃ, সন্ যদা পুনঃ
সমায়াতি তদা অসৌ তস্মাৎ বিভেতি।

যেমন কোনও লোক রজ্জুবিন্দু সর্প দেখিয়া অর্থাৎ রজ্জু-
সর্প মনে করিয়া, (বিচার না করিয়া) দেশান্তরে চলিয়া গেল, সে
যখন পুনর্বার ফিরিয়া আইসে, তখন সে সেই সর্প দেখিয়া ভয় পায়।

নায়াং সর্প ইতি জ্ঞাত্বা যদি দেশান্তরং গতঃ।

যদা পুনঃ সমায়াতি তদা তস্মাদ্বিভেতি ন ॥ : ৬

অর্থ—(সঃ) অয়ং সর্পঃ ন ইতি জ্ঞাত্বা, যদি দেশান্তরং গতঃ
ত্যাং (তদা) যদা পুনঃ সমায়াতি, তদা তস্মাৎ ন বিভেতি।

আর যদি সেই লোক, এইটি সর্প নহে (রজ্জুমাত্র), এইরূপ নিশ্চয়
করিয়া দেশান্তরে গমন করে, তাহা হইলে কার্য্যাবসানে যখন ফিরে,
তখন সে সেই সর্প দেখিয়া ভীত হয় না, অর্থাৎ সর্পকে মিথ্যা বলিয়া
জানাচ্ছে, সেই মিথ্যাত্বের প্রতিবশতঃ সর্প প্রতীয়মান হইলেও
সেই সর্প দেখিয়া ভয় পায় না।

তথা মুঢ়সমাধানাদগতঃ সংসারবিশ্রুতিম্।

যদা বুখানমাপ্নোতি তদা সংসারজং ভয়ম্ ॥ ২৭

অর্থ—তথা মুঢ়সমাধানাৎ সংসারবিশ্রুতিম্ গতঃ (পুরুষঃ),
যদা বুখানম্ আপ্নোতি তদা সংসারজং ভয়ং (প্রাপ্নোতি)।

সেইরূপ, (তত্ত্বজ্ঞানলাভ' না করিয়া) মৃত্যুতাপূর্বক ভবপ্রত্যয় নামক সমাধির দ্বারা 'জন্মমরণাদিরূপ প্রপঞ্চপ্রতীতি পরিহার করিয়া, সাধক যখন ব্যাখিত হয়, তখন (আবার) জন্মমরণাদি প্রপঞ্চ হইতে ভিন্ন পাইয়া থাকে ।

আর—

যদি বিদ্বৎসমাধানাদগতঃ সংসারবিশ্বাস্তিহা ।

যদা ব্যুত্থানমাপ্নোতি বাধিতত্বাচ্চিভেতি ন ॥ ২৮

অর্থ—(সঃ) যদি বিদ্বৎসমাধানাৎ সংসারবিশ্বাস্তিঃ গতঃ (ভবতি তর্হি), যদা ব্যুত্থানম্ আপ্নোতি, তদা (সংসারপ্রপঞ্চস্ত) বাধিতত্বাৎ ন বিভেতি ।

সেই সাধক যদি তত্ত্বজ্ঞানলাভ করিবার পর, সমাধি দ্বারা সংসার প্রপঞ্চ বিশ্বাস হ'ন, তাহা হইলে, সমাধির পর, যখন আবার তাঁহার প্রপঞ্চমুরণরূপ ব্যুত্থান ঘটে, তখন পূর্বসংস্কার বশতঃ প্রপঞ্চের প্রতীতি হইলেও তাহা মিথ্যা বলিয়া নিশ্চিত হওয়াতে, সাধক আর তাহা দেখিয়া ভয় পান না ।

কেহ যদি মনে করেন, সাধক প্রপঞ্চকে বিশ্বাস হইতে পারিলেই কৃতার্থ হইলেন, প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বনিশ্চয়ের প্রয়োজন কি ? তদ্বত্তরে বলিতেছেন :—

যদি বিস্মরণাদেব মুক্তিঃ ভবতি দেহিনঃ ।

স্বযুপ্তির্জায়তে, তয়া মুক্তো ন কিং ভবেৎ ॥ ২৯

অর্থ—যদি বিস্মরণাৎ এব দেহিনঃ মুক্তিঃ ভবতি, তদা নিত্যঃ স্বযুপ্তিঃ জায়তে, তয়া (জীবঃ) কিং ন মুক্তঃ ভবেৎ ?

যদি প্রপঞ্চপ্রতীতিপরিহার করিতে পারিলেই, জীবের মুক্তি হয়, তবে প্রতিদিনই ত' স্বযুপ্তি আইসে, (তাহাতে প্রপঞ্চবিশ্বাস্তি ঘটে) ।

তত্ত্বজ্ঞান ব্যতিরেকে সেইরূপ প্রপঞ্চবিশ্বাস্তি হইতে জীব কেন মুক্ত হয় না ? (যদি প্রপঞ্চবিশ্বাস্তি • দ্বারাই কৃতার্থতা হয়, তবে গুরুসেবাদি ক্রেশম্বীকার করিবার প্রয়োজন কি ?)

তস্ম্যাক্তুরীয়া সর্ববাসামুত্তমা চ বিলক্ষণা ।

ষড়প্যবস্থা এতস্ম্যাক্তি কলাং নার্বিস্তি ষোড়শীম্ ॥ ৩০

অর্থ—তস্ম্যাক্তি সর্ববাসাম্ (অবস্থানাং মধ্যে) তুরীয়া উত্তমা, বিলক্ষণা চ । ষট্ অপি অবস্থাঃ এতস্ম্যাক্তি ষোড়শীঃ কলাং ন অর্হস্তু ।

সেই হেতু, সকল অবস্থার মধ্যে তুর্য্যাবস্থা শ্রেষ্ঠ এবং অপর সকল অবস্থা হইতে ভিন্ন । অপর ছয় প্রকার অবস্থা—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, মুচ্ছা, মৃত্যু, ও মৃত্যুসমাধি, এই তুর্য্যাবস্থার ষোল অংশের একাংশও বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য নহে ।

শ্রদ্ধাদিসাধনু বিনা, কর্ম্মদ্বারা সেই তুর্য্যাবস্থা লাভ করা যায় না :—

আত্মককল্পং গরুড়ো যদি ধাবেৎ সবেগতঃ ।

ন চাপ্নোতি তথ্যপ্যেনং দূরাদ্ভূতরৈব সা ॥ ৩১

অর্থ—গরুড়ঃ যদি আত্মককল্পং সবেগতঃ ধাবেৎ, তথাপি সা (তুর্য্যাবস্থা) এনং ন আপ্নোতি, চ (পুনঃ) দূর্যৎ দূরতয়া এব (ভবতি) ।

গরুড় যদি ব্রহ্মার কল্পকাল ধরিয়া, বেগসহকারে দৌড়িতে থাকেন, তথাপি এই তুর্য্যাবস্থা গরুড় দ্বারা লভ্য হয় না; বরং তাঁহা হইতে আরও দূরস্থিতা হইয়া যায় । (জ্ঞানাদিসাধন ব্যতিরেকে কর্ম্মদ্বারা সেই অবস্থা প্লাইবার নহে ।)

শ্রদ্ধা যতন্তি বেদান্তে তীত্রা যদি মুমুকুতা ।

ধ্যানাভ্যাসস্তথা গাঢ়ঃ সর্বত্র স্থলভৈব সা ॥ ৩২

অর্থ—যদি বেদান্তে শ্রদ্ধা অস্তি, যদি মুমুকুতা তীত্রা (ত্রাৎ), তথা ধ্যানভ্যাসঃ (যদি) গাঢ়ঃ ত্রাৎ, তর্হি সা সর্বত্র স্থলভা এব ।

যদি কাহারও বেদান্ত শাস্ত্রে প্রজ্ঞা থাকে, এবং তাঁহার মোক্ষচ্ছা
যদি নিরবচ্ছিন্না হয়, এবং দ্যানান্ধ্যাসে "যদি বিচ্ছেদ ও শিথিলতা
না ঘটে, তাহা হইলে সেই তুর্য্যাবস্থা ব্রহ্মলোক হইতে নরক পর্য্যন্ত
সর্বত্র অথবা জাগ্রদাদি ষড়বস্থাতেই অনায়াসে লাভ করা যায়,
(তাহার কারণ এই—সেই তুর্য্যাবস্থাই আমাদের প্রকৃত স্বরূপ ।)

মৃত্যুমুচ্ছা। সুযুপ্তিচ্চ ন তপস্তেন নিষ্ফলাঃ ।

রূঢ়মূঢ়সমাধানং তপ উগ্রং মহাকলম্ ॥ ৩৩

অর্থ—মৃত্যুঃ, মুচ্ছা, সুযুপ্তিঃ চ ন তপঃ, তেন নিষ্ফলাঃ (ভবন্তি) ।
রূঢ়মূঢ়সমাধানং উগ্রং মহাকলং তপঃ ভবতি ।

মৃত্যু, মুচ্ছা ও সুযুপ্তি—এই তিনটি তপস্তা নহে, কারণ এই
তিন অবস্থার কোন পারলৌকিক কর্মের, কিম্বা ঐহিক সুখসাধক
কর্মের, অনুষ্ঠান সম্ভবপর নহে। সেট কারণে এই অবস্থাত্তর নিষ্ফল
বলিয়া, ইহাতে অনাদর কর্তব্য। (যাহারা সাংসারিক ফলকামী, তাঁহারা
মূঢ়সমাধিকে আদর করিবেন। কিন্তু মুমুক্শুগণ তাহাকে অনাদর
করিয়া থাকেন।) মূঢ়সমাধি জন্মিলে তাহাকে উগ্র মহাকল তপস্তা
বলিয়া বুঝিতে হইবে, কেননা তাহার ফলে, শাপ, অমুগ্রহ প্রভৃতির
সামর্থ্য জন্মে, এবং রাজ্যাদি ফললাভও ঘটে।

বিজ্ঞা বিদ্বৎসমাধিস্ত তেন মোক্ষপ্রদো হি সঃ ।

সপ্তানামপ্যবস্থানামেবংরূপা ব্যবস্থিতিঃ ॥ ৩৪

অর্থ—বিদ্বৎসমাধিঃ তু বিজ্ঞা (ভবতি), তেন সঃ মোক্ষপ্রদঃ
(ভবতি) হি । সপ্তানাম্ অপি অবস্থানাং ব্যবস্থিতিঃ এবংরূপা (ভবতি) ।

জ্ঞানিগণের সমাধি (যাহা মূঢ়সমাধি হইতে বিলক্ষণ)—তুর্য্যাবস্থা।
তাহাই প্রকৃত বিজ্ঞা, (মূঢ়সমাধি অবিজ্ঞা)। সেই বিদ্বৎসমাধি

বিজ্ঞারূপ, এইহেতু যুক্তিপ্রদ বলিয়া প্রসিদ্ধ । পূৰ্বোক্ত সাতটি অবস্থার এইরূপ ব্যবস্থা বুঝিতে হইবে ।

সপ্তাবস্থা ইমাঃ সন্তি চিত্তমৈব চিত্তেন্দ্র ন ।

অবস্থাভবনং চিত্তমবস্থা সাক্ষিনী তু চিত্ ॥ ৫

অর্থ—ইমাঃ সপ্ত অবস্থাঃ 'চিত্তেন্দ্র' এবং ন তু চিত্তেঃ (সন্তি), চিত্তম্ অবস্থাভবনং (ভবতি), চিত্ তু সাক্ষিনী (ভবতি) ।

অন্তঃকরণেরই উক্ত সাত অবস্থা হইয়া থাকে; উক্ত অবস্থাসমূহ কোন ক্রমেই চৈতন্তের নহে । অন্তঃকরণই জাগ্রৎ হইতে তুম্বীম্ পর্য্যন্ত সাত অবস্থার ক্ষেত্র (উৎপাদক ও নিবাস) । চৈতন্ত উক্ত সাত অবস্থার সাক্ষী (অব্যবধানে প্রকাশক) ।

অবস্থানাং ব্যবস্থেয়ং যদি ভূয়ো বিভাব্যতে ।

অবস্থানাং তদা সাক্ষী সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষমীকতে ॥ ৩৬

অর্থ—যদি ইয়ং অবস্থানাং ব্যবস্থা ভূয়ঃ বিভাব্যতে, তদা অবস্থানাং সাক্ষী (সন্ সাধকঃ) সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষমীকতে ।

পূৰ্বোক্ত সাত অবস্থার মর্যাদা এইরূপে নিরূপিত হইল । সাধক যদি পুনঃ পুনঃ ইহার বিচার করেন, তাহা হইলে সাধক স্বয়ং “আমিই এই সাত অবস্থার সাক্ষী—অব্যবধানে প্রকাশক” এইরূপ অপরোক্ষ অনুভব করিয়া থাকেন ।

৩৫ । মুনীন্দ্রদিনচর্য্যা ।

চিন্মাত্রস্বরূপ সাক্ষীতে মনঃসৈবস্থ্যাসম্পাদনের নিমিত্ত এই দিনচর্য্যার উপদেশ । বর্ণাশ্রমিগণের আত্মিককৃত্য অতিবর্ণাশ্রমীতে বিরূপ আকার ধারণ করে, তাহারই বর্ণনা করিতেছেন । পঞ্চম্যাদি ভূমিকাত্রয়সমাক্রান্ত সিদ্ধ মুনীন্দ্র ।

বিচিত্রাক্ষরবিজ্ঞাসৈঃ পবিত্রার্থকথারসৈঃ ।

পাবয়ামি নিজাং বাণীং মুনীন্দ্রদিনচর্য্যয়া ॥ ১

অর্থ—বিচিত্রাক্ষরবিজ্ঞাসৈঃ পরিভ্রাণার্থকথারসৈঃ (যুক্তিয়া) মুনীন্দ্র-দিনচর্য্যয়া নিজাং বাণীং পাবয়ামি ।

মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া, মনোভাব ব্যক্ত করিবার উপায়স্বরূপ যে ভাবা পাইয়াছি, তাহাকেই পবিত্র করিব বলিয়া, এই মুনীন্দ্রদিনচর্য্যার বর্ণনার প্রবৃত্ত হইয়াছি । এই বর্ণনায় যে সকল সুখপ্রদ কথার অবতারণা করা হইয়াছে, তাহাতে পবিত্র বিষয়সমূহের আলোচনা করা হইয়াছে । সেই সকল কথার পরযোজনাপ্ত বিচিত্র ।

এই সকল কথা স্বকপোলকল্পিত নহে, সম্প্রদায়লব্ধ ।

গৌরীং মহেশ্বরঃ প্রাহ চিদানন্দময়ীং স্থিতিম্ ।

বদামি তন্মতচ্ছায়াং দিনচর্য্যাপদেশতঃ ॥২

অর্থ—মহেশ্বরঃ গৌরীং চিদানন্দময়ীং স্থিতিং প্রাহ ; (অহম্ অপি) দিনচর্য্যাপদেশতঃ তন্মতচ্ছায়াং বদামি ।

সর্ব্বনিয়ন্তা সদাশিব পার্শ্বতীর প্রতি চিদানন্দপূর্ণ অবস্থার বর্ণনা করিয়াছিলেন । আমিও মুনীন্দ্রগণের আত্মিককৃত্যের বর্ণনার ছলে সেই মহেশ্বরপ্রতিপ্রায়ের কিয়দংশ মাত্র বর্ণনা করিব ।

৩৫ (১)। প্রাতর্জাগরণম্।

যস্মিন্ জাগরণে প্রাপ্তে পুনর্নিদ্রা ন জায়তে।

সুমঙ্গলঃ মুনীজ্ঞানাং প্রাতর্জাগরণং হি তৎ ॥৩

অথ—যস্মিন্ জাগরণে প্রাপ্তে পুনঃ নিদ্রা ন জায়তে, তৎ হি মুনীজ্ঞানাং প্রাতর্জাগরণম্।

স্বস্বরূপের ক্ষুরণরূপ যে জাগরণ লাভ করিলে, স্বস্বরূপের আকরণরূপ নিদ্রা আর উপস্থিত হয় না, তাহাই মুনীজ্ঞগণের পরমমঙ্গল মোক্ষরূপ জাগরণ; কারণ, সেই জাগরণে চিদাদিত্যের উদয়ে, “অহং ব্রহ্মস্মি” এইরূপ জাগ্রৎ বৃত্তির উদয় হয়; ইহা জ্ঞানিমাত্রেই জানেন।

৩৫ (২)। শৌচনির্গমঃ।

দেহেন্দ্রিয়মনঃ প্রাণবুদ্ধাহঙ্কারচেতসি।

অশুচিবাত্মভাবোসাবশুচিব্যস্ত কারণম্ ॥ ১

অথ—অশুচৌ দেহেন্দ্রিয়মনঃপ্রাণবুদ্ধাহঙ্কারচেতসি অসৌ আত্মভাবঃ অশুচিব্যস্ত কারণম্।

শরীর, শব্দজ্ঞানের করণ শ্রোত্র, স্পর্শজ্ঞানের করণ ত্বক্, রূপজ্ঞানের করণ চক্ষু, রসজ্ঞানের করণ রসনা, গন্ধজ্ঞানের করণ ভ্রূণ, বচন ক্রিয়া-সাধন বাক্, গ্রহণক্রিয়াসাধন পাণি, গমনক্রিয়াসাধন পাদ, বিসর্গ (মলতাগ) ক্রিয়াসাধন পায়ু, আনন্দ (প্রজ্ঞাপ্রতি) ক্রিয়াসাধন উপস্থ, সংশয়রূপান্তঃকরণবৃত্তি মন, শরীরাত্মান্তরস্থ বায়ু গতিভেদে দশনামে পরিচিত—প্রাণ, নিশ্চয়াত্মিকান্তঃকরণবৃত্তি বুদ্ধি; এইগুলির সহিত তাদাত্মাত্মমরূপান্তঃকরণবৃত্তি অহঙ্কার; স্মৃতিপ্রত্যভিজ্ঞানুভবের করণরূপান্তঃকরণবৃত্তি চিত্ত,—এইগুলি অবিভাজনিত বলিয়া অন্তর্ভুক্ত। আত্মাকে বিস্তৃত হইয়া, এইগুলিতে আত্মার সত্তা আরোপ করিয়া যে আত্মপ্রতীতি, তাহাই অন্তর্ভবের কারণ।

সাক্ষিত্বভাবনাতোয়ৈস্তথা বৈরাগ্যমুৎস্রজ ।

গন্ধলেপক্ষয়করং শৌচং কুর্ধ্যাদতঃ ॥ ২

অর্থ—অতঃপ্রতিতঃ (সন্)^১ সাক্ষিত্বভাবনাতোয়ৈঃ তথা বৈরাগ্য-
মুৎস্রজ্য গন্ধলেপক্ষয়করং শৌচং কুর্ধ্যাৎ ।

(নির্মূল জল ও শুদ্ধ মৃত্তিকাদ্বারা লৌকিকশুদ্ধি, সম্পাদিত হয়) ।
আলস্ত পরিভ্যাগপূর্বক আমি পূর্বোক্ত দেহাদি বস্তুর অব্যবহিত
প্রকাশক মাত্র (ভোক্তা নহি), এই চিন্তারূপ সলিলদ্বারা এবং ব্রহ্মলোক
পর্যন্ত যাবতীর বিষয়ে অকটিকরূপ শুদ্ধ মৃত্তিকা দ্বারা, যাহাতে উক্ত
বস্তুসমূহে ক্রটির সংস্কার পর্যন্ত না থাকে, এইরূপে শৌচ সম্পাদন করিতে
হইবে ।

তদনন্তর মঙ্গলপদার্থের দর্শন স্পর্শনরূপ শৌচ ।

এবংবিধেন বিধিনা যৎসর্বং মঙ্গলার্জনম্ ।

এতদেব মুনীন্দ্রাণাং প্রাতঃশৌচং বিশুদ্ধিকৃতং ॥ ৩

অর্থ—এবংবিধেন বিধিনা সর্বং যৎ প্রতীয়তে, (তৎ) মঙ্গলার্জনম্,
এতৎ এব মুনীন্দ্রাণাং বিশুদ্ধিকৃতং প্রাতঃশৌচম্ ।

এইরূপ শৌচানুষ্ঠানদ্বারা সকল বস্তু (ব্যবহারকালের বৈতজাত
সমাধিকালে বাধসামান্যাদিকরণে ধেরূপে, অর্থাৎ ‘সর্ব ঋষিঃ ব্রহ্ম’,
এই ব্রহ্মরূপে, প্রতীত হয়, সেইরূপে তাহাদের) দর্শন স্পর্শনই, দর্পণ
ধেনু, হর্যাদির দর্শনস্পর্শনের ত্রায় মঙ্গলার্জনের কারণ হয় । ইহাই
মুনীন্দ্রগণের জ্ঞানহর্যোদয়রূপ প্রাতঃকালে মঙ্গলিকদর্শনরূপ শুদ্ধিকারক
অনুষ্ঠান । অনন্তর

৩:(৩) । মুখপ্রক্ষালনম্ ।

জ্ঞানযোগপ্রসন্নানাং মুমুক্ষু মুখমুচ্যতে ।

প্রক্ষালনে তচ্ছুদ্ধিমুখপ্রক্ষালনং হি তৎ ॥ ৪

অন্য—জ্ঞানযোগপ্রসন্নানাং (সিদ্ধানাং) মুমুক্ষা মুখম্- উচ্যতে।
শ্রদ্ধাজলেন তচ্ছুদ্ধিঃ তৎ হি মুখপ্রক্ষালনম্।

গুরুমুখ হইতে মহাবাক্যশ্রবণদ্বারা জীবব্রহ্মের একতাবিষয়ে যে প্রমা (যথার্থজ্ঞান) জন্মে, তাহাই এস্থলে জ্ঞান শব্দের অর্থ। জীব ও ব্রহ্মের যোগের কারণ বলিয়া তাঁহাকেই এস্থলে যোগ বলা হইয়াছে। বৈরাগ্যাপূর্বক জ্ঞানাভাসপরায়ণ হইয়া, বাহারা শুদ্ধাস্তঃকরণ হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রথম ভূমিকায় উৎপন্ন মোক্ষচ্ছারূপ চিত্তবৃত্তিকেই জ্ঞানিগণ মুখ বলেন, কেননা তাহা মোক্ষমুখভোগের সাধন। আপনাকে নিত্যমুক্ত বলিয়া নিশ্চয়রূপ প্রত্যাশী, সেই মুখপ্রক্ষালনের জলস্বরূপ। সেই নিশ্চয় দ্বারাই মোক্ষের ইচ্ছার নিবৃত্তিই মুনীন্দ্রগণের মুখ প্রক্ষালন।

৩৫(১)। প্রাতঃস্মরণম্।

গায়ত্রীমন্ত্র বাহাকে ‘সর্বজগৎকারণ’ ইত্যাদিরূপে প্রতিপাদন করিতেছেন, সেই ব্রহ্ম হইতে আত্মা অভিন্ন, মুনীন্দ্র এইরূপ অনুস্মরণ করিয়া থাকেন। এইহেতু গায়ত্রীমন্ত্রের অর্থ লইয়া মুনীন্দ্রের প্রাতঃস্মরণমন্ত্র প্রবৃত্ত হইয়াছে।

প্রাতঃস্মরন্তি মুনয়ো দেবশ্চ সবিতুমহঃ।

বরেণ্যং তক্ষিয়ঃ সাক্ষি তদেবাস্মিতি সন্ততম্ ॥১

অন্য—মুনয়ঃ প্রাতঃ সবিতুঃ দেবশ্চ তৎ বরেণ্যং মহঃ ধিয়ঃ সাক্ষি, তৎএব অহম্ অস্মি ইতি স্মরন্তি।

পঞ্চম ভূমিকাক্রম সিদ্ধগণ স্বাত্মস্বর্ষোদয়রূপ প্রাতঃকালে, মায়াবিজ্ঞান-কারী সর্বজগৎকারণ স্বয়ংপ্রকাশ চিন্মাত্রস্বরূপ পরমাত্মদেবের যে শ্রুতি-প্রসিদ্ধ, সর্বজনপ্রার্থনীয় তেজ, সমষ্টিবুদ্ধির সাক্ষী—অব্যবহিত প্রকাশক,

তাহাই হইতেছি আমি, অর্থাৎ আমার বাষ্টিবুদ্ধির প্রকাশক কূটস্থ চৈতন্ত হইতেছে তাহাই, এই প্রকারে স্বরণ করিয়া থাকেন ।

উপাসকের পক্ষে গায়ত্রী মন্ত্রের অর্থ শাস্ত্রান্তরে দ্রষ্টব্য । অগ্রে গায়ত্রীজপনির্ণয় প্রকরণে, ২৮৫ পৃষ্ঠাতেও দ্রষ্টব্য ।

জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ে অভিন্নভাবে ও অসঙ্গভাবে অবস্থান করিতেছে,—এইরূপে যে কূটস্থচৈতন্ত অনুমিত হয়, তাহাই ‘আমি’ শব্দের লক্ষ্যার্থ । আর চিদাভাস সেই ‘আমি’ শব্দের বাচ্যার্থ, অর্থাৎ সকল ব্যবহারে ‘আমি’ বলিতে এই চিদাভাসকেই বুঝায় ; মুনীন্দ্র-সেই লক্ষ্যার্থে বা কূটস্থচৈতন্তে বাচ্যার্থের বা চিদাভাসের সহিত একতাম্বুসঙ্কান করেন । ইহাই এই দ্বিতীয় প্রাতঃস্মরণমন্ত্রের তাৎপর্য ।

অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু ।

যদেকং কেবলং জ্ঞানং তদেবাহং অহং হি তৎ ॥ ২

অন্বয়—জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং (লক্ষিতঃ) যৎ একং কেবলং জ্ঞানম্ (অস্তি), তৎ এব অহং, অহং হি তৎ ।

জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থা পরস্পরের ব্যবর্ধক অর্থাৎ একটাতে অপর দুইটির অভাব (ব্যতিরেক), কিন্তু এই অবস্থাত্রয়ের ভিতর দিয়া, এই অবস্থাত্রয়ের সাক্ষীরূপে, এক অখণ্ডিত জ্ঞানের অনুভূতি থাকে (অন্বয়) ; (ইহারই সাহায্যে বৃত্তিতে পারা যায় যে আমারই এই অবস্থাত্রয়ের ভোগ হইতেছে ।) এই জ্ঞান উক্ত অবস্থাত্রয় গত ত্রিপুটীধারা অস্পৃষ্ট, এই হেতু “এক” ; এবং সেইহেতু সঙ্গাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদবর্জিত ; এই কারণে “কেবল” । তাহাই কূটস্থ চৈতন্ত । স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরে (জাগ্রৎ ও স্বপ্নকালে) যে চিদাভাসের অনুভূতি হয়, ‘আমি’ বলিতে তাহাকেই বুঝায় । উক্ত স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীররূপ উপাধিবর্জিত হইলে, সেই চিদাভাস, পূর্বোক্ত কূটস্থ চৈতন্ত

হইতে অভিন্ন বলিয়াই প্রতীত হয়। চিদাভাসরূপী আমিই সেই কূটস্থ চৈতন্ত, এবং সেই কূটস্থ চৈতন্তই আমি (অর্থাৎ চিদাভাস), এইরূপ ব্যতিহার ক্রমে ভাবনা করিলে, তদ্ব্যতিরিক্ত ও তপ্রোক্তব্য বুদ্ধিতে আক্লুত হয় (‘‘দৃগদৃশ্যবিবেক’’ ১২৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

যে (স্বতঃসিদ্ধ) জ্ঞান, (ব্যবহারিক) জ্ঞানাজ্ঞানাদি সকল প্রপঞ্চের প্রকাশক, তাহাতেই প্রতিবর্ণিত ব্রহ্মলক্ষণ থাকে। ‘আমি’ শব্দের বাচ্যার্থ চিণীভাসে, তাহার সহিত অভিন্নতানুসন্ধানও মুনীন্দ্রগণ করিয়া থাকেন। সেই হেতু এই তৃতীয় মন্ত্র।

জ্ঞানাজ্ঞানে তদ্বিষয়ো তদহঙ্কার এব চ।

প্রকাশশ্চে যেন ভূম্মা, তদহং হ্যহমেব তৎ ॥ ৩

অবয়ব—জ্ঞানাজ্ঞানে, তদ্বিষয়ো, তদহঙ্কারঃ এব চ যেন ভূম্মা প্রকাশশ্চে অহং হি তৎ, তৎ অহম্ এব।

ঘটপটাদির প্রতীতিরূপ জ্ঞান, তাহাদের অপ্রতীতিরূপ অজ্ঞান, এবং জ্ঞাত ঘটপটাদি, ও অজ্ঞাত ঘটপটাদিরূপে, যথাক্রমে, সেই জ্ঞানের ও অজ্ঞানের বিষয়, এবং আমি জ্ঞানী, আমি অজ্ঞানী, এইরূপে যথাক্রমে সেই জ্ঞানের ও অজ্ঞানের অভিমান—যে স্বয়ংপ্রকাশ ব্যাপক চৈতন্তের দ্বারা প্রকাশিত হয় (এবং সেই জ্ঞানাজ্ঞানের, জ্ঞাতাজ্ঞাত বিষয়ের, এবং জ্ঞানাবিমান ও অজ্ঞানাবিমানের সন্ধিতেও, যিনি তুল্যরূপে প্রকাশমান) সেই ভূম্মা নামক সর্বজ্ঞগৎপ্রকাশক সমষ্টিচৈতন্তই হইতেছে আমি (অর্থাৎ ষাটি অহঙ্কারাদিসৃষ্টিচৈতন্ত), কেননা মিথ্যা উপাধির বর্জনে, তদ্ব্যতিরিক্ত প্রকাশমাত্র ; এবং আমিই হইতেছি সেই সমষ্টি চৈতন্ত—এইরূপ ব্যতিহারক্রমে মুনীন্দ্রগণ, অনুস্মরণ করিয়া থাকেন।

স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ, এই শরীরত্রয়কে এবং তাহাদের অভিমানী যথাক্রমে বিশ্ব, ভৈরব ও প্রাজকে যে কূটস্থ চৈতন্ত প্রকাশ করিয়া থাকে,

তাহার সহিত শরীরজয়াবস্থিত চিদাভাসের একতাহুসন্ধানও মুনীন্দ্রের কর্তব্য । এই হেতু চতুর্থ মন্ত্র ।

বিশ্বশ্চ তৈজসঃ প্রোক্তো নাস্ম্যহং সংস্বরূপতঃ ।

যতস্তে তু প্রকাশ্যন্তে তদহংনাস্মি চেতরং ॥ ৪

অর্থঃ—অহং বিশ্বঃ, তৈজসঃ, প্রোক্তঃ চ ন অস্মি, সংস্বরূপতঃ ; তে তু যতঃ প্রকাশ্যন্তে, অহং তৎ (অস্মি) ইতরং চ ন অস্মি ।

আমি স্থূলদেহের সহিত তাদাত্মাপ্রাপ্ত জাগ্রদভিমানী বিশ্ব নহি ; কিংবা তেজোময় অন্তঃকরণরূপ লিঙ্গশরীরের সহিত তাদাত্মাপ্রাপ্ত স্বপ্নাভিমানী তৈজসও নহি ; কিংবা ‘আমি অজ্ঞ’ এইরূপ অমুভব বিশিষ্ট কারণশরীরাভিমানী প্রোক্তও নহি ; কারণ, ইহারা পরস্পর ব্যাবর্তক, একের অমুভূতিকালে অপর দুইটির অভাব হয় । আমি-কিন্তু সংস্বরূপ সর্বদাই একরূপ বা স্বপ্রকাশ । (ইহাদের ত্রায় কোনও কালেই আমার অভাব নাই) । সেই বিশ্বাদি, যে নির্বিকার চৈতন্য হইতে প্রকাশিত হয়, আমি হইতেছি তাহাই, অর্থাৎ সকল দেহাদিজ্ঞান-বিলক্ষণ চৈতন্য, বিশ্ববৈশ্বানরাদি সকলেরই প্রকাশক ব্রহ্ম চৈতন্য ; আমি তন্নিরন্তর কিছুই নহি, অর্থাৎ চিদাভাস বা বিশ্বাদি বা কূটস্থচৈতন্য বা ব্রহ্মপ্রকাশ জৈশ্বর্যাদিচৈতন্য ইত্যাদি কিছুই নহি । আমি হইতেছি অথও একরূপ সচ্চিদানন্দস্বরূপ ।

জ্ঞান প্রপঞ্চের, অজ্ঞান প্রপঞ্চের এবং তদুভয়ের লয়ের সাক্ষীরূপে, আত্মার সচ্চিদ্রূপতাহুসন্ধানও মুনীন্দ্রের কর্তব্য । এই হেতু পঞ্চম মন্ত্রমন্ত্র ।

জ্ঞানাজ্ঞানপ্রপঞ্চেন্সিঞ্জ্ঞানাজ্ঞানেন নাশিতে ।

যৎসচ্চিৎ পরং ব্রহ্ম হুং তন্নেতরং স্মরেং ॥ ৫

অস্বয়—অগ্নিন্ জ্ঞানাজ্ঞানপ্রপঞ্চে অজ্ঞানজ্ঞানেন নাশিতে (সতি), যৎ শিষ্টং তৎ সৎ পরং ব্রহ্ম অহং হি, ন ইচ্ছয়ৎ (ইতি) শ্রয়েৎ।

চৈতন্ত্বরূপ আমার প্রত্যক্ষ (আত্মচৈতন্ত্রের দ্বারা প্রকাশ) এই জ্ঞান বা চিদাভাসযুক্ত অন্তঃকরণবৃত্তি, এই অজ্ঞান—জ্ঞানবিরোধী ভাবরূপ পদার্থ এবং তদ্ব্যবহারের প্রপঞ্চ অর্থাৎ জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বিষয়, যথাক্রমে তত্ত্ববিরোধী অজ্ঞান ও জ্ঞান দ্বারা তিরোহিত হইলে, যে অনির্কটচর্য্য চিৎস্বরূপবস্তুর, নাট্যশালাস্থিত দীপের জ্বালা, অবশিষ্ট থাকিয়া যায়, তাহাই আত্মচৈতন্ত্র; কালক্রমে তাহার বাধা হয় না। তাহাই হইতেছি ‘আমি’ অর্থাৎ অহঙ্কারবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্ত্র। ঘটাবচ্ছিন্ন ‘আকাশ’ এবং ঘটস্থ জলপ্রতিবিম্বিত আকাশ, যেমন উভয়েই এক, অহঙ্কারসাক্ষী চৈতন্ত্র এবং অহঙ্কারপ্রতিবিম্বিত চৈতন্ত্রও সেইরূপ এক। আমি সেই ব্রহ্মাভিন্ন কূটস্থচৈতন্ত্র বাতীত অস্ত্র কিছুই নহি, কেননা অহঙ্কারবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত চিদাকাশ এবং তাহার উপাধি অহঙ্কার, উভয়েই পারমাখিক সত্য নহে।

এই প্রকারে অস্বয়মুখে ও ব্যতিহারকমুখে অথবা ব্যতিহারক্রমে কূটস্থচৈতন্ত্র ও চিদাভাসচৈতন্ত্রের একতার অনুসরণ করিতে হয়।

৩৫ (৫)। স্নানকাল নির্ণয়ঃ।

বোধায়ন স্মৃতিতে আছে—“অরুণকিরুণগ্রস্তাং প্রাচীমবলোক্য স্নায়াৎ” ইহাই প্রাতঃস্নানের বিধিবাক্য।

পূর্বদিক অরুণকিরণব্যাপ্ত হইয়াছে দেখিয়া স্নান করিতে হয়। এই স্মৃতিবচনে প্রাতঃস্নান বিহিত হইয়াছে। মুনীন্দ্রগণের সেই অরুণোদয় কাল কি প্রকার এবং সেই কালে স্নান করিয়া কি প্রকারে শুদ্ধিলাভ করেন, তাহাই বলিতেছেন—

নশ্বস্ত্যাং মোহনিদ্রায়ামন্ধকারে গলত্যথ ।

আরোহতি বিচারাদ্বিশিখয়ে জ্ঞানভাস্করে ॥ ১

দিক্ষু কিঞ্চিং প্রকাশাসু দিগ্ভোহে গলিতে লতি ।

সন্দেহকৌশিকে নষ্টে জাতে প্রাগরুণোদয়ে ॥ ২

জ্ঞানগঙ্গাহুদে শুদ্ধে মগ্নো নখশিখাবধি ।

যঃ স্নাত্তি মূলমন্ত্ৰেণ সর্বদৈব স্ নিৰ্মলঃ ॥ ৩

অর্থ—মোহনিদ্রায়াং নশ্বস্ত্যাং অথ অন্ধকারে গলতি (সতি) জ্ঞান-
ভাস্করে বিচারাদ্বিশিখরে আরোহতি (সতি), দিক্ষু কিঞ্চিং প্রকাশাসু
সতীষু, দিগ্ভোহে গলিতে (সতি), সন্দেহকৌশিকে নষ্টে (সতি), প্রাগরু-
ণোদয়ে জাতে (সতি), যঃ শুদ্ধে জ্ঞানগঙ্গাহুদে নখশিখাবধি মগ্নঃ (সন্),
মূলমন্ত্ৰেণ সর্বদা স্নাত্তি, স এব নিৰ্মলঃ ভবতি ।

(সংসারের মিথ্যাত্বনিশ্চয় দ্বারা) ‘সংসারমোহ (রাগদ্বेष) নিবৃত্ত
হইলে, তদনন্তর আত্মস্বরূপাবরক অজ্ঞানান্ধকার বিরল হইতে থাকিলে,
জ্ঞানস্বরূপ বা স্বয়ংপ্রকাশ আত্মস্বরূপ, পৰ্বতবৎ দৃঢ়নিশ্চয়োৎপাদক
বিচারের চরম শিখরে প্রকটিত হইতে থাকিলে, ইন্দ্রিয়াহঙ্কারমহত্ত্ব
প্রভৃতি তত্ত্বরূপ দিক্‌সকল ‘অগ্নে অগ্নে (আত্মা) হইতে অভিন্ন বলিয়া
প্রকাশিত হইতে থাকিলে, এবং সেইহেতু দিগ্ভোহ (তাহাদিগকে সত্য
বলিয়া বিশ্বাসহেতু যোগাদি দ্বারা তাহাদের বিলোপসাধন প্রয়াস) নিবৃত্ত
হইলে, এবং অসম্ভাবনারূপ সংশয়পেচক অদৃশ্য হইলে, এবং আত্মসাক্ষাৎ-
কাররূপ স্বর্ঘ্যোদয়ের পূর্ববর্তী “অহং ব্রহ্মস্মি” এই ব্রহ্মাকারাবৃত্তিরূপ
(স্বর্ঘ্যসারথি) অরুণের উদয় ঘটিলে, যিনি পরমপবিত্র ও চরমপবিত্র
জ্ঞানগঙ্গার অগাধ সলিলে নথ হইতে শিখা পর্য্যন্ত সমস্ত শরীরকে মগ্ন
করিয়া অর্থাৎ একান্ত বিম্বৃত হইয়া, “হংসঃ সোহহম্” এই অজ্ঞাপা মূল-

মন্ত্রের অর্থানুসন্ধান পূর্বক জ্ঞান করেন—স্বাস্থ্যস্থখে মগ্ন থাকেন, তিনিই নির্মলতারূপ জ্ঞানফল লাভ করেন।

৩৫ (৬)। বস্ত্রধারণম্।

জ্ঞানের পর বস্ত্রধারণ; তাহা মুনীন্দ্রের পক্ষে কি প্রকার, তাহাই বর্ণনা করিতেছেন :—

অথ ভক্তিপ্রাসাদাত্মো পরিধায়াংশুকে মুনিঃ।

যত্রোদয়ঃ সৈব পূর্ব্বা কাষ্ঠা তস্যাশ্চ সন্মুখঃ ॥ ১

অর্থ—অথ মুনিঃ ভক্তিপ্রাসাদাত্মো অংশুকে পরিধায়, যত্র (দিশি) উদয়ঃ সা এব পূর্ব্বা কাষ্ঠা, তস্তাঃ চ সন্মুখঃ (ভবেৎ)।

ভক্তি—জীবত্বকৈকাব্যবিষয়িণী প্রেমলক্ষণা অন্তঃকরণ বৃত্তি। প্রাসাদ—রাগদ্বৈষাদিরাহিত্যরূপ নির্মলতা। জ্ঞানের পর মুনীন্দ্র, ভক্তি ও প্রাসাদ নামক বস্ত্র ও উত্তরীর পরিধান করিয়া, যে দিকে সূর্যোদয় হয়, সেইদিকে মুখ করিয়া বসিবেন অর্থাৎ যে বৃত্তিটি ব্রহ্মাকারা হয়, সেই বৃত্তিটিকে অবলম্বন করিয়া (অপর সকলবৃত্তিকে বর্জন করিয়া), অবস্থান করিবেন।

৩৫ (৭)। পবিত্রাদিধারণম্।

জ্ঞানের পর কুশপবিত্র, তিলক প্রভৃতি ধারণের যে ব্যবস্থা আছে, তাহা মুনীন্দ্রের পক্ষে কিরূপ হইবে, তাহাই বলিতেছেন :—

পবিত্রাঃ সূক্ষ্মশাস্ত্রার্থাস্ত্রাক্ষায়া হরিতাশ্চ যে।

শাতনাঃ কুৎসিতশ্চৈতে কুশা ইতি নিরূপিতাঃ ॥ ১

অর্থ—যে তীক্ষ্ণাক্ষাঃ হরিতাঃ চ সূক্ষ্মশাস্ত্রার্থাঃ (তে এব) পবিত্রাঃ (ভবন্তি), (তে) এতে কুৎসিতস্ত শাতনাঃ ইতি কুশাঃ নিরূপিতাঃ।

তীক্ষ্ণাণ্ণ অর্থাৎ অজ্ঞানসংশয়াদিভেদনসমর্থ, হ্রিষর্ষণ অর্থাৎ হৃদয়ের অভ্যুজ্জাত, শাস্ত্রোপদেশ বাক্যসমূহের নির্ণীত তাৎপর্যা, বাহ্য স্বপ্ন অর্থাৎ স্থূল লৌকিক দৃষ্টির অগোচর, তাহাই মুনীন্দ্রের পবিত্র । তাহারাই যে কুণ নামে অভিহিত হয়, তাহার কারণ এই যে তাহারাই কু অর্থাৎ অশুভ সংসারের 'শ' শাতন বা বিনাশক ।

তৎপবিত্রকরো ভূত্বা মুনিঃ সর্বোদ্যমো বজ্রনা ।

বেদান্তসূত্রং যৎসূত্রং যস্তার্থবিশিষ্টা শিখা ॥

জিজ্ঞাসাদীর্ঘতিলকো ব্রহ্মকর্ম সমারভেৎ ॥ ২ ।

অর্থ—বেদান্তসূত্রং সর্বোদ্যমো বজ্রনা যৎসূত্রং, অর্থবিশিষ্টা বস্ত্র শিখা, সঃ মুনিঃ, তৎপবিত্রকরঃ ভূত্বা, জিজ্ঞাসাদীর্ঘতিলকঃ সন্ ব্রহ্মকর্ম সমারভেৎ ।

[শিখাসূত্রধারী; তিলক ধারণ করিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্মে অধিকার লাভ করেন । সূত্র বা যজ্ঞোপবীত বামস্তরু হইতে দক্ষিণ কুক্ষির উপর লব্ধমান হয়, ইহা সর্বত্রই বিদিত । এহলে “সবাবয়ব” শব্দবয় শব্দর-প্রতিপাদিত অবৈততাৎপর্য বেদান্তেরই সূচক এবং দক্ষিণবস্ত্রের বা কর্মকাণ্ডের ব্যবর্তক]

ব্যাসপ্রণীত শারীরক্সূত্র, শব্দরপ্রতিপাদিত প্রণালীতে যাহার যজ্ঞসূত্রস্বরূপ, শুদ্ধার্থ প্রতিপাদক অর্থবিশিষ্টোপনিষৎ যাহার শিখাস্বরূপ, সেই মুনীন্দ্র পূর্ববর্ণিত পবিত্র হস্তে লইয়া, আত্মজ্ঞানেচ্ছারূপ দীর্ঘ তিলক ধারণ করিয়া, গীতোক্ত (৪।২৪) , সর্বত্রব্রহ্মদৃষ্টিফলক, ব্রহ্মকর্মের অনুষ্ঠান করেন ।

৩৫ (৮) । আচমননির্ণয়ঃ ।

জড়ং করতলে কৃষা সমুদ্রমিব কুস্তজঃ ।

যদাচামতি যোগীন্দ্র স্তদাচমনমুত্তমম্ ॥ ১

অবয়—সমুদ্রং করতলে কৃষা কুস্তরঃ ইব, যোগীশ্বরঃ জড়ঃ (জলং “ডলয়োরভেদঃ”) করতলে কৃষা, ১৭ অচ্যামতি, তৎ উত্তমম্ আচমনং (ভবতি)।

অগত্য যেমন এক গাধুবে সমুদ্র পান করিয়া ফেলিয়াছিলেন, সেইরূপ যে যোগীশ্বর (আত্মানাত্মবিবেচনকুশল মুনীশ্বর); অনাত্মস্বরূপ সমস্ত মায়ী প্রপঞ্চকে, আত্মার সকলগ্রহৃত জানিয়া একেবারেই পান অর্থাৎ সকলখির্জ্জনদ্বারা প্রবিলাপন করিয়া ফেলেন, তাঁহার সেই আচমনই উৎকৃষ্ট আচমন।

• ৩৫ (৯)। প্রাতঃসন্ধ্যানির্ণয়ঃ।

অথোপযুক্তঃ ক্রিয়তে প্রাতঃসন্ধ্যাবিনির্ণয়ঃ।

মনোজন্ম জগজ্জন্ম মনোনাশো জগল্লয়ঃ।

তন্ত্রোন্মেষ নিমেষাভ্যামুদয়প্রলয়ো বতঃ ॥ ১

অবয়—অথ (মুনীজ্জানাতঃ) উপযুক্তঃ প্রাতঃসন্ধ্যাবিনির্ণয়ঃ ক্রিয়তে; মনোজন্ম জগজ্জন্ম, মনোনাশঃ জগল্লয়ঃ, • বতঃ তন্ত্র উন্মেষনিমেষাভ্যাং উদয়প্রলয়ো (ভবতঃ)।

অনন্তর মুনীশ্বরের উপযোগী প্রাতঃসন্ধ্যার বিচার করা বাইতেছে। (কর্মাধিকারিগণের প্রাতঃসন্ধি—রাত্রির অবসান ও দিনের প্রারম্ভ—সর্বজনবিদিত, তাহা মুনীশ্বরের উপেক্ষনীয়; তাঁহার পক্ষে) সকল বিকলাত্মক অন্তঃকরণবৃত্তির আবির্ভাবই জগতের আবির্ভাব (কেননা জগৎ, মনঃকল্পিত বলিয়া মন ভিন্ন অত্র কিছুই নহে।) সেই অন্তঃকরণ-বৃত্তির লয়ই জগতের লয়, (কেননা স্রষ্টি প্রভৃতি অবস্থায় মনোনির্গত হইলে, সকল প্রপঞ্চের লয় হইল, দেখিতে পাওয়া যায়; এবং জাগ্রদবস্থার সঙ্গে সঙ্গে, মনের উদয় হইলে সকল প্রপঞ্চের উদয় হয়, দেখিতে পাওয়া

যায় ।) সেইহেতু সেই মনের উদ্দেশ্য অর্থাৎ সঙ্কল্পরূপে প্রপঞ্চসমুৎপত্তা, এবং মনের নিমেষ অর্থাৎ সঙ্কল্পচ্যোগে প্রপঞ্চবিমুখতাই, বথাক্রমে জগতের আবির্ভাব ও তিরোভাব ।

সেই মনোজন্ম ও মনোলয়ের সন্ধিই মুনীজ্ঞের সন্ধ্যাকাল ।

সমাধ্যভ্যাসশীলস্য পূর্বসংস্কারকারণাৎ ।

যদুত্থানং সমাধানাৎ স সন্ধিঃ সন্ধিরত্র হি ॥ ২

অবয়—সমাধ্যভ্যাসশীলস্ত পূর্বসংস্কারকারণাৎ সমাধানাৎ যৎ উত্থানং
সঃ সন্ধিঃ অত্র সন্ধিঃ হি ।

সেই মনোজন্ম ও মনোলয়ের সাক্ষী যে চৈতন্ত্য সেই চৈতন্ত্যের আকারে মনের যে পরিণাম, তাহার নাম সমাধি । যিনি সেই একই রূপ পরিণামে, অন্তঃকরণবৃত্তিকে স্থির করিতে নিরত, তাহার চিত্তে পূর্বকালীন প্রপঞ্চ-কারবৃত্তির সংস্কার থাকাতে, পূর্বোক্তরূপ সমাধান বা স্থিরীকরণ হইতে যে ব্যুত্থান ঘটে, সেই সমাধানব্যুত্থানের সন্ধিই এই মুনীজ্ঞের সন্ধি বলিয়া প্রসিদ্ধ । (‘লয়যোগে’ ৩ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা ১৩৬ ।)

তত্রাপি প্রাপ্ততত্ত্বানাং গুরুণামুপদেশতঃ ।

খণ্ডিতং নানুসন্ধানং সা সন্ধোত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥ ৩

অবয়—তত্র অপি, প্রাপ্ততত্ত্বানাং গুরুণাম্ উপদেশতঃ, অনুসন্ধানং
ন খণ্ডিতং (যদি, তহি) সা সন্ধোঃ সন্ধ্যা উচ্যতে ।

যে মহানুভব গুরু অনারোপিত আশ্রয়রূপ লাভ করিয়াছেন, তাহার শ্রীমুখ হইতে মহাবাক্যার্থ দ্বারা উপদিষ্ট আপনার ব্রহ্মরূপতাপ্রবণ হেতু, সেই ব্যুত্থানেও যদি আপনার আশ্রয়হরণের বিচ্ছেদ না ঘটে, তবে, বিবেকিগণ তাহাকেই সন্ধ্যা বলিয়া থাকেন, কারণ সেই হ্রস্ব পূর্বোক্ত-রূপ সন্ধিতে উদ্ভূত হয় ।

৩৫ (:০)। প্রাণায়ামনির্ণয়ঃ।

শরীরাত্মন্তরো বায়ুঃ প্রাণাধান ইতীরিতঃ।

স এব গতিভেদেন সংজ্ঞাদশকমাগতঃ ॥ ১

অর্থ—শরীরাত্মন্তরঃ বায়ুঃ প্রাণাপানঃ ইতি দ্বিরিতঃ (ভবতি), সঃ এব গতিভেদেন সংজ্ঞাদশকম্ আগতঃ।

শরীরের অভ্যন্তরস্থ বায়ু (প্রধানতঃ) প্রাণ ও অপান নামে কথিত হইয়া থাকে। (‘প্রকর্ষণ অন্তি’ প্রকৃষ্টরূপে দেহেন্দ্রিয়াদিসংঘাতকে জীবিত রাখে, এই জন্ত উর্দ্ধ বায়ুর নাম প্রাণ। ‘অপ অন্তি’ বাহিরে নির্গত হইয়া দেহেন্দ্রিয়াদিসংঘাতকে সক্ষম রাখে, এইজন্ত অধোবায়ুর নাম অপান।) শরীরাত্মন্তরস্থ সেই একই বায়ু উর্দ্ধ অধঃ প্রভৃতি গতিভেদে, প্রাণ, অপান, লমান, উদান, ব্যান এবং নাগ, কুর্শ্ব, কুকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় এই দশটি নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

উর্দ্ধাধোগতিমুখ্যং দ্বিরূপং তন্ত্ৰ গতিদ্বয়ম্।

উর্দ্ধং গচ্ছন্ ভবেৎ প্রাণস্তপ্তানঃ স্তাদদশচলন্ ॥ ২

অর্থ—তন্ত্ৰ উর্দ্ধাধোগতিমুখ্যং গতিদ্বয়ম্ দ্বিরূপং (অন্তি)। উর্দ্ধং গচ্ছন্ সন্ (সঃ) প্রাণঃ ভবেৎ, অধঃ চলন্ অপানঃ স্তাৎ।

সেই শরীরস্থ বায়ুর কে কয়েক প্রকার গতি আছে, তন্মধ্যে উর্দ্ধগতি ও অধোগতি এই দুই প্রকার গতিই প্রধান। উর্দ্ধ দিকে গমন করিলে, তাহা নাম প্রাণ এবং অধোদিকে গমন করিলে, তাহার নাম অপান হয়।

অপানঃ কর্ষতি প্রাণং প্রাণোহপানঞ্চ কর্ষতি।

অনয়োঃ শৃঙ্খলা দেহে তেন জীবো ন নিশ্চলঃ ॥ ৩

অর্থ—অপানঃ প্রাণং কর্ষতি, প্রাণঃ চ অপানং কর্ষতি, দেহে অনয়োঃ শৃঙ্খলা (অন্তি), তেন জীবঃ ন নিশ্চলঃ (ভবতি)।

অপান বায়ু, প্রাণবায়ুকে অধোদিকে আকর্ষণ করে, এবং প্রাণবায়ু অপান বায়ুকে উর্দ্ধদিকে আকর্ষণ করে। দেহের মধ্যে এতদ্বয়ের শৃঙ্খলসদৃশ বন্ধন বা গ্রন্থি আছে। সেইহেতু জীব অর্থাৎ জীবোপাধি চিত্ত স্থির থাকিতে পারে না।

এই হেতু প্রাণ ও অপানের অবরোধ না করিলে, মন নিশ্চল হয় না।

এ বিষয়ে মতভেদ আছে :—

চলে বাতে চলং চিত্তং নিশ্চলে নিশ্চলং ভবেৎ ।

চিত্তে চলে চলঃ প্রাণঃ নিশ্চলে নিশ্চলো ভবেৎ ॥ ৪

অর্থঃ—(কেষাঞ্চিৎ মতে) বাতে চলে (সতি) চিত্তং চলং ভবেৎ, (বাতে) নিশ্চলে (সতি), (চিত্তং) নিশ্চলং (ভবেৎ) ; (অপরেষাং মতে) চিত্তে চলে (সতি), প্রাণঃ চলঃ ভবেৎ, (চিত্তে) নিশ্চলে (সতি) (প্রাণঃ) নিশ্চলঃ (ভবেৎ) ।

কাহার কাহার মতে প্রাণবায়ু চঞ্চল হইলেই মন চঞ্চল হয়, প্রাণবায়ু নিশ্চল হইলেই, মন নিশ্চল হয় ; অপর কাহারও মতে মন চঞ্চল হইলেই প্রাণ চঞ্চল হয়, মন নিশ্চল হইলে, প্রাণ নিশ্চল হয় ।

কশ্চিৎপ্রাণজয়েনৈব মনোনিশ্চলতাং ভজেৎ ।

কশ্চিন্মনোজয়েনৈব প্রাণনিশ্চলতাং ভজেৎ ॥ ৫

অর্থঃ—কশ্চিৎ প্রাণজয়েন এব মনোনিশ্চলতাং (ভজেৎ), কশ্চিৎ মনোজয়েন এব প্রাণনিশ্চলতাং ভজেৎ ।

কেহ (অর্থাৎ হঠযোগী) ভাবেন, কেবল প্রাণবায়ুকে আয়ত্ত করিতে পারিলেই মনকে নিশ্চল করা যায়, অপর কেহ (অর্থাৎ সাংখ্যযোগী ও পাতঞ্জলযোগী) ভাবেন, মনকে আয়ত্ত করিতে পারিলেই প্রাণবায়ুকে স্থির করা যায় ।

কচ্চিদ্বয়জয়েনৈব মনোনিশ্চলতাং ভজ্ঞেৎ।

ইতি যোগগতিজ্ঞানাং ত্রিবিধা যোগিনাং গতিঃ ॥ ৬

অন্বয়—কচ্চিৎ বয়জয়েন এব মনোনিশ্চলতাং ভজ্ঞেৎ, ইতি যোগ-
গতিজ্ঞানাং (যোগিনাং) গতিঃ ত্রিবিধা (ভবতি)।

অপর কেহ (অর্থাৎ বেদান্তী) ভাবেন, মন ও প্রাণ উভয়কেই
আয়ত্ত করিতে পারিলে, তবে মনকে নিশ্চল করা যায়। এইরূপে জীব
ব্রহ্মক্য প্রাপ্তির উপায়বিৎ যোগিগণের সাধন তিন প্রকার।

প্রাণদ্বারা মনঃ সাধ্যং মতং হি হঠযোগিনাম্।

মনসৈব মনঃ সাধ্যমিতি বিজ্ঞানযোগিনাম্ ॥ ৭।

অন্বয়—প্রাণদ্বারা মনঃ সাধ্যং ইতি হি হঠযোগিনাং মতম্। মনসী
এব মনঃ সাধ্যম্ ইতি বিজ্ঞানযোগিনাং (মতম্)।

প্রাণায়াম দ্বারাই মনকে নিশ্চল করা যায়—ইহা হঠযোগিগণের
ধারণা। সাংখ্যপাতঞ্জল প্রভৃতি বিজ্ঞানযোগিগণের নিশ্চয় এই যে,
মনের বিচাররূপ একাংশ দ্বারা, সঙ্কল্প-বিকল্পরূপ অপরাংশের লয়
করিতে পারা যায়। (হঠযোগিগণ বলেন, কেবল বিচার দ্বারা মনকে
স্থির করা যায় না; আর প্রাণনিরোধদ্বারা যে মনকে স্থির
করা যায়, তাহা হঠযোগিগণের অভ্যাসে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া
যায়। তদন্তরে জ্ঞানিগণ বলেন, যে সত্তা ঝটে, প্রাণায়াম দ্বারা মন স্থির
হয়, কিন্তু সেই স্থিরতা, মনের দৃঢ়ভাবে অবস্থান মাত্র; অস্থিতি, মুচ্ছা
প্রভৃতি অবস্থায় সেইরূপ মনোলায় হইয়া থাকে; তদ্বারা পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়
না; কিন্তু) বিচার দ্বারা মন্তব্য বস্তুমাত্রেরই মিথ্যাত্বনিশ্চয় দৃঢ়তর হইলে,
মন শিথিল হইয়া যে ধীরে ধীরে লয়প্রাপ্ত হয়, তদ্বারাই পুরুষার্থ সিদ্ধি
হয়।

মনপ্রাণবয়যুক্তস্তে তু শ্রেষ্ঠতরাঃ স্মৃতাঃ ।

চেচ্ছুকহঠিনো মূঢ়াস্তে ভগ্না ন তু যোগিনঃ ॥ ৮

অর্থ—মনপ্রাণবয়যুক্তঃ তে তু (মুনিভিঃ) শ্রেষ্ঠতরাঃ স্মৃতাঃ ; মূঢ়াঃ চেৎ শুকহঠিনঃ (ভবন্তি, তর্হি) তে ভগ্না, ন তু যোগিনঃ ভবন্তি ।

কিন্তু বাহারা মন, প্রাণ উভয়কেই আত্মায় লীন করেন, মুনীগণ তাহাদিগকে অতিশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন । আর শুকনৌকাবিহীন মূর্খে যদি পরমপুরুষার্থশূন্য হঠযোগাভ্যাসে রত হয়, তবে তাহাদিগকে লোকবঞ্চক বলিয়াই বুঝিতে হইবে ; - তাহারা কখনই হঠযোগী নহে ।

তে অর্দ্ধযোগিনঃ প্রোক্তাঃ ক্ষুদ্রসিদ্ধার্থযোগিনঃ । ৯

অর্থ—(যে) তু ক্ষুদ্রসিদ্ধার্থযোগিনঃ তে অর্দ্ধযোগিনঃ প্রোক্তাঃ ।

কিন্তু বাহারা গুরুপ্রদত্ত শিক্ষার অনুসরণ করিয়া, পরকারণপ্রবেশ, আকাশগমন, প্রভৃতি তুচ্ছ, মোক্ষবিষয়ক সিদ্ধিলাভের জন্য প্রবৃত্ত হয়, তাহারা লৌকিকসিদ্ধির সাধনরূপ যোগ প্রাপ্ত হইয়া, যোগিনামের অধিকারী হইলেও, মোক্ষরূপ মুখ্যফললাভে বঞ্চিত হয় বলিয়া, তাহাদিগকে অর্দ্ধযোগী বলা হইয়া থাকে । অতএব সেই সকল সিদ্ধিকে আদর করিতে নাই । পতঞ্জলিও বলিয়াছেন—“তে সমাধিব্যুপসর্গা বুথানে সিদ্ধয়ঃ ।” (৩.৩৭) পাতঞ্জল দর্শনে বর্ণিত প্রতিভাদিজ্ঞান-রূপসিদ্ধিসমূহ সমাধিবিষয়ে বিঘ্ন, এবং বুথানকালে সিদ্ধি । যিনি মুক্তি-প্রার্থী, তিনি তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া থাকেন ।

পিঙ্গলেড়া শ্রবণং চ মুখ্যান্তিস্তত্ত্ব নাড়ীষু ।

ইড়া বামা পিঙ্গলান্ শ্রবণা মধ্যবর্তিনী ॥ ১০

অথ—নাড়ীষু তু ইড়া, পিঙ্গলা সুষুম্ণা চ তিস্রঃ মুখ্যাঃ (ভবন্তি) ।
বামা ইড়া (জেয়া), অত্রা (দক্ষিণা) পিঙ্গলা (জেয়া), মধ্যবর্তিনী সুষুম্ণা
(জেয়া) ।

দেহের অভ্যন্তরে ৭২ হাজার নাড়ী আছে বটে, কিন্তু তন্মধ্যে
এই তিনটি অর্থাৎ ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্ণা সর্ব প্রধান । বামভাগে অবস্থিত
নাড়ীর নাম ইড়া, দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত নাড়ীর নাম পিঙ্গলা এবং
মধ্যবর্তিনী নাড়ীর নাম সুষুম্ণা ।

বামদক্ষিণমার্গেণ সদা বহতি মারুতঃ ॥ ১০

অথ—মারুতঃ সদা বামদক্ষিণমার্গেণ বহতি ।

শরীরস্থ বায়ু সর্বদা বাম ও দক্ষিণ নাড়ী হিষ্ট দ্বারা অর্থাৎ ইড়া
ও পিঙ্গলা নাড়ী দ্বারা চলে ।

যদা দ্বাবপি রুধ্যোতে প্রাণমার্গো সূযোগিনা ।

তদান্ত্যৎ সর্পবৎ প্রাণো রুদ্ধমাবিশতি স্বহন ॥ ১১

অথ—যদা সূযোগিনা বো অপি প্রাণমার্গো রুধ্যোতে, তদা প্রাণঃ
স্বয়ং সর্পবৎ অন্ত্যৎ রুদ্ধং আবিশতি ।

উত্তম যোগাভ্যাসী সাধক, যখন শরীরস্থ বায়ুর ইড়া ও পিঙ্গলা নামক
উভয় পথই নিরোধ করিয়া দেন, তখন, সর্প যেমন সকল পথ রুদ্ধ দেখিলে
অবশেষে অতি সূক্ষ্ম রুদ্ধেও প্রবেশ করিতে থাকে, সেইরূপ প্রাণবায়ু,
সুষুম্ণা নামক অত্র অতি সূক্ষ্ম হিষ্টে আপনই প্রবেশ করিয়া থাকে ;
অর্থাৎ সেই বায়ুকে সুষুম্ণায় প্রবেশ করাইতে, ইড়াপিঙ্গলানিরোধ ভিন্ন
অত্র প্রবেশের অপেক্ষা নাই ।

স্থিতা কুণ্ডলিনী মূলে জীবশক্তিরমুত্তমা ।

তামুত্থাপ্য তয়া সার্কং সুষুম্ণাং প্রাণাবিশেষে ॥ ১২

অথ—মূলে অমৃতমা জীবশক্তিঃ কুণ্ডলিনী স্থিতা ; প্রাণঃ তাম্ উথাপ্য, তয়া সার্কং সুষুম্ণাম্ আবিশেৎ ।

জীবের জাগ্রদবস্থা হইতে মোক্ষ পর্য্যন্ত সমগ্রসংসারাবস্থা যদ্বারা উপন্ন হয়, সেই কুণ্ডলিনী নামে অতিশ্রেষ্ঠা জীবশক্তি পায়ুর সন্নিকটে অবস্থিত মূলাধার নামক চক্রে অবস্থান করে । প্রাণায়ামাভাস দ্বারা অবরুদ্ধ হইলে, শরীরস্থ বায়ু, সেই কুণ্ডলিনীনামী জীবশক্তিকে উথাপিত করিয়া অর্থাৎ জীবের পারমাধিক শিবস্বরূপের অভিমুখী করিয়া সেই জীবশক্তির সহিত সুষুম্ণ বা ব্রহ্মনাড়ীতে প্রবেশ করে ।

সুষুম্ণাবাহিনি প্রাণে ব্রহ্মরন্ধ্রে গতে সতি ।

তত্র নিশ্চলতাং যাতে মনো নিশ্চলতাং ব্রজেৎ ॥ ১৩

অথ—প্রাণে সুষুম্ণাবাহিনি (সতি) ব্রহ্মরন্ধ্রে গতে সতি, তত্র নিশ্চলতাং যাতে (সতি) মনঃ নিশ্চলতাং ব্রজেৎ ।

প্রাণ বায়ু সুষুম্ণা বা ব্রহ্মনাড়ীতে প্রবেশ করিয়া, তদ্বারা ভ্রমরগুহায় বা ব্রহ্মরন্ধ্রে পৌছিলে, সেই স্থানে স্থির হইয়া থাকে, এবং সেই স্থানে প্রাণ বায়ু স্থির হইলে, জীবোপাধি বা সঙ্কলবিকল্পাত্মক অন্তঃকরণও স্থির হইয়া যায় ।

মনো যদি নিরুধ্যোত কেবলং জ্ঞানযোগিনা ।

প্রাণাপানৌ নশ্যন্তু মনোন্যেন তৎক্ৰণাৎ ॥ ১৪

অথ—জ্ঞানযোগিনা যদি কেবলং মনঃ নিরুধ্যোত তর্হি তু মনোন্যেন প্রাণাপানৌ তৎক্ৰণাৎ নশ্যতঃ ।

জ্ঞানযোগী যদি (প্রাণরূপ উপাধিকে ছাড়িয়া দিয়া) বিচার দ্বারা সঙ্কলবিকল্পাত্মক চিত্তের সঙ্কলবিকল্পরূপাংশ পরিত্যাগ করাইয়া, কেবল

মনের নিরোধ করেন, তাহা হইলে, সেইরূপ মনোনাশ দ্বারা কিন্তু তৎক্ষণাৎ প্রাণ ও অপান বায়ুর লয় হয়।

নিদ্রা, মুচ্ছা প্রভৃতিতে কিন্তু মনোলয় হইলেও দেখিতে পাওয়া যায়, প্রাণাপানের প্রবাহ চলিতেছে। এই হেতু মনোলয় হইলেই প্রাণাপানের লয় হইবেই, এরূপ নিশ্চয়তা নাই।

তস্মাৎ সিদ্ধান্তঃ এতৈকো হঠবিজ্ঞানযোগিনিঃ।

শাস্ত্রোক্তমিতিবিজ্ঞায় নির্ণয়ং প্রাণচেতসোঃ।

প্রাণায়ামং মুনিঃ কুর্য্যান্মনোলয়সমব্রিতম্ ॥ ১৫

অর্থ—তস্মাৎ হঠবিজ্ঞানযোগিনোঃ সিদ্ধান্তঃ একঃ এব ইতি শাস্ত্রোক্তং প্রাণচেতসোঃ নির্ণয়ং বিজ্ঞায়, মুনিঃ (সন্) মনোলয় সমব্রিতং প্রাণায়ামং কুর্য্যাৎ।

যেহেতু হঠযোগ ও বিজ্ঞানযোগ উভয় উপায়েই মনোলয় সিদ্ধ হইতে পারে, সেইহেতু হঠযোগীর ও বিজ্ঞান যোগীর লক্ষ্য একই; প্রাণ ও মন সম্বন্ধে বেদান্তশাস্ত্রের এইরূপ সিদ্ধান্ত জানিয়া, মুনি হইয়া (অর্থাৎ বিচারপরায়ণ হইয়া) সঙ্কল্পবিকল্পবৃত্তির লয়সাধনসহিত, প্রাণাপান বায়ুর নিরোধ অভ্যাস করিতে হইবে।

অভিপ্রায় এই যে, কেবল প্রাণায়াম দ্বারা, প্রাণবায়ু স্থির হইলেও বিচারাত্মক একেবারে মনোনাশ হয় না; মন বীজভাবে থাকিয়া যায়। আবার কেবল বিচার দ্বারা মন নিরুদ্ধ হইলেও, প্রাণায়ামের অভাবে পুনঃপুনঃ প্রাণাপানের উদ্ভব হইতে থাকে, সুতরাং মনেরও উদ্ভব হয়। এইহেতু মনোমল নিবৃত্তির জন্য প্রাণায়ামের প্রয়োজন। মনোমলনিবৃত্তি হইলে যে বিবেক উৎপন্ন হয়, তদ্বারাই মনোনাশ সংসিদ্ধ হয়। এই সিদ্ধান্তই মুসকুলের গ্রন্থীয়া।

৩৫ (১১) । অর্ঘদাননির্ণয়ঃ ।

পূর্ণাঞ্জলিময়াস্রার্থ্য। ভাবনাংগাজ্জবারিণা ।

সর্বপাপবিশুদ্ধার্থং প্রদেয়াঃ কৰ্ম্মসাক্ষিণে ॥ ১

অর্থ—(মুনিনা) পূর্ণাঞ্জলিময়াঃ স্রার্থ্যঃ ভাবনাংগাজ্জবারিণা, সর্বপাপ
বিশুদ্ধার্থং কৰ্ম্মসাক্ষিণে প্রদেয়াঃ ।

সাধারণতঃ লোকে শুচিত্র জন্তু কৰ্ম্মদারী সবিতাকে অঞ্জলিপূর্ণজল
দ্বারা তিনটি অর্ঘ্যদান করিয়া থাকে । জ্ঞানীর অর্ঘ্যদান কিন্তু এইরূপ—
সাংখ্য ও যোগ তাঁহার উভয় কর । তদুভয়ের অবিরোধজ্ঞান তাঁহার
অঞ্জলি । “একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশুতি স পশুতি ।” সেই অবিরোধ
চিস্তনরূপ গঙ্গাজল দ্বারা জ্ঞানী দ্বৈতপ্রতীতিরূপ সকলপাপের প্রশমনের
জন্তু কৰ্ম্মসাক্ষী চিদাদিত্যকে যে তিনটি অর্ঘ্যপ্রদান করিয়া থাকেন, তাহা
যথাক্রমে এই :—

ইদং দৃশ্যমহং দ্রষ্টা প্রথমার্ঘ্যো মনৌষিণাম্ ।

ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা দ্বিতীয়োৰ্ঘ্যস্ততঃ পরঃ ॥ ১

অর্থ—ইদং দৃশ্যম্, অহং দ্রষ্টা (ইতি) মনৌষিণাম্ প্রথমার্ঘ্যঃ । ব্রহ্ম
সত্যং জগৎ মিথ্যা ততঃ পরঃ দ্বিতীয়ঃ অর্ঘ্যঃ ।

‘ইদম্’—এই অর্থাৎ অহঙ্কার হইতে আরম্ভ করিয়া দেহ পর্য্যন্ত যে সকল
বস্তু, ‘দ্রম্’ পদের লক্ষ্য কূটস্থচৈতন্ত দ্বারা প্রকাশিত হয়, এবং দেহ হইতে
আরম্ভ করিয়া মাতা পর্য্যন্ত যে সকল বস্তু ‘তৎ’ পদের লক্ষ্য ব্রহ্মচৈতন্ত
দ্বারা প্রকাশিত হয় । ঘটাকাশ বৈরূপ মহাকাশ হইতে বস্তুতঃ অভিন্ন,
সেইরূপ কূটস্থচৈতন্ত ব্রহ্মচৈতন্ত হইতে অভিন্ন । সেই ব্রহ্মচৈতন্ত হইতে
অভিন্ন কূটস্থচৈতন্তস্বরূপ আমার পূর্বোক্ত সকল বস্তুই দৃশ্য । আমি
তাহাদের দ্রষ্টা বা প্রকাশক ; এইরূপ বোধই বিবেকিপুরুষের প্রথম অর্ঘ্য ।

‘ব্রহ্ম’—ভূমা বলিতে যে দেশকালবস্তুকৃত পরিচ্ছেদশূন্য বস্তুকে বুঝায়, তাহাই পরমার্থরূপ, কেননা তাঁহা ত্রিকাল দ্বারা বাধিত হয় না । ‘অগৎ’—চলন্যভাবে প্রপঞ্চ, মায়া এবং মায়ায় কার্য্যসমূহ, পরস্পরের ব্যাবর্তক বলিয়া, মিথ্যা । এইরূপ বোধ উক্ত প্রথম অর্থের পর দ্বিতীয় অর্থঃ ।

নেদমস্ত্যাহমেবাস্মি তৃতীয়ার্থঃ পরাৎপরঃ ।

এবংবিধার্যদানেন চিদাদিত্যঃ প্রসীদতি ॥ ১ ॥

অর্থ—ইদং নাস্তি, অহম্—এব অস্মি, (ইতি) পরাৎ পরঃ তৃতীয়ঃ অর্থঃ ।
এবম্বিধার্যদানেন চিদাদিত্যঃ প্রসীদতি ।

এই দৃশ্য সমূহ বস্তুতঃ নাই, কিন্তু আমি ব্রহ্মাভিন্ন কুটস্থচৈতন্য, এক-মাত্রই রহিয়াছি । এই প্রকার বোধ—দ্বিতীয়ার্থের পর তৃতীয়ার্থ । এই প্রকার অর্থদান দ্বারা চৈতন্যরহিত চিন্মাত্র আত্মা নিৰ্ম্মল লইয়া প্রকাশিত হন ।

৩৫ (১২) । * গায়ত্রীজপনির্ভঃ ।

অথগুমণ্ডলাকারং দেবং জ্যোতির্ময়ং স্মরন্ ।

উপদেশাৎসদাবৃত্তিরিতি বেদান্তে সূত্রতঃ ॥ ১

তিষ্ঠেজ্জপেচ্চদ্বায়ত্রীমষ্টোত্তরশতত্রয়ম্ ।

গায়ন্তং ত্রায়তে, যস্মাদ্গায়ত্রীং তেন সা স্মৃতা ॥ ২

অর্থ—(মুনিঃ) অথগুমণ্ডলাকারং জ্যোতির্ময়ং দেবং স্মরন্ তিষ্ঠেৎ, উপদেশাৎ সদাবৃত্তিঃ (“আবৃত্তিঃ অসকৃৎ উপদেশাৎ,” ব্রহ্মসূত্র ৪.১।১) ইতি বেদান্তসূত্রতঃ অষ্টোত্তরশতত্রয়ম্ (যথা সার্বং তথা,) গায়ত্রীম্ জপেৎ চ ; যস্মাৎ সা গায়ন্তং ত্রায়তে, তেন (সী) গায়ত্রী স্মৃতা ।

যেমন গায়ত্রীপ্রতিপাদ্য সৰ্বিতঃ দেবতা, জ্যোতির্ময় ও (গৌণভাবে) স্বয়ংপ্রকাশ, (দীপাদির সাহায্যব্যতিরেকে আত্মনাকে প্রকাশ করিতে

সমর্থ) এবং বিশ্বরূপে আপনার প্রতি প্রতিবিম্বেই আপনার অখণ্ডমণ্ডলা-
 কার (পূর্ণ গোলাকৃতি) প্রতিফলিত করিয়া থাকেন, সেইরূপ পরমাত্মদেব
 চিন্মাত্রস্বরূপ ও (মুখ্যভাবে) স্বয়ংপ্রকাশ এবং প্রতিজীব্যেই পূর্ণরূপে অবস্থিত
 (কেননা স্রুতি বলিতেছেন “পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং” ইত্যাদি অর্থাৎ জীবের অশ-
 রোক্ষ আত্মা পূর্ণ, এবং পরোক্ষ পরমাত্মাও পূর্ণ) । মুনী সেই পরমাত্ম-
 দেবকে স্মরণ করিয়া উপবিষ্ট থাকিবেন, তাহাই গায়ত্রীপ্রতিপাদ্যদেবতা
 স্মরণ হইল । কিন্তু একবার স্মরণ মাত্রেরই (প্রায়শঃ) তাঁহার কৃত্যর্থতা
 লাভ হয় না ; এবং যেহেতু বেদান্তসূত্র (ব্রহ্ম সূত্র ৪।১।১) বলিতেছেন
 “আবৃত্তিরসক্লৃপদেশাৎ” শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন,—এসকল অনুষ্ঠান
 একবার করিলে যদি আত্মদর্শন না হয়, তবে পুনঃ পুনঃ করিতে হইবে ।
 স্বাবৎ না আত্মদর্শন হয়, তাবৎকাল করিতে হইবেক । শাস্ত্র সেই অতি-
 প্রায়েই বার বার শ্রবণাদি বহু উপায় উপদেশ করিয়াছেন । সেইহেতু,
 ‘তিনি ১০৮ গায়ত্রীজপ তিন বার করিবেন’—তাহার অর্থ একরূপ নহে
 যে পূর্বোক্তরূপ স্মরণের সহিত ৩২৪ বার গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করিলেই,
 তিনি কৃতকর্তা হইলেন ; কেননা একরূপ জপে গায়ত্রীর সার্থকতা হয় না,
 যেহেতু (গায়ন্তং ত্রায়তে বা সা গায়ত্রী,) যাহা জপকর্তাকে সংসারচিন্তা
 অর্থাৎ অনাস্রবস্তর চিন্তা হইতে রক্ষা করে, তাহাই গায়ত্রী । মনুষ্য মাত্রেরই
 রাত্রিদিনে ঋষে ঋষে ২১,৬০০ বার অজপা মন্ত্র জপ করিয়া থাকে ।
 (১২১পৃষ্ঠায় ৮ম শ্লোক দ্রষ্টব্য) সেই অজপাজপ যদি পূর্বোক্ত স্মরণসম্বলিত
 হয়, তাহা হইলেই তাহা জপকর্তাকে ত্রাণ করিতে সমর্থ হয় । এই হেতু
 অজপা মন্ত্রই মুখ্যতঃ গায়ত্রীমন্ত্র । ইহাই মুনীগণের অভিমতগায়ত্রী ।

অজপা, মুনীগণের অভিমত গায়ত্রী হইলেও, চতুর্বিংশত্যক্ষরা গায়ত্রীর,
 দ্ব্যক্ষরা অজপার সহিত অভেদ প্রতিপাদন, সমীচীন নহে—একরূপ আশঙ্কা
 হইতে পারে না কারণ তাঁহাদের তাৎপর্য্য একই—

অন্তর্ধ্যামিস্বরূপেণ সর্বধীবৃত্তিনোদকম্।

সবিতৃমণ্ডলে ধ্যেয়ং গায়ত্র্যর্থপরং মহঃ ॥

অর্থ—অন্তর্ধ্যামিস্বরূপেণ সর্বধীবৃত্তিনোদকম্ গায়ত্র্যর্থপরং মহঃ
সবিতৃমণ্ডলে ধ্যেয়ম্।

যে সর্ব প্রকাশক তেজোরূপ চৈতন্য অন্তর্ধ্যামিরূপে* (অপরোক্ষভাবে)
জীবে জীবে বৈতস্কল্যকারিণী বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরক, তাহাই (পরোক্ষ)
জগৎকারণভূত, মায়ামবল, বিশ্বস্বরূপ ব্রহ্ম,—গায়ত্রীমন্ত্রার্থে তাৎপর্যভূত
তেজকে এইরূপে ধ্যান করিতে হয়।

অজপা মন্ত্রেও, ‘অমি’ ও ‘সেই’ এই দুই অর্থের বধাক্রমে প্রত্যক্ষ ও
পরোক্ষরূপ বিরুদ্ধাংশ পরিত্যাগ করিয়া ভাগভাগলক্ষণাধারা + জীবব্রহ্মের
একতা লক্ষ্য করিতে হয়। সেইহেতু গায়ত্রী ও অজপা উভয়ের তাৎপর্য
একই।

(শঙ্ক)। ভাল, স্বাক্ষর অজপামন্ত্র থাকিতে দীর্ঘ চতুর্বিংশত্যক্ষর
গায়ত্রীমন্ত্র জপের প্রয়োজন কি? বলিতেছি, (সমাধান)।—

চতুর্বিংশত্যক্ষরয়া গায়ত্র্যা ব্রহ্মবিজ্ঞয়া।

চতুর্বিংশতিতত্ত্বানাং লয়কৃৎপ্রাক্ষণঃ সূচিঃ ॥ ৪

অর্থ—চতুর্বিংশত্যক্ষরয়া ব্রহ্মবিজ্ঞয়া • গায়ত্র্যা চতুর্বিংশতিতত্ত্বানাং
লয়কৃৎ সূচিঃ প্রাক্ষণঃ (ভবতি)।

২৪টি অক্ষরধারা গঠিত, ব্রহ্মোপাসনার অঙ্গস্বরূপ, (অথবা
ব্রহ্মজ্ঞানের তাৎপর্যপ্রতিপাদক) গায়ত্রী মন্ত্রধারা, যিনি ৮টি ‘প্রকৃতি’

বৃহদারণ্যক উপনিষদে অন্তর্ধ্যামী প্রাক্ষণ (৩৭।১) দ্রষ্টব্য।

+ ভাগভাগ লক্ষণা—“দৃগদৃশ্য বিবেকে”র সংকৃত দৃশ্যবাদের (ক) পরিণতি
দ্রষ্টব্য।

পদার্থের এবং ১৬টি 'বিকার' পদার্থের বিলোপসাধন পূর্বক অসঙ্গ, সচ্চিদানন্দ, ব্রহ্মতত্ত্বের জ্ঞানলাভ করিয়া, আপনাকে সেই ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া বুঝেন, তিনিই ব্রহ্মবিৎ হন এবং তদ্বারা নির্মল হন । ইহাই চতুর্বিংশত্যঙ্কর প্রয়োগের প্রয়োজন ।

“সাংখ্যাজ্ঞান শলাকার” (৮০ পৃষ্ঠায় ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্লোকে) ‘প্রকৃতি’ ও ‘বিকৃতি’ পদার্থ ব্যাখ্যাত হইয়াছে ।

৩৫ (১৩) । উপস্থাননির্ণয়ঃ ।

নিত্যকর্ম সন্ধাপ্রয়োগে সপবিত্র বাহুদয় উত্তোলন পূর্বক যে সূর্যোপস্থান বা সূর্য্যপূজা করিবার বিধি আছে, মুনীন্দ্র কি প্রকারে তাহার অনুষ্ঠান করিবেন, তাহাই বুঝাইবার জন্ত মুনীন্দ্রের পক্ষে সেই বাহুদয় কি, তাহাই বর্ণনা করিতেছেন—

মুনিঃ প্রসার্যা সরলৌ প্রলম্বৌ সপবিত্রকৌ ।

সাংখ্যযোগৌ নির্জৌ বাহু উপতিষ্ঠেত ভাস্করম্ ॥ ১

অর্থ—মুনিঃ নির্জৌ বাহু সাংখ্যযোগৌ প্রসার্যা সরলৌ প্রলম্বৌ সপবিত্রকৌ (কৃষ্ণা) ভাস্করম্ উপতিষ্ঠেত ।

মননশীল জ্ঞানী সাংখ্যশাস্ত্র ও যোগশাস্ত্র নামক আপনার দুই বাহুকে উদ্ধে প্রসারিত করিয়া অর্থাৎ পূর্বপ্রদর্শিত* প্রণালীতে বেদান্তাত্মকুল করিয়া, এবং সেই প্রকারে তদন্তর্য্যকে সরল, প্রলম্ব অর্থাৎ জীবত্রৈলোক্য-বোধক, ও সপবিত্র অর্থাৎ সূক্ষ্মশাস্ত্রার্থরূপ + কুশপবিত্র বুদ্ধ করিয়া অর্থাৎ অনায়াস্যাগ ও আত্মগ্রহণোপযোগী করিয়া, জগৎপ্রকাশক

* ২৫ । ‘সাংখ্যাজ্ঞানশল্যকা’, ও ২৬ । ‘যোগদীক্ষা-চিন্তামণিঃ’ নামক শ্রবকে প্রদর্শিত ।

+ “পবিত্রাদিধারণনির্ণয়ঃ” ঋষ্টব্য, পৃ-২৭৩ ।

আত্মস্বরূপ ভাস্করের উপস্থান করিবেন, অর্থাৎ তৎসমীপবর্তী বা তদ্ব্যানপরাগণ হইবেন ; অর্থাৎ পারমার্থিক আত্মস্বরূপে, ব্যাবহারিক চিদাভাস বাধিত, এইরূপ জানিয়া বাবহার নিকাহ করিবেন ।

মুনীন্দ্রের পক্ষে উপস্থানমন্ত্র নির্ণয় করিতেছেন :—

নমঃ সবিত্রে জগদেকচক্ষুষে
জগৎপ্রসূতিস্থিতিনাশহেতবে ।
ত্রয়োময়্যত্র ত্রিগুণাত্মধারিণে
বিরিঞ্চিনারায়ণশঙ্করাশ্রয়ে ॥ ২

অর্থ—সবিত্রে জগদেকচক্ষুষে জগৎপ্রসূতিস্থিতিনাশহেতবে ত্রিগুণাত্মধারিণে বিরিঞ্চিনারায়ণশঙ্করাশ্রয়ে ত্রয়োময়্যত্র নমঃ ।

যিনি, মায়া এবং মায়ায়চিত্ত বাবতীয় কাৰ্য্যের অধিষ্ঠানরূপে জগৎপ্রসবিতা, স্বেতপ্রপঞ্চে একমাত্র প্রকাশক, জগতের উপাদানরূপে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ, এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ আপনাতে ধারণ করেন, এবং এইরূপে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের অন্তর্ধামী হইয়া আছেন, (অথবা সেই সেই মূর্তিতে প্রকটিত করেন) এবং (সর্বজ্ঞতাহেতু) বেদের যোনি বা উৎপত্তিস্থান, (অথবা বেদত্রয়প্রতিপাদ্য)—তাঁহাকে নমস্কার ।

৩৫ (১৪) । সহোমাজ্জহোমনির্গয়ঃ ।

এবং সমাপ্য বিহিনা প্রাতঃসন্ধ্যাবিধিং মুনিঃ ।

হোমশ্রাবসরং জ্ঞাত্বা যজ্ঞশালাং ততো বিশেৎ ॥ ১

অর্থ—মুনিঃ এবংবিধিনা প্রাতঃসন্ধ্যাবিধিং সমাপ্য, হোমশ্রাবসরং জ্ঞাত্বা, ততঃ যজ্ঞশালাং বিশেৎ ।

(লৌকিকব্যবহারে কর্মকাণ্ডমুক্ত গৃহস্থ, প্রাতঃসন্ধ্যা সমাপন

করিয়া, অর্থোদয় হইলে, গার্হপত্য হোমের জন্ত যজ্ঞশালায় প্রবেশ করেন ।) জ্ঞানী পূৰ্ব্বোক্তরূপে প্রাতঃসঙ্ক্কার অমুষ্ঠান করিয়া, অহস্তা মমতার উদয় হইলে, নিম্নবর্ণিত যজ্ঞশালায় প্রবেশ করিবেন ।

যজ্ঞশালা ভূমিকা স্ত্রাতৃতীয়া তনুমানসা ।

সব্যাহ্ন সব্যতঃ কুর্যাদসব্যাহ্নাসব্যতঃ ।

সঞ্চরেত তথা নৈব প্রায়শ্চিত্তীয়তে যথা ॥ ২

অর্থ—তৃতীয়া ভূমিকা তনুমানসা যজ্ঞশালা স্ত্রাৎ । সব্যাহ্ন (পদার্থান্) সব্যতঃ (সর্বো) কুর্য্যাৎ, অসব্যাহ্ন (পদার্থান্) অসব্যতঃ (অসর্বো কুর্য্যাৎ) তথা ন এব সঞ্চরেত, যথা প্রায়শ্চিত্তীয়তে ।

(লৌকিক ব্যবহারে যজ্ঞমান যজ্ঞশালায় প্রবেশ করিয়া, বাম দিকে রাখিবার যোগ্য দ্রব্যগুলিকে বাম দিকে রাখেন, এবং ডান্ দিকে রাখিবার যোগ্য বস্তুগুলিকে ডান্ দিকে রাখেন ।)

যে ভূমিকায় সঙ্কল্প, বিকল্প, রাগ, ঘেব, ইচ্ছা, কাম প্রভৃতি মনোবর্ষ সকল ক্রীণ হইয়া যায়, সেই তনুমানসা নামী তৃতীয় ভূমিকা জ্ঞানীর যজ্ঞশালা । (তৃতীয়ভূমিকার বিবরণ ২০৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।) সেই যজ্ঞশালায় প্রবেশ করিয়া জ্ঞানী সব্যাহ্ন সামগ্রীগুলিকে অর্থাৎ অধৈতাত্মস্বরূপপ্রাপ্তির সাধনভূত বিবেকবৈরাগ্যাদিকে, অধৈতাত্মতত্ত্বের ত্রায় উপাদেয় বুদ্ধিতে অঙ্গীকার করিবেন এবং অসব্যাহ্ন সামগ্রীগুলিকে, অর্থাৎ দৈতরূপসংসারপ্রাপ্তির কারণ কর্ম্মময় যজ্ঞাদিবর্ষসমূহকে, সাধনসহিত, দক্ষিণে ফেলিবেন,—সংসাঃসাধক বলিয়া উপেক্ষা করিবেন ; এবং বাহ্যে প্রায়শ্চিত্ত,—প্রায়ঃ বহুগতাবে, চিন্তের—দৈতকার্যসাধনরত অন্তঃকরণের, ত্রায় আচরণ করিতে হয়,—স্পন্দিত হইতে হয়, সেইভাবে সঞ্চরণ করিবেন না,—প্রবৃত্ত হইবেন না, কেবলমাত্র অধৈতাত্মপ্রাপ্তিসাধন বিবেকানিতে প্রবৃত্ত হইবেন ।

যদি পূর্বসংস্কারবশতঃ কোনও সময়ে ক্রোধাদিচিন্তধৰ্ম্মে প্রবৃত্তি আসিয়া যায়, তবে তন্নিবৰ্ত্তক চিন্তধৰ্ম্ম গ্রহণ করিয়া, তাহার অন্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় । এই কথাই বলিতেছেন—

অথ কৰ্ম্মাতিপাতঃ শ্রাদ্ধগুহাদ্ধাক্ষকৰ্ম্মণঃ ।

প্রায়শ্চিত্তবিধিঃ জ্ঞাহা তচ্চ সত্ত্বঃ সমাচরেৎ ॥ ৩

অর্থ—অথ ব্রহ্মকৰ্ম্মণঃ হুগ্ৰহাৎ কৰ্ম্মাতিপাতঃ, শ্রাদ্ধং, (তদা) প্রায়শ্চিত্তবিধিঃ জ্ঞাহা সত্ত্বঃ তৎ চ সমাচরেৎ ।

(লৌকিকপক্ষে) বেদোক্ত কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান হ্রঃসাধ্য বলিয়া, যদি কখনও কৰ্ম্মবিঘ্নত ঘটে, তবে তজ্জনিত দোষের অন্ত প্রায়শ্চিত্তকৰ্ম্মের বিধান লইয়া, অবিলম্বেই প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান করিতে হয় ।

(মুমুক্শু পক্ষে) সেইরূপ, ব্রহ্মকৰ্ম্ম বা সমাধি, হ্রঃসাধ্য বলিয়া, চিন্তের প্রবৃত্তির নিরোধ করিলেও, যদি সমাধিতে প্রপঞ্চবুথানরূপ বিঘ্ন ঘটে, তবে জ্ঞানী, বহুপ্রকার (প্রায়ঃ), চিত্তবিধি (পরে বর্ণিত মনোনাশবিধি) নির্ণয় করিয়া, তন্নিবৰ্ত্তকচিন্তধৰ্ম্মবিশেষগ্রহণরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবেন ।

বোধায়নস্বতিতে অচিরে প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানের ব্যবস্থা রহিয়াছে—

“কৰ্ম্মাতিপাতে প্রায়শ্চিত্তং তৎকাল” মিতি বচনাৎ প্রায়শ্চিত্তাদি ।

‘কৰ্ম্মের বিঘাত হইলে, তৎকলাৎ প্রায়শ্চিত্ত করিবে’—এই বোধায়ন প্রদত্ত ব্যবস্থানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় ।

৫ (১১) । প্রায়শ্চিত্তানি ।

কমদৈব জয়েৎ ক্রোধঃ সত্যেন্নৈবানৃতং জয়েৎ ।

অশ্রদ্ধাং অশ্রদ্ধা জিত্বা দাতৈঃ কৃপণতাং জয়েৎ ॥ ৫ .

অর্থ—কমরা এব ক্রোধঃ জয়েৎ, সত্যেন এব অনৃতং জয়েৎ ;
শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধাং জিত্বা, দাতৈঃ কৃপণতাং জয়েৎ ।

কমা দ্বারাই ক্রোধকে জয় করিতে হয় ; সত্যদ্বারাই অসত্যকে জয় করিতে হয়, শ্রদ্ধাদ্বারা অশ্রদ্ধাকে জয় করিতে হয় এবং উদার চিন্তে সংপাত্রে অর্থাৎ-অর্পণ দ্বারা, সমাধিক্রম ব্রহ্মকর্মের নাশদোষ অর্থাৎ প্রণবব্যুত্থানদোষকে জয় করিতে হয় ।

ইতিমে সেতুসামোক্তাশ্চত্বারঃ সেতবো দৃঢ়াঃ ।

উপলক্ষণমেবৈতদন্তানপি তথা জয়েৎ ॥ ৬

অর্থ—ইতি ইমে চত্বারঃ দৃঢ়াঃ সেতবঃ সেতুসামোক্তাঃ ; এতৎ উপলক্ষণম্ এব, তথা অন্তান্ অপি জয়েৎ ।

এই যে চারিটি দৃঢ় মার্গের কথা বলা হইল, এই গুলি, “সেতুস্তরেৎ” ইত্যাদি সেতুসামে (মার্গপ্রতিপাদক এক গীতিতে) উক্ত হইয়াছে । (এই হেতু এইগুলি অপ্রামাণিক নহে) । তবে এইগুলি অগ্রাশ্র মার্গের উপলক্ষক মাত্র । এই কারণে, কর্মনাশজনিত, অগ্রাশ্র দোষও জয় করিতে হইবে । সেই গুলি এই—

উত্থানেন জয়েন্নিত্রাং কামং সঙ্কল্পবর্জনাৎ ।

সন্তোষণে জয়েন্নোভং মোহং বোধদৃশা জয়েৎ ॥ ৭

অর্থ—উত্থানেন নিদ্রাং জয়েৎ, সঙ্কল্পবর্জনাৎ কামং (জয়েৎ), সন্তোষণে লোভং জয়েৎ, বোধদৃশা মোহং জয়েৎ ।

নিদ্রাদ্বারা আক্রান্ত হইলে, স্থানান্তরে গমনাদি দ্বারা, তাহাকে জয় করিবে । (গুণবুদ্ধিতে চিস্তনরূপ) সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া, মনের অভিলাষ সমুৎকে জয় করিবে । অলংবুদ্ধিদ্বারা (যথেষ্ট হইয়াছে, এইরূপ মনে করিয়া) লোভরূপ বৃত্তিকে বিনষ্ট করিবে । “আত্মসাক্ষাৎকারগাধনে অমনোযোগ বা স্বাভাবিকবৃত্তিরূপ মোহকে, স্বাভাবিকবৃত্তিদ্বারা বিনষ্ট করিবে ।

মদমৎসরমুখ্যাঃ শ্চ সর্বভূতাত্মভাবনাৎ ।

অন্তানপি জয়েদ্বোধান্নিত্যানিত্যবিচারণাৎ ॥ ৮

অথ—মদমৎসরমুখান্ (দোষান্) সৰ্বভূতাত্মভাবনাং জয়েৎ, অত্ৰান্ অপি দোষান্ নিত্যানিত্যবিচারণাং জয়েৎ ।

সকল গুণে আপনাকে বড় মনে করা, মদ ; অপরের উৎকর্ষ সহিতে না পারা, মৎসর । ‘আমি, অস্তিত্বাতিপ্রিয়রূপে সকলভূতেই ‘অবস্থিত’ এইরূপ জানিয়া, যাহারা আমাঅপেক্ষা গুণে নূন, ‘তাহারাও আমারই মূর্তি, এইরূপ বুঝিয়া মদপরিহার করিতে হয়, এবং যাহারা আমাঅপেক্ষা গুণে অধিক, তাহারাও আমারই মূর্তি, এইরূপ বুঝিয়া মৎসর পরিহার করিতে হয় । এইরূপে ঐ শ্রেণীর অত্যাগ্র দোষেরও পরিহার হইবে । তত্ত্বিন্ন, আত্মসাক্ষ্যকারবিঘ্নরূপ অত্যাগ্র দোষকে (কামক্রেধাদিকৈও) নিত্যানিত্যবিচার দ্বারা অর্থাৎ সচ্চিদানন্দরূপ আত্মস্বরূপই নিত্য, এবং সেইহেতু উপাদেয়, এবং নামরূপাত্মক, জড়রূপ ও হৃৎশব্দরূপ অনাত্মস্বরূপ অনিত্য এবং সেইহেতু হেয়, এইরূপ বিচার দ্বারা জয় করিবে ।

লয়েসম্বোধয়েচ্চিত্তং বিক্লিপ্তং শময়েৎ পুনঃ ।

সকষায়ং বিজানীয়াৎ সমপ্রাপ্তং ন চালায়েৎ ॥৯॥

অথ—লয়ে চিত্তং সম্বোধয়েৎ, বিক্লিপ্তং (চিত্তং) পুনঃ শময়েৎ, সকষায়ং (চিত্তং) বিজানীয়াৎ, সমপ্রাপ্তং (চিত্তং) ন চালায়েৎ ।

যোগদ্বারা সমাধিতে নিরুদ্ধ হইতে থাকিলে, চিত্ত যদি নিদ্রাভিত্ত হইয়া পড়ে, তবে, উত্থাপনপ্রযত্নদ্বারা কিম্বা লয়কারণ নির্ধারণ করিয়া তাহাকে জাগ্রদভিস্থ করিবে এবং তদনন্তর সমাধিতে নিরুদ্ধ করিবে । নিদ্রার অসমাপ্তি, অজীর্ণ, বহুভোজন এবং পুরিশ্রম এই চারিটিই লয়ের কারণ । আর বিষয়ভোগের অভ্যাসবশতঃ যদি কামভোগের জন্ত চঞ্চল হইয়া পড়ে, তবে ভোগে সর্বপ্রকার হৃৎখানুসন্ধান করিয়া, শাস্ত্রার্থ শ্রবণ করিয়া এবং অজর, অমর, অদ্বিতীয়, আত্মা, অমূল্যসন্ধানদ্বারা বাবতীর ভোগ্যবস্তুকে অবস্ত বলিয়া জানিয়া চিত্তকে বাসনাশূন্য করিবে ।

আর চিত্ত সকল হইলে অর্থাৎ, লয়বিক্ষেপশূন্য হইয়াও তীব্র রাগবেষাদির বাসনাবশতঃ হৃৎকৈকাগ হইয়া সমাধিস্থিতের ত্যাক্ত হইলে, তাহাকে সমাহিতচিত্ত নয় বলিয়া চিনিয়া লইবে এবং কষায়ের প্রতীকার করিবে । কিন্তু এই জিহ্বাষবর্জনের পর, যদি চিত্ত সমপ্রাপ্ত অর্থাৎ ব্রহ্মাকার হয়, তবে তাহাকে লয়কষায়গ্রস্ত মনে করিয়া, সেই অবস্থা হইতে তাহাকে বিচলিত করিবে না । তাহাতেই স্থির করিয়া রাখিবে । (মাণ্ডু-ক্যোপনিষদের গোড়পাদীয় কারিকা ৩।৪৪)

নাশ্বাদয়েঃ সৎ তত্র নিঃসঙ্গঃ প্রজ্ঞয়া ভবেৎ ।

বিশেদেকাগ্রয়া বুদ্ধ্যা সিদ্ধিমিবমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১০

অর্থ—তত্র রসং ন আশ্বাদয়েৎ, প্রজ্ঞয়া নিঃসঙ্গঃ ভবেৎ, একাগ্রয়া বুদ্ধ্যা বিশেৎ ; এবং সিদ্ধিম্ অবাপ্নুয়াৎ ।

পূর্বোক্তরূপে সমপ্রাপ্ত হইলে, যে পরমানন্দের আবির্ভাব হয়, তাহাতে সেই আনন্দের আশ্বাদন বা অনুভব করিতে নাই, কেননা শ্রুতি বলিতেছেন—“রসো বৈ সঃ” তিনি অর্থাৎ তুমি ‘রসস্বরূপ’ (স্মৃতরাং রসানুভবে স্বরূপচ্যুতি) ।

(শঙ্কা) ভাল, গীতায় (৬.২১) এবং মৈত্রায়ণী উপনিষদে (৬।৩৪) সমাধিতে আবির্ভূত ব্রহ্মানন্দকে যথাক্রমে “বুদ্ধিগ্রাহ” ও “অন্তঃকরণ গ্রাহ” বলা হইয়াছে । তাহা হইলে ত’ উক্ত শ্রুতিস্মৃতিবচনের সহিত বিরোধ হইল । (সমাধান) । বিরোধ হয় নাই, কেননা, যে সুখাস্বাদনের নিষেধ হইতেছে, তাহা সমাধিবিরোধী বাখানের কারণভূত, বুদ্ধি-বিষয়ক সুখাস্বাদ । যেমন গ্রীষ্মের দিনে মধ্যাহ্নকালে, জাহ্নবী প্রভৃতি নদীতে নিমগ্ন হইলে যে শৈত্যস্বথের অনুভব হয়, তাহা তৎকালে বর্ণনাকরা যায় না, পরে জলমধ্য হইতে মুখ তুলিলে, তাহাকে বর্ণনা করা যায় ; অথবা স্নয়ুপ্তিকালে, অবিজ্ঞান/অতিহৃৎস্বস্তির দ্বারা যে স্বরূপস্বথের

অনুভূতি হয়, তাহা তৎকালে সবিকল্পক অন্তঃকরণদ্বারা (অর্থাৎ গ্রহীতা, গ্রহণ ও গ্রাহ্য নির্দেশপূর্বক) 'খরা যায় না' বটে, কিন্তু জাগরণের পর তাহার পরিস্ফুট স্থিতি হয় ; সেইরূপ সমাধিতে, বৃত্তিরহিত, সংস্কারমাত্র-রূপে অবশিষ্ট, এবং এই কারণে অতি সূক্ষ্ম, চিত্তের দ্বারা যে সুখানুভব হয়, তাহাই উক্ত গীতাবাক্যে এবং প্রতিবচনে স্মৃতি হইয়াছে । আর এস্থলে যে সুখানুভবের নিষেধ হইতেছে তাহা 'আমি এই পরম সমাধিসুখ অনুভব করিলাম' এইরূপ সবিকল্পক সুখানুভব । ইহা সমাধির বিরোধী এবং ব্যাথানের অনুকূল । এই হেতু গীতাবচন ও প্রতিবচনের সহিত বিরোধ নাই ।

এই কথাই পরিস্ফুট করিবার জন্য বলিতেছেন 'প্রজ্ঞাদ্বারা নিঃসঙ্গ হইবে' অর্থাৎ প্রকৃষ্ট সবিকল্পক জ্ঞানের সাহায্যে সৎকরহিত হইবে । অথবা প্রজ্ঞা শব্দের অর্থ বৃত্তিগ্রহীতাবুদ্ধি (গীতা ৬.২৫) ; তাহার সাহায্যে সমাধিসুখের নিরূপণাদিতে আসক্তিরহিত হইবে । কিম্বা 'প্রজ্ঞা' শব্দের অর্থ সমাধিরূপ 'বৃত্তি' ; তদ্বারা নিঃসঙ্গ অর্থাৎ শুদ্ধ চিন্মাত্ররূপে অবস্থান করিবে । এই কথাটি স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন, 'একাগ্র'—'এক' অর্থাৎ স্বগতাদি ভেদশূন্য, 'অগ্র' পর্যাবসান যাহার, সেইরূপ, অর্থাৎ আপনায় লয়দ্বারা ব্রহ্মাকারমাত্রের পর্যাবসন, বুদ্ধি বা নিশ্চয়াত্মিকান্তঃকরণবৃত্তির দ্বারা লীন অর্থাৎ ব্রহ্মাকারে আকান্ত হইবে । এই প্রকারেই মুক্তিরূপ সিদ্ধিলাভ করিবে । পূর্বোক্তরূপ ব্রহ্মকর্ষের 'ফলসিদ্ধিলাভের উপায়ান্তর নাই ।

এই রূপে প্রায়শ্চিত্তনিরূপণ করিয়া হোমাদি কর্মের অনুষ্ঠান নিরূপণ করিতেছেন—

উদ্ধতে গার্হপত্যাগ্নৌ তত্ত্বং সংস্কারসংস্কৃতে ।

সত্যরূপঃ স্বয়ং যজ্ঞা ব্রহ্মপত্নী পতিব্রতা ॥ ১১

অবয়—গার্হপত্যাগ্নৌ উক্ততে, তত্ত্বংসংস্কারসংস্কৃতে সতি, সত্যরূপঃ স্বয়ং যজ্ঞা (ভবতি), পতিব্রতা শ্রদ্ধা পত্নী (ভবতি) ।

(অগ্রে বর্ণিত জীবরূপ) গার্হপত্য নামক অগ্নি, (পরে বর্ণিত প্রকারে বহির্নিষ্কাশিত হইলে, এবং বিবেকিজনপ্রসিদ্ধ শাস্তি প্রভৃতি সংস্কার দ্বারা শোধিত হইলে, সত্যরূপ অর্থাৎ 'স্বঃ'পদের লক্ষ্য শুদ্ধজীব, স্বয়ং আত্মা, হোমকর্ত্তা হ'ন এবং পতিব্রতা শ্রদ্ধা—সচ্চিদানন্দ আত্মস্বরূপে স্থিতিই যাহার কেবল লক্ষ্য, সেইরূপ গুরুবেদান্ত বাক্যে বিশ্বাসরূপা বৃত্তি,—হোম-কর্ত্তার পত্নী হন । গার্হপত্য অগ্নি যাজ্ঞিকদিগের নিকট সুপরিচিত । কিন্তু মূনির গার্হপত্য অগ্নি কিরূপ ? তাহাই বলিতেছেন :—

গৃহং দেহঃ পতির্জীবাচ্ছাদিতো মোহভস্মনা ।

জীবস্ত গার্হপত্যাগ্নে স্তদুৎকরণ মুত্তমম্ ॥ ১২

অবয়—দেহঃ গৃহং, জীবঃ পতিঃ, (সং) মোহভস্মনা ছাদিতঃ । জীবস্ত গার্হপত্যাগ্নেঃ তৎ উৎকরণম্ উত্তমম্ ।

শরীরই গৃহ, কারণ তাহাই স্নানাদ্বারা বালিয়া 'গৃহীত' হয় । 'জীব'—যে শরীরকে 'জীবিত' রাখে, তাহাই শরীরের 'পতি' । সেই জীবরূপ গার্হপত্য অগ্নি মোহভস্ম দ্বারা আচ্ছাদিত হন । জীব শরীরগৃহের পতি বালিয়া এবং অগ্নির দ্বারা তাহার প্রকাশক বালিয়া, জীবকে গার্হপত্যাগ্নি বলা হইতেছে । অথবা, তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা শরীরগৃহের দাহক বালিয়া, এবং সত্ত্বপ্রদান দ্বারা শরীরের পালক হয় বালিয়া, জীব গার্হপত্যাগ্নি । মোহভস্ম বা অজ্ঞানরূপ আবরণ হইতে, সেই জীবের উদ্ধারই শ্রেষ্ঠ অগ্ন্যুৎকরণ ; লৌকিক অগ্ন্যুৎকরণ সেইরূপ শ্রেষ্ঠ নহে ।

যে আহুতী জুহোত্যেতে অগ্নিহোত্রবিধানতঃ ।

মমতাং প্রথমং হুত্বাহুত্যাং চ জুহুয়াস্ততঃ ॥ ১৩

অথ—অগ্নিহোত্রবিধানতঃ এতে যে আহতী জুহোতি; প্রথমঃ মমভাং হুত্বা ততঃ অহস্তাং চ জুহুয়াৎ ।

লৌকিক গার্হপত্যায়িতে যেমন দুইটি আহতি প্রক্ষিপ্ত হয়, এখানেও পূৰ্ব্বোক্ত অগ্নিহোত্রবিধান ক্রমে, মুনী দুইটি আহতি প্রক্ষেপ করিয়া থাকেন । প্রথমে মমতাকে আহতি দিয়া, পরে অহস্তাকে আহতি দিয়া থাকেন, অর্থাৎ ওদ্ধারা, বুদ্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া স্থূল শরীর পর্য্যন্ত সকল বস্তুতে, আত্মার সহিত তাদাত্ম্যবুদ্ধি পরিত্যাগ করেন ।

এই প্রকার আহতিমানের ফল বর্ণনা করিতেছেন :—

হুতে চৈদাহতী এতে সৰ্বমেতদ্ধুতং ভবেৎ ।

শ্রদ্ধাপত্নীসমেতানাং মুমুক্ষাগৃহবাসিনাম্ ॥

অগ্নিহোত্রমিদং নিত্যমকৃত্য প্রত্যটোতি যৎ । ১৪

অথ—এতে আহতী হুতে চৈৎ, (তর্হি) শ্রদ্ধাপত্নীসমেতানাং মুমুক্ষাগৃহবাসিনাম্ এতৎ সৰ্বং হুতং ভবেৎ । ইদং অগ্নিহোত্রং নিত্যং কর্তব্যম্, যৎ (যতঃ) ইদং অকৃত্য প্রত্যটোতি ।

পূৰ্ব্বোক্ত গার্হপত্যায়িতে যদি উক্ত দুই আহতি অর্পিত হয়, তাহা হইলে, শ্রদ্ধাপত্নীযুক্ত মুমুক্ষাগৃহবাসিগণের, দৃশ্যমান এই সমস্ত জগৎ আহত হইয়া যায় । এই অগ্নিহোত্র নামক কৰ্ম্ম নিত্য কর্তব্য, যেহেতু জ্ঞানজনপ্রসিদ্ধ এই অগ্নিহোত্র না করিলে ঐত্যবায়ী হইতে হয় ।

এই অগ্নিহোত্রের ব্যৱস্থা যে অশাস্ত্রীয় নহে, তাহা “শ্রদ্ধাপত্নী” শব্দ দ্বারা সূচিত হইতেছে, কেননা তৈত্তিরীয়া শাখার অন্তর্গত মহানারায়ণোপনিষদে ৮০তম অনুবাকে আছে—“ভট্টশ্রবঃ বিহবো বজ্রস্তাত্মা বজ্রমানঃ, শ্রদ্ধাপত্নী, শরীরমিখা, ইত্যাদি—

যিনি এইরূপ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, সেই যোগীর আত্মা বজ্রের

বজ্রমান ; শ্রদ্ধা পত্নী ; শরীর সমিধ ; বক্ষঃ বেদি ; লোমসমূহ কুশ ; গ্রথিত
দৰ্ভমুষ্টি তাঁহার শিখা, তাঁহার হৃদয় যুগু বাঁ যজ্ঞীয় পশুবন্ধনের আলান
ইত্যাদি । *

৩৫ (১৬) ব্রহ্মযজ্ঞনির্ণয়ঃ ।

লৌকিক ব্রহ্মযজ্ঞে হস্তবয়ের সম্পূটীকরণ বিহিত আছে । জ্ঞানীর
পক্ষে সেই হস্তদ্বয় কি, এবং সম্পূটীকরণ কি প্রকার, তাহাই
বলিতেছেন :—

অহিংসা সত্য মন্ত্বেয়ং ব্রহ্মচর্যা পরিগ্রহো ।

ইতি পঞ্চাঙ্গুলিময়ো যমনামা তু সংকরঃ ॥ ১

অর্থ—অহিংসী, সত্যম্, মন্ত্বেয়ং ব্রহ্মচর্যা পরিগ্রহো ইতি পঞ্চাঙ্গুলিময়ঃ
যমনামা (করঃ) তু সংকরঃ ।

হিংসাত্যাগ, সত্যাবচন কিম্বা সর্বস্তর (পরমাচার) অমুসন্ধান,
চৌর্য্যাত্যাগ, অষ্টাঙ্গমৈথুন ত্যাগ, যোগপ্রতিকূল বিষয়ের অসংগ্রহ,—এই
পাঁচটি অঙ্গুলি সমন্বিত, “যম” নামক হস্তই উৎকৃষ্ট হস্ত, কেননা তাহা
মোক্ষমার্গের উপযোগী । “তু”—উক্ত যম নামক কর লৌকিক কর
হইতে বিলক্ষণ ইহাই সূচনা করিতেছে ।

শৌচং সন্তোষঃ স্বাধ্যায়স্তপ জৈশ্বরধারণা ।

ইতি পঞ্চাঙ্গুলিময়ো নিয়মো নাম সংকরঃ ॥ ২

অর্থ—শৌচং, সন্তোষঃ, স্বাধ্যায়ঃ, তপঃ, জৈশ্বরধারণা । ইতি
পঞ্চাঙ্গুলিময়ঃ নিয়মঃ নাম সংকরঃ ।

* “জীবমুক্তিবিবেকে” মংকৃত বঙ্গভূমিবাদে ৩০৮ পৃষ্ঠার পাদটীকার এইমন্ত্বে
নারায়ণকৃত ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য ।

দ্বিতীয় হস্ত হইতেছে, এই—জ্ঞানাদিরূপ বাহ্য শৌচ, এবং
রাগাদিত্যাগরূপ আন্তর শৌচ, এই উভয় প্রকার শৌচ ; বথালক ভোগে
পর্যাপ্তবুদ্ধি ; আত্মনিরূপক বেদান্তগ্রন্থের বিচারপূর্বক পাঠ ; স্ব স্ব বর্ণাশ্রম
বিহিত কর্ম্মাচরণনিমিত্ত শীতরাতাদিক্লেশসহনরূপ এক প্রকার, এবং
স্বরূপপ্রাপ্তির সাধননিমিত্ত ক্লেশসহনরূপ অপর প্রকার, এই দুই প্রকার
তপস্তা ; এবং সর্বত্র অস্তি-ভাতি-প্রিয়রূপে ঈশ্বরপ্রতীতি ;—এই
পঞ্চাঙ্গুলিসম্বিত নিয়ম নামক উৎকৃষ্ট করই দ্বিতীয় কর ।

সম্পূটীকৃত্য হস্তো ধৌ মুনিনিয়মসংযমৌ ।

ব্রহ্মস্তুতিময়ং সাক্ষাদ্ভ্রক্ষ্যজ্ঞং সমাচরেৎ ॥ ৩

অর্থ—মুনিঃ নিয়মসংযমৌ ধৌ হস্তৌ সম্পূটীকৃত্য সাক্ষাৎ
ব্রহ্মস্তুতিময়ং ব্রক্ষ্যজ্ঞং সমাচরেৎ ।

জ্ঞানী পূর্বোক্ত যম ও নিয়ম নামক দুই হস্তকে সম্পূট করিয়া,—
দ্বৈতত্যাগে এবং অদ্বৈতগ্রহণে পরম্পরের অমুকুল করিয়া, অথবা একরস
বস্তুতে পর্যাবসিত করিয়া, এবং বাচ্যার্থ পরিভ্যাগপূর্বক, ঘাহাতে সেই
বস্তু প্রত্যক্ষ হয়, এইরূপ ভাবে, সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মের, স্তুতিবহুল ব্রক্ষ্যজ্ঞ
করিবেন অর্থাৎ বেদান্তবিচারপূর্বক মহাবাক্যার্থের আবৃত্তি করিবেন ।

তদ্রুক্তং পাতঞ্জলে ॥—

পাতঞ্জল দর্শনে উক্ত হইয়াছে :—

* পূর্বে সাংখ্য ও যোগ নামে দুই হস্ত বীকৃত হওয়াতে, এই যম ও নিয়ম নামক
দুই হস্তকে যথাক্রমে উক্ত সাংখ্য ও যোগনামক কর বলিয়া প্রতিপাদন করিতে
ঈশাকারের আগ্রহ দৃষ্ট হয় । সেই আগ্রহ নিম্নরাজন ।

+ এই শ্লোকটি বস্তুতঃ পতঞ্জলিপ্রণীত সঃ । ইহা সমাধিপাদের ২৮ সংখ্যক
হস্তের ব্যাসভাষ্যে ভাষ্যকার কর্তৃক উদ্ধৃত হইয়াছে ; বাচস্পতি মিশ্র ইহাকে “বৈয়াসিকী
গাথা” বলিয়াছেন । শ্লোকটি কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে পাওয়া যায় ।

“স্বাধ্যায়াভোগমাসীত যোগাৎ স্বাধ্যায়মানেনৎ ।

যোগস্বাধ্যায়সম্পত্ত্যা পরমাত্মা প্রকাশতে” ॥ ইতি ॥ ৪

অর্থ—স্বাধ্যায়াৎ যোগম্ আসীত; যোগাৎ স্বাধ্যায়ম্ আমনেৎ, যোগস্বাধ্যায়সম্পত্ত্যা পরমাত্মা প্রকাশতে।

আত্মপ্রতিপাদক গ্রন্থ অর্থাৎ বেদান্ত শাস্ত্রই স্বাধ্যায়। তাহার পাঠ নিত্য কর্তব্য। যখন চিত্ত তাহাতে ক্লান্ত হইয়া বিষয়াস্তরের আকাজ্জক করিবে, তখন, চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপ যোগের অভ্যাস করিবে। আবার যখন যোগাভ্যাসেও চিত্ত ক্লান্ত হইবে, তখন পূর্বোক্ত প্রকারে আত্মপ্রতিপাদক শাস্ত্রের বিচার করিবে। (কোন ক্রমেই চিত্তে কামাদিবৃত্তির অবসর দিবে না।) এইরূপে পর্যায়ক্রমে অভ্যাসদ্বারা চিত্তবৃত্তিনিরোধ ও বেদান্তশাস্ত্রবিচার পূর্ণতালাভ করিলে, কার্য্যকারণাতীত অথও একরস আত্মা আপনিই প্রকাশিত হইয়া থাকেন। †

এইরূপ ব্রহ্মযজ্ঞের ফলশ্রুতি বর্ণনা করিতেছেন :—

বেদশাস্ত্রপুরাণেষু যদ্যৎপুণ্যফলং স্মৃতম্ ।

সর্বস্মাদপি সম্প্রাপ্তং ব্রহ্মযজ্ঞফলং মহৎ ॥ ৫

অর্থ—বেদশাস্ত্রপুরাণেষু যৎ যৎ পুণ্যফলম্ স্মৃতং (তস্মাৎ) সর্বস্মাৎ অপি ব্রহ্মযজ্ঞফলং মহৎ সম্প্রাপ্তম্।

স্মৃতঃপ্রমাণ অর্থাৎ অন্তপ্রমাণনিরপেক্ষ অপৌরুষেয় বাক্যসমূহকে বেদ বলে। মুনীন্দ্রপ্রীত বেদার্থপ্রতিপাদক বেদান্তমীমাংসা প্রভৃতিকে শাস্ত্র বলে। ব্যাসাদিপ্রণীত ভাগবতপ্রভৃতি, যাহাতে ইতিহাস ও যুক্তির সহিত বেদশাস্ত্রার্থ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাদিগকে পুরাণ বলে। এই

† যে এসকলকালে ভাব্যকার এই দ্বোকটি উদ্ভূত করিয়াছেন, সেই এসকলকালে স্বাধ্যায় শব্দের অর্থ কেবল ‘প্রণবদ্রপই’ পাওয়া যায়।

সকল গ্রন্থ বিচারপূর্বক পাঠ করিলে, যে যে পবিত্রকারক ফল সিদ্ধ হয় বলিয়া, সেই সেই গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সেই ফলের সমষ্টি হইতে, এই জ্ঞানিজনবিহিত ব্রহ্মবজ্রের ফল অধিক বলিয়া কথিত হয়, কেন না, এই ফল আত্মপ্রাপ্তিরূপ ।

৩৫ (১৭) তর্পণনির্ণয়ঃ ।

দেবর্ষিপিতৃভূতেভ্যো দত্তো যেন জলাঞ্জলিঃ ।

অশ্বৈবাস্মীতি মন্ত্ৰেণ তর্পণং তৎ সূতর্পণম্ ॥ ১

অর্থ—“অহং-স্বাক্ষ এষ অশ্বি” ইতি মন্ত্ৰেণ যেন (তর্পণেন) দেবর্ষি-
পিতৃভূতেভ্যো জলাঞ্জলিঃ দত্তঃ, তৎ তর্পণং সূতর্পণম্ ।

‘আমি হইতেছি ব্রহ্মই’ এই মন্ত্ৰার্থ চিন্তাপূর্বক যে তর্পণদ্বারা জ্ঞানী, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবতাগণকে, ব্রহ্মাদি ঋষিগণকে, আকাশাদিভূত এবং তন্নির্মিত প্রাণিগণকে, ও প্রেতগণকে, জলাঞ্জলি (অথবা জড়াজলি) দিয়াছেন, অর্থাৎ আপনার জীবনের জ্ঞান, তাহাদেরও, (ব্রহ্মে) কল্পিত নিশ্চয়পূর্বক ব্রহ্মরূপাধিষ্ঠানে পর্যাবসন্ন করিয়াছেন, তাহাই উৎকৃষ্ট তর্পণ । তাহাই জ্ঞানিগণের কর্তব্য তর্পণ ।

৩৫ (১৮) । দেবপূজাচতুর্দশী ।

জ্ঞানিগণের দেবপূজা নির্ণয় করিবার জন্ত চতুর্দশটি শ্লোকে, তাহাদের পূজ্য দেবতার তত্ত্বনিরূপণ করিয়া, পূজ্যপূজ্যনিরূপণ করিতেছেন—

ধ্যান ।

মায়ামুক্তিবিলাসতো নগণিতব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডাদরে
জীড়াকৌতুকসম্ভ্রমাত্মকমপি প্রত্যক্ষপ্রকাশাত্মকম্ ।

ধ্যাত্বা কিঞ্চিদচিন্ত্য চিদম্বরসং স্বানন্দসত্তাদ্বয়ং

সিদ্ধাস্তস্বরসেন পূজনবিধিং বক্ষ্যামি বিশ্বাত্মনঃ ॥

অম্বর—মায়াশক্তিবিলাসতঃ (—বিলাসে) নগণিতব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডাদরে
ক্ৰীড়াকৌতুকসম্ভ্রমাত্মকম্ অপি প্রত্যক্ষপ্রকাশাত্মকম্ অচিন্ত্য-
চিদম্বরসং স্বানন্দসত্তাদ্বয়ং কিঞ্চিং ধ্যাত্বা, সিদ্ধাস্তস্বরসেন বিশ্বাত্মনঃ
পূজনবিধিং বক্ষ্যামি ।

আমি অগ্রে ইষ্টদেবতাস্বরূপ ধ্যান করিয়া, সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রের লক্ষ্য
আত্মস্বরূপমুখের বিভ্রাসপূর্বক, সৰ্ব্বাত্মশিবের অর্চনাপদ্ধতি বর্ণনা
করিতোঁছি। সেই ইষ্টদেবতার স্বরূপ এই প্রকার, যে তাহাকে, আছে
বা নাই, ইহার কোনওরূপে নির্দেশ করা যায় না, কেননা, যে ‘কেবল’
নিবিড়চৈতন্য (সেই ইষ্টদেবতার) স্বরূপভূত, তাহা অচিন্ত্য অর্থাৎ
তাহা কোন প্রকারেই ধ্যানের বিষয় হইতে পারে না, (যেহেতু তাহা
ধ্যানকর্তার স্বরূপভূত বলিয়া সৰ্ব্বদাই কর্তৃরূপ, কৰ্ম্মরূপ হইতেই পারে
না;) তাহা স্বরূপভূত আনন্দের সত্তারূপে সৰ্ব্বভেদবিবজ্জিত, অর্থাৎ
প্রপঞ্চগত স্বজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগতভেদ তাহাতে আরোপিত করিয়া
তাহাকে ইদং বা ‘এই’ বলিয়া নির্দেশ করা যায় না; যাহাকে নিজের
নিকট নির্দেশ করিতে হইলে, অহং বা আমি বলিয়াই নির্দেশ করিতে
হয়; সুতরাং আমিই সে ইষ্টদেবতা, এইরূপ। চিন্তাব্যতিরেকে যাহাকে
ধ্যান করিবার উপায়ান্তর নাই। তথাপি যাহাকে, আপনার জগজ্জননী
মায়াশক্তির ক্রীড়ারূপ এই অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডের উদরমধ্যে
ক্ৰীড়াকৌতুকে আবিষ্ট বলিয়া প্রতীতি হয়, এবং সেই প্রতীতিবশতঃ
সৰ্ব্বপ্রকাশক হইলেও, যিনি অন্তরে চিৎপ্রকাশস্বরূপ।

এইরূপে দেবতার ধ্যান করিয়া, তাঁহার আবাহন নির্দেশ
করিতেছেন—

ଆବାହନ ।

ସେବା: ଶ୍ରୀଗୁରୁବେଦବାକ୍ୟଜ୍ଞାନିତଚ୍ଛିଦୋଧ ଆବାହନଃ

ସର୍ବବ୍ୟାପକତାବିନିଷ୍ଟମତି: ପୂର୍ଣ୍ଣଃ ପବିତ୍ରାସନମ୍ ।

ହତ୍ତୋ ନାନ୍ତଦୈବମି କିଞ୍ଚିଦିତି ତତ୍ତ୍ୱପୁଣ୍ୟାସୁ ପାଦୋଦକଂ

ହସ୍ୟୋବାହ୍ନିଚଳା ମମେଶମତିରିତ୍ୟର୍ଥୋହସ୍ତ ତେ ହୃନ୍ଦର: ॥ ୨

ଅନ୍ବୟ—ଶ୍ରୀଗୁରୁବେଦବାକ୍ୟଜ୍ଞାନିତ: ସେବା: ଚିଦୋଧ: ଆବାହନଃ (ଭବତି); ସର୍ବବ୍ୟାପକତାବିନିଷ୍ଟମତି: ପୂର୍ଣ୍ଣଃ ପବିତ୍ରାସନଃ (ଭବତି), ହତ୍ତୋ: ଅନ୍ତଃ କିଞ୍ଚିତ୍ ନ ଅବେଶି ଇତି ତତ୍ତ୍ୱ ପୁଣ୍ୟାସୁ ପାଦୋଦକଂ (ଭବତି), ହେ ଜ୍ଞାନ, ମମ ମତି: ହସ୍ତି ଏବଂ ଅଚଳା ଅସ୍ତ୍ର ଇତି ତେ ହୃନ୍ଦର: ଅର୍ଥ: ଅସ୍ତ୍ର ।

ବୈରାଗ୍ୟାଦି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟାୟୁକ୍ତ ଶୁକ୍ରଦେବେର ଉପଦେଶସ୍ୱରୂପଂ ବେଦବାକ୍ୟ ଅବଶେ, ଚିନ୍ତାତ୍ମକରୂପ ଆତ୍ମାବିଷୟକ ଯେ ଜ୍ଞାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ସେହି ଜ୍ଞାନକେ ସେବନୀୟ ବଳିଆ ଗ୍ରହଣ କରାଇ ଜ୍ଞାନିଗଣେର ପୂଜାର୍ଯ୍ୟ, ଦେବତାର ଆବାହନସ୍ୱରୂପ । ସେହି ଦେବତା, ଅନ୍ତି-ଭାତି-ପ୍ରିୟରୂପେ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ, ଏହିରୂପ ନିଷ୍ଟରାସ୍ତିକା ଚିନ୍ତାବୃତ୍ତିହି ସେହି ଆତ୍ମାଶିବେର ସ୍ୱାଗା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆସନ । ‘ହେ ମତିଦାନ-ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମାଦେବ, ତୋମାନ୍ତର ଅନ୍ତ କିଛିହି ଜ୍ଞାନ ନା’, ଏହିରୂପ ଜ୍ଞାନ, ଅନ୍ତ:କରଣୋପାଧିର ମଳିନବର୍ତ୍ତକ ବଳିଆ ପବିତ୍ର ଜଳ, ସେହି ଦେବପୂଜାର ପାତ୍ରସ୍ୱରୂପ । ହେ ଶିବ, ଆମାର ମନନରୂପା ଚିନ୍ତାବୃତ୍ତି, ତୋମାର ଉପାଧିବର୍ଜନପୂର୍ବକ ଅର୍ଥଶୃଙ୍ଖଳାସ୍ୱରୂପେ ଅଚଳା ହୈରା ଧାତୁକ, ଏହିରୂପ ପ୍ରାର୍ଥନା, ତୋମାର ସେହି କମନୀୟ ଅର୍ଥା ହୃଦୟ ।

ମଧୁପର୍କ ।

ଶୀତୋଷଂ କଟୁତିକ୍ତମମ୍ଳମଧୁରଂକାରଂ ବିଚ୍ଛିନ୍ନଂ ରସେ:

ସନ୍ତସ୍ତାନ୍ତ୍ର ସମସ୍ତତାବସାଧନା ପର୍କଃ କୃତଶ୍ଚେତ୍ତାଦି ।

মুখ্যোহয়ং মধুপৰ্ক উত্তমরসস্তেনামুনা সাদরং

পূজ্যানামপি পূজ্য এষ পরমো দেবঃ সদা পূজ্যতাম্ ॥ ৩

অর্থ—রসৈঃ শীতোষ্ণং কটুতিক্তম্ অন্নমধুরং ক্ষারং যৎ বিচিত্রম্
(ইতি প্রতীয়তে) তস্ত অস্ত্র সমত্বভাবমধুনা পৰ্কঃ কৃতঃ চেৎ যদি,
(ভবেৎ তর্হি), অরং উত্তমরসঃ মুখ্যঃ মধুপৰ্কঃ (ভবতি), তেন অমুনা
পূজ্যানাম্ অপি পূজ্যঃ এষঃ পরমঃ দেবঃ সদা পূজ্যতাম্ ।

স্বাধুভবের বিচিত্রতাবশতঃ, শীতল, উষ্ণ, কটু, তিক্ত, অন্ন, মধুর,
ক্ষার যে-যে বস্তু, (এবং তদাকারে আকাশিত অন্তঃকরণবৃত্তি), বিচিত্র
বলিয়া প্রতীত হয়, সেই এই অনেক রসসহিত অন্তঃকরণবৃত্তির, (নামরূপ
বর্জিত অস্তিত্বাতিপ্রিয়রূপে) একরূপতাবানাই (পারমার্থিক রসরূপ
বলিয়া) উৎকৃষ্ট মধু । তদ্বারা যদি স্বাভাবিকের পৰ্ক বা লেপন সম্পাদিত
হয়, তবে সেই মধুপৰ্কই উত্তম—(তমসের বা আবরণের, 'উৎসারক বা
নিবর্তক' বলিয়া 'উৎ-তমঃ', উৎকৃষ্ট) । সেই এই মধুপৰ্কদ্বারা এই
(প্রত্যাক্ষপর্যায়রহিত), ব্রহ্মাদিদেবগণেরও বরণ্য, ব্রহ্মরূপ আত্মদেবের
নিরন্তর পূজা হউক ।

জ্ঞান ও আচমন ।

সর্বদ্বন্দ্বীনসুখাবহং মুহুরহো যজ্ঞান্নোমজ্জনং

শুদ্ধে বোধস্থানসুধৌ শুচিতরে জ্ঞানং বিশুদ্ধিপ্রদম্ ।

আভানং স্ফুরতি দ্বিতীয়মিব যৎ তৎ সর্বমাত্ম্যাতা

মিত্যুক্তো গুরুভিত্তদেষ বিধৃতশ্চিত্তে স এবাচমঃ ॥ ৪

অর্থ—জ্ঞানঃ (নিঃসৃত্য) শুদ্ধে শুচিতরে বোধস্থানসুধৌ যৎ
মজ্জনং, তৎজ্ঞানং অহো মুহুঃ বিশুদ্ধিপ্রদং সর্বদ্বন্দ্বীনসুখাবহং (চ)
(ভবতি) । (অত্র জ্ঞানং ন উচ্যে)

৮৭ দ্বিতীয়ম্ ইব আতানং ক্ষুরতি, তৎ সৰ্বম্ আচম্যাতাম্, ইতি
শ্লোকঃ উক্তঃ, তদেব চিত্তে বিদ্যতঃ. সঃ এব আচমঃ (ভবতি) ।

শরীরধারণের কারণ অজ্ঞান, এবং তাহার কাৰ্য্য জীবন্ত, হইতে
নিঃসৃত হইয়া, কাৰ্য্যাকারণাতীত, অন্তঃকরণের পরমশোধক, মায়ামল-
বিরহিত ব্রহ্মাত্মকাজ্ঞানরূপ অমৃতসাগরে যে অবগাহন, সেই স্নানই,
অহো, সৰ্ব্বক্ষেণেই বিশুদ্ধিদায়ক এবং “বৈতৰ্জাত”রূপ দেহেও আত্মসুখ
প্রতীতিকারক । (জলাদিদ্বারা লৌকিক স্নানে যে শুদ্ধিলাভ হয়, তাহা
ক্ষণিক এবং সৰ্ব্বাদীনসুখদায়ক নহে ।)

“আত্মপ্রকাশ হইতে প্রকাশান্তরসদৃশ যে চিদাত্মা, “জগৎ-
প্রকাশকরূপে ভাসমান হইতেছে, সম্পূর্ণরূপে তাহাকে পান করিয়া
ফেল; ‘আত্মসত্তা হইতে তাহার পৃথক্ সত্তা নাই’, এইরূপ নিশ্চয়দ্বারা
একেবারেই তিরোহিত কর” — গুরুদেব এইপ্রকারে যে উপদেশ
দিয়াছেন, তাহাই হৃদয়ে ধারণ করিয়াছি । তাহাই এই আত্মপূজার
আচমন ।

বস্ত্রালঙ্কারপরিধাপন ।

শ্রদ্ধা নিৰ্ম্মমতা বিরাগশুচিতা নিঃসঙ্গতা পূৰ্ণতা

ভক্তিপ্রেমরসপ্রসাদপরমানন্দানয়ো যে গুণাঃ ।

বস্ত্রালঙ্করণানি তত্র বিদুষা দেয়ানি বিশ্বস্তরে

সোহহস্তাব মনোহরেন বিধিনা যত্নতথা রোচতে ॥ ৫

অর্থ—শ্রদ্ধা, নিৰ্ম্মমতা, বিরাগশুচিতা, নিঃসঙ্গতা, পূৰ্ণতা, ভক্তি
প্রেমরসপ্রসাদপরমানন্দানয়ঃ যে গুণাঃ (সত্তি), তে সৰ্ব্বে বিদুষা,
বস্ত্রালঙ্করণানি তত্র বিশ্বস্তরে, ৮৭ ৮৮ বধা রোচতে, (তৎ তৎ তথা)
সোহহস্তাবমনোহরেন বিধিনা দেয়ানি ।

শ্রদ্ধা (শুক্লবেদান্ত বাক্যে বিশ্বাসবুদ্ধি), মমতারাহিতা, বৈরাগ্যদ্বারা
নিষ্পাদিত অন্তঃকরণের নিৰ্মলত্ব, অলিপ্ততা, ব্যাপকত্বনিশ্চয়,
সাকারধ্যানসেবাদিতে আসক্তি, নিরতিশয়সুখস্বরূপ আত্মবিষয়ে নিরতিশয়-
স্নেহসুখ, প্রসন্নতা, আত্মসুখানুভব, এইরূপ 'যোগিজনপ্রসিদ্ধ যে
সকল সৎগুণবৃত্তি আছে, তাহাদিগকেই বজ্রালঙ্কার করিয়া এবং
সুগন্ধাদি যে যে বস্তু যেখানে যেটি পরান ভাল লাগে, সেইখানে
সেইটি, জানী, (অর্থশৌকরসাত্মানুভবপ্রদায়ক) "সোহং" মন্ত্রের
সাহায্যে পরাইবেন ।

গাত্ৰামূলেপন ও অক্ষত ।

অদ্বৈতপ্রতিপত্তিরাশ্রয়বিষয়া সা সামরস্তাঞ্চিতা

গাত্ৰালেপনচারুচন্দনমিদং দেবস্ত দেয়ং প্রিয়ম্ ।

শান্তিঃ ক্ষান্তিরলোলতা সরলতা নিমৎসরত্বাদয়ঃ

শাস্ত্রার্থা যদি ন ক্ষতাশ্চ বিতুষাঃ শুদ্ধাস্ত এবাক্ষতাঃ ॥৬

অর্থ-আত্মবিষয়া অদ্বৈতপ্রতিপত্তিঃ সা যদি সামরস্তাঞ্চিতা (স্ত্রাং,
তর্হি) ইদং গাত্ৰালেপনচারুচন্দনম্ দেবস্ত প্রিয়ং দেয়ম্ ।

শান্তিঃ, ক্ষান্তিঃ, অলোলতা, সরলতা, নিমৎসরত্বাদয়ঃ শাস্ত্রার্থাঃ যদি ন
ক্ষতাঃ (স্ত্রাঃ তর্হি) তে এব বিতুষাঃ শুদ্ধাঃ অক্ষতাঃ (জ্ঞেয়াঃ) ।

অন্তরাশ্রয়বিষয়ে অর্থশৌকরসত্ত্বের অনুভূতি, যদি বৈতাত্ত্বিক ভেদ
বর্জনপূর্বক সমরসতাপ্রাপ্ত হয়, তবে এই গাত্ৰামূলেপনস্বরূপ চারুচন্দনই
দেবতার প্রিয়, তাহাই দেবতাকে দিতে হয় ।

. অন্তঃকরণের নির্বাসনতা, সহনশীলতা, অন্তঃকরণের অচঞ্চলতা,
নিষ্কপটতা, দীর্ঘাশ্রুতা (অক্রোধ) প্রভৃতি, যে সৎগুণগুলিকে অদ্বৈতানু-
ভূতির ফলরূপে উৎপাদন করাই বেদান্তশাস্ত্রের লক্ষ্য, সেই গুণগুলি যদি
অক্ষত অর্থাৎ পূর্ণ হয় (কোন অবস্থাতেই অন্তর্হিত না হয়), তবে তাহা-

দিগকেই এই দেবপূজার অকৃত বলিয়া জানিবে, কেননা তাহারা ভেদ-
তুষবর্জিত হইয়া নির্মল হইয়াছে ।

পুষ্প ও ধূপ ।

সংকুলৈর্নিজ ভাবশুদ্ধকুসুমৈঃ সদ্বাসনাসুন্দরৈঃ,

সংপূজ্যোহি মহেশ্বরঃ স্মনসাং সা ধন্যতা বর্ণিতা ।

* কৰ্ম্মজ্ঞানময়ো যদিঙ্গিয়গণঃ ক্ষিপ্তো বিরাগানলে,

দেবশাস্ত্র দশাঙ্গদাহস্বরতিধূপঃ সদা বল্লভঃ ॥৭

অবয়ব—সংকুলৈঃ সদ্বাসনাসুন্দরৈঃ নিজভাবশুদ্ধকুসুমৈঃ মহেশ্বরঃ
সংপূজ্যঃ, সা হি স্মনসাং ধন্যতা বর্ণিতা । কৰ্ম্মজ্ঞানময়ঃ ইঙ্গিয়গণঃ যদ্
(যতঃ) বিরাগানলে ক্ষিপ্তঃ (অতঃ) দশাঙ্গদাহস্বরতিঃ ধূপঃ অস্ত্র দেবশাস্ত্র
সদা বল্লভঃ ।

লোকে যে স্তম্ভস্তুতি, স্তবক, স্তবক কুসুমরাজি লইয়া, তাহাকে
নিজ ভক্তিধারা শুদ্ধ করিয়া শিবের পূজা করিয়া থাকে, জ্ঞানী (তৎ
পরিবর্তে) প্রসাদগুণযুক্ত, আশ্রয়রূপের দৃঢ়সংস্কারপ্রণোদিত বলিয়া
হৃদয়গ্রাহী, পরমাত্মবিষয়ক পবিত্রকারক চিত্তরাজিধারা পরমব্রহ্মের
পূজা করিবেন । শিবচরণে অর্পিত হইলেই যেমন পুষ্পের সার্থকতা
সিদ্ধ হয়, সেইরূপ জ্ঞানীর মন, (যাহা স্তম্ভসংস্কারসম্পন্ন হইয়া, তাহার
মুক্তির কারণ হইয়াছে, এবং অচিরে তাহার দেহের সহিত বিনষ্ট হইবে;
তাহা) পরমাত্মচিন্তাসৌরভ বিকীর্ণ করিয়াই কৃতকৃত্য হয় । শাস্ত্রে এই-
রূপ বর্ণিত আছে ।

জ্ঞানীর পাঁচটি কৰ্ম্মেঞ্জিয় ও পাঁচটি জ্ঞানেঞ্জিয়, বৈরাগ্যবহিতে
নিক্ষিপ্ত হওয়াতে তাহাই দশাঙ্গধূপ হইবে । তাহার দাহসমুৎপন্ন সৌরভ
এই পরমাত্মদেবের নিকট সর্বদা প্রিয় ।

দীপ ও নৈবেদ্য ।

যস্মিন্মুজ্জ্বলিতে ন তিষ্ঠতি তমো বাহ্যং ন চাভ্যন্তরম্
সোহয়ং জ্ঞানময়ঃ প্রকাশপরমো দীপঃ সমুজ্জ্বালাতাম্ ।
যন্তক্যং প্রিয়মস্মা যন্ত পরম্য তৃপ্তির্ভবেদ্রুপে,
দ্বৈতং তন্তু নিবেদনীয়মমিতং নৈবেদ্যমন্তু তমম্ ॥ ৮

অর্থ—যস্মিন্ উজ্জ্বলিতে, বাহ্যঃ তমঃ ন তিষ্ঠতি চ আভ্যন্তরং তমঃ (ন
তিষ্ঠতি) সঃ অয়ং প্রকাশপরমঃ, জ্ঞানময়ঃ দীপঃ সমুজ্জ্বালাতাম্ ।

যং ভক্ষ্যং অস্মা প্রিয়ং, যন্ত ভক্ষণে (অস্মা) পরমা তৃপ্তিঃ ভবেৎ, তৎ তু
অমিতং দ্বৈতং নিবেদনীয়ম্ । তৎ নৈবেদ্যং (মুনয়ঃ) অতু্যন্তমম্
(বদন্তি) ।

যে দীপ প্রজ্জ্বলিত হইলে, জগৎপদার্থপ্রকাশক বাহ্য অন্ধকার (অজ্ঞান)
তিরোহিত হয়, এবং প্রত্যগাত্মার আবরক ও অহঙ্কারাদির প্রকাশক,
আভ্যন্তর অন্ধকারও বিনষ্ট হয়, এবং (বাহ্যের প্রকাশ দ্বারা সূর্য্যাদি
চরাচরবিশ্ব প্রকাশিত হয়) সেই চরমপ্রকাশ জ্ঞানময় দীপ, জ্ঞানী
(দেবতার জন্ত) প্রজ্জ্বলিত করিবেন ।

যে নৈবেদ্য এই দেবের প্রীতিকর, বাহ্যের ভক্ষণে ইহার নিরঙ্কুশ তৃপ্তি,
সেই দ্বৈতজ্ঞাত—অনন্ত জগৎ, এই দেবতাকে নিবেদন করিতে হইবে ।
ইহা লৌকিক নৈবেদ্য হইতে অত্যন্ত বিলক্ষণ । এই নৈবেদ্যকেই মুনীগণ
অতু্যন্ত নৈবেদ্য বলিয়া থাকেন ।

আচমন ও তান্মূল ।

পশ্চাদাচমনীয়মত্র বিহিতং সদ্যো বিশুদ্ধি প্রদং
সন্তোষায়ুতমেব পূর্জনবিধৌ পানীয়মানীয়তাম্ ।

যম্মৈত্রাদিচতুষ্টয়ং মুনিমতে পাতঞ্জলে বর্ণিতং
তাম্বূলং বদনপ্রসাদজনকং দেবাগ্রতঃ স্থাপ্যতাম্ ॥৯

অর্থ—অত্র পূজনবিধৌ বিহিতং সদাঃবিগুহ্যগ্রনং সন্তোষামৃতম্ এব
আচমনীয়ম্ পানীয়ং চ পশ্চাৎ আনীয়তাম্।

মুনিমতে পাতঞ্জলে যং মৈত্রাদিচতুষ্টয়ং বর্ণিতং তং বদনপ্রসাদজনকং
তাম্বূলং দেবাগ্রতঃ স্থাপ্যতাম্।

(আত্মসুখলাভ হইলে, বিষয়সুখেচ্ছা থাকে না; সাধক সিদ্ধ
হইয়া পূর্ণকাম হ'ন, এবং বিষয়ভোগে দুঃখদর্শন তাঁহার স্বভাবগত হইয়া
যায়। সেই হেতু বিষয়ভোগে যে পর্যাণ্ডবুদ্ধি আসিয়া যায়, তাহাই
সন্তোষ শব্দের অর্থ।)

পরে, এই আত্মদেবের পূজাবিধির উপযুক্ত, সত্ত্ববিগুহ্যকারক,
সন্তোষরূপ জলই আচমনীয় ও পানীয় রূপে, আত্মদেবের জন্ত আনীত
হউক।

মুনিজনসম্মত পতঞ্জলিপ্রোক্ত যোগশাস্ত্রে যে মৈত্রী, করুণা,
মুদিতা ও উপেক্ষা, এই চারিটি বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই আনন্দভোজন
সাধন শুদ্ধচিত্তরূপ যুগের পরিগুহ্যকর ও শোভাজনক তাম্বূল। তাহাই
আত্মশিবের সন্মুখে স্থাপিত হউক। সেই আনন্দামৃতস্বাকার বৃত্তির
নির্মলতা সম্পাদন দ্বারা, যাহাতে আত্মশিবের নিরন্তর স্মরণ হয়, তাহাই
করিতে হইবে।

ফলার্পণ ও দক্ষিণা।

নিকামোক্তমধর্ম্মসংভ্রমজুষ্ণাঃ জন্মাবলীনাঃ ফলং
ভক্তিঃ সা পরমেশ্বরস্য পদয়োঃস্বাব্দেনীয়া ময়া।

সর্বস্বং মম তৎকিলেতি স ময়া কপ্তস্য পূজাবিধেঃ
পূর্ণত্বায় নিবেদিতো নিজমনশ্চিন্তামণি দক্ষিণা ॥ ১০

অবয়—নিকামোক্তমধর্মসংগ্রমজুযাং জয়াবলীনাং . ফলং সা ভক্তিঃ
পরমেশ্বরস্ত পদয়োঃ ময়া আবেদনীয়। (তদেব ফলার্ণবম্) ।

মম তৎ সর্বস্বং কিল ইতি সঃ 'নিজমনশ্চিন্তামণিঃ, ময়া কপ্তস্য
পূজাবিধেঃ পূর্ণত্বায় নিবেদিতঃ, (সা) দক্ষিণা ।

কামনার্জুনপূর্বক অগুষ্ঠিত হইলে 'যে নিত্যানৈমিত্তিকাদি কর্ম
অত্যন্তম ধর্ম হয়, সেই 'ধর্মের অগুষ্ঠানে প্রীতিপূর্বক আগ্রহ প্রকটিত
হওয়াতে, বিগত বহুজন্ম, যে প্রেমরূপাবৃত্তিরূপ ভক্তিরূপ প্রসব করিয়াছে,
তাহাই আমাকে পরমেশ্বরের চরণযুগলে সমর্পণ করিতে হইবে। (তীত্র
বিবিদিষা বা আত্মজ্ঞানলাভের ইচ্ছাই সেই ভক্তি। তাহা নিকামভাবে
অগুষ্ঠিত যজ্ঞাদির ফল। আত্মসাক্ষাৎকারেই সেই ফলের চরিতার্থতা।
ইহাই আত্মদেবপূজার ফলার্ণবরূপ অঙ্গ।)

আমার মনই চিন্তামণি, সঙ্কল্পদ্বারা সকল ফল প্রসব করিতে সমর্থ।
সেই মনই আমার সর্বস্ব, যেহেতু তাহারই সঙ্কলে আমার বিশ্বজগদর্শন
ঘটিয়াছে। ইহা ত তোমার অবিদিত নাই (কিল)। আমি যে পূজার
অগুষ্ঠানে রত হইয়াছি, তাহার পূর্ণতাসম্পাদনের জন্ত সেই চিন্তামণি
আমি তোমাকে নিবেদন করিলাম। ইহাতেই আমার এই সর্বস্ব-
দক্ষিণাক পূজার দক্ষিণান্ত পরিসমাপ্তি হইল—বিশ্বদর্শননিবৃত্তি হইল।

স্তুতি ।

বাবস্ত্যেব ভূবাং রজাংস্য়গণিত ব্রহ্মাণ্ডকোটীস্পৃণাং
তাবন্তী রজসাং গণৈর্গণয়িতুং শক্যা গুণা যন্ত ন ।

স্বং তাদৃগ্-গুণবাংস্তথাপি মুনিভির্ষম্মিগুণঃস্তূয়সে

তৎ কিং স্তোমি মহেশ হে শিব স্তবজপং বিদূরংধিয়াম্ ॥১১

অর্থ—অগণিতব্রহ্মাণ্ডকোটিল্পৃশাং ভুবাং রজাংসি বাবস্তি এব (সস্তি) ভাবস্তি: রজসাং গণৈঃ যন্ত গুণাঃ গণয়িতুং ন শক্যাঃ, হে মহেশ, স্বং তাদৃক্ গুণবান্, তথাপি মুনিভিঃ যৎ (যতঃ) (তৎ) নিগুণঃ ইতি স্তূয়সে, তৎ (তস্মাৎ) হে শিব, অহং ধিয়াং বিদূরং স্তবজপং কিং স্তোমি ?

অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডকোটিস্থিত ভূমিতে, যত ধূলি আছে, সেই ধূলিসমূহ লইয়াও, যাহার (সত্ত্বরজস্তমোবিকাররূপ) গুণগণের সংখ্যা করা যায় না, হে পরমশিব, তুমি সেইরূপ গুণশালী । তথাপি মননশীল বিবেকিগণ যেহেতু তোমাকে গুণদ্বারা অস্পৃষ্ট, এইরূপে অশুভর করিয়া, নিগুণ বলিয়া স্তব করে, সেই হেতু, হে শিব, তোমার স্বরূপ, যুগপৎ সগুণ ও নিগুণ বলিয়া বুদ্ধির অগোচর ; আমি পরিচ্ছিন্ন জীব কি প্রকারে তোমার সেই রূপের বর্ণনা করিব ?

নমস্কার ।

শ্বেতং শ্যামমুতি প্রকাশয়তি চেদুর্কঃ স কিং শ্যামতাং

শ্বেতত্বং চ দধাতি তদ্বদিতকো মুঞ্জেষু বুদ্ধেষু যঃ ।

দ্বৈতাদ্বৈতবিকল্পজালকলনাতীতায় শুদ্ধাত্মনে

জাগ্রৎস্বানুভবপ্রকাশমহসে দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥ ১২ .

অর্থ—অর্কঃ শ্বেতং শ্যামং ইতি প্রকাশয়তি চেৎ (তর্হি) সঃ শ্যামতাং শ্বেতত্বং দধাতি কিম্ ? তৎ মুঞ্জেষু বুদ্ধেষু ইত্যঃ যঃ (আত্মা অস্তি), দ্বৈতাদ্বৈতবিকল্পজালকলনাতীতায় শুদ্ধাত্মনে জাগ্রৎস্বানুভবপ্রকাশ-মহসে তস্মৈ দেবায় নমঃ ।

আকাশস্থ সূর্য্য সামান্তরূপে, এবং প্রাণিনেত্রস্থ সূর্য্য বিশেষরূপে, রজতাদি দ্রব্যকে শুক্লরূপে, কঙ্কলাদি দ্রব্যকে শ্রামরূপে, যদি প্রকাশ করে, তাহা হইলে সেই আকাশস্থিত সূর্য্য কিহা নেত্রস্থিত সূর্য্য কি, শুক্লরূপ কিহা শ্রামরূপ ধারণ করে ? কখনই না। চক্ষুস্থিত সূর্য্য যখন প্রকৃত-পক্ষে ষ্ঠেতরূপ কিহা শ্রামরূপ ধারণ করে না, তখন আকাশস্থিত সূর্য্যো বে সেকরূপ বিকার ঘটে না, তাহাতে আর কথা কি ? সেইরূপ আত্মা জ্ঞানীতে এবং অজ্ঞানীতে সামান্তপ্রকাশকরূপে এবং তদুত্তরের জ্ঞানের ও অজ্ঞানের বিশেষপ্রকাশকরূপে অবস্থিত থাকিয়া, সেই জ্ঞানী ও অজ্ঞানী হইতে এবং তদুত্তরের জ্ঞান ও অজ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। সেই জ্ঞানিতা ও অজ্ঞানিতা, পারমার্থিকভাবে যখন চিদাভাসেও নাই, তখন তদুত্তর যে চিদাত্মায় নাই, তাহাতে আর কথা কি ? এইরূপে যিনি (জগদ্রূপ) দ্বৈত, এবং (তন্নিবেধক শবলব্রহ্মরূপ) অদ্বৈত, এই প্রকার বিপরীত কল্পনার আবরণের অতীত, এবং সেই হেতু মায়া এবং মায়াকার্য্যদ্বারা অস্পষ্ট, এবং যিনি জাগ্রদবস্থার ভায় প্রকাশমান অসাধারণ . অমৃতবের প্রকাশজ্যোতিঃসম্পন্ন, সেই চিন্মাত্ররূপ আত্মশিবকে নমস্কার ।

আরাধ্যাধীনাত্মহসম্পাদন নমস্কারের তাৎপর্য্য। সেই প্রকার চিদাত্মা হইতে চিদাভাসের পৃথক্ভাবের অবধারণরূপ নমস্কারই আত্মপূজার নমস্কার ।

কমাপন ।

সম্প্রাপ্যাপি পদারবিন্দপদবীমদ্বৈতবিভাবতা

মেতাবস্তমনেহসং ন তু বয়ং লীনাঃ সদা ব্রহ্মণি ।

মুক্তানামপি মোহতঃ সমরসহৃদ্যাবপূর্ণাত্মনা

মস্ত্যাকং হপরাধ এষ পরমঃ কস্তব্য এবং প্রভো ॥ ১৩

অবয়ব—অদ্বৈতবিজ্ঞানবতাঃ পদারবিন্দপদবীঃ সম্প্রাপ্য অপি, বয়ম্
এতাবন্তম্ অনেহসং (কাং) ব্রহ্মণি সদা ন তু (নৈব) লীনাঃ (জাতাঃ),
মোহতঃ মুক্তান্যম্ অপি, সমরসত্বভাবপূর্ণাশ্রয়ানাং অস্বাকং হি এবং
পরমঃ অপরাধঃ জাতঃ (হে) প্রভো, (ত্বয়া এবং) কৃত্ত্বাঃ এব ।

যাহারা ভেদরহিত আত্মবস্তুর জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, সেই গুরুগণের
চরণকমল মোক্ষলাভের মার্গস্বরূপ । সেই মার্গ লাভ করিয়াও, (হে প্রভো)
আমরাও এতদিন অখণ্ডকরস সচ্চিদানন্দে নিরন্তর মগ্ন থাকিতে পারি
নাই । আমরা সংসারমোহ হইতে বিমুক্ত হইয়াছি বলিয়া, জগৎরূপ বৈতের
অদর্শন না ঘটিলেও, মোক্ষপ্রাপ্ত হইয়াছি, এবং বৈতরূপ দ্বন্দ্ব নিবৃত্ত না
হইলেও, বৈষয়িক স্বেচ্ছায়, পরমসুখানুভবে বঞ্চিত হই নাই, কেননা,
তোমার স্বরূপভূত আনন্দ, যাহা সর্বদাই একরূপ, তদ্বারা আমাদের
অন্তঃকরণ নিত্যতৃপ্ত হইয়া রহিয়াছে, অর্থাৎ জ্ঞানদ্বারা বাধিত
দ্বৈত, প্রতীয়মান হইলেও, অব্যাহিত অদ্বৈতসুখানুভব নিবারণত হয় নাই ।
তথাপি আমরা যে অখণ্ডকরস সচ্চিদানন্দে নিরন্তর নিমগ্ন থাকিতে
পারি নাই, এইরূপেই আমাদের পরম অপরাধ হইয়াছে । হে প্রভো,
আমাদের সেই অপরাধ ক্ষমা করুন ।

[দ্বৈতপ্রতীতি প্রারব্ধকর পর্য্যন্ত বিজ্ঞানী থাকে, প্রারব্ধকরেই
জগদ্বৈতের ক্ষয় হয় । ৭সই হেতু প্রারব্ধকর পর্য্যন্ত দ্বৈতের সহনই
কর্তব্য ।]

পুষ্পাঞ্জলিঃ ।

আত্মৈবায়মনস্তচিদম্বরসো নিতাং বিমুক্তঃ স্বয়ং
কো বন্ধঃ কিমুবন্ধনং কথমসৌ বন্ধো বিমুক্তঃ কথম্ ।
সানন্দাশ্রমঃ সগদগমঃ সপুলকং চিদোষপুঞ্জাবিধৌ
দেবশাস্ত্র মদীয়বিস্ময়ময়ঃ সম্পূর্ণপুষ্পাঞ্জলিঃ ॥ ১৪

অয়ম্—অয়ম্ আত্মা এব (যতঃ) অনন্তচিদমনরসঃ, (অতঃ) স্বয়ং
নিত্যং বিমুক্তঃ, (অতঃ অস্ত) কঃ বন্ধঃ, বন্ধনং কিমু, (অতঃ) অসৌ
কথং বন্ধঃ, (অতঃ) অসৌ বিমুক্তঃ কথম্ । এবং মদীয়বিশ্বস্বয়মঃ
(অন্তঃকরণবৃত্তিসমূহঃ) চিদোপপূজাবিধৌ সানন্দাশ্র. সগদগদং সপুলকং,
দেবস্ত সম্পূর্ণপুষ্পাঞ্জলিঃ অন্ত ।

এই জীব অর্থাৎ অধিষ্ঠানসহিত বুদ্ধিস্থ চিদাভাস, (যাহা সাক্ষিস্বরূপ
আমার প্রত্যক্ষ), পরমার্থতঃ আত্মা হইতে অভিন্ন বলিয়া, সচ্চিদানন্দস্বরূপ
পরমাত্মাই; 'যেহেতু তাহা, অনন্তচেতনা বলিয়া নিবিড় সূত্মস্বরূপ,
এইহেতু, স্বভাবতঃ সর্বদা বন্ধনরহিত'; এই হেতু ইহার 'বন্ধন'
আবার কি প্রকার? (ইহা স্বয়ং অনন্ত বলিয়া ইহার বন্ধন হইতেই
পারে না) । বুদ্ধি প্রভৃতির দ্বারা ইহাকে বাধিবার কি আছে?
কিছুই নাই । (স্বয়ং ধর্ম্মী আদৌ না থাকিতে, গুণত্রয় ও তৎকার্য্যরূপ
বন্ধনসাধক ধর্ম্মও, থাকিতে পারে না) । এই হেতু এই আত্মা কি
প্রকারে বদ্ধ হইতে পারে? কোন প্রকারেই বদ্ধ হইতে পারে না ।
অতএব এইরূপ আত্মা আবার কি প্রকারে 'বন্ধনরহিত' হইতে পারে?
(মুক্তি, বন্ধনসাপেক্ষ বলিয়া, আত্মার মোক্ষও বাস্তব নহে) । এইরূপ
বিশ্বরূপ আমার অন্তঃকরণবৃত্তিসমূহ, এই অস্বজ্ঞানরূপ পূজাহুষ্ঠানে
পূজার পূর্ণতাসম্পাদন জন্য, (সুখামৃতবজনিত), আনন্দাশ্র, গদগদ স্বর
ও রোমাঞ্চের সহিত, দেবতার পুষ্পাঞ্জলি হউক ।

৩৫ (১৯) । দেবপূজোপযুক্ত শাস্ত্রার্থনির্ণয়ঃ ।

পূর্বোক্তরূপ দেবপূজার সমর্থক শাস্ত্রসিদ্ধান্তের বিচার করিতেছেন :—

তাস্মাদ্ মোহময়াং পূজাং পূজাং বোধময়াং কুরু ।

চন্দ্রনৈরর্চনায়োয়ং নতু পঙ্কেন শঙ্করঃ ॥ ১

অথ—মোহময়ীঃ পূজাং ত্যক্তা বোধময়ীঃ পূজাং কুরু । অয়ং শকরঃ (ভয়া) চন্দনৈঃ অর্চনীযঃ ন তু পঙ্কেন (অর্চনীযঃ) ।

হে শিষ্য, তুমি অজ্ঞানকল্পিত পূজা পারিত্যাগ করিয়া, অভয়, সবসংতুষ্টি প্রভৃতি, (গীতার ত্রয়োদশাধ্যায়োক্ত) জ্ঞানসাধনবহুল পূজার অনুষ্ঠান কর । এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানজনপূজ্য সমস্ত জগদানন্দকর শকরকে চন্দনদ্বারাই—আনন্দানুভববৃত্তিবিশেষ দ্বারাই—পূজা করিতে হয় ; তাহাকে পঙ্ক দ্বারা পূজা করিতে নাই । লোকপ্রসিদ্ধ চন্দনাদি ত্রয়ো অর্পণ অজ্ঞানকার্য্য, এবং সেই হেতু দ্বঃধরূপ বলিয়া পঙ্কানুলেপনসদৃশ ; কেননা তদ্বারা শকরে, স্বকীয় জীবন্মরূপভাবেরই লেপন বা আরোপ হয় । [চদি ধাতুর উত্তর অনট্ প্রত্যয় দ্বারা চন্দন শব্দ সিদ্ধ হয় । চদি ধাতুর অর্থ আচ্ছাদন বা আনন্দপ্রদান ।]

পরিচায় পুরা দেবং দেবপূজাপরো ভব ।

দেবে পরিচয়ো নাস্তি বদ পূজা কথং ভবেৎ ॥ ২

অথ—পুরা দেবং পরিচায় দেবপূজাপরঃ ভব ; দেবে পরিচয়ঃ ন অস্তি, বদ কথং পূজা ভবেৎ ?

প্রথমে, চিন্মাত্রস্বরূপ আত্মদেবকে চিনিয়া, তবে সেই দেবপূজার রত হও । দেবতার সহিত পরিচয়ই নাই, বল, তাহা হইলে কি প্রকারে দেবপূজা হইতে পারে ? কেন না—

তাবৎ পূজাং ন মনুতে যাবৎ পরিচয়ো ন হি ।

জাতে পরিচয়ে দেবঃ পূজামপি ন কাঙ্ক্ষতি ॥ ৩

অথ—যাবৎ পরিচয়ঃ ন হি (বিদ্যতে), তাবৎ (দেবঃ) পূজাং ন মনুতে, পরিচয়ে জাতে দেবঃ পূজাম্ অপি ন কাঙ্ক্ষতি ।

যে পর্য্যন্ত না সাধকের সেই চিন্মাত্র আত্মদেবের সহিত পরিচয়

হয়, সেই পর্য্যন্ত সেই দেব পূজা স্বীকার করেন না। আবার পরিচয় হইয়া গেলে, পূজার আকাজ্ঞাও করেন না।

আপনাকে সুখরূপ বলিয়া প্রতীতি হইয়া গেলে, দুঃখরূপ পূজ্য-পূজকভাব, সাধকের সেই সুখপ্রতীতির অন্তরায় হয়।

(শকা) ভাল, জ্ঞানে যদি পূজা অসম্ভব হইয়া যায়, তবে'ত অজ্ঞানে পূজাই ভাণ। (সমাধান)। এই হেতু বলিতেছেন—

পক্ষদ্বয়েহপি পশ্যামি পূজাং দেবস্ত দুর্ঘটাম্।

পূজ্যপূজকতা ন জ্ঞে, মূৰ্খস্তজ্ঞানসূতকী ॥ ৪

অর্থ—(হে শিষ্য), অহং পক্ষদ্বয়ে অপি, দেবস্ত পূজাং দুর্ঘটাম্ পশ্যামি, জ্ঞে পূজ্যপূজকতা ন অস্তি, মূৰ্খঃ তু অজ্ঞানসূতকী।

হে শিষ্য, জ্ঞান, অজ্ঞান উভয় পক্ষেই আমি দেখিতেছি, সেই চিন্ময় আত্মদেবের পূজা দুর্ঘট। কেননা, জ্ঞানীতে পূজ্যপূজক ভাব অর্থাৎ ঈশ্বরভাবজ্ঞীভাব নাই (সুতরাং জ্ঞানীর পূজা সম্ভবে না) পক্ষান্তরে, মূৰ্খের ত অজ্ঞানজনিত অশৌচ ; (মূৰ্খের পূজার অধিকারই নাই)।

ন জ্ঞানে ক পলায়ন্তে ধূপদীপাক্তাদয়ঃ।

অস্মাকং দেবপূজায়াং দেব এবাবশিষ্যতে ॥ ৫

অর্থ—অস্মাকং দেবপূজায়াং ধূপদীপাক্তাদয়ঃ ক পলায়ন্তে, ন জ্ঞানে, দেবঃ এব অবশিষ্যতে।

আমাদের (জ্ঞানিগণের) দেবপূজায় দশেক্সিয়দাহস্বরভি ধূপ অথবা লৌকিক ধূপ এবং জ্ঞানময় প্রকাশপরম দীপ অথবা, লৌকিক দীপ এবং শাস্তি ক্রমাদি অকৃত অথবা লোকপ্রসিদ্ধ অকৃত, এবং পুরোক্ত নৈবেদ্য ইত্যাদি কোথায় পলায়ন করে, আমি জানি

না । তবে সর্ববৃত্তির তিরোক্তাবে শূন্যই অবশিষ্ট থাকে, এরূপ নহে, কেননা “অহং ব্রহ্মাস্মি” এই বৃত্তির বিষয়ীভূত সেই চিন্মাত্র দেবতাই অবশিষ্ট থাকিয়া যান ।

দেবানুসন্ধানধিয়া বিস্মৃতে পূজনক্রমে ।

পূজায়াং জায়তে বিয়ঃ পূর্ণপূজাফলং হি তৎ ॥ ৬

অর্থ—দেবানুসন্ধানধিয়া পূজনক্রমে বিস্মৃতে সতি, পূজায়াং বিয়ঃ জায়তে হি, তৎ পূর্ণপূজাফলম্ ।

সেই আত্মদেবের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া বুদ্ধি, যখন বিজাতীয় প্রত্যয় বিতাড়িত করিয়া, আত্মদেবের সজাতীয় প্রত্যয়প্রবাহ রক্ষায় ব্যাপ্ত হয়, এবং সেই হেতু পূজার পদ্ধতি ভুলিয়া যায়, তখন পূজাকল্পনা বাহত হয়, সত্য বটে; কিন্তু তাহাই পূজার পূর্ণ ফললাভ (কেননা তখনই বুদ্ধিবৃত্তি ব্রহ্মাকারা হইবার উপক্রম করে) ।

লৌকিক পূজাতেও সেইরূপ । তখন উভয়বিধ পূজাপ্রয়াসে আর প্রয়োজন নাই ।

প্রথম শ্লোকে পূজায় প্রবৃত্তি দিয়া, চতুর্থ শ্লোকে বলিলেন, পূজা-পূজকতা ভাব জ্ঞানদ্বারা তিরোহিত হইল যায় । এই বিরোধের পরিহার নিমিত্ত বলিতেছেন—জিজ্ঞাসাকালে বিদ্যামন অজ্ঞানাংশ দ্বারা পূজাপূজকতা কল্পিত হয়, এবং পূর্ণজ্ঞান হইলে, তাহা নিবৃত্ত হয় ।

আনন্দঘনগোবিন্দ পূজনারম্ভকর্ম্মণি ।

বোধে স্মরতি মোহাত্মা যজমানঃ পলায়িতঃ ॥

অর্থ—আনন্দঘনগোবিন্দপূজনারম্ভকর্ম্মণি, বোধে স্মরতি (সতি) মোহাত্মা যজমানঃ পলায়িতঃ ।

নিরতিশয়স্বরূপ গোবিন্দের (বুদ্ধিসাক্ষী ব্রহ্মাভিন্ন প্রত্যগাত্মার)

পূজাপ্রক্রিয়ার অনুষ্ঠানে, যেমনি জ্ঞানের (কেবলাত্মজ্ঞানের) স্ফুরণ হয়, অমনি অজ্ঞানস্বভাব পূজক (জীবতাব) পলায়ন করেন ।

৩৫(২০) । পঞ্চমহাযজ্ঞনির্ণয়ঃ ।

জ্ঞাননিষ্ঠা ক্রমা সত্যং বিবেকঃ পরিপূর্ণতা ।

এতে পঞ্চ মহাযজ্ঞাঃ সম্মতা ব্রহ্মবেদিনাম্ ॥ ১

অন্বয়—(১) জ্ঞাননিষ্ঠা, (২) ক্রমা, (৩) সত্যং, (৪) বিবেকঃ, (৫) পরিপূর্ণতা—এতে পঞ্চ মহাযজ্ঞাঃ ব্রহ্মবেদিনাম্ সম্মতা ।

(১) মহাবাক্য শ্রবণে, “অহং ব্রহ্মাস্মি” এইরূপে যে সাক্ষাৎকার উৎপন্ন হয়, তাহাতে সহজপ্রীতি, (২) সুখদুঃখাদি বৃন্দের সহন, (৩) সত্যপ্রতিজ্ঞা বা সত্যভাষণ, (৪) আত্মানাত্ম পদার্থের বিচার, (৫) সর্বত্র নিজের পরিপূর্ণত্বনিশ্চয় ; এই পাঁচটি মহাযজ্ঞই ব্রহ্মবিকল্পের অভীষ্ট ।

৩৫(২১) । উপযজ্ঞনির্ণয়ঃ ।

এতস্যাং দিনচর্যায়াং প্রাপ্তে পর্বণি পর্বণি ।

মধ্যে মধ্যে চোপযজ্ঞাঃ কর্তব্যা দৌক্ষিতেন হি ॥ ১

অন্বয়—এতস্যাং দিনচর্যায়াং পর্বণি পর্বণি প্রাপ্তে মধ্যে মধ্যে চ দৌক্ষিতেন উপযজ্ঞাঃ কর্তব্যাঃ ।

বিবেকিজ্ঞানের অনুষ্ঠেয় এই মুনীন্দ্রদিনচর্যায়াং, প্রতিপর্কে অর্থাৎ বিহিত ব্যবহার ও তদ্বিরুদ্ধ ব্যবহারের সন্ধিতে, এবং তদ্বির অগ্ন সময়েও, মধ্যে মধ্যে কয়েকটি নৈমিত্তিক যজ্ঞ, লক্ষণরূপদেশ মুখুর্কুর কর্তব্য ।

সেই উপযজ্ঞগুলি বর্ণন করিতেছেন—

যৎপুরোডাশতাং যাতি কালখণ্ডং মনঃপশোঃ ।

কর্তব্যাস্তাদৃশাঃ যজ্ঞা দেবেস্তপ্রীতিহেতবে ॥ ২

* লৌকিক পঞ্চযজ্ঞ, “৩৫(২৪) । বৈশ্বদেবনির্ণয়ঃ” নামক শ্রবকের টীকায় দ্রষ্টব্য ।

অন্য—মনঃপশোঃ কালখণ্ডঃ যৎপুরোডাশতাং যাতি তাদৃশাঃ যজ্ঞাঃ
দেবেন্দ্রপ্রীতিহেতবে কৰ্ত্তব্যাঃ ।

[জ্ঞানহীনের দৃষ্টিতে কাল অনন্ত ; কিন্তু জ্ঞানীর নিকট কাল অন্তঃ-
করণেই বৃত্তিবিশেষ • বলিয়া সাস্ত ; সেই হেতু তাহাকে খণ্ড বলা
হইয়াছে । চিত্তবিশ্রান্তিলাভের জন্ত, জ্ঞানীর, মনোনাশ অবশ্য
কৰ্ত্তব্য । প্রপঞ্চবিস্মৃতি তাহার অত্যন্ত সাধন ; দেশ ও কালের বিস্মৃতি
সেই সাধনের অন্তর্গত । সেই হেতু, জ্ঞানযজ্ঞে সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক অন্তঃকরণই
যজ্ঞীয় পশুরূপে কল্পিত হয় । (যজ্ঞমান কৰ্ত্তৃক যজ্ঞীয়পুরোডাশতরূপ
যজ্ঞের অঙ্গবিশেষ)]

সেই অন্তঃকরণপশুর কালরূপ খণ্ড, যে যজ্ঞে (হৃতশেষরূপে) যজ্ঞ-
মানের ভক্ষণীয় পুরোডাশরূপ হয়, সেইরূপ যজ্ঞ, (দেবরূপের অর্থাৎ)
ইন্দ্রিয়গণের, অধিপতি (ইন্দ্রের অর্থাৎ) সাধিষ্ঠান চিদাভাসের, নিতাতৃপ্তির
জন্ত করা যমুক্ষর কৰ্ত্তব্য ।

‘সেইরূপ’ সুপর্ণচয়ননামক অত্র এক যজ্ঞের লক্ষণ ও ফল বর্ণনা করিয়া,
তদ্বারা, তজ্রূপ অত্রাত্ম যজ্ঞকে চিনিবার উপায় নির্দেশ করিতেছেন—

একীকৃতা সুপর্ণো বৌ চীয়েতে চেৎ সুপর্ণচিৎ ।

জীয়েতে তন্মুনীন্দ্রেণ শতশ্রায়াচিচিৎ ফলম্ ॥ ৩

অন্য—বৌ সুপর্ণো একীকৃতা সুপর্ণচিৎ চীয়েতে চেৎ তৎ (তর্হি)
মুনীন্দ্রেণ শতশ্রায়াচিচিৎ ফলম্ জীয়েতে ।

[বেদে, উপাসনার জন্তু জীব, পক্ষী ও হুংসরূপে কল্পিত হইয়াছে ।]

ব্যবহারিক দৃষ্টিতে, যাহা দুইটি পৃথক্ বস্তু বলিয়া বোধ হয়, সেই
ইষ্টানিষ্টপ্রাপ্তিসাধন ধর্ম ও অধর্মরূপ দুইটি পক্ষকে, (ঈশ্বরপক্ষে, জগৎ-
পালনাদিপশুত্বসাধন মায়া, এবং স্বরূপস্থিতিসাধন জ্ঞান, এই দুই পক্ষকে)
যদি এক করিয়া অবলোকন করা যায়, তাহা হইলে সুপর্ণচয়ন নামক

যজ্ঞ উৎপন্ন হয়। যে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ এইপ্রকারে সুপর্ণচয়ন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তিনি শত অগ্নিচয়নের পুণ্য লাভ করিয়া থাকেন।

৩৫ (২২)। নিত্যদাননির্ঘঃ।

সমাধিতীর্থে মুনিনা গ্রহণে চক্সসূর্য্যাহোঃ।

দত্তমাত্মসমং হেমপাত্রায় পরমাত্মনে ॥ ১

অর্থ—সমাধিতীর্থে চক্সসূর্য্যাহোঃ গ্রহণে মুনিনা আত্মসমং হেম পর-
মাত্মনে পাত্রায় দত্তম্।

[কাশীপুষ্করাদি তীর্থে, কুরুক্ষেত্রাদি দেশে, সংক্রান্তি, গ্রহণ প্রভৃতি সময়ে, পুত্রজন্য প্রভৃতি উপলক্ষে, বেদপারগ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি পাত্র, তুলাদান প্রভৃতি দানের যে ব্যবস্থা আছে, তাহা লৌকিক; মুনীন্দ্রের দান অলৌকিক।] তিনি সমাধিতীর্থে, চক্সসূর্য্যের গ্রহণকালে,—অর্থাৎ আত্ম-সুখানুভব ও অনাত্মবোধবশত, অথবা অপানবায়ু ও প্রাণবায়ু যে সময়ে বশীকৃত হইয়া নিশ্চল হয়, সেই সময়ে, আত্মসমস্বর্ণ—চিদাত্মসদৃশ, প্রকাশবহুল চিদাভাসের দ্বারা, তুলাদান,—পরমাত্ম-রূপ পাত্রকে প্রদান করেন,—পরমাত্মা হইতে অভিন্নরূপে অনুভব করেন।

সমাধি সর্ব্বপাপবিনাশক বলিয়া তীর্থস্বরূপ। সমাধি শব্দের অর্থ—
যাহাতে ব্রহ্ম সমাগরূপে আহিত বা চিস্তিত হন—সম্ আঙ্ + ধা,
ধাতু + কি: অথবা যাহাতে সম বা ব্রহ্ম (‘নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম’)
আহিত বা লক্ষিত হন—সম-আঙ্ + ধা, ধাতু + কি:; অথবা যাহাতে
আধি—মানসীবাথাসমূহ সম বা ব্রহ্মাকার হইয়া যায়—সম + আধি:।

চক্স—‘চন্দ্রয়তি,’ ‘আহ্লাদয়তি’ এইরূপ ব্যুৎপত্তিধারী সিদ্ধ,—সমাধি-
প্রসঙ্গে আত্মসুখানুভবের বোধক। সূর্য্য—আত্মস্বরূপের প্রকাশকরূপে
বিবেকার্থক, অর্থাৎ বিবেকের ফলরূপে অনাত্মবস্তুর বোধক। তদুভয়ের

গ্রহণশব্দে অঙ্গীকার বা স্বীকার বুঝিতে হইবে; অথবা তদ্বারা সমাধিকালে প্রাণাপানের নিশ্চয়তা বুঝিতে হইবে ।

৩৫ (২৩) । মধ্যাহ্নসম্বন্ধানির্ণয়ঃ ।

দর্শনস্পর্শনজ্ঞাপরসনশ্রবণাদিষু ।

বৈশ্ণবতত্ত্বচমৎকারো মূনের্মাধ্যাহ্নিকং তু তৎ ॥

অর্থ—দর্শনস্পর্শনজ্ঞাপরসনশ্রবণাদিষু যঃ চৈতত্ত্বচমৎকারঃ তৎ তু মূনেঃ মাধ্যাহ্নিকম্ ।

(জ্ঞানভাস্করের প্রকাশভীষ্মতাই জ্ঞানীর মধ্যাহ্ন ।) দর্শন, স্পর্শন, জ্ঞাপর, আশ্বাদন, শ্রবণরূপ জ্ঞানেন্দ্রিয় ব্যাপারে, (এবং বচন, গ্রহণ প্রভৃতি কর্মেন্দ্রিয়ব্যাপারেও) সকল ত্রিপুরীর বাধপূর্বক চিন্তাআর যে, সামান্যরূপে স্মরণ, তাহাই জ্ঞানীর মাধ্যাহ্নিক কর্ম ।

৩৬ (২৪) । বৈশ্বদেবনির্ণয়ঃ ।

আত্মা বিশ্বস্ত দেবোহয়ং বিশ্বেন হবিষেজ্জাতে ৭

তৎকর্ম বৈশ্বদেবাধ্যং সর্ববসূনানিবৃত্তয়ে ॥

অর্থ—অয়ং আত্মা বিশ্বস্ত দেবঃ, (সঃ) বিশ্বেন হবিষা ইজ্জাতে । তৎ বৈশ্বদেবাধ্যং কর্ম সর্ববসূনানিবৃত্তয়ে (ভবতি) ।

[মনুসংহিতায় তৃতীয়াধ্যায়ে (৬৮—৭১) আছে—গৃহস্থের পাঁচটি স্ত্রী অর্থাৎ প্রাণিবধস্থান আছে—যথা চুল্লী (উনন), পেয়ণী (জাঁতাবা শিলনেড়া), উপস্কর (ঝাঁটা), কণ্ডনী (উৎখামুখল) এবং উদকুস্ত বা জলাধার কলস । এই পাঁচটিকে স্বকার্যে নিযুক্ত রাখিলে, প্রাণি-হিংসা হয় । ৬৮ । সেই চুল্লী প্রভৃতি বধস্থান হইতে যে পাপ উৎপন্ন হয়, সেই পাপ সমুদায় হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্ত, মহর্ষিগণ গৃহস্থের পক্ষে

প্রতিদিন পঞ্চমহাযজ্ঞের বিধান করিয়াছেন। অধ্যয়নঅধ্যাপনের নাম ব্রহ্মযজ্ঞ, অগ্নাদি বা উদক দ্বারা পিতৃলোকের তর্পণ করার নাম পিতৃযজ্ঞ। হোমের নাম দৈবযজ্ঞ। পশুপক্ষ্যাদিকে অগ্নাদিপ্রদানরূপ বলির নাম ভূতযজ্ঞ। অতিথিসেবার নাম মনুষ্যযজ্ঞ। ৭০। শক্তি থাকিতে যে গৃহস্থ, এই পঞ্চমহাযজ্ঞ একদিনও পরিত্যাগ না করেন, তিনি নিত্য গার্হস্থ্যে বাস করিলেও, পঞ্চমুনা পাপে লিপ্ত হন না। ৭১।]

প্রত্যক্ষত্বপরোক্ষত্বরহিত স্বয়ংপ্রকাশ এই আত্মা, চিন্মাত্ররূপে সমস্ত জগতের প্রকাশক। সমস্ত জগদ্ধা হবির্দ্বারা তাহার আহুতি হইয়া থাকে। সেই কন্মই বৈশ্বদেব নামক কন্ম। তদ্বারাই সর্বমুখনার পরিহার হয়—ঐতপ্রপঞ্চের নিবৃত্তি হয়।

৩৫ (২৫)। বলিদাননির্ণয়ঃ।

নবদ্বারাং পুরীমেতাম্মাশ্রিতেভ্যো দয়ালুনা।

ভূতেভ্যোহপি বলি দেয়ঃ, খানপানাদিলক্ষণঃ ॥

অর্থ—এতাং নবদ্বারাং পুরীং আশ্রিতেভ্যঃ ভূতেভ্যঃ অপি দয়ালুনা খানপানাদিলক্ষণঃ বলিঃ দেয়ঃ।

মুণ্ডস্থ পশুছিন্ন ও পায়ূপস্থ, এই নবদ্বারযুক্ত দেহনগরীকে আশ্রয় করিয়া যে আকাশাদি পঞ্চভূত এবং তাহাদের কার্য্যরূপ ইন্দ্রিয়গণ অবস্থান করিতেছে, তাহাদিগকে অন্নপানাদিরূপ বলি প্রদান করা কর্তব্য; ‘তাহারা ভূতমাত্র, আমার (আত্মার) সহিত কোনও সম্বন্ধ নাই’, এইরূপ ভাবিয়া তাহাদিগকে উপেক্ষা করা কর্তব্য নহে। জ্ঞানী তাহাদের উপর সদয় হইবেন। ইহাই জ্ঞানীর ভূতবলি।

৩৬ (২৬)। ভোজনবিধিঃ।

গুরুতিষ্ঠ সতীর্থেচ্চ নিমেষোচ্চ সহিতস্তথা।

স্বরসং চারু ভোক্তব্যং জ্ঞানপীযুষমুত্তমম্ ॥

অম্বয়—গুরুতিঃ চ সতীর্থৈঃ চ তথা শিষ্যৈঃ চ সহিতঃ (সন্)
স্বরসন্ উত্তমং জ্ঞানপীযুষম্ চাক্র (ষ্ঠা ত্রাং তথা) ভোক্তব্যম্ ।

(লৌকিক ব্যবহারে দেখা যায়, লোকে পিতা, পিতৃব্য, ভ্রাতা, পুত্র
প্রভৃতিকে লইয়া মিষ্টান্নাদি ভোজন করে। সেইরূপ) মহাবাক্যোপদেষ্টা
গুরু, গুরুর সতীর্থ (গুরুবন্ধু), নিজেই সতীর্থ বা . নিজ গুরুবন্ধু, শিষ্য,
প্রভৃতিকে লইয়া চরমরস প্রতিপাদক, অজ্ঞাননিবর্তক, জন্মমরণোচ্ছেদক,
জীবব্রহ্মৈশ্বর্যবিষয়ক জ্ঞানামৃত, প্রীতির সহিত অর্থাৎ সংশয়বিপর্যায়রহিত
হইয়া, ভোজন করিতে হয় । তাহাই জ্ঞানীর ভোজন । * (গীতা ১০।৯
দ্রষ্টব্য) ।

৫৫ (২৭) । তাম্বূলগ্রহণনির্ণয়ঃ ।

সত্যং প্রিয়ঞ্চ পথ্যঞ্চ ব্রহ্মচর্যচাক্রকং বচঃ ।

তাম্বূলগ্রহণং কার্য্যং বদনং যেন রাজতে ॥

অম্বয়—সত্যং প্রিয়ং চ পথ্যং চ ব্রহ্মচর্যচাক্রকং বচঃ তাম্বূলগ্রহণং,
(তং মুনীভিঃ) কার্য্যং, যেন বদনং রাজতে ।

“হিতং মনোহারি স্মৃলভং বচঃ”—প্রিয় ও পথ্য লৌকিক বাক্য
অত্যন্ত হ্রলভ । তাহাতে সত্যতা খুঁজিতে গেলে, সেইরূপ বাক্য আরও
হ্রলভ হইয়া পড়ে । কিন্তু ব্রহ্মচর্যচাক্রক সকল বাক্যেই, এই তিন গুণ
পাওয়া যায় ; কেননা ব্রহ্ম সঙ্গপ বলিয়া, ব্রহ্মনিরূপক বাক্য সদাই সত্য ।
ব্রহ্ম স্বরূপ বলিয়া, ব্রহ্ম প্রতিপাদক বাক্য সদাই প্রিয় । ব্রহ্ম পরিণাম-
হীন বলিয়া, ব্রহ্ম প্রতিপাদক বাক্য হৃৎখপরিণামহীন । (সত্য ও
আপাততঃ প্রিয় বচন পরিণামে হৃৎখজনক হইতে পারে ।) সেইরূপ
বচনের উচ্চারণই তাম্বূলসেবন, কেননা তাম্বূলের ভ্রায় তাহা বদনের
শোভাসম্পাদক । জ্ঞানী সেইরূপ তাম্বূলগ্রহণের অনুষ্ঠান করিবেন ।

৩৫ (২৮) । বামকুক্ষিশয়ননির্ণয়ঃ ।

তাৎক্ষলগ্রহণের পর বামপার্শ্বে শয়নের ব্যবস্থা আছে । শয়নের
জন্ত নিশ্চিস্ততার আবশ্যকতা আছে ; সেই নিশ্চিস্ততা কি প্রকারে
আসিবে, তাহাই বলিতেছেন :—

যাবচ্ছরীরপতনং প্রাচীনৈঃ কৰ্ম্মভিঃ কৃতৌ ।

যোগক্ষেমৌ ন চিস্তৌ হি নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥ ১

অর্থ—হি (যতঃ কারণং) যোগক্ষেমৌ যাবচ্ছরীরপতনং প্রাচীনৈঃ
কৰ্ম্মভিঃ কৃতৌ, (এবং নিশ্চিত্য তৌ) ন চিস্তৌ, (কিন্তু) আত্মবান্
(সন্) নির্যোগক্ষেমঃ (ভবেৎ) ।

যেহেতু যতদিন না শরীরের বিনাশ ঘটে, ততদিন প্রায়শ্চ কৰ্ম্মই,
অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণ, সম্পাদন করিয়া থাকে, এই হেতু
তদন্তয়ের জন্ত চিন্তিত হওয়া উচিত নহে ; কিন্তু অন্তরাত্মা, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন
নহে, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া যোগক্ষেমবিষয়ে চিন্তাবর্জন করিতে হয় ।

সমাধিশয়নে শুভ্রে স্মৃতিদ্রাং বিধায় চ ।

ক্ষণং বিশ্রম্য তৎপশ্চাৎ পুরাণশ্রবণং চরেৎ ॥ ২

অর্থ—শুভ্রে সমাধিশয়নে স্মৃতিদ্রাং বিধায় ক্ষণং বিশ্রম্য চ
তৎপশ্চাৎ পুরাণশ্রবণং চরেৎ । ”

শুভ্র অর্থাৎ নির্দিক্কর সমাধিশয়ন প্রপঞ্চের অনুরূপরূপ নিদ্রা
সেবন করিয়া, নিদ্রাভঙ্গে কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া, অগ্রেবর্ণিতরূপে
পুরাণাদির শ্রবণ, মনন করিতে হয় ।

পুরাবৃত্তশ্রবণনির্ণয়ঃ ।

মহাভারত, রামায়ণ ও ভাগবত, পুরাণাদির মধ্যে প্রসিদ্ধ বলিয়া
অগ্রে তাহাদের শ্রবণনির্ণয় করিতেছেন :—

৩৫ (২৯) । ভারতশ্রবণনির্ণয়ঃ ।

অষ্টাদশাধ্যায়ময়ী যত্র গীতা নিক্রুপিতা ।

সৰ্বোপনিষদাং তত্ত্বং তন্মহাভারতং শৃণু ॥ ১

অন্বয়—যত্র (যস্মিন্ অর্থে) অষ্টাদশাধ্যায়ময়ী গীতা নিক্রুপিতা (তৎ)
সৰ্বোপনিষদাং তত্ত্বং, তৎ মহাভারতং শৃণু ।

যে জীবত্রৈক্যরূপ তত্ত্বপ্রতিপাদনের জন্য অষ্টাদশাধ্যায়াত্মিকা
গীতা তত্রবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক অৰ্জুনের প্রতি কথিত হইয়াছে, তাহাই
সমুদয় উপনিষদের তত্ত্ব । ভারতের অর্থাৎ ভরতবংশীয় অৰ্জুনের প্রতি
উপদিষ্ট হইয়াছে বলিয়া, এবং মহান্—মোক্ষরূপ তত্ত্বের প্রতিপাদক—
বলিয়া, তাহাই মহাভারত । সেই মহাভারতই শ্রোতব্য ।

(শঙ্ক) । তবে রেদবাসের বিশাল ইতিহাস রচনায় প্রয়োজন কি ?
(সমাধান)—

ভারতে ব্যাসমুনির্না কথানাং বিস্তরঃ কৃতঃ ।

কথামাত্রমিদং বিশ্বমিতি তেন প্রকাশিতম্ ॥ ২ .

অন্বয়—ভারতে ব্যাসমুনির্না কথানাং বিস্তরঃ কৃতঃ, ইদং বিশ্বং
কথামাত্রং ইতি তেন প্রকাশিতম্ ।

মহাভারতে ব্যাসমুনি যে ইতিহাসকথার সুবিশাল বর্ণনা করিয়াছেন,
তাহাতে তাঁহার এই অভিপ্রায়ই প্রকটিত হইয়াছে, যে, এই দৃশ্যমান
বিশ্ব কথামাত্র,—“বাচ্যন্তনং বিকারো নামধেয়ঃ” (ছান্দোগ্য ৬।১।৪)
বিকার, (জগতের যাবতীহ কার্য্যপদার্থ) কেবল শব্দাত্মক নাম মাত্র ।
এই অভিপ্রায় বুঝিয়া বুদ্ধিমান মুমুক্শু, ইতিহাসে আদর পরিত্যাগ করিয়া,
কেবল গীতাশ্রবণেই আগ্রহ করিবেন ।

(শঙ্ক)—মহাভারতের শাস্তিপর্কণ্ড কি অদ্বৈত ইইবার বোধ্য নহে ?
সমাধান—

সমাপ্তে ভারতে গ্রন্থে শাস্তিপৰ্ব নিৰূপিতম্ ।

তদুক্তং সৰ্ব্বশাস্ত্রাণাং শাস্তৌ পরিসমাপনম্ ॥ ৩

অথ—ভারতগ্রন্থে সমাপ্তে, শাস্তিপৰ্ব নিৰূপিতম্। তৎ (তেন)
সৰ্বশাস্ত্রাণাং শাস্তৌ পরিসমাপনম্ উক্তম্।

মহাভারত গ্রন্থের পরিসমাপ্তি কালে, যে শাস্তিপৰ্ব নিৰূপিত হইয়াছে,
তদ্বারা ইহাই প্রদৰ্শিত হইয়াছে, যে যাবতীর শাস্ত্রগ্রন্থের তাৎপর্য্য শাস্তি
বা বাসনাগ্ন্যরূপ মোক্ষ ।

(শকা)—ভাল, মহাভারতে যে নানাস্থানে, বর্ণধৰ্ম্ম, আশ্রমধৰ্ম্ম,
রাজধৰ্ম্ম, আপদধৰ্ম্ম ইত্যাদি নিৰূপিত হইয়াছে, তৎসমুদয় কি তবে
শ্রোতব্য নহে ?

সমাধান—

নানাখ্যানৈর্ মহারম্যা মোক্ষধৰ্ম্মা নিৰূপিতাঃ ।

তদুক্তং সৰ্ব্বধৰ্ম্মাণাং মোক্ষধৰ্ম্মা পরা মতাঃ ॥ ৪

অথ—(মহাভারতে) মহারম্যা মোক্ষধৰ্ম্মাঃ নানাখ্যানৈঃ
নিৰূপিতাঃ, তৎ (তেন) সৰ্ব্বধৰ্ম্মাণাং মোক্ষধৰ্ম্মাঃ পরা মতাঃ (ইতি)
উক্তম্।

মহাভারতে নানাবিধ আখ্যানদ্বারা বিকাস ধৰ্ম্মসমূহ, অতি
হৃদয়গ্রাহী করিয়া কথিত হইয়াছে। তদ্বারা বেদব্যাস ইহাই স্মৃচনা
করিয়াছেন, যে পূৰ্ব্বোক্ত সৰ্ব্বপ্রকার ধৰ্ম্মের মধ্যে, তিনি মোক্ষধৰ্ম্মকেই
শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন। এইহেতু সাক্ষাৎ মোক্ষপ্রতিপাদিকা
গীতাই সমগ্র মহাভারতের মধ্যে গ্রহণীয়।

৩৫ (৩০) । ভাগবতশ্রবণনির্ণয়ঃ ।

দশম স্কন্ধেই ভাগবতের সার । তাহাতে শ্রীকৃষ্ণচরিত্র বর্ণিত আছে ।
তন্মধ্যে রাসপঞ্চাধ্যায়ীই দশম স্কন্ধের সার ; তাহাতে গোপীগণের সহিত
ভগবানের ক্রীড়া বর্ণিত আছে । এইহেতু সেই রাসপঞ্চাধ্যায়ীরই
তাৎপর্য বর্ণনা করিতেছেন—

বৃত্তিগোপীজনৈঃ ক্রৌড়ন্ ব্রহ্মচর্যাং ন মুঞ্চতি ।

যত্রাস্তুরাত্মা গোপালস্তস্তাগবতমুত্তমম্ ॥ ১

অনয়—যত্র (ভাগবতে) • অস্তুরাত্মা গোপালঃ বৃত্তিগোপীজনৈঃ
ক্রৌড়ন্ ব্রহ্মচর্যাং ন মুঞ্চতি, তৎ উত্তমং ভাগবতম্ ।

[রাসপঞ্চাধ্যায়ীতে গোপাল—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, “সাক্ষাৎ মন্যথমন্যথঃ”
বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন । সেই গোপাল গোপীগণের সহিত
“আত্মবুদ্ধিমৌরতঃ” অর্থাৎ অশ্লিতব্রহ্মচর্যা হইয়া বিহার করিয়াছিলেন,
বর্ণিত আছে । সেইহেতু] সর্বভূতভৌতিকপ্রকাশক, সর্বাশ্রয়ামিরূপ
আত্মা, যিনি সচ্চিদ্রূপধানে বুদ্ধিবৃত্তির পালকরূপে গোপাল,—সেই
অধিষ্ঠানসহিত বুদ্ধিস্ব চিদাভাস বা জীব, যে ভাগবতশ্রবণের ফলে,
ব্যবহার কালে, অন্তঃকরণবৃত্তিসমূহের সহিত সম্বন্ধ হইয়াও, ব্রহ্মচর্যা
পরিত্যাগ করেন না, অর্থাৎ “তৎ” পদের লক্ষ্য, জগৎকারণ ব্রহ্ম হইতে,
আপনার অভেদ বিস্মৃত হন না, তাহাই উত্তম বা উৎকৃষ্ট ভাগবত, অথবা
সেই ভাগবতশ্রবণে হনয় হইতে তুমোক্ষণ উদগত বা নিবৃত্ত হয়,
এইহেতু “উত্তম” । (ইহাই রাসলীলার তাৎপর্য ।)

[ভাগবতে বর্ণিত আছে, কৃষ্ণঃ প্রাণসংহার করিবার উদ্দেশে, পুতনা-
নাম্নী রাক্ষসী কৃষ্ণকে স্তম্ভপান করাইতে আসিয়াছিল । কৃষ্ণ স্তম্ভপানের
ব্যপদেশে, পুতনার রুধির পান করিয়া, তাহার প্রাণসংহার করিলেন
বটে, কিন্তু তাহাকে পরমপদ পাওয়াইয়া দিলেন ।]

বালানাং ভক্ষিকা ভীমা পুতনা দুষ্টবাসনা ।

কৃষ্ণেণ রুধিরং পীত্বা প্রাপিতা সাপি তৎপদম্ ॥ ২

অর্থ—বালানাং ভক্ষিকা ভীমা দুষ্টবাসনা সা পুতনা অপি, কৃষ্ণেণ রুধিরং পীত্বা তৎপদং প্রাপিতা ।

পুতনা—স্বস্তা বিষয়েচ্ছাসংস্কাররূপা বৃত্তি । সেই বৃত্তি বালকদিগকে—
অতঃপুত্র অবিবেকির্গণকে—গ্রাস করিয়া থাকে, তাহাদের অন্তঃকরণকে
মলিন করিয়া থাকে । এই হেতু, সেই বৃত্তি, তাহাদের নিকট তরোর
কারণ । কৃষ্ণ—স্বথরূপ চিদাত্মা, অর্থাৎ তাহার সহিত অভেদাত্মসদ্বান-
নিপুণ জীব, সেই পুতনার রুধির পান করিয়া, আবরণ বিনাশ করিয়া,
অর্থাৎ ত্রিকালেই তাহার অসত্যতা নিশ্চয় করিয়া, আত্মপদ পাইয়া—
আত্মসত্ত্বা হইতে তাহার ভিন্নসত্ত্বা নাই, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া নির্ভর
হ'ন । ইহাই পুতনা বধের তাৎপর্য ।

অবলানাং স্বনাথানামমৃতত্বায় বিষ্ণুণা ।

তাড়িতঃ কালসর্পোপি সর্বমানন্দিতঃ জগৎ ॥ ৩

অর্থ—স্বনাথানাম অবলানাং অমৃতত্বায় বিষ্ণুণা কালসর্পঃ অপি
তাড়িতঃ, সর্বং জগৎ আনন্দিতম্ ।

আত্মরূপে—অসমর্থ বৎসগোপালকগণ কৃষ্ণকেই আপনাদের
রক্ষাকর্তা বলিয়া জানিত । তাহাদিগের প্রাণরক্ষার জন্য কৃষ্ণ কালির
নামক কালসর্পকে বিনাশ করিলেন । তাহাতে যমুনাজলজীবপ্রাণিগণ
আনন্দিত হইল ।

কালসর্প—মৃত্যু । আত্মজ্ঞান জন্মিলে, আত্মা হইতে মৃত্যুর পৃথক্
সত্ত্বা নাই, এইরূপ নিশ্চয় । জন্মে । বিষ্ণু বা সামান্তরূপে ব্যাপক
প্রত্যগাত্মা, আত্মজ্ঞানদ্বারা উক্তরূপ নিশ্চয় লাভ করিলে, সংসারের

সর্বজীব, মৃত্যুভয় অতিক্রম করিয়া আনন্দলাভ করিতে পারে, ইহাই কালিয়দমনের তাৎপর্য ।

ব্রাহ্মণা ইব তা গাবস্তীরস্থা বহুবৃত্তয়ঃ ।

মোহাজগরনির্গোঁর্ণাঃ গোবিন্দেন সমুদ্ধৃতাঃ ॥ ৪

অর্থ—(তীরস্থাঃ বহুবৃত্তয়ঃ মোহাজগরনির্গোঁর্ণাঃ গোবিন্দেন সমুদ্ধৃতাঃ) ব্রাহ্মণাঃ ইব, তীরস্থা বহুবৃত্তয়ঃ মোহাজগরনির্গোঁর্ণাঃ গাবঃ গোবিন্দেন সমুদ্ধৃতাঃ ।

যেমন, গঙ্গাদিপুণ্যতটবাসী* কন্দমূলফলাশন ব্রহ্মজিজ্ঞাসু তপস্বিগণ মোহরূপ মহাসর্পবারা আক্রান্ত হইলে, তাঁহাদের বুদ্ধিসাক্ষী অন্তরাত্মা গোবিন্দ, তাঁহাদিগকে সেই মোহক বল হইতে মুক্ত করিয়া, পুনর্বার ব্রহ্মসুপ্তিকানে প্রবর্তিত করেন, সেইরূপ যমুনাটঙ্ক তৃণপর্ণাশন ধেমুগণ, অশাস্ত্র নামক অজগর দ্বারা গিলিত হইলে, গোপাল তাহাদিগকে অজগরের উদর হইতে নিকাসিত করিয়া, তাহাদের জীবন রক্ষা করিলেন ।

অশাস্ত্রবধবৃত্তান্ত হইতে, অন্তর্যামিকর্তৃক ব্রহ্মজিজ্ঞাসু তপস্বিগণের মোহকবল হইতে উদ্ধাররূপ তাৎপর্য সংগ্রহ করিতে পারিলেই, ভাগবতশ্রবণ সার্থক হইল ।

স মূর্ত্তিমানহঙ্কারঃ কংসো নাম মহাবলঃ ।

স্বয়মুৎপত্য কৃষ্ণেণ ধ্বাদসৌ বিনিপাতিতঃ ॥ ৫

অর্থ—(ভাগবতে বর্ণিতঃ) যঃ কংসঃ নাম মহাবলঃ, সঃ মূর্ত্তিমান্ অহঙ্কারঃ (জ্ঞেয়ঃ) । স্বয়ং কৃষ্ণেণ উৎপত্য ধ্বাদা অসৌ বিনিপাতিতঃ ।

ভাগবতে যে মহাবল কংসের বর্ণনা আছে, সেই কংসকে মূর্ত্তিমান্ অহঙ্কার বলিয়া বুঝিতে হইবে । (‘সর্বজীবের অন্তরাত্মা’) কৃষ্ণ, অহঙ্কার হইতে উড়িয়া গিয়া, তাহাকে ধরিয়া অর্থাৎ আত্মাতে তাহা কল্পিত নিশ্চয়

করিয়া, তাহার বিনাশ করিলেন,—তাহা আত্মস্বরূপ হইতে অভিন্ন নিশ্চয় করিলেন। (এইরূপে অত্যান্ত লীলার তাৎপর্য বুঝিয়া লইতে হইবে)।

৩৫(৩১)। রামায়ণশ্রবণনির্ণয়ঃ।

আত্মা অসঙ্গ ; আত্মাকে দেহাদির। প্রকাশক বলা যাইতে পারে না। পক্ষান্তরে, চিদাভাস অনাত্ম বস্তু বলিয়া জড় ; তদ্বারা দেহাদি জগতের প্রকাশ সম্ভবপর হয় না। তবে কি প্রকারে দেহাদি জগৎ প্রকাশিত হইতেছে ? তত্ত্বতরে বলিতেছেন :—

আভাসরেণুভিস্তদ্বজ্জড়ং দেহাদি চেততি ।

অহল্যাপি শিলা যদ্বদ্রামস্য পদপাংসুভিঃ ॥ ১

অর্থ—যদ্বৎ রামস্ত পদপাংসুভিঃ শিলা অপি অহল্যা (চেতিতা), তদ্বৎ (রামস্ত) আভাসরেণুভিঃ জড়ং দেহাদি চেততি ।

যেমন রামচন্দ্রের চরণরেণু, (গৌতমশাপে) পাষণ্ডপ্রাপ্তা গৌতমপত্নী অহল্যাকে চেতন করিয়াছিল, সেইরূপ, (যাঁহাতে যোগিগণ রমণ করিয়া থাকেন, অথবা যিনি যোগিজন্মদ্বয়ে রমণ করেন, সেই সুখস্বরূপ রাম বা) পরমাত্মা, জড়স্বরূপ চিদাভাস দ্বারা মন ইন্দ্রিয়াদি সমস্ত জড়কে নিজনিজ বিষয়ের প্রকাশনে সমর্থ করিয়া থাকেন। (ইহাই অহল্যোদ্বরণের তাৎপর্য্য)। (বাল্মীকিরাമായণের আদিকাণ্ডে ৪৮ সর্গে, বর্ণিত)।

বানরো যৎপ্রসাদেন সন্তীর্ণঃ ক্ষারসাগরম্ ।

নরঃ কিং তৎপ্রসাদেন ন তরন্তু বসাগুরম্ ॥ ২

অর্থ—বানরঃ যৎপ্রসাদেন ক্ষারসাগরং সন্তীর্ণঃ, নরঃ তৎপ্রসাদেন কিং ভবসাগরং ন তরেৎ ?

যে রামচন্দ্রের দয়াবশতঃ, হনুমান্ ক্ষারজলপূর্ণ সাগর অতিক্রম করিলেন, সেই রামরূপ পরমাত্মার প্রসাদে (‘‘সর্বং ধৰ্ম্মিণং ব্রহ্ম’’ এইরূপ

দৈতবাধক জ্ঞান দ্বারা, প্রত্যগাত্মার ব্রহ্মতানিষ্ঠায় করিয়া) নর (ন
রাতি বিষয়ান্ আদত্তে) বা বৈষ্ণুগাদি সাধনসম্পন্ন জীব, সংসারসমুদ্র
কি উত্তীর্ণ হইতে পারে না ? উত্তর—অবশ্যই পারে । (এইরূপ সম্ভাবনা-
বৃত্তির উৎপাদনই হনুমৎকৃত সমুদ্রোল্লঙ্ঘনের তাৎপর্য্য) ।

প্রাহ রামিস্তরন্ সিঙ্কুঃ শিলারূপেণ সেতুনা ।

সংসারসিঙ্কুতরণং নির্বিকল্পসমাধিনা ॥ ৩

অর্থ—শিলারূপেণ সেতুনা সিঙ্কুঃ তরন্ রামঃ প্রাহ নির্বিকল্প
সমাধিনা সংসারসিঙ্কুতরণং (ভবতি) ।

পাষণমূর্ত্তি সেতুর সাহায্যে সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া, রাম ইহাই স্থচনা
করিলেন, যে পাষণমূর্ত্তি নির্বিকল্পসমাধির দ্বারা সংসারসমুদ্র উত্তীর্ণ
হইতে হয় ।

শান্তিসীতা সমানীতা নিহতো মোহরাবণঃ ।

আত্মারামেণ রামেণ তদ্ভামায়ণমুত্তমম্ ॥ ৪

অর্থ—(যত্র) আত্মারামেণ রামেণ শান্তিসীতা সমানীতা, মোহরাবণঃ
নিহতঃ, (ইতি অভিহিতঃ), তৎ উত্তমম্ রামায়ণম্ ।

যে রামায়ণে বর্ণিত হইয়াছে—অসঙ্গসচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মাতে যিনি
নিরন্তর রমণ করেন, এইরূপ ব্রহ্মবিৎ, (দশেক্সিয়দশমুখ) মোহরূপ
রাবণবধপূর্ব্বক, শান্তিরূপা (ব্রহ্মসুখানুভূতিরূপা) সীতার উদ্ধার
করিয়াছেন, তাহাই • উৎকৃষ্ট রামায়ণ (লৌকিকার্থমাত্রপ্রকাশক
রামায়ণ সেইরূপ উৎকৃষ্ট নহে) ।

রমন্তে যোগিনো যস্মিন্ রমতে যোগিনাং হৃদি ।

তারকং ব্রহ্ম রামাখ্যং রমতীং হৃদয়ে মম ॥ ৫

অথ—যোগিণঃ যস্মিন্ রমন্তে, (তদেব) যোগিনাং হৃদি রমতে ।
(৩৭) রামাখ্যং ভারকং ব্রহ্ম মম হৃদয়ে রমতাম্ ।

জীবব্রহ্মের একতা উপলব্ধি করিয়া, যাহারা যোগাভ্যাসে আসক্ত,
তাহারা যে ব্রহ্মে রত, তিনিই সমাধিমানে যোগিগণের হৃদয়ে সমাধিসময়ে
ক্রীড়া করেন । রামমামক প্রণববাচ্য সেই ব্রহ্ম, আমার অন্তঃকরণে
ক্রীড়া করুন, (ইহাই আমার প্রার্থনা) ।

. ৩৫ (৩২) । অষ্টাদশবিদ্যাস্থাননির্ণয়ঃ ।

তদুক্তং যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতৌ—যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে—

পুরাণত্ৰায়মীমাংসাধর্মশাস্ত্রাঙ্গমিশ্রিতাঃ ।

বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধর্মস্য চ চতুর্দশ ॥ ১

অথ—পুরাণত্ৰায়মীমাংসাধর্মশাস্ত্রাঙ্গমিশ্রিতাঃ বেদাঃ বিদ্যানাং
ধর্মস্য চ চতুর্দশ স্থানানি ।

*সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশময়স্তরানি চ ।

বংশানুচরিতকৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্ ॥

এই পঞ্চলক্ষণযুক্ত বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ, গৌতম
প্রণীত ষোড়শপদার্থনির্ণায়ক ত্ৰায়শাস্ত্র, কর্মকাণ্ডার্থ নির্ণায়ক ত্রৈমিত্তাদি
রচিত মীমাংসা গ্রন্থসমূহ, মনু প্রভৃতি বিরচিত ধর্মনির্ণায়ক স্মৃতিবাক্য
সমূহ, এবং ছয়টি বেদাঙ্গ যথা—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিকৃষ্ট, ছন্দঃ,
জ্যোতিষ—এইগুলির সহিত, ঋক্, যজুঃ, সাম ও অর্থর্ব এই চারিটি বেদ—
সর্বশুদ্ধ এই চৌদটিকে জ্ঞানের অথবা ধর্মের স্থান বা আধার বলা হয় ।

আয়ুর্বেদো ধনুর্বেদো গান্ধর্ববং চার্ষশাস্ত্রকম্ ইতি ॥ ২

তাহার সহিত, আয়ুর্বেদ বা চিকিৎসা শাস্ত্র, ধনুর্বেদ বা অস্ত্রশাস্ত্র

প্রয়োগশাস্ত্র, গান্ধর্ব বা সঙ্গীতশাস্ত্র, ও অর্থশাস্ত্র বা অর্থনীতি—জব্যাদির
প্রাপ্তিসাধক শাস্ত্র—সর্বত্র এই আঠারটি বিভাগস্থান বলিয়া কথিত
হইয়া থাকে । তদ্ব্যতীত—

(ক) পুরাণনির্ণয়ঃ ।

নম্বনা প্রীতিরূপে পুরাণপুরুষে যদি ।

তদাষ্টাদশ ভেদেন পুরাণশ্রবণেন কিম্ ॥ ১

অর্থ—যদি পুরাণপুরুষে যেন প্রীতি: ন উৎপন্ন, তদা অষ্টাদশভেদেন
পুরাণশ্রবণেন কিং (ফলম্) ? •

যদি জরাদি বিকারবিহীন, সৃষ্টির পূর্বে হইতে বিজ্ঞমান, পরিপূর্ণ,
ব্রহ্মরূপ অন্তরাশ্রয় নিবিড় প্রেম উৎপন্ন না হইল, তবে আঠারখানি
পুরাণ শুনিয়া কি হইবে ?

স্বরূপাঙ্গুসন্ধানতৎপরতারূপ প্রেম, পুরাণশ্রবণের মুখ্য ফল ।
তদভাবে ঈশ্বরে প্রীতি । তাহাও না হইলে, পুরাণশ্রবণ নিষ্ফল ।

পুরাণোহপি ন জীর্ণো যঃ স পুরাণস্তু ন শ্রুতঃ ।

কায়ঃ পুরাণতাং প্রাপ্তঃ পুরাণশ্রবণেন কিম্ ॥ ২

অর্থ—যঃ পুরাণঃ অপি ন জীর্ণঃ, সঃ তু পুরাণঃ ন শ্রুতঃ, (পুরাণ
শ্রবণং কীৰ্ত্তনঃ তব) কায়ঃ পুরাণতাং প্রাপ্তঃ । (তস্মি) পুরাণশ্রবণেন
কিম্ ?

সর্বজগতের কারণরূপে যিনি সৃষ্টির পূর্বে বিজ্ঞমান বলিয়া পুরাণ
সমূহে প্রদর্শিত হইয়াছেন, কিন্তু জরাদি বিকার দ্বারা বিকৃত হন নাই,
পুরাণশ্রবণের ফলে, সেই পুরাণপুরুষকে বৃত্তির গোচরীভূত করা হইল
না, এদিকে পুরাণশ্রবণ করিতে করিতে শরীর জরাগ্রস্ত হইল, তবে
সেইরূপ আঠারখানি পুরাণ শুনিয়া কি লাভ হইল ? কিছুই না ।

(୪) ଗ୍ରାୟଶାସ୍ତ୍ରନିର୍ଣ୍ଣୟ: ।

ଯଦାତ୍ମତତ୍ତ୍ୱେ ବିମଳେ ବିଶ୍ରାନ୍ତିରଚଳା ଭବେ ॥

ସ ଏବ ଗ୍ରାୟ ଇତ୍ୟୁକ୍ତ: ଶେଷଃ ଅନ୍ତାୟଲକ୍ଷଣମ୍ ॥ ୧

ଅସ୍ମୟ—ସଂ (ସେନ) ବିମଳେ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱେ ଉଚ୍ଚଳା ବିଶ୍ରାନ୍ତି: ଭବେ, ସ: ଏବ ଗ୍ରାୟ: ଇତ୍ୟୁକ୍ତ:, ଶେଷଃ ତୁ ଅନ୍ତାୟଲକ୍ଷଣମ୍ ।

ଯଦ୍ଦ୍ୱାରା ମାୟାବିତ୍ତାଦିମଳରହିତ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପେ ହିରବିଶ୍ରାନ୍ତିରୂପ ବୃତ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ତାହାକେହି ବିବେକିଗଣ “ଗ୍ରାୟ” ବଳିଆ ଧାକେନ । ଅନ୍ତ ଧାତୁ କିନ୍ତୁ ‘ଗ୍ରାୟ’ ନାମେ ପରିଚିତ, ତାହା ସେହି ବିଶ୍ରାନ୍ତିର ବିସ୍ତାତକ ବଳିଆ, “ଅନ୍ତାୟ” ବା ଅପରାଧକବାସୀ, ଶୂନ୍ୟରାଂ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନିକଟ ଅଗ୍ରାହ ।

ଅଚିନ୍ତନଂ ପଦାର୍ଥାନାଂ ଗ୍ରାୟଂ ଗ୍ରାୟବିଦୋ ବିଦୁ: ।

ଅନ୍ତାୟମାର୍ଗରସିକ: ସ କଥଂ ଗ୍ରାୟଶାସ୍ତ୍ରବିଂ ॥ ୨

ଅସ୍ମୟ—ଗ୍ରାୟବିଦ: ପଦାର୍ଥାନାଂ ଅଚିନ୍ତନଂ ଗ୍ରାୟଂ ବିଦୁ: । ସ: ଅନ୍ତାୟମାର୍ଗ-ରସିକ: କଥଂ ଗ୍ରାୟଶାସ୍ତ୍ରବିଂ ଭବତି ?

ସାହାରା ବେଦାନ୍ତେର ଅନୁକୂଳ ଗ୍ରାୟବିଂ, ତାହାରା ଷୋଡ଼ଶ ପଦାର୍ଥେର ଅନ୍ତରା-କେହି ଅର୍ଥାତ୍ ଅତିରୋହିତ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପକେହି, ଗ୍ରାୟ ବଳିଆ ବୁଝେନ । ଷୋଡ଼ଶ ପଦାର୍ଥବିବେଚକ ଗ୍ରାୟଶାସ୍ତ୍ରାଭ୍ୟାସୀ, ଅନ୍ତାୟମାର୍ଗରସିକ, ଅନାନ୍ତପଦାର୍ଥେର ନିର୍ଣ୍ଣୟେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୁଏ, ଆତ୍ମବିଶ୍ରାନ୍ତି ହାସ୍ତାୟି, ଅପରାଧେର ପଥେହି ଆନନ୍ଦ, ଖୁଞ୍ଜିଆ ଧାକେନ । ତିନି କି ପ୍ରକାରେ ଗ୍ରାୟଶାସ୍ତ୍ରବେଦା ହୁଏତେ ପାରେନ ?

ସ୍ୱୟଂ ଯତ୍ତାକିକ: ପ୍ରାହ ତର୍କୋହିନିଷ୍ଠପ୍ରସଞ୍ଜନମ୍ ।

ତତ୍ତାକିକସ୍ତ ତର୍କେନ କଥମିଷ୍ଠଃ ପ୍ରସଞ୍ଜ୍ୟାତେ ॥ ୩

ଅସ୍ମୟ—ସଂ (ସତ:) ତାକିକ: (ଗୌତମ:) ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରାହ ଅନିଷ୍ଠପ୍ରସଞ୍ଜନଂ ତର୍କ: “ଅନିଷ୍ଠପ୍ରସଞ୍ଜନଲକ୍ଷଣାନ୍ ତର୍କ:”—ତଂ (ତତ:) ତାକିକସ୍ତ ତର୍କେନ, ଇଷ୍ଠଂ କଥଂ ପ୍ରସଞ୍ଜ୍ୟାତେ ?

যেহেতু তর্কশাস্ত্রপ্রণেতা গৌতম স্বয়ং বলিয়াছেন—অনিষ্টের আপাদনেন্ (উভয় পক্ষের স্বীকৃত বিষয়ে ব্যভিচারশঙ্কাকরণের) নাম তর্ক । (শ্রুতির সহিত বিরোধ*সকল আপ্তিকের নিকট অনিষ্ট বা অনঙ্গীকৃত) ; তাহা হইলে, তর্কিকের—ইদানীন্তন তর্কভ্যাসীর—তর্কের দ্বারা—শ্রুতিবিরুদ্ধানুমান দ্বারা—কি প্রকারে যুমুকুর ইষ্টলাভের—মোক্ষ নামক সুখলাভের—সম্ভাবনা হইতে পারে ? কোন প্রকারেই হইতে পারে না । এই হেতু শ্রুতিবিরুদ্ধ তর্ক পরিত্যাগ করিয়া শ্রুত্যর্থের অনুকূল*তর্কেই শ্রদ্ধাস্থাপন কর্তব্য ।

ন তর্কিতং পরং ব্রহ্ম মেধয়া তীক্ষ্ণতর্কয়া ।

তদা কুতর্কিকশাস্ত্র তর্ককর্কশতা বুধা ॥ ৪

অন্বয়—তীক্ষ্ণতর্কয়া মেধয়া পরং ব্রহ্ম ন তর্কিতং (নন্দা), তদা অশ্রু কুতর্কিকশাস্ত্র তর্ককর্কশতা বুধা ।

যদি অজ্ঞানচ্ছেদনসমর্থ তীক্ষ্ণ অনুমান দ্বারা, পরমব্রহ্মকে—কার্য্য- কারণাভীত দেশকালবস্তুকৃতপরিচ্ছেদশূণ্য আত্মবস্তুকে—তর্কের বিষয়ীভূত করা না গেল, তবে সেই ষোড়শপদার্থনিবেচক লোকপ্রসিদ্ধ তর্কিকের অর্থাৎ কুতর্কিকের, অনুমানকঠোরতাকে নিফল বলিয়াই বুঝিতে হইবে ।

ষোড়শাপি পদার্থান্তে ত্রয়া তর্কিক তর্কিতাঃ ।

তর্কো নাবস্থিতস্তুহি তর্কতৌতে মনঃ কুরু ॥ ৫

অন্বয়—হে তর্কিক, ত্রয়া ষোড়শ পদার্থাঃ তর্কিতাঃ অপি, তর্কঃ ন অবস্থিতঃ (যদি), তর্হি তর্কাতীতে মনঃ কুরু ।

হে তর্কিক, তুমি তর্কশাস্ত্রপ্রতিপাদিত ষোড়শ পদার্থকে তর্কের বিষয়ীভূত করিলেও, তর্ক “অপ্রতিষ্ঠ”ই রহিয়া*গেল । (কেননা এক বুদ্ধি-

মানের তর্ক, অপর বুদ্ধিমান্ কাটিয়া দেয় ।) তাহা হইলে তর্ক পরিত্যাগ করিয়া তর্কের অগোচর আত্মবিষয়ে চিন্তাসমাধান কর—তর্কাত্যাস পরিত্যাগ করিয়া আত্মবিষয়মনন দ্বারামনকে আত্মাতেই লীন কর ।

বৈশেষিকাদিনির্ণয়ঃ ।

অথ তর্ক প্রসঙ্গেন নির্ণয়ঃ ক্রিয়তেধুনা ।

বৈশেষিকস্ত সাংখ্যস্ত তথা পাতঞ্জলস্ত চ ॥ ৬

অন্বয়—অথ তর্ক প্রসঙ্গেন অধুনা বৈশেষিকস্ত সাংখ্যস্ত তথা পাতঞ্জলস্ত চ নির্ণয়ঃ ক্রিয়তে ।

অনন্তর ত্রায়শাস্ত্রের নির্ণয় প্রসঙ্গে এক্ষণে বৈশেষিকদর্শনের, সাংখ্যদর্শনের এবং পাতঞ্জলদর্শনের বিচার করা যাইতেছে, কারণ তর্কশাস্ত্রের সহিত ঐ সকল শাস্ত্রের অঙ্গাঙ্গিভাবসম্বন্ধ রহিয়াছে ।

(গ) তত্র প্রথমং বৈশেষিক-নির্ণয়ঃ ।

তন্মধ্যে প্রথমে বৈশেষিক দর্শনের নির্ণয় করা হইতেছে—

সবিশেষাঃ পদার্থা যে তত্র বৈশেষিকঃ কৃতী ।

নির্বিশেষং পরং ব্রহ্ম তত্র বৈশেষিকস্ত কিম্ ॥ ১

অন্বয়—যে সবিশেষাঃ পদার্থাঃ তত্র বৈশেষিকঃ কৃতী (ভবতি), (কিস্ত) পরং ব্রহ্ম নির্বিশেষং, তত্র বৈশেষিকস্ত কিম্ ?

‘পদ’ শব্দে নামকে বুঝায় । ‘অর্থ’ শব্দে সেই নাম দ্বারা বাচ্য রূপকে বুঝায় । তাহা হইলে ‘পদার্থ’ শব্দ দ্বারা কেবল নাম-রূপকেই বুঝিতে হয় । সেই নাম-রূপেই ‘বিশেষ’ বৈলক্ষণ্য বা ভেদ বর্তমান । বৈশেষিক শাস্ত্রবিৎ কণাদ প্রভৃতি সেই সবিশেষ পদার্থে অর্থাৎ নাম-রূপেই কৃতকৃত্য হইতে পারেন । কিস্ত মুয়ুজুদিগের বাঞ্ছিত পরব্রহ্ম—কার্যাকারণত্ব ধর্ম্যরহিত, দেশ কালবস্তুকৃত পরিচ্ছেদশূণ্য, আত্মবস্তু—সর্বপ্রকার ভেদ-বর্জিত । সুতরাং পরব্রহ্মের সহিত বৈশেষিক শাস্ত্রবিদের কি সম্বন্ধ থাকিতে পারে ?

ভাল, বৈশেষিক দর্শনে ত' তত্ত্বজ্ঞান প্রতিপাদিত হইয়াছে। সেই তত্ত্বজ্ঞানে মুমুকুর প্রয়োজন নাই, কি প্রকারে বলা যাইতে পারে ?

মুক্তং সাধর্ম্যাবৈধর্ম্যৈস্তত্ত্বজ্ঞানং হি মুক্তয়ে ।

সাধর্ম্যাবৈধর্ম্যাকৃতং তত্ত্বজ্ঞানং ন মুক্তয়ে ॥ ২

অর্থঃ—সাধর্ম্যাবৈধর্ম্যৈঃ মুক্তং তত্ত্বজ্ঞানং হি মুক্তয়ে (ভবতি) ।
সাধর্ম্যাবৈধর্ম্যাকৃতং তত্ত্বজ্ঞানং মুক্তয়ে ন (ভবতি) ।

যে অনারোপিত আত্মতত্ত্বের জ্ঞান সাধর্ম্যাবৈধর্ম্যাবিক্তিত—অর্থাৎ অদ্বিতীয় বলিয়া, যাহাতে সমানধর্ম্যকতার বা বিপরীতধর্ম্যকতার জ্ঞান আদৌ নাই, সেই তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির কারণ । যে তত্ত্বজ্ঞানে সেইরূপ সাধর্ম্য বা বৈধর্ম্যজ্ঞান আছে, তাহা, অর্থাৎ সাধর্ম্যাবৈধর্ম্যাবিশিষ্ট ঘটপদার্থের জ্ঞান, মুক্তির কারণ নহে । এই হেতু বৈশেষিকমত মুমুকুজন-সমাদরণীয় নহে । *

* এ স্থলে, বৈশেষিক দর্শনের প্রথমাধ্যায়ের প্রথমাক্ষরের চতুর্থস্থানের প্রতি কটাক্ষ করা হইয়াছে। সূত্রটি এই—“ধর্ম্যবিশেষঃ সত্যত্ব জ্ঞানোপপাদ্যমানো বিশেষসমবয়ানো পদার্থানাং সাধর্ম্যাবৈধর্ম্যাভ্যাং তত্ত্বজ্ঞাননিঃশ্রেয়সম্” ।

মহাধোপাধ্যায় পঞ্চানন তর্করত্ন কৃত অনুবাদ—

জ্ঞা, জ্ঞপ, কর্ম, স্যামান, বিশেষ এবং সমবয়ের সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যরূপে তত্ত্বজ্ঞান, নিবৃত্তিধর্ম্যসমুৎ ; নিঃশ্রেয়স সেই তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজ্য (সেই তত্ত্বজ্ঞানসাধ্য) ।

অথবা—

ধর্ম্যবিশেষবলে মহর্ষি কণাদ কর্তৃক প্রণীত শাস্ত্র (এই বৈশেষিক দর্শন) আত্মসাক্ষি-কারের উপাত্ত, এই শাস্ত্রই জ্ঞা, জ্ঞপ, কর্ম, স্যামান, বিশেষ ও সমবয়ের সাধর্ম্য বৈধর্ম্য প্রতিপাদক । এই শাস্ত্রেরই কল নিঃশ্রেয়স ।

ব্যাখ্যা—ধর্ম্যগত একতাই সাধর্ম্য এবং ধর্ম্যগতভেদই বৈধর্ম্য ।

অনাদর করিবার অপর কারণ এই—

শ্রুতিঃ সর্বপদার্থানাং বিস্মৃত্য মুক্তিমাহ যৎ ।

তর্হি সর্বপদার্থানাং চিন্তনৈঃ কিং প্রয়োজনম্ ॥ ২

অর্থ—যৎ (যতঃ) শ্রুতিঃ সর্বপদার্থানাং বিস্মৃত্য মুক্তিম্ আহ,
তর্হি সর্বপদার্থানাং চিন্তনৈঃ কিং প্রয়োজনম্ অস্তি ?

যে হেতু শ্রুতি বলিয়াছেন—সকল প্রকার দ্বৈতজ্ঞাত বস্তুর, অর্থাৎ
নাম-রূপের বিস্মৃতিই মুক্তি; সেই হেতু, বৈশেষিকনিরূপিত, দ্বৈতবস্তু-
সমূহের বিচারে মুমুক্শুদিগের কি ফল লাভ হইবে ? কিছুই না ।

কথং সাধর্ম্য্যবৈধর্ম্য্যো তত্ত্বজ্ঞানস্ত কারণম্ ।

ন চ সাধর্ম্য্যবৈধর্ম্য্যমদ্বয়ে পরমাত্মনি ॥ ৩

অর্থ—সাধর্ম্য্যবৈধর্ম্য্যো কথং তত্ত্বজ্ঞানস্ত কারণঃ (ভবতঃ) ? সাধর্ম্য্য-
বৈধর্ম্য্যম্ অদ্বয়ে পরমাত্মনি ন চ অস্তি ।

ধর্ম্যগত একতা বা ধর্ম্যগত ভেদ কি ঐক্যে মোক্ষসাধন পারমার্থিক
তত্ত্বজ্ঞানের কারণ হইতে পারে ? কোনও প্রকারেই পারে না, কেননা
অদ্বয় অর্থাৎ ভেদরহিত কার্য্যকারণাভীত আত্মবস্তুতে সমানধর্ম্যবত্তা
বা বিরুদ্ধধর্ম্যবত্তা আদৌ নাই ।

বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মে সাধর্ম্য্য, বৈধর্ম্য্য কিছুই নাই বলিয়া, তাহাতে
বৈশেষিক শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য তত্ত্বজ্ঞানের অবসর নাই ।

পদার্থানাং বিবেকেন পরমাত্মা প্রকাশতে ।

ইতি চেদ্বদসি প্রাপ্ত, তর্হীদং মম সন্মতম্ ॥ ৫

অর্থ—হে প্রাপ্ত, পদার্থানাং বিবেকেন পরমাত্মা প্রকাশতে ইতি চেৎ
বদসি, তর্হি ইদং মম সন্মতম্ ।

হে বৈশেষিকসিদ্ধান্তবিৎ, 'বৈশেষিকপ্রতিপাদিত ষট্ পদার্থ,
(বেদান্তসিদ্ধান্তে) নামরূপার্থক ভিন্ন অত্র কিছুই নহে । সেই ষট্

পদার্থকে পরমাণু হইতে ভিন্ন বলিয়া জানিলেই, কার্য্যাকারণতাবিহীন পরমাণু, স্পষ্টরূপে প্রতীত হন—ইহাই যদি তোমার অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে তাহা ত আমার ত্রায় মুমুকুর সম্মত । কিন্তু তাহা ত' বৈশেষিক সিদ্ধান্ত নহে, তাহা বৈদান্তিকসিদ্ধান্ত ।

(শঙ্কা) বৈশেষিক ও তার্কিক উভয়েই নানাত্ববাদী । তাঁহারা বলেন, ব্যবহারবশায় বদ্ধমুক্তের ব্যবহার নিমিত্ত, অনেক জীব মানিতে হয় । আর বৈদান্তিক একাত্ববাদী । সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে বিরোধ নাই, কি প্রকারে বলা যাইতে পারে ?

(সমাধান) সেই ব্যবহারিক নানাত্বতা বৈদান্তিকের অনঙ্গীকৃত নহে, তবে তিনি তাহাকে মায়িক বলিয়া স্বীকার করেন, এবং বলেন একাত্বতাই পারমার্থিক !

সেই পারমার্থিক একাত্বতা বৈশেষিক ও তার্কিক সিদ্ধান্তের বহির্ভূত নহে । এই কথাই বলিতেছেন —

বদ্ধমুক্তব্যবস্থায়াং নানাত্বানো ন বস্তুতঃ ।

নানাত্বানো ব্যবস্থান ইত্যাহ মুনিগৌতমঃ ॥ ৬

অর্থ—বদ্ধমুক্তব্যবস্থায়াং নানাত্বানঃ (সন্তি), ন বস্তুতঃ সন্তি । নানাত্বানঃ ব্যবস্থানে ইতি মুনিগৌতমঃ আহ ।

বদ্ধমুক্তের মর্যাদা নির্দেশ করিবার নিমিত্ত, অনেক আত্ম বা জীব স্বীকৃত হইয়া থাকে, বস্তুতঃ আত্ম অনেক নহে । (তার্কিক ও বৈশেষিকের মতে আত্মাই এই নানাত্ব যে পারমার্থিক নহে, তাহা এই প্রকারে বুঝা যায়) কারণ গৌতমমুনি স্বীকার করিয়াছেন যে (বদ্ধ ও মুক্তি ব্যবহারিক) বদ্ধমুক্তের ব্যবস্থা বা মর্যাদা নির্দেশ করিবার নিমিত্তই আত্মার ব্যবহারিক নানাত্ব স্বীকৃত হইয়া থাকে । আর—

কল্পনাগৌরবং দোষঃ কল্পনালাঘবং গুণঃ ।

ইতিযুক্তাকৈরুক্তং তদেব মম রোচতে ॥

অর্থ—কল্পনাগৌরবং দোষঃ কল্পনালাঘবং গুণঃ ইতি যৎ তর্কিকৈঃ
উক্তং তৎ মম রোচতে এব ।

নৈয়ায়িকগণ বলেন বটে, কল্পনার আধিক্য দোষ, এবং কল্পনার লাঘব
গুণ ; কিন্তু তাহা তাহারা কার্য্যতঃ স্বীকার করেন না ; কারণ অসংখ্য
আত্মা স্বীকার করিলে কল্পনার গৌরব অপরিস্ফুট, এবং একটি মাত্র
আত্মা ও মায়াতত্ত্ব স্বীকার করিয়া, মায়াবশতঃই আত্মার নানান স্বীকার
করিলে, কল্পনার লাঘবই হয় । নৈয়ায়িকগণ আপনাদের স্বীকারোক্তি
যদি কার্য্যতঃ প্রয়োগ করেন, তবে তাহাতে আমাদের অসম্মতি নাই,
এবং তাহাই আমাদের অভিপ্রেত । অতএব বৈশেষিক ও তর্কিক মতে
আদর পরিত্যাগ করিয়া বেদান্তমতেই আত্মা কর্তব্য ।

(ঘ) । সাংখ্যনির্ণয়ঃ ।

অসংখ্যাঃ সাংখ্যাত্ত্বানাং সংখ্যাঃ সংখ্যাতবানসি ।

কিং সাংখ্যসংখ্যয়া ব্রহ্ম সংখ্যাভীতং বিচিন্তয় ॥ ১

অর্থ—হে সাংখ্য, (ত্বং) তত্ত্বানাং অসংখ্যাঃ সংখ্যাঃ সংখ্যাতবান্ অসি
(তর্হি) সাংখ্যসংখ্যয়া কিম্ ? সংখ্যাভীতং ব্রহ্ম বিচিন্তয় ।

যে শাস্ত্রে তত্ত্বসমূহ সম্যক্ প্রকারে খ্যাত,—গণিত হইয়াছে, সেই
শাস্ত্রের নাম সাংখ্য । যিনি সেই শাস্ত্র অবগত আছেন তিনি
“ সাংখ্যঃ ” ।

হে সাংখ্যশাস্ত্রবিৎ, (হে পুরুষবহুত্ববাদিন্) তুমি প্রকৃতি, পুরুষ
প্রভৃতি অসংখ্য তত্ত্বসমূহের ১ সংখ্যা পঞ্চবিংশতি বা ষড়্‌বিংশতি বলিয়া
নির্দেশ করিয়াছ । আমাদের ঋষ মুখুর তাহাতে কি লাভ ? অতএব

সাংখ্যতত্ত্ববিদের নিষ্ফল পরিশ্রমের প্রতি আদর পরিত্যাগ করিয়া, সাংখ্যোক্ত 'সাংখ্যাকরণের' অগোচর, দেশকালবস্তুকৃত পরিচ্ছেদরহিত সেই আত্মবস্তুরই চিন্তা কর ।

(শকা) ভাল সাংখ্যশাস্ত্র ত' মোক্ষের সাধন তত্ত্বজ্ঞানেরই উপদেশ করেন । তবে সাংখ্যশাস্ত্র কেন আদরণীয় নহে ? (সমাধান) —

তত্ত্বজ্ঞানং ত্বয়া প্রোক্তং তত্ত্বজ্ঞানং মতং মম ।

তত্ত্বাতীতস্ত বিজ্ঞানং তত্ত্বজ্ঞানং হি মুক্তয়ে ॥ ২

অবয়—ত্বয়া তত্ত্বজ্ঞানং প্রোক্তং, তত্ত্বজ্ঞানং মম মতম্ । হি (যতঃ) তত্ত্বাতীতস্ত যৎ বিজ্ঞানং তৎ তত্ত্বজ্ঞানং মুক্তয়ে (ভবতি) ।

হে সাংখ্যশাস্ত্রবিৎ, সত্য বটে তুমি তত্ত্বজ্ঞান প্রতিপাদন করিয়াছ । আমি মুমুক্শু ; তত্ত্বজ্ঞান আমারও অভিপ্রেত বটে । 'কিন্তু তুমি যে তত্ত্বজ্ঞান প্রতিপাদন কর, তাহা মোক্ষের সাধন নহে, কেননা তোমার প্রতিপাদিত প্রকৃতি পুরুষ প্রভৃতি, তত্ত্ব হইতে ভিন্ন ; অনারোপিতবস্তু প জীবব্রহ্মের একতার জ্ঞানই, মুক্তির কারণ হয় । তুমি যে তত্ত্বজ্ঞান প্রতিপাদন কর, তাহা মুক্তির কারণ নহে ।'

(শকা) । —ভাল, সাংখ্যপ্রতিপাদিত পুরুষের বিচার জ্ঞত, উক্ত প্রকার তত্ত্ববিচারের প্রয়োজন আছে ত'

(সমাধান) —

পুরুষস্ত পরীক্ষার্থং ময়া সংখ্যা নিরূপিতা ।

সাংখ্য এবং শদি গ্রাহ তর্হীদং মম সন্মতম্ ॥

অবয়—সাংখ্যঃ যদি এবং গ্রাহ 'পুরুষস্ত পরীক্ষার্থং ময়া সংখ্যা নিরূপিতা', তর্হি ইদং মম সন্মতম্ ।

কপিল কিম্বা সাংখ্যশাস্ত্রবিৎ যদি বলেন, 'প্রকৃতিবিকৃতিবিলক্ষণ অসঙ্গ আত্মার বা পুরুষের জ্ঞান হইবে, এই অভিপ্রায়ে, আমি পঞ্চবিংশতি

বা ষড়্বিংশতি তত্ত্বের নিরূপণ করিয়াছি” তাহা হইলে বলি—তাহা ত ‘স্বং’পদার্থের শোধনে উৎযোগী ; তাহাতে আমার আপত্তি নাই, বরং তুমি তদ্বারা সাংখ্যসিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করিয়া বেদান্তসিদ্ধান্তে প্রবেশ করিলে ।

পুরুষান্নপরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ ।

পুরুষং পশু রে সাংখ্য সংখ্যায়া কিং প্রয়োজনম্ ॥ ৪

অন্বয়—পুরুষাৎ পরং কিঞ্চিৎ ন (অস্তি) । সা কাষ্ঠা, সা পরা গতিঃ ।
রে সাংখ্য, পুরুষং পশু, সংখ্যায়া কিং প্রয়োজনম্ ?

শ্রুতি (কঠ ৩।১১) বলেন—অসঙ্গ সচ্চিদানন্দ পরিপূর্ণ আত্মা হইতে শ্রেষ্ঠ অস্তি কিছুই নাই। সেই পুরুষই সকল সৃষ্টির চরমসীমা ; তৎ স্বরূপে অবস্থানই উৎকৃষ্ট স্থিতি । অতএব রে সংখ্যাভিনিবেশিন্ সাংখ্য, সেই পরিপূর্ণস্বরূপ আত্মাকেই দর্শন কর । সেই আত্মদর্শন পরিত্যাগ করিয়া কেবল তত্ত্বের সংখ্যানির্ণয়ে বিব্রত হইও না ; তাহা পণ্ডশ্রম মাত্র ।

(৬) । পাতঞ্জল নির্ণয়ঃ ।

যোগসিদ্ধিপ্রসক্তোহয়ং পাতঞ্জলপরিশ্রমঃ ।

কলাকৌশলমেবেদং ন স্বরূপস্থিতির্হি সা ॥ ১

অন্বয়—অয়ং (যোগঃ) পাতঞ্জলপরিশ্রমঃ, (যতঃ) যোগসিদ্ধিপ্রসক্তঃ,
ইদং কলাকৌশলম্ এব, সা ন স্বরূপস্থিতিঃ হি ।

এই যোগদর্শন পতঞ্জলির পরিশ্রমমাত্র, কেননা ইহা আকাশ-
গমনাদি সিদ্ধিলাভে অত্যাশ্রিত । (তৎপ্রতিপাদিত সাধন দ্বারা মোক্ষ
লাভ হয় না) ; ইহা যোগসিদ্ধিলাভে চাতুর্য্যমাত্র । সেই চতুরতা দ্বারা
আত্মস্বরূপে অবস্থান ঘটে না । এ কথা বিবেকিজ্ঞানপ্রসিদ্ধ ।

রে যোগসিদ্ধ জীবানাং কায়ব্যাহো ন ছল'ভঃ ।

' বিদেহমুক্ততা সিদ্ধিঃ কায়ব্যাহো ন সিদ্ধয়ে ॥

অর্থ—রে যোগসিদ্ধ, জীবানাং কায়ব্যাহঃ ন ছল'ভঃ । বিদেহমুক্ততা সিদ্ধিঃ (ভবতি) ; কায়ব্যাহঃ সিদ্ধয়ে ন (ভবতি) ।

হে যোগসিদ্ধাসক্ত, যাহারা জীবন্ত প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে, কায়ব্যাহ বা দেহসমূহ, ছল'ভ নহে । (যদি বল, একই কালে, একই জীবের বহুদেহে অবস্থিত, কায়ব্যাহ ; যোগাভ্যাস বিনা সেই সিদ্ধিলাভ করা যায় না ; তবে বলি, স্বপ্নপ্রপঞ্চ, মনোরথপ্রপঞ্চ, এইরূপ কায়ব্যাহ দেখা যায় ; আর জাগ্রৎপ্রপঞ্চও বিচারদৃষ্টিতে হিরণ্যগর্ভের স্বপ্ন । আর তৈজস ও হিরণ্যগর্ভ পরমার্থতঃ অভিন্ন বলিয়া, জাগ্রৎপ্রপঞ্চ উভয়ের পক্ষেই তুল্যরূপে স্বপ্ন । অগ্রেদৃষ্ট সমস্ত শরীর, যেরূপ হিরণ্যগর্ভের কায়, সেইরূপ তৈজস নামক বাষ্ট্রজীবেরও কায় । এইরূপে কায়ব্যাহ, সকলজীবের পক্ষে স্মৃত ।) দেহরহিত হইয়া ব্রহ্মরূপে অবস্থিত হইলেই, তাহার নাম সিদ্ধি । এককালে অনেক শরীর ধারণ করিয়া, অনেক ভোগের ভোগী হওয়াকে সিদ্ধি বলে না ।

হে যোগসিদ্ধ জানাসি পরকায়প্রবেশনম্ ।

পরং তু নৈব জানাসি পরকায়প্রবেশনম্ ॥ ৩

অর্থ—হে যোগসিদ্ধ (ত্বং) পরকায়প্রবেশনম্ জানাসি, পরন্তু পরকায়প্রবেশনং ন এব জানাসি ।

হে যোগাভ্যাসিন্ সিদ্ধস্বত্ত্ব, তুমি যোগরূপে অণু জীবের দেহে প্রবেশ করিতে শিখিয়াছ, কিন্তু পরমাত্মার জ্ঞানঘন শরীরে প্রবেশ করিতে শিখ নাই, অথবা মোক্ষোচ্চার (পরং পরমাত্মানাং কায়তি বক্তি ভাগতাগ-লক্ষণয়া উপদিশতি এই অর্থে পরকায়—‘মহাবাকা’) মহাবাক্যের অর্থে অবগাহন করিতে শিখ নাই ।

ভূতাদয়োপি জানন্তি পরকায়প্রবেশনম্।

সা সিদ্ধিনৈব বন্ধঃ সা যদ্বিক্কায়াপ্রবেশনম্ ॥ ৪

অর্থ—ভূতাদয়ঃ অপি পরকায়প্রবেশনম্ জানন্তি; যৎ কায়-
প্রবেশনম্, সা সিদ্ধিঃ ন এব হি, (যতঃ) সা বন্ধঃ।

নিশাচ প্রভৃতিও অস্ত্র প্রাণীর শরীরে প্রবেশ করিতে জানে। সেই
পরকায়প্রবেশরূপ সিদ্ধি মুমুক্শুদৃষ্টিতে সিদ্ধিই নহে, যেহেতু তাহা অস্ত্র
শরীরে প্রবেশরূপ বন্ধনমাত্র।

অবশ্যঃ মরণং তাহি কৌদৃশী চিরজীবিতা।

জন্মমৃত্যুজরাধ্বংসি ত্বং বিজ্ঞানামৃতং পিব ॥ ৫

অর্থ—(হে যোগসিদ্ধ লক্ষণীর্ঘজীবন,!) (যদি) মরণং অবশ্যঃ ভবতি
তাহি চিরজীবিতা কৌদৃশী? ত্বং জন্মমৃত্যুজরাধ্বংসি বিজ্ঞানামৃতং পিব।

হে সিদ্ধ, তুমি যোগধারণায় অবস্থিত হইয়া, সুদীর্ঘ জীবনলাভ করিয়াছ
বটে, কিন্তু যদি মরণ একদিন না একদিন অবগুস্তাবী, তবে সেই দীর্ঘ-
জীবিতা কি প্রকার? (তাহাকে বরং দীর্ঘমরণ বলিলে বুঝা যায়,
কেননা মরণভয়ে যোগধারণায় অবস্থিত হইয়া থাকিলে, তৎকালে ঐহিক
ও পারত্রিক ভোগাসাধন কর্মের অনুষ্ঠান করিতে পারা যায় না, এবং
মোক্ষের জন্য শ্রবণমননাদিরও অনুষ্ঠান হয় না।) জীবব্রহ্মৈক্য
'সাক্ষাৎকাররূপ যে বিজ্ঞান, তাহা জন্মমরণনিবর্তক বলিয়া অমৃতস্বরূপ।
(সেই জন্মমরণ দুইপ্রকার, দেহলাভ ও দেহত্যাগরূপ লৌকিক জন্মমরণ
এক প্রকার, এবং সং অদৈত ও অনৃত দৈত, এতদ্ব্যয়ের, একের উপর
অন্তের আরোপ, এবং একের ধর্মের উপর অন্তের ধর্মের আরোপ
অপর প্রকার জন্ম, এবং (সং অদৈত ও অনৃত দৈত এতদ্ব্যয়ের
পৃথক্কাবলোকন অপর প্রকার মরণ।) মুমুক্শুবাঞ্ছিত সেই অমৃতপান

কর। তাহা কেবল জ্ঞানদ্বারাই সাধ্য। যোগধারণাদ্বারা চিরজীবিতার আদর পরিত্যাগ করিয়া, বেদান্তের শ্রবণাদিতে আদরই বিধেয়।

পরচিন্তাস্থিতং বস্তু ত্বয়া জ্ঞাতং ততঃ চ কিম্ ।

অচিন্ত্যসংস্থিতং বস্তু পরং ব্রহ্ম বিলোকয় ॥ ৬

অর্থ—(হে যোগসিদ্ধ) ত্বয়া পরচিন্তাস্থিতং বস্তু জ্ঞাতং, ততঃ চ (অপি) কিং (ফলম্) ? (তং) অচিন্ত্যসংস্থিতং বস্তু পরং ব্রহ্ম বিলোকয় ।

হে যোগসিদ্ধ, তুমি অন্তর্জীবী, মনে কি চিন্তা করিতেছে, তাহা বুঝিতে শিখিয়াছ। তাহাতে তোমার কি ফলোদয় হইল ? (কিছই না, কেননা মন পরমাত্মা হইতে ভিন্ন বলিয়া, কল্লিত। সেই কল্লিত মনে অবস্থিত বাহ্য কিছ, সকলই কল্লিত। অতএব সেই কল্লিত বস্তুর জ্ঞানে, কৃতার্থতালাভ হইল মনে করিতেই নাই। তজ্জন্ত যোগভ্যাসের বিশাল পরিশ্রমস্বীকার-মূর্থতা।) বরং কল্লিত স্বচিন্তের অধিষ্ঠানরূপে বর্তমান কার্য্যাকারণতারহিত, দেশকালবস্তুকৃতপরিচ্ছেদশূন্য অকল্লিত আত্ম-স্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ কর। (তদ্বারাই কৃতকৃত্য হইবে। এইহেতু বেদান্তশ্রবণাদিতেই আদর কর্তব্য।)

নিকটস্থশ্রুত্বানশ্চেন্ন শ্রাচ্ছ বণদর্শনম্ ।

কা সিদ্ধিঃ সা তু বা সিদ্ধি দূরশ্রবণদর্শনম্ ॥ ৭

অর্থ—নিকটস্থশ্রুত্বানশ্চেন্ন শ্রাচ্ছ (তহি) বা তু (যোগশাস্ত্রে) দূরশ্রবণদর্শনং (ইতি সিদ্ধিঃ অস্তি), সা কা সিদ্ধিঃ ?

অন্ত কোনও বস্তুদ্বারা আদৌ ব্যবহিত, নহে, এইহেতু, আত্মা অতি-সমীপবর্তী। শ্রবণ, মনন ও নিদিধাসন দ্বারা যদি সেই আত্মার দর্শনলাভ বা সাক্ষাৎকার না হইল, তবে বহুদূরস্থিত পুরুষাদির উচ্চারিত শব্দাদির শ্রবণ, এবং বহুদূরস্থিত পদার্থের অবলোকন—বাহ্য যোগশাস্ত্রে সিদ্ধি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা কিপ্রকার সিদ্ধি ? তাহাদিগকে সিদ্ধি

বলিয়া গণনা করা উচিত নহে । কারণ সেই শ্রবণদর্শন অনাঅবিষয়ক বলিয়া মিথ্যা ; কেবল সেইরূপ সিদ্ধির জ্ঞাত ধোঁগাত্যাস পণ্ডশ্রমাত্ম ।

ভবন্তি বায়সাদীনামপি খেচরতাদয়ঃ ।

সিদ্ধিভিনৈব সিধ্যোত সিদ্ধিভিঃ কিং প্রয়োজনম্ ॥ ৮

অথ—বায়সাদীনাম্ আপ খেচরতাদয়ঃ (সিদ্ধয়ঃ), ভবন্তি । (যদি) সিদ্ধিভিঃ ন সিধ্যোত, এব, (তহি) সিদ্ধিভিঃ কিং প্রয়োজনম্ ?

কাকের আকাশগমনসিদ্ধি ও ভূতের অন্তর্ধানসিদ্ধি, এইরূপ অত্যাশ্র জীবের অত্যাশ্র সিদ্ধি, দেখিতে পাওয়া যায় । (সেই সকল সিদ্ধি অবিহিতকর্মানুষ্ঠানের ফল বলিয়া তুচ্ছ ।) সেই সকল সিদ্ধি মুমুকুর নিকট আদরণীয় নহে । পাতঞ্জলদর্শনোক্ত আকাশগমনাদি সিদ্ধি দ্বারা মুক্তিরূপ সিদ্ধিলাভের নিশ্চয়তা নাই ; তবে মুমুকুর সেই সকল সিদ্ধি লইয়া কি হইবে ? (“জীবমুক্তিবিবেকের” বঙ্গানুবাদের ২৪১—২৪৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

ন সিদ্ধির্যোগসিদ্ধির্হি বলবীৰ্যাদিসিদ্ধিকৃৎ ।

“এতেন যোগঃ প্রত্যাভূত” ইতি বেদান্তভাষিতম্ ॥ ৯

অথ—যোগসিদ্ধিঃ ন হি সিদ্ধিঃ, (সা) বলবীৰ্যাদিসিদ্ধিকৃৎ । (এতৎ যোগপ্রত্যাখ্যানং ন স্বকপোলকল্পিতম্, যতঃ) “এতেন যোগঃ প্রত্যাভূতঃ” ইতি বেদান্তভাষিতম্ (অস্তি) । (ব্রহ্মসূত্র ২।১।৩)

যোগধারণা দ্বারা যে সিদ্ধি জন্মে, তাহা সিদ্ধিই নহে, (কেননা বেদান্তে মুক্তিকেই সিদ্ধিবলে ।) যোগধারণা দ্বারা যে সিদ্ধি জন্মে ; তদ্বারা শরীরদৃঢ়তা, উর্দ্ধরেতস্তা, আকাশগমনাদি শক্তি হয় । সেই সকল সিদ্ধিতে মুমুকুর প্রয়োজন নাই ।

এইরূপে যে যোগের প্রত্যাখ্যান করা হইল, তাহা স্বকপোলকল্পিত নহে । বাদরায়ণ ব্যাস সূত্র করিয়াছেন—

“এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ” । (২অ, ১পা, ৩হ)—ইহা দ্বারা অর্থাৎ সাংখ্যশাস্ত্রের প্রত্যাখ্যানের জন্য যে সকল যুক্তির প্রয়োগ হইয়াছে, সেই সকল যুক্তির বশেই, যোগশাস্ত্রের প্রত্যাখ্যান হয় ।

এইরূপ উপনিষদর্থসংগ্রাহক বাক্য বা শারীরকস্বত্বই যোগ প্রত্যাখ্যানের প্রমাণ ।

সিকিরাত্মপরিজ্ঞানমন্তুরায়ান্ত নিদ্রয়ঃ ।

ইতিচেদ্যোগবিৎ প্রাহ মতমস্মাকমেব তৎ ॥ ১০

অন্বয়—আত্মপরিজ্ঞানং সিকিঃ, সিক্রয়ঃ তু. অন্তরায়ঃ, ইতি যোগবিৎ প্রাহ চেৎ, তৎ অস্মাকম্ এব মতম্ ।

আত্মাকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া জানাই সিকি; আকাশগমনাদি সিদ্ধিসমূহ আত্মজ্ঞানের বিঘ্নস্বরূপ—ইহাই যদি যোগীত্বজ্ঞের অভিপ্রায় হয়, তবে তাহাঁ’ত আমাদেরই অভিপ্রায় অর্থাৎ বেদান্তসম্মত ।

(চ) । মীমাংসা-নির্ণয়ঃ ।

কৰ্ষং কৰ্ম্মেত্যয়ং ত্রাঘো মতো মীমাংসকস্ত চেৎ ।

আত্মনঃ ক্ৰেণভাগিত্বং তেনৈবাস্তীকৃতং তদা ॥ ১

অন্বয়—কষ্টং কৰ্ম্ম ইতি অয়ং ত্রাঘঃ মীমাংসকস্ত মতঃ চেৎ, তদা আত্মনঃ ক্ৰেণভাগিত্বং তেন এব অস্তীকৃতং (ভবেৎ) ।

‘ক্রিয়া দুঃখরূপ’—এই সিদ্ধান্তই যদি মীমাংসকস্ত ত্রৈমিনির অভিপ্রেত হইল, তাহা হইলে, আত্মা কৰ্ম্মকর্তা হইলে, আত্মাকে দুঃখভাগী হইতেই হয়, এইরূপ স্বীকার অনিবার্য হইয়া পড়ে ।

(সকল শাস্ত্রে সুখই জীবের চরম লক্ষ্য বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়া থাকে এবং সকল লোকেই সুখকে পরম বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করে । এইরূপ অবস্থায়, মীমাংসক কৰ্ম্মকে দুঃখরূপ বলিয়া স্বীকার করিয়াও,

পরম বাঞ্ছনীয় বলিয়া গ্রহণ করাতে, এবং অপর লোকে তাঁহার উপদেশে বিশ্বাস স্থাপন করাতে, উভয়েরই অবিশৃঙ্খলিতা প্রতিপন্ন হয় ।)

মীমাংসকঃ সত্যমাহ কৰ্চ্চং কৰ্ম্মেতি কৰ্ম্মবিৎ ।

তর্হি তস্মাপি জিজ্ঞাস্তং ব্রহ্মানিষ্ঠনিবৃত্তয়ে ॥ ২

অন্বয়—কৰ্চ্চং কৰ্ম্ম ইতি মীমাংসকঃ সত্যম্ আহ, যতঃ (সঃ) কৰ্ম্মবিৎ ।
তর্হি, তস্মাপি, অনিষ্টনিবৃত্তয়ে ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্তম্ ।

মীমাংসক জৈমিনি সত্যই বলিয়াছেন, কৰ্ম্ম কেবলই হুঃখ ; 'যেহেতু তিনি কৰ্ম্মতত্ত্ববিৎ । [কৰ্ম্মারম্ভকালে, কৰ্ম্ম যে হুঃখরূপ, তাহা সৰ্ব্বজন-বিদিত । কৰ্ম্মফল জন্মমরণহেতু । সেই ফলের অপ্ৰাপ্তিতে হুঃখ, প্রাপ্তি হইলে, রক্ষণপ্রয়াস ; সেই ফল আবার নশ্বর । অপরের ভোগাধিক্য দেখিলে ঈর্ষাবশতঃ মনস্তাপ ! এইহেতু কৰ্ম্মানুষ্ঠান মুমুক্শুর নিকট আদরণীয় নহে ।] তাহা হইলে কৰ্ম্মের হুঃখরূপতাই যখন সিদ্ধ হইল, সৰ্ব্বহুঃখনিবৃত্তির জন্ত মীমাংসকেরও ব্রহ্মজিজ্ঞাসা কৰ্ত্তব্য ।

কৰ্ম্মণা সম্ভবেজ্জন্ম জন্মনা কৰ্ম্মসম্ভবঃ ।

তর্হি কৰ্ম্মজড়স্তাস্ত্র জন্মমুক্তিঃ কথং ভবেৎ ॥ ৩

অন্বয়—কৰ্ম্মণা জন্ম সম্ভবেৎ, জন্মনা কৰ্ম্মসম্ভবঃ, তর্হি অস্ত্র কৰ্ম্মজড়স্ত্র
জন্মমুক্তিঃ কথং ভবেৎ ?

বিহিত, নিষিদ্ধ প্রভৃতি কৰ্ম্মদ্বারা, জন্মমরণ ঘটে । আবার জন্ম-
ধারণ করিলেই, 'বিহিতনিষিদ্ধরূপ কৰ্ম্মের উৎপত্তি হইবেই । তাহা
হইলে, কৰ্ম্মের ইষ্টানিষ্টতা না বুঝিয়া কৰ্ম্মাসক্ত মীমাংসকের জন্মমরণ
হইতে অব্যাহতিলাভ কিপ্রকারে হইবে ? (কোন প্রকারেই হইতে
পারে না ।)

মুক্তিপ্ৰাধান্যমেবান্তি বোধপ্ৰাধান্যবাদিনাম্ ।

জন্মপ্ৰাধান্যমেবান্তি কৰ্ম্মপ্ৰাধান্যবাদিনাম্ ॥ ৪

অথ—বোধপ্রাধান্যবাদিনাম্ মুক্তিপ্রাধান্যম্ এব অস্তি ।
কর্মপ্রাধান্যবাদিনাম্ জন্মপ্রাধান্যম্ এব অস্তি ।

যাহারা বেদের জ্ঞানকাণ্ডের প্রাধান্য স্বীকার করেন, তাঁহাদের নিকট মুক্তিই চরম লক্ষ্য, কিন্তু যাহারা বেদের কর্মকাণ্ডের প্রাধান্য স্বীকার করেন, তাঁহাদের নিকট (ইহজন্মে অনুষ্ঠিত কর্মের ফলের ভোগের জন্ত) জন্মান্তরপরিগ্রহ মুখ্য বা অব্যাহত ।

মীমাংসকগণ বেদের কর্মকাণ্ডেরই প্রাধান্য স্বীকার করেন, এবং বলেন—

“যে কানবধিরাম্বিকা অন্ধপঙ্গাদয়শ্চ যে ।

তেবাং নিকামকর্ম্মণি জ্ঞানং বাপি বিধীয়তে ॥”

যাহারা কাণা, কালা, বোবা, অন্ধ, পঙ্গু ইত্যাদি, তাহাদের জন্ত নিকামকর্ম্ম অথবা জ্ঞানচর্চা (বেদে) বিহিত হইয়াছে ; অর্থাৎ বিকলাঙ্গ ব্যক্তিগণ অশুচি বলিয়া কর্ম্মকাণ্ডে অধিকারবঞ্চিত ; সেইহেতু তাহারা নিকামকর্ম্মে অথবা জ্ঞানকাণ্ডে প্রবৃত্ত হইবে ; কিন্তু তাঁহারা (মীমাংসকগণ) ভাবেন না, যে তাঁহারা ফলকামনাবশতঃ স্বয়ংই অশুচি । এই কথাই বলিতেছেন—

যঃ স্বয়ং কুর্ম্মজাড্যেন যজ্ঞেষ্বনধিকারতঃ ।

নিকামমশুচিপ্রায়ং জগাদ স কথং শুচিঃ ॥ ৫

অথ—যঃ স্বয়ং কর্ম্মজাড্যেন, যজ্ঞেষু অনধিকারতঃ, নিকামং (কর্ম্মানুষ্ঠাতারম্) অশুচিপ্রায়ং জগাদ, সঃ কথং শুচিঃ স্মাৎ ?

বিকলাঙ্গতাহেতু, সোমচয়নাদি কর্ম্মানুষ্ঠানে অধিকারবিহীন পুরুষের জন্ত নিকামকর্ম্মের ব্যবস্থা । মীমাংসক সেইরূপ “নিকাম”কর্ম্মানুষ্ঠাতা পুরুষকে অত্যন্ত অশুচি বলিয়া থাকেন । কর্ম্মানুষ্ঠানে নিজের ঘোহ বা অত্যাশক্তিবশতঃই, মীমাংসক তাঁহাটুকিকে ঐরূপ বলিয়া থাকেন ।

কিন্তু, সেই কৰ্ম্মাসক্ত কামনাকলুষিত মীমাংসক, নিজে কিপ্রকারে
গুচি বা শুদ্ধান্তঃকরণ হইবেন ? নিষ্কাম, কৰ্ম্মই অন্তঃকরণশোধক ;
তাহাতে অনাদরবশতঃ, তাঁহার গুচি বা শুদ্ধান্তঃকরণ হইবার সম্ভাবনাই
নাই ।

মীমাংসক যদি বলেন, কৰ্ম্ম অন্তঃকরণের শোধক বলিয়া, বাহাতে
কৰ্ম্মানুষ্ঠানে দকলের রুচি হয়, এইহেতু আমার আগ্রহ ; তাহা হইলে
বলি, আমাদেরও সেই মত ; তাহা হইলে, “কৰ্ম্ম হুঃখরূপ” এই সিদ্ধান্ত
কেবল কাম্যকৰ্ম্মেই খাটে ।

শুদ্ধিকৃৎ কামনির্মুক্তং কৰ্ম্ম মীমাংসিতং বদেৎ ।

তৎ কাম্যকৰ্ম্মমীমাংসা কেবলং কষ্টরূপিণী ॥ ৬

. অর্থ—কামনির্মুক্তং কৰ্ম্ম শুদ্ধিকৃৎ (ভবতি), অতঃ তৎ এব অস্মাভিঃ
মীমাংসিতম্ (ইতি চেৎ) বদেৎ, তৎ (তর্হি) কেবলং কাম্যকৰ্ম্মমীমাংসা
কষ্টরূপিণী (সিদ্ধা) ।

‘কামনাবর্জিত বর্ণাশ্রমবিহিত কৰ্ম্মই অন্তঃকরণের শোধক হয়,
এইহেতু আমরা তাহারই বিচার করিয়াছি’—এইরূপ কথা যদি
মীমাংসক বলেন, তবে সকামকৰ্ম্মই, অর্থাৎ স্বর্গপ্রাপক জ্যোতিষ্টোম,
পুত্রপ্রাপক পুণ্ড্রোষ্ট্র, প্রভৃতি কৰ্ম্মই, হুঃখরূপ বলিয়া সিদ্ধ হয় । এইহেতু
সেই কাম্যকৰ্ম্মসমূহে আদর পরিত্যাগপূর্বক কেবল নিত্যানৈমিত্তিক
কৰ্ম্মই চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত মুমুকুর অন্তর্ভেষ্য ।

কৰ্ম্মাভিঃ চেতসঃ শুদ্ধিঃ শুদ্ধ্যা বিজ্ঞানমাপ্যতে ।

ইতি চেৎ কৰ্ম্মঠঃ প্রাহ তর্হীদং মম সন্মতম্ ॥ ৭

অর্থ—কৰ্ম্মাভিঃ চেতসঃ শুদ্ধিঃ (জায়তে), (তয়া) শুদ্ধ্যা বিজ্ঞানম্
আপ্যতে, ইতি কৰ্ম্মঠঃ চেৎ প্রাহ, তর্হি ইদং মম সন্মতম্ ।

স্ব স্ব বর্ণাশ্রমবিহিত কৰ্ম্মের অনুষ্ঠানদ্বারা (রাগাদিমলনিবৃত্তি

হইলে) অন্তঃকরণের বিচারযোগ্যতারূপ নিশ্চলতা উপর হয়। সেই নিশ্চলতা জন্মিলে, জীবব্রহ্মৈক্য সাংস্কাররূপ ‘অহং ব্রহ্মস্মি’ এইরূপ জ্ঞান লব্ধ হয়, ইহাই যদি মীমাংসকের মত হয়, তবে তাহা আমার (বৈদান্তিকের) সম্মত; কেননা শ্রুতি বলিতেছেন :—“তমেতৎ বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিক্সি যজ্ঞেন, দানেন, তপসা, নাশকেন” (বৃহদা, উ ৪।৪।২২) ব্রাহ্মণগণ বেদপাঠ, যজ্ঞ, দান ও বিষয়োপরতিরূপ তপস্তাদ্বারা, সেই এই আত্মাকে জ্ঞানিতে ইচ্ছা করেন।

(ছ) । ধর্মশাস্ত্রনির্ণয়ঃ ।

ধর্মশাস্ত্রবিচারেণ মোক্ষধর্মো মহাফলঃ ।

নেহাভিক্রমণাশৌহিন্তি প্রত্যবায়ো ন বিত্ততে ॥ ১

অর্থ—ধর্মশাস্ত্রবিচারেণ, মোক্ষধর্মঃ মহাফলঃ (অস্তি), ইহাভিক্রমণাঃ ন অস্তি, (ইহ) প্রত্যবায়ঃ ন বিত্ততে ।

মহাদিপ্রণীত ধর্মশাস্ত্রের বিচার করিলেও দেখা যায়, মোক্ষধর্মের অর্থাৎ মোক্ষের সাধনভূত নিকামধর্মের, ফল অতি শ্রেষ্ঠ; সেই শ্রেষ্ঠতার এক কারণ এই যে, (কৃষিবাণিজ্যাদি কর্মে যেমন কখন কখন বিঘ্ন শৈথিল্যাদি বশতঃ প্রারম্ভের বিনাশ ঘটে) মোক্ষসাধনভূত নিকামকর্মে, সেইরূপ প্রারম্ভবিনাশ নাই। অপর কারণ এই, যে ইহাতে, প্রত্যবায় বা অকরণে দোষ, নাই। এই জন্য ইহা মুমুকুর নিকট আদরণীয়। (গীতা ২।৪০ জটব্য) ।

*তথা চ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—

যাজ্ঞবল্ক্যপ্রণীত ধর্মশাস্ত্রেণ আছে—

ইজ্যাচারদমাংসাদানস্বাধ্যায়কর্ষণায়ু ।

অয়মেব পরোধর্মো যথোগেন্নাত্মদর্শনম্ ॥ ২

অন্বয়—ইজ্যোতারদধাহিংসাদানস্বাধ্যায়কর্ষণাম্ (মধ্যে) পরঃ ধর্মঃ
অন্বয়ম্—এব, যৎ যোগেন আত্মদর্শনম্ ।

বাগক্রিয়া, স্ব স্ব বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্মানুষ্ঠান, বাহ্যেন্দ্রিয়ের সংযম, সর্বভূতে দয়ালুতা, সংপাত্রে বিধিপূর্ব্বক দ্রব্যাদির সমর্পণ, ব্রতপূর্ব্বক বেদাদিপাঠ, ইত্যাদি কর্ম্মের মধ্যে এইটিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম—যে জীবাশ্মার ও পরমাশ্মার একতাজ্ঞানরূপ যোগ দ্বারা, অন্তরাশ্মাকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্নরূপে সাক্ষাৎকার করা; অর্থাৎ অন্তঃকরণের মলনিবৃত্তিদ্বারা জ্ঞানোৎপাদক নিকাম ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ।

(জ) । শ্রোতস্মার্ত্তনির্ণয়ঃ ।

শ্রবণং শ্রোতমিত্যুক্তং স্মরণং স্মার্ত্তমুচ্যতে ।

শ্রবণং মননং চেতি শ্রোতস্মার্ত্তবিনির্ণয়ঃ ॥ ১

অন্বয়—শ্রবণং (মুনিভিঃ) শ্রোতং (কর্ম্ম) ইত্যুক্তং, স্মরণং (তৈঃ) স্মার্ত্তং (কর্ম্ম ইতি) উচ্যতে, ইতি (হেতোঃ) শ্রবণং মননং চ শ্রোতস্মার্ত্ত-
বিনির্ণয়ঃ (জ্ঞেয়ঃ) ।

উপনিষদ্বাক্যসমূহের তাৎপর্য্যভূত ব্রহ্মচিন্তনপূর্ব্বক বেদান্তশ্রবণকেই মুনিগণ শ্রোত কর্ম্ম বলিয়া থাকেন । শ্রুতাক্ত অর্থের অনুচিন্তনকেই তাঁহারা স্মার্ত্ত কর্ম্ম বলিয়া থাকেন । এই হেতু সমস্ত বেদান্ত বাক্যের আদিতে, মধ্যে ও অবসানে, অথষ্টৈকরস ব্রহ্মে তাৎপর্য্যাবধারণ নামক শ্রবণ এবং যুক্তিদ্বারা, শ্রুতাক্ত অর্থের সম্ভাবিতস্মার্ত্তসন্ধান নামক মনন, এই দুইটিই যথাক্রমে শ্রোতস্মার্ত্ত নামক কর্ম্মদ্বয়ের সিদ্ধান্ত ।

শাস্ত্রীয়ক সূত্রের প্রথমার্থায়া যে শ্রুতিসমন্বয় প্রদর্শিত হইয়াছে, তদনুসারেই শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্যাবধারণ করা কর্তব্য এবং দ্বিতীয়া-
ধ্যায়োক্ত প্রণালীতেই মনন করা কর্তব্য ।

প্রকারান্তরে শ্রোতস্মার্ত্তকর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতেছেন—

ঋত্বঃ শ্রীগুরুবক্ত্রেভ্যঃ স্মৃতমেব ন বিস্মৃতম্ ।

শ্রোতস্মার্ত্তমিদং যেবাং শ্রোতস্মার্ত্তবিদোহি তে ॥২

অন্বয়—গুরুবক্ত্রেভ্যঃ ঋত্বঃ (তৎ এব শ্রোতং কর্ম্ম জ্ঞেয়ম্) ।
(তৎ) স্মৃতম্ এব ন বিস্মৃতম্ (তৎ এব স্মার্ত্তং কর্ম্ম জ্ঞেয়ম্) । ইদং
শ্রোতস্মার্ত্তং (কর্ম্ম) যেবাং (অস্তি) তে হি শ্রোতস্মার্ত্তবিদঃ ।

বৈরাগ্যাদি সাধনসম্পন্ন, মহাবাক্যোপদেশটা গুরুর শ্রীমুখ হইতে যে
শ্রবণ করা হয়, তাহাই শ্রোত কর্ম্ম, বুঝিতে হইবে । সেই ঋত্ব অর্থের
নিরন্তর অনুসন্ধান এবং তাহাকে বিস্মৃত হইতে না দেওয়াই, স্মার্ত্ত কর্ম্ম ।
যে বিচারশীল পুরুষের এইরূপ শ্রোতস্মার্ত্তকর্ম্মানুষ্ঠান আছে, তিনিই
শ্রোতস্মার্ত্তকর্ম্মবেত্তা, অন্ত্রে নহে ।

অঙ্গানি ।

অনন্তর বেদাঙ্গসমূহের বিচার হইতেছে । সেই জন্ত সেই অঙ্গসমূহের
সংগ্রহ করিতেছেন—

শিক্ষাকল্লো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দ এব চ ।

জ্যোতিষং চ ষড়ঙ্গানি তেষামেব বিনির্গয়ঃ ॥

অন্বয়—শিক্ষা, কল্পঃ, ব্যাকরণং, নিরুক্তং, ছন্দঃ এব চ, জ্যোতিষং চ
ষড়ঙ্গানি, তেষাং এব বিনির্গয়ঃ (ক্রিতে) ॥

[শিক্ষা—The Science of proper articulation and
pronunciation. বর্ণসমূহের উচ্চারণ স্থান, প্রবৃত্তি, প্রভৃতির নির্ণায়ক
শাস্ত্র । *কল্পঃ—Ritual or Ceremonial. ব্যাকরণম্—Grammar.
নিরুক্তম্—Etymological explanation of difficult védic
words. ছন্দঃ—The Science of Prosody. জ্যোতিষম্—
Astronomy.]

শিক্ষা—যাজ্ঞবল্ক্যাদিকৃত, কল্প—কাত্যায়নাদি প্রণীত, ব্যাকরণম্—
পাণিনীয়াদিনির্মিত, নিরুক্ত—যাকাদিমুনি বিরচিত, ছন্দঃ—পিঙ্গলাচার্য্য
নির্মিত । জ্যোতিষ—সূর্য্যাদি বিরচিত ।

এই ছয়টি শাস্ত্র বেদের অঙ্গ । তাহাদের বিচার করা হইতেছে—

(ব) । শিক্ষানির্ণয়ঃ ।

শুক্লোবিদেহভাবেন শিক্ষিতঃ শিক্ষয়া যয়া ।

সা শিক্ষা যদি ন প্রাপ্তা, শিক্ষয়া শিক্ষিতং কিমু ॥

অর্থ—যয়া শিক্ষয়া শিক্ষিতঃ (সন্) (প্রাণী) বিদেহভাবেন শুদ্ধঃ
ভবতি, সা শিক্ষা যদি ন প্রাপ্তা, তর্হি, শিক্ষয়া শিক্ষিতং তৎ কিমু ?
(অতি তুচ্ছমিতি ভাবঃ) ।

বিবেকিজনপ্রসিদ্ধ মহাবাক্যোপদেশরূপ যে শিক্ষাদ্বারা উপদিষ্ট হইয়া,
জীব দেহকে অত্যন্ত অসত্য জানিয়া, দেহাদির অভিমান বর্জনপূর্ব্বক
শুদ্ধ হন, যদি সেই শিক্ষারই লাভ না হইল, তাহা হইলে, যাজ্ঞবল্ক্য
বিরচিত শিক্ষাশাস্ত্রদ্বারা বর্ণস্বরস্থানাদি জানিলেও, তদ্বারা কি লাভ
হইবে ? তাহা অতি তুচ্ছ বলিয়া নিষ্ফল ।

(এ) । কল্পসূত্রনির্ণয়ঃ ।

কল্পানাং প্রথমঃ কল্পঃ নির্বিকল্পমিধং ন চেৎ ।

বিকল্পসঙ্কল্পময়ৈঃ কল্পসূত্রৈঃ কিমর্জিতম্ ॥ ১

অর্থ—কল্পানাং প্রথমঃ কল্পঃ (সঃ 'কল্পনাধারভূতঃ আত্মা)
নির্বিকল্পঃ (ব্রহ্ম), (তৎ) ইদম্ (ইতি বাধসামানাধিকরণ্যেন
সাক্ষাৎকৃতং) ন চেৎ, (তর্হি) সঙ্কল্পবিকল্পময়ৈঃ কল্পসূত্রৈঃ কিম্ অর্জিতম্ ?

যদ্বারা কল্প ও উপাসনাসকল কল্পিত অর্থাৎ নিরূপিত হয়, সেই

কল্পহ্রদসমূহের এবং সর্বকল্পনার আধাররূপে কল্পিত বলিয়া প্রথম, অর্থাৎ কারণভূতঃ, আত্মাকে, যদি এই জগৎ প্রপঞ্চে (বাধসামানাধিকরণ্য হেতু) নির্বিকল্প ব্রহ্মরূপে (“সর্বং খর্ব্বিং ব্রহ্ম”রূপে,) সাক্ষাৎকার করা না হইল, তবে সকলবিকল্পপ্রচুর কল্পহ্রদসমূহ তোমার কি করিবে? কিছুই নহে, কেননা কল্পহ্রদ যাহা কিছু প্রতিপাদন করিল, সমস্তই অবস্তু ।

সত্য বটে, কল্পবিচার, শাস্ত্রে বিহিত আছে, কিন্তু মুমুকুর পক্ষে ব্রহ্মভাব কল্পের বিচারই বিহিত, তদভাবে কল্পবিচার নিরর্থক ।

কল্পকো যেন কল্পেন ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ।

স কল্পো নৈব কল্পশ্চেৎ কল্পসূত্রং নিরর্থকম্ ॥ ২

অন্বয়—যেন কল্পেন কল্পকঃ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে, সঃ কল্পঃ ন এব কল্পশ্চেৎ, (তর্হি) কল্পহ্রদং নিরর্থকম্ ।

যে কল্প বঃ কল্পনা দ্বারা, কল্পনাকুশল সাধক, “অহং ব্রহ্মান্ধি” এই মহাবাক্যে, “অহং” ও “ব্রহ্ম”পদের অর্থ, শুদ্ধ জীব ও শুদ্ধ ব্রহ্মের, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষস্বরূপ বিরুদ্ধাংশ, ভাগভাগলক্ষণাদ্বারা পরিত্যাগ করিয়া, তদ্রভয়ের লক্ষ্য, চিন্মাত্রের সাক্ষাৎকার করিয়া ব্রহ্মভাব ধারণা করিতে সমর্থ হন, সেই সাক্ষাৎকাররূপ কল্প যদি না পাওয়া গেল, তবে কল্পহ্রদ নামক বাক্যরাশিকে নিরর্থক বলিয়াই বুঝিতে হইবে ।

উক্তরূপ অপৃথক্ত্বাবনাকে “কল্প বা কল্পনা” বলা হইল, কেননা পৃথক্ত্বই যখন কল্পিত, তখন অপৃথক্ত্বও কল্পিত ।

ইহার দ্বারা কল্পহ্রদপ্রতিপাদিত বিষয়ে মুমুকুর প্রয়োজনাত্মক স্ফুট হইল ।

(ট) । ব্যাকরণনির্ণয়ঃ ।

পদব্যুৎপত্তিরদ্বয়ে মহাবাক্যার্থবুদ্ধয়ে ।

স এব যদি ন জ্ঞাতস্তর্হি, ব্যাকরণেন কিম্ ॥ ১

অন্বয়—মহাবাক্যার্থবুদ্ধয়ে পদবাৎপত্তিঃ অবেশ্যা, সঃ (মহাবাক্যার্থঃ)
এব যদি ন জ্ঞাতঃ, তর্হি ব্যাকরণেন কিং (কৃতম্) ?

“তত্ত্বমসি” প্রভৃতি মহাবাক্যের অর্থ বুঝিবার জ্ঞত, ‘তৎ’, ‘ত্বম্’, ‘অসি’
প্রভৃতি পদের বাৎপত্তি অবেশণ করিতে হইবে ; সেই জ্ঞতই ব্যাকরণা-
ধ্যয়নের প্রয়োজন ।। সেই মহাবাক্যের অর্থই যদি উপলব্ধি করা না
হইল, তবে ব্যাকরণ পড়িয়া কি হইল ? কিছুই না । মহাবাক্যের
অর্থোপলব্ধির অভাবে ব্যাকরণাধ্যয়ন প্রভাস ব্যর্থ ।

যেনেদং ব্যাকৃতং বিশ্বং তদেব ব্যাকৃতং ন চেৎ ।

বৃহন্নো বেত্তি যত্তর্হি তদ্ধি ব্যাকরণেন কিম্ ॥ ২

অন্বয়—যেন ইদং বিশ্বং ব্যাকৃতং, তৎ এব ন ব্যাকৃতং চেৎ,—যৎ
(যদা) বৃহৎ ন বেত্তি, তর্হি (তদা) ব্যাকরণেন, তৎ হি কিং (কৃতম্) ?

যে ব্রহ্ম কর্তৃক, এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়ীভূত বিশ্ব, ব্যাকৃত বা
বিবিধাকারে বিয়চিত হইয়াছে, সেই ব্রহ্মকেই যদি বিশ্বের বিপরীতাকারে
—অথগু সচ্চিদানন্দরূপে,—সাক্ষাৎভাবে না বিদিত হওয়া গেল,—যখন
সেই বৃহৎ বস্তুকেই—ব্রহ্মকেই না জানা গেল, তখন ব্যাকরণ শাস্ত্র বাহা
সম্পাদন করিল, তাহা বস্তুতঃ কি ? কিছুই নহে । অতএব মহাবাক্যের
অন্তর্গত পদসমূহের বাৎপত্তিলাভ পর্যান্তই ব্যাকরণাভ্যাস কর্তব্য ।
তদনন্তর বেদান্তশ্রবণাদিতেই ব্যাপ্ত হওয়া মুমুকুর কর্তব্য ।

তবে ব্যাকরণের অসংখ্যশব্দসংখ্যকতার তাৎপর্য কি ?

যতস্ত পরিনিষ্পট্টৈঃ শব্দৈঃ শাস্ত্রান্মূলমূলঃ ।

‘হেয়োদেয়ো ন বিজ্ঞাতৌ তর্হি ব্যাকরণেন কিম্ ॥ ৩

অন্বয়—যতঃ তু শাস্ত্রাণ্য পরিনিষ্পট্টৈঃ শব্দৈঃ মূলমূলঃ হেয়োপাদেয়ো
ন বিজ্ঞাতৌ, তর্হি ব্যাকরণেন কিম্ ?

যদি ব্যাকরণশাস্ত্র হইতে প্রকৃতিপ্রত্যয় দ্বারা পরিনিষ্পন্ন শব্দ বা নামসমূহের সাহায্যে, অনাশ্রবস্ত বুলিয়া পরিত্যাজ্য মারা এবং মারিক প্রপঞ্চকে, এবং কুটস্থ অসঙ্গ, ইত্যাদি শব্দের অর্থভূত, উপাদেয় আশ্রবস্তকেই, বারবার না চিনা গেল, তাহা হইলে, ব্যাকরণশাস্ত্রাত্মান করিয়া কি ফললাভ হইবে ? *

মুমুকুর পক্ষে, মহাবাক্যের অন্তর্গত পদসাধনেই ব্যাকরণের উপযোগিতা ; ব্যাকরণাধ্যয়নে মুমুকুর অভিনিবেশ করিতে নাই ।

(ঠ) । নিরুক্তনির্ণয়ঃ ।

নিরুক্তং চিদবস্থানং নিরুক্তং বোধনং চিতঃ ।

তন্নিরুক্তং ন চেদেদ নিরুক্তস্ত কিমুক্তিভিঃ ॥১

অথ—চিদবস্থানং নিরুক্তং, চিতঃ বোধনং নিরুক্তং ; তৎ নিরুক্তং ন চেৎ বেদ (তহি) নিরুক্তস্ত উক্তিভি কিম্ ?

চিন্মাত্রস্বরূপ আত্মার অবস্থিতি ‘নিরুক্ত’—বচনের অগোচর ; চিন্মাত্রস্বরূপ আত্মার উপদেশও ‘নিরুক্ত’—বাক্যের অবিষয়, কেননা ঋতি বলিতেছেন “যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্ৰাপ্য মনসা সহ” ; (তৈত্তিরীয়, উ ২।৪।১) ; “যদ্বাচানভ্যাদিতম্” (কেন, উ, ৪) ইত্যাদি । নিরুক্ত সাহায্যে আত্মীর উক্তপ্রকার স্থিতি ও উক্তরূপ আত্মবিষয়ক উপদেশই যদি না হৃদয়ঙ্গম করা গেল, তবে যাক্ষ্মণি প্রণীত নিরুক্ত-নামক গ্রন্থের উক্তিসমূহে মুমুকুর কি ফললাভ হইবে ? কিছুই নহে । অতএব অত্মবিষয়ক নিরুক্তিতে আদর পুরিত্যাগ করিয়া, কেবল আত্ম-বিষয়ক নিরুক্ত বাক্যই মুমুকুর শ্রবণ করা কর্তব্য ।

(ড) । ছন্দোনির্ণয়ঃ ।

তচ্ছন্দো যদি ন জ্ঞাতং স্বচ্ছন্দো যেন খেলতি ।

যরন্তজভ্ৰমোপেতৈশ্ছন্দোভিঃ ক্রিং প্রয়োজনম্ ॥ ১

অথ—যেন স্বচ্ছন্দঃ (সন্) খেলতি, তৎ ছন্দঃ যদি ন জ্ঞাতং (তর্হি) য-র-স-ত-জ-ভ-ন-মোপেতৈঃ, ছন্দোভিঃ কিং প্রয়োজনম্ ?

(জীবন্তু মহাত্মাদিগৈর নিকট সুবিদিত) যে “ছন্দঃ” (স্বাভাবিক ব্যবহাররূপ সহজাবস্থা) প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহারা “স্বচ্ছন্দ” ভাবে আনন্দ উপভোগ করেন, সেই “ছন্দঃই” যদি জানি না গেল, তবে ‘য’, ‘র’, ‘স’, ‘ত’, ‘জ’, ‘ভ’, ‘ন’ ও ‘ম’ নামক গণনির্মিত ছন্দঃ লইয়া কি হইবে।

[এই সকল গণের প্রত্যেকটিই তিন তিন বর্ণ নির্মিত। য, র ও ত গণের যথাক্রমে আত্ম, মধ্য ও অন্ত্য বর্ণ, লঘু, ভ, জ ও স গণের যথাক্রমে আত্ম, মধ্য ও অন্ত্য বর্ণ গুরু এবং য গণের তিন বর্ণই গুরু, ও ন গণের তিন বর্ণই লঘু।]

ছন্দঃ শাস্ত্র যুগ্মে জনৈর নিকট আদরণীয় নহে।

(৫) । জ্যোতিষনির্ণয়ঃ ।

জ্যোতিষা যেন সূর্যাদি জ্যোতির্ভাতি ন বেত্তিতং ।

যদি, যেন তদা তেন জ্যোতির্গ্ৰহেন কিং কৃতম্ ॥

অথ—যেন জ্যোতিষা সূর্যাদিজ্যোতিঃ ভাতি, যদি তৎ ন বেত্তি, তদা (তর্হি), তেন জ্যোতির্গ্ৰহেন কিং কৃতম্ ?

জানিজনপ্রত্যক যে স্বয়ং প্রকাশ চিহ্নপ জ্যোতিঃদ্বারা সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, ও বাগ্রূপ জ্যোতিঃ প্রকাশিত ও জাগ্রতকালীন ব্যবহার প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়, সেই আত্মরূপ জ্যোতিঃ যদি জ্যোতিষশাস্ত্র দ্বারা না জানা গেল, তবে, সূর্য্যাদি লৌকিক জ্যোতিক পদার্থের, গত্যাদিনিরূপগুপ্তধান জ্যোতিষ শাস্ত্র কি করিতে পারিল ? কিছুই নহে। কারণ সূর্য্যাদি সকল জ্যোতিঃই আত্মজ্যোতিঃপ্রকাশ। যেহেতু ঐতি বলিতেছেন “যেন সূর্য্যন্তপতি তেজসৈদ্ধা”, “তন্ত ভাসা সর্বমিদং বিভাতি”।

এই প্রসঙ্গে বৃহদারণ্যক উপনিষদের চতুর্থধ্যায়ের তৃতীয় ব্রাহ্মণ

(“জ্যোতির্ব্রাহ্মণ”) দ্রষ্টব্য। সেই ব্রাহ্মণে, সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি ও বাক্ এই সকল জ্যোতির মধ্যে, ঐক্যের স্ফুটাবে অপরস্বারা ব্যবহার নির্বাহ প্রদর্শন করিয়া, সকল জ্যোতিরই আত্মজ্যোতিঃপ্রকাশিতা প্রদর্শিত হইয়াছে।

(গ)। ঋগ্বেদনির্ণয়ঃ ।

ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ বচীত, ধনুর্বেদ ও গান্ধর্ববেদেরও নির্ণয় করা হইয়াছে।

যঃ পরানন্দদঃ স্বাত্মা তং ত্বা বয়ং যজ্ঞামহে ।

ইত্যাহতো ন বিশ্বাত্মা ঋচা হৌত্রেণ কিং তদা ॥ ১

অর্থ—যঃ পরানন্দদঃ স্বাত্মা, তং ত্বা বয়ং যজ্ঞামহে, ইতি বিশ্বাত্মা ন আহতঃ (যদি), তদা ঋচা হৌত্রেণ কিং (ফলম্) ?

যে স্বরূপভূত আত্মা, চরম আনন্দের প্রদাতা, সেই তোমাকে (‘এই’ বলিতে ও ‘আমার’ বলিতে যাহা কিছু বুঝায়, তৎসমুদয়ের আহুতি দিয়া) আমরা আরাধনা করিতেছি,—এইরূপে যদি বিশ্বাত্মার শ্রীতিসম্পাদন করা না হইল, তবে ঋগ্বেদের সাহায্যে হৌত্বকর্ম্মের ফল কি ? [সমুদয় ঋগ্বেদমন্ত্রের মধ্যে, আত্মজ্ঞানরূপ ফলই মুখ্য উপদেশ ; সেইহেতু কয়িকু ফলপ্রদ কর্ম্মপ্রতিপাদক মন্ত্রসমূহ তাঁহার নিকট হেয়, ইহাই ভাবার্থ ।]

(ত)। যজুর্বেদনির্ণয়ঃ ।

লোহিতা ধবলা কৃষ্ণা প্রজাহেতুরজা যদি ।

নোপালকা ব্রহ্মসত্ত্বে যজুধাব্যবেণ কিম্ ॥ ১

অর্থ—যদি ধবলা লোহিতা কৃষ্ণা প্রজাহেতুঃ অজা ব্রহ্মসত্ত্বে ন উপালকা, (তর্হি) যজুধা অব্যবেণ কিং (ফলম্) ?

[কৃষ্ণযজুর্বেদের অন্তর্গত খেতাখতরোপনিষদে এই মন্ত্রটি পঠিত হইয়া থাকে :—

অজামেকাং লোহিতকৃষ্ণশুক্লাং

বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং স্বরূপাঃ ।

অজোহেকো জুযমানোহমুশেতে

অহাতোনাং ভুক্তভোগামজোহন্তঃ ॥ (চতুর্থোহধ্যায়, ৫)

এই মন্ত্রের ভাষ্যের অনুবাদ—এক্ষণে, ছানোগ্যোপনিষদে, যে তেজ, অপ্ ও অন্নরূপা ‘প্রকৃতির’ কথা শুনা যায়, সেই প্রকৃতিকে অজাং ছাগী রূপে কল্পনা করিয়া দেখাইতেছেন । ‘অজাং’ (ছাগী বা জন্মরহিতা) প্রকৃতি, ‘একাং’—বিশ্ব ব্যাপিয়া অখণ্ডাত্মকরূপে অবস্থিত, ‘লোহিত-শুক্লকৃষ্ণাং’—তেজঃ, জল ও অন্নরূপা, (তেজঃ সৃজন করিয়া তদবস্থা প্রাপ্তা বলিয়া লোহিতা, অপ্ বা জল সৃজন করিয়া তদবস্থা প্রাপ্তা বলিয়া শুক্লা, এবং অন্ন বা পৃথিবী সৃজন করিয়া তদবস্থা প্রাপ্তা বলিয়া কৃষ্ণা, এবং “বহ্বীঃ স্বরূপাঃ প্রজাঃ সৃজমানাম্”—অনেক, লোহিত, কৃষ্ণ, শুক্ল বলিয়া, আপনাই সমানরূপ, ‘প্রজা’—কারণরূপে পূর্ব হইতে বিদ্যমান, পরে প্রবিভক্তরূপে ব্যক্ত, সৃষ্টির উৎপাদনকারিণী, এইরূপ প্রকৃতিকে, অথবা ব্রহ্মবাদিগণ ধ্যানযোগ অবলম্বন করিয়া যে “দেবাত্মশক্তি”কে (ঋ, উ, ১।৩) অখণ্ডচিদেকরসস্বভাব পরমাত্মার, স্বরূপভূত শক্তিনাম্নো মায়াকে দেখিয়াছিলেন, সেই মায়াকে ; “অজঃ হি একঃ” বিজ্ঞানাত্মা, অনাদিকামকর্ম্মদ্বারা বিনাশিত কোনও ক্ষেত্রজ, সেই মায়াকে আত্মরূপে গ্রহণ করিয়া, “জুযমানঃ” তন্নিমিত্ত ভোগসকল সেবন করিয়া, “অমুশেতে” সেই প্রকৃতিকে ভজনা করে, “অন্তঃ এনাং অহাতি”—আচার্য্যোপদেশের আলোকে বাহার অজ্ঞানাত্মকার তিরোহিত হইয়াছে, এইরূপ অন্ত (ক্ষেত্রজ) সেই প্রকৃতিকে পরিভ্যাগ করিয়া থাকে) ।

‘লোহিতা’—রক্তবর্ণী, বা রক্তোশ্ণবতী, ‘ধবলা’—শুক্লা বা স্বেশ্ণ-
বতী, ‘কৃষ্ণা’—শ্রামা বা তমোশ্ণবতী । ‘প্রজাহেতুঃ’—মহৎ প্রভৃতি
প্রকৃতি—বিকৃতিরূপ কার্যোৎপাদিনী জগজ্জনয়িত্রী । অজা—প্রকৃতি,
মাষ্টারূপা বলিয়া অমুৎপত্তা ।

সর্বযজ্ঞফলরূপ ব্রহ্মরূপ যজ্ঞে স্বেশ্ণজন্তুমোশ্ণের সাম্যাবস্থারূপ
প্রকৃতি ছাগীকে, লৌকিক যজ্ঞে ছাগবলির জায়, “সর্বং ধ্বিদং ব্রহ্ম” ও
“নেহ শ্রনাতি কিঞ্চন” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া, যদি বলিদান দেওয়া
না হইল, তবে যজুর্মন্ত্রের দ্বারা অধ্যায়ুনির্বাচিত কর্মের প্রয়োজন কি ?

(থ) । সামবেদনির্ণয়ঃ ।

ছান্দোগ্যেনোপনিষদা প্রেমগদগদয়া গিরাণ

সাস্না গীতং ন চেদ্রক্ষ্য সামৌদগাত্রেণ কিং তদা ॥ ১

অর্থ—ছান্দোগ্যেন (ছান্দোগ্যভিধয়া) উপনিষদা, প্রেমগদগদয়া
গিরা, সাস্না ব্রহ্ম ন চেৎ গীতং, তদা সামৌদগাত্রেণ কিম্ ?

সামবেদের অন্তর্গত ছান্দোগ্য নামক উপনিষদের বিচার করিয়া,
(অনুভূতিবাক্যক) নিরতিশয় প্রীতিসহকারে, বাস্পাবরুদ্ধকণ্ঠোচ্চারিত
গীতিদ্বারা, যদি ব্রহ্ম গীত না হইলেন, তবে সামবেদোক্ত ঔদগাত্রনামক
কর্মের কি ফল হইল ? কিছুই না । অতএব, অনাস্রবিষয়ক
সামবেদাংশ পরিত্যাগ করিয়া, সামবেদান্তর্গত ছান্দোগ্য ও কেনোপনিষৎই
মুমুক্সর আশ্রয়ণীয় ।

(দ) । অথর্ববেদনির্ণয়ঃ ।

অথর্ববর্ণী লক্ষবিদ্যা পিপ্পলাদমুখাচ্চ্যুতা ।

চমৎকৃত্য ন হৃদয়ে কিং কলং তর্হ্যথর্ববিভিঃ ॥ ১

অথ—(যদি) পিপ্পলাদমুখাং চ্যুতা আর্থকর্ষণী ব্রহ্মবিজ্ঞা হৃদয়ে ন চমৎকৃতা, তর্হি অর্থকর্ষিঃ কিং ফলম্ ? ।

[প্রামোপনিষৎ অর্থকর্ষবেদের অন্তর্গত । পিপ্পলাদ ঋষি ছয়জন জিজ্ঞাসুর প্রতি ছয় প্রকারে যে ব্রহ্মবিজ্ঞার উপদেশ করিয়াছিলেন তাহাই উক্ত উপনিষদে বর্ণিত আছে । উক্ত উপনিষদের বক্তা ঋষির নাম পিপ্পলাদ, অর্থাৎ যিনি অশ্বথ অথবা তৎসদৃশ ফলাদি ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতেন । এই নামধারী তাঁহার বৈয়গ্যাতিশযাই, স্মৃতি হইতেছে । তিনি পক্ষীর জায় সংসারবৃক্ষের উৎকৃষ্ট সুপক ফলটি চিনিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া, ভাগবতবক্তা শুকের সহিত সাদৃশ্যও স্মৃতি হইয়াছে ।]

যদি পিপ্পলাদমুখবিনির্গত, অর্থকর্ষবেদোক্ত ব্রহ্মবিজ্ঞা, হৃদয়ে, অজ্ঞানাক্রকার বিনাশ করিয়া না আবির্ভূত হইল, তবে, অজ্ঞাত অভিচারাদি আর্থকর্ষণ প্রয়োগে কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে? কিছুই নহে ।

মুমুকুর পক্ষে বেদ চতুষ্টয়োক্ত উপনিষদংশই গ্রহণীয়, অবশিষ্ট পরিত্যাজ্য ইহাই ভাবার্থ ।

(ঘ) । আয়ুর্বেদনির্ণয়ঃ ।

আয়ুর্বেদ ঋগ্বেদের অন্তর্গত উপবেদ ; সূত্রতের মতে আয়ুর্বেদ অর্থকর্ষদের উপবেদ ।

জ্ঞানামৃতং ন চেৎপীতমমৃতত্বং ন সাধিতম্ ।

মৃত্যুরেব পুনঃ প্রাপ্ত আয়ুর্বেদো নিরর্থকঃ ॥ ১

অথ—জ্ঞানামৃতং ন পীতং চেৎ, অমৃতত্বং ন সাধিতম্ ; (তর্হি) মৃত্যুঃ এব পুনঃ প্রাপ্তঃ ; (তস্মা) আয়ুর্বেদঃ নিরর্থকঃ ।

শুরুমুখ হইতে মহাকাব্যপ্রবণজনিত, সাক্ষাৎকাররূপ ব্রহ্মজ্ঞান

অর্থাৎ ‘অহং ব্রহ্মাস্মি’ এইরূপ অমৃতভূতি, জরামরणादिर নিবর্তক বলিয়া, অমৃতস্বরূপ ঃ সেই অমৃতের পানই যদি না হইল, এবং তদ্বারা যদি অমৃতত্ব বা ব্রহ্মভাব না সম্পাদিত হইল, এবং আবার যদি মরিতেই হইল, তবে আয়ুর্বেদ নামক চিকিৎসা শাস্ত্র ব্যর্থ—মুমুকুর পক্ষে নিশ্চয়োজন ।

(ন) । ধনুর্বেদনির্ণয়ঃ ।

ধনুর্বেদ বা যুদ্ধবিদ্যা যজুর্বেদের অন্তর্গত উপবেদ ।

প্রণবেনৈব ধনুষা প্রবোধেন শরেন চ ।

লক্ষ্যং ব্রহ্ম ন চেৎ বিদ্ধং ধনুর্বেদো নিম্নর্থকঃ ॥

অর্থ—প্রণবেন এব ধনুষা, প্রবোধেন শরেন চ লক্ষ্যং ব্রহ্ম চেৎ ন বিদ্ধং, (তর্হি) ধনুর্বেদঃ নিম্নর্থকঃ ।

ওঁকাররূপ ধনুর দ্বারা, এবং “এই দৃশ্যমান সমস্ত জগৎই ‘ওঁম্’—এই অক্ষরাঅক্ষ ; ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই সমস্ত বস্তুই ওঁকারাঅক্ষ” এই মাণ্ডুক্যোপনিষদ্রুত জ্ঞানরূপ শরদ্বারা, যদি সেই দেশ, কাল, বস্তুকৃত পরিচ্ছেদশূন্য আত্মবস্তুরূপ লক্ষ্য বিদ্ধ করা না হইল,—বুদ্ধিতে না সমারোপিত হইল, তবে সেই ধনুর্বেদ ব্যর্থ ।

সর্বশাস্ত্রপ্রয়োগাকর্ষণজ্ঞানপ্রতিপাদক শাস্ত্র মুমুকুর পক্ষে নিশ্চয়োজন ।

মুণ্ডকোপনিষদের ২।২।৪ মন্ত্রের পূর্বার্ককে লক্ষ্য করিয়া, উক্ত শ্লোক রচিত হইয়াছে । মন্ত্রটি এই—

“প্রণবো ধনুঃ শরোহ্যত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে ।”

ধনুঃ যেমন লক্ষ্য শরের প্রবেশক, সেইরূপ ওঁকার সমাগভাস্ত হইলে ব্রহ্মে প্রবেশক হয় । জীব হইতেছে সেই শর । ব্রহ্ম সেই জীবরূপ শরের লক্ষ্য । বেদবিদগণ এইরূপ বর্ণনা করিয়া থাকেন ।

(প) । গান্ধর্ববেদনির্ণয়ঃ ।

গান্ধর্ববেদ বা সঙ্গীতবিজ্ঞা সামবেদের অন্তর্গত উপবেদ ।

আত্মা কলেন গীতেন গান্ধর্ববেণ স্বরেণ হি ।

“ ন চেদগান্ধর্ববেদগীতো গান্ধর্ববেণ কৃতং কিমু ॥

অন্বয়—গান্ধর্ববেণ স্বরেণ কলেন গীতেন হি আত্মা গান্ধর্ববেণ ন গীতঃ
চেৎ, (তর্হি) গান্ধর্ববেণ কিমু কৃতম্ ?

গান্ধর্বাদি দেবযোনিমূলভ গান্ধার গ্রামে (এবং মনুষ্যাদি-জাতি
নিষাদাদি স্বরে), ললিতপদাবলীযুক্ত সঙ্গীতসংযোগে, সচিদানন্দলক্ষণ
ব্রহ্মাভিন্ন প্রত্যগাত্মাবিশয়ে যদি গান্ধর্বগণের ত্রায় গান করা না হইল,
তবে গান্ধর্ববেদাত্ম্যাস করিয়া কি হইল ? কিছুই নহে ।

(ফ) । অর্থশাস্ত্রনির্ণয়ঃ ।

অর্থশাস্ত্র—অর্থনীতি, Political Economy ও Politics ;
গ্রন্থকার ইহাকে অর্থর্ববেদের অন্তর্গত উপবেদ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন ;
কিন্তু স্থাপত্যবিজ্ঞাই অর্থর্ববেদের অন্তর্গত উপবেদ বলিয়া সাধারণতঃ
গৃহীত হইয়া থাকে ।

অনর্থঃ সর্ব্ব এবার্থঃ সদর্থঃ পরমার্থদৃক্ ।

পরমার্থো ন লক্শ শ্চেদর্থশাস্ত্রং নিরর্থকম্ ॥ ১

অন্বয়—সর্ব্ব এবার্থঃ অনর্থঃ এব । পরমার্থদৃক্ সদর্থঃ । (সঃ)
পরমার্থঃ ন লক্শঃ চেৎ, (তর্হি) অর্থশাস্ত্রং নিরর্থকম্ ।

ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম নামক অর্থত্রয়কে, দুঃখাস্পাদ বলিয়া, অনর্থ বলিয়াই
গ্রহণ করিতে হইবে । কার্য্যাকারণরহিত আত্মবিশয়ক জ্ঞানই অর্থরূপ
বলিয়া পরমার্থ । অর্থ শাস্ত্রের আলোচনায়, যদি সেই পরমার্থের লাভই
না ঘটিল, তবে সেই অর্থশাস্ত্রকে নিরর্থক বলিয়াই বুঝিতে হইবে ।

৩৫(৩৩) । সাংস্ক্যানির্ণয়ঃ ।

ইথং জ্ঞানবিনোদেন বেদশাস্ত্রকুত্বলৈঃ ।

দিবসং সকলং যাতং সাংস্ক্যা সমাগতা ॥ ১

অর্থ—ইথং বেদশাস্ত্রকুত্বলৈঃ জ্ঞানবিনোদেন সকলং দিবসং যাতং
(ততঃ) সাংস্ক্যা সমাগতা ।

এইরূপে, বেদাদিশাস্ত্রকৌতুকে, জ্ঞানচর্চায় চিত্তবিনোদন করিয়া,
দিন কাটিয়া গেলে, সাংস্ক্যা করিবার সময় উপস্থিত হইল ।

এবমেব কিয়ৎকালং ব্যবহারাবলোকিনঃ ।

পুনঃ সমাধৌ সন্ধানং সাংস্ক্যা হি সা শ্রুতা ॥ ২

অর্থ—এবম্ এতৎ কিয়ৎকালং ব্যবহারাবলোকিনঃ (মূনে) পুনঃ
সমাধৌ (যৎ) সন্ধানং, সা হি সাংস্ক্যা শ্রুতা (মুনিভিঃ) ।

বর্ণিত প্রকারেই কিয়ৎকাল ব্যবহার অবলোকন করিয়া, মুনী আবার
যে সমাধিবিশয়ক অনুসন্ধান বা সন্ধান করেন, (মুনীগণের মতে) তাহাই
তাঁহার সাংস্ক্যা, কেননা পূর্বোক্ত ব্যবহাররূপ দিনের এবং সমাধিরূপ
রাত্রির সন্ধিতে, সেই অনুসন্ধান আরম্ভ হয় ।

৩৫(৩৪) । নিশাব্যবহারনির্ণয়ঃ ।

যাতেহথ ব্যবহারনান্নি দিবসে ভুক্তে চ স্ক্যান্থে

জাতায়াং নিশি নিশ্চলেন মনসা দত্তা কপাটার্গলাঃ ।

পীত্বা সম্প্রতি শুদ্ধবোধমধুরং ক্ষীরং যথেষ্টং যুবা

পর্য্যক্বে স্তুসমাধিনামনি মুহুঃ কাক্ষিত্বনক্তি প্রিয়াম্ ॥

অর্থ—ব্যবহারনান্নি দিবসে যাত্রে (সতি), অথ স্ক্যান্থে ভুক্তে
(সতি) চ, নিশি জাতায়াং (সত্যাং), নিশ্চলেন মনসা কপাটার্গলাঃ দত্তা,

সম্প্রতি শুদ্ধবোধমধুরং কীরং যথেষ্টং পীড়া, যুবা স্নসমাধিনামনি পর্য্যঙ্কে কাঞ্চিৎ প্রিয়াং মুহুঃ ভুনক্তি ।

পূর্বোক্তরূপ জ্ঞানিব্যবহার নামক দিন, (উদাসীনভাবে) বাপন করিয়া, বর্ণিতরূপে, সাংসদ্বায় সমাধিসংস্কারাধানেব আনন্দ উপভোগ করিয়া, (এইরূপে সাংসভোজন সমাপ্ত করিয়া), ব্যবহারযোগ্য পদার্থের অক্ষুরণরূপ স্নাত্তি (বা সমাধি) উপস্থিত হইলে, স্থিরচিত্তে, ইন্দ্রিয়কপাটের প্রত্যাহাররূপ অর্গলপ্রদান করিয়া, (শয়নকালিক বৈদ্যাক্ষমোদিত পৌষ্টিক) মধুর হৃদ্র আতৃপ্তি পান করিয়া অর্থাৎ শুদ্ধাত্মরূপ সুখ যথেষ্ট উপভোগপূর্বক, ‘অহং ব্রহ্মাস্মি’ এই বৃত্তিটিকেও আত্মাতে বিলীন করিয়া, সেই যুবা—আত্মার স্বৈর্য্যোৎসাহশক্তিমান্ মুনী—নির্বিবর্তন সমাধি নামক পর্য্যঙ্কে, এক অনির্বচনীয় সুখরূপা নারীকে, অবিচ্ছেদে উপভোগ করেন । সেই নারী বা আত্মার সচ্চিদানন্দরূপাশক্তি, অনির্বচনীয়, কেননা, শক্তিমান্ আত্মা হইতে, সেইশক্তি একই কালে অভিন্না ও ভিন্না ।

তদ্বদীং তরুণীং বিলাসরসিকাং চিত্তে চমৎকারিণীম্

জাতে প্রেমণি নিত্যমেব সুখদামানন্দলীলাময়ীম্ ।

খেলন্তীমুরসি প্রিয়াং নিজকলামালিন্দ্র্যাতৎসঙ্গমা

ভোগীন্দ্রভ্রমুপাগতঃ সুখনিধি যোগীন্দ্রচূড়ামণিঃ ॥ ২

অর্থ—তদ্বদীং তরুণীং বিলাসরসিকাং চিত্তে চমৎকারিণীং; প্রেমণি জাতে, নিত্যম্ এব সুখদাম্, আনন্দলীলাময়ীম্, উরসি খেলন্তীম্, নিজকলাম্ প্রিয়াং আলিন্দ্র্য, তৎসঙ্গমাং ভোগীন্দ্রভ্রম্ উপাগতঃ; অপি স যোগীন্দ্রচূড়ামণিঃ ভবতি, (যতঃ) সঃ সুখনিধিঃ ।

আত্মার সেই সচ্চিদানন্দরূপা মায়্যশক্তি, তদ্বদী যুবতী সদৃশা, কেননা তাঁহার আকার বুদ্ধাদির অগোচর এবং তিনি আত্মপুরুষেচ্ছারূপ জগদ্বৎপাদনে এবং আত্মসুখানুভবে সমর্থ । তিনি ‘বিলাসরসিকা’

কেননা, প্রপঞ্চ রচনা করিতে, আবার প্রপঞ্চ লয় করিয়া আত্মরূপ ধরিতে, বড়ই শ্রীতিমতী । তিনি ‘চিত্তে চমৎকারিণী’ কেননা, তিনি পুরুষের উপাধিস্বরূপ বুদ্ধিতে চিদাভাসরূপ ধরিয়া থাকেন, স্বরূপতঃ কিন্তু আত্ম-চৈতন্যরূপা । (সেই মায়াশক্তিকে জ্ঞানহীন জীব সর্বদ্রব্যের কারণ বলিয়া বুঝিয়া থাকে বটে, কিন্তু) যখন তাঁহাতে আত্মপুরুষের জন্য অহুরাগ উৎপন্ন হয়, তখন তিনি সর্বদাই আনন্দদায়িনী । তখন তাঁহাকে কেবল স্মৃৎস্বরূপলীলাপ্রসক্তা বলিয়া অনুভব করা যায় । তাঁহাকে পুরুষের বন্ধে ক্রীড়ারতরূপে দেখা যায়, কেননা, তিনি আত্মপুরুষের একাংশে সেই জগদ্বিশ্রাণক্রীড়া করিয়া থাকেন (“একাংশেন হিতং জগৎ”) । সেই মুনীন্দ্র আপনাই অংশরূপা, প্রিয়া, অর্থাৎ সচ্চিদানন্দরূপিণী মায়াশক্তিকে, আলিঙ্গন করিয়া তদ্বারা, (লৌকিকদৃষ্টিতে) সমালিঙ্গিত থাকিয়া চরমবিলাসীর রূপ ধারণ করিলেও, তিনি যোগীন্দ্রচূড়ামণি অর্থাৎ যাহারা জীবব্রহ্মের একতা উপলব্ধি করিয়া জীবমুক্ত হইয়াছেন এবং সেই-হেতু যাহাদিগের নিকট জগৎপ্রপঞ্চ বাধিত,—মিথ্যা বলিয়া নিশ্চিত,— তাঁহাদিগের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, কেননা তিনি ব্রহ্মা হইতে ঈশ্বর পর্য্যন্ত সকলেরই আধারভূত শুদ্ধব্রহ্মস্বরূপ হইয়াছেন । তিনি একাধারেই যোগীন্দ্র ও ভোগীন্দ্র, তাহার কারণ এই যে তিনি ‘সুখানধি’, অর্থাৎ বৈষয়িক মানুষানন্দাদির বিষভূত আনন্দস্বরূপ, (তৈত্তিরীয় উঃ, ২।৮), ইহাই সর্বোত্তম আনন্দ । অবিজ্ঞাবশতঃ বিভিন্নাকারে প্রকটিত প্রাণিগণ এই পরমানন্দেই অংশমাত্র উপভোগ করিয়া থাকে । (বৃহদা উ ৪।৩।৩২) ।

মুনীন্দ্রদিনচর্যাবিচারফলনিরূপণম্ ।

মুনীন্দ্রদিনচর্যেয়ং চিস্তনীয়া দিনে দিনে ।

ন চিরাচ্চিস্তনেনাস্যা নরো নিশ্চিস্ততাং ব্রজেৎ ॥ ১

অথ—হে শিষ্য, ইহং মুনীন্দ্রদিনচর্যা দিনে দিনে চিন্তনীয়। অস্যাঃ চিন্তনে নরঃ ন চিরাৎ নিশ্চিন্ততাং ব্রজেৎ ।

হে শিষ্য, এই মুনীন্দ্রদিনচর্যানামক প্রবন্ধের বিচার প্রতিদিনই করিবে। কারণ, যিনি নর (ন রাত্ৰি আদত্তে বিষয়ান্) অর্থাৎ বৈরাগ্যাদিসাধনসম্পন্ন পুরুষ, তিনি ইহার বিচার দ্বারা, অচিরে সর্ব-সকল বর্জনপূর্বক, আত্মাতে স্থিরতা লাভ করিতে পারিবেন।

সাধ্যসাধনসম্বন্ধফলসংস্কারযুক্তিভিঃ ।

জ্ঞাতায়াং সম্যগেতস্তাং জ্ঞাতব্যাং নাবশিষ্যতে ॥ ২

অথ—এতস্তাং সাধ্যসাধনসম্বন্ধফলসংস্কারযুক্তিভিঃ সম্যক্ জ্ঞাতায়াং জ্ঞাতব্যাং ন অবশিষ্যতে ।

অর্থগৌকরস ব্রহ্মত্বই এই প্রকরণের সাধ্যবস্তু। ‘প্রাতঃশৌচাদি’ নাম দ্বারা সৃষ্টিত ব্রহ্মাকারা বৃত্তিই ইহার সাধন। তদ্ব্তয়ের সাধ্যসাধনরূপতা অথবা লক্ষ্যলক্ষকরূপতা সম্বন্ধই এস্থলে ‘সম্বন্ধ’ শব্দের অর্থ। উক্তরূপ ব্যবহারহেতু, সমাধি হইতে উত্থানসময়েও ব্রহ্মাত্মতার অবিস্মৃতিই, এই সাধনের ফল। এই প্রকরণে নিরূপিত ব্রহ্মাকারা বৃত্তির অনুসন্ধানের ফলে, ব্রহ্ম ও আত্মার অভেদ জ্ঞানর, বাসনা বা সংস্কারই ‘সংস্কার’ শব্দের অর্থ। ব্রহ্মরূপ আত্মার চিন্তের স্থিরীকরণের নাম যুক্তি। এইগুলির উপর লক্ষ্য রাখিয়া, যদি উক্ত ‘মুনীন্দ্রদিনচর্যা’ নামক প্রকরণের বিচার করা যায়, তবে বিচারণীয় আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না অর্থাৎ আর কিছুই বিচার করিতে হয় না। ইহার দ্বারা জ্ঞাতব্য সকল বস্তুই জ্ঞাত হওয়া যায়, অর্থাৎ এই প্রকরণের বিচারফল সর্বশাস্ত্রবিচারফলসমূহ।

মুনীন্দ্রদিনচর্য্যেয়ং মুনীন্দ্রেৱপি দুৰ্ব্বচা।

মম বাচালতাং তত্র ক্ষমতাং পার্ৱতীপতিঃ ॥ ৩

অৱয়ব—ইয়ং মুনীন্দ্রদিনচর্য্যঃ। মুনীন্দ্রেঃ অপি দুৰ্ব্বচা (ভবতি), তত্র মম বাচালতাং পার্ৱতীপতিঃ ক্ষমতাম্।

পঞ্চমাদি সপ্তমভূমিকাস্থিত মুনীন্দ্রগণের আত্মিককৃত্য নিরূপণ করিতে, অতি শ্রেষ্ঠ মুনিগণও সমর্থ হন না। তদ্বিষয়ে আমার (এই উদ্যম), বাচালতামাত্র। পার্ৱতীপতি তাহা ক্ষমা করুন।

৩৬। নিরঞ্জনপঞ্চাশৎকম্।

আত্মার অলিপ্ততা বা সৰ্ব্বধৰ্ম্মপরিশৃঙ্খতা বাহাতে মুমুক্শুজনের অমুভব-গোচর হইতে পারে, এই উদ্দেশ্যে এই প্রকরণ রচিত হইয়াছে। ‘অঞ্জন’ শব্দের অর্থ উপাধি বা মায়া, কারণ তাহাই সকল সম্বন্ধের কারণ, সুতরাং ‘নিরঞ্জন’ শব্দের অর্থ নিরূপাধিক।

যত্র প্রমাণং বেদান্তা অনুভূতিস্তথা সতাম্।

দেবো নিরঞ্জনঃ সোহয়ং বোধসারে নিরূপ্যতে ॥ ১

অৱয়ব—যত্র (দেবে) বেদান্তাঃ, তথা সতাম্ অনুভূতিঃ প্রমাণং, সঃ অয়ং নিরঞ্জনঃ দেবঃ বোধসারে নিরূপ্যতে।

যে চিন্মাত্রস্বরূপ আত্মার অস্তিত্বে উপনিষদাদির বাক্যসমূহ এবং জীবশুদ্ধগণের অনুভূতিই প্রমাণ, সেই সৰ্ব্বোপাধিবিনির্মুক্ত আত্মাকে বিবিধ উপাধি হইতে পৃথক্ করিয়া, এই প্রকরণে প্রদৰ্শন করা হইতেছে। কারণ, তদ্বারা আত্মা মুমুক্শুজনের অমুভবগোচর হইতে পারিবে।

* মূলের পাঠ “ক্ষমতাম্”।

অহমজ্ঞো ন জানামি মামহং কোহমিত্যুত ।

অজ্ঞানপ্রভবো ভাব আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ ॥ ২

অর্থ—অহং কঃ ইত্যুত মাং ন জানামি, (অতঃ) অহং অজ্ঞঃ (ইত্যুতভবরূপঃ) ভাবঃ অজ্ঞানপ্রভবঃ (অন্তি), আত্মা নিরঞ্জনঃ (অতএব) শুদ্ধঃ (এবং সর্বদা চিন্তনীয়ম্) ।

আমি অর্থাৎ অহঙ্কারাবচ্ছিন্ন চিদাত্মাস, কে? অর্থাৎ আমি চিত্তরূপ বা অচিত্তরূপ, সমস্ত বা নিঃসঙ্গ, জীব অথবা ব্রহ্ম—এইরূপে আপনাকে জানিনা; অতএব ‘আমি অ-জ্ঞানী’, এই প্রকার অমুভবরূপ পদার্থ অবিদ্যা হইতেই উৎপন্ন। আত্মা অজ্ঞানের এবং তজ্জনিত অহঙ্কারের প্রকাশক বলিয়া, তদুভয় হইতে ভিন্ন, এবং আত্মা স্বয়ংপ্রকাশ বলিয়া, অজ্ঞান এবং অজ্ঞানের কার্য্যরূপ উপাধি, আত্মায় অসম্ভব। এইহেতু আত্মা নিরঞ্জন বা নিরূপাধিক এবং সেইহেতু, শুদ্ধ অবিদ্যামলরহিত; সুতরাং অবিদ্যার সাক্ষিত্বও আত্মায় নাই। এই কথা সর্বদাই মনে রাখিতে হইবে।

যদিয়ং ব্রহ্মবিষয়া জীবশ্চ ধ্যেয়তামতিঃ ।

স হি ভ্রান্তিময়ো ভাবঃ আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ ॥ ৩

অর্থ—জীবশ্চ যৎ ইয়ং ব্রহ্মবিষয়া ধ্যেয়তামতিঃ, সঃ ভাবঃ হি ভ্রান্তিময়ঃ, আত্মা নিরঞ্জনঃ (অতঃ) শুদ্ধঃ (অন্তি) ।

• ব্রহ্ম ধ্যানের বিষয় ইন—জীবের এইরূপ নিশ্চয়রূপা বৃত্তি, কেবল ভ্রান্তিময় বস্তু ভিন্ন আর কিছুই নহে, কেননা, সেই বৃত্তি সাক্ষিপ্রকাশ, সাক্ষী বা ব্রহ্ম, সেই বৃত্তির প্রকাশ নহেন; ব্রহ্মকে সেই বৃত্তির বিষয় বলিয়া গ্রহণ করা, সুতরাং, ভ্রম। জীবাত্মা, বাহ্য ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন,— উক্ত ভ্রান্তিরূপ উপাধিনির্মুক্ত, অতএব শুদ্ধ, অর্থাৎ ভ্রান্তিসাক্ষিত্যরূপ মলও তাহাতে নাই।

ত্রিভিঃ গৈর্নিবন্ধোহহং সংসারে সংসারাম্যহম্।

ইত্যাত্মাঃ প্রাকৃত্য ভাবা আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ ॥ ৪

অবয়—অহং • ত্রিভিঃ গুণৈঃ নিবন্ধঃ, অহং সংসারে সংসারামি,
ইত্যাত্মাঃ ভাবাঃ প্রাকৃত্য:

আমি স্বরূপতঃ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন জীবাত্মা হইয়াও, অন্তঃকরণের অভ্যন্তরে ‘আমি’ নামক বৃত্তিরূপে, অন্তঃকরণের বিষয় হইয়া প্রতীয়মান হইতেছি। সেই আমি, সর্ব্বরাজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণের দ্বারা বন্ধন-প্রাপ্ত হইয়াছি, (সেইহেতু, কখন আপনাকে জ্ঞানী, জিতেজ্জির, বিরক্ত মুমুক্শু ইত্যাদি, কখন কামী, কর্ত্তা, লোভী ইত্যাদি, কখনও বা ক্রোধী শুদ্ধ, ইত্যাদি মনে করিয়া থাকি)। এইহেতু, অজ্ঞান ও অজ্ঞান-কার্য্যের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া, জন্ম মরণাদি অনুভব করিতেছি। এই সকল ভাব প্রাকৃত, ত্রিগুণাত্মিক। প্রকৃতির কার্য্য। আত্মা একেবারে গুণ ও গুণনির্ম্মিত উপাধিরহিত। সেইহেতু, শুদ্ধ অর্থাৎ তৎসাক্ষিত্যরূপ মলরহিত।

মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিৎতং চেতি চতুষ্টয়ম্।

অন্তঃকরণজা ভাবা আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ ॥ ৫

অবয়—মনঃ বুদ্ধিঃ অহঙ্কারঃ চিৎতং চ ইতি যৎ চতুষ্টয়ম্ (অস্তি, তে)
অন্তঃকরণজাঃ ভাবাঃ * *।

সঙ্কল্পবিকল্পরূপা অন্তঃকরণবৃত্তি, নিশ্চয়াত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তি, তদ্ব্যবহার সহিত আত্মার তাদাত্ম্যপ্রতীতিরূপা অন্তঃকরণবৃত্তি, প্রত্যভিজ্ঞা, স্মৃতি প্রভৃতি অন্তঃকরণবৃত্তি—এইরূপ যে ভাবচতুষ্টয় রহিয়াছে, তাহার, পঞ্চভূতের সত্ত্বগুণভাগের কার্য্যরূপ অন্তঃকরণ হইতে উৎপন্ন। আত্মা উক্ত উপাধিচতুষ্টয়রহিত, অতএব তৎসাক্ষিত্যরূপ মলরহিত।

যচ্চ সঙ্কল্লাতে পূর্বং সঙ্কল্লা চ বিকল্লাতে ।

এতে মনোভবা ভাষা আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ ॥ ৬

অন্বয়—যৎ চ পূর্বং সঙ্কল্লাতে, সঙ্কল্লা চ বিকল্লাতে, এতে ভাষাঃ মনোভবাঃ, * * * ।

এই যে প্রথমে একটি সঙ্কল্ল উঠিল—‘ইহা এই’ বলিয়া গৃহীত হইল,— পরে, আবার তাহাই বিপরীতরূপে গৃহীত হইল, এই সঙ্কল্লবিকল্লরূপ বিকারসমূহ, মননামক অন্তঃকরণবৃত্তি হইতে উৎপন্ন হয়। আত্মা সেই সকল উপাধি বিবর্জিত, এইহেতু তৎসাক্ষিত্বরূপ মলরহিত ।

ইদমিথ্যমিদং নেথমিতি নিশ্চীয়তে তু যৎ ।

স সি বুদ্ধিময়ো ভাব আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ ॥ ৭

অন্বয়—ইদং ইথম্ ইদং ন ইথম্ ইতি তু যৎ নিশ্চীয়তে, সঃ ভাবঃ সি বুদ্ধিময়ঃ * * * ।

এই যে সম্মুখবর্তী ঘট, ইহা ঘটই বটে; এই যে সম্মুখবর্তী সর্প, ইহা সর্প নহে, রজ্জু; এইরূপ যে নিশ্চয় হয়, তাহা বুদ্ধিজনিত বিকার। আত্মা, বুদ্ধি ও বুদ্ধিবৃত্তিরূপ উপাধিবর্জিত; এইহেতু তৎসাক্ষিত্বরূপ মলরহিত ।

জ্ঞত্বকর্তৃত্বভোক্তৃত্বব্যবহাতকতাদয়ঃ ।

অহঙ্কারভবা ভাষা আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ ॥ ৮

অন্বয়—জ্ঞত্ব-কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব-ব্যবহাতকতাদয়ঃ, ভাষাঃ অহঙ্কার ভবাঃ * * * ।

জ্ঞানেন্দ্রিয়ব্যাপারের, কর্তৃত্বের অভিমান ও কর্মেন্দ্রিয়ব্যাপারের কর্তৃত্বের অভিমান, এই দুই অভিমান বিজ্ঞানময়কোশের সহিত তাদাত্ম্য হইতে উৎপন্ন হয়। ‘আমি ভোক্তা’ এইরূপে অভিমান আনন্দময়

কোশের সহিত তাদাত্ম্যজনিত । ‘আমি বধ্য’ এইরূপে অভিমান, স্থল শরীরের সহিত তাদাত্ম্য হইতে উৎপন্ন । এই সকল অভিমান, এবং ‘আমি ঘাতক’ এইরূপ, ও অন্ত্যাত্ম অভিমানরূপ বিকার, অহংকার হইতে উৎপন্ন হয় । আত্মা, অহংকার ও তদ্ভূতিরূপ উপাধিরহিত, সেইহেতু, উক্ত উপাধির সাক্ষীও নহেন, সূতরাং আত্মা শুদ্ধ ।

স্মৃতিঃ পূর্বানুভূতস্য প্রত্যভিজ্ঞা চ তাদৃশী ।

এতে চিন্তভবা ভাবা আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ ॥ ৯

অর্থ—পূর্বানুভূতস্য স্মৃতিঃ, তাদৃশী প্রত্যভিজ্ঞাচ, এতে ভাবাঃ চিন্তভবাঃ * * ।

যে পদার্থ পূর্বে অনুভবগোচর হইয়াছে, তাহার স্মৃতি বা উদ্ভূত সংস্কারমাত্রজ্ঞ জ্ঞান, এবং সেইরূপ প্রত্যভিজ্ঞাবৃত্তি বা ‘সেই হস্তী এই’ এইরূপে প্রত্যক্ষজ্ঞানের সামগ্রী সহিত সংস্কারজ্ঞ জ্ঞান, (ও অনুভব নামক বৃত্তি) এই সকল বিকার, চিন্ত নামক অন্তঃকরণবৃত্তি হইতে উৎপন্ন । আত্মা, চিন্ত ও তদ্ভূতিরূপ উপাধিহারা অস্পৃষ্ট ; অতএব তৎসমুদয়ের সাক্ষিরূপ মলও আত্মাতে নাই ।

যে বিশ্বতৈজসপ্রাজ্ঞা জাগ্রৎস্বপ্নশুশ্রুষু ।

অবস্থান্তেদজ্ঞা ভাবা আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ ॥ ১০

অর্থ—জাগ্রৎস্বপ্নশুশ্রুষু যে বিশ্বতৈজসপ্রাজ্ঞাঃ (সত্ত্বি), (তে) অবস্থান্তেদজ্ঞাঃ ভাবাঃ (জ্ঞেয়াঃ),

ইন্দ্রিয়দ্বারা অর্থোপলব্ধিরূপ জাগ্রদবস্থায়, নিদ্রায় ইন্দ্রিয়সকল বিলীন হইলে, জাগ্রৎকালীন সংস্কারজনিতপ্রত্যয়নামক স্বপ্নে, ও ইন্দ্রিয়গণ স্বকারণাজ্ঞানে লয়প্রাপ্ত হইলে, স্বকারণাজ্ঞানমাত্ররূপ সুশুপ্তাবস্থায়, যথাক্রমে জাগ্রদভিমানী বিশ্ব, স্বপ্নাবস্থাত্তিমানী তৈজস, ও সুশুপ্তাভিমানী

প্রাজ্ঞ, এই বিকারগুলি, জাগ্রদাদি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা হইতে উৎপন্ন।
আত্মা ঐ সকল উপাধির অতীত, সেই হেতু তৎসাক্ষিভূতরূপমলছারা অস্পষ্ট ।

নিজালস্যং প্রমাদশ্চ পরিমোহো বিবাদকঃ ।

এতে তমোভবা ভাবা আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ ॥ ১১

অন্বয়—নিজা, আলস্যং প্রমাদঃ পরিমোহঃ বিবাদকঃ চ এতে ভাবা
তমোভবাঃ * * ।

স্বযুগ্ম, কর্তব্যাকর্তব্যো অমুৎসাহপূর্বক উপেক্ষা, কর্তব্যের অক্ষুরণ
ও অকর্তব্যের ক্ষুরণ, হিতাহিতের অক্ষুরণ, বিপরীতাচরণজনিত অমুতাপ
এই সকল বিকার তমোগুণ হইতেই উৎপন্ন হয়। আত্মা ইত্যাদি
(পূর্ববৎ) ।

শমো বিবেকঃ সৌম্যত্বং প্রকাশশ্চ প্রসন্নতা ।

এতে সত্ত্বময়া ভাবা আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ ॥ ১২

অন্বয়—নিশ্চয়োজ্ঞান ।

শ্রবণমননাদিভিন্ন অথ বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণের বিরতিরূপ শান্তি,
বিচার, বিক্ষেপরাহিত্য, পদার্থসমূহের সখ্যায় ক্ষুরণ, ক্ষোভশূন্যতা হেতু
আত্মস্বথের ক্ষুরণ, এইগুলি সত্ত্বগুণেরই বিকারঃ (অবশিষ্ট পূর্ববৎ ।)

লোভশ্চঞ্চলতাক্ষাণামারম্ভঃ কৰ্ম্মণামপি ।

এতে রজোভবা ভাবা আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ ॥ ১৩

অন্বয়—লোভঃ অক্ষানাম্ চঞ্চলতা, কৰ্ম্মণাম্ আরম্ভঃ অপি, এতে
ভাবাঃ রজোভবাঃ * * * ।

অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তির ও প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণের জন্ত অতিচেষ্টা, ইন্দ্রিয়-
গণের অদৈর্ঘ্য, বিবিধকর্মে উৎসাহ, প্রভৃতি বিকারসমূহ রজোগুণ
হইতে উৎপন্ন হয়। (অবশিষ্ট পূর্ববৎ) ।

বিধিঞ্চ প্রতিবেদ্যেচ্চ ধর্ম্মাধর্ম্মো শুভাশুভম্ ।

কর্তৃত্বভাবিতা ভাবা আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ ॥ ১৪

অর্থ—নিপ্রয়োজন ।

প্রবর্তক শাস্ত্রবাক্যরূপ বিধি, নিবর্তকশাস্ত্রবাক্যরূপ নিষেধ, স্ববর্ণাশ্রমবিহিত কর্তব্য, স্ববর্ণাশ্রমে বান্ধব বিহিত হয় নাই—এইরূপ কর্ম্ম, পুণ্য-কর্ম্ম, পাপকর্ম্ম, প্রভৃতি বিকারসমূহ আত্মায় অধ্যাত্ত কর্তৃত্ব দ্বারাই উদ্ভাবিত হয় । (অবশিষ্ট পূর্ববৎ) ।

কৃতিঃ কার্যাক্ষ করণং তত্র চেচ্চৈঃ পৃথগ্বিধাঃ ।

কর্তৃত্বশ্রানুগা ভাবাঃ আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ ॥ ১৫

অর্থ—সরল ।

ছেদনাদিরূপ ক্রিয়া, সেই ছেদনাদি ক্রিয় দ্বারা ব্যাপ্ত তৃণাদিরূপ কর্ম্ম; সেই ছেদনাদি ক্রিয়সাধন হস্তরূপ করণ, এবং সেই সকল লইয়া বিবিধ-প্রকার চেষ্টা বা বাণ্যার, ইত্যাদি প্রকার বিকারসকল আত্মায় অধ্যাত্ত কর্তৃত্বকেই আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয় । (অবশিষ্ট পূর্ববৎ) ।

শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসো গন্ধশ্চ পঞ্চমঃ ।

পঞ্চভূতোদ্ভবা ভাবাঃ আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ ॥ ১৬

অর্থ—সরল ।

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—এই পাঁচটি যথাক্রমে আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথ্বী এই পঞ্চভূতেরই বিকার । (অবশিষ্ট পূর্ববৎ) ।

আকাশমনিলস্তেজস্তোয়মুর্বাচ পঞ্চমী ।

পঞ্চভূতময়া ভাবা আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ ॥ ১৭

অর্থ—সরল ।

আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথ্বী এইগুলি অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূতেরই বিকার । (অবশিষ্ট পূর্ববৎ) ।

শ্রোত্রং ত্বঙ্নয়নং জিহ্বা গন্ধগ্রাহক পঞ্চমঃ ।

জ্ঞানেন্দ্রিয়ময়া ভাবা আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ ॥ ১৭

অথ—সরল ।

কর্ণ, ত্বক্, নেত্র, জিহ্বা ও স্বাণেন্দ্রিয় এই পাঁচটি, জ্ঞানেন্দ্রিয়রূপ বিকার;
(শ্রোত্র আকাশের কার্য ও শব্দজ্ঞানের করণ; ত্বক্ বায়ুর কার্য
এবং স্পর্শজ্ঞানের করণ; নেত্র ভেদের কার্য এবং রূপজ্ঞানের করণ;
জিহ্বা জলের কার্য এবং রসজ্ঞানের করণ; ও গন্ধগ্রাহ বা স্বাণেন্দ্রিয়
পৃথীর কার্য এবং গন্ধজ্ঞানের করণ) । (অবশিষ্ট পূর্ববৎ) ।

বাকৃপাণিপাদৌ পায়ুষ্ট তথোপনৃষ্ট পঞ্চমঃ ।

কর্মেন্দ্রিয়ময়া ভাবা আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ ॥ ১৯

অথ—সরল ।

শব্দোচ্চারণক্রিয়ার করণ বাগিন্দ্রিয়, আদানত্যাগক্রিয়ার করণ
হস্ত, গমনাগমন ক্রিয়ার করণ চরণ, মলত্যাগ ক্রিয়ার করণ পায়ু,
মৈথুন ক্রিয়ার করণ জনেন্দ্রিয়, এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়রূপ বিকার ।
(অবশিষ্ট পূর্ববৎ) ।

ধ্বনিবর্ণবিভেদা য আহতানাহতাদয়ঃ ।

শব্দভেদময়া ভাবা আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ ॥ ২০

অথ—নিপ্ররোজন ।

বিবিধপ্রকার ধ্বনি বা অসংস্কৃত, এবং বর্ণ বা বাক্তনাদ (অসংযুক্ত ও
সংযুক্তবর্ণ), ভেদী প্রভৃতি যন্ত্রে আঘাত দ্বারা উৎপন্ন শব্দ, স্বতঃ উৎপন্ন
শব্দ অর্থাৎ কর্ণকূহর রুদ্ধ করিলে শরীরভাস্ত্রে যে পঞ্চভূতোদ্ভব শব্দ
শুনা যায়, সেই অনাহত শব্দ, (মেঘাদিতে উৎপন্নশব্দ) ইত্যাদি শব্দ,
আকাশভাগ বলিয়া প্রসিদ্ধ শব্দেরই ভেদ, বিকার মাত্র । (অবশিষ্ট পূর্ববৎ) ।

নিষাদর্ষভগাক্ষারষড়্জমধ্যমধৈবতাঃ ।

স্বরভেদময়া ভাবা আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ ॥ ২১

অথ—সরল ।

নিষাদ, ঋষভ, গাঙ্কার, ষড়্জ, মধ্যম, ধৈবত ও ('পঞ্চম' নামক সপ্তম) এইগুলি স্বরের অর্থাৎ অব্যক্ত নানাদের ভেদবিকার । (অবশিষ্ট পূর্ববৎ) ।

শীতোষ্ণমৃদুকাঠিন্য তীক্ষ্ণরূক্ষাদিভেদতঃ ।

স্পর্শভেদময়া ভাবা আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ ॥ ২২

অথ—স্পষ্ট ।

শীত, উষ্ণ, মৃদু, কঠিন, তীক্ষ্ণ, রূক্ষ ইত্যাদি বিকারসমূহ (প্রথমস্থানে 'তস্') বায়ুর গুণ স্পর্শেরই বিকার । (অবশিষ্ট পূর্ববৎ) ।

রক্তং পীতং সিতং কৃষ্ণং হরিতং চিত্রমিত্যপি ।

রূপভেদময়া ভাবা আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ ॥ ২৩

অথ—সরল ।

রক্ত, পীত, শ্বেত, কৃষ্ণ, হরিত, ও° মিশ্রবর্ণ এইগুলি, তেজের গুণ বলিয়া প্রসিদ্ধ, রূপেরই বিবিধ বিকার । (অবশিষ্ট পূর্ববৎ) ।

কটুঃ কষায়ো মধুরো লবণৈশ্চ তিক্তকঃ ।

রসভেদময়া ভাবা আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ ॥ ২৪

অথ—সরল ।

কটু, কষায়, মধুর, লবণ, অম্ল, তিক্ত এইগুলি জলের গুণ বলিয়া প্রসিদ্ধ, রসেরই বিবিধ বিকার । (অবশিষ্ট পূর্ববৎ) ।

চিত্রাঃ পরিমলামোদসৌরভাসৌরভাদয়ঃ ।

গন্ধভেদময়া ভাবা আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ ॥ ২৫

অথ—পরিমলামোদসৌরভাসৌরভাদয়ঃ চিত্রাঃ ভাবাঃ গন্ধভেদময়াঃ ।
(অবশিষ্ট পূর্ববৎ) । অথবা ‘চিত্রাপরিমলেতি’ পাঠ—চিত্রগন্ধঃ ব্যঞ্জনাদীনাং,
অপরিমলঃ সামান্যসুগন্ধঃ, এইরূপে গ্রহণ করিতে হইবে ।

পরিমল বা জনমনোহর গন্ধ, আমোদ বা দূরগামী গন্ধ, সৌরভ বা
সুগন্ধ, অসৌরভ বা দুর্গন্ধ ইত্যাদি বিচিত্ররূপ বিকার সমূহ, পৃথিবীর
শুণ বলিয়া ঐসিদ্ধ গন্ধেরই বিকার । সেই গন্ধ পঞ্চাকৃত হওয়াতেই
বিবিধরূপ ধারণ করিয়াছে । (অবশিষ্ট পূর্ববৎ) ।

জরাযুজাশুজশ্বেদসন্তুবোদ্ধিজ্জকাদয়ঃ ।

প্রাণিভেদময়া ভাবা আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ ॥ ২৬

অথ—সরল । পাঠান্তরে—(‘যোনিভেদভবাঃ ভাবাঃ’) ।—

গোমমুষাদির ঞ্চায় জরাযুজাতপ্রাণী, পক্ষী প্রভৃতির ঞ্চায় অশুভ
প্রাণী, বৃকমংকুণাদির ঞ্চায় শ্বেদজাত (উষ্ণার্জ বস্ত্রজাত) প্রাণী, ও উদ্ভিজ্জ
ইত্যাদি বিকারসমূহ, প্রাণীরই বিকার । (অথবা উৎপত্তিকারণের ভেদ-
বিকার) । (অবশিষ্ট পূর্ববৎ) ।

সসুরাসুরগন্ধর্ববিষকরক্ষোণরাদয়ঃ ।

জীবজাতিময়া ভাবা আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ ॥ ২৭

অথ—স্পষ্ট ।

দেবতা, অসুর, দেবগায়ক বা গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, রাক্ষস, মনুষ্য প্রভৃতি,
বিকারকল্পিত দেহজাতি হইতে সমুৎপন্ন । (অবশিষ্ট পূর্ববৎ) ।

শৈববৈষ্ণবসাবিত্রশাক্তগাণপতাদয়ঃ ।

ইন্দ্ৰদৈবতজা ভাবা আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ ॥ ২৭

অথ—স্পষ্ট ।

শিবোপাসক, বিষ্ণুপাসক, শৃংগোপাসক, শক্ত্যুপাসক, গণেশোপাসক

ইত্যাদি ভাব, উপাসকদিগের নিজ নিজ প্রিয় দেবতা হইতেই উৎপন্ন।
আত্মা সেই-সেই ইষ্টদেবতা-ও তত্ত্বপাসকরূপ উপাধিরহিত; অতএব
তত্ত্বসাক্ষিত্বমল্লরহিত।

বাসিষ্ঠগার্গ্যাশাণ্ডিল্যভার্গবাস্মিরসাদয়ঃ ॥

গোত্র-প্রবরজা ভাবী আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ ॥২৯

অর্থঃ—স্পষ্ট।

বাসিষ্ঠ, গার্গ্য, শাণ্ডিল্য, ভার্গব, অস্মিরস, প্রভৃতি ভাব, গোত্র ও প্রবর
হইতে উৎপন্ন। আত্মা সেই-সেই-উপাধিবর্জিত। আত্মাতে সেই
উপাধিসাক্ষিত্বও নাই।

পৌরাণিকশ্চান্দসিকজ্যোতির্বিদ্ভিষগাদয়ঃ।

কিত্বাবৃত্তিভবা ভাবা আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ ॥৩০

অর্থঃ—স্পষ্ট।

পুরাণবিদ্যোপজীবী, বেদবিদ্যোপজীবী, জ্যোতিঃশাস্ত্রোপজীবী,
বৈদ্যবিদ্যোপজীবী, এই সকল ভাব বিদ্যা ও জীবিকা হইতে উৎপন্ন।
(অবশিষ্ট পূর্ববৎ)।

প্রাচ্যোদীচ্য প্রতীচ্যাত্ম দাক্ষিণাত্যাদয়ঃ পরে।

যাগভেদোদ্ভবা ভাবা আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ ॥৩১

অর্থঃ—স্পষ্ট।

যজ্ঞে, পূর্বদিকের দ্বারাধিকারী বা প্রাচ্য, উত্তরদিকের দ্বারাধিকারী
বা উদীচ্য, পশ্চিমদিকের দ্বারাধিকারী বা প্রতীচ্য, প্রভৃতি, এবং
দক্ষিণদিকের দ্বারাধিকারী দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি অপৰূপ সকল ভাব, যজ্ঞের
এবং যজ্ঞনিমিত্ত দ্বারের ভেদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। (অবশিষ্ট পূর্ববৎ)।

ଚିତ୍ରକଲ୍ପେକକନ୍ତୁକା ବାଚକ: ପାଠକ: ପରେ ।

କ୍ରିୟାଭେଦତ୍ତବା ଭାବା ଆତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧୋ ନିରଞ୍ଜନ: ॥ ୧୧

ଅବସ୍ଥ—ଅପ୍ପଟ ।

ଚିତ୍ରକର, ଲେଖକ, ସୂତ୍ରଧର, ବାଚକ, ପାଠକ ପ୍ରଭୃତି ବୃତ୍ତିଧାରୀର ଭାବ, ବିବିଧ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟାର ଭେଦ ହୈତେ ଉତ୍ପନ୍ନ । (ଅବଶିଷ୍ଟ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତ) ।

ହେମଗୌରବିଶାଳାଙ୍କସିଂହସଂହନନାଦୟ: ।

କାୟସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଜ୍ଞା ଭାବା ଆତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧୋ ନିରଞ୍ଜନ: ॥ ୩୭

ଅବସ୍ଥ—ଅପ୍ପଟ ।

ସୁବର୍ଣ୍ଣକାନ୍ତି, ଦୀର୍ଘନେତ୍ର, ସିଂହେର ଗ୍ରୀବ ଉଚ୍ଚବକ୍ତ୍ର ଓ ଉଚ୍ଚବକ୍ତ୍ର କିଷ୍କା ବଳିଷ୍ଠ, ପ୍ରଭୃତି ଭାବ ଦେହସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହୈତେ ଉତ୍ପନ୍ନ । (ଅବଶିଷ୍ଟ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତ) ।

ମୁକାଙ୍କ ପଦ୍ମବନ୍ଧିର କାଶ କଞ୍ଜାଙ୍କକାଦୟ: ।

କାୟବୈରୂପ୍ୟଜ୍ଞା ଭାବା ଆତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧୋ ନିରଞ୍ଜନ: ॥ ୩୮

ଅବସ୍ଥ—ଅପ୍ପଟ ।

ବାକ୍ସକ୍ତିହୀନ, ଉଭୟ ଚକ୍ଷୁହୀନ, ପାଦରହିତ, ଶ୍ରୋତ୍ରହୀନ, ଏକନେତ୍ରହୀନ, ବିଢାଳାଙ୍କ, (କେକର ବା ତିର୍ଯ୍ୟାନ୍ତନେତ୍ର, କୁଞ୍ଜ) ପ୍ରଭୃତିର ଭାବ ଶରୀର ବିରୂପତାର ଭେଦମାତ୍ର । (ଅବଶିଷ୍ଟ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତ) ।

ପାତାଳଂ ବସୁଧା ସ୍ବର୍ଗୋ ମହତ୍ତ୍ବପୋଜନାଦୟ: ।

ଲୋକ ଭେଦତ୍ତବା ଭାବା ଆତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧୋ ନିରଞ୍ଜନ: ॥ ୩୯

ଅବସ୍ଥ—ଅପ୍ପଟ ।

ପାତାଳ, ନରଲୋକ, ଦେବଲୋକ, ମହର୍ଲୋକ, ତପୋଲୋକ, ଜନଲୋକ, (ଗୋଲୋକ ପ୍ରଭୃତି), ଲୋକଭେଦ, ବିକାରମାତ୍ର । (ଅବଶିଷ୍ଟ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତ) ।

ସିଂହ ବାଘ ବରାହାର୍କହରିଗମ୍ଭୀରାଦୟଃ ।

୧ ପଶୁଭେଦଭବା ଭାବା ଆତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧୋ ନିରଞ୍ଜନଃ ॥ ୧୬

ଅନ୍ବୟ—ସ୍ପଷ୍ଟ ।

ସିଂହ, ବାଘ, ବରାହ, ଭଲୁକ, ହରିଣ, ବାନର ପ୍ରଭୃତି, ପଶୁହେର ଭେଦ, ବିକାରମାତ୍ର । (ଅବଶିଷ୍ଟ ପୂର୍ବବତ୍) ।

ଭଗବତ୍ସଂସାରମୋହାଦିଃସ୍ତ୍ରୀମଞ୍ଜୁଂସାଦୟଃ ପରେ ।

ଧାତୁଭେଦଭବା ଭାବା ଆତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧୋ ନିରଞ୍ଜନଃ ॥ ୧୭

ଅନ୍ବୟ—ସ୍ପଷ୍ଟ ।

ଚର୍ମ, ରକ୍ତ, ମାଂସ, ଚର୍ମି, ହାଡ଼, ମଞ୍ଜା, ଶୁକ୍ର, ଇତ୍ୟାଦି, ଓ ସେହିରୂପ ଅପରାମର ଭାବ, ଧାତୁଭେଦ ହିତେ ଉତ୍ପନ୍ନ । (ଅବଶିଷ୍ଟ ପୂର୍ବବତ୍) ।

ପ୍ରାଣାପାନସମାନାଞ୍ଚୋଦାନବ୍ୟାନୋ ଚ ପଞ୍ଚ ତେ ।

ପ୍ରାଣଭେଦଭବା ଭାବା ଆତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧୋ ନିରଞ୍ଜନଃ ॥ ୧୮

ଅନ୍ବୟ—ସ୍ପଷ୍ଟ ।

ପ୍ରାଣ, ଅପାନ, ସମାନ, ଉଦାନ ଓ ବ୍ୟାନ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଭାବ ପ୍ରାଣଭେଦ ହିତେ ଉତ୍ପନ୍ନ । (ଅବଶିଷ୍ଟ ପୂର୍ବବତ୍) ।

ନାଗଃ କୂର୍ମଃଚ କୃକରୋ ଦୈବଦନ୍ତୋ ଧନଞ୍ଜୟଃ ॥

ଉପପ୍ରାଣମୟା ତାକ୍ଷ ଆତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧୋ ନିରଞ୍ଜନଃ ॥ ୧୯

ଅନ୍ବୟ—ସ୍ପଷ୍ଟ ।

ନାଗ ନାମକ ନେତ୍ରୋନ୍ମୀଳନକର ବାୟୁ, କୂର୍ମ ନାମକ ନିର୍ମାଳନକର ବାୟୁ, କୃକର ନାମକ କୁଂଟକର ବାୟୁ, ଦୈବଦନ୍ତ ନାମକ ଜୃଞ୍ଜନକର ବାୟୁ, ଧନଞ୍ଜୟ ନାମକ ପୋଷଣକର ବାୟୁ (ସାହା ଯୁକ୍ତ ଶରୀରେଷୁ ବିଦ୍ଧିମାନ ଧାତବ)—ଏହି ଭାବଗୁଣି ଉପପ୍ରାଣଭେଦ ହିତେ ଉତ୍ପନ୍ନ । (ଅବଶିଷ୍ଟ ପୂର୍ବବତ୍) ।

জ্বরাস্মারকুষ্ঠানি বাতপিত্তকফাদয়ঃ ।

ধাতুবৈষম্যজা ভাবা আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ ॥৪০

অথ—স্পষ্ট ।

জ্বর, মূছারোগ (মৃগী), কুষ্ঠ, বায়ু, পিত্ত, কফ প্রকৃতি ভাব ধাতু-
বৈষম্য হইতে উৎপন্ন হয় । (অবশিষ্ট পূর্ববৎ) ।

পিঙ্গলেড়া স্নুয়ুমা চ গাক্ষারী হস্তিকাদয়ঃ ॥

নাড়ীভেদভবা ভাবা আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ ॥৪১

অথ—স্পষ্ট ।

ইড়া, পিঙ্গলা, স্নুয়ুমা, গাক্ষারী, হস্তিকা প্রকৃতি ভাব নাড়ীভেদ হইতে
উৎপন্ন । (অবশিষ্ট পূর্ববৎ) ।

উৎক্রান্তিগত্যাগতয়ো যা স্বর্গনরক প্রদাঃ ।

লিঙ্গভেদোদ্ভবা ভাবা আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ ॥৪২

অথ—যাঃ স্বর্গনরক প্রদাঃ উৎক্রান্তিগত্যাগতয়ঃ, তে লিঙ্গভেদোদ্ভবাঃ
ভাবাঃ ; (অবশিষ্ট পূর্ববৎ) ।

উদানবায়ুকে আশ্রয় করিয়া শরীরপরিচ্যাগের উপক্রম, লোকান্ত-
রাভিমুখে গমন, নরকে বা ইহলোকে আগমন, ইত্যাদি যে সকল স্বর্গমুখ-
প্রদ বা নরকদুঃখপ্রদ ভাব আছে, তাহারা লিঙ্গশরীরের বিবিধ অবস্থা
হইতে উৎপন্ন, অর্থাৎ সজ্জাদিগুণের উদ্বেক্ষবশতঃ পূর্ব পূর্ব অবস্থা
পরিচ্যাগপূর্বক অত্র অত্র অবস্থা গ্রহণজনিত । (অবশিষ্ট পূর্ববৎ) ।

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্র ইত্যেবমাদয়ঃ ।

বর্ণভেদভবা ভাবা আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ ॥৪৩

অথ—স্পষ্ট ।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ইত্যাদি ভাব বর্ণের অর্থাৎ গুণকৃত স্বভাবের ভেদ হইতে উৎপন্ন । (অবশিষ্ট পূর্ববৎ) ।

ব্রহ্মচারী গৃহী বানপ্রস্থো ভিক্ষুরিতিক্রমাৎ ।

আশ্রমপ্রভবা ভাবা আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ ॥ ৪৪

অর্থ—স্পষ্ট ।

ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ, ভিক্ষু—এই ক্রমাত্মবর্তী ভাব সকল, আশ্রম-ভেদ হইতে উৎপন্ন । (অবশিষ্ট পূর্ববৎ) ।

কাপালিকীঃ ক্ষপণকাঃ স্বেচ্ছাচারী দিগম্বরীঃ ।

পাথগুপ্রভবা ভাবা আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ ॥ ৪৫

অর্থ—স্পষ্ট ।

মুণ্ডমালা ও এক কর্ণে অস্থিকুণ্ডল, ইত্যাদি বৈষম্যী কাপালিক, পরমারণক্রিয়ারত ক্ষপণক, সন্ন্যাসধর্মরহিত অথচ সন্ন্যাসবৈষম্যী স্বেচ্ছাচারগণ, মাধ্যমিক নামক নাস্তিক দিগম্বর, এই সকল ভাব পাথগু বা বেদবাহ্য নাস্তিক ভাব হইতে উৎপন্ন । (অবশিষ্ট পূর্ববৎ) ।

মমতা সন্মতা মূঢ়ৈর্ন মতা সমতাস্থিতৈঃ ।

সোপ্যহস্তান্তবো ভাব আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ ॥ ৪৬

অর্থ—মমতা মূঢ়ৈঃ (মূঢ়ানাং) সন্মতা, সমতাস্থিতৈঃ (-স্থিতিনাং) ন মতা, সঃ (মমত্বেষ্টীকরণানিষ্টীকরণরূপঃ) অপি ভাবঃ অহস্তান্তবঃ ; (অবশিষ্ট পূর্ববৎ) ।

মমতা মূর্খদিগের স্নানভীষ্ট, কিন্তু বাঁহারা ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট প্রার্থনীয় নহে । সেই মমতার অঙ্গীকার ও পরিত্যাগ-রূপ ভাব, অহস্তা অর্থাৎ অহঙ্কার হইতেই উৎপন্ন । অন্তরাত্মা মমতা-মমত্বসাকী উক্ত উপাধিধর্যবিবর্জিত ; সেই হেতু শুদ্ধ ; এবং শুদ্ধ বলিয়া, সেই সাক্ষিত্বরূপ মলবারা অস্পষ্ট ।

অহস্তামমতে' ধীমন্নুভে মাতৃনুভে অপি ।

ভে পরস্পরকুটিনো' তদেকামপি মা স্পৃশ ॥ ৪৭

অর্থ—হে ধীমন্ উভে অহস্তামমতে মাতৃনুভে অপি, পরস্পরকুটিনো' (দুতিকে স্তঃ), তৎ (তন্মাৎ) একাম্ অপি মা স্পৃশ ।

হে বিবেকী শিষ্য, সেই অহস্তা ও মমতা উভয়েই পরস্পর মাতা ও স্নাতাসম্বন্ধে সঞ্চক হইলেও, উভয়েই উভয়ের কুটিনী বা দুতিকার কার্য্য করে, অর্থাৎ কখন অহস্তা হইতে মমতার উৎপত্তি, কখন বা মমতা হইতে অহস্তার উৎপত্তি এবং এক অপরের প্রেরিকা হয়। সেইহেতু তত্ত্বভয়ের কাহাকেও স্পর্শ (গ্রহণ) করিওনা, উভয়ই অন্তর্নিহিত, একের প্রত্যয়ে অপরের বৃদ্ধি ।

সর্ব্বৈ ভাবাঃ প্রলীয়ন্তে যস্মিন্ ভাবে সমুদগতে ।

সোহপি বোধময়ো ভাব আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ ॥ ৪৮

অর্থ—যস্মিন্ ভাবে সমুদগতে (সতি), সর্ব্বৈ ভাবাঃ প্রলীয়ন্তে, সঃ অপি বোধময়ঃ ভাবঃ ; আত্মা শুদ্ধঃ নিরঞ্জনঃ (ভবতি) ।

বিদ্বজ্জনপ্রসিদ্ধ যে 'বিবুদ্ধসত্ত্ব' নামক বিকার সমুৎপন্ন হইলে, অপর সমস্ত বিকার বিনাশপ্রাপ্ত হয়, সেই সর্ব্ববিকারক্ষয়কারী বিকারও জ্ঞানময়। সেই বিবুদ্ধসত্ত্বের ও তাহার কার্য্যের, অর্থাৎ বোধের, সাক্ষী, হইলেও, অন্তরাত্মা সেই উপাধিহীনবর্জিত, এবং সেইহেতু তত্ত্বভয়ের সাক্ষিত্বমূল রহিত ।

যত্র বোধময়ো ভাবো নাস্তি ভাবে সমুদগতে ।

স হি শূন্যময়ো ভাব আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ ॥ ৪৯

অর্থ—যত্র ভাবে সমুদগতে (সতি), বোধময়ঃ ভাবঃ নাস্তি, সঃ হি শূন্য-ময়ঃ ভাবঃ । (অবশিষ্ট পূর্ব্ববৎ) ।

যে বিকার উৎপন্ন হইলে, সেই জ্ঞানরূপ বিকারও থাকে না (এবং সেই জ্ঞানের বিষয়ভূত জগৎও তিরোহিত হইয়া যায়), সেই বোধের ও বোধ্য জগতের অভাবরূপ বিকারকে, শূন্যময় বলিয়া বুঝিবে। সেই শূন্যসাক্ষী কূটস্থ চিন্মাত্ররূপ অন্তরাত্মা, শূন্যোপাধিরহিত, অতএব শুদ্ধ,—শূন্যসাক্ষিত্বমলরহিত।

(শঙ্ক)। ভাল, দেহাদি সমস্ত জগৎপদার্থ, তাহার অভাবরূপ শূন্য, এবং তদুভয়ের যে জ্ঞান প্রতীয়মান হয়, সকলই যদি অনান্যবস্ত্ত বলিয়া নিষিদ্ধ হইল, তবে তদ্রহিত, এবং তৎ সমুদয় হইতে ভিন্ন, আত্মা, কি প্রকার? (সমাধান)—

শূন্যশূন্যে সমে যস্মিন্ ভাবে চ সমতাং গতে।

স ভাব স্তৃমসি প্রাপ্ত আত্মা শুদ্ধো নিরঞ্জনঃ ॥ ৫০

অর্থ—যস্মিন্ সমে ভাবে, শূন্যশূন্যে চ সমতাং গতে (ভবতঃ), সঃ ভাবঃ প্রাপ্তঃ। নিরঞ্জনঃ শুদ্ধঃ আত্মা যঃ, সঃ স্তৃম্ অসি।

বিদ্বজ্জনপ্রত্যক্ষ, একরস, পারমার্থিক স্বরূপ, যে আত্মায়, জগতের অভাবরূপ শূন্য, এবং জগন্তাবরূপ অশূন্য, উভয়ই একরূপতা প্রাপ্ত হয়, সেই শূন্যশূন্য উভয়ের সারের প্রকাশক ভাব বা আত্মা, প্রাপ্ত, অর্থাৎ সর্বজ্ঞ (প্রকৃষ্ট জ্ঞ—প্রজ্ঞ+স্বার্থে অণ্)। আত্মা, স্বয়ং স্বরূপে সর্বত্র ব্যাপক, শূন্যশূন্য ও তৎসাম্যরূপ উপাধিবিবর্জিত, এবং এইহেতু শুদ্ধ—তৎ সাক্ষিত্বমলরহিত; তাহাই হইতেছে তুমি; কেননা পূর্বোক্ত সকল উপাধিই তোমা দ্বারা প্রকট, বলিয়া অমুভূত হইয়া থাকে।

অগ্রসিদ্ধ “নাসদাসীয হৃক্তে” (“দৃগ্ দৃশ্যবিবেকে”র মৎকৃত বঙ্গানুবাদের ১৬৩ পৃষ্ঠায় দৃষ্টব্য), পরমাত্মার শূন্যতা ও অশূন্যতা উভয়ই নিষিদ্ধ হইয়াছে, অতরাং তদুভয়ের সাম্য (যাহা তদুভয়ের অপেক্ষা রাখে, তাহাও)

নিষিদ্ধ হইয়াছে । 'অতএব তৎসমুদয়ের প্রকাশক আত্মস্বরূপকেই পারমার্থিক বা চরমসত্য বলিয়া নিশ্চয় করিতে হয় ।

নিরঞ্জনস্য দেবস্য পঞ্চাশৎকবিচারতঃ ।

নিরঞ্জনস্য দেবস্য নিরঞ্জনপদং ব্রজেৎ ॥ ৫১

অর্থ—স্পষ্ট ।

সর্বোপাধিবিনির্মুক্ত চিন্মাত্রস্বরূপ আত্মবিষয়ক এই পঞ্চাশটি শ্লোকের বিচার করিলে, সেই চিন্মাত্রস্বরূপ নিরূপাধি আত্মার স্বরূপ লাভ হয় । ইহাই এই প্রকরণবিচারের ফল ।

৩৭ । যমুনাষ্টকম্ ।

উজ্জ্বলা মধুরা শীতা পবিত্রা যমুনেব চিৎ ।

বিবিচ্য দৃষ্টা হি ময়া শ্যামিকা যাত্র স ভ্রমঃ ॥১

অর্থ—চিৎ যমুনা ইব উজ্জ্বলা, মধুরা, শীতা, পবিত্রা ; হি (যতঃ) সা তথা এব বিবিচ্য দৃষ্টা । অত্র বা শ্যামিকা, সঃ ভ্রমঃ ।

যমুনা যেমন নিশ্চলসলিলা, পবিত্রকারিকা, মিষ্টজ্বলা ও শীতলা, চৈতন্তও সেইরূপ নির্মলা—মায়াবিজ্ঞাদিমলরহিতা, পবিত্রকারিকা—রাগদ্বेषাদিমলশোধিকা, মধুরা—সুখরূপা, এবং শীতলা—তাপজ্বর-নিবর্তিকা । আমি সর্বোপাধি হইতে পৃথক করিয়া, চৈতন্তকে সেইরূপেই কল্পভব করিয়াছি । আর যমুনার যে নীলতা দৃষ্ট হয়, তাহা চৈতন্তে অজ্ঞানানুভবের স্থায় ভ্রম মাত্র ।

যত্বং বদসি চিদেবী নীরূপা তুজ্জ্বলা কথম্ ।

তয়া প্রক্ষালিতং পশ্যৎ নির্মলং হৃদয়ং মম ॥ ২

অর্থ—(হে শিষ্য) যৎ (যতঃ) ত্বং 'চিদেবী নীরূপা, তু কথং

উজ্জ্বলা (স্ত্রাৎ ইতি) বদসি, (তর্হি, ঙং) তয়া প্রক্ষালিতং মম নির্মলং
হৃদয়ং পশ্য।

হে শিষ্য, তুমি যে আশঙ্কা করিতেছ, ‘দেবী বা স্বয়ংপ্রকাশ-
মানা চিৎ (চৈতন্ত্য), সর্বপ্রকারে রূপবিহীনা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন ;
তিনি আবার উজ্জ্বল কি প্রকারে হইতে পারেন ?’—তবে বলি, তুমি
দেখ সেই চৈতন্ত্য আমার হৃদয়কে প্রক্ষালিত করিয়া নির্মল করিয়াছেন ।
মলিন জল অন্তের মলনিবর্তিকা হয় না ; সেইরূপ, চৈতন্ত্যে মল
 থাকিলে, তদ্বারা আনার অন্তঃকরণ কখনই নির্মল হইত না ।

যত্নং বদসি চিদেবী নীরসা মধুরা কথম্।

আশ্বাদয়ন্তি তাং নিত্যং রসিকাঃ শঙ্করাদয়ঃ ॥ ৩

অন্বয়—যত্নং (যতঃ) ‘তং চিদেবী নীরসা, তু কথং মধুরা (স্ত্রাৎ,
ইতি) বদসি, (তর্হি ঙং পশ্য) শঙ্করাদয়ঃ রসিকাঃ তাং নিত্যং আশ্বাদয়ন্তি ।

আর যেহেতু আশঙ্কা করিতেছ, সেই চিদেবী নীরসা—মধুরা
বৈষয়িকসুখবিবজ্জিতা, বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, তিনি আবার কি
প্রকারে মধুর হইতে পারেন ? তবে বলি—রসজ্ঞ শঙ্কর, বিষ্ণু প্রভৃতি
সেই চৈতন্ত্যকে নিরন্তর আশ্বাদন করিতেছেন । চৈতন্ত্য মধুর না
হইলে, রসিক শঙ্করাদির প্রীতির বিষয় হইত না ।

যত্নং বদসি চিদেবী নিঃস্পর্শা শীতলা কথম্।

পশ্য তস্যাঃ প্রসাদেন গতং তাপত্রয়ং মম ॥ ৪

অন্বয়—যত্নং (যতঃ) ‘তং চিদেবী নিঃস্পর্শা, কথং শীতলা স্ত্রাৎ’ (ইতি)
বদসি, (তর্হি ঙং) পশ্য, তস্যাঃ প্রসাদেন মম তাপত্রয়ং গতম্।

আর তুমি যে বলিতেছ, চিদেবী স্পর্শশূন্যরহিতা বলিয়া বর্ণিত
হইয়াছেন, তিনি কি প্রকারে শীতলা হইতে পারেন ? তবে দেখ, সেই

চৈতন্তের আবির্ভাবরূপ অহুগ্রহে, আমার আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই তাপত্রয় বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে ।

যত্নং বদসি চিদ্বেবৌ নিগুণা পাবনৌ কথং ।

তৎপবিত্রীকৃতান্ পশ্য কচদন্তশুকাদিকান্ ॥ ৫

অন্বয়—যৎ (যতঃ) ত্বং ‘চিদ্বেবৌ নিগুণা, কথং পাবনৌ স্তাৎ’ (ইতি) বদসি, তৎ (তর্হি) ত্বং কচদন্তশুকাদিকান্ পবিত্রীকৃতান্ পশ্য ।

আর তুমি! যে বলিতেছ চিদ্বেবৌ গুণরহিতা বলিয়া বর্ণিতা হইয়াছেন, তিনি কি প্রকারে পবিত্রকারিণী হইতে পারেন? তবে দেখ, বৃহস্পতির পুত্র কচ, অত্রির পুত্র দন্ত, ব্যাসের পুত্র শুক, এইরূপ আরও অনেকে সেই চৈতন্তের আবির্ভাবে পবিত্রীকৃত—মায়াবিচারাগাদিমলনাশে শুদ্ধীভূত—হইয়া গিয়াছেন ।

অথ শিষ্যঃ পৃচ্ছতি,—

অনন্তর শিষ্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

গুরো লাক্ষণিকৈরেব কিং লক্ষয়সি লক্ষণৈঃ ।

লক্ষণৈলক্ষয় স্বামিংস্তল্লক্ষ্যং লক্ষ্যতে যথা ॥ ৬

অন্বয়—হে গুরো কিং লাক্ষণিকৈঃ এব লক্ষণৈঃ (তৎ) লক্ষয়সি? হে স্বামিন্ তৎ লক্ষ্যং লক্ষণৈঃ লক্ষয় যথা (যথা) লক্ষ্যতে ।

হে হিতোপদেশক গুরো, ‘লক্ষণা’ করিয়া যাহা বুঝিতে হয়, কেবল এইরূপ চিহ্নদ্বারাই কেন সেই আত্মস্বরূপ বুঝাইতেছেন? হে স্বামিন্, সেই লক্ষ্য আত্মস্বরূপ, (সাক্ষাৎ) লক্ষণ দ্বারা বুঝান, যাহাতে (তাহা) বুঝিতে পারি। [“লক্ষণা”—“দৃগদ্রশ্য বিবেকে”র সংস্কৃত অনুবাদে ১০৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

অত্রোত্তরম্—

এই প্রশ্নের উত্তর দিবার অত্র শুক বলিতেছেন—

লক্ষ্যে লক্ষণবল্লক্ষ্যমিহ লক্ষ্যে ন লক্ষণম্ ।

বিলক্ষণমিদং লক্ষ্যং লক্ষণৈবাত্র লক্ষণম্ ॥ ৭

অর্থ—লক্ষ্যে লক্ষণবৎ (যথা লক্ষণানি সন্তি, তথা) ইহলক্ষ্যে লক্ষণং ন লক্ষ্যম্ । ইদং লক্ষ্যং বিলক্ষণম্ অত্র লক্ষণা এব লক্ষণম্ ।

সাধারণতঃ লক্ষণবোধ্য বস্তুতে যেমন লক্ষণ পাওয়া যায়, সেইরূপ এই আত্মস্বরূপ লক্ষ্যে, কোনও লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না, কারণ, লক্ষ্যবস্তুর অর্থাৎ আত্মস্বরূপ, অত্র লক্ষ্যবস্তুর মত নহে ; ইহা একেবারেই লক্ষণবিহীন, (যেহেতু ইহা নিগুণ, অরূপ, স্বপ্রকাশ ইত্যাদি) । এই হেতু এস্থলে কেবল ভাগভাগলক্ষণাই সেই লক্ষ্য বস্তুকে—আত্মস্বরূপকে, বুঝিবার উপায় । (অত্র লক্ষ্যবস্তুর পরপ্রকাশ বলিয়া, লক্ষণ দ্বারা বোধ্য ।) (ভাগভাগলক্ষণা—পূর্বোক্ত “দৃগ্‌দৃশ্য বিবেকে”র অনুবাদে ১০৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) ।

পয়সামলগন্তীরে শ্যামিকা ত্রাস্তিরূপিণী ।

ব্রহ্মণ্যমলগন্তীরেহপ্যবিজ্ঞা ত্রাস্তিরূপিণী ॥ ৮

অর্থ—অমলগন্তীরে পয়সি শ্যামিকা ত্রাস্তিরূপিণী, অমলগন্তীরে ব্রহ্মণি অপি অবিজ্ঞা ত্রাস্তিরূপিণী ।

নির্মল অগাধ জলে যে কালিমা দৃষ্ট হয়, তাহা ভ্রম ভিন্ন অত্র কিছুই নহে ; (অগাধতাই সেই কালিমা প্রতীতির হেতু, এবং নির্মলতাই সেই কালিমার মিথ্যাত্বের প্রমাণ) ; সেইরূপ অমলগন্তীর অর্থাৎ অবিজ্ঞাদিমগ্নরহিত এবং অনন্ত বা দেশকালাদিপরিচ্ছেদশূন্য ব্রহ্মে যে অজ্ঞান প্রতীত হয়, তাহা ত্রাস্তি ভিন্ন অত্র কিছুই নহে । এস্থলেও

চেতোরহিত চিন্মাত্রে অনন্ততাই অবিজ্ঞাপ্রতীতির হেতু, এবং নির্মল স্বপ্রকাশ চিন্মাত্রই অবিজ্ঞার মিথ্যাস্বের প্রমাণ ।

৩৮ । শিলাধেনুঘটকম্ ।

অনন্তকোটচন্দ্রাণাং চন্দ্রিকাভিঃ কৃতা কিমু ।

আহ্লাদরূপিনী দৃষ্টা ময়া ধেনুঃ শিলাময়ী ॥ ১

অর্থ—ময়া আহ্লাদরূপিনী শিলাময়ী ধেনুঃ দৃষ্টা ; সা কিমু, অনন্তকোটচন্দ্রাণাং চন্দ্রিকাভিঃ কৃতা ?

[ব্রহ্ম, চেতোরহিত চিন্মাত্রস্বরূপ বলিয়া, জড় ও স্বচ্ছ স্ফটিকশিলা-নির্মিত ধেনুর সহিত উপমিত হইয়াছেন । বিধাতুনিষ্পন্ন ধেনুশব্দে ‘সকল জগদানন্দকরী’ অর্থ পাওয়া যায় । “এব হ্যোবানন্দয়তি” (তৈ, উ, ২।৭।১) এই শ্রুতিবচনে সেই আনন্দকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে ।]

আমি যে আনন্দরূপিনী শিলাময়ী ধেনুটি দেখিয়াছি, সেটি কি অনন্তকোট ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত চন্দ্রের জ্যোৎস্নাবারা নির্মিত হইয়াছে ?

ন ধাবতি ন হন্ত্যেব ন খাদতি পিবত্যপি ।

স্বভাবনির্মলা মেঘঃ হৃষ্টিপুষ্টিমতী স্থিতা ॥ ২

অর্থ—ন ধাবতি, ন এব হন্তি, ন খাদতি, অপি ন পিবতি, সৎ ইয়ং স্বভাবনির্মলা, হৃষ্টিপুষ্টিমতী স্থিতা ।

সেই শিলাময়ী ধেনু গমন করেন না, কেননা শ্রুতি বলেন, তিনি “অপাণিপাদ”—তিনি হস্তপাদরহিত, এবং তাঁহার গন্তব্য দেশও নাই । তিনি হনন (হত্যা) করেন না, কেননা তাঁহার হত্যার যোগ্য অস্ত্র কেহই নাই, এবং তাঁহার কর্তৃত্বও নাই । তিনি ভোজন করেন না, কেননা তিনি নিত্যতৃপ্ত এবং তাঁহার ভোজ্য দৈত্যপ্রপঞ্চ আদৌ নাই । তিনি

পান করেন না, আনন্দরূপিনী বলিয়া নিতাতৃপ্তা। সেই শিলাধেহু স্বভাবতঃ শুদ্ধা, সেইহেতু সর্বদাই হৃষ্টিপুষ্টিমতী হইয়া রহিয়াছেন।

বান্ধীকি বর্ণনা করিয়াছেন, বশিষ্ঠের কামধেহুর প্রতি রোমকূপ হইতে সৈন্ত নিঃসৃত হইয়া বিশ্বামিত্রের দর্পচূর্ণ করিয়াছিল। আমাদের এই কামধেহুর প্রতাপ, তদপেক্ষা অনেক অধিক।

রোমরেখান্ন বিভ্রাস্তাস্তস্তা ব্রহ্মাণ্ডকোটয়ঃ।

তপর্ঘ্যস্তা স্থিতা ধেনুঃ স্বা কাশ্মীরশিলাময়ী ॥ ৩

অর্থ—তস্তাঃ রোমরেখান্ন ব্রহ্মাণ্ডকোটয়ঃ বিভ্রাস্তাঃ (হিতাঃ)। সা কাশ্মীরশিলাময়ী ধেনুঃ অপর্ঘ্যস্তা স্থিতা।

সেই শিলাধেহুর রোমকূপ সমূহে অর্থাৎ মায়াশবল ব্রহ্মসমূহে কোটি ব্রহ্মাণ্ড, ভ্রমণ করিতেছে অথবা ভ্রমকল্পিত হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই কাশ্মীরশিলাময়ী—ফটিকনির্মিতা—ধেনু পরিচ্ছেদরহিতা অর্থাৎ অনস্তা হইয়া রহিয়াছেন।

‘সেই ধেনুটি যে ফটিকময়, তাহা কি প্রকারে বুলিলেন?’—তদ্বত্তরে বলিতেছেন—

আয়াস্তি যাস্তি ধাবস্তি নৃণ্যস্তি চ হসস্তি চ।

• প্রতিবিন্দ্য জীবরূপান্তস্তা সা তু যথা স্থিতা ॥ ৪

অর্থ—তস্যাঃ (ধেনোঃ) জীবরূপাঃ প্রতিবিন্দ্যঃ, আয়াস্তি, যাস্তি, ধাবস্তি, নৃণ্যস্তি চ হসস্তি চ, সা তু যথা (পূর্বে তথাএব) স্থিতা।

সেই শিলাময়ী ধেনুর (অর্থাৎ সেই ফটিকাধিষ্ঠানে আবিস্কৃত) জীবাঙ্কতি প্রতিবিন্দ্য সমূহ, আসিতেছে, যাইতেছে, দৌড়িতেছে, হর্ষে নটের ত্রায় নৃত্য করিতেছে, এবং বৈষয়িক সুখলাভ হইলে, আপনাকে সুখী মনে করিয়া আবার হাস্যও করিতেছে। সেই জীবাঙ্কতি প্রতিবিন্দ্যসমূহ

আবিভূত হইলেও অথবা তিরোহিত হইলেও, সেই শিলাধেমু পূর্বের
ভ্রায় নির্বিকারই রহিয়াছেন ।

সেই পাষণময়ী ধেমু স্থলদৃষ্টিতে নীরস বলিয়া প্রতীত হন, কিন্তু
তিনি রসরূপা ।

নীরসাপি সূধ্যমিষ্টা নিগুণাপি প্রিয়া সতাম্ ।

নিরূপাপ্যতিকান্তা সা ময়া দৃষ্টা ন তু শ্রুতা ॥ ৫

অবয়—সা ধেমুঃ নীরসাপি সূধ্যমিষ্টা, নিগুণা অপি সকাং প্রিয়া,
নিরূপা অপি অতিকান্তা, সা ময়া দৃষ্টা, ন তু শ্রুতা ।

সেই ধেমু, যদ্যপি বৈষয়িকসুখবর্জিত অথবা ষড়্‌বিধরসবর্জিত,
তথাপি স্বয়ং সূধ্যরূপ বলিয়া অমৃতমধুর । শ্রুতি বলিতেছেন
“রসো বৈ সঃ” (তৈত্তিরীয়, উ, ২।৬।১) সেই ধেমু যদ্যপি,
সত্ত্বরজস্তমোরূপ ত্রিগুণবর্জিত, অথবা সূণীলহাদিগুণবর্জিত, তথাপি
যাঁহার তাঁহার স্বরূপনিশ্চয় করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট তিনি
পরম প্রেমের আশ্রয় । কেননা শ্রুতি বলিতেছেন, “অস্তি ব্রহ্মেতি
চেদেদ সন্তমেনং ততো বিহঃ” (তৈত্তিরীয়, উ ২।৬।১) সর্ববৈতের
অধিষ্ঠান, সর্বজগৎকর্তা, ও সর্বপ্রপঞ্চলয়ের আধারভূত, ব্রহ্ম আছেন,
এইরূপে যদি কেহ জানেন, তবে ব্রহ্মবিদগণ তাঁহার সেই
জ্ঞান হেতু, তাঁহাকে ব্রহ্মস্বরূপে পরমার্থসদাশ্রাবাপর (পরমপ্রেমাশ্রয়
আশ্রুরূপে অবস্থিত) বলিয়া মনে করেন । ইনি যত্নপি নিরাকারা,
তথাপি ইনি সূধ্যরূপা বলিয়া অতি কমলীয়া । এই ধেমুর কথা কেবল
শুনিয়াই, আমি তোমাকে উপদেশ করিতেছি না, আমি সাক্ষাৎ
অনুভব করিয়াই, তোমাকে বলিতেছি ।

বৎস তোমার কোতুল হইতেছে—কি প্রকারে তোমার সেই ধেমুর
দৃষ্টপান ঘটবে ? শুন—

অবন্তীমমৃতং নিত্যং জিহ্বয়া ব্রহ্মবিদ্যায়া ।

বৎসঃ শিলাময়োভূত্বা পিব ধেনুং শিলাময়ীম্ ॥ ৬

অর্থ—(হে শিবা ত্বং) শিলাময়ঃ বৎসঃ ভূত্বা, ব্রহ্মবিদ্যায়া জিহ্বয়া, নিত্যম্ অমৃতং অবন্তীঃ শিলাময়ীং ধেনুং পিব ।

হে বৎস, তুমি শিলাসদৃশ কূটস্থ চিহ্নপ ; সেইহেতু শিলাময়ী ধেনুর বৎস হইবার যোগ্য । অতএব সেইরূপ বৎস হইয়া (অথবা শিলার ত্বায় নিঃস্পন্দভাবে সমাধিনিমগ্ন হইয়া) ‘আমি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহি’ এই ব্রহ্মবিদ্যারূপ জিহ্বাভায়া,—স্বরূপস্থানুভবের • কারণরূপ ব্রহ্মবিদ্যা ভায়া—সেই নিরন্তর অমৃতনিঃস্রবিনী (শিলাসমনিঃস্পন্দরূপা) ব্রহ্মধেনুর স্তম্ভপান কর ।

৩৯। নিদ্রাপঞ্চকম্।

সর্বপ্রপঞ্চলয়ের আধার বলিয়া, ব্রহ্মই এখানে নিদ্রারূপে প্রতিপাদিত হইয়াছেন ।

ন সন্তি যন্তাং নিদ্রায়াং জাগ্রৎস্বপ্নশুপ্তয়ঃ ।

অবস্থাত্রয়রূপিণ্যঃ সর্বদ্বন্দ্ববিবর্জনাং ॥ ১

অর্থ—যন্তাং নিদ্রায়াং, সর্বদ্বন্দ্ববিবর্জনাং অবস্থাত্রয়রূপিণ্যঃ জাগ্রৎস্বপ্নশুপ্তয়ঃ ন সন্তি ;

যে নিদ্রায়, স্বতন্ত্রঃ, • মানাবমান, প্রভৃতি যাবতীকৃ দ্বন্দ্বের একান্ত অভাব দেখিয়া, বুদ্ধিতে পারা যায় যে, তাহাতে ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষ-
য়োপলব্ধিরূপ জাগ্রদবস্থা নাই, জাগ্রৎসংস্কারবাসনাবাসিত বুদ্ধিতে জাগ্রৎসংস্কারজনিত প্রতীয়করূপ স্বপ্নও নাই, কিম্বা, কেবল অজ্ঞানবিষয়িনী ও অজ্ঞানাবৃত স্মৃতিবিষয়িনী, সুষুপ্তিও নাই ;

গুণাতীততয়া তত্র তমোলেশো ন বিদ্যতে ।

স্বয়ংপ্রকাশরূপত্বাদপ্রকাশোহপি নাস্তি হি ॥ ২

অবয়—তত্র (নিদ্রায়াং) গুণাতীততয়া তমোলেশঃ ন বিদ্যাতে, স্বয়ং-প্রকাশরূপত্বাৎ অপ্রকাশঃ অপি নাস্তি হি ;

সেই নিদ্রা, গুণত্রয়ের অতীত বলিয়া, তাহাতে তমোগুণের লেশ-মাত্রও নাই, এবং তাহা স্বয়ংপ্রকাশ বলিয়া—জ্ঞেয় ন। ইহাও অপরোক্ষ-স্বভাব বলিয়া, তাহাতে অপ্রকাশও নাই, (কিম্বা দৃশ্যত্বও নাই) ; (সাধারণ নিদ্রায় তমোগুণেরই প্রাধান্য, এবং তাহা যে জ্ঞেয়, অর্থাৎ পরপ্রকাশ, তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ ।)

যৎ প্রাপ্তয়ে মহাপুণ্যাস্তপস্যাস্তি তপস্বিনঃ ।

বিচারয়ন্তি বিদ্বাংসো বেদাস্তবচনানি চ ॥ ৩

অবয়—যৎ প্রাপ্তয়ে মহাপুণ্যাস্তপস্যাস্তি তপস্বিনঃ তপস্ততি, বিদ্বাংসঃ বেদাস্ত-বচনানি বিচারয়ন্তি চ ;

যাঁহারা অন্তঃকরণশোধক অনেক পবিত্র কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, এইরূপ তপস্বীগণ, যে নিদ্রা লাভ করিবার উদ্দেশে, তপঃ আদি কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, এবং বিচারশীল লোকে, জীবব্রহ্মৈক্য তাৎপর্য্যাবধারণ করিবার নিমিত্ত, উপনিষদচর্চা বিচার করিয়া থাকেন ;

(ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, সে নিদ্রা সুলভও নহে, কিম্বা নিষ্ফলও নহে ।)

সুখভোগঃ ফলং নাত্র সৈবানন্দস্বরূপিণী ।

পুরুষার্থস্বরূপত্বান্ন কালক্ষেপরূপিণী ॥ ৪

অবয়—অত্র সুখভোগঃ ন ফলং, (যতঃ) সা এব আনন্দস্বরূপিণী ; (সা) ন কালক্ষেপরূপিণী, পুরুষার্থস্বরূপত্বাৎ ।

এ নিদ্রার প্রার্থনা, সুখের অমুভবের নিমিত্ত নহে, কেননা আনন্দই এ নিদ্রার নিজরূপ ; অর্থাৎ লৌকিক-নিদ্রায় যেমন অজ্ঞানাবৃত সুখের অমুভব ইহা থাকে এবং তাহাতে অমুভবিতা, অমুভব ও অমুভাব্যরূপ

ত্রিপুটী বিদ্যমান থাকে, এবং সেইহেতু, তাহা ঐশ্বর্য, এবং বৃত্তির বিষয়, এবং সেই কারণে অপারমার্থিক, এই নিদ্রা স্মৃতিরূপ বলিয়া, এবং ত্রিপুটীরহিত বলিয়া, পারমার্থিক।

আর লৌকিক নিদ্রাকে লক্ষ্য করিয়া লোকে যেমন বলে, “অর্দ্ধেক জনম মোর কাটানু নিদ্রায়”, “আধ-জনম হম নিথে গোয়ান্নিহু”, এ নিদ্রায় সেইরূপ আক্ষেপের কারণ নাই, কারণ, এই নিদ্রা পরমপুরুষার্থ-রূপ অর্থাৎ মোক্ষস্বরূপ বলিয়া, ইহা নৃত্বা কালক্ষেপ নহে।

সুলাভা শুদ্ধবোধানাং তুল্লাভা বিষয়াত্মনাম্।

সহজা মাধবাদীনাং সা নিদ্রা তু মহাফলম্ ॥ ৫

অর্থ—(সা নিদ্রা) শুদ্ধবোধানাং সুলাভা, বিষয়াত্মনাং তুল্লাভা, মাধবাদীনাং সহজা, সা নিদ্রা তু মহাফলম্।

ভাগত্যাগলক্ষণা দ্বারা, বিলুপ্তাংশ পরিত্যাগপূর্বক, যাহাদের শুদ্ধা-বিষয়ক জ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মিকের উপলব্ধি, হইয়াছে, তাহাদের নিকট এই নিদ্রা অনায়াসলভ্য; ভোগাবুদ্ধিবশতঃ জগৎপদার্থে যাহাদের মন নিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, তাহাদের নিকট এই নিদ্রা তুল্লাভ। আর বিষ্ণু, শিব প্রভৃতির পক্ষে এই নিদ্রা স্বাভাবিক; কেননা তাহারা শুদ্ধসত্ত্ব বলিয়া, এই নিদ্রাই তাহাদের প্রকৃতি; এইহেতু শাস্ত্রে এই নিদ্রা, যোগনিদ্রানামে পরিচিত। এই নিদ্রা লৌকিক নিদ্রা হইতে বিলক্ষণ। এই নিদ্রা সকল কষ্টের, সকল উপাসনার, এবং জ্ঞানের ফলস্বরূপ বলিয়া মহাফলস্বরূপ।

৪০ । অনুভবনবকম্ ।

স্বানন্দবোধগুরুভিঃ গুরুভিঃ নিরুক্তম্

স্বানন্দবোধঘনমেব মম স্বরূপম্ ।

স্বানন্দবোধঘনয়া কলয়া কয়াচিৎ

স্বানন্দবোধঘনমেব ময়ানুভূতম্ ॥ ১

অর্থ—'স্বানন্দবোধগুরুভিঃ গুরুভিঃ মম স্বরূপং স্বানন্দবোধঘনং (স্বঃ আত্মস্বরূপঃ যঃ আনন্দঃ তদভিন্ন যঃ বোধঃ চেতারহিতঃ চিন্মাত্রঃ, তেন ঘনং নিবিড়ং নিশ্চিদ্রম্) এব নিরুক্তং (মহাবাক্যদ্বারা ভাগ-
'ত্যাগলক্ষণয়া উপদিষ্টম্) । স্বানন্দবোধঘনয়া কয়াচিৎ কলয়া (সত্বেন অসত্বেন বা কেন অপি নির্দেষ্টম্ অশক্যা, অন্তঃকরণবৃত্তা)
ময়া (মম স্বরূপং) স্বানন্দবোধঘনম্ এব অনুভূতম্ ।

আত্মানন্দানুভববশতঃ গন্তীরস্ভাব গুরুদেব বুঝাইয়া দিলেন, যে
আত্মানন্দস্বরূপ নিবিড় চিন্মাত্রই আমার নিজরূপ । সেই আত্মানন্দ-
বোধক অথষ্টৈকরস এক অন্তঃকরণবৃত্তিবারা আমি অনুভব করিলাম,
আত্মস্বরূপ সেইরূপই বটে ।

শ্রদ্ধাভক্তিভূতাং বিশেষবিদ্যাং শিক্ষাবতাং যোগিনাম্

মিথ্যাবস্তুনি বস্তুতাং বিজহতাং ত্যাগে গতে গাঢ়তাম্ ।

সত্যে সত্যতয়া স্ফুরত্যবিরতং চিন্তে চমৎকারিণি

স্বৈরং স্ফুর্জতি নির্বিবক্লপরমানন্দস্বরূপো हरिः ॥ ২

অর্থ—শ্রদ্ধাভক্তিভূতাং বিশেষবিদ্যাং শিক্ষাবতাং, মিথ্যাবস্তুনি
বস্তুতাং বিজহতাং যোগিনাং ত্যাগে গাঢ়তাং গতে (সতি তেষাং) চমৎ-

কারিণি চিত্তে সত্যো সত্যতয়া অবিরতং ক্ষুরতি (সতি), নির্বিকল্প
পরমানন্দস্বরূপঃ হরিঃ সৈবং ক্ষুর্জতি।

যাঁহারা গুরুবেদান্তবাক্যে বিশ্বাস ও ঈশ্বরে পরামুরক্তি লইয়া (১),
এবং কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের মধ্যে পূর্বপূর্বাপেক্ষা উত্তরোত্তরটি শ্রেষ্ঠ,
এই বিশেষতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া (২), এবং (আত্মাভিমান পরিত্যাগ-
পূর্বক) গুরুচরণ হইতে শিক্ষালাভ করিয়া (৩), যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত
হ'ন (৪), যাহা মিথ্যাভূত বৈতণ্ড্যদার্থে সত্যতাবুদ্ধি সম্যক্ প্রকারে পরি-
ত্যাগ করেন (৫), যখন তাঁহাদের, সেই ত্যাগ বা জগতে অসত্যতাবুদ্ধি,
দূঢ় হয়, তখন তাঁহাদের বিশ্বয়াক্রান্ত চিত্তে, আত্মাই একমাত্র সত্যবস্ত-
রূপে (এবং জগৎ একান্ত অসদ্রূপে) নিরন্তর প্রকটিত হইতে থাকে,
এবং সর্বপ্রকার বিপরীতকল্পিতরূপপরিশূন্ত নিরতিশয়ানন্দস্বরূপ হরি—
সর্ববৈতহরণশীল। আত্মস্বরূপ অবৈতানন্দ, আপনাআপনিই ফুটিয়া
উঠেন।

ভাবার্থ এই—শ্রদ্ধাভক্তিলাভ প্রভৃতি পূর্বোক্ত উপায়পঞ্চকদ্বারা
অন্তঃকরণ শোধিত হইলে, স্বপ্রকাশ, নিত্যসিদ্ধ আত্মার সাক্ষাৎকার
যেন উৎপন্ন হইল, এইরূপ প্রতীতি হয়; বস্তুতঃ তাহা উৎপন্ন হয় না,
কেননা, স্বরূপসিদ্ধি সাধননিরপেক্ষ।

তৃষ্ণাং সংহর সংহরেদ্রিয়চয়ং সংহৃত্য সর্বথাঃ ক্রিয়া

শ্চেতঃ সংহর সংহরাশ্রয়ধিগাং নাদপ্যনুভবঃ।

• অন্তঃ সংপ্রবিশ্ণাত্মধামনি মনাগাসাদিতে তৎপদে

সর্ববাজ্ঞানকপাটভঞ্জনপটুর্ভাবঃ স্থিরঃ স্থাস্থতি ॥৩

অর্থ—(হে শিষ্য) ত্বং তৃষ্ণাং সংহর, ইন্দ্রিয়চয়ং সংহর, (ততঃ) সর্বাঃ
ক্রিয়াঃ সংহৃত্য চেতঃ সংহর, অশ্রয়ধিগাং সংহর, (ততঃ) ত্বং ত্বাং অপি

অণুঃ ভব, ততঃ আত্মধামনি অন্তঃ সংপ্রবিশ, (ততঃ) তৎপদে
মনাক্ আসাদিতে (সতি) সৰ্ব্বজ্ঞানকপাটভঞ্জনপটুঃ ভাবঃ স্থিরঃ
স্থাস্ততি ।

হে শিষ্য, তুমি (১) তৃষ্ণা ত্যাগ কর,—প্রাপ্ত, অপ্রাপ্ত সকল প্রকার
পদার্থেই অতৃপ্তিরূপ বৃত্তির নিরোধ কর; (২) শ্রোত্রাদি দশ ইন্দ্রিয়ের
প্রত্যাহার কর; (৩) তদনন্তর, সকল প্রকার ইন্দ্রিয়ব্যাপার নিরুদ্ধ
করিয়া, চিত্তের সমাধান কর; (৪) তদনন্তর সকল প্রকার
দ্বৈতে সত্যতাক্রুপা বুদ্ধি বিনষ্ট করিয়া ফেল—আত্মতেই লীন কর;
আত্মসত্যতা বলেই, দ্বৈতপ্রপঞ্চ সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে, এইরূপ
নিশ্চয় কর । (৫) তদনন্তর যাবতীয় মন্তব্য বিষয়ের লয় হইলে, (ধর্মদ্বয়-
“বিশিষ্ট, অকএব ‘ঈল’ আকাশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম হও—একরূপমাত্র হও; *
(৬) তদনন্তর আত্মস্বরূপে প্রবেশ কর,—আত্মার সহিত অহঙ্কারের অভেদ
নিশ্চয় কর; তদনন্তর সেই আত্মস্বরূপ ঈশ্বরাত্ম প্রাপ্ত হইলে, কপাট-
পটের দ্বারা আত্মদর্শনবিরোধক, অজ্ঞানবিনাশে অত্যন্ত সমর্থ ভাব
অর্থাৎ স্বরূপস্ফুর্তি, নিশ্চল হইয়া থাকিয়া যাইবে ।

ভাল, কোন্ উপায়ে আপনি সেই সমাধি সম্পাদন করিলেন ?
তবে শুন—

কিংসাং পৃচ্ছসি সাদরেণ মনসা সাধো সমাধিক্রমং
নুনং নির্গতমেব মোহতিমিরং জাতঃ প্রকাশো মহান্ ।
আত্মস্নেহঘনাং দশামুপগতে বোধঃ প্রদীপে ময়ি,
দ্রাগুভ্যায় পতন্তু বৃত্তিনিবহা নক্ষত্ৰং পতঙ্গা ইব ॥ ৪

* আকাশ কেবল শব্দগুণক হইলেও, অবকাশধর্মক বা ব্যাপকতাবিশিষ্ট বলিয়া
গৃহীত হইতে পারে । ‘একরূপমাত্র’ অর্থাৎ ‘সত্ত্বামাত্রস্বরূপ ।’

অর্থ—হে সাধো, (ত্বং) সাদরেণ মনসা, সমাধিক্রমঃ মাং কিং
পৃচ্ছসি ? মোহতিমিরং নূনং নির্গতম্ এব, মহান্ প্রকাশঃ জাতঃ, ময়ি
বোধপ্রদীপে আত্মস্নেহঘনাং দশাম্ উপগতে, বৃত্তিনিবহাঃ পতঙ্গাঃ
ইব দ্রাক্ উদ্ভীয়, নষ্টং পতন্তি।

হে সমাধিসাধনেচ্ছো, তুমি চিত্তে সমাধিসাধনপ্রীতি লইয়া, কেন
আমাকে, সমাধিসাধনের পদ্ধতি জিজ্ঞাসা করিতেছ ? [সমাধি-
সাধনে নির্দ্বিলাভ, সাধকের ইচ্ছাপ্রাপেক্ষ ; আমার কিন্তু তাহা আয়াসলব্ধ
নহে, সহজসিদ্ধ। • সেইহেতু সমাধিসাধনে আমার ইচ্ছা নাই।
অতএব তোমার জিজ্ঞাসা বৃথা। (শঙ্কা) সহজসিদ্ধ সমাধিলাভ অসম্ভব
মনে হয় ; কি প্রকারে তাহা ঘটে ? (সমাধান) শুন। জীব ও ব্রহ্ম
যে একই বস্তু, তদ্বিধয়ে যখন আমার অজ্ঞানাক্রমের নিন্দেহরুপে
বিদূরিত হইয়া গেল, এবং নিরাবরণ জ্ঞান দেখা দিল, তখন আমাতে
(সাধিষ্ঠান বুদ্ধিহু চিদাকাসে), জ্ঞানপ্রদীপবর্তিকা নিরতিশয়
আত্মপ্রীতিতৈলে নিধিত হইল, (চিন্তাবৃত্তি স্বরূপোপলক্ষিপরাগতাক্রম
ভক্তিরসে আশ্রিত হইল) ; তখন (আয়াসনাশ অপরাপর) বৃত্তিসমূহ
অচিরে পতঙ্গের ত্রায় বিনষ্ট হইবার জন্ত, তাহাতে উড়িয়া পড়িল ;
(সুতরাং ব্রহ্মাকার্য বৃত্তি আপনিই স্থিরা ও সুপ্রতিষ্ঠা হইয়া গেল ;
আমাকে আর সাধনার বলে সমাধিলাভ করিতে হইল না।)

কেন যে আমার অষ্টাঙ্গসাধনের প্রয়োজন হয় নাই, তাহা
বলিতেছি—

গাঢ়ং বাস্তু ঝিলীনমস্ত ন স্নতং সাধো স্নতত্বাদগতং

চৈতন্যস্য চমৎকৃতিঃ কিল তথা চিন্তঃ তদেবাদ্বয়ম্ ॥

তস্মাচ্চিন্তনয়স্য সাধনমদৌ তত্ত্বং তু সাক্ষাৎকৃতং

প্রত্যাহারপরিশ্রমোহপি স ময়া সন্ত্যক্ত এবাধুনা ॥ ৫

অবয়—(হে) সাধে, যুতং গাঢ়ম্ অস্ত বা বিলীনম্ অস্ত, (তৎ যুতং) যুতত্বাৎ ন গতং (যথা), তথা চৈতন্ত্বস্ত চমৎকৃতিঃ চিত্তং, তৎ অবয়ং (চৈতন্ত্বম্) এব ; তস্মাৎ তত্ত্বৈ সাক্ষাৎকৃতে তু চিত্তলয়স্ত সাধনম্ সঃ অসৌ প্রত্যাহারপরিশ্রমঃ অপি, অধুনা ময়া সম্ব্যক্তঃ এব ।

হে সমাধিসাধনতৎপর সাধো, যুত শৈত্যযোগে ঘনীভূতই হউক বা উষ্ণতায়োগে তরলই হউক, তাহার যুতত্ব ত' তিরোহিত হয় না, (তাহা যুতভাবে ছাড়িয়া, অগতাবে গ্রহণ করে না, কেননা উভয় স্থলেই যুতের গুণ অদ্বীভূত হয়) ; তাহা যেমন, সেইরূপ, চৈতন্ত্বের চমৎকার অর্থাৎ ঘনীভাবরূপ চিত্ত, সেই ভেদরহিত ব্রহ্মচৈতন্ত্বই । সেইহেতু, চিত্তের পারমার্থিকরূপ (যাহা যোগীর অগোচর, তাহা) অপরোক্ষ ভাবে অদ্বীভূত হইলে, (যোগমতে) সজপ চিত্তের লয়ের জন্ত যোগদর্শন-নিরূপিত অষ্টাঙ্গসাধন, যাহা সেই প্রত্যাহারপরিশ্রম—(ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব বিষয় হইতে টানাটানি) ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, (কেননা, তাহা সাধনকালে, রক্ষণকালে এবং ফলকালে, সর্বদাই হ্রঃস্বরূপ), তাহা—আমি নিশ্চয়োজ্ঞন বোধে, এখন একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছি ।

যদি বল, সাধনাভাবে সেই সমাধিলাভ কি প্রকারে হয় ? তবে বলি, সেই সমাধি, নিদ্রাদির জ্ঞায় একটি অবস্থা বিশেষ ; তাহা নিদ্রাদির জ্ঞায় আপনাই আসিয়া থাকে ।

জাতে বিদ্বদনুগ্রহেণ সহজানন্দাগমে সাধকৈক

রৌদাস্তেন যথা যথা পরিকৃতঃ কষ্টঃ স যোগোত্তমঃ ।

আশ্চর্য্যং ন মনোযিতাপি নিবিড়া নিদ্রা যথেষ্টং বলা

দায়াত্যেব তথা তথা মুনিমতো গাঢ়ঃ সমাধিক্রমঃ ॥ ৬

অবয়—বিদ্বদনুগ্রহেণ সহজানন্দাগমে জাতে (সতি) সাধকৈকঃ সঃ যোগোত্তমঃ কষ্টঃ ইতি রৌদাস্তেন যথা যথা পরিকৃতঃ, ন মনোযিতা অপি

নিবিড়া নিদ্রা বলাৎ আগ্রাতি যথা, তথা তথা, মুনিমতঃ গাঢ়ঃ সমাধিক্রমঃ
(স্বয়ম্ আগ্রাতি) এব, (এতৎ) আশ্চর্য্যম্ (অবলোকয়) ।

বাহারা আত্মসংস্কারলাভ করিয়াছেন, এইরূপ জ্ঞানিগণের
রূপায়, স্বাভাবিক আনন্দলাভ ঘটিলে, সাধকগণ, বাহারা বোঁগশাস্ত্রের
উপদিষ্ট উপায়াবলম্বনে, সমাধির অনুষ্ঠান করিতেছিলেন, তখন সেই
সাধনপ্রয়াস বৃথাক্রেশকর বুঝিয়া, তাহাতে উদাসীন হইয়া পড়েন ;
এবং ক্রমে ক্রমে পরিত্যাগ করিতে থাকেন । যেমন নিবিড় নিদ্রা
অপ্রার্থিত হইলেও, বলপূর্ব্বক আক্রমণ করে, সেইরূপ, তখন, সেই কপিল
পতঞ্জলি প্রভৃতির আদরের বস্তু—“নিরোধ” নামক দৃঢ়সমাধি, বাহা
বেদান্তিসম্মত স্বাত্মরূপসমাধির প্রাপক বা উপায় ভূত, তাহা—আপনিই
ক্রমে ক্রমে (কিন্তু বলপূর্ব্বক) আসিতে থাকে । এই বিশেষকর বৃত্তান্ত
শুনিয়া রাখ ।

(এখন সেই সহজ সমাধির উপায়, ফল সহিত বর্ণনা করিতেছেন :—)

ধ্যানামৃতার্ণব নিমগ্নসমস্তমূর্ত্ত্যা

তন্ময়া ধিয়া নিগমিতে নিগমান্ততত্ত্বে ।

আলোকিতেষু তটস্থধিয়াখিলেষু

ভাবেষু বোধধনতা সহজাভূতৈতি ॥ ৭

অর্থঃ—ধ্যানামৃতার্ণবনিমগ্নসমস্তমূর্ত্ত্যা, (অতএব) * তন্ময়া ধিয়া
নিগমান্ততত্ত্বে নিগমিতে সতি, * অথ তটস্থধিয়া অখিলেষু ভাবেষু
আলোকিতেষু সহজা বোধধনতা অভূতৈতি ।

যে বুদ্ধিতে ধ্যান সর্ধাক্রূঢ় হইলে, বাবতীয় মূর্ত্তি বা জগৎপ্রাপক
ব্রহ্মানন্দ সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া যায়, সেই স্বল্প বুদ্ধির সাহায্যে, বেদান্ত-
প্রতিপাদিত অনারোপিত আত্মস্বরূপ সাক্ষাৎ অনুভূত হইলে এবং
তদনন্তর (ব্যাখানকালে), সেই বুদ্ধি তটস্থ বা নির্গুণ ভাব অবলম্বন

করিয়া বাবতীয় অগতঃপদার্থ দর্শন করিতে থাকিলে, স্বাভাবিক বোধঘনতা,—আত্মার প্রপঞ্চরহিত চিদবনস্বরূপতা—আপনাকে জ্ঞানঘন বলিয়া উপলব্ধি—উপস্থিত হয়।

এবা মধুমতী বিজ্ঞা সর্বত্র মধুদর্শনাৎ।

স্বশরীরাকরুক্ষেহপি দৃষ্টং যৎ পুঙ্কলং মধু ॥ ৮

অনয়—সর্বত্র মধুদর্শনাৎ (হেতোঃ) এবা মধুমতী বিজ্ঞা; যৎপুঙ্কলং মধু (ময়া) স্বশরীরাকরুক্ষে অপি, দৃষ্টম্।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৬.৩.৬) মধুমতীবিজ্ঞা-প্রতিপাদক মন্ত্রটি এইঃ—“মধুবাভা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি দিক্শবঃ মাপস্বীনঃ সন্তোষধীঃ মধুনক্তমুতোষসো মধুমংপার্থিবং রজঃ মধু তৌরস্বনঃ পিতা, মধুমান্নো বনস্পতির্মধুয়ানস্ত সৃগাঃ, মাপস্বীগাবো ভবদ্বনঃ” ইহার অর্থ—শরীরস্থ প্রাণাপানাদি, এবং বিরাট শরীরস্থ আবহ, প্রবহাদি বায়ু, (ব্রহ্ম-) সূক্ষ্মাবহ ইহীয়া প্রবাহিত হউক; নদীসমূহ মধুর রস ক্ষরণ করুক, ওষধিতৃণলতা সমূহ আমাদের নিকট মধুর রসযুক্ত হউক; রাত্রি ও দিন মধুময় হউক; পার্থিব ধূলী প্রীতিময় হউক; আমাদের পিতৃস্থানীয় জ্বালোক প্রিয় হউক; বনস্পতি,—ওষধীস্বামী চন্দ্রও আমাদের পক্ষে মধুমান হউক; সৃগাও মধুপূর্ণ হউক; গো—ধেনু, বাক্, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, যজ্ঞ, রশ্মি ইত্যাদি—আমাদের সম্বন্ধে প্রীতিকর হউক অর্থাৎ সকলেই ব্রহ্মসুখ প্রকটনপূর্বক প্রকাশিত হউক।

এই সহজ সমাধিতে সর্বত্র উক্তরূপ মধুদর্শন বা ব্রহ্মসুখসাক্ষাৎকার হয় বলিয়া, ইহাকেই সেই মধুবিজ্ঞা বলিয়া বুদ্ধিতে ইহাবে। কেননা, ইহার বলে আমি আকন্দগাছেও প্রভূত মধু দেখিয়াছি অর্থাৎ জংঘদ, মরণপ্রদ, তাপহেতু, বিশীর্ণস্বভাব এই শরীরেও চরমভূক্তিকর ব্রহ্মসুখ, সাক্ষাৎ অনুভব করিয়াছি।

বিষ্যোমে' দর্শনং ভূয়াৎ দেবমাসীন্মনোরথঃ ।

ইদানীং রূপয়া বিক্ষোঃ সর্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ ॥ ৯

অথ—পূর্বে 'মে বিষ্যোঃ দর্শনং ভূয়াৎ' এবং 'মে মনোরথঃ আসীৎ ; ইদানীং, বিষ্যোঃ রূপয়া সর্বং জগৎ বিষ্ণুময়ং (জাতম্) ।

পূর্বে অজ্ঞানবস্থায় আমার এইরূপ অভিলাষ হইয়াছিল, যেন আমার বিষ্ণুর দর্শনলাভ হয় । (তখন বিষয়ভোগেচ্ছা বিদ্যমান ছিল বলিয়া, বিষয়ভোগের জ্ঞান, কন্দ, উপাসনা প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিতে হইয়াছিল ; ক্রমে অন্তঃকরণ কিঞ্চিৎ শুদ্ধ হইলে, নিষ্কামভাবে সেই সেই কন্দ উপাসনাদির অনুষ্ঠান করায়, বুঝিলাম, যে বিষ্ণু ব্যাপক ; তিনি সর্বহিতো-পদেষ্টা গুরু মূর্তিতে আবিস্কৃত হ'ন,) এক্ষণে সেই গুরুমূর্তি বিষ্ণুর রূপায় (জ্ঞানলাভ করিয়া) বুঝিলাম যে সমস্ত বিশ্বই বিষ্ণুময়, —গুরুময় বা আত্মময় ।

৪১। বিদ্যৎপ্রভাবনবকম্ ।

এই নয়টি শ্লোকে জ্ঞানিগণের প্রতাপি বর্ণনা করিতেছেন :—

অভাবো যত্র ভাবানাং স ভাবো যত্র বর্ণিতঃ ।

স্বভাবসুখদং তাত প্রভাবনবকং শৃণু ॥ ১

অথ—(হে তাত,) যত্র (ভাবে) ভাবানাং অভাবঃ (অস্তি), সঃ ভাবঃ যত্র বর্ণিতঃ, (তৎ) স্বভাবসুখদং প্রভাবনবকং (প্রকরণং) শৃণু ।

হে শিষ্য, যে বস্তুতে কার্য্যকারণরূপ জগৎপদার্থের অভ্যস্তাভাব, সেই

সচ্চিদানন্দরূপ পদার্থ—আত্মা, যে প্রকরণে বর্ণিত হইয়াছে, সেই স্বরূপ-
স্বথের, স্বথপ্রদবর্ণনাঘটিত জ্ঞানিপ্রভাববিষয়ক নবল্লোকাভ্যক প্রকরণ
শ্রবণ কর।

অয়ং বিহার কামাদীন্ ক্ষুদ্রান্ দূরগতো মুনিঃ ।

পশ্যত্যপি কদাচিত্তান চৈনং প্রাপ্নুবন্তি তে ॥ ২

অর্থ—অয়ং মুনিঃ ক্ষুদ্রান্ কামাদীন্ বিহার দূরগতঃ (সন্) তান্ পশ্যতি,
অপি চ তে এনং কদাচিত্ ন প্রাপ্নুবন্তি।

যে জ্ঞানীর প্রতাপ বর্ণনা করিতেছি, তিনি মায়িকপদার্থ বিষয়ক
তুচ্ছ কামক্ৰোধাদি পরিত্যাগ করিয়া দূর হইতে তাহাদিগকে দেখিতে
থাকেন বটে অর্থাৎ প্রারম্ভভোগকালে বিষয়সমূহ, ও তদ্বিষয়ক কামাদি
দেখিতে থাকেন বটে, কিন্তু তাহাদিগকে কখনই আপনার সহিত সম্বন্ধ
স্থাপন করিতে দেন না। (কেন না, তিনি জানেন কামাদি, বিকার-
মাত্র ; সেই হেতু অসত্য ; আর তিনি নিজে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মরূপ ; উভয়েই
পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব। সুতরাং কামাদি বিকারসম্বন্ধ বিবেকিপুরুষে
পারমার্থিক হইতে পারে না।) প্রারম্ভ ভোগ করিয়াও কামাদির
সহিত সম্বন্ধবর্জন জ্ঞানিপ্রতাপের পরিচয়।

ন যান্তি নুনং তজ্জ্ঞস্ত সন্মুখে দ্বৈতদৃষ্টিয়ঃ ।

দুষ্টিা দুষ্টিতয়া জ্ঞাতা দর্শয়ন্তি মুখং কথং ॥ ৩

অর্থ—তজ্জ্ঞস্ত সন্মুখে দ্বৈতদৃষ্টিয়ঃ নুনং ন যান্তি ; দৃষ্টিাঃ দৃষ্টিতয়া
জ্ঞাতাঃ কথং মুখং দর্শয়ন্তি ?

যিনি সেই আত্মস্বরূপ হৃদয়মন করিয়াছেন, তাহার সন্মুখে, দ্বৈতদৃষ্টি
আসিতেই পারে না, অর্থাৎ চিত্তে আত্মবাসার্থাজ্ঞানরূপ বৃত্তি থাকিতে,
জগদ্বিষয়ক বৃত্তি উঠিতে পারে না। ইহাতে সন্দেহ করিও না। কেননা

ছষ্টকে ছষ্ট বলিয়া জানিতে পারিলে, সে, কি প্রকারে নিজমুখ দেখাইতে পারে? বিষয়সমূহ অসত্য এবং পরিণামে হুঃখপ্রদ বলিয়া বিদিত হইলে, চিত্তে আর স্থান পায় না। বৈতদৃষ্টির নিশ্চলীকরণ জ্ঞানপ্রভাবসাধ্য।

মায়া মায়েতি বিজ্ঞাতা সৰ্ব্বাকারবিকারিণী।

গতা-কুত্ৰাপ্যনাবৃত্তৌ সংস্থিতো নিশ্চলো মুনিঃ ॥ ৪

অর্থ—সৰ্ব্বাকারবিকারিণী মায়া, ‘মায়া’ ইতি বিজ্ঞাতা কুত্ৰ অপি অনাবৃত্তৌ গতা, (অতঃ) মুনিঃ নিশ্চলঃ সংস্থিতঃ।

মুনি, মায়াকে—জগৎপাদনশক্তিরূপা প্রকৃতিকে, (বাঁহাকে সত্য বা অসত্য বলিয়া নির্দেশ করা যায় না) সকলপ্রকার পরিণামগ্রহণ-সমর্থ বলিয়া জানিয়াছেন,—সাক্ষাৎ অনুভব করিয়াছেন; সেইহেতু, মায়া ছষ্টা বলিয়া বিদিতা রমণীর তায় কোথায় পলাইয়া গিয়াছে; আর ফিরিবে না। (মায়ার লয়স্থানও মায়ার তায় অনির্বচনীয়; সেই হেতু “কোথায়” বলা হইল।) এই হেতু মুনি, মায়া ও অবিজ্ঞান দ্বারা অস্পৃষ্ট হইয়া অবস্থান করিতেছেন। মায়াবিবৃত্তি জ্ঞানির প্রতাপের নিদর্শন।

নির্জিজ্ঞাতা বিষয়া নুনং চপেটাভিঃ তাড়িতাঃ।

নোপসর্পন্তি তে তস্মাদস্মানেব হনিষ্যতি ॥ ৫

অর্থ—বিষয়া নুনং (তেন জ্ঞানিনা) নির্জিজ্ঞাতাঃ, চপেটাভিঃ তাড়িতাঃ চ; তস্মাৎ তে, ‘এবং অস্মান্ হনিষ্যতি’ ইতি ন উপসর্পন্তি।

শব্দাদি বিষয়সমূহ—জীপুত্রধনগৃহাদি—জ্ঞানীর নিকট পরাভূত হইয়া গিয়াছে, দোষদৃষ্টিরূপ চপেটাঘাত খাইয়াছে! এইহেতু, ‘এই মুনি আমাদিগকে মারিয়া ফেলিবে’ এই ভয়ে তাহারা আর নিকটে যায় না—চিত্তে প্রবেশ করিতে পারে না। বিষয়াসক্তির বিলোপসাধন—ইহা জ্ঞানীরই প্রতাপ। •

তৃষ্ণাং বিহায় তুচ্ছেভ্যো মুনির্নিঃশল্যতাং গতঃ ।

স্বরসায়নতৃপ্তাত্মা দিনানুদিনমেধতে ॥ ৬

অর্থ—(মুনিঃ) তুচ্ছেভ্যঃ তৃষ্ণাং বিহায়, নিঃশল্যতাং গতঃ (সন্)
স্বরসায়নতৃপ্তাত্মা (সন্) দিনানুদিনম্ এধতে ।

মুনি তুচ্ছ বিষয়সমূহে লোভবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া, শরীরপ্রবিষ্ট
শল্য নিষ্কাশিত হইলে, লোকে যেরূপ শান্তি অনুভব করে, সেইরূপ শান্তি
অনুভব করিয়াছেন,—বিষয়বাসনার অবশিষ্ট লেশও বিদূরিত করিয়া,
নির্বাসন হইয়াছেন এবং স্বরূপভূত আনন্দরসের আশ্বাদন করিয়া
—অখণ্ডাকারাকারিতা প্রমারুপা বৃত্তি লাভ করিয়া, সন্তুষ্টচিত্তে উত্তরোত্তর,
নিজানুভবে দৃঢ়তা লাভ করিতেছেন । স্বানুভবে স্বৈর্ধ্যাসম্পাদন—ইহা
জ্ঞানীরই প্রভাব ।

পূর্বাং মাং বল্লভাং ত্যক্ত্বা রমতে বিদ্যাধুনা ।

ইত্যবিদ্ধা লজ্জিতেব নায়াতি মম সম্মুখম্ ॥ ৭

অর্থ—‘পূর্বাং বল্লভাং মাং ত্যক্ত্বা অধুনা বিদ্যা (সহ এব) রমতে,’
ইতি হেতোঃ অবিদ্ধা লজ্জিতা ইব মম সম্মুখং ন নায়াতি ।

পূর্বে আমি বাহার প্রীতিভাজন ছিলাম, সেই মুনি, এক্ষণে আমাকে
ত্যাগ করিয়া বিদ্যানারী নারীকে লইয়া সুখে আছেন—এই ভাবিয়া,
অবিদ্ধা লজ্জিতা হইয়াই যেন, আমার (জ্ঞানীর) সম্মুখে আসে না—
ব্রহ্মাকার বৃত্তির গোচরীভূত হয় না । হঃস্ত্যজ্ঞা অবিদ্ধার নিঃশেষরূপে
বিলোপ সাধন—ইহাও জ্ঞানীর প্রভাব ।

ব্রহ্ম বক্তুং ন জানাতি যথাত্যস্তজড়োজনঃ

তথৈবাত্যস্তবোধাত্মা ব্রহ্মবক্তুং ন বুধ্যতে ॥ ৮

অথ—যথা অত্যন্তজড়ঃ জনঃ ব্রহ্ম বক্তুং ন জানাতি, তথা এব অত্যন্তবোধীয়া ব্রহ্মবক্তুং ন বুধ্যতে।

যেমন অত্যন্ত মূর্থ, দেশকালবস্তুকৃত পরিচ্ছেদশূণ্য সচ্চিদানন্দ-
স্বরূপ বস্তু বচন দ্বারা প্রতীপাদন করিতে জানে না, (কেননা যাহাকে
মন দ্বারা জানা যায়, তাহাকেই বাক্য দ্বারা প্রকাশ করিতে পারা যায় ;)
যিনি আবার অত্যন্ত বোধীয়া, আত্মাকারে পরিণতাস্তঃকরণবৃত্তি বা
ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, আত্মসাক্ষাৎকারবান, তিনিও, সেই আত্মবস্তু বচনদ্বারা
নিরূপণ করিতে জানেন না ; তাঁহাকে মৌনাবলম্বন দ্বারা ই ব্রহ্মোপদেশে
হইতে হয় ; [যথা—নৃসিংহোত্তরতাপিন্যুপনিষদে —৭—“কিং সদিত্যাদি”
অর্থ—প্রজাপতি দেবগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইত্যাদি ১৪২ পৃষ্ঠায়
দ্রষ্টব্য।] মৌনাবলম্বন করিয়াও ব্রহ্মনিরূপণসামর্থ্য—ইহা জ্ঞানীর
অসাধারণ প্রতীতি।

নূনমালশ্রদোষো হি শক্রস্তাপি শ্রিয়ং হরেৎ ।

যথা যথালসো জ্ঞানী বর্দ্ধতেসৌ তথা তথা ॥ ৯

অথ—আলশ্রদোষঃ হি নূনং শক্রস্তাপি শ্রিয়ং হরেৎ, অসৌ জ্ঞান
যথা যথা অলসঃ তথা তথা বর্দ্ধতে।

কর্তব্যোপেক্ষারূপ যে দোষ সর্বজনবিদিত, তাহা ত্রৈলোক্যরাজ্য-
প্রাপ্ত ইন্দ্রেরও সম্পদ হরণ করিয়া থাকে ; তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু
জ্ঞানী—আত্মসাক্ষাৎকারবান, যে পরিমাণে কর্তব্যোপেক্ষায় অগ্রসর হন,
তিনি সেই পরিমাণে, পুরুষস্থিতিতে দৃঢ়তালাভ করিয়া থাকেন। জ্ঞানীর
এমনি প্রতাপ যে অজ্ঞানীর কার্যনাশক আলশ্র, তাঁহার কার্যসাধক
হইয়া যায়।

৪২ । নির্বাণদশকম্ ।

এই প্রকরণে দশটি শ্লোকে, অসাধ্যবর্ণন, নিরুপাধিক একবলাশ্রয়রূপের বর্ণনার উত্তম করা হইয়াছে ।

ন শক্যং বক্তুমেবেদং তথাপি কুপয়া তব ।

কয়াচিৎ কলয়া বৎস নির্বাণদশকং ব্রুবে ॥ ১

অর্থ—ইদং বক্তুং ন শক্যম্ এব, তথাপি (হে) বৎস, তব কুপয়া, কয়াচিৎ কলয়া নির্বাণদশকং ব্রুবে ।

এই নির্বাণাশ্রয় অর্থাৎ নিরুপাধিক অথও চিন্মাত্রের স্বরূপ, বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা যায় না ; তথাপি হে বৎস, তোমার প্রতি রূপাপবশ হইয়া, এক আত্মসাক্ষাৎকারবৃত্তির সাহায্যে, (বাহ্যকে সৎ, অসৎ অথবা সদস্য ইহার কোনরূপেই নির্দেশ করা যায় না) সেই নির্বাণাশ্রয়-স্বরূপ দশটি শ্লোকে বর্ণনা করিতেছি ।

মোহনিদ্রা ন তত্রাস্তি তেনায়াং জাগরো মহান্ ।

ভাবাদয়ো ন ভাসন্তে তেনায়াং নৈব জাগরঃ ॥ ২

অর্থ—তত্র মোহনিদ্রা ন অস্তি, তেন অয়াং মহান্ জাগরঃ ; (তত্র) ভাবাদয়ঃ ন ভাসন্তে, তেন অয়াং জাগরঃ ন এব ।

সেই নির্বাণাশ্রয় মোহনিদ্রা—স্বরূপ ক্ষুরণের ব্যাঘাতক অন্তান—নাই ; সেইহেতু এই আত্মপ্রকাশ, এক অখণ্ডিত অলৌকিক জাগ্রদবস্থা ; (লৌকিক জাগ্রদবস্থা নিদ্রাদি দ্বারা খণ্ডিত হয় ।) সেই জাগ্রদবস্থায়, (লৌকিক জাগ্রতের জ্ঞান) ঘটাদি পদার্থের সত্তা বা অসত্তা কিছুই প্রতীত হয় না ; সেই হেতু, এই আত্মপ্রকাশ, জাগ্রদবস্থারূপও নহে ।

অপূর্বং ভাসতে বস্তু তেন স্বপ্নোয়মুত্তমঃ।

দৃশ্যং ন ভাসতে তত্র তেন স্বপ্নো ন চৈব সঃ ॥৩

অর্থ—(তত্র) অপূর্বং বস্তু ভাসতে, তেন অয়ম্ উত্তমঃ স্বপ্নঃ। তত্র দৃশ্যং ন ভাসতে তেন সঃ স্বপ্নঃ ন এব চ।

সেই নির্বাণাত্মস্বরূপে, (সত্য বা অসত্য উভয়রূপে অনির্দেশ্য,) চমৎকারকারি পদার্থ বা আত্মবস্তু প্রতীত হয়; সেই হেতু এই আত্মপ্রকাশ শ্রেষ্ঠ স্বপ্ন। আবার সেই আত্মপ্রকাশে, লৌকিক স্বপ্নের দ্রব্য, ঘটাদি দৃশ্য পদার্থও প্রতীত হয় না, সেইহেতু তাহা স্বপ্নও নহে।

অভাবাৎ সা পদার্থানাং স্মৃতিঃ স্মৃতিপিনী।

ন জাডাৎ ন তমস্তত্র স্মৃতিরিপি নৈব সা ॥ ৪

অর্থ—পদার্থানাং অভাবাৎ সা স্মৃতিপিনী স্মৃতিঃ; তত্র জাডাৎ ন (অস্তি), তমঃ ন (অস্তি), অতঃ সা স্মৃতিঃ অপি ন এব।

সেই নির্বাণাত্মপ্রকাশে নামরূপাত্মক ঘট পটাদি পদার্থ নাই, সেই হেতু তাহা স্মৃতিপিনী স্মৃতি; তাহাতে কিন্তু (লৌকিক স্মৃতির) জড়তা বা অজ্ঞান নাই, তাহাতে আবরণস্বরূপ তমোগুণ নাই। এই হেতু সেই আত্মস্থিতি, স্মৃতিও নহে।

অবস্থাভ্রয়নির্মুক্তং তুরীয়মিতি কীর্তিতম্।

নৈবৈকদ্বিত্রিবিজ্ঞানং তুরীয়ং কিমপেক্ষয়া ॥ ৫

অর্থ—তৎ আত্মস্বরূপং অবস্থাভ্রয়নির্মুক্তম্ ইতি তুরীয়ং কীর্তিতম্। (যত্র) একদ্বিত্রিবিজ্ঞানং ন এব (অস্তি), তৎ কিমপেক্ষয়া তুরীয়ং (ভবেৎ)?

সেই আত্মস্বরূপ, জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও স্মৃতি এই অবস্থাভ্রয়বিনির্মুক্ত বলিয়া তুরীয় বা চতুর্থ নামে অভিহিত হয়; কিন্তু যে আত্মস্বরূপে একত্ব,

দ্বিত্ব ও ত্রিত্বের অনুভব হয় না, তাহাকে কাহার সহিত গণনা করিয়া তুরীয় বা চতুর্থ বলা যাইতে পারে ? সংখ্যাপূরণ অন্তমাপেক্ষ বলিয়া অবৈতবস্তুতে অপ্রয়োজ্য ।

জীবসৈত্যম্লিক্সং রূপং তেন জীবোয়মুচ্যতে ।

জীবচেষ্ঠা ন তত্রাস্তি তেন নির্জীবতা স্ফুটান্ ॥ ৬

অর্থ—এতৎ জীবস্ত নিম্নং রূপং, তেন অয়ং জীবঃ উচ্যতে । উক্ত জীব-চেষ্ঠা ন অস্তি তেন নির্জীবতা স্ফুটান্ ।

এই অবস্থাচতুষ্টয়প্রকাশক চৈতন্য, প্রাণাদি উপাধিবিশিষ্ট চৈতন্যরূপ জীবের স্বকীয় বা পারমাথিক রূপ । সেই হেতু, এই আত্মপ্রকাশকেই জীব বলা হইয়া থাকে । কিন্তু সেই আত্মপ্রকাশে কর্তৃত্বভোক্তৃত্বরূপ চেষ্ঠা নাই, সেইহেতু, তাহা যে জীবভাববহিত, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায় ।

সচ্চিদানন্দরূপত্বাদ্ ব্রহ্ম চেন্নাপি তদ্ববেৎ ।

যো বেদ স তু ন ক্রতে যো ন বেদ গিরাস্ত কিম্ ॥

অর্থ—তৎ সচ্চিদানন্দরূপত্বাৎ ব্রহ্ম (ভবতি ইতি) চেৎ (ক্রবে,) তর্হি তৎ অপি ন ভবেৎ যতঃ যঃ বেদ, সঃ তু ন ক্রতে, যঃ ন বেদ অস্ত গিরা কিম্ ?

যদি বল, সেই আত্মপ্রকাশ সচ্চিদানন্দস্বরূপ বলিয়া অর্থাৎ তাহাতে ঋতুক্ত ব্রহ্মলক্ষণ খাটে বলিয়া, তাহাই ব্রহ্ম ; তবে বলি, তাহাও হইতে পারে না ; কেননা, যিনি সেই ব্রহ্মকে জানেন তিনি স্বয়ং ব্রহ্মরূপ বলিয়া, ব্রহ্ম, বাক্যের অবিষয় বলিয়া, এবং ব্রহ্মে ত্রিপুটী বাধিত বলিয়া, তিনি ব্রহ্মাদি শব্দে তাহা প্রতিপাদন করেন না । আবার যিনি সেই ব্রহ্মকে জানেন না, তাহার বাক্য দ্বারা, কি হইতে পারে ? ব্রহ্মপ্রকাশ হইতে পারে না ।

তন্ম্যাচ্ছ্রুতিঃ প্রাহ সত্যমবাঙ্মনসগোচরম্।

যথানুভূতং মুনিভিস্তথৈবেদং ন সংশয়ঃ ॥ ৮

অন্বয়—তস্যাং শ্রুতিঃ (তৎ ব্রহ্ম) অবাঙ্মনসগোচরম্ (ইতি ৪৭)
প্রাহ (তৎ) সত্যম্। মুনিভিঃ (তৎ) যথা অনুভূতং, ইদং তথা এব অত্র
সংশয়ঃ ন (বিদ্যতে),।

সেইহেতু শ্রুতি যে বলিয়াছেন, যে সেই ব্রহ্ম বাক্য ও মনের
অবিষয়, তাহা সত্য ; আর মুনিগণ সেই ব্রহ্মকে যেরূপ জানিয়াছেন,
ব্রহ্ম সেইরূপই বটে, তাহাতে সন্দেহ নাই ; কারণ, আমি সেইরূপই
অনুভব করিয়াছি।

এতদন্তঃ সমান্নায় এতদন্তা উপস্থিতা।

উপদেশোপ্যেতদন্ত এতদন্তা বিবেকিতা ॥ ৯

অন্বয়—সমান্নায়ঃ এতদন্তঃ, উপস্থিতা এতদন্তা, উপদেশঃ অপি এতদন্তঃ
বিবেকিতা এতদন্তা।

ইহাতেই বেদান্তগ্রন্থসমূহের তাৎপর্যের অবসান ; এই আত্মস্বরূপ-
জ্ঞানেই, তপোনিষ্ঠা—বর্ণাশ্রমধর্মপালনৌদ্দেশ্যে, শীতোষ্ণাদিক্লে-
শসহনের—সমাপ্তি ; ইহাতেই, গুরুকৃত তত্ত্বমস্ত্যাদিবাক্যোপদেশের, অথবা
উপাসনাদির উপদেশের সার্থকতালাভ ; ইহাই বিচারশীল পুরুষের
আত্মানুবিবেচনের পরিসমাপ্তি।

শ্রোতব্যাং শ্রুতিবাক্যেন সর্বং ব্রহ্ম ত্বয়া শ্রুতম্।

ভবিতব্যাং যদি ব্রহ্ম তর্হি ব্রহ্মৈব ভূয়তাম্ ॥ ১০

অন্বয়—(হে শিষ্য) ত্বয়া শ্রুতিবাক্যেন শ্রোতব্যাং সর্বং ব্রহ্ম শ্রুতম্।
(অতঃ) যদি ব্রহ্ম ভবিতব্যাং, তর্হি ব্রহ্ম এব ভূয়তাম্।

‘হে শিষ্য, যে দেশকালাদিপরিক্ষেদশূন্য আত্মবস্তু, প্রতিবাক্যের সাহায্যে শ্রোতব্য বলিয়া বিহিত, হইয়াছে, তুমি তাহা শুনিয়াছ; অনন্তর যদি তোমাকে সেই বস্তু হইতে হয়, তবে তদ্রূপই-হইয়া যাও।’

৪৩। বোধদীপপঞ্চকম্।

নাধারণপাত্রমাদন্তে ন চ তৈলমপেক্ষতে।

ন বর্ত্তিকামাশ্রয়তে ন ধন্তে কজ্জলং মনাক্ ॥ ১

অনুয়—(অয়ং বোধদীপঃ) ন আধারণপাত্রম্ আদন্তে, ন চ তৈলম্ অপেক্ষতে, ন বর্ত্তিকাম্ আশ্রয়তে, মনাক্ কজ্জলং ন ধন্তে।

লৌকিক দীপ যেমন, মুগ্ধের অথবা ধাতুময় পাত্র, “তৈল ও বর্ত্তিকার অপেক্ষা রাখে এবং শিখাগ্রে কজ্জল ধারণ করে, এই বোধদীপ সেইরূপ আধারণ পাত্র, তৈল ও বর্ত্তিকার অপেক্ষা রাখে না, এবং দ্রব্য পরিমাণেও কজ্জল ধারণ করে না।

(শঙ্ক)। ভাল, যে সমষ্টি ব্যাপ্তিরূপ অন্তঃকরণ, প্রতিতে আত্মার আশ্রয়রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহাই ত আধারণপাত্রস্থানীয় হইতে পারে? এবং তাহা হইলে, বিষয়ানুরাগ, তৈলস্থানীয় এবং অহঙ্কার বর্ত্তিস্থানীয় হইবে।

(সমাধান)। না, এইরূপ বলিতে পার না, কেননা বোধদীপ অনারোপিত বলিয়া সত্যস্বরূপ, এবং অন্তঃকরণ আরোপিত বলিয়া মিথ্যা। তত্ত্বের আধারাত্মক ভাব পারমার্থিক নহে। আর আধারাভাবে, দীপজীবনভূত তৈল, কোথায় থাকিবে, এরূপ আশঙ্কা করিও না, কেননা, বোধদীপ স্বতঃ স্বয়ংপ্রকাশ এবং নিতাপূর্ণস্বরূপ; এবং অনুরাগের বিষয় ও অনুরাগ, উভয়ই মিথ্যা। সেইহেতু উক্তরূপ তৈলের অপেক্ষা

নাই। আর অহঙ্কার, কল্পিত বলিয়া মিথ্যা, এবং বোধদীপ সেই অহঙ্কার-কল্পনার আধার, এবং স্বয়ং অকল্পিত বলিয়া, তদুভয়ের আশ্রয়াশ্রয়িত্ব পারমার্থিক নহে। তৈলবর্ত্তি না থাকিলে ঘেমন কজ্জলের সম্ভাবনা নাই, সেইরূপ বিষয়াত্মরূপ এবং অহঙ্কার নাই বলিয়া, কজ্জল—কুৎসিত জল বা জড়—অবিজ্ঞা ও তৎকারণ্য,—পারমার্থিকরূপে জৈব পরিমাণেও নাই।

ন তাপকর্ত্তা কস্মাপি বায়ুনা ন চ কম্পতে।

ন বিনাশমবাপ্নোতি তমঃ সর্বং নিহস্তি চ ॥ ২

অবয়ব—কস্মাপি তাপকর্ত্তা ন (ভবতি), বায়ুনা চ ন কম্পতে, ন বিনাশম্ অবাপ্নোতি, সর্বং তমঃ চ নিহস্তি।

লৌকিক দীপের গ্রায়ে বোধদীপ কাহারও তাপের—দুঃখের কারণ হয় না; কারণ, ইহা স্বরূপ বলিয়া ত্রিতাপরহিত এবং তাপত্রয়-নিবর্তক। ইহা লৌকিক দীপের গ্রায়ে বায়ুপ্রবাহে কম্পিত হয় না, কেননা ইহা সদাই স্থির। লৌকিক দীপের গ্রায়ে ইহা নির্বাপিত হয় না, কেননা, ইহা নিত্যস্বরূপ, এবং নাশসাক্ষী। (নাশসাক্ষীরও নাশ মানিতে হইলে, নাশ সাক্ষিশূন্য হইয়া, অসিদ্ধ হইয়া পড়ে।) লৌকিক দীপ কেবলমাত্র গৃহাভ্যন্তরবর্তী অথবা একদেশবর্তী তমঃ অপনোদন করিয়া থাকে; এই বোধদীপ কিন্তু ভিতরে শ্রুতাক্ষ চৈতন্তের আবরক অজ্ঞান, এবং বাহিরে ‘তৎ’ ও ‘স্বং’ পদার্থের ঐক্য বিষয়ে অজ্ঞানরূপ ঘটাদিপদার্থজ্ঞান উভয়ই বিনাশ করিয়া থাকে।

একরূপাঃ প্রকাশন্তে সর্ববৈভাবা যদির্চিষা।

যদগ্রে ন প্রকাশেত চ্ছায়া মায়াস্বরূপিণী ॥ ৩

অবয়ব—যদির্চিষা সর্ববৈ ভাবাঃ একরূপাঃ প্রকাশন্তে, যদগ্রে মায়াস্বরূপিণী চ্ছায়া ন প্রকাশতে।

লৌকিক দীপের আলোকে সমস্ত পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন নিজ নিজ আকারে প্রকাশিত হয়; এই বোধদীপের আলোকে সমস্ত পদার্থ একরূপেই প্রকাশিত হয়। লৌকিক দীপের অগ্রে যেমন দীপচ্ছায়া পতিত হয়; এই বোধদীপের অগ্রে, জর্গহুৎপত্তি দেখিয়া, যাহার অস্তিত্ব অনুমিত হয়, সেই মায়াৰূপিণী ছায়া, দৃষ্ট হয় না।

বশ্চক্ষুৰ্যামবিষয়ে রূপাকারবিবৰ্জিতঃ ।

মনসোপ্যপ্রকাশশ্চ রূপাকারপ্রকাশকঃ ॥৩

অর্থ—যঃ (বোধদীপঃ) রূপাকারবিবৰ্জিতঃ, অতঃ চক্ষুৰ্যাম্ অবিষয়ঃ, মনসঃ অপি অপ্রকাশঃ (কিন্তু) রূপাকারপ্রকাশকঃ ।

লৌকিক দীপের ত্রায়, এই বোধদীপ, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের গোচর হয় না, যেহেতু ইহার রূপও নাই, আকারও নাই। সেইহেতু, ইহা অন্তঃকরণ দ্বারাও প্রকাশ্য হয় না। (ইহার অস্তিত্বের প্রমাণ এই যে) ইহার দ্বারা রূপ ও আকৃতি প্রকাশিত হয়।

কদাচিৎ কচিদেবাসৌ তাত কেনাপি হেতুনা ।

প্রবর্ততে বোধদীপঃ সতাং হৃদয়মন্দিরে ॥

অর্থ—হে তাত, কদাচিৎ, কেন অপি হেতুনা, সতাং কচিৎ এব হৃদয়মন্দিরে অসৌ বোধদীপঃ প্রবর্ততে ।

এই বোধদীপ কাল দ্বারা অপরিচ্ছেদ্য এবং ইহার সত্তা লইয়াই কালের সত্তা। ইহা সৰ্ব্বাধার বলিয়া আধারনিরপেক্ষ; সৰ্ব্বহেতু বলিয়া স্বয়ং নিহেতুক। শুদ্ধচিত্ত সাধুগণের মধ্যে যে কাহার কাহারও বৈরাগ্যাপ্ত বুদ্ধিতে, এই বোধদীপ প্রজ্জলিত হইয়া—বিশেষরূপে প্রকটিত হইয়া—সকল অন্ধকার বিদূরিত করে, তাহার কাল, পাত্র ও হেতু নির্দেশ করা যায় না।

৪৪। উপদেশষোড়শী।

যুক্ত্যেব বৃত্তিভিঃ পূর্ণং রিক্তীকুরু মনোঘটম্।

ন কশ্চিদ্বিভা তাত, ব্রহ্মণা পূর্ণে শ্রমঃ ॥১

অর্থ—বৃত্তিভিঃ পূর্ণং মনোঘটং যুক্ত্যা এব রিক্তীকুরু। (হে) তাত, ব্রহ্মণঃ পূর্ণে কশ্চিৎ শ্রমঃ ন ভবিষ্যতি।

হে বৎস, ব্রহ্মে চিন্তা স্থির করিতে কিছুমাত্র পরিশ্রম নাই। ঘটকে আকাশ দ্বারা পূর্ণ করিতে যেমন কিছুমাত্র পারিশ্রম নাই, সেইরূপ। তাহাতে কেবল ঘটস্থিত জল, তণ্ডুলাদির নिकासনের অপেক্ষা। জগদ্বিষয়ক চিন্তনরূপ বৃত্তিদ্বারা পূর্ণ মনোঘটকে, সেই বৃত্তিশূন্য করিতে পারিলেই, আপনিই ব্রহ্ম দ্বারা পূর্ণ হইয়া যাইবে। মনকে জাগত বৃত্তিশূন্য করিতে এইরূপ বৃত্তির প্রয়োগ করিতে হইবে—ঘটে ও ঘটাকার বৃত্তিতে, যথাক্রমে যে, বৃত্তির ও ঘটের ভাল মন্দ রূপে ক্ষুরণ, তাহার সহিত মনের অন্যসম্বন্ধ; এবং সেই মনে তৎকালে পট এবং পটবৃত্তির ব্যতিরেক; সেইরূপ আবার, পটে ও পটাকার বৃত্তিতে, যথাক্রমে যে বৃত্তির ও পটের ভালমন্দ রূপে ক্ষুরণ, তাহার সহিত মনের অন্য সম্বন্ধ, এবং সেই মনে তৎকালে ঘট ও ঘটবৃত্তির ব্যতিরেক। এইরূপে ব্যবহারকালে, মন অরিক্ত থাকিলেও, বুদ্ধিদ্বারা তাহার রিক্ততার অনুভব হয়।

জগদ্বিষয়ক চিন্তা পরিত্যাগ করিবার জন্ত বলিতেছেন—

তাজ্জ চিন্তাং মহাবুদ্ধে ভজ্য নশ্চিন্ত্যতাস্থখম্।

তদ্ব্যার্জিতমিমাং চিন্তাং বদ কোহন্তঃ পরিত্যজেৎ ॥২

অর্থ—(হে) মহাবুদ্ধে, চিন্তাং তাজ্জ, নিশ্চিন্ত্যতাস্থখং ভজ্য, তদ্ব্যার্জিতমিমাং চিন্তাম্ অন্তঃ কঃ পরিত্যজেৎ (ইতি) বদ।

হে বিশালবুদ্ধে, তুমি বিচারপূৰ্ণক অনাস্থবস্তুর মিথ্যাত্বাবধারণ করিয়াছ ; তুমি জগদ্বিসয়ক চিন্তন পরিত্যাগ কর । তুমি নিশ্চিন্ততা—
ত্রিপুটী রহিত ব্রহ্মস্থ বা বিদ্যানন্দ—উপভোগ কর ; (তাহাই মনের
জীবনোপায় হইবে ।) হে বৎস, তুমি স্বয়ং যে জগদ্বিসয়ক চিন্তনবৃত্তি
অর্জন করিতেছ, বল অথ কে তাহার বর্জন করিবে ?

চিন্তনীয়ং ত্বয়া বস্তু চিন্তারোগস্ত ভেষজম্ ।

অথ বা তাত চিন্তাখ্যং রোগমেব পরিত্যজ ॥ ৩

অর্থ—(হে বৎস) ত্বয়া চিন্তারোগস্ত ভেষজং বস্তু চিন্তনীয়ম্ ।
অথবা (হে) তাত চিন্তাখ্যং রোগম্ এব পরিত্যজ ।

বৎস, তুমি চিন্তা রোগের ঔষধ, সেই পারমার্থিক বস্তু—ব্রহ্মের—
চিন্তা কর । (তাহাই চিন্তারোগনিবৃত্তির উপায় ।) যদি তাহাতে
অসমর্থ হও, তবে চিন্তানামক ব্যাধিকেই পরিত্যাগ কর—সর্বদা অসত্য
বলিয়াই নিশ্চয় কর ।

চিন্তারোগ পরিত্যাগে তোমার স্বাধীনতা নাই, এরূপ মনে করিও না,
কেননা—

বর্দ্ধিতা বর্দ্ধতে চিন্তা ত্যক্তা নশ্চতি সত্বরম্ ।

ঈদৃশেনাপি রোগেণ হৃদ্বিয়ো মরণং গতঃ ॥ ৪

অর্থ—চিন্তা বর্দ্ধিতা (সতী) বর্দ্ধতে, ত্যক্তা (সতী) সত্বরং নশ্চতি,
ঈদৃশেন অপি রোগেণ হৃদ্বিয়ো মরণং গতঃ ।

চিন্তা বা জগদ্বিসয়ক স্মৃতিরূপা বৃত্তিকে বর্দ্ধিত করিলেই, বুদ্ধি পায় ।
তাহাকে পরিত্যাগ করিলেই শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায় । (চিন্তা, চেতাবস্তু
বলিয়া জড়রূপ, তাহার উৎপত্তি, বৃদ্ধি, ক্ষয় চেতনাধীন । (ইহা সর্বজন-
বিদিত) । এই রোগের নিবৃত্তি, ইচ্ছাধীন হইলেও এই রোগেই

মন্দবুদ্ধি (বিষয়বিদূষিতমতি) লোকে মরিয়া থাকে,—অসদাকার দেহাশ্রুতা প্রাপ্ত হইয়া, হঃখভোগ করিয়া থাকে। প্রজ্জলিত গৃহ হইতে বহির্গত হইবার পথ দেখিয়াও, ধনপুল্লবস্ত্রাদি লোভে, লোকে যেমন সে গৃহেই পুড়িয়া মরে, সেইরূপ।

কৰ্কশা কলহা কৃত্যা বন্ধ্যা নিত্যমমঙ্গলা।

তাজাতাং কামনাচণ্ডী ভুজ্যতাং মুক্তিসুন্দরী ॥ ৫

অর্থ—কৰ্কশা, কলহা, কৃত্যা, বন্ধ্যা, নিত্যম্ অমঙ্গলা, কামনাচণ্ডী তাজাতাম্, মুক্তিসুন্দরী ভুজ্যাতাম্।

কামনা বা ইচ্ছানারী নারী কোপনস্বভাবা, অকোমলস্পর্শা, কলহ-রূপা, মারিকা, সুখরূপপুল্লজননে অসমর্থী, সর্বদাই অন্ততরুপা। একরূপ নারীকে পরিত্যাগ কর। তদ্বিপরীতগুণাস্পদা মুক্তিরূপা সুন্দরী নারীকে গ্রহণ কর।

জটনৈঃ পণ্ডিত ইতুক্তঃ প্রাপ্নোষি পরমং সুখম্।

মনসা কর্মণা বাচা ভব পণ্ডিত এব তৎ ॥ ৬

অর্থ—জটনৈঃ পণ্ডিতঃ ইতি উক্তঃ (সন্) পরমং সুখং প্রাপ্নোষি, তৎ (তস্মাৎ) মনসা, কর্মণা, বাচা, পণ্ডিতঃ এব ভব।

হে বৎস, তুমি বিদ্বান্ না হইলেও, মূর্থ লোকে যদি তোমাকে পণ্ডিত বলিয়া সম্বোধন করে, তাহা হইলে, তুমি অন্তরে সুখানুভব করিয়া থাক। অতএব তুমি ‘পণ্ডিত হইব’ এইরূপ সঙ্কল্পদ্বারা, ‘সমদর্শন’রূপ কর্মদ্বারা, এবং সমদৃষ্টিপ্রতিপাদক চর্চনদ্বারা, সেই পণ্ডিতই হও।

ব্রাহ্মজ্ঞানে যখন তোমার সুখপ্রতীতি হয়, তখন, তত্ত্বনিশ্চয়দ্বারা পারমার্থিক পাণ্ডিত্য সম্পাদিত হইলে, আপনাতে পারমার্থিক সুখাভির্ভাব হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

নিত্যমেব স্মুরজ্ঞাপো নমু ত্বং চিৎস্বরূপতঃ ।

স্মৃতিমূর্ত্তেস্তবৈবেয়ং কাচিৎস্মৃতিরিদং জগৎ ॥ ৭

অর্থ—(হে শিষ্য) ত্বং নমু নিতাং এব স্মুরজ্ঞাপঃ ; চিৎস্বরূপতঃ ।
ইদং জগৎ, স্মৃতিমূর্ত্তে: তব ইয়ং কাচিৎ স্মৃতিঃ (ভবতি) ।

হে শিষ্য, তোমার স্বরূপ সর্বদাই স্বয়ংপ্রকাশমান, নিশ্চিত জানিও ;
কারণ তুমি চিন্মাত্রস্বরূপ । এই দৃশ্যমান জগৎ, স্বয়ংপ্রকাশস্বরূপ
তোমারই এক অনির্বচনীয় প্রকাশবিশেষ ; (তাহা না হইলে, তোমার
নিকট এই জগতের স্মরণ হইবার সম্ভাবনা ছিল না ।)

ভাস্বতো মম ভামাত্রমিতি জ্ঞাতে ভ্রমে গতে ।

ক্ব দ্বিতীয়ঃ ক্ব সংসারঃ ক্ব মায়া তৎকৃতং কিমু ॥ ৮

অর্থ—ভাস্বতঃ মম ভামাত্রঃ (ইদং জগৎ) ইতি জ্ঞাতে, ভ্রমে গতে
(সতি) দ্বিতীয়ঃ ক্ব, সংসারঃ ক্ব, মায়া ক্ব, তৎকৃতং বন্ধনং কিমু (ভবতি ?)

এই জগৎ, প্রকাশস্বরূপ আমারই প্রকাশমাত্র—এইরূপ বুলিলে,
চিজ্জড়রূপ দেহাদিতে “ইহাই আমি” এই প্রতীতিরূপ ভ্রম অপগত হইলে,
জগৎকারণ অজ্ঞানরূপ দ্বিতীয় বস্তু, কোথায় ? (কোথাও নাই, কারণ
তাহা নিরাধার ও অসৎ ।) সংসারই বা কোথায় ? সং বা অসদ্রূপে
অনির্বচনীয়, জগজ্জননশক্তিরূপ, মায়াই বা কোথায় ? (কোথাও নাই,
কারণ, অসৎকার্যের কারণভূত শক্তিও অসৎ) ; তাহা হইলে সেই মায়া-
কৃত আবরণবিক্ষেপাদিরূপ বন্ধন কি সম্ভব হইতে পারে ? (কখনই না ।)

(শঙ্কা) । ভাল, আত্মা স্বপ্রকাশ হইলেও, জড়ের সাহচর্য্যাব্যতীত
অমুভূত হন না । তাহা হইলে, আত্মাকে চিন্মাত্রস্বরূপ জানিলেই, কি
প্রকারে জড়ের পরিহার হইবে ?

(সমাধান) । আপনাকে চিন্মাত্র স্বরূপ জানিয়া, জড়ে অনাদয়
করিলেই, জড়ের পরিহার হইবে, এই কথাই বলিতেছেন :—

ভূত্বং কর্তৃবভোকৃত্বৈ জড়চৈতন্যদৃষ্টয়ঃ ।

স্বরূপানি স্বকীয়ানি মণিভূত্বা বিলোকয় ॥ ৯

অর্থ—ভূত্বং কর্তৃবভোকৃত্বৈ, জড়চৈতন্যদৃষ্টয়ঃ (সত্ত্বি, তাম্) স্বকীয়ানি স্বরূপানি (স্বং) মণিঃ ভূত্বা বিলোকয় ।

আত্মাকে, জ্ঞাতা বা জ্ঞানেন্দ্রিয়বৃত্তিমান্, কর্তা বা কর্মেন্দ্রিয়বৃত্তিমান্, ও ভোক্তা বা ভোগক্রিয়াক্র ফলবান্, বলিয়া যে সকল অনুভূতি হয়, সেইগুলি জড়রূপ উপাধি ও চিদাভাসরূপ চৈতন্য এতদন্তর সম্মিলিত । সেই সকল অনুভূতির মধ্যে, চিত্রপ আয়ার ধর্মভূত স্বরূপ বা জ্ঞানমাত্রকেই, তুমি, দীপাদিপ্রকাশনিরপেক্ষ মাণিক্যাদি হইয়া—অর্থাৎ চেতারহিত চিন্মাত্ররূপে, অবলোকন কর । তাহা হইলেই তোমার চিন্মাত্রত্বের অনুভব ও জড়ের পরিহার হইবে ।

পরম্পরমবিজ্ঞাতা জাগ্রৎস্বপ্নশুশ্রুতয়ঃ ।

ত্বয়া তিস্রঃ স্ত্রিয়ৌ ভুক্তাস্তুরীয়াং সুন্দরীং ভজ ॥ ১০

অর্থ—ত্বয়া পরম্পরম্ অবিজ্ঞাতাঃ জাগ্রৎস্বপ্নশুশ্রুতয়ঃ (এতাঃ) তিস্রঃ স্ত্রিয়ঃ ভুক্তাঃ ; (অতঃ ইদানীং) তুরীয়াং সুন্দরীং ভজ ।

তুমি পরম্পর অপরিচিতা, (অর্থাৎ পরম্পর ব্যবৃত্তা, একাবস্থায় অনুভূতিকালে, অপরাবস্থাবয়ের অনুভববর্জিতা) জাগ্রৎ; স্বপ্ন ও শুশ্রুত নাম্নী তিনটি স্ত্রীকে উপভোগ করিয়াছ ; অতএব এক্ষণে তুরীয়া নাম্নী সুন্দরীকে উপভোগ কর ।

জাগ্রৎস্বপ্নশুশ্রুতানি পুনস্তানি ত্বমীক্ষসে ।

তুরীয়ং তব ধামৈব ন তৎকিমিতি পশ্যসি ॥ ১১

অর্থ—ত্বম্ তানি জাগ্রৎস্বপ্নশুশ্রুতানি পুনঃ ত্বমীক্ষসে । তুরীয়ং তব ধাম এব, তৎ ন পশ্যসি ইতি কিম্ ।

তুমি সেই জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্তয় প্রতিদিনই বারবার দেখিতেছ, কিন্তু তুরীয় যে তোমার নিজ নিবাসস্থান বা স্বরূপাবস্থা ; সেই অবস্থার অয়ংপ্রকাশ সুখ, তুমি কেন অনুভব করিতেছ না ?

মা ধাব সুখহেতোস্ত্বং ধাবতাং ন সুখং সখে ।

সুখরূপে নিজেরূপে সুখং তিষ্ঠ সুখী ভব ॥ ১২

অবয়—(হে) সখে ত্বং সুখহেতোঃ মা ধাব, ধাবতাং ন সুখম্ (অস্তি) ।
(ত্বং) সুখরূপে নিজরূপে সুখং তিষ্ঠ, সুখী ভব ।

হে মিত্র, তুমি সুখের অন্বেষণে দৌড়িও না ; (সে সুখ আভাসমাত্র এবং দৌড়ানকার্য্য কোন কালেই সুখকর নহে ।) তুমি সুখস্বরূপ নিজা-
বস্থায়—স্বরূপসুখাবস্থায়—অবস্থান করিয়া সুখী হও, (আশীর্বাদ করি) ।

অত্র শ্লোকাঃ ।

এ বিষয়ে কয়েকটি শৃঙ্গার শ্লোক আছে, শুন—

বরযোগ্যাসি কল্যাণি ন স্থাস্তসি বরং বিনা ।

বরগীয়ো বরস্তাদৃগ 'যো ভবেদজরামরঃ ॥ ১৩

অবয়—(হে) কল্যাণি, ত্বং বরযোগ্যা অসি, বরং বিনা ন স্থাস্তসি,
(ত্বয়া) তাদৃক্ বরঃ বরগীয়, যঃ অজরামরঃ ভবেৎ ।

হে শোভনে, তুমি প্রাপ্তবোধবনা হইয়াছ ; এখন পতি বিনা থাকিতে পারিবে না । দেখিও, এরূপ ব্যুরে আত্মসমর্পণ করিবে, সেই বর যেন অজর, অমর হয় । (তাহা হইলে তোমাকে পরপুরুষাবেষণে প্রবৃত্ত হইতে হইবে না ।) ভাবার্থ এই—জ্ঞানেঙ্গুগণ, অধিকারিদেহ প্রাপ্ত হইলে, ব্রহ্মস্বরূপ আত্মলাভ করা করিয়া থাকিতে পারে না । কিন্তু উপাস্ত ব্রহ্মভাবে পরোক্ষতা ও কৃত্রিমতা দোষ ; সেই হেতু তাহা বর্জনীয় ; জ্ঞানদ্বারাই ব্রহ্মতাব লাভ করিতে হইবে ; তাহা অবিনাশী ও

অকৃত্রিম। বিদ্যারণ্য স্বামী (পঞ্চদশীতে) বলিয়াছেন—“ধ্যানোপাদনকং যত্তদ ধ্যানাভাবে বিলীয়তে”। যে ব্রহ্মভাবের উপাদান ধ্যান, ধ্যানাভাবে তাহা বিলীন হইয়া যায়।

ন শৃণোষি বরং যাবন্তাবস্তে কম্পতে মনঃ।

পশ্চান্মহোৎসবৈর্ভক্তে স্বামিনং ত্বং বরিষ্যসি ॥ ১৪

অর্থঃ—(হে) ভক্তে, ত্বং যাবৎ বরং ন শৃণোষি, তাবৎ তে মনঃ কম্পতে, পশ্চাৎ মহোৎসবৈঃ স্বামিনং বরিষ্যসি।

কে কল্যাণি, তুমি যে পর্যন্ত না গতিসন্তোগসুখজ্ঞার মুখে, পতির সহিত সন্তোগবার্তা শুনিতেছ, সেই পর্যন্ত তোমার মনে, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিরূপ চাকলা থাকিবে; পরে, মহাসমারোহে তুমি পতিকে বরণ করিবে। অতএব, পতিগুণশ্রবণ ও সন্তোগবার্তাশ্রবণই, ভোগেচ্ছার উৎপাদন দ্বারা, তোমার পতির সহিত মিলনের উপায়। ভাবার্থ এই—মন ব্রহ্মভাবগ্রহণে প্রবৃত্ত হইলেও, যে পুনঃ পুনঃ নিবৃত্ত হয়, তাহার কারণ দৃঢ়নিশ্চয়াভাব। সেই হেতু, ব্রহ্মজ্ঞগুরুমুখ হইতে মহাবাক্য দ্বারা জীবব্রহ্মৈক্যাশ্রবণ হইলে, অসম্ভাবনাদি দোষ নিবৃত্ত হইবে, এবং পরমহর্ষে ব্রহ্মাত্মিকাজ্ঞান লাভ করিতে পারিবে।

(শঙ্কা)—সেইরূপ শ্রবণ না ঘটিলে, অথচ সেই পরমসুখল্যভে, উৎকণ্ঠা হইলে, কি করা যাইবে? (সমাধান)—

পরেণ পুরুষেণাদ্য রমস্ব বচনান্মম।

সখি পশ্চাৎসুতশ্চিত্তং কুরু যত্রাধিকং সুখম্ ॥ ১৫

অর্থঃ—(হে) সখি, ত্বম্ অদ্য মম বচনাৎ পরেণ পুরুষেণ রমস্ব, পশ্চাৎ যত্র অধিকং সুখং (তত্র) স্বতঃ চিত্তং কুরু।

হে প্রিয়, যতদিন না সেইরূপ শ্রবণ ঘটতেছে, ততদিন তুমি আমার

কথার উপর নির্ভর করিয়া সেই পরপুরুষের সহিত রমণে প্রবৃত্ত হও ; পরে, স্বজনের সহিত ক্রীড়ায় অধিক সুখ, অথবা পরপুরুষের সহিত ক্রীড়ায় অধিক সুখ, তাহা নিজেই বুঝিয়া, তদ্বিশেষে কর্তব্যাবধারণ কর। ভাবার্থ এই—যখন ব্রহ্মসুখপ্রাপ্তির ইচ্ছা জন্মিয়াছে এবং যতদিন আত্মসাক্ষাৎকারের হেতুভূত দৃঢ়শ্রবণ না ঘটতেছে, ততদিন, গুরুবচনে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, পরিপূর্ণস্বরূপ ব্রহ্মের সহিত আপনার অভেদ চিস্তনরূপ উপাসনা করিয়া দেখ ; পরে, অভেদচিস্তনে অধিক সুখ অথবা ভেদচিস্তনে অধিক সুখ, তাহা নিজে অনুভব করিয়া, তাহাতেই প্রবৃত্ত হও । কারণ বিচারণ্য স্বামী বলিয়াছেন (ধ্যানদীপ, ১৫৫)।

অনুভূতেরভাবেইপি ব্রহ্মান্মীত্যেব চিস্ত্যাতাম্।

অপ্যমং প্রাপ্যতে ধ্যানান্নিত্যাপ্তং ব্রহ্ম কিং পুনঃ ॥

বাহার পরব্রহ্মসাক্ষাৎকারে অধিকার হয় নাই, তাহার ‘আমিই পরব্রহ্ম’—এই প্রকার চিস্তাকরা কর্তব্য ; যেহেতু, অত্যন্ত অসং পদার্থ—দেবভাবাদি—যখন ধ্যান দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন তদ্বারা নিত্য-সিদ্ধ পরব্রহ্মপ্রাপ্তি কেন না হইতে ?

যাতং দিনং ন পুনরেতি নবং বয়ন্তে

লজ্জাং বিহায় ভজন্তং রমণীয়রূপম্।

বালে পরঃ পুরুষ এয যদা সমেতঃ

স্বর্গেণ কিং কিমু তদা নৃশুখেন বা তে ॥ ১৬

অন্বয়—(হে) বালে, যাতং দিনং ন পুনঃ এতি, তে নবং বয়ঃ (অস্তি), (অতঃ) তং লজ্জাং বিহার, রমণীয়রূপং তং ভজ ; এযঃ পরঃ পুরুষঃ যদা (ত্বয়া সহ) সমেতঃ, তদা তে নৃশুখেন কিং (ভবতি) ? বা স্বর্গেণ (তে) কিমু (ভবতি) ?

হে প্রাপ্তযৌবনে, যে দিন (ক্ষণ) যাইতেছে, তাহা আর ফিরিবে না ; তুমি তারুণ্যবস্থায় পদার্পণ করিয়াছ, এই হেতু তোমার লজ্জা অধিক । অতএব সেই (যোগ্য) পুরুষভোগপ্রতিবন্ধিকা লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া, সেই পরম সুলভ পুরুষকে গ্রহণকর । (হে কর্তব্যবিমূঢ়ে), যখন এই পরপুরুষ তোমার আপনিই ঘুটিয়াছে, তখন ধরণীপতির ভোগ্য পার্শ্ববস্তু লইয়া তোমার কি হইবে, স্বর্গস্থখেই বা তোমার কি প্রয়োজন ? তাৎপৰ্য্য এই—

যুক্তিস্থখানুভব বিনা বৃথাই আয়ুক্ষয় করিও না । তোমার জ্ঞান অপরিপক, (অর্থাৎ জ্ঞাতিকুলধর্ম্যবাসনাবশতঃ সংশয়দুষিত) । অতএব লোকলজ্জা পরিত্যাগ করিয়া সেই কার্যাকারণাভীত শূন্যস্বরূপ পরব্রহ্মের সহিত ‘আমিই তাহা’ এইরূপে অভেদ চিন্তন কর । হে অনাস্বাদিত-ব্রহ্মানন্দ সাধক, যখন গুরুবাক্যে প্রদ্বাবশতঃ এই কার্যাকারণাভীত পুরুষ তোমার সুলভ হইয়াছে, অর্থাৎ ধোয়রূপে গৃহীত হইয়াছে, তখন সেই ধ্যান দ্বারা অভেদানুভব স্থখ, মাহুযানন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া হিরণ্যগর্ভের আনন্দ পর্য্যন্ত সকল আনন্দকেই, অতিক্রম করিবে ।

ব্রহ্মচৰ্চাবিংশতিঃ ।

অর্চালক্ষাধিকা প্রোক্তা চর্চৈব পরমাত্মনঃ ।

অতঃ শিষ্যপ্রবোধায় ব্রহ্মচৰ্চা নিরূপ্যতে ॥ ১

অর্থ—পরমাত্মনঃ চর্চা এব অর্চালক্ষাধিকা প্রোক্তা (বেদেষু) ।
অতঃ শিষ্যপ্রবোধায় ব্রহ্মচৰ্চা নিরূপ্যতে ।

বেদে কথিত হইয়াছে (“ক্ষণমেকং ক্রতুশ্চুতস্তাপি” অর্থক্লেশিধা
উ, ৩—ক্ষণকালব্যাপিনী ব্রহ্মচৰ্চা শতং যজ্ঞের অপেক্ষা অধিক) যে

কার্যাকারণাভীত পরমাত্মবিষয়ক আলোচনা লক্ষ অর্চনা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট । এইহেতু, জিজ্ঞাসুগণ যাহাতে অন্তর্যাসে বুদ্ধিতে পান, সেই ভ্রত এই প্রকরণে ব্রহ্মবিষয়ে আলোচনা বর্ণিত হইতেছে । (শঙ্কা)—

আধারঃ সৰ্বভূতানাং তস্মাধারো ন কশ্চন ।

নিরাধারস্বরূপং চেন্নাস্তি ব্রহ্ম তদা কচিৎ ॥ ২ ।

অর্থ—(ব্রহ্ম) সৰ্বভূতানাং আধারঃ, তন্ত্ৰ কশ্চন আধারঃ ন (বিদ্যতে)।
(ব্রহ্ম) নিরাধারস্বরূপং তেৎ, তদা ব্রহ্ম কচিৎ নাস্তি ।

ব্রহ্ম আকাশাদি সৰ্বভূতের, এবং সৰ্বভূতনির্মিত ব্রহ্মাণ্ডাদি কীটপৰ্য্যন্ত স্থাবরজঙ্গমসমূহের আধার বা অধিষ্ঠান ; আর ব্রহ্মভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই বলিয়া, এবং ব্রহ্মের অনন্ততাহেতু, ধ্যানের বিষয়ীভূত হইতে পারেন না বলিয়া, ব্রহ্মের কোনও আধার নাই । “তাহা হইলে ব্রহ্ম যখন আধারশূন্য বস্তু হইলেন, তখন, ব্রহ্ম বস্তু কোথাও নাই—অর্থাৎ ব্রহ্ম শূন্য, ইহাই সিদ্ধ হয় । (সমাধান—)

অধিষ্ঠানং বিনা কার্যং ন তিষ্ঠতি কদাচন ।

সৰ্ব্বাধিষ্ঠানরূপং হি কথং ব্রহ্ম ন কুত্রচিৎ ॥ ৩ ।

অর্থ—অধিষ্ঠানং বিনা কদাচন কার্যং ন তিষ্ঠতি, (তর্হি তৎ ব্রহ্ম)
হি সৰ্ব্বাধিষ্ঠানরূপং ; (তৎ ব্রহ্ম) কুত্রচিৎ ন (অস্তি ইতি) কথম্ ?

আবার যদি সৰ্ব্বাধিষ্ঠানভূত ব্রহ্মবস্তুর স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে, ঘটাদিরূপ লোকপ্রসিদ্ধ কার্য, এবং রজ্জুসর্পাদিরূপ কল্পিত কার্যও (যাহা মূর্তিকাদি, এবং রজ্জু প্রভৃতি আধার ত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে না, তাহাদের) অসৎ বলিয়া প্রতীয়মান হওয়া উচিত, কিন্তু সেই কার্যগুলি সৎ বলিয়াই প্রতীত হয় ; সেই হেতু, সৰ্ব্বাধারভূত ব্রহ্মবস্তু কোথাও নাই, একথা কিরূপে বলা চলে ?

(শঙ্কা) । ভাল, যখন সেই জগদাধার ব্রহ্মবস্ত্র স্বয়ং নিরাধার, এবং জগৎ সেইরূপ নিরাধারে নহে, তখন (ভিন্নস্বভাবতাহেতু) ব্রহ্ম, জগৎ হইতে পৃথক, একথা বলিতেই হইবে ।

(সমাধান ।)—

সর্বস্মাত্ত্বং পৃথগ্ ব্রহ্ম দ্বিতিবক্তুং ন শক্যতে ।

যদাঙ্গকমিদং সর্বং সর্বস্মাত্ত্বং পৃথক্‌থম্ ॥ ৪

অর্থ—তৎ ব্রহ্ম সর্বস্মাত্ত্বং পৃথক্ ইতি তু বক্তুং ন শক্যতে । ইদং সর্বং যদাঙ্গকং, তৎ কথং সর্বস্মাত্ত্বং পৃথক্ ?

[ব্রহ্ম স্বয়ং নিরাধার হইয়াও সর্বাধার, জগৎ কিন্তু আধার ভিন্ন হইতে পারে না । এই হেতু তত্ত্বত্রয়ের বৈলক্ষণ্য ।]

আবার, সেই সর্বাধার কিন্তু স্বয়ং নিরাধার ব্রহ্ম, (উক্ত বৈলক্ষণ্য হেতু) সমস্ত জগৎ হইতে পৃথক, একথাও বলা চলে না ; কেন না— এই সমস্ত জগৎ যে ব্রহ্মাঙ্গক, সেই ব্রহ্ম, এই সমস্ত জগৎ হইতে কিরূপে পৃথক হইবেন ?

তাৎপর্য্য এই—ব্রহ্মে প্রপঞ্চের ভেদ সুবিবার নিমিত্ত, ভেদের প্রতিযোগী প্রপঞ্চের পৃথক সত্তা আবশ্যক । প্রকৃত পক্ষে প্রপঞ্চের ব্রহ্মাতিরিক্ত সত্তার অভাব । সেই হেতু ভেদ সিদ্ধ হইতে পারে না ।

(শঙ্কা ।) ভাল, তাহা হইলে, সর্ববস্ত্র হইতে ভিন্ন বলিয়া, ব্রহ্ম সর্বরূপ হইলেন । (সমাধান)—

সর্বস্মাদপুথ গ্ৰহ্ম বক্তু মিত্যপি নার্সি ।

সর্বস্মাত্ত্বং পৃথগ্বেদমনুভূতং মহর্ষিভিঃ ॥ ৫

অর্থ—ব্রহ্ম সর্বস্মাত্ত্বং অপৃথক্ ইতি অপি বক্তুং ন অর্হসি ; (যতঃ) মহর্ষিভিঃ ইদং (ব্রহ্ম) সর্বস্মাত্ত্বং পৃথক্ এর্ব ইতি অনুভূতম্ ।

যদি বল, ব্রহ্মবস্তুর সমস্ত জগৎ হইতে অপৃথক্ অর্থাৎ ব্রহ্ম সর্বরূপ, তবে বলি, তাহাও বলিতে পার না, কেন না, অতিশ্রেষ্ঠ (সত্যবাদী) ঋষিগণ, (স্বভাবতঃই অসত্য বলিয়া পরিলক্ষিত, এই) সমস্ত জগৎ হইতে, এই ব্রহ্মকে পৃথক্ বলিয়াই, অর্থাৎ স্বরূপতঃ সত্য বলিয়াই, অনুভব করিয়াছেন, এই হেতু ব্রহ্মকে সর্বরূপ বলিতে পার না ।

(শঙ্ক।) ভাল, তাহা হইলে ব্রহ্ম আত্মস্বরূপ হইলেন । (সমাধান) —

আত্মরূপমিদং বাচ্যমিতি তর্কস্থয়া কৃতঃ ।

অনাত্মরূপং কিং বস্তু স্বাত্মরূপং যত্বেদম্ ॥ ৬

অর্থ—ইদং (ব্রহ্ম) আত্মরূপং বাচ্যম্ ইতি তর্কঃ স্থয়া কৃতঃ, (যদি, তর্কি) অনাত্মরূপং কিং নু অস্তি, যতঃ ইদং স্বাত্মরূপং (স্ত্রাৎ) ?

হে শিষ্য, যদি তুমি এইরূপ তর্কই কর, যে তাহা হইলে ব্রহ্মকে আত্মরূপই বলিতে হয়, তবে বলি, অনাত্মরূপ কোন্ বস্তু আছে, বাহার অপেক্ষায়, এই ব্রহ্ম স্বাত্মরূপ হইবেন ? ভাবার্থ এই—ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত সকলই অনাত্ম বলিয়া অসত্য, সুতরাং তন্নিষেধক ‘আত্ম’ শব্দ ও সেই শব্দের অর্থ, সেইরূপই অসত্য । সেই হেতু ব্রহ্মকে আত্মরূপ বলা ঠিক হইতে পারে না ।

(শঙ্ক।) ভাল—“জ্ঞাত্বাদেবং সর্বপাশাপহানিঃ”, “তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি”, ইত্যাদি প্রতিবাক্যে ব্রহ্মজ্ঞানকেই মোক্ষহেতু বলা হইয়াছে । তাহা হইলে ব্রহ্ম ত জ্ঞানের বিষয় হইলেন ? (সমাধান) —

জ্ঞানস্ত ব্রহ্ম বিষয় ইতি বক্তুং ন শক্যতে ।

জ্ঞানস্বরূপং তদ ব্রহ্ম জ্ঞানস্ত বিষয়ঃ কথম্ ॥ ৭

অর্থ—ব্রহ্ম জ্ঞানস্ত বিষয়ঃ ইতি বক্তুং ন শক্যতে; তৎ ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপং, কথং জ্ঞানস্ত বিষয়ঃ (ভবেৎ) ?

ব্রহ্ম জ্ঞানের বিষয়, অর্থাৎ দেশকালাদিছারা অপরিচ্ছিন্ন (চৈতন্যাত্মক) আত্মবস্তু, চৈতন্যভাসযুক্ত অন্তঃকরণবৃত্তির গোচর—এ কথাও বলিতে পারি না, কেননা, ব্রহ্ম স্বয়ং চৈতন্যস্বরূপ ; তিনি কি প্রকারে উক্ত চৈতন্যভাসযুক্ত অন্তঃকরণবৃত্তিরূপ চেতনের বিষয় বা জ্ঞেয় হইবেন ? (সাধারণতঃ ও দেখা যায়, জ্ঞানের বিষয় ঘটাদি জড় বলিয়া প্রসিদ্ধ । ব্রহ্ম কিন্তু চিন্মাত্র ও স্বয়ং প্রকাশ ; সেইহেতু জ্ঞানের বিষয় হইবোঁ পারেন না ।)

আবার যদি বল ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ, তাহাও বলিতে পারি না ।

জ্ঞানস্বরূপমেবাস্তু ব্রহ্মেতি যদি মন্যে ।

জ্ঞেয়মেব ন যত্রাস্তি জ্ঞানত্বং তস্য কীদৃশম্ ॥ ৮

অর্থ—যদি, ব্রহ্মজ্ঞানস্বরূপম্ এব অন্তঃ ইতি মন্যে, (তর্হি) যত্র জ্ঞেয়ম্ এব ন অস্তি, তস্য জ্ঞানত্বং কীদৃশং (ভবতি) ?

যদি মনে কর, ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপই হইলেন, তাহাতে দোষ কি ? তবে বলি, যেব্রহ্মে জ্ঞেয় অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয় জগৎই নাই, তাঁহার জ্ঞানরূপতা কি প্রকার ? সকলেই জানে, জ্ঞান জ্ঞেয়সাপেক্ষ । তাহা হইলে জ্ঞেয়াভাবে ব্রহ্মকে জ্ঞানস্বরূপ বলা চলে না ।

ব্রহ্ম জ্ঞাতাও হইতে পারেন না, কেন না—

জ্ঞাতৃস্বরূপমেবাস্তু ব্রহ্মেতি যদি কল্প্যতে ।

স্বয়ং প্রকাশরূপে হি জ্ঞানশ্রাণীয়তা কথম্ ॥ ৯

অর্থ—ব্রহ্ম জ্ঞাতৃস্বরূপম্ অন্তঃ ইতি যদি কল্প্যতে, (তর্হি) স্বয়ং প্রকাশরূপে ব্রহ্মণি জ্ঞানশ্রাণীয়তা কথং (সম্ভাব্যা) ?

তাহা হইলে ব্রহ্ম জ্ঞাতৃস্বরূপ হউন, অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়সম্বলিত অধিষ্ঠান-সহিত বুদ্ধিস্থ চিদাভাস হউন—যদি এইরূপ কল্পনা কর, তাহা হইলে, বলি,

ব্রহ্ম স্বয়ংপ্রকাশ বলিয়া জ্ঞানিজনপ্রসিদ্ধ, অর্থাৎ ব্রহ্ম, জ্ঞানের বিষয় না হইয়াও অপরোক্ষ ; তিনি কি প্রকারে জ্ঞান ক্রিয়ার আশ্রয় হইতে পারেন ? তাৎপর্য এই—জ্ঞান চৈতন্যভাসযুক্ত অন্তঃকরণের বৃত্তি, তাহার আশ্রয় অবশ্যই জ্ঞানের বিষয় ; ব্রহ্মকে সেই আশ্রয় বলিয়া স্বীকার করিলে, ব্রহ্মের স্বপ্রকাশতার হানি হয় ।

(শঙ্কা) । ভাল, শ্রুতি বলিতেছেন—“সর্বং বহুদং ব্রহ্ম” ; তাহা হইলে, ব্রহ্মকে আবার সেই ‘সর্বরূপ’ বলিয়াই মানিতে হয় । (সমাধান)—

‘সর্বরূপমিদং ব্রহ্ম বক্তুং কঃ শক্যুয়াদিতি ।

সদৈকরূপমেবেদং যতঃ শাস্ত্রত মুচ্যতে ॥ ১০

অর্থ—ইদং ব্রহ্ম সর্বরূপম্ ইতি বক্তুং কঃ শক্যুয়ং । ইদং সদা একরূপং, যতঃ শাস্ত্রতম্ উচ্যতে ।

এই ব্রহ্ম সর্বরূপ অর্থাৎ জগদ্রূপ একথা কে বলিতে পারে ? কেহই পারে না, কেননা এই ব্রহ্ম সর্বদাই একরূপ, অর্থাৎ স্বগতস্বজাতীয়-বিজাতীয়ভেদরহিত সচ্চিদানন্দধন । উক্ত শ্রুতিবাক্য, ‘সর্বম্ ও ‘ইদং’ পদের বাচ্যার্থাংশ পরিত্যাগ পূর্বক, অবিরুদ্ধ ব্রহ্ম পদার্থের সহিত সামান্যাদিকরণ্য দ্বারা, একতা বুঝাইতেছে মাত্র । ব্রহ্ম সর্বদাই একরূপ তাহার কারণ এই যে, ইহাকে বেদে ঋশত বা নিত্য বলা হইয়াছে । যাহা নিত্য তাহা কখনও অনেক হইতে পারে না ।

(শঙ্কা) । তাহা হইলে একরূপতাই ব্রহ্মের লক্ষণ হউক । (সমাধান)—

একরূপমিদং ব্রহ্ম ন বক্তুমিতি শক্যতে ।

নির্গুণং তৎ পরং ব্রহ্ম শ্রাদেকং যতো গুণঃ ॥ ১১

অর্থ—ইদং ব্রহ্ম একরূপম্ ইতি বক্তুং ন শক্যতে ; (যতঃ) তৎ পরং ব্রহ্ম নির্গুণং ; যতঃ একং গুণঃ শ্রাৎ ।

এই ব্রহ্মকে 'একরূপ' বলিগেও দোষ হয়; যেহেতু সেই কার্যাকারণাভীত ব্রহ্ম নিগূর্ণ; আর 'একত্ব' নিজে একটি গুণ। (তাকিকগণের মতে 'সংখ্যা'গুণের অন্তর্ভূত ।)

(শঙ্ক্য)। তাহা হইলে নিগূর্ণতাই ব্রহ্মের লক্ষণ হউক । (সমাধান)—

নিগূর্ণঃ তৎপরং ব্রহ্ম নূনমেতদসাম্প্রতম্ ।

অনন্তেনৈব গীয়েন্তে হনন্তা এব তদগুণাঃ ॥ ১২

অর্থ—তৎ পরং ব্রহ্ম নিগূর্ণঃ এতৎ নূনম্ অসাম্প্রতম্ । 'হি (যতঃ) অনন্তেন এব তদগুণাঃ অনন্তাঃ এব গীয়েন্তে ।

'সেই পরব্রহ্ম নিগূর্ণ' একথাও ঠিক নহে; ইহা নিশ্চিত, যেহেতু স্বয়ং শেষনাগ, (অথবা বেদ বা জীবগত অহঙ্কার) তাঁহার গুণকে অনন্ত বা সংখ্যাপরিচ্ছেদহীন বলিয়া, বর্ণনা করিয়াছেন ।

[শেষনাগ অনন্ত নামে পরিচিত; আর ঋতিবচন রহিয়াছে "অনন্তা বৈ বেদাঃ" । আর জ্ঞান বিনা বিনষ্ট হয় না বলিয়া অহঙ্কারও 'অনন্ত' ।]

(শঙ্ক্য)। ভাল, যখন কোন লক্ষণই তাহাতে খাটে না, তখন তাহা বস্তুই নহে, একান্ত অসৎ, (সমাধান)।—ইহা বলা চলে না ।

ব্রহ্ম নাস্তীতি কো ক্রয়ান্তাভীদং যশ্চ সত্ত্বতঃ ।

তর্হ্যাস্তি ব্রহ্মেত্যপি নো নাতঃ সত্ত্বা পৃথগ্ যতঃ ॥ ১৩

অর্থ—ব্রহ্ম নাস্তি ইতি কঃ ক্রয়াৎ, যশ্চ সত্ত্বতঃ ইদং (জগৎ) ভাতি; তর্হি ব্রহ্ম অস্তি ইতি অপি নো (ভবতি) যতঃ অতঃ (অস্মাৎ ব্রহ্মণঃ) সত্ত্বা পৃথক্ ন অস্তি ।

সেই ব্রহ্মবস্তু নাই—একথাই বা কে বলিবে? [যে বলিবে, সে নিজে সৎ বা অসৎ? সে যদি সৎ বা সত্যবান্ হইয়া বলে, 'ব্রহ্ম নাই',

তাহা হইলে, সেই ব্রহ্মব্যতিরিক্ত বক্তাও অসৎ হইয়া দাঁড়ায় । আর যদি সেই বক্তা স্বয়ংই অসৎ, তাহা হইলে সে আর বলিবে কি প্রকারে ? এই কথাই স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতেছেন—] যে ব্রহ্মের সত্যতা হেতু, বক্তা-বচন-বাগ্যাদি ত্রিপুটীরূপে এই জগৎ প্রকাশিত হইতেছে, সেই ব্রহ্ম অসত্য হইলে, স্বয়ং বক্তাই অসত্য হইয়া পড়েন । (শঙ্ক) । ভাল, যেমন ‘ঘটঃ অস্তি’, এই বাক্যে ঘট, সত্তার আশ্রয়রূপে বর্ণিত হইতেছে, সেইরূপ, ‘ব্রহ্ম অস্তি’ ইত্যাদি বাক্যদ্বারা ব্রহ্মকেও সত্তার আশ্রয় বলা যাইতে পারে । (সমাধান) । না তাহা পারে না, কেননা সেই সত্তা ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে, সুতরাং ব্রহ্মকে কি প্রকারে সত্তার আশ্রয় বলা যাইবে ?

(শঙ্ক) । তবে, ব্রহ্মের স্বরূপাভাববশতঃ শূন্যতাপর্য্যবসান হউক ।
(সমাধান)—

অস্বরূপমিদং ব্রহ্ম বিদ্বানিতি কথং বদেৎ ।

স্বস্বরূপমিদং ব্রহ্ম প্রত্যক্ষমনুভূয়তে ॥ ১৪

অর্থ—ইদং ব্রহ্ম অস্বরূপম্ ইতি, বিদ্বান্ (চেৎ, তহি) কথং বদেৎ ?
যতঃ (তেন) ইদং ব্রহ্ম স্বস্বরূপম্ ইতি প্রত্যক্ষম্ অনুভূয়তে ।

‘এই ব্রহ্ম অস্বরূপ অর্থাৎ সর্বাকৃতিবিবর্জিত’ একথা লোকে জানী হইলে, কি প্রকারে বলিতে পারেন ? (অজ্ঞানী যদি এরূপ কথা বলে, তবে তাহার কথা প্রলাপসদৃশ) । জ্ঞানী যে এরূপ কথা বলিতে পারেন না, তাহার কারণ এই যে, জ্ঞানী এই ব্রহ্মকে আত্মস্বরূপ বলিয়া অর্থাৎ “স্বং” পদের লক্ষ্য প্রত্যগাত্মা বলিয়া অপরোক্ষভাবে অনুভব করিয়া থাকেন ।

(শঙ্ক) । তাহা হইলে ব্রহ্ম ‘স্বরূপ’-রূপেই বচনবিষয় হউন ।
(সমাধান)—

স্বস্বরূপমিদং ব্রহ্ম চেদিত্যপ্যযথাতথম্ ।

তত্র কো নু স্বশব্দার্থো যৎস্বরূপমিদং ভবেৎ ॥ ১৫

অর্থ—ইদং ব্রহ্ম স্বস্বরূপম্ ইতি চেৎ (বদেৎ), (এতৎ) অপি অযথাতথম্, (যতঃ) তত্র যৎস্বরূপং ইদং ভবেৎ, (সঃ) স্বশব্দার্থঃ কঃ নু (ভবেৎ) ?

যদি বল ‘এই ব্রহ্ম স্বস্বরূপ রূপেই বচনবিষয়’, তাহা হইলে তাহাও সত্য নহে, কেননা উক্তবাক্যে ‘স্ব’ শব্দের অর্থভূত বস্তুটি কোথায়, যে এই ব্রহ্ম তৎস্বরূপ হইবেন? সেই বস্তুটি ব্রহ্ম, বা তত্ত্বিন্ন অথ কিছু? যদি বল তাহা ব্রহ্মই, তাহা হইলে পুনরুক্তি দোষ হইবে, অর্থাৎ ব্রহ্ম ব্রহ্মস্বরূপ—এইরূপ হইবে। আর যদি বল, সেই বস্তুটি ব্রহ্ম ভিন্ন, তবে তাহা অসত্য। কেননা, ব্রহ্ম ভিন্ন বস্তু নাই। এইরূপে স্বশব্দের অর্থ না থাকাতে, ব্রহ্ম ঐরূপে বচন-বিষয় হইতে পারেন না ;

যদি বল, এইরূপে ‘স্ব’ শব্দের অর্থ পাওয়া যাইবে—

পরব্যাবর্তকং স্বত্বশ্চিহ্নি তদ্বদ ।

যত্র স্বপরভাবো ন ব্রহ্ম কিং তত্র নাস্তি হি ॥ ১৬

অর্থ—সত্ত্বঃ পরব্যাবর্তকম্ ইতি চেৎ (বদসি), তর্হি বদ যত্র স্বপর ভাবঃ ন (অস্তি), তত্র ব্রহ্ম কিং নাস্তি হি ?

যদি বল ‘স্ব’ শব্দের অর্থ ‘অন্তের নিষেধক’, তাহা হইলে বল দেখি মুচ্ছা, নিদ্রা, সমাধি প্রভৃতি সময়ে, যখন, ‘স্ব’ শব্দ, ‘অন্ত’বস্তুর নিষেধ করেনা, এবং ‘অন্ত’শব্দ ‘স্ব’-বস্তুর নিষেধ করে না, সেই ‘স্ব’-‘অন্ত’ শব্দের সন্ধিকালে, কি সেই ব্রহ্মরূপ দেশকালাদিক্রিত পরিচ্ছেদশূন্য বস্তু নাই? কিন্তু থাকেনই, ইহা বিদ্বজ্জনপ্রসিদ্ধ। মুচ্ছা, নিদ্রা, সমাধি প্রভৃতি কালে, যখন ‘স্ব’ ও ‘অন্তের’, সন্ধির অস্তিত্ব প্রকাশ হয়, তখন, তৎকালে

ব্রহ্মান্তিৎ অবশ্যই মানিতে হইবে । তখন ‘স্ব’ শব্দে ব্রহ্মকে বুঝায় একথা যুক্তি সিদ্ধ হয় না ।

(শঙ্ক) । ভাল, তাহা হইলে, ‘আমি হইতেছি ব্রহ্ম, ব্রহ্ম হইতেছেন আমি’, এইরূপ অর্থের শ্রুতি থাকে, (নৃসিংহ, উত্তর তাপঃ ৯) ‘অহম্’ শব্দ ও ‘ব্রহ্ম’ শব্দের সামান্যাদিকরণ দেখা যাইতেছে বলিয়া, ‘অহম্’ পদার্থ ব্রহ্ম শব্দের অর্থ হউক । (সমাধান) না—

অহমেব পরং ব্রহ্ম ব্রহ্মাহমিতি চ শ্রুতেঃ ।

কথং ভবেদহং ব্রহ্মাহন্তা যত্র ন বিদ্যতে ॥ ১৭

অন্বয়—অহং ব্রহ্ম ইতি শ্রুতেঃ, অহম্ এব পরং ব্রহ্ম (ইতি চৈৎ, ন ; কুতঃ ? যতঃ) অহং কথং ব্রহ্ম ভবেৎ, যত্র অহন্তা ন বিদ্যতে ।

যদি বল, ‘অহং ব্রহ্ম’ ইত্যাদিরূপ শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়, অহং পদার্থই পরব্রহ্ম, তবে বলি, তাহা হইতে পারে না, কেননা, ‘অহং’ পদার্থ দৃশ্য (অনুভবগম্য), তাহা কি প্রকারে দেশকালবস্তুকৃত পরিচ্ছেদশূন্য ব্রহ্ম বস্তু হইতে পারে ? কোন প্রকারেই পারে না ; অপরিচ্ছিন্ন, অদৃশ্য, সঙ্গত ব্রহ্মবস্তু এবং পরিচ্ছিন্ন, দৃশ্য ও অসঙ্গত অহংবস্তু, পরস্পর বিরুদ্ধ । সুতরাং ব্রহ্মে, অহং শব্দের অর্থ অর্থাৎ অহঙ্কার সত্তা থাকিতে পারে না বলিয়া, ‘অহং’ শব্দের অর্থ কখনই ‘ব্রহ্ম’ পারে না । উক্ত শ্রুতিবাক্যে অহং শব্দের বাচ্যাংশ পরিত্যাগ পূর্বক, লক্ষ্যাংশেরই ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে ; এই হেতু ‘অহং’ শব্দের অর্থ বাধিত বা নিরাকৃত হওয়াতে, ঐহলে, যে সামান্যাদিকরণা প্রীতীত হইতেছে, তাহা বাধসামান্যাদিকরণা, মুখ্যার্থসামান্যাদিকরণা নহে ।

(শঙ্ক) । ভাল, ‘তুমিই ব্রহ্ম’, এই অর্থে ‘ত’ অনেক শ্রুতি বচন শুনা যায় । তাহা হইলে ‘ত্বং’ পদের অর্থই ব্রহ্ম ; অর্থাৎ ব্রহ্ম স্বসন্নিবিষ্ট, স্বভিন্ন, স্বপ্রত্যক্ষ বস্তু হউন । (সমাধান) । না—

ত্বমেব তৎ পরং ব্রহ্ম 'ত্বং ব্রহ্মে'তি শ্রুতির্জগৌ ।

ত্বমেব তৎ কথং ব্রহ্ম ত্বস্তা যত্র ন বর্ততে ॥ ১৮

অর্থঃ—‘ত্বং ব্রহ্ম’ ইতি শ্রুতিঃ জগৌ, তৎ (‘তস্মাৎ’) ‘ত্বং’ এব পরং ব্রহ্ম, (ইতি শব্দা চেৎ তর্হি) তৎ ব্রহ্ম ত্বম্ এব কথং ভবেৎ, যত্র (ব্রহ্মণি) ত্বস্তা ন বর্ততে ?

যদি এইরূপ শব্দা হয়। যে শ্রুতি ‘ত্বং’ শব্দার্থের ও ব্রহ্ম শব্দার্থের, সামান্যধিকরণাধারা একতর উপদেশ করিয়াছেন—অর্থাৎ স্বপ্রত্যক্ষ, স্বসন্নিহিত ও স্বভিন্ন বস্তু হইতেছেন, সেই দেশকালবস্তুকৃতপরিচ্ছেদশূন্য সচ্চিদানন্দধন ব্রহ্ম ; সেই হেতু উক্তরূপ তুমি বা ‘ত্বং’ পদার্থই, উক্তরূপ কার্যাকারণাতীত ব্রহ্ম ; তবে বলি, তাহা কি প্রকারে হইতে পারে ? কোন প্রকারেই হইতে পারে না, কেন নী, যে ব্রহ্মে ‘ত্বং’ পদার্থের ভাব অর্থাৎ, স্বসন্নিহিততা, স্বভিন্নতা, ও স্বপ্রত্যক্ষতা নাই, সেই ব্রহ্ম কিরূপে সেই ‘ত্বং’ পদার্থ হইবেন ? তাহা হইলে, ঐ সকল শ্রুতি বাক্যের অর্থ এই যে ‘ত্বং’ পদের বাচ্যাংশ পরিত্যাগ করিয়া, কূটস্থ চিদাম্বরূপ যে লক্ষ্যাংশ অবশিষ্ট থাকে, তাহাই ব্রহ্ম ।

(শব্দা) । তাহা হইলে, ‘তাহাই ব্রহ্ম’ এই অর্থে যে সকল শ্রুতি বচন পাওয়া যায়, তাহা হইতে বুঝিতে হইবে যে ‘তৎ’ পদের অর্থ ‘অর্থাৎ পরোক্ষাদি বিশিষ্ট বস্তু, ব্রহ্ম ! (সমাধান) না—

‘ত্বং ব্রহ্মে’তি শ্রুতে বর্তুং ত্বং ব্রহ্মেতি ন শক্যতে ।

অত্যন্তাব্যবধানে হি পরোক্ষমিব তৎ কথম্ ॥ ১৯

অর্থঃ । ‘তৎ ব্রহ্ম’ ইতি শ্রুতে, তৎ ব্রহ্ম ইতি বক্তুং ন শক্যতে, হি (যতঃ) অত্যন্তাব্যবধানে (ব্রহ্মণি) পরোক্ষম্ ইব ‘তৎ’ (ইতি) কথম্ ?

‘তাহাই ব্রহ্ম’ এইরূপ শ্রুতি বাক্যে পরোক্ষাবচ্ছিন্ন ‘তৎ’ পদের অর্থের

এবং দেশাদি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্ম পদের অর্থের যে সামান্যাদিকরণ্য (একতা) প্রতীত হইতেছে, তাহা দেখিয়া বলিতে পার না, যে উক্ত দুই-পদের অর্থের সামান্যাদিকরণ্যই অভিপ্রেত ; কেন না, ব্রহ্ম পদের অর্থ আদৌ ব্যবধান নাই ; তাহা কি প্রকারে পরোক্ষের ভ্রায়, 'তৎ' পদের অর্থ হইতে পারে ? কোন প্রকারেই পারে না, কারণ তদ্ব্যক্ত পরস্পরবিরুদ্ধ । তাহা হইলে উক্ত প্রতিবাক্য সমূহে, 'তৎ' পদের বাচ্যাংশ পরিত্যাগ করিয়া বাধসামান্যাদিকরণ্য বুঝিতে হইবে ; তদ্ব্যক্তের মুখ্যসামান্যাদিকরণ্য হইতে পারে না । ("দৃগ্‌দৃশ্যবিবেকে"র সংকৃত অনুবাদে 'ক' পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) ।

তবে ব্রহ্ম কিরূপ বস্তু ? (উত্তর)—

নষ্টায়াং মোহনিদ্রায়াং গলিতে মানসে মূনেঃ ।

যচ্ছিন্তং তৎ পরং ব্রহ্ম, মনোবাচ্যামগোচরম্ ॥২০

অর্থ—মোহনিদ্রায়াং নষ্টায়াং, মূনেঃ মানসে গলিতে সতি, যৎ শিষ্টং তৎ মনোবাচ্যম্ অগোচরং পরং ব্রহ্ম ।

অজ্ঞান, স্বরূপবিশ্বাসিত ঘটাইয়া, প্রকৃৎস্বপ্নের বীজস্বরূপ হয় বলিয়া, নিদ্রারূপ । সেই নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেলে, মননশীল বিবেকিপুরুষের মনও বিনষ্ট হইয়া যায় ; তখন বিদ্বজ্জন-প্রত্যক্ষ যে বস্তুটি অবশিষ্ট থাকিয়া যায়,—অজ্ঞানের ও মনের অভাবের সাক্ষীরূপে দৃষ্টমান থাকে, তাহাই 'সেই কার্য্যকারণাতীত, দেশকলাদি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, ব্রহ্মবস্তু । তাহা অরূপ, এবং সর্বপ্রকাশক মন ও বাক্যের অগোচর, কেননা, স্বয়ংপ্রকাশ, সজ্ঞ ও নিগুণ ;—তাহা আছে, এইমাত্র রূপে নিশ্চয় করিতে হইবে ।

এক্ষণে আশীর্বাদ করি—

চর্চতুং যোগ্যয়া ভূয়স্তনয়া চর্চয়া বুধাঃ ।

চর্চয়ন্তু পরং ব্রহ্ম ভূয়ন্তু চ রমন্তু চ ॥ ২১

অন্য—বুধাঃ, চর্চিতুং যোগায়া অনয়া তু চর্চয়া, পরং ব্রহ্ম ভূয়ঃ
চর্চয়ন্ত, (তেন) চ তুষান্ত, রমন্ত চ।

সকল প্রকার লৌকিক ও বৈদিক বচনবিলাস পরিত্যাগ করিয়া,
পরম্পরালাপনযোগ্য কেবল এই ব্রহ্মচর্চা লইয়াই বিবেকিগণ সেই
কার্য্যকারণাতীত ব্রহ্মের বারম্বার চর্চা করুন, তদ্বারাই পরিতোষ লাভ
করুন, এবং এই ক্রীড়া লইয়াই দিন যাপন করুন।

(শশী)। ভাল, ব্রহ্মকে যে মোহ ও মনের লয়ের সাক্ষী বলিলেন,
মুমুকু সেই লক্ষণ ধরিয়া ব্রহ্মাকারা বৃত্তি ব্যবহার করিলে, অর্থাৎ আমিই
সেই মন ও মোহের লয়সাক্ষী ব্রহ্ম, এইরূপ ভাবনা করিলে, তাঁহাতে ত
অহঙ্কার রহিয়াই গেল।

(সমাধান)। জ্ঞানোৎপত্তির পর, প্রারম্ভিক পর্য্যন্ত অহঙ্কার থাকে
বটে, কিন্তু তাহারে অনাদর করিয়া ক্রমে ক্রমে, স্বরূপপ্রেমপ্রবাহ
বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে, তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়। সেই অহঙ্কার থাকিলেও,
তাহার সহিত সমাধির বিরোধ ঘটে না। ইহাই পরবর্তী অবস্থে
বুঝাইতেছেন।

৪৬। স্বেচ্ছাচারচতুষ্টয়ী।

শ্রোতব্যা শ্রীমতা সাধো নুনমেকাগ্ৰচেতসা।

পরমার্থস্ত সর্ববশং স্বেচ্ছাচারচতুষ্টয়ী ॥ ১।

অন্য—(হে) সাধো, শ্রীমতা যয়া একাগ্ৰচেতসা পরমার্থস্ত সর্ববশং
স্বেচ্ছাচারচতুষ্টয়ী নুনং শ্রোতব্যা।

হে সাধক (পূর্বোক্তব্রহ্মে চিত্ততৈর্হ্যাসম্পাদনশীল), তুমি শ্রীমান্
—বৈরাগ্যাদি সাধনসম্পত্তিলাভ করিয়া অধিকারী হইয়াছ। একাগ্র-
চিত্তে এই স্বেচ্ছাচারচতুষ্টয়ী শ্রবণ করা তোমার অবশ্য কর্তব্য। ইহা
পরমার্থতত্ত্বজ্ঞানের সূর্য্য।

নিজং পতিং পরিত্যজ্য গৃহস্থে'ব প্রপঞ্চতী ।

পত্যা পরেণ রমতে, চতুরাখ্যাভিচারিণী ॥ ২ ।

অর্থ—নিজং পতিং 'পরিত্যজ্য, গৃহস্থা এব প্রপঞ্চতী, চতুরাখ্যা (কাচিং) অভিচারিণী, পরেণ পত্যা রমতে ।

চতুরা নামে এক বিচারিণী নারী, আপনার পতিগৃহে থাকিয়াই বঞ্চনাপূর্বক, পতিকে ছাড়িয়া উপপতির সহিত ক্রীড়া করে । [তাৎ-পর্য্য এই—জীবমুক্তের চতুরা বুদ্ধি, শরীর-গৃহে ইন্দ্রিয়গণ মধ্যে "অবস্থান করিয়াও, অহঙ্কার-পতিকে পদ্মিতাগ করিয়া, কার্য্যাকারণাভীত পর পুরুষ—পরম ব্রহ্মের সহিত, একীভূতা হইয়া, সংসারলীলা নির্বাহ করে ।]

সেইরূপ—

অহঙ্কারং পৃথক্ কৃত্য তুৰ্য্যাবুদ্ধির্দিনে দিনে ।

পত্যা পরেণ রমতে, পুংশ্চলী পরসঙ্গিনী ॥ ৩ ।

অর্থ—পুংশ্চলী পরসঙ্গিনী তুৰ্য্যাবুদ্ধিঃ অহঙ্কারং পৃথক্ কৃত্য, দিনে দিনে পরেণ পত্যা রমতে ।

পুরুষমণ্ডলবিহারিণী, অগ্রপুরুষাসক্তা, জাতিকুলাভিমানশূন্যা নারী, যেমন প্রতিদিন (অল্পে অল্পে) পিতৃমাতৃকুলের এবং জাতির অভিমান, আপনার অন্তঃকরণ হইতে বিভাড়িত করিয়া, অগ্রপতি বা জারের সহিত ক্রীড়ারতা হয়, সেইরূপ, জীবমুক্তের—(জাগ্রতাদি অবস্থাত্রয়ে অভিমানশূন্যা) তুৰ্য্যানায়ী বুদ্ধি, পূর্বকালীন দেহাভিমানী জীবকে ছাড়িয়া, কার্য্যাকারণাভীত পরমাত্মায় আসক্ত হইয়া, দেহবর্ণাশ্রমকুলজাতির অভিমান, স্বভাবতঃ আত্মা হইতে পৃথক্, এইরূপ অমুভব করিয়া, প্রতিক্ষণই পরমাত্মার সহিত একীভূত হইয়া, চরমানন্দ অমুভব করে ।

পশ্চাত্ত্ব জীজিতঃ সোহপি প্রতিকর্তৃমুনীশ্বরঃ।

অস্তাঃ সন্তোগবেলায়াং গৃহং সন্তজ্য গচ্ছতি ॥ ৪

অর্থ—পশ্চাত্ত্ব সঃ অপি জীজিতঃ (সন্), প্রতিকর্তৃম্ অনীশ্বরঃ (সন্), অস্তাঃ সন্তোগবেলায়াং গৃহং সন্তজ্য গচ্ছতি।

এ দিকে, পরিশেষে যেমন সেই কুলটার স্বামী, সেই নারীর নিকট হার মানিয়া এবং প্রতিকার করিতে অসমর্থ হইয়া, তাহার সন্তোগকালে ভিটাছাড়িয়া চলিয়া যায়, সেইরূপ, সেই অহঙ্কারও পরিশেষে, বুদ্ধি-কর্তৃক তুচ্ছ বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়া, এবং বুদ্ধিকে আত্মানুসন্ধান হইতে নিবারিত করিতে না পারিয়া, সমাধিস্থতানুভবকালে, বিলীন হইয়া যায়।

ঈদৃশে ব্যবহারে তু দাম্পত্যং বদ কীদৃশম্।

দিনৈঃ কতিপয়ৈরেব স্বেচ্ছাচারঃ প্রবর্ততে ॥ ৫

অর্থ—ঈদৃশে ব্যবহারে (সতি) দাম্পত্যং কীদৃশং (স্তাৎ), তৎ বদ, তু (পুনঃ) কতিপয়ৈঃ এব দিনৈঃ স্বেচ্ছাচারঃ প্রবর্ততে।

একঘরে থাকিয়া, এইরূপ ব্যবহার চলিতে থাকিলে, তাহাদের দাম্পত্যমুখ কিরূপ হয়, বল দেখি। কয়েকদিনের মধ্যেই, উভয়ের যথেষ্টাচার আরম্ভ হইয়া যায়। • তাৎপর্য্য এই যে, অহঙ্কার ও বুদ্ধি একাধারে থাকিলেও, আবার সংসারোৎপত্তির সম্ভাবনা নাই। . অহঙ্কারকে অনাদর করিয়া, বুদ্ধি এইরূপে আত্মরমণে প্রবৃত্ত হইতে থাকিলে, অল্পদিনেই অহঙ্কার বিধিনিষেধের জ্ঞাতীত হইয়া যায় এবং বুদ্ধিও অহঙ্কারের বাধা না মানিয়া, নিরন্তর আত্মচিন্তনে প্রবৃত্ত হইয়া যায়।

এক্ষণে এই প্রকরণের তাৎপর্য্য, স্পষ্ট করিয়া গদ্যে বলিতেছেন—

স্বানুভবানাং সত্যপি বাধিতাহঙ্কারে সমাধিভঙ্গে নাস্তীত্যর্থঃ।

বাহাদেব আত্মাহুতি একবার হইয়াছে, অথবা বাঁহারা, আত্ম হইতে অহঙ্কারের পৃথক্ সত্তা নাই, এইরূপ অহুতব করিয়াছেন, তাঁহারা অহঙ্কারকে “বাধিত” জানিয়াছেন—মিথ্যা বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন । ব্যবহারকালে, তাঁহাদের সেই অহঙ্কার থাকিলেও, আত্মায় অত্যাশক্তি বশতঃ, স্বাভাসাকাংক্ষারবৃত্তির বিচ্ছেদ ঘটে না ; যেমন, পরপুরুষাসক্তা রমণীর পরপুরুষসঙ্গসুখাকার বৃত্তির বিচ্ছেদ হয় না, সেইরূপ । বাসিষ্ঠ রামায়ণেও উক্ত হইয়াছে (উপশম প্রকরণ ৭৪ । ৮৩)

“পরব্যাসননী নারী বাগ্ৰাপি গৃহকর্ম্মণি ।

তদেবাস্বাদায়ত্যন্তঃ পরসঙ্গরসায়নম্ ॥

পরপুরুষানুরুক্তা নারী, গৃহকর্ম্মে অত্যন্ত ব্যাপূরা হইলেও হৃদয়াভ্যন্তরে সেই (পূর্ব্বাস্বাদিত) পরপুরুষসঙ্গজনিত আনন্দই আন্বাদন করিতে থাকে ।

৪৭ । অহঙ্কারশ্রাবাধকত্বপ্রদর্শনত্রয়ী ।

অহঙ্কার কেন বাধক হয় না, তাহার হেতু প্রদর্শন করিতেছেন—

ভিত্তিচিত্রকৃতং সর্পং দৃষ্ট্বা বালঃ পলায়তে ।

কেনচিৎ বালকেনোক্তং চিত্রসর্পোহয়মিত্যুত ॥ ১

অর্থ—বালঃ ভিত্তিচিত্রকৃতং সর্পং দৃষ্ট্বা পলায়তে ; কেনচিৎ (কণ্ঠেন) বালকেন ‘অয়ং চিত্রসর্পঃ’ ইত্যুত উক্তম্ ।

দেওয়ালে অঙ্কিত সর্প, দেখিয়া একটি বালক ভয়ে পলাইতেছে । অপর এক বালক তাহাকে বলিল, ‘ওরে, ওটা দেওয়ালে অঁকা সাপ্, (ওটা কামড়াইতে পারে না)’ ।

ততঃ প্রভৃত্যসৌ বিদ্বাংস্তেনৈব সহ খেলতি।

তথা আত্মমহংকারং শ্রদ্ধা মূঢ়ঃ পলায়তে ॥ ২

অথ—অসৌ বালঃ ততঃ প্রভৃতি বিদ্বান্ (সন্), তেন এব সহ খেলতি। তথা আত্মমহংকারং শ্রদ্ধা মূঢ়ঃ পলায়তে।

তখন হইতে, সেই সর্পকে মিথ্যা বলিয়া জানিবার পর, সেই বালক ঐ সর্পের সহিত খেলা করে। সেইরূপ, জ্ঞানহীন ব্যক্তি, আত্মায় অহংকার রহিয়াছে, সুনিয়াই পলায়ন করে—অর্থাৎ সমাধির অহুষ্ঠানে ব্যাপ্ত এবং তাহাতেই লীন হয়।

তত্র সদৃশরূপা প্রোক্তং চিদেবাস্তীহ নেতরৎ।

ততঃ প্রভৃত্যসৌ বিদ্বাংস্তেনৈব সহ খেলতি ॥ ৩

অথ—তত্র সদৃশরূপা, ইহ চিৎ এব জ্ঞস্তি, ন ইতরৎ, ইতি প্রোক্তম্। ততঃ প্রভৃতি অসৌ বিদ্বান্, তেন সহ খেলতি।

শিষ্য এইরূপ অহংকার দেখিয়া ভয় পাইলে, সদৃশরূপ (জগন্মিথ্যা স্বনিশ্চয় উৎপাদন করিয়া, আত্মসত্যতা বোধক উপদেষ্টা) উপদেশ করিলেন—এই যে অহংকার হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র জগৎ, প্রতীত হইতেছে, ইহাতে প্রতাগাঅচৈতন্য ভিন্ন, অহংকারাদি অণু কিছুই নাই। শিষ্য উক্তরূপ জ্ঞানলাভ করিয়া, তখন হইতে সেই অহংকারাদি জগৎ লইয়া ক্রীড়া করেন,—তাহাকে ‘বাধিত’ জানিয়া, ব্যবহার নিষ্পাদন করেন।

এইরূপে বাধিত—মিথ্যা বলিয়া নিশ্চিত—অহংকার জ্ঞানীর বাধিত হয় না।

৪৮। প্রশ্নোত্তরমুক্তাফলদ্বয়ম্।

তত্র বিষয়বাসনোবাচ—

আত্মচিন্তনে স্বনাশ সম্ভাবনা দেখিয়া, রূপরসাদিভোগবাসনা, জীবকে সম্বোধন করিয়া বলিল—

অহিক্রীড়া ন কর্তব্য্য কৰ্ত্তব্যং নাত্ত্বেচিন্তনম্ ।

অহো জীব মহামুঢ় মরণং তে ভবিষ্যতি ॥ ১

অথ—অহো মহামুঢ় জীব, (জয়া) অহিক্রীড়া ন কর্ত্তব্য্য, আত্ম-
চিন্তনং ন কর্ত্তব্য্য, তে মরণং ভবিষ্যতি ।

রে হর্ষুর্দ্ধি জীব, সর্প লইয়া খেলা করিতে নাই ; আপনাকে ব্রহ্ম
বলিয়া চিন্তা করিতে নাই । সেইরূপ করিলে, তোমার মৃত্যু অনিবার্য্য ।

স জীব উবাচ .—

সেই জীব উত্তর করিলেন :—

অহিনানেন যে দর্শ্য অমরত্বং গতা হি তে ।

অস্যামৃতময়ী দংষ্ট্রা তৎক্রীড়াম্যমুনাহিনা ॥ ২

অথ—যে অনেন অহিনা দষ্টাঃ, তে অমরত্বং গতাঃ হি । অস্ত্র দংষ্ট্রা
অমৃতময়ী, তৎ অমুনী অহিনা (সহ) ক্রীড়ামি ।

এই আত্মস্বরূপ সর্পে যাহাদিগকে দংশন করিয়াছে, তাহারা অমরত্ব
লাভ করিয়াছে—ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে । শাস্ত্রে ও জ্ঞানিজনে, একথা
অবিদিত । সেইহেতু, আমি এই আত্মসর্প লইয়া ক্রীড়া করিব । এই
সর্পের দন্ত, (আঘাত করিলে), অমর করিগা দেয় ।

৪৯ । প্রণোত্তরচমৎকারত্রয়ী ॥

অহঙ্কার থাকিলেই বাবহারের উৎপত্তি, এবং কাবহার আরম্ভ হইলেই
কামাক্রোধাদির উৎপত্তি—এইরূপ আশঙ্কার কারণ নাই । এই কথাই
প্রণোত্তরচ্ছলে বুঝাইতেছেন । মোহাদি, কামাদিকে প্রশ্ন করিতেছেন—

যথা পূর্ব্বং ন খেলন্তি যথাপূর্ব্বং হসন্তি ন ।

কৈশ্চিৎ কামাদয়ঃ পৃষ্ঠা ভবন্তঃ কিং হতপ্রভাঃ ॥ ১

অথ—কামাদয়ঃ কৈশ্চিৎ (মোহাদিভিঃ) পৃষ্ঠাঃ—ভবন্তঃ যথাপূর্ব্বং
ন খেলন্তি, যথাপূর্ব্বং ন হসন্তি, (ভবন্তঃ) কিং হতপ্রভাঃ (ভবন্তি) ।

হে কামাদি, আপনারা পূর্বে যেমন খেলিতেন, যেমন হাসিতেন, সেইরূপ খেলেন না, সেইরূপ হাসেন না ; আপনারা কেন হতপ্রভ হইয়া গেলেন ?

কামাদয় উচুঃ ।

কামাদি উত্তর-করিলেন—

অস্মান্ পুষ্যাতি যাং নিত্যং সাস্ম্যাকং জননী মৃতা ।

সুখলুক্কেন পিত্রা নঃ কাচিদগ্ৰা কৃতা বধুঃ ॥

অন্বয়—যা অস্মান্ নিত্যং পুষ্যাতি, অস্ম্যাকং সা জননী মৃতা, নঃ সুখলুক্কেন পিত্রা অগ্ৰা কাচিৎ বধুঃ কৃতা ।

হে মোহাদি, যে অবিদ্যাজননী আমাদেরকে সর্বদা শালন করিতেন, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে । আর আমাদের অহঙ্কারপিতা, (বিদ্যাসুখলাভে আসক্ত হইয়া), বিদ্যানাম্মী এক নারীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছেন ।

অস্মান্দিদ্যন্তি সাং নিত্যং ন পুষ্যাতি কদাচন ।

দিনৈঃ কতিপয়ৈরেব গৃহত্যাগে ভবিষ্যতি ॥ ৩

অন্বয়—সা অস্মান্ নিত্যং দ্বিসন্তি, কদাচন ন পুষ্যাতি ; (অতঃ) কতিপয়ৈঃ এব দিনৈঃ গৃহত্যাগঃ ভবিষ্যতি ।

সেই বিদ্যানাম্মী বিমাতা, আমাদেরকে (কামক্রোধাদিকে) দুষ্ট বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন । আমরা তাঁহার সপত্নী অবিদ্যার পুত্র বলিয়া, আমাদেরকে কখন শালন করেন না । এইহেতু মনে হইতেছে আমাদেরকে অচিরেই গৃহত্যাগ করিতে হইবে । তাৎপর্য্য এই—বিদ্যা দ্বারা অবিদ্যা বিনষ্ট হইলে, অহঙ্কার থাকিলে, আর কামাদির পোষক হয় না । প্রত্নত সেই অহঙ্কার ব্রহ্মবিদ্যাসুখাসক্ত হইলে, ক্রমে ক্রমে কামাদি বিকাশের বিলয়ই ঘটয়া থাকে ।

৫০.। স্তনপান লীলাষ্টকম্ ।

অহংকার থাকিতেও, “আমার” (অহংকারীবাচ্ছিন্ন চিদাভাসের) বিভ্রাস্ত
রুচি উৎপাদনের জন্ত এই প্রকরণ বিরচিত ।

শ্রীগুরুরুবাচ—

উপমাতা চ মাতা চ বাল মাতৃদয়ং হি তে ।

উপমাতুঃ স্তনরসঃ কটুগ্নমধুতিক্তকঃ ॥ ১

জ্বরঃ মরণসংসর্গৌ চিত্রবৈভরসাত্মকঃ ।

অম্বয়—শ্রীগুরুঃ উবাচ—হে বাল, তে হি মাতৃদয়ম্ অস্তি, উপমাতা
(ধাত্রী) চ মাতা চ ; উপমাতুঃ স্তনরসঃ কটুগ্নমধুতিক্তকঃ, জ্বরামরণ-
সংসর্গৌ, চিত্রবৈভরসাত্মকঃ ।

হিতোপদেশে ঐ গুরু উপদেশ করিলেন, হে বালক, তোমার দুইটি মাতা,
একটি উপমাতা বা ধাত্রী, অবিদ্যা ; অপর জননী, বিদ্যা । উপমাতার
স্তনদুগ্ধ বা বিষয়রস, কটু, অগ্নি, মধু, তিক্ত-এইরূপ বিচিত্রাশ্বাদ এবং
বৈভরসাত্মক বা ভেদজনিতস্বরূপ ; তাহা জরা বা বলহীনতা ও মরণ বা
সাধনশূন্যজীবন প্রদান করে ।

নিজমাতা তব তুঁ যা তন্মাহাত্ম্যং বদাম্যহম্ ॥ ২

সৈব মাতা পিতা সৈব জগতামীশ্বরী চ সা ।

সা গতিঃ সা পরং তত্ত্বং তৎপরং নাস্তি কিঞ্চন ॥ ৩

অম্বয়—যা তু ‘তব’ নিজমাতা, অহম্ তন্মাহাত্ম্যং বদামি ; সা এব
মাতা, সা এব পিতা, সা চ জগতাম্ ঈশ্বরী ; সা গতিঃ, সা পরং তত্ত্বং
তৎপরং কিঞ্চন নাস্তি ।

কিন্তু যিনি তোমার জননী, তাঁহার মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতেছি ।
তিনিই (সেই বিদ্যাই) তোমার—জননী সাক্ষাৎব্রহ্মপ্রাপিকা ; (অস্ত্

মাতা ধাত্রী বা বিষয়স্বত্ব ধাত্রী মাত্ৰ) । তিনিই তোমার পিতা বা পালক সংসার হইতে রক্ষাকৰ্ণ ।* তিনিই সমস্ত জগতের ঈশ্বরী, বিদ্যারূপে ঈশ্বরোপাধি বলিয়া, ঈশ্বররূপে পূজনীয়া । তিনিই তোমার শ্রায় মুমুকুর গতি বা • শরণ । তিনিই কার্যাকারণাভীত অনারোপিত বস্তু ; তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ অণু কিছুই নাই । (অতএব তুমি ধাত্রী অবিদ্যাকে পরিত্যাগ করিয়া, জননী বিদ্যাকেই আশ্রয় কর ।)

উপমাতা কুজাতিস্তে, মাতা তব সৃজাতিকা ।

তাং কুজাতিং পরিভজ্য সৃজাতিং মাতরং শ্রয় ॥ ৪

অর্থ—তে (তব) উপমাতা কুজাতিঃ, তব মাতা সৃজাতিকা ।
কুজাতিং তাং পরিভজ্য সৃজাতিং মাতরং শ্রয় ।

তোমার ধাত্রী* নীচজাতিসম্ভবা ; তোমার জননী শ্রেষ্ঠ জাতিতে জন্মলাভ করিয়াছেন । অতএব সেই ধাত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া, জননীকেই আশ্রয় গ্রহণ কর, (নতুবা কুজাতিসম্পর্কে বুদ্ধিমালিন্ত ও নরক-পাত অনিবার্য্য ।) ভাবার্থ এই—ধাত্রী জন্ম-মরণ-দুঃখপ্রদায়িকা বলিয়া নীচজাত্যুৎপন্ন, জননী বিদ্যা—‘অহং ব্রহ্মস্মি’ এই প্রমাক্রুপা বৃত্তি, ব্রহ্ম-প্রাপিকা বলিয়া সৃজাত্যুৎপন্ন । তুমি মুমুকু ; বিদ্যার আশ্রয়গ্রহণই তোমার কর্তব্য ।

নিজমাতুস্তনরসস্তুত্বৈক্যমূতবর্ষণঃ ।

জন্মরোগজরাধ্বংসী সকৃৎ পীতৌহপি মৃত্যুজিৎ ॥ ৫

অর্থ—নিজ মাতৃঃ স্তনরসঃ তু অবৈতামূতবর্ষণঃ ; জন্মরোগজরা-ধ্বংসী, সকৃৎপীতঃ অপি মৃত্যুজিৎ (ভবতি) ।

আত্মসাক্ষাৎকারকারণভূতা বিদ্যাক্রুপিনী নিজমাতার উপনিষদ্বাক্য-রূপ স্তনদুগ্ধ, ধাত্রীস্তনদুগ্ধের মত নহে; তাহা, ভেদরহিত পরমানন্দের অমু-

১ ভাবক, সদবৈত ও অনৃতবৈতের ঐক্যপ্রতীতিরূপ জন্মের, বৈতপ্রতীতি জনিত সুখদুঃখভোগরূপ রোগের, এবং পরিণামদুঃখভোগরূপ জ্বর, বিনাশক ; তাহা একবার মাত্র পান করিলে—হৃদয়ে ধারণা করিলে—মোহমৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারা যায় ।

ন জ্ঞাতং মূঢ়ভাবেন পূর্বমস্তুরমেতয়োঃ ।

ইদানীমস্তুরং জ্ঞাত্বা নিজমাতুস্তনং পিব ॥ ৬

অর্থ—(ত্বয়া) মূঢ়ভাবেন পূর্বে এতয়োঃ অন্তরং ন জ্ঞাতম্ । ইদানীং (এতয়োঃ) অন্তরং জ্ঞাত্বা, নিজমাতুঃ স্তনং পিব ।

হে শিষ্য, তুমি মূঢ়তাবশতঃ ইতঃপূর্বে, এই উভয় স্তনদ্বয়ের প্রভেদ বুঝিতে পার নাই । এক্ষণে আমার উপদেশ লাভে, তদুভয়ের প্রভেদ বুঝিতে পারিয়া, বিদ্যারূপিণী নিজমাতার ব্রহ্মোপদেশক বচনরূপ দুগ্ধ পান কর—বুদ্ধিতে ধারণা কর ।

ত্বয়া স্তনে পরিত্যক্তে সা বিদীৰ্য্যা ত্রিয়েত চেৎ ।

নশ্যেৎ কুজাতিসংসর্গো হিতমেব তদা ভবেৎ ॥ ৭

অর্থ—নিশ্চয়োজন ।

তুমি সেই ধাতীর স্তন্যপান পরিত্যাগ করিলে, 'সে যদি ক্ষোভে বিদীৰ্ণ হইয়া মরিয়া যায়', তাহা হইলে, তোমার নীচজাতীয়ার সংসর্গ পরিত্যাগ হইবে, তোমার কল্যাণ হইবে । ভাবার্থ এই যে—মুমুক্শুজন অবিদ্যা-মূলক কৰ্ম্মাদিপ্রতিপাদক বচনসমূহে কর্ণপাত না করিলে, তাহার ফল-বাসনার সহিত, অবিজ্ঞা ক্ষণ হইয়া, বিনষ্ট হইয়া যায়, এবং সংসার-সম্পর্কও তিরোহিত হয়, এবং পরে কল্যাণ বা মোক্ষলাভ হইয়া থাকে ।

মায়াত্রক্ষময়ন্তাত কিমর্থং বর্ণসঙ্করঃ ।

মায়ামেব পরিত্যজ্য শুদ্ধব্রক্ষময়ো ভব ॥ ৮

অথ—(হে) তাত, মায়াব্রহ্মময়ঃ বর্ণসঙ্করঃ কিমর্থঃ (কর্তব্যঃ) ?
(তর্হি) মায়াং পরিত্যজ্য এব শুদ্ধব্রহ্মময়ঃ ভব।

নীচজাতীয়া রসগীতসংসর্গে ব্রাহ্মণদ্বারা উৎপাদিত বর্ণসঙ্কর, বাঞ্ছনীয় নহে। হে পুত্র, তুমি কেন মায়া ও ব্রহ্মের বর্ণসঙ্কর উৎপাদিত হইতে দিবে? তুমি নীচজাতীয়া মায়াকে পরিত্যাগ করিল, শুদ্ধ ব্রাহ্মণ হইয়া অবস্থান কর—অর্থাৎ মায়াবর্জিত শুদ্ধ ব্রহ্মরূপে অবস্থান করিলে, আর সংসার-সঙ্কর উৎপন্ন হইবে না।

৫১। আশ্চর্য্যচতুষ্টয়ী।

মায়ায় এবং মায়ায় কার্য্যে অরুচি উৎপাদন করিয়া, শুদ্ধব্রহ্মে রুচি উৎপাদন করিবার নিমিত্ত, ব্রহ্মের বিস্ময়কর স্বরূপ নির্ণয় করিতেছেন।

অন্ধঃ পশ্চতি সর্বং চ পঙ্গুর্য্যতি পুরাৎপুরম্।

জড়ঃ কার্য্যাণি কুরুতে নীরসো রসমশ্নতে ॥ ১

অথ—অন্ধঃ সর্বং পশ্চতি, পঙ্গুঃ পুরাৎ পুরম্ যাতি চ, জড়ঃ কার্য্যাণি কুরুতে, নীরসঃ রসম্ অশ্নতে।

“পশ্চতাচক্ষুঃ” চক্ষুহীন হইয়াও দর্শন করেন (ষেতা, উ ৩।১২) এবং “নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ম্”, নিরবয়ব ও নিষ্ক্রিয় (ষেতা, উ ৬।১২)—এইরূপ ঐতিবচনে ব্রহ্ম, চক্ষুহীন, নিরবয়ব, ইত্যাদি রূপে, প্রতিপাদিত হইয়াছেন, এবং “নাশ্চোহতোস্তি দ্রষ্টা”, ব্রহ্ম বিনা অস্ত্ব দ্রষ্টা নাই (বৃহদা, উ, ৩।৭।২৩) এইরূপ ঐতিবচনে, ব্রহ্মচৈতন্ত্য বিনা জগদবলোকন সিদ্ধ হয় না, প্রতিপাদিত হইয়াছে। ব্রহ্ম যজ্ঞ হইয়াও এক নগর হইতে নগরান্তরে যান, যেহেতু “অপাণিপাদো জবনঃ” (ষেতা, উ ৩।১২) এই ঐতিবচনে, তিনি ‘হস্তপদ বিহীন হইয়াও বেগবান্’ এইরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছেন।

কেননা ব্রহ্ম ভিন্ন, অত্ৰ কিছু গতিমান্ নাই । জড়রূপ ব্রহ্ম অর্থাৎ জীব, কর্তব্যরূপে বিহিত কর্ম্ম করিয়া থাকেন এবং কর্ম্মের ফলভোগও করিয়া থাকেন । রসনাহীন ব্রহ্ম রসানুভব করিয়া থাকেন, অথবা বিষয়স্বথবর্জিত হইয়াও, রসয়িতারূপে রসানুভব করেন ।

নিশ্চেতা নিশ্চিনোত্যন্তং বিরক্তো ভোগমঞ্চতি ।

সর্বস্পর্শবিহীনোপি ব্রহ্মসংস্পর্শমশ্নুতে ॥ ২

অর্থ—নিশ্চেতা অত্যন্ত নিশ্চিনোতি, বিরক্তঃ ভোগম্ অঞ্চতি, সর্বস্পর্শবিহীনঃ অপি ব্রহ্মসংস্পর্শম্ অশ্নুতে ।

ব্রহ্ম “অমনস্ক” বলিয়া শ্রুতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছেন ; কিন্তু জীবাত্মা হইতে অভিন্ন হইয়া, (‘অত্যন্ত’ অর্থাৎ) অতিক্রান্তবিনাশ ব্রহ্মকে নিশ্চয় বা নিদিধ্যাসন করিতেছেন, কেননা, চৈতন্যবর্জিত কেবল মনের, বস্তু-নিশ্চয়সামর্থ্য নাই । রূপরসাদি বিষয় মিথ্যা, এবং ব্রহ্ম স্বয়ং পরিপূর্ণ ; এই হেতু ব্রহ্ম রাগরহিত ; তথাপি জীবরূপে স্নেহঃখাদি অনুভব করিতেছেন । স্বগিজ্জিয় ও তদ্বিষয়বর্জিত হইয়াও ব্রহ্ম, জীবরূপে ব্রহ্মসংস্পর্শ (ব্রহ্মের সহিত ঐক্য) অনুভব করিতেছেন ।

সর্ববাহারী নিরাহারমুদরে ধারয়ত্যয়ম্ ।

মুক্তো ভুনক্তি পাণ্ডিত্যং সিদ্ধাস্তং বক্তি মোনবান্ ॥ ৩

অর্থ—সর্ববাহারী অয়ম্ (ব্রহ্ম) নিরাহারম্ (যথা স্যাৎ তথা) উদরে ধারয়তি, মুক্তঃ (সন্) পাণ্ডিত্যং ভূক্তি, মোনবান্ (সন্) সিদ্ধাস্তং বক্তি ।

সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চের লয়াধার অথবা কালরূপে জগদ্রক্ষক হইয়া, ব্রহ্ম তদ্বারা অস্পৃষ্ট থাকিয়া, তৎসমুদয়কে ধারণ করিতেছেন, কারণ শ্রুতি বলিতেছেন—

“যন্ত ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ উভে ভবত ওদনঃ ।

‘মৃত্যুর্হস্তোপসেচনং ক ইথা বেদ যত্র সঃ ॥” (কঠ, উ ১।২।২৫)

‘ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতি অর্থাৎ জগতের দ্রুমস্ত বস্ত্রই, যাহার অন্ন অর্থাৎ অন্নের দ্বারা সংহার্য্য বস্তু, এবং সর্ব প্রাণিসংহারক মৃত্যুও যাহার উপসেচন (বাজনস্থানীয়), তিনি যেখানে থাকেন, তাহা বিশেষরূপে কে জানে?’

জ্ঞেয়ঃস্তমাত্রই মিথ্যা, স্মৃতরঃ তদ্বিষয়ক জ্ঞান তাঁহার নাই বলিয়া তিনি ‘মুঞ্চ’। তথাপি তিনি সর্বজ্ঞানপরিপাকফল—সমদর্শন পোষণ করিতেছেন। তিনি মৌন্য হইয়াও সর্ববেদান্তসিদ্ধান্তের প্রকটনকারী। কেননা (নৃসিংহোত্তরতাপনীর শ্রুতি সপ্তম কণ্ডিকায় বলিতেছেন—“কিংসদিতীদমি”তি, এই গ্রন্থের ১৪২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)।

নির্বৈরো জয়মাপ্নোতি নিকামঃ পূর্ণকামতাম্ ।

সুপ্তো জাগর্তি বিজ্ঞানী মৃতোপ্যমৃতং শ্লুতে ॥ ৪

অবয়ব—(সঃ) নির্বৈরঃ (সন্) • জয়ম্ • আপ্নোতি, নিকামঃ (সন্) পূর্ণকামতাম্ আপ্নোতি; বিজ্ঞানী সঃ সুপ্তঃ সন্ জাগর্তি, মৃতঃ অপ্যমৃতম্ অশ্লুতে ।

তিনি দ্বৈষাপ্রিয়বর্জিত হইয়াও, সকল উদ্বোধনের ফল—মোক্ষ, ভোগ করিতেছেন। তাঁহাতে কোন কামনা দৃষ্ট না হইলেও, তিনি সর্বকাম-প্রাপ্ত। কেননা শ্রুতি বলিতেছেন, “সোহশ্লুতে সর্বান কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা” (তৈত্তিরীয়ব্রহ্মসূত্র, ২।১।১) ‘তিনি সর্বজ্ঞ ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হইয়া নিখিলভোগসমূহ যুগপৎ ভোগ করিতে থাকেন’। তিনি সুপ্ত হইয়াও জাগ্রৎ, কেননা আত্মাহুতব প্রাপ্ত হইয়া তিনি মিথ্যা জগৎপ্রপঞ্চে সুপ্ত, কিন্তু স্বরূপে জাগ্রৎ। তিনি মৃত হইয়াও অমৃতত্ব ভোগ করেন,

কেননা, জীবত্ববর্জিত হইয়াও, পুণ্যকর্শলভ্য অমরতার চরম অমরত্ব ভোগ করিতেছেন ।

৫২ । তুরীয়তুলসীপত্রপূজা ।

তুরীয়তুলসীপত্রৈবিষ্ণুপূজা নিরূপ্যতে ।

প্রেমপ্রধানভাবেন শৃঙ্গাররসরূপিণী ॥ ১

অর্থ—তুরীয়তুলসীপত্রৈঃ প্রেমপ্রধানভাবেন (ময়া) শৃঙ্গাররস-
রূপিণী বিষ্ণুপূজা নিরূপ্যতে ।

আত্মসাক্ষাৎকারবতী বুদ্ধি, জাগ্রদাদির অপেক্ষায় চতুর্থী বা তুরীয়া । সেই বুদ্ধিই বিষ্ণুর অর্থাৎ জগৎদ্বাপক পরমাত্মার প্রিয় বলিয়া তুলসীরূপে বর্ণিত হইয়াছে । তাহার পত্র, অর্থাৎ ভাবগর্ভবৃত্তির দ্বারা, বিষ্ণুর পূজা অর্থাৎ পরমাত্মার ধ্যান করিতে হয় । নারকের প্রতি শৃঙ্গাররসবতী নারিকার অমুরাগ লইয়া, পরমাত্মাধানে প্রবৃত্ত হইলে, সেই ধ্যান সফলতা লাভ করে । আমি তদ্রূপ অমুরাগপ্রণোদিত হইয়া সেই পরমাত্মাধ্যান বর্ণনা করিতেছি ।

তত্র গোপীবাক্যম্ ।

শ্রীকৃষ্ণে প্রসঙ্গে গোপীকা রাধা, সখীগণের প্রতি যে বচন প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তদ্বারাই সেই অমুরাগ পরিষ্ফুট হইবে । শ্রীরাধাকে বুদ্ধি, ও সখীগণকে শাস্তি, দাস্তি প্রভৃতি বলিয়া গ্রহণ করিলে, নিম্নবর্ণিত বচনে, পরমাত্মাধানের উপযোগিতা পরিলক্ষিত হইবে ।

দৃষ্ঠ্যা ময়া মধুরয়া কলিতোহধুনাযং

যঃ কামিনীজনমনোহরণো মুকুন্দঃ ।

তং চিস্তয়ামি হৃদয়ে ন স্মৃৎ গৃহেন্মিঃ

স্মৃশ্মিষ্মনে ভবতু তেন সহৈব বাসঃ ॥ ২

অর্থ—যঃ অস্মৃঃ কামিনীজনমনোহরণঃ মুকুন্দঃ, (সঃ) ময়া অধুনা, মধুরয়া দৃষ্টা কলিতঃ। তং হৃদয়ে চিস্তয়ামি; অস্মিন্ গৃহে ন স্মৃৎ (অস্তি); তস্মিন্ বনে তেন সহ এব বাসঃ ভবতু।

এই যে শ্রীকৃষ্ণ, গোপিকাগণের মন হরণ করিয়া লইয়া যান, তাঁহাকে আমি আত্মস্মৃৎ প্রেমগর্ভিত দৃষ্টি দ্বারা বশীকৃত করিয়াছিলাম। তাঁহাকে আমি মনে মনে স্মরণ করিতেছি। এইহেতু, এই গৃহে আর স্মৃৎ পাইতেছি না। এখন এই বাসনা প্রবল হইয়াছে, যেন বৃন্দাবনে তাঁহারই সঙ্গে থাকিতে পাই। তাৎপর্য্য এই—তুর্ধ্যানাত্মী বুদ্ধি বলিতেছেন, যে মুক্তিদাতা পরমাত্মা, আত্মপ্রকাশ দ্বারা, আত্মস্মৃৎ-লিপ্সু মুমুক্শুর সংশয়াপনোদন করিয়া থাকেন, তাঁহাকে আমি এই ব্যবহারকালেও, ‘অহং ব্রহ্মস্মি’ এই প্রমারূপ বৃত্তিদ্বারা, সাক্ষাৎ অনুভব করিয়াছি। সর্ববৈতাপবাদের অবধিভূত অন্তঃকরণবৃত্তিতে তাঁহাকে ধ্যান করিতেছি; এখন প্রার্থনা, তাঁহারই সমুদানে—জীবব্রহ্মক্য-চিন্তনে, আমার (চিদাভাসবিশিষ্ট তুর্ধ্যাবুদ্ধির,) সেই পরমাত্মার সহিত অভেদে স্থিতি অচলা হউক। প্রথম তুলসীপত্র।

গোপালিকাস্মি চতুরা ন চ মে মনীষা

দেহশ্রিতা বিবিধগোরসবাসনা মে।

কিন্বা বিধেয়মিতি চিস্তয়তী স্থিতাহং

ভাবদ্বলান্মিলিতং এব ময়া মুকুন্দঃ ॥ ৩

অর্থ—(অহং) গোপালিকা স্মি, মে মনীষা ন চতুরা (বিভতে) চ; বিবিধগোরসবাসনা মে দেহশ্রিতা (বিভতে), (ময়া) কিংবা বিধেয়ম্

ইতি চিন্তয়তী (যাবৎ) অহং স্থিতা, তাবৎ মুকুন্ডঃ বলাৎ এব ময়া মিলিতঃ ।

আমি গোয়ালিনী, আমার বুদ্ধি চতুর নহে । তাহার উপর, আমার সর্বক্ষেপে দধিহৃৎ তক্রনবনীতাদির 'দুর্গন্ধ' ; (এই, সকলদোষই, কৃষ্ণচিত্ত-বিনোদনের প্রতিকূল ।) 'এখন করি কি ?' যখন এইরূপ ভাবিতেছি তখন কৃষ্ণই বলপূর্বক আসিয়া, আমার সহিত মিলিত হইলেন । ভাবার্থ—তুৰ্ব্বা। বুদ্ধি স্বাস্থ্যসাক্ষাৎকারের পূর্বেকার বৃত্তান্ত অনুস্মরণ করিয়া, শান্তি প্রভৃতি সখীদিগকে বলিতেছেন,—আমি তখন ইন্দ্রিয়পালিকা বা প্রপঞ্চনিশ্চর্যাশ্রিকা 'ছিলাম' ; আত্মানাত্মবিবেচন-কুশলা হই নাই ; ইন্দ্রিয়ভোগা বিষয়ের ইচ্ছা ও সংস্কার নিঃসন্দেহকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছিল । সকলই আত্মসাক্ষাৎকারের প্রতিকূল । এখন কোন্ উপায় অবলম্বন করি, যখন এইরূপ ভাবিতেছি, তখন পরমাত্মা, পূর্বস্মৃতি বলে, হঠাৎ সাক্ষাৎ অনুভূত হইলেন । দ্বিতীয় তুলসীপত্র ।

একাকিনী বত গতাশ্মি বনে নিশীথে

কুঞ্জে নিলীয় রমণস্ত রসো গৃহীতঃ ।

চিত্রং ভজামি কলয়ামি ন তত্র হেতুঃ

সর্ব্বাঃ প্রসন্নবদনা যদিমা বয়স্য্যাঃ ॥ ৪ ।

অবয় । (হে সখ্যঃ) অহং একাকিনী নিশীথে বনে গতা অশ্মি বত, (ময়া) কুঞ্জে নিলীয় রমণস্ত রসঃ গৃহীতঃ । যৎ (যস্মাৎ) ইমাঃ সর্ব্বাঃ বয়স্তাঃ প্রসন্নবদনাঃ (সন্তি), তত্র হেতুঃ ন কলয়ামি, (কেবলং) চিত্রং ভজামি ।

শ্রীরাধা হর্ষসহকারে বলিতেছেন—'দেখ সখীগণ, আমি ত একেলা গভীররাত্রে বৃন্দাবনে গিয়াছিলাম, এবং লোকদৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া,

সেই রতিসুখদাতা শ্রীকৃষ্ণের সন্তোগসুখ ভোগ করিয়াছিলাম। হে বরশ্রাগণ (তোমরা ত তাহা দেখ নাই এবং জানও না), তথাপি কিহেতু তোমাদের মুখ আনন্দবিস্ফারিত হইয়া উঠিয়াছে, আমি ত তাহা বুঝিলাম না; সেই হেতু আমি আশ্চর্য্য অনুভব করিতেছি। তাৎপর্য্য এই—তুরীয়া বুদ্ধি বলিতেছেন, আমি সবিকল্পসমাধিবৃত্তিরূপে শাস্ত্রাদিবৃত্তি সমূহকে পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মসুখানুভবে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। সেই ব্রহ্মসুখে সর্ব্বপ্রকার বিষয়ের অদর্শনহেতু, তাহা নিশীথ সদৃশ হইয়াছিল; দেহকুণ্ডে কোনও বৃত্তি ছিল বলিয়া, কাহারও প্রতীতি-গোচর হয় নাই। আমি এইরূপে জগদানন্দময়িতা ব্রহ্মানন্দকে অনুভব করিয়াছিলাম। সেই অনুভবকালে, শাস্তি, দাস্তি প্রভৃতি বৃত্তি না থাকিলেও, তাহার পরে কি প্রকারে এইরূপ প্রসন্নতা বা পূরিপুষ্টীলাভ করিল, তাহার কারণ নির্দেশ করিতে পরিতেছি না। তৃতীয় তুলসীপত্র।

কিং বর্ণয়ামি পুরতঃ কিল কঃ বর্ণাং

কিং বর্ণিতেন সখি বর্ণয়িতুং ন শক্যাম্।

অঙ্গানি মে বিগলিতানি সহৈব নীব্যা

দক্ষেত্বধরে রতিরসে রতিনায়কেন ॥ ৫।

অর্থঃ। (হে) সখি (তৎ কৃষ্ণসন্তোগসুখং) কস্ত পুরতঃ কিল বর্ণাং, বর্ণিতেন কিং, (তৎ) বর্ণয়িতুং ন শক্যং, কিং বর্ণয়ামি? (অতঃ লক্ষণেন এব তৎ কথঞ্চিং বোদ্ধব্যম্), রতিনায়কেন মে অন্তরে সঠে (সতি), রতিরসে (আবিভূতে সতি) মে নীব্যা সহৈব অঙ্গানি বিগলিতানি।

হে সখি, সেই কৃষ্ণসন্তোগসুখ আমি কা'র সমক্ষে বর্ণনা করিব? (যে অনুভব করে নাই, সে কি প্রকারে বুঝিবে? সেই বর্ণন গ্রন্থাস ছিলনামাত্র।) সেই বর্ণনপ্রয়াসে কি ফলোদয় হইবে? তাহা কোন

প্রকারেই বর্ণনা করা যায় না । আমি কি প্রকারে বর্ণনা করিব ? সেই সম্বোধনে, যে যে লক্ষণ আবির্ভূত হইয়াছিল তদ্বারা কিঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে । সেই রতিনায়ক আমার অধরে দংশন করিলে এবং তদ্বারা রত্নসুখের আবির্ভাব হইলে, আমার নীবির (বস্ত্রবন্ধন বা কসির,) সঙ্গে সঙ্গে সর্বাঙ্গ শিথিল হইয়া পড়িল । তাৎপর্য্য এই—ব্রহ্ম-সুখানুভব বর্ণনা করিয়া অপরকে বুঝান যায় না । তাহা ‘স্বসম্বোধ’ । অন্তঃকরণের বৃত্তি ব্যাপ্য সেই ব্রহ্মসুখানুভবের বাহ্য চিহ্ন এই যে, চিহ্ন-প্রতীক অঙ্কার তিরোহিত হয় ; দেহাভিমান বিগলিত হইয়া যায় । (অধরদংশন ব্রহ্মানন্দের বৃত্তি ব্যাপ্যতার লক্ষক ।)

নন্বৈতদেব স্কৃতং ফলিতং মদীযং

যৎ কামিনীষু রসলম্পট এষ কৃষ্ণঃ ।

লক্ষ্মীপতে রিতরথা ন ভবেদকস্মা

দস্মাসু গোপবনিতাসু কথাপ্রসঙ্গঃ ॥ ৬ ।

অন্বয় । এতৎ মদীযং স্কৃতম্ এব ফলিতং নমু (বিতর্কে—‘ইতি বিতর্কয়ামি’) ; যৎ (যস্মাৎ) এষ কৃষ্ণঃ কামিনীষু রসলম্পটঃ ; ইতরথা লক্ষ্মীপতে অকস্মাৎ গোপবনিতাসু অস্মাষু কথাপ্রসঙ্গঃ ন ভবেৎ ।

এই কৃষ্ণ যে আমাদের ন্যায় সাধারণ গোপনারীতে ভোগাসক্ত হইয়াছেন, ইহাতে মনে হয়, ইহা আমার পূর্বজন্মার্জিত পুণ্যেরই ফল । তাহা না হইলে, বাঁহার ঘরে স্বয়ং লক্ষ্মী বাঁধা রহিয়াছেন, তাঁহার সহিত আমাদের ত্রায় গোপনারীর অকস্মাৎ এই সম্বন্ধ, কথাপ্রসঙ্গেও ঘটবার সম্ভাবনা ছিল না ।

তাৎপর্য্য এই—বুদ্ধির যে ব্রহ্মেক্যাকারবৃত্তিজনিত সুখানুভব হয়, তাহা অনন্তজন্মার্জিত স্কৃতিরই ফল ; সেই সুখ নিকাম সাধকেরই প্রাপ্য । প্রারম্ভে পর্য্যন্ত নিকামতালাভ হৃদয়ট । প্রারম্ভ ভোগের

৫৩। হেতুমালাহীরাবলী।] বোধসারঃ।

৪৫৩

মধ্যেই শোক্ষলক্ষ্যদানসমর্থ, আপ্তকাম পরমাঅপ্তকর অকস্মাৎ অনুগ্রহে-
যে, কেহ' সেই স্থখলাভে অধিকারী হইয়া যায়, তদ্বিষয়ে সেই সাধকের
পূর্বস্বকৃতিই প্রোক্ষজিকা (বা কারণ)।

তুরীয়তুলসীপত্রৈবনমালী সুপূজিতঃ।

অস্মিন্বনে মহামিষ্টং যৎফলং তৎপ্রযচ্ছতি ॥ ৭

অর্থঃ। তুরীয়তুলসীপত্রৈঃ বনমালী সুপূজিতঃ (৫৫৭, তর্হি)
অস্মিন্বনে যৎ মহামিষ্টং ফলং, তৎ প্রযচ্ছতি।

তুরীয়তুলসীপত্রদ্বারা, যদি বনমালী ত্রীকৃষ্ণের উত্তমরূপে
পূজা করা যায়, তবে এই বনে যে ফলটি মহামিষ্ট, তাহাই
তিনি প্রদান করিয়া থাকেন। ভাবার্থ এই—অধিকারি-
শরীর লাভ করিয়া, আত্মসাক্ষাৎকারবতী বুদ্ধির বৃত্তির দ্বারা,
একাংশে জগন্মালাধারী পরমাত্মার নিরন্তর অনুসন্ধান করিতে
রত থাকিলে, কাণ্ডত্রয়রিশিষ্টবেদপ্রতিপাদিত ক্রমের ইন্দ্রিয়প্রাপ্তিরূপ ফল,
উপাসনার ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিরূপ ফল এবং জ্ঞানের মোক্ষপ্রাপ্তিরূপ ফল,
এই তিন ফলের মধ্যে তিনি, সর্বোৎকৃষ্ট শেখোক্ত ফলটি প্রদান করেন।

৫৩। হেতুমালাহীরাবলী।

শ্রুতিপ্রামাণ্য সিদ্ধেহর্থে হেতুভিঃ কিং তথাপি হি।

অপূর্ব রচনাঅত্মাদলঙ্কারো মহান্ যতঃ ॥ ১

অর্থঃ। শ্রুতিপ্রামাণ্যসিদ্ধে অর্থে হেতুভিঃ কিং (প্রয়োজনম্ অস্তি)
তথাপি হি অপূর্বরচনাঅত্মাৎ (প্রকরণস্ত সাফল্যম্ অস্তি), যতঃ (ইদং)
মহান্ অলঙ্কারঃ ভবেৎ [অতঃ “হেতুমালা নিরূপাতে” ইতি চতুর্থচরণস্ত
পাঠান্তরম্]

স্বতঃপ্রমাণ শ্রুতিবাক্যের প্রামাণ্য সর্বজনপ্রসিদ্ধ। সেই শ্রুতি-বাক্যে, 'জ্ঞানীর আর জন্ম হয় না ইত্যাদি' যাঁহা যাঁহা কথিত হইয়াছে, তাঁহা সকল আন্তিকের নিকট নিশ্চয়্যাস্পদ, তদ্বিষয়ে কারণপ্রশ্নও তাঁহার নিরূপণ নিষ্প্রয়োজন। তথাপি, এই প্রকরণপ্রতিপাদিত বিষয়টা পূর্বাচার্য্যগণ নিরূপণ করেন নাই বলিয়া, এস্থলে তাঁহার নিরূপণ নিষ্ফল হইবে না।। সেই নিরূপণের কারণান্তর এই যে, অধিকারিগণ ইহাকে কঠে ধারণ করিলে, ইহা তাঁহাদের অঙ্গকারস্বরূপ হইবে।

“জন্ম নামাসতঃ সত্ত্বা জাতসাক্ষাৎকৃতিমুনিঃ ।

সজ্জপর্তামেব গতন্তেন জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ২

অর্থঃ। অসতঃ সত্ত্বা জন্ম নাম (ইতি প্রসিদ্ধম্), জাতসাক্ষাৎকৃতিঃ মুনিঃ সজ্জপর্তাম্ এব গতঃ, তেন (তস্ত) জন্ম ন বিদ্যতে ।

অসৎ বস্তুর সত্ত্বাপ্রাপ্তির নাম জন্ম ; যেমন অহংকার প্রভৃতি অসৎ বস্তুতে স্বাত্মসত্তার আরোপ করিয়া, তাঁহাকে সত্ত্বাপ্রদান করিলে, তাঁহা জন্মিল, বলা হইয়া থাকে। কিন্তু বিচারশীল পুরুষ বা জ্ঞানী, অদ্বৈতাত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া সমস্তর অর্থাৎ ব্রহ্মের ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। সেই হেতু তাঁহার আর জন্ম নাই।

প্রাপ্তবানমৃতং ব্রহ্ম জাতসাক্ষাৎকৃতিমুনিঃ ।

অমৃতং যেন সম্প্রাপ্তং স মৃতত্বং কথং ব্রজেৎ ॥ ৩

অর্থঃ। জাতসাক্ষাৎকৃতিঃ মুনিঃ অমৃতং ব্রহ্ম প্রাপ্তবান্। যেন অমৃতং সম্প্রাপ্তং, সঃ কথং মৃতত্বং ব্রজেৎ ?

যে জ্ঞানী, মরণরহিত আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, তিনি মরণরহিত ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন। যিনি অমৃত লাভ করিয়াছেন, তিনি কি প্রকারে মৃতত্ব—মরণভাব প্রাপ্ত হইবেন ?

মূর্তিঃ শরীরসংত্যাগো, জাতসাক্ষাৎকৃতিমূনিঃ।

শরীরং ত্যক্তবান্ পূর্ববঃ মৃতস্ত মরণং কিমু ॥ ৪

অর্থঃ। মূর্তিঃ শরীরসংত্যাগঃ; জাতসাক্ষাৎকৃতিঃ মূনিঃ শরীরং পূর্বং ত্যক্তবান্, মৃতস্ত মরণং কিমু (কিমিব) ?

শরীরের সম্যক্ ত্যাগের বা 'একান্ত বিস্থিতি'র নাম মৃত্যু। তাহা হইলে, যে জ্ঞানী দেহাদির অতীত আত্মসাক্ষাৎকর করিয়াছেন, তিনি ত' পূর্বেই শরীরকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। মৃতের আবার মরণ কি প্রকার ? অতএব জ্ঞানীর মরণ নাই।

অহন্তর্যা সহৈবায়ং জাতসাক্ষাৎকৃতিমূনিঃ।

কর্তৃত্বমত্যক্তস্তস্মাৎ কস্মিভি ন স লিপ্যতে ॥ ৫

অর্থঃ। অয়ং জাতসাক্ষাৎকৃতিঃ মূনিঃ অহন্তর্যা সহৈব কৰ্তৃত্বম্ অত্যক্তং; তস্মাৎ সঃ কস্মিভিঃ ন লিপ্যতে।

যে জ্ঞানীর কথা আমরা বলিতেছি, তিনি; অহঙ্কারাতীত আত্মসাক্ষাৎকার করিয়াছেন; তিনি অহঙ্কারের সহিত কর্তৃত্ব অর্থাৎ কস্মৈন্দ্রিয়যুক্ত বিজ্ঞানময় কোশের সহিত ভাদায়া, পরিত্যাগ করিয়াছেন। সেই হেতু তিনি কস্মীমুঠান করিয়াও তদ্বারা লিপ্ত হন না।

স্বয়মেব পবিত্রাত্মা জাতসাক্ষাৎকৃতিমূনিঃ।

ন চ পুণ্যৈঃ পবিত্রোহসৌ তেন পুণ্যৈর্ন লিপ্যতে ॥ ৬

অর্থঃ। জাতসাক্ষাৎকৃতিঃ মূনিঃ স্বয়মেব পবিত্রাত্মা (অস্তি), অসৌ পুণ্যৈঃ ন চ পবিত্রঃ ভবেৎ; তেন পুণ্যৈঃ ন লিপ্যতে।

যে জ্ঞানী আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, তিনি নিজেই (স্বভাবতঃ) পবিত্র, পুণ্যকস্মীমুঠান দ্বারা, তিনি পবিত্র হন না। এই হেতু তাঁহাতে পুণ্যকস্মজানিত পবিত্রতার লেপ ঘটে না।

অত্যন্ত শুদ্ধরূপোহসৌ জাতসাক্ষাৎকৃতিমুনিঃ ।

তৎ কয়োতি পবিত্রং যতেন পাপৈর্ন লিপাতে ॥ ৭

অর্থঃ । অসৌ জাতসাক্ষাৎকৃতিঃ মুনিঃ অত্যন্তশুদ্ধরূপঃ, যৎ পবিত্রং তৎ কয়োতি, তেন পাপৈঃ ন লিপাতে ।

লক্সাসাক্ষাৎকার জ্ঞানী সাতিশয় নিশ্চলাত্মা হইয়াছেন; যাহা শাস্ত্রবিহিত শুদ্ধকর্ম, তাহাই করিয়া থাকেন । সেই শুদ্ধকর্মচরণহেতু, তিনি পাপদ্বারা লিপ্ত হন না, (অথবা, 'পাপকর্মের অনাচরণহেতু, তিনি পাপদ্বারা লিপ্ত হন না ।)

সহজানন্দরূপত্বাজ্জাতসাক্ষাৎকৃতিমুনিঃ ।

যেন হৃদ্যাতি তন্মাস্তি, তন্মাদেষ ন হৃদ্যাতি ॥ ৮

অর্থঃ । 'জাতসাক্ষাৎকৃতিঃ মুনিঃ সহজানন্দরূপত্বাৎ, যেন হৃদ্যাতি তৎ নাস্তি ; তন্মাদেষ ন হৃদ্যাতি ।

আনন্দাত্মসাক্ষাৎকারবান্ জ্ঞানী, স্বাভাবিক নিরতিশয় সুখরূপ হইয়া গিয়াছেন বলিয়া, এমন কোনও বস্তু দেখিতে পান না, যদ্বারা তিনি ছষ্ট হইবেন ; কেননা, তাঁহার দৃষ্টিতে দ্বৈতজাত বাধিত, অর্থাৎ জ্ঞানী নিজেই সুখরূপ বলিয়া, এবং সুখের কারণ বিষয়, তাঁহার দৃষ্টিতে নাই বলিয়া, তিনি হর্ষলাভ করেন না ।

নাপকর্ত্ত্বং ক্রমঃ কশ্চিজ্জাতসাক্ষাৎকৃতেভবেৎ ।

অপকর্ত্তুরভাবেন স তু ন দ্বেষ্টি কঞ্চন ॥ ৯

অর্থঃ । কশ্চিং জাতসাক্ষাৎকৃতেঃ অপকর্ত্ত্বং ন ক্রমঃ ভবেৎ । অপকর্ত্ত্বঃ অভাবেন স তু কঞ্চন ন দ্বেষ্টি ।

লক্সাসাক্ষাৎকার জ্ঞানীর, কেহ অপকার করিতে সমর্থ হয় না ; কেননা জ্ঞানী নির্বিকারাত্মরূপ, এবং অপকারকর্ত্তারও পৃথক্ সত্তা

নাই; সেইহেতু অপকারকারী না থাকায়, জ্ঞানী কাহারও প্রতি ঘেযু করেন না।

অপ্রাপ্যমবশিষ্টং কিং জাতসাক্ষাৎকৃতেমুনৈঃ।

হানির্নাস্তি ততো হেতোর্ন শোচতি কদাচন ॥ ১০

অর্থঃ। জাতসাক্ষাৎকৃতেঃ মুনৈঃ অপ্রাপ্যমবশিষ্টং কিং বস্তু আন্তং? (অতঃ) হানিঃ নাস্তি, ততঃ হেতোঃ কদাচন ন শোচতি।

লব্ধঅসাক্ষাৎকার জ্ঞানীর অপ্রাপ্য বা অবশিষ্ট কি বস্তু আছে? কিছুই নাই; কেন না সর্বাশ্বপ্রাপ্তিহেতু, তাঁহার সর্বপ্রাপ্তি সিদ্ধ হইয়াছে। এই হেতু তাঁহার ‘হানি’ নাই। সেইহেতু কোনও কালে তাঁহার শোকও নাই।

কেনাপ্যেয প্রকারেণ জাতসাক্ষাৎকৃতিমুনৈঃ।

ব্রহ্ম সর্ববাত্মকং প্রাপ্য ন কাঙ্ক্ষতি কিমপ্যুত ॥ ১১

অর্থঃ। এষঃ জাতসাক্ষাৎকৃতিঃ মুনিঃ সর্ববাত্মকং ব্রহ্ম প্রাপ্য কেন অপি প্রকারেণ, উত কিম্ অপি ন. কাঙ্ক্ষতি।

এই স্বাত্মসাক্ষাৎকারবান্ জ্ঞানী সমস্ত দ্বৈতজাতের তত্ত্বরূপ ব্রহ্ম লাভ করিয়া, কোনও কারণে, কোনও বস্তু পাইতে ইচ্ছা করেন না।

ন হ্যন্যো বলবান্ কশ্চিৎজাতসাক্ষাৎকৃতের্ভবেৎ।

তস্মাদ্বিভেতি তন্নাশ্তি তস্মাদেব বিভেতি ন ॥ ১২

অর্থঃ। জাতসাক্ষাৎকৃতেঃ অন্তঃ কশ্চিৎ ন হি বলবান্ ভবেৎ। যস্মাৎ (জনঃ) বিভেতি, তৎ নাস্তি, তস্মাৎ এষঃ ন বিভেতি।

লব্ধঅসাক্ষাৎকার জ্ঞানী ভিন্ন, অত্বে কেহই বলবান্ হইতে পারে না; একথা সর্ববিবেকজনপ্রসিদ্ধ। ব্যাঘ্রাদি.ষে সকল জীব বা বস্তু হইতে লোকে সাধারণতঃ ভয় পায়, তাহা সেই.জ্ঞানীর নিকট বস্তুতঃ নাই।

কেননা, তাঁহার নিকট ব্রহ্ম ভিন্ন “দ্বিতীয়” বস্তু মাৎরেই বাধিত,—মিথ্যা বলিয়া নিশ্চিত । এইহেতু, জ্ঞানী ভয় পান না ।

যদন্তু কার্য্যং পরমং জাতসাক্ষাৎকৃতেভবেৎ ।

তৎসর্বমেব সংসিদ্ধং ন তস্মাৎ স বিধীদতি ॥ ১৩

অর্থঃ । অন্তু জাতসাক্ষাৎকৃতেঃ যৎ পরমং কার্য্যং ভবেৎ, তৎ সর্বমেব সংসিদ্ধং, তস্মাৎ সঃ ন বিধীদতি ।

এই উৎপন্নাসাক্ষাৎকার জ্ঞানীর যে পৰম কর্তব্য ছিল, তাহা নিষ্পন্ন হইয়া গিয়াছে, অবশিষ্ট নাই । কেননা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—হে পার্থ, জ্ঞানলাভেই সর্ব কর্তব্য কন্মের পরিসমাপ্ত—“সর্ব কন্মাপি লং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপাতে” । সেই হেতু জ্ঞানী বিষাদ প্রাপ্ত হন না ।

মাত্তন্তু পদ্মজাদীনাং জাতসাক্ষাৎকৃতিমুনিঃ ।

মানিতো যদি লোকেন স তু মানং ন বিদতি ॥ ১৪

অর্থঃ । জাতসাক্ষাৎকৃতিঃ মুনিঃ তু পদ্মজাদীনাং মাত্তঃ, (সঃ) যদি লোকেন মানিতঃ স্তাৎ, (তর্হি) সঃ তু মানং ন বিদতি ।

লঙ্কাসাক্ষাৎকার জ্ঞানী আত্মস্বরূপ বলিয়া, ব্রহ্মাদিরও মাননীয় । সাধারণ লোকে যদি সেই জ্ঞানীকে সম্মান করে, তাহা হইলে, সেই সম্মান, জ্ঞানীর নিকট, স্বর্ষাপূজার দীপদানের তায় গ্রাহ্য হয়, অর্থাৎ সবিশেষ তৃপ্তির কারণ হয় না ।

মাত্ত এব সুরেন্দ্রানাং জাতসাক্ষাৎকৃতিমুনিঃ ।

ন মানিতো যদি জনৈরপমানং ন বিদতি ॥ ১৫

অর্থঃ । জাতসাক্ষাৎকৃতিঃ মুনিঃ সুরেন্দ্রানাং এব মাত্তঃ, সঃ যদি জনৈঃ মানিতঃ ন (ভবেৎ, তর্হি সঃ) অপমানং ন বিদতি ।

লঙ্কাসাক্ষাৎকার জ্ঞানী, দেবতাদিগের মধ্যে ষাঁহার শ্রেষ্ঠ, তাঁহা-

দিগেরও আনন্দীয়। সাধারণ লোকে যদি তাঁহাকে সম্মান না করে, তাহা, হইলে, তিনি সেই অনাদর'অনুভব করেন না।

উপকারাপকারৌ হি জাতসাক্ষাৎকৃতেমুনৈঃ।

শক্যো'ন কেনচিৎ কৰ্ত্তুং তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ ॥১৬

অর্থঃ। জাতসাক্ষাৎকৃতেঃ মুনৈঃ উপকারাপকারৌ কেনচিৎ কৰ্ত্তুং ন শক্যৌ হি, অতঃ জ্ঞানী মিত্রারিপক্ষয়োঃ তুলাঃ।

সকৃভূতে সমভাবে অদ্বিত্য আত্মার, যিনি সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, সেই জ্ঞানীর, উপকার বা অপকার করিতে, কেহই সমর্থ নহে। এই হেতু জ্ঞানী, হিতকারী অহিতকারী বা শত্রুমিত্রে, তুল্যরূপ। (গীতা, ১৪।২৫)

গুণদোষদশাভীতং জাতসাক্ষাৎকৃতিমুনৈঃ।

প্রাপ্তবান্ পরমং ধাম তুল্যানিন্দাস্ততিহি সঃ ॥১৭

অর্থঃ। জাতসাক্ষাৎকৃতিঃ মুনৈঃ গুণদোষদশাভীতং পরমং ধাম প্রাপ্তবান্, হি (অতঃ) সঃ তুল্যানিন্দাস্ততিঃ (ভবতি)।

যিনি গুণদোষরহিত আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, সেই জ্ঞানী, দৈবী ও আশুরী, উভয় অবস্থারই অতীত, এবং কার্যাকারণের অতীত স্বরূপ লাভ করিয়াছেন। সেইহেতু, নিন্দা ও স্তুতি তাঁহার নিকট উভয়ই নিরর্থক বলিয়া, বিকার'উৎপাদনে সমর্থ হয় না। (গীতা, ১২।১৯।১)

গেহাদিমমতা নাস্তি জাতসাক্ষাৎকৃতেমুনৈঃ।

• তেনানিকেত ইতু্যাক্তো যত্রসায়ংগৃহো মুনিঃ ॥১৮

অর্থঃ। জাতসাক্ষাৎকৃতেঃ মুনৈঃ গেহাদিমমতা নাস্তি, (অতঃ সঃ) মুনিঃ যত্রসায়ংগৃহঃ ভবতি, তেন (হেতুনা) সঃ অনিকেতঃ ইতি উক্তঃ।

আত্মসাক্ষাৎকারবান্ জ্ঞানী গৃহপুত্রদারাদিতে মমতাপূর্ণ। এই হেতু, যে স্থলেই তাঁহার সায়ংকাল উপস্থিত হয়, সেই স্থলেই তাঁহার গৃহ। এই কারণেই জ্ঞানীকে 'অনিকেত' বলা হয়। (গীতা ১২।১৯)।

অপ্রাপ্তং প্রাপ্তবান্ বোধং জ্ঞাতসাক্ষাৎকৃতিমুনিঃ ।

স তু ন ক্ষীয়তে, তেন নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥১৯

অর্থঃ । জ্ঞাতসাক্ষাৎকৃতিঃ মুনিঃ অপ্রাপ্তঃ বোধং প্রাপ্তবান্ ।

সঃ তু বোধঃ ন ক্ষীয়তে, তেন আত্মবান্ নির্যোগক্ষেমঃ ।

অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তির নাম যোগ ; প্রাপ্তবস্তুর পরিরক্ষণের নাম ক্ষেম । যে জ্ঞানী যোগক্ষেমরহিত আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, তিনি অলব্ধ জ্ঞান, লাভ করিয়াছেন ; আর সেই জ্ঞানের কোন কালেই ক্ষয় নাই । এই হেতু আত্মসাক্ষাৎকারবান্ জ্ঞানীকে “নির্যোগক্ষেম” (গীতা, ২।৪৫) বলা হইয়া থাকে ।

সমো যতপি সর্বত্র জ্ঞাতসাক্ষাৎকৃতিমুনিঃ ।

তথাপি তৎস্তাবকস্ত মম স্তুতিফলং মহৎ ॥২০

অর্থঃ । যতপি জ্ঞাতসাক্ষাৎকৃতিঃ মুনিঃ সর্বত্র সমঃ, তথাপি তৎস্তাবকস্ত মম স্তুতিফলং মহৎ ।

যতপি, সেই জ্ঞানীর নিকট, স্তুতি ও নিন্দা উভয়ই তুল্যরূপ, তথাপি আমি এই যে তাঁহার স্তুতি করিলাম, তাহার ফল অতি পুণ্যময়, কেননা শ্রুতি বলিতেছেন—“উপযন্তি স্নহদঃ সাধুকৃত্যাং দ্বিবস্তঃ পাপকৃত্যাম্” । * তাঁহার স্নহদগণ তাঁহার পুণ্য তাঁহার কৃত অর্থাৎ পুণ্যকর্মের ফল, এবং তাঁহার শত্রুগণ তাঁহার পাপকর্ম অর্থাৎ তাঁহার কৃত পাপকর্মের ফল, লইয়া থাকেন ।

* এই শ্রুতিবচন সম্বন্ধে “জীবমুক্তিবিবেকে”র টীকাকার অচ্যুতরায় বলেন, “ইতি শাট্যায়নিপটিতা” । ইহা শাট্যায়নীয়োপনিষদে নাই, সেই নামের শাখায় থাকিতে পারে । তিনি এই বচনের মাধবাচার্য্যকৃত ব্যাখ্যা লিখিতেছেন—“সকল প্রাণীই জ্ঞানীর পুত্রস্বানীয়, তাহারাই তাঁহার বিজ্ঞানী কৰ্ম্ম বখাযোগ্য গ্রহণ করে ।” কৌষীতকি ব্রাহ্মণোপনিষদে অমুরূপ উক্তি আছে ।

হেতুমালাময়ী ধার্য্য কণ্ঠে হীরাবলী বুধৈঃ ।

অপূর্বরচনাত্মাদলঙ্কারো মহান্মতঃ ॥২১

অন্বয়। বুধৈঃ হেতুমালাময়ী হীরাবলী কণ্ঠে ধার্য্য। যতঃ
(যস্মাৎ) অপূর্বরচনাত্মাতঃ (অয়ং) মহান্ অলঙ্কারঃ ভবেৎ ।

বিচারণীল পুরুষগণ, এই হেতুনিচয়দ্বারা গ্রথিত হীরকমালা কণ্ঠে
ধারণ করিবেন। যেহেতু, এই প্রকরণে যে প্রকারে, হেতুগুলি
প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা অপূর্ব; সেই কারণে, এই প্রকরণটি বিচারণীল
পুরুষগণের অতি শ্রেষ্ঠ অলঙ্কারস্বরূপ হইবে।

৫৪। কৈবল্যকুণ্ডিকা।

মোক্ষদ্বারের চাবি ।

কৈবল্যকুণ্ডিকাং তাত ত্বং সম্যগবধারণয় ।

উদঘাটয় কপাটঞ্চ বোধরত্নং করে কুরু ॥১

অন্বয়। (হে) তাত ত্বং কৈবল্যকুণ্ডিকাং সম্যক্ অবধারণয়, কপাটং
উদঘাটয়, বোধরত্নং চ করে কুরু ।

হে বৎস, তুমি মোক্ষদ্বারের এই চাবি দৃঢ়ভাবে গ্রহণ কর, তদ্বারা
কপাট উদঘাটন করিয়া বোধরত্ন করে ধারণ কর, অর্থাৎ অহঙ্কারকে
তিরোহিত করিয়া স্বয়ংপ্রকাশ ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্য সাক্ষাৎকার লাভ কর।

দৃষ্ট্যা শ্রুত্যানুভূত্যা বা যো যো ভাবঃ পরিস্কুরেৎ ।

তং ভাবমবিলম্বেন পঞ্চধা শঙ্কলীকুরু ॥২

অন্বয়। নিশ্চয়োক্তন।

(স্বপ্নে ও জাগ্রতে) স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া, শুনিয়া, অথবা স্মরণ
করিয়া, ঘটপটাদি যে যে বস্তু অনুভূত হয়, সেই সকল বস্তুকেই
তৎক্ষণাৎ পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলিবে।

অস্তি ভাতি প্রিয়ং রূপং নাম চেতাংশপঞ্চকম্ ।

আত্মত্বয়ং ব্রহ্মরূপং মায়ারূপং ততো দ্বয়ম্ ॥

অর্থঃ । নিম্নয়োজন ।

পূর্বোক্ত পাঁচ ভাগের উল্লেখ করিতেছেন, অস্তি—অছে বা বিদ্যমান, (২) ভাতি—প্রকাশ হইতেছে (৩) প্রিয়ং—সুখরূপ (৪) রূপং—আকৃতি, (৫) নাম—বাচক শব্দ । তন্মধ্যে প্রথম তিনটী ব্রহ্মের রূপ ; তৎপরবর্তী দুইটী মায়ার রূপ ।

নামরূপে তু নৈব স্তস্তত্র হেতুং বদামাহম্ ।

নাম তু ব্যবহারার্থং কল্পিতং ন তু বাস্তবম্ ॥৪

অর্থঃ । সুরল ।

নাম ও রূপ এই দুইটা বস্তুতঃ নাই, তাহার কারণ বলিতেছি । নাম, ব্যবহারনির্বাহের জন্য কল্পিত বা আরোপিত হইয়া থাকে, তাহা বাস্তব নহে । (কল্পিত বস্তু অসত্য, যেমন রসজুর্প) ।

ঘটো ন ঘো নাপি চ টস্তাবুভৌ যৎ খ্যাশ্রিতৌ

ঘঃ কণ্ঠ্যচ্চ মূর্দ্ধন্য স্তাবুভাবপি নৈকদা ॥৫

অর্থঃ । ঘটঃ ন ঘঃ, ন অপি চ টঃ, যৎ (যস্মাৎ তৌ) খম্ আশ্রিতৌ (স্তঃ) । ঘঃ কণ্ঠ্যঃ, টঃ চ মূর্দ্ধন্যঃ, তৌ উভৌ অপি একদা ন (বিদ্যোতে) ।

নাম কল্পিত বলিয়াই অসত্য ; তাহাই বুঝাইতেছেন । ঘট নামক মৃত্তিকার বিকারটি, 'ঘ'ও নহে, 'ট'ও নহে । (সেই মৃত্তিকারে 'ঘ', ও 'ট' এই দুই বর্ণের কোনটিকেই দেখিতে পাওয়া যায় না । এই হেতু 'ঘট' এই নামটি কল্পিত । অপর হেতু এই—) যেহেতু সেই দুইটি বর্ণ আকাশকেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে । তদ্ব্যবস্থা বা গুণ ; বাক্, আকাশের

কার্য্য, আকাশ 'শূন্য'রূপ, সূতরাং বর্ণদ্বইটিও 'শূন্য'রূপ বা রূপশূন্য। তাহার উপর আবার, 'ঘ' কণ্ঠ্য বর্ণ, এবং 'ট' মূর্দ্ধন্য বর্ণ, অতএব (ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ও ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, উচ্চারিত হয় বলিয়া,) তদ্ব্যভিন্ন একই সময়ে বিদ্যমান থাকে না। সূতরাং তদ্ব্যভিন্ন নামও অসত্য।

এবং নামানি সর্ববাণি রূপমঙ্গ বিচারয়।

ঘটন্তু পৃথিবীরূপং সা জড়া জলরূপিণী ॥ ৬

অর্থ—হে অঙ্গ সর্ববাণি নামানি এবম্। রূপং বিচারয়। ঘটঃ তু পৃথিবীরূপং। সা (পৃথিবী) জড়া, জলরূপিনী।

হে বৎস, সকল নামই ঐকরূপ কল্পিত (এবং অসত্য)। এক্ষণে রূপের বিচার কর। ঘটের যে স্থূল বস্তুলোদরাকারী আকৃতি, তাহা পৃথিবীরই আকৃতি, কেননা, কার্য্য কারণ হইতে ভিন্ন নহে। সেই পৃথিবী, অর্থাৎ জড় (অপ্রকাশরূপ, সেইহেতু মিথ্যা, ইহাদ্বারাই রূপও মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়,) এবং জলই পৃথিবীর রূপ, কেননা পৃথিবী জলেরই কার্য্য, ক্ষতি বলিতেছেন “অন্ত্যঃ পৃথিবী”। (জল হইতেই পৃথিবী উৎপন্ন।)

তেজসো জনমুৎপন্নঃ তদ্বায়েঃ স চ খোন্তবঃ।

খাদি সর্বমুৎপন্নঃ স চ প্রকৃতিসম্ভবঃ ॥ ৭

অর্থ—তেজসঃ জনমুৎপন্নঃ, তেজঃ (তেজঃ) বায়েঃ (উৎপন্নঃ), সঃ চ (বায়ুঃ) খোন্তবঃ। খাদি সর্বমুৎপন্নঃ (উৎপন্নঃ)। সঃ চ অহঙ্কারঃ প্রকৃতিসম্ভবঃ।

অগ্নি হইতে জলের উৎপত্তি; বায়ু হইতে অগ্নির উৎপত্তি; আকাশ হইতে বায়ুর উৎপত্তি; এবং আকাশাদি সকলই অর্থাৎ ইন্দ্রিয়, বিষয়, দেবতা ও প্রাণী,—ত্রিগুণাত্মক সকলই, অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন। অহঙ্কার আবার সর্বজগৎকারণভূত প্রকৃতিনাম্নী পরমাত্মশক্তি হইতে উৎপন্ন।

গুণাত্মা প্রকৃতির্ময়া মায়া ময্যেব নাস্তি সা ।

নামরূপে ততো ন স্তোহখাস্তীত্যাদি বিচারয় ॥ ৮

অন্বয়—প্রকৃতিঃ গুণাত্মা (সত্যী) মায়া (ভবতি) ; সা মায়া নস্তু নাস্তি এব ; ততঃ নামরূপে ন স্তঃ ; অথ অস্তীত্যাদি বিচারয় ।

প্রকৃতি সত্ত্বরজস্তমোগুণরূপা, (সেই গুণত্রয় পরস্পর ব্যাবৰ্ত্তক বলিয়া মিথ্যা) ; এইহেতু প্রকৃতি স্বরূপতঃ অসদ্রূপ বলিয়া, মিথ্যা, ভ্রমরূপা বা মায়া । তাহা সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মাতে নাই । এইরূপে নামরূপ অসত্য বলিয়া অবধারিত হইল । এক্ষণে অস্তি, ভাতি ও প্রিয় এই তিনের বিচার কর ।

অস্তি সত্তা ভাতি চিচ্চ প্রিয়মানন্দলক্ষণম্ ।

সচ্চিদানন্দরূপং তৎ কৈবল্যমবশিষ্যতে ॥ ৯

অন্বয়—অস্তি সত্তা, ভাতি চিৎ চ, প্রিয়ম্ আনন্দলক্ষণম্ (ইতি অংশ-
ত্রয়ম্) সচ্চিদানন্দরূপং, তৎ কৈবল্যম্ অবশিষ্যতে ।

অস্তি (বা ব্রহ্মের) সত্তা, ভাতি (বা ব্রহ্মের) চৈতন্ত, এবং প্রিয় (বা ব্রহ্মের) আনন্দরূপতা, এই অভিন্ন অংশত্রয় যাহার রূপ, সেই সচ্চিদানন্দ, কৈবল্য বা অখণ্ডৈকরস ব্রহ্মই, নামরূপ মিথ্যা বলিয়া বাধিত হইলে, অবশিষ্ট থাকিয়া যায় ।

সমাধিস্তত্র কর্তব্যো হ্যয়মর্থানুবোধিতঃ ।

অথশব্দানুবিক্ং তু সমাধিং কথ্যামি তে ॥ ১০

অন্বয়—তত্র সমাধিঃ কর্তব্যঃ, অয়ং হি অর্থানুবোধিতঃ (সমাধিঃ) ; অথ তু শব্দানুবিক্ং সমাধিং তে কথ্যামি ।

সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মে সমাধি করিতে হইবে, অর্থাৎ অন্তঃকরণের সচ্চিদানন্দমাত্রাকার পরিণাম করিতে হইবে । অর্থ বা রূপ (আকার) দ্বারা অনুবিক্ত বলিয়া, ইহাকে অর্থানুবিক্ত সমাধি বলিয়া বুঝিতে হইবে ।

অনন্তর সেই অর্থানুবোধ সমাধি হইতে বিলক্ষণ, ঐক্যানুবোধ সমাধি ভোমাকে বলিতেছি।

নিত্য এবান্মি শুদ্ধোহ্মি চিহ্নহপোহ্মি নিরন্তরঃ।

সহজানন্দরূপোহ্মি ন মে মায়া ন মে মলঃ ॥১১

অর্থ—(অহং) নিত্যঃ এব অন্মি, শুদ্ধঃ অন্মি, চিহ্নপঃ অন্মি, নিরন্তরঃ (অন্মি), সহজানন্দরূপঃ অন্মি, মে মায়া ন (বিজ্ঞতে), মে মলঃ ন (বিজ্ঞতে)।

‘আমি’ শব্দ দ্বারা বাহ্যকে লক্ষ্য করি, সেই চিহ্নপ কূটস্থ অবিনাশী, [কেন না শ্রুতি বলিতেছেন “অবিনাশী বা অয়েদুয়মায়া”। (বৃহদা, উ ৪।৫।১৪)] ইত্যাদি; আর যুক্তি এই যে, আত্মার নাশ মানিতে হইলে সেই নাশের সাক্ষী এক নিত্য চৈতন্য মানিতে হইবে; তাহা না মানিলে নাশই অসিদ্ধ হইয়া পড়ে। সেই নিত্যচৈতন্যই আত্মা।] আমি হইতেছি শুদ্ধ, অতএব চৈতন্যস্বরূপ, [কেননা শ্রুতি বলিতেছেন “চৈতন্য চৈতন্যানাম্” (কঠ, উ ৫।১৩; খেতাখ, উ ৬।১৩), আর যুক্তি এই যে, অহঙ্কার হহতে আরম্ভ করিয়া, সমস্ত জগৎ জড়; আত্মচৈতন্যের প্রকাশ ব্যতীত, তাহার প্রকাশ অসম্ভব।] আমি হইতেছি সর্ব-ভেদ-পরিশূন্য অর্থশূন্যকরসু। [কেননা ভেদক উপাধি অহঙ্কারাদি-জগৎ, ত্রিকালেই অসত্য।] আমি হইতেছি স্বাভাবিক নিরূপাধিক আনন্দস্বরূপ; ব্রহ্মস্বরূপ আমার, মায়া বা জগজ্জনননামর্থা বস্তুতঃ নাই, [কেননা আমি হইতে তাহার পৃথক্ সত্তা নাই।] আমাতে রাগাদিরূপ মল নাই, কেননা তাহারা অন্তঃকরণেরই ধর্ম, অবিবেকিগণই আত্মার তাহাদের আরোপ করিয়া থাকে।

অগ্নিন্নসতি সত্তাহি চিহ্নপেণ ময়াপিতা।

উপসংহৃত্য সত্তাং তাং স্বসত্তায়ামহং স্থিতঃ ॥ ১২

অথ—অসতি অগ্নিন্ সত্তা হি চিদ্রূপেণ ময়া অর্পিতা । তাং
সত্তাম্ উপসংহৃত্য অহং স্বসত্তায়াম্ স্থিতঃ ।

এই সর্বজনপ্রত্যক্ষ, অসৎ জগতে যে সজ্জপতা প্রভীত হইতেছে,
তাহা, চৈতন্যস্বরূপ আমিই তাহাতে আরোপ করিয়াছি, (কেননা
আরোপ চেতনাধীন, সকলেই জানে ।) অতএব, নামরূপাণ্যক জগতে
অধ্যস্ত সেই সত্তা, জগৎ হইতে পৃথক্ করিয়া, সচ্চিদানন্দস্বরূপ আমি
আত্মসত্তার বিত্তমান রহিয়াছি ।

বিকৃত্যা বিকৃতো নাহং প্রকৃত্যা প্রকৃতির্ন চ ।

তথাপি জাতং ময়ি চেতুর্হি জাতমজাতবৎ ॥ ১৩

অথ—অহং বিকৃত্যা ন বিকৃতঃ, ন চ প্রকৃত্যা প্রকৃতিঃ, তথাপি ময়ি
চেৎ জাতং তর্হি (বৎ) জাতং, (তৎ) অজাতবৎ ।

আমি কার্যরূপ বিকার দ্বারা বিকারপ্রাপ্ত হই না । আমি
জগৎকারণ অব্যাকৃত দ্বারা জগৎকারণতা (অব্যাকৃতরূপতা), প্রাপ্ত
হই না । তথাপি বিকাররহিত আনাতে যদি লোকদৃষ্টিতে, বিকার
উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে তাহা মৃগতৃষ্ণিকার জলাদির দ্বার মিথ্যা ।
[কারণ, যাহা আদিতে ও অন্তে অসৎ, তাহা মধ্যও অসৎ ।]

উপসংহর বিশ্বাশ্রমিতি যাবদদাম্যহম্ ।

উপসংহৃতমেবেদং দৃশ্যতে নৈব তিষ্ঠতি ॥ ১৪

অথ—হে বিশ্বাশ্রম্ (ত্বং বিশ্বম্) উপসংহর ইতি যাবৎ অহম্
বদামি, (তাবৎ) ইদম্ উপসংহৃতম্ এব দৃশ্যতে, ন এব তিষ্ঠতি ।

‘বিশ্বের সত্তাপ্রদ হে আশ্রম্, তুমি এই বিশ্বকে আপনাতে লীন কর’—
যেমন আমি এই কথা বলি, এমননি ইহা লীন হইয়া যায়, দেখি ; আর

থাকে না, প্রতীত হয় না। জগতের উৎপত্তি ও সংহারে এইরূপ স্বাধীনতা আমাতে বিদ্যমান বৃহিয়াছে।

ইত্যাহ্যপনিষদাক্যপদতাৎপর্যাচিস্তয়া।

শব্দানুবিক্তনামা হি সমাধিজায়তে মুনেঃ ॥ ১৫

অর্থ—ইত্যাহ্যপনিষদাক্যপদতাৎপর্যাচিস্তয়া হি মুনৈঃ শব্দানুবিক্ত-
নামা সমাধিঃ জায়তে।

পূর্বোক্তরূপ উপনিষদাক্যসমূহে, যে ‘সর্বজ্ঞ’ ‘সর্বাস্তব্ধামি’ ইত্যাদি
পদ রহিয়াছে, তাহাদের তাৎপর্যভূত অর্থউৎকরস আত্মার ধ্যান করিলে
শব্দার্থমননশীল জ্ঞানীর শব্দানুবিক্তনামক সমাধি অর্থাৎ অন্তঃকরণ
বৃত্তির ধোয়াকাররূপ পরিণাম হয়।

অর্থানুবোধিতস্তুক্তস্ততঃ শব্দানুবোধিতঃ।

তাবুত্তৌ সমাগত্যস্ত বিশেষ্মিন্নুবোধিতম্ ॥ ১৬

অর্থ—(প্রথমঃ) তু অর্থানুবোধিতঃ (সমাধিঃ) উক্তঃ, ততঃ শব্দানু-
বোধিতঃ সমাধিঃ উক্তঃ। তৌ উভৌ সমাক্ অভ্যস্ত নিরনুবোধিতম্ বিশেৎ।

প্রথমে অর্থাৎ চতুর্থ শ্লোকের শেষার্দ্ধ হইতে দশম শ্লোকের
পূর্বার্দ্ধ পর্য্যন্ত, অর্থানুবোধিত সমাধি কথিত হইয়াছে; তদনন্তর দশম
শ্লোকের শেষার্দ্ধ হইতে পঞ্চদশ শ্লোক পর্য্যন্ত, শব্দানুবোধিত সমাধি
বর্ণিত হইয়াছে। এই দুই প্রকার সমাধি, সমাগ্রুপে অভিযাস করিয়া,
পরে, নিরনুবিক্ত নামক সমাধিতে প্রবেশ করিতে হয়।

শর্করাদ্বিতয়ং ধৃত্বা প্রণবো লিখ্যতে যথা।

সমাধিদ্বিতয়ং ধৃত্বা প্রণবার্থোহপি লিখ্যতাম্ ॥ ১৭

অর্থ—যথা শর্করাদ্বিতয়ং ধৃত্বা, প্রণবঃ লিখ্যতে, তথা সমাধি-
দ্বিতয়ং ধৃত্বা প্রণবার্থঃ অপি লিখ্যতাম্।

যেমন দুইটি প্রস্তরবর্তুল লইয়া (ফলকের বা কাগজের উপর রাখিয়া) অনভ্যন্ত বালকটিকে “ঐ”কার লিখিতে শিখান হয়, সেইরূপ অর্থানুবদ্ধ ও শব্দানুবদ্ধ এই দুইটি সমাধিকে ধরিয়া ঐকারের লক্ষ্যার্থ নিরনুবদ্ধ সমাধি অভ্যাস কর অর্থাৎ স্বাভাসাক্ষাৎকার বৃত্তিতে ‘অহং ব্রহ্মাস্মি’ এইরূপ অনুভব কর ।

পটোঃ প্রণবলেথেষু তে হি নাবশ্যকে যথা ।

সমাধিদ্ধিতয়ং তদ্বৎ প্রণবার্থপটোরপি ॥ ১৮

অর্থ—যথা প্রণবলেথেষু, পটোঃ (বটুকস্ত) তে হি ন আবশ্যকে (ভবতঃ), তদ্বৎ প্রণবার্থপটোঃ (সাধকস্ত) অপি সমাধিদ্ধিতয়ং (ন আবশ্যকং ভবতি) ।

যেমন বালক ঐকার লিখিতে কুশলতা লাভ করিলে, সেই প্রস্তর বর্তুল দুইটির আর আবশ্যকতা নাই, সেইরূপ, সাধক প্রণবার্থকুশল হইলে অর্থাৎ অর্থঐক্যরসরূপ আভাসাক্ষাৎকার লাভ করিলে, উক্ত সমাধি দুইটির আবশ্যকতা হয় না ।

নির্বিকল্পসমাধানে নিষ্ঠা সা বোধযোগিনঃ ।

কপাটোদ্ঘাটনে হেতুরিয়ং কৈবল্যকুক্ষিকা ॥ ১৯

অর্থ—ইয়ং কৈবল্যকুক্ষিকা কপাটোদ্ঘাটনে হেতুঃ । সা (কৈবল্য-কুক্ষিকা) বোধযোগিনঃ নির্বিকল্পসমাধানে নিষ্ঠা (ফলতঃ ভবতি) ।

[কং পাটয়তি ব্রহ্ম আবুণোতি, বা সূখম্ উৎসাদয়তি ইতি কপাটম্ অজ্ঞানম্ ।]

এই কৈবল্যকুক্ষিকা প্রকরণের ফল দুইটি । একটা অনিষ্টনিবৃত্তি-রূপ, অপরটি ইষ্টপ্রাপ্তিরূপ । অজ্ঞানের বিনাশ ইহার প্রথমোক্ত ফল ;

এবং যে সাধক, জীবন্তজ্ঞেকাজ্ঞানকেই স্বাত্মপ্রাপ্তিসাধন বলিয়া মনে করেন, তাঁহার পক্ষে, নির্বিকল্পসমাধিতে স্থিতিই, ইহার শেবোক্ত ফল।

রহস্তং হি-রহস্তানাং নিধীনাং পরমো নিধিঃ।

যুক্তীনাং পরমা যুক্তিরিয়ং কৈবল্যকুক্ষিকা ॥ ২০

অর্থ—ইয়ং কৈবল্যকুক্ষিকা রহস্তানাং হি রহস্তং, নিধীনাং পরমঃ নিধিঃ, যুক্তীনাং পরমা যুক্তিঃ।

এই কৈবল্যকুক্ষিকা, গোপনীয় তত্ত্বসমূহের মধ্যে অতি গোপনীয়; কেননা, ইহা ধনাধারসমূহের মধ্যে উৎকৃষ্ট ধনাধার—সেহেতু সদাই আত্মধনে পূর্ণ। আর, যত প্রকার যোগ আছে, তন্মধ্যে ইহা সর্বোৎকৃষ্ট যোগ।

বসিষ্ঠব্র্যাসপদ্ধত্যা শঙ্করাচার্য্যমার্গতঃ।

সা পুনঃ শঙ্করাচার্য্যৈঃ করুণারসনির্ভরৈঃ ॥ ২১

অর্পিতানন্দবোধেত্যন্তংক্রমেণ বুদ্ধৈর্ধৃত।

অবধার্য্যা বিশেষেণ সেয়ং কৈবল্যকুক্ষিকা ॥ ২২

অর্থ—সা ইয়ং কৈবল্যকুক্ষিকা বসিষ্ঠব্র্যাসপদ্ধত্যা শঙ্করাচার্য্য-মার্গতঃ (আগতা)। সা পুনঃ করুণারসনির্ভরৈঃ শঙ্করাচার্য্যৈঃ, আনন্দ বোধেভ্যঃ অর্পিতা, তৎক্রমেণ বুদ্ধৈঃ ধৃত, (হে শিষ্য অধুনা ত্বয়া) বিশেষেণ অবধার্য্যা।

এই কৈবল্যকুক্ষিকা, ব্রহ্মার পুত্র বসিষ্ঠ এবং পরাশরের পুত্র ব্যাসকে ধরিয়া, পরিশেষে শঙ্করাচার্য্যকে অবলম্বন করিয়া, আসিয়াছে। সেই পরমকর্মাণকর্ত্তা শঙ্করাচার্য্য, কৃপাপূর্ব্বক হইয়া (“প্রমাণমালা” রচয়িতা) আনন্দবোধ নামক শিষ্যকে ইহা অর্পণ করেন। আনন্দ-

বোধের নিকট হইতে অপরাপর মুনিগণ ইহাকে লাভ করেন। (এই রূপে সম্প্রদায়লক) এই বিত্তা, হে শিষ্য, তুমি পরমাদরে ধারণ কর।

৫৫। বুদ্ধিপ্রশংসা।

ব্যবহারস্তু সর্বস্য বুদ্ধিমূলং যথা ভবেৎ;

তদ্বত্তু পরমার্থস্তু নিদানং বুদ্ধিরেব হি ॥ ১

অর্থ—যথা বুদ্ধিঃ সর্বস্তু ব্যবহারস্তু মূলং ভবেৎ, তদ্বৎ পরমার্থস্তু তু (অপি) বুদ্ধিঃ এব নিদানং হি।

যেমন লৌকিক ও বৈদিক এই উভয় প্রকার ব্যবহারেরই মূলকারণ বুদ্ধি, সেইরূপ পরমার্থের, অর্থাৎ মোক্ষেরও মূলকারণ, সেই বুদ্ধিই; — বিচারশীলগণ ইহা সবিশেষ জানেন।

শঙ্কা। ভাল, আত্মা ত বোধস্বরূপ; আত্মা বুদ্ধির অপেক্ষা রাখেন না; তবে বুদ্ধির সাহায্য কিসে?

সমাধান। বুদ্ধির সাহায্যে বুদ্ধি হইলেই, আত্মা বুদ্ধি হন; বুদ্ধি সাহায্য না করিলে, আত্মা অবুদ্ধিই থাকিয়া যান। এই হেতু বুদ্ধির সাহায্য।

যদ্বুদ্ধমপ্যবুদ্ধং তদ্বুদ্ধ্যা বুদ্ধং ন তেষুদা।

বুদ্ধ্যা বুদ্ধং তু যদ্বুদ্ধং তন্মাবুদ্ধং কদাপি চ ॥ ২

অর্থ—যৎ (আত্মচৈতন্যং) বুদ্ধম্ (বোধরূপম্) অপি, বুদ্ধ্যা বুদ্ধং ন চেৎ, তদা তৎ অবুদ্ধম্ (ভবতি)। যৎ তু বুদ্ধ্যা বুদ্ধং, তৎ বুদ্ধং (সৎ), কদাপি চ ন অবুদ্ধং (ভবতি)।

যে আত্মচৈতন্য, স্বভাবতঃ বোধস্বরূপ হইলেও, যদি অজ্ঞানমাত্র-নিবর্তিকা ‘অহংব্রহ্মান্মি’ এই প্রমাবৃত্তিদ্বারা, সনাবৃত্তস্বরূপে সাক্ষাৎ

প্রকাশিত না হয়, তাহা হইলে সেই আত্মচৈতন্য অজ্ঞাতই থাকিয়া যায় [এবং সেইরূপে সংসারদর্শন ঘটায়]; এই কারণেই বুদ্ধির শ্রেষ্ঠতা।

(শকা) আত্মা, বুদ্ধিবৃত্তি ত কৃণিক, সেই হেতু সেই বুদ্ধিবৃত্তিজনিত, আত্মপ্রকাশও কৃণিক ; সেই আত্মপ্রকাশ তিরোহিত হইলে, আবার ত সংসার দর্শন ?

(সমাধাঃ)—না, যে আত্মচৈতন্য বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা একবার অনাবৃত্ত ভাবে প্রকাশিত হইল, তাহা, পরে বুদ্ধিবৃত্তি থাকুক বা না থাকুক, আর কোনও কালে অপ্রকাশিত থাকিবে না। (এই কারণেও বুদ্ধির শ্রেষ্ঠতা।)

বুদ্ধ্যা ন বুদ্ধৌ যো বোধো দ্বৈতবোধবুধৈরপি ।

বুদ্ধ্যা বুদ্ধমিমং বিদ্ধি বুদ্ধিসাক্ষিতয়া বুধেঃ ॥ ৩

অর্থ—দ্বৈতবোধবুধেঃ বুদ্ধ্যা যঃ বোধঃ ন বুদ্ধঃ, অপি বুধেঃ বুদ্ধ্যা বুদ্ধিসাক্ষিতয়া বুদ্ধম্ ইমং বিদ্ধি ।

(কর্মোপাসনাপরায়ণ)। সংসারবিজ্ঞানপণ্ডিতগণ, (কর্মোপাসনা-নির্ণায়ক) বুদ্ধির সাহায্যে যে চিন্মাত্রস্বরূপ আত্মাকে বুঝিতে পারিলেন না, পক্ষান্তরে, জ্ঞানিগণ বোধস্বরূপ সেই আত্মাকে “অহং ব্রহ্মাস্মি” এই বৃত্তির প্রকাশরূপে বুদ্ধির সাহায্যেই বুঝিলেন, জানিও, (বুদ্ধির এমন সাহায্য) ।

অনাত্মবিষয়ে যাহাদের বুদ্ধি খেলে, তাহাদের সেই বুদ্ধি তাহাদের নিকট যে বোধস্বরূপ আত্মাকে প্রকাশ করিতে পারিল না, আত্ম-জ্ঞানিগণের বুদ্ধি, তাহাদের নিকট সেই বোধস্বরূপ আত্মাকে প্রকাশ করিয়া দিল। এইহেতু বুদ্ধিরই শ্রেষ্ঠতা।

বুদ্ধমপি যদ্বুদ্ধং যচ্চ বুদ্ধমবুদ্ধবৎ ।

বুদ্ধাবুদ্ধসমং বুদ্ধ্যা বুদ্ধাবুদ্ধবিলক্ষণম্ ॥ ৪

অবয়—যৎ (আত্মস্বরূপং) ন বুদ্ধম্ অপি বুদ্ধং, যৎ চ (আত্মস্বরূপং) অবুদ্ধবৎ বুদ্ধং, (বস্তুতঃ তু) বুদ্ধাবুদ্ধসমং, (অতএব) বুদ্ধাবুদ্ধবিলক্ষণম্ তৎ বুদ্ধা (বুদ্ধম্) ।

জ্ঞানিজনপ্রত্যক্ষ যে আত্মস্বরূপ, (চেত্নারহিত চিন্মাত্র বলিয়া) জ্ঞানের বিষয়ীভূত না হইয়াও, 'বুদ্ধ' বা জ্ঞানরূপ, এবং বাহ্য (যে আত্মস্বরূপ, বুদ্ধির বিষয়ীভূত হয় না বলিয়া, এবং প্রকাশমান বলিয়া,) অবিজ্ঞাত বস্তুসদৃশ হইয়াও, প্রকাশমান, বস্তুতঃ কিন্তু জ্ঞাত ও অজ্ঞাত উভয় প্রকার বস্তুসম্বন্ধে তুল্যরূপে প্রকাশমান (অথবা জ্ঞানী ও অজ্ঞানী উভয়েই তুল্যরূপে বিরাজমান), অতএব জ্ঞাত ও অজ্ঞাত উভয়প্রকার বস্তু হইতে বিলক্ষণস্বভাব, তাঁহাকে বুদ্ধির দ্বারাই জানা যায়, এই হেতু বুদ্ধির শ্রেষ্ঠতা । (কেন, উ, ১১ মন্ত্র দৃষ্টব্য) ।

৫৬ । রঙ্গলীলাত্রয়ী ।

জগৎপ্রতীতি জীবমুক্তকে স্বরূপচ্যুত করে না—ইহাই এই প্রবন্ধের তাৎপর্য্য । 'রঙ্গলীলা' শব্দের অর্থ, অনায়াসে, অর্থাৎ অবিকৃত থাকিয়া, রঙমাখা ।

রঞ্জিতং রঞ্জনে শ্চিত্রৈশ্চিত্রং জাতং হৃদয়ম্ ।

রঙ্গে নিরঞ্জে ক্ষিপ্তং রঙ্গং প্রাপ্তং নিরঞ্জনম্ ॥ ১

অবয়—চিত্রৈঃ রঞ্জনৈঃ রঞ্জিতং হৃদয়ম্ চিত্রং জাতম্ । (তৎ) নিরঞ্জে রঙ্গে ক্ষিপ্তং (সৎ) নিরঞ্জনং রঙ্গং প্রাপ্তম্ ।

হৃদয়রূপ আকাশ (অন্তঃকরণ), বিচিত্র জগৎপদার্থে রঞ্জিত বা পূর্ণ হইয়া, (পূর্বে) বিচিত্ররূপ ধারণ করিয়াছিল । তাহা (এখন) নিকৃপাধিক পরমাত্মরূপ রঙ্গে নিক্ষিপ্ত হইয়া, নিকৃপাধিক পরমাত্মরূপ

ধারণ করিয়াছে। (পক্ষান্তরে, ‘অম্বর’ শব্দে ‘বস্ত্র’ বুঝিলে, যে হৃদয়রূপ বস্ত্র, কালো (অঞ্জন), লাল, প্রভৃতি নানাবর্ণে রঞ্জিত হইয়া বিচিত্র রূপ ধারণ করিত, তাহা এখন কালোরঙ-বর্জিত পীতাদি কোনও একরঙে রঞ্জিত হইয়াছে।)

রঙ্গং নিরঞ্জনং প্রাপ্তমিদানীং তু হৃদম্বরম্।

রঞ্জিতং রঞ্জনৈশ্চিট্রৈরপি রঙ্গং বিভর্তি ন ॥ ২

অর্থ—ইদানীং তু হৃদম্বরম্ নিরঞ্জনং রঙ্গং প্রাপ্তং (৯৭), চিট্রৈঃ রঞ্জনৈঃ রঞ্জিতম্ অপি রঙ্গং ন বিভর্তি (ধারণ্যতি)।

এক্ষণে হৃদয়াকাশ (অন্তঃকরণ), নিরুপাধিকপ্রকাশরূপ আত্মাকে পাইয়া, বিচিত্র জগৎপদার্থের সম্পর্কে আসিয়াও, তাহাদের সহিত সম্বন্ধ হইতেছে না। ভাবার্থ এই—জীবমুক্তের চিত্ত ব্যবহারদশায় চিট্র জগৎপদার্থের সহিত সম্বন্ধ বলিয়া প্রতীত হইলেও, তাহাদের সহিত বাস্তব সম্বন্ধ ধারণ করে না।

‘অম্বর’ শব্দের অর্থ ‘বস্ত্র’ বুঝিলে, অর্থ এইরূপ দাঁড়ায়—যেমন কোন বস্ত্র গৈরিকাদি কোন রঙে রঞ্জিত হইলে, তাহার পর তাহাকে বিচিত্র রঙে রঞ্জিত করিলেও, পূর্বের ত্রায় রঙ ধরে না, সেইরূপ।

রঙ্গলীলা দ্বয়ীমেতাং তাত চিত্তেহবধারণ্য।

রঙ্গং পরীক্ষয় ধিয়া সাজ্জনং চ নিরঞ্জনম্ ॥ ৩

অর্থ—হে তাতু, এতাং রঙ্গলীলাদ্বয়ীং চিত্তে অবধারণ্য। ধিয়া সাজ্জনং নিরঞ্জনং চ রঙ্গং পরীক্ষয়।

হে শিষ্য, রঙ্গলীলা সম্বন্ধে এই দুইটি শ্লোক মনে মনে বিচার কর, এবং বুদ্ধির সাহায্যে অঞ্জনসহিত এবং অঞ্জনবর্জিত, এই উভয় প্রকার রঙ্গ

পরীক্ষা কর—সোপাধিক এবং নিরূপাধিক এই উভয় রূপে, প্রকাশমান
“আত্মাকে অবলোকন কর ।

৫৭ । চন্দ্রিকাচন্দ্রচমৎকারচতুষ্টয়ী ।

জগৎপ্রকাশক চৈতন্য এবং আত্মচৈতন্য এতদ্ব্যবস্থার মধ্যে ভেদ
প্রতীত হইলেও, তদ্ব্যবস্থার একান্ত অভিন্ন—ইহা প্রতিপাদন করাই, এই
শ্লোকচতুষ্টয়ের অভিপ্রায় । জ্যোৎস্না ও চন্দের যেমন বিরোগাভাব,
আত্মচৈতন্য ও জগৎপ্রকাশক চৈতন্যেরও তদ্রূপ ।

অচন্দ্রে চন্দ্রিকা নাস্তি ন চন্দ্রশ্চন্দ্রিকাং বিনা ।

চন্দ্রিকাচন্দ্রসংযোগঃ কথং বা বিনিবার্যাতাম্ ॥ ১

অর্থ—অচন্দ্রে (চন্দ্রের অভাবে সতি), চন্দ্রিকা নাস্তি, চ (তথা)
চন্দ্রিকাং বিনা চন্দ্রঃ ন (অস্তি) । চন্দ্রিকাচন্দ্রসংযোগঃ কথং
বা বিনিবার্যাতাম্ ?

চন্দ্র না থাকিলে, জ্যোৎস্না থাকে না ; আবার জ্যোৎস্নাবর্জিত
চন্দ্রও হয় না । জ্যোৎস্না ও চন্দের ঐক্য কি প্রকারে বিনিবারিত
হইতে পারে ? ভাবার্থ এই—যদি আত্মচৈতন্য না থাকে, তবে ঘটাদি
জগৎপদার্থে, জগদানন্দয়িত্রী ও জগৎপ্রকাশিকা চেতনাকে থাকে
না ; তাহা হইলে, জগৎপ্রকাশ অসম্ভব হইয়া পড়ে । সেই হেতু
আত্মচৈতন্য মানিতেই হইবে । আবার জগৎপ্রকাশক চেতনাকে ছাড়িয়া,
আনন্দস্বরূপ আত্মাও নাই, কেননা উভয়ের একই সত্তা । যদি বল
জগৎপ্রকাশক চৈতন্য, আত্মচৈতন্য হইতে একটি পৃথক বস্তু, তবে বলি,
চন্দ্র ও জ্যোৎস্নার স্তায় তদ্ব্যবস্থার একই বস্তু ; কেননা, চন্দ্র ও

জ্যোৎস্নার একতা যেমন অস্বীকার করা যায় না, সেইরূপ আত্মচৈতন্য ও জগৎচৈতন্যের একতাও অস্বীকার করা যায় না।

(শঙ্ক)।। ' ভাল, জ্যোৎস্না যেমন, কখন আছে কখন নাই, জগৎ-প্রকাশক চৈতন্যও ত' সেইরূপ। তাহা এবং আত্মচৈতন্য একই হইলে, কেন ঐরূপ হয় ?

(সমাধান)।

বিশ্বত্যা চন্দ্রিকা নাশ্চা স্বত্যাশ্চৈব তু চন্দ্রিকা।

চন্দ্রিকাচন্দ্রতাদাত্ম্যং কেনাহো বিনিবারিতম্ ॥ ২

অর্থ—চন্দ্রিকা বিশ্বত্যা ন আশ্চা, স্বত্যা তু চন্দ্রিকা আশ্চা ইব (প্রতীয়তে)। অহো চন্দ্রিকাচন্দ্রতাদাত্ম্যং কেনা (পুরুষেণ, নিমিত্তেন বা) বিনিবারিতম্ ?

বিশ্বত্বি দ্বারাই জ্যোৎস্নার পরিহার সম্ভাবিত হয়। (চন্দ্রের সহিত নিত্য বর্তমান) জ্যোৎস্নাকে অরণ করিলেই যেন তাহাকে পাওয়া যায়। জ্যোৎস্নার সহিত চন্দ্রের যে একাত্ম্যভাব, অহো, কে তাহা নিবারিত করিতে পারিয়াছে? ভাবার্থ এই—চন্দ্রের সহিত জ্যোৎস্নার সংযোগ ও বিয়োগ যেমন লম, আত্মচৈতন্য ও জগৎপ্রকাশ চৈতন্যের সংযোগ বিয়োগও সেইরূপ। লম। জগৎপ্রপঞ্চ বিশ্বত্ব হইলে, জগৎপ্রকাশক চৈতন্যকে আর আত্মচৈতন্য হইতে পৃথক্ বলিঙ্গা, উপলব্ধি হয় না।

জীবন্তের নিকট জগৎপ্রকাশ; আত্মপ্রকাশ মাত্র; ইহা দুইখাইবার জ্ঞাত উক্ত দৃষ্টান্তে চন্দ্র ও জ্যোৎস্নাকে পৃথক্ ধরিয়া বর্ণনা করিবার প্রয়োজন হইল।

তস্মাৎশূভমেবাস্তি চন্দ্রিকাচন্দ্রকৌতুকম্।

দৃষ্টান্তদর্শনায়াম্ পুনঃপুনঃ প্রকটীকৃতম্ ॥ ৩

অথ—তয়া চন্দ্রিকাচন্দ্রকৌতুকম্ অমুভূতম্ এব অস্তি, হে° অদ, পুনঃ (তব) দৃষ্টান্ত (প্র)দর্শনায় তৎ প্রকটীকৃতম্ ।

চন্দ্র ও জ্যোৎস্না অভিন্ন হইলেও, তদ্ব্যবহারে যে ভিন্ন বলিয়া ব্যবহার করা হয়, এ রহস্য তুমি জানই। এস্থলে ব্রহ্মচৈতন্য ও চিত্তচৈতন্য এতদ্ব্যবহারের অভিন্নতা বুঝাইবার জন্য, উক্ত রহস্যকে দৃষ্টান্তরূপে আবার উল্লেখ করিবার প্রয়োজন হইল।

এক্ষণে দৃষ্টান্তের সহিত দার্ষ্টান্তিকের প্রভেদ দেখাইতেছেন :—

তাবতী চন্দ্রিকা প্রোক্তা যাবামেব হি চন্দ্রমাঃ ।

অনাত্মস্বৰ্গ চন্দ্রোহয়মন্যস্তাস্য চন্দ্রিকা ॥ ৪

অথ—চন্দ্রমাঃ হি যাবান্ এব (অস্তি), তাবতী চন্দ্রিকা প্রোক্তা ।
অয়ং চন্দ্রঃ তু অনাত্মস্বঃ, অস্য চন্দ্রিকা অনাত্মতা ।

চন্দ্রের পরিমাণ যত, জ্যোৎস্নার পরিমাণও তত, এইরূপ স্মৃতি হইয়াছে। এস্থলে কিন্তু, এই জ্ঞানজনপ্রসিদ্ধ সকলজগদানন্দকর পরমাত্মা, অনামি ও অনন্ত,—কারণশূন্য ও অঘিনাশী; আর তাঁহার জগৎপ্রকাশিকা চেতনাও তদ্রূপ ।

৫৮ । অভুতশিরশ্ছেদপঞ্চকম্ ।

মনই সংসারের শিরঃ বা মস্তক, তাহার ছেদ অর্থাৎ বিনাশ ।

তত্ত্ববিচারবৈরাগ্যাধরিষ্ঠা বিশ্ববিস্মৃতিঃ ।

ছেদস্য শিরসশ্ছেদঃ প্রত্যঙ্গছেদনাশরঃ ॥ ১

অথ—তত্ত্ববিচারবৈরাগ্যাৎ বিশ্ববিস্মৃতিঃ বরিষ্ঠা, ছেদস্য প্রত্যঙ্গ-
ছেদনাৎ শিরসঃ ছেদঃ বরঃ ।

(সংসারের জীপুত্রাদি) প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বস্তুকে লইয়া বিচার করিয়া, সেই সেই বস্তু সম্বন্ধে বৈরাগ্যোৎপাদন করিবার প্রয়াস অপেক্ষা, একে-বারে সমগ্র বিশ্বকে বিনষ্ট হওয়াই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। যাহাকে ছেদন করিয়া বিনষ্ট করিতে হইবে, তাহার এক একটি অঙ্গ ছেদন করা অপেক্ষা, অগ্রেই শিরচ্ছেদ উৎকৃষ্ট উপায়। মনোনাশ ব্যতীত মোক্ষ অসম্ভব; - ইহেতু বিশ্ববিন্যতি বা মনোনাশরূপ সাধন মুমুকুর দৃষ্টিতে সর্বোৎকৃষ্ট।

প্রত্যঙ্গচ্ছেদনেহপ্যশ্চে ছেত্তমেব শিরো যদি।

প্রথমং তচ্ছিরশ্ছিক্তি বৃথা কিং চেষ্ঠয়াণ্ময়া ॥ ২

অর্থ—প্রত্যঙ্গচ্ছেদনে অপি যদি অস্ত শিরঃ ছেদ্যম্ এব, তর্হি প্রথমং তচ্ছিরঃ ছিক্তি, বৃথা অশ্রয়া চেষ্ঠয়া কিম্ ?

যে সকল অঙ্গের ছেদন করিতে হইবে, তন্মধ্যে যদি মস্তককেও পরিগণিত করিতে হয়, তাহা হইলে প্রথমে মস্তককেই ছেদন কর; বৃথা অস্ত চেষ্ঠায় অর্থাৎ অস্ত অঙ্গের ছেদনের বৃথা প্রয়াসের, প্রয়োজন কি? ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে প্রত্যেকটির প্রত্যাহার অপেক্ষা তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা মনোনাশই কর্তব্য।

দয়াশীলা হি মুনয়ো মুনোঃ সাপি দয়ালুতা।

যচ্ছিনন্তি মনঃশীর্ষং বিনাঙ্গচ্ছেদবেদনাম্ ॥ ৩

অর্থ—মুনয়ঃ দয়াশীলা হি, সা ঙ্গপি (এব) মুনোঃ দয়ালুতা, যৎ অঙ্গচ্ছেদবেদনাম্ বিনা মনঃশীর্ষং ছিনন্তি।

মুনিগণ দয়াশীলই হইয়া থাকেন। (তুমি মনুনশীল বলিয়া মূনি; সেই হেতু তুমি দয়ালুই হইতেছ।) তুমি যদি প্রতি অঙ্গের ছেদনের বেদনা না দিয়া, মনোরূপ মস্তকের ছেদন কর, তাহা হইলে, তাহা তোমার

মুনিজনোচিত দয়াশীলতারই কার্য্য হইবে। তাৎপর্য্য এই—দৃশ্য, জ্ঞেয়, মর্শন ইত্যাদি প্রকার অসংখ্যত্রিপুটীরূপ অবয়বের প্রত্যেকটির ছেদন-জনিত হ্রঃখও অসংখ্য। আর একেবারে মনোরূপ মন্তকের ছেদন করা হইলে, সেইরূপ হ্রঃখ অসম্ভব। সেইহেতু, যে বিচারশীল ব্যক্তি, মনোরূপ মন্তকের ছেদন করেন, তিনি অবশ্যই দয়ালু।

সত্ত্বো মম শিতশিচ্ছিক্সি মামিত্যাহ মনো মম ।

ময়া সোঢ়ুং ন শক্যন্তে প্রত্যঙ্গচ্ছেদহৃদদশাঃ ॥ ৪

অর্থ—সত্ত্বঃ মম শিরঃ ছিক্সি, ময়া প্রোষ্ঠাঙ্গচ্ছেদহৃদদশাঃ সোঢ়ুং ন শক্যন্তে ইতি মম মনঃ মাম্ আহ ।

আমার মন আমাকে বলিল, সত্ত্বঃই আমার শিরশ্ছেদ করুন, প্রতি অঙ্গের ছেদনজনিত ক্লেশ আমি সহন করিতে পারি না। অভিপ্রায় এই যে, মনের নিকটেও মনোরূপ মন্তকের ছেদনও প্রিয়কার্য্য।

অসংখ্যা চিত্তজ্ঞা ভাবা শক্যাশ্ছেতুং ক্রমাৎ কথম্ ।

চিত্তমেতৎ সমাচ্ছিন্নমত এব ময়া মুমে ॥ ৫

অর্থ—(হে) মূনে, (হে শিষ্য) ময়া অসংখ্যাঃ চিত্তজ্ঞাঃ ভাবাঃ ক্রমাৎ ছেতুং কথং শক্যাঃ, অতঃ এব (ময়া) এতৎ চিত্তম্ সমাচ্ছিন্নম্ ।

হে মননশীল সাধক শিষ্য, (তুমি আমার অভিপ্রায় অবশ্যই বুঝিবে।) চিত্ত হইতে অসংখ্য পদার্থ (ত্রিপুটী) উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহাদের এক একটি করিয়া কি প্রকারে ছেদন করিব? এই হেতু হে বুদ্ধিমন, আমি চিত্তকেই ছেদন করিয়া ফেলিলাম। এই হেতু তুমিও তাহাই করিবে।

৫৯। জ্ঞাতসাক্ষাৎকারং শিষ্যংপ্রতি শ্রীশুরোঃ প্রশ্নামৃতম্।

শিষ্য ব্রহ্মাত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিলে, তাঁহার প্রতি শ্রীশুরদেবের
পরমানন্দদায়ক প্রশ্ন।

শুরুকৃত ২২ নম্বর প্রশ্নকে ‘অমৃত’ বলিবার কারণ এই যে, ইহার
প্রত্যেক প্রশ্নশ্রবণেই জ্ঞাতসাক্ষাৎকার শিষ্যে অমৃতপানের স্থায়
স্থাবাবিভীষ হয়।

নিত্যামুভূতমপি যন্মানুভূতত্বমাগতম্।

অমুভূতিরসম্পর্শৈরমুভূতং পরং পদম্ ॥ ১

অর্থ—যৎ (পদমং পদং) নিত্যামুভূতম্ অপি ন অমুভূতত্বম্ আগতম্,
(তৎ) পরমং পদং (ত্বয়া) অমুভূতিরসম্পর্শৈঃ অমুভূতং কিম ?

ব্রহ্মাত্মরূপ যে পরমপদ তোমাতে নিত্যামুভবরূপে (অবিলুপ্ত
চৈতন্যরূপে) বিদ্যমান থাকিয়াও, কখনও (রূপরসাদির-আয় ত্রিপুটীর
আকারে), তোমার অমুভবের বিষয়ীভূত হয় নাই, (ত্রিপুটীবিলোপদ্বারা)
সেই জ্ঞানস্বরূপ আনন্দের বার বার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, তুমি সেই
পরমপদ অমুভব করিয়াছ কি ?

প্রত্যক্ষলক্ষণৈরেব পরাগ্‌বৃত্তিবিলক্ষণৈঃ।

সাক্ষাৎকৃতঃ শিবঃ সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দলক্ষণৈঃ। ২

অর্থ—পরাগ্‌বৃত্তিবিলক্ষণৈঃ প্রত্যক্ষলক্ষণৈঃ সচ্চিদানন্দলক্ষণৈঃ
(ত্বয়া) শিবঃ সাক্ষাৎ সাক্ষাৎকৃতঃ (কিম) ?

যে সর্গ বহির্মুখ বৃত্তিদ্বারা ঘটাদি পদার্থের অমুভব হয়, সেই সকল
বৃত্তি হইতে, সম্পূর্ণবিলক্ষণ বৃত্তিদ্বারা, স্ফুটিবোধিত সৎ, চিত্ত, আনন্দ,

ইত্যাদি ব্রহ্মলক্ষণসমূহ, অন্তরাখ্যায় অপরোক্ষভাবে অনুভব করিয়া, তুমি সেই অন্তরাখ্যাকে সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ বলিয়া চিনিতে পারিয়াছ কি ?

প্রথম প্রশ্নে জিজ্ঞাসা করিলেন ‘তোমার সেই পরমপদের অনুভব হইয়াছে কি না ?’ দ্বিতীয় প্রশ্নে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘তুমি প্রত্যগাখ্যায় ঐতিবোধিত ব্রহ্মলক্ষণ সমূহ অপরোক্ষভাবে অনুভব করিয়াছ কি না ?’

যশোদাগীতমধুরৈর্মুহু বেদাস্তভাষিতৈঃ ।

লালিতঃ প্রাপিতো নিদ্রাং মুকুন্দ ইব মোদসে ॥ ৩

অথ—যশোদাগীতমধুরৈঃ মুহবেদাস্তভাষিতৈঃ লালিতঃ নিদ্রাং প্রাপিতঃ (সন্) মুকুন্দঃ ইব মোদসে কিম্ ?

শিশু শ্রীকৃষ্ণের নিদ্রাকর্ষণের জন্ত, যশোদা তাঁহাকে যে সকল গীত শুনাইতেন, সেই সকল গীতের জায় স্তমধুর বেদাস্তবচনসমূহের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া, (বিশ্বদর্শন পরিত্যাগ পূর্বক) তুমি (সর্ববিশ্বস্বরূপ) নিদ্রালাভ করিয়া, এক্ষণে মুকুন্দের জায় (স্বস্বরূপবিস্তৃত না হইয়া) আনন্দানুভব করিতেছ কি ?

তাৎপর্য্য এই—বেদাস্তশ্রবণে ব্রহ্মস্বপ্নের আবির্ভাব হেতু, নিদ্রার জায় তোমার বিশ্ববিস্তৃতি আসিয়াছে কি না ?

নবনীতরসগ্রাসৈশ্চমৎকারৈঃ স্বসম্বিদাম্ ।

অন্তরাপ্যায়িতো বালমুকুন্দইব খেলসি ॥ ৪

অথ—নবনীতরসগ্রাসৈঃ বালমুকুন্দইব, স্বসম্বিদাম্ চমৎকারৈঃ অন্তঃ আপ্যায়িতঃ সন্ খেলসি (কিম্) ?

তুমি কি স্বরূপস্বপ্নের বিশ্বস্বপ্নের অনুভূতি লাভ করিয়া, অন্তরে আপ্যায়িত হইয়া, নবনীতরাসলাভে বালমুকুন্দের জায় জোড়া করিয়া

বেড়াইতেছে? তাৎপর্য এই—স্বরূপস্থলের অনুভব করিয়া তুমি তৃপ্ত হইয়াছ কি না?

স্বাত্মনি প্রলয়ং নীত্বা দৃশ্যমেকাকিতাং গতঃ।

কিং নৃত্যসি নিজানন্দে মহাদেব ইবাত্মনি ॥ ৫

অবয়—দৃশ্যং স্বাত্মনি প্রলয়ং নীত্বা একাকিতাং গতঃ (সন্), আত্মনি নিজানন্দে (প্রতিষ্ঠিতঃ সন্), মহাদেবঃ ইব নৃত্যসি কিম্?

আপীনাতে যাবতীয় দৃশ্যবস্তুর বিলোপ সাধন পূর্বক, একাকী হইয়া স্বরূপভূত আত্মানন্দে (প্রতিষ্ঠিত হইয়া), মহাদেবের ত্যায় নৃত্য করিতেছে? তাৎপর্য—তুমি আত্মানন্দে অবস্থিত হইতে পারিয়াছ কি না?

সায়ংকালে সমাধ্যাখ্যে স্নিগ্ধাং সর্বজ্ঞসুন্দরীম্।

নিজশক্তিमुमाং পশুন্ মহেশ ইব নৃত্যসি ॥ ৬

অবয়—সমাধ্যাখ্যে সায়ংকালে, স্নিগ্ধাং সর্বজ্ঞসুন্দরীম্ উমাং পশুন্ মহেশঃ ইব, (স্নিগ্ধাং সর্বজ্ঞসুন্দরীং) নিজশক্তিং পশুন্ নৃত্যসি কিম্?

সায়ংকালে মহেশ ষেরূপ প্রীতিমতী সর্বজ্ঞসুন্দরী নিজশক্তি উমাকে দেখিয়া নৃত্য করেন, তুমিও কি সেইরূপ সবিবলসমাধিরূপ সায়ংকালে (যাহাতে সমস্ত জগতের তিরোভাব ঘটিলে, সত্ত্বাঙ্গুষ্ঠিমাত্র অবশিষ্ট থাকে), অবিচ্ছেদ্যা সকলসংসারকলনসমর্থা অপ্রাণশক্তি মায়াাকে অবলোকন করিয়া, আনন্দে নৃত্য করিয়া থাক? তাৎপর্য—সবিবলসমাধিতে স্থিতি লাভ করিতে পারিয়াছ কি না?

দৃশ্যং নিপীয়্য গরলং পাচয়িত্বা তদাত্মনি।

মৃত্যুজয়পদং প্রাপ্তঃ কিং হব্যসি হরো যথা ॥ ৭

অবয়—গরলং দৃশ্যং নিপীয় তৎ আত্মনি পাচয়িত্বা মৃত্যুজয়পদং
প্রাপ্তঃ (সন্) যথা হরঃ নৃত্যাসি কিম্ ?

তুমি কি দৈতরূপ গরল পান করিয়া, আত্মায় তাহার পরিণাক
পূর্বক, অর্থাৎ অধ্যাত্ম অনিত্য দৈত, আত্মরূপ নিত্য অধিষ্ঠান হইতে,
ভিন্ন নহে, ইহা অমূল্যব করিয়া মৃত্যুজয়পদপ্রাপ্ত হইয়া, হরের ত্রায়
আনন্দানুভব করিতেছ ? তাৎপর্য্য—এক্কে দৃশ্যবিলয়ী তোমাতে
পরিপকতা লাভ করিয়াছে কি না ?

যথা সম্মুখতাং নীত্বা মুকুরে মুখমীক্ষিতম্ ।

অথগুবৃত্তৌ চ তথা স্বরূপং কিং বিলোকিতম্ ॥ ৮

অবয়—মুখং, মুকুরে সম্মুখতাং নীত্বা, যথা (জটনৈঃ) ঈক্ষিতং ভবতি,
তথা চ স্বরূপং অথগুবৃত্তৌ (সম্মুখতাং নীত্বা) ত্বয়া বিলোকিতং কিম্ ?

লোকে যেমন, আপনায় নিকট অদৃশ্য, নিজমুখকে দর্পণে প্রতিকলিত
করিয়া, সম্মুখবর্তী করিয়া, তাহাকে দর্শন করে, সেইরূপ (দ্রষ্টা বলিয়া
নিত্য অদৃশ্য) আত্মস্বরূপকে তুমি কি ধ্যানাভ্যাস দ্বারা অথগুবৃত্তি-
কারিত অন্তঃকরণবৃত্তিতে দর্শন করিয়াছ ? তাৎপর্য্য—এক্কে অন্তঃকরণ-
বৃত্তিসমূহে, আত্মাকে অপরোক্ষভাবে দেখিতে পারিতেছ কি না ?

বহিরন্তুহরিং পশ্যন্ মায়াং পশ্যান্ জগন্ময়ীম্ ।

বিস্ময়ং পরমং যাসি মার্কণ্ডেয় ইবাত্মনি ॥ ৯

অবয়—ত্বং মার্কণ্ডেয়ঃ ইব বহিঃ অন্তঃ হরিং পশ্যন্ মায়াং চ
জগন্ময়ীং পশ্যন্, আত্মনি (অন্তঃকরণে) পরমং বিস্ময়ং যাসি ?

[বিষ্ণুভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে, অষ্টম, নবম ও দশম অধ্যায়ে
মার্কণ্ডেয়ের মায়াদর্শন বর্ণিত আছে ।

মার্কণ্ডেয়ের তপশ্চর্য্যার ইন্দ্র ভীত হইয়া, মদন, পুঞ্জিকস্থলী অপ্সরা, ও বসন্ত প্রভৃতিকে প্রেরণ করিয়া, তাঁহার তপোভঙ্গে অকৃতকার্য্য হইলে, নরনারায়ণ তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। তিনি নরনারায়ণের স্তব করিয়া, তাঁহার মায়া দেখিতে চাহিলেন। ভগবান্ ঈশং হাসিয়া তাঁহার প্রার্থনাপূরণ করিতে স্বীকৃত হইয়া, অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর, একদা প্রলয়সমুদ্র প্ৰবীকে গ্রাস করিলে, মার্কণ্ডেয় ভীত হইয়া বটপত্রপুটে এক মংগলশি শু দর্শন করিয়া, তাঁহার দেহে প্রবেশ করিলেন এবং তাহা হইতে মায়াদর্শন করিয়া নির্গত হইলেন। (সবিস্তর ভাগবতে দ্রষ্টব্য)।]

মার্কণ্ডেয় যেমন প্রলয়সমুদ্রে, (নিজ্জ শব্দীরের) বহির্দেশে বটপত্রস্থিত বালমুকুন্দরূপ দর্শন করিয়া, এবং পরে, সেই মুকুন্দদেহে প্রবিষ্ট হইয়া, তথায় (সমস্ত জগৎ, নিজের আশ্রয়, এবং সেই আশ্রমে উপস্থিত, পূর্জদৃষ্ট) নরনারায়ণমূর্তি দর্শন করিয়া ছিলেন, এবং (সেই বালমুকুন্দ শরীরের) বাহিরে ও ভিতরে যেমন একইরূপ জগন্ময়ী মায়া (অর্থাৎ স্বকীয় আশ্রমাদিসমুচিত জগৎ) দেখিয়া, পরম বিশ্বয়প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তুমিও কি সেইরূপ স্বর্গত্ৰ ভিতরে ও বাহিরে আত্মাকে এবং জগজ্জপমায়াকে দেখিয়া, অন্তঃকরণে পরমশ্চর্য্যাবিত হইতেছ? অভিপ্রায় এই—এক্ষণে মায়ার অন্তরে ও বাহিরে আপনাকে, এবং জগজ্জপা মায়াকে দেখিয়া, তুমি কি পরমবিশ্বয়াপন্ন হইয়াছ?

শিষ্য প্রতিবচনম্।

শ্রীশুরো সানুভাবানাং করুণাপূর্ণচেতসাম্।

শ্রীমভ্যাং কৃপয়া নূনমস্ম্যাকং কিমু দুর্লভম্ ॥

শিষ্য উত্তর করিলেন—হে শ্রীশ্রো, আপনাদিগের ত্রায়
প্রতাপশালী, করুণাপূর্ণহৃদয়, মোক্ষলক্ষ্মীর প্রিয়পাত্র মহাজনগণের
রূপা হইলে, কোন্ বস্তু আমাদিগের নিকট দুলভ থাকিতে পারে ?

৬০ । চর্য্য্যচতুষ্টিয়ী ।

কৌষীতকি ব্রাহ্মণোপনিষদে (৩১) আছে যে, মাতৃবধ, পিতৃবধ,
চৌর্য্য, ভ্রূণহত্যা প্রভৃতি নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেও, ব্রহ্মবিদের
দোষস্পর্শ ঘটে না । শিষ্যে জ্ঞানিদের অভিমান আসিয়া, পাছে নিষিদ্ধ
কর্ম্মে প্রবৃত্তি জানে, সেইজন্য বুঝাইতেছেন, জ্ঞানিগণ বিধিনিষেধের
বহির্ভূত অর্থাৎ পাপ পুণ্যের অতীত, হইলেও, দৃক্ক্ষম্মে রত হন না ।

জাত্য্য যত্তপি গৌরমেব বদনং রূপস্য নাস্তি ক্ষতি
স্তৎ কিং কজ্জলকালিমা মুখতলে সংলপনীয়ো বুদ্ধেঃ ।

অস্ত ব্রহ্মবিদঃ কুতৈরপি ন তৈর্দৃক্ক্ষম্মভিশ্চেৎ ক্ষতিঃ

কিং কামাদিকদর্থিতা বরমহো নিঃসঙ্গসৌখ্যং বরম্ ॥ ১

অবয়ব—যত্তপি বদনং জাত্য্য গৌরম্ এবং, রূপস্য ক্ষতিঃ নাস্তি, তৎ
(তন্মাত্রং) বুদ্ধেঃ মুখতলে, কজ্জলকালিমা সংলপনীয়ঃ কিম্ ? (তদ্বৎ)
ব্রহ্মবিদঃ কুতৈঃ অপি তৈঃ দৃক্ক্ষম্মভিঃ ক্ষতিঃ ন চেৎ, (তর্হি) অস্ত
(দোষাভাবঃ), তথাপি কামাদিকদর্থিতা বরং কিম্, অহো,
নিঃসঙ্গসৌখ্যং বরম্ (তৎ বদ) ।

কাহারও মুখমণ্ডল যদি জন্মকাল হইতেই গৌরবর্ণের হয়, তবে
তাছাতে (কালি মাখাইয়া দিলেও) সেই স্বাভাবিক বর্ণের কোনও
ক্ষতি হয় না বটে, কিন্তু তাই বলিয়াই, সেই মুখের উপরিভাগে কাজলের

কালো রং (তেলকালি) লেপন করা কি বুদ্ধিমানের কার্য্য ? (সেইরূপ) ,
যিনি ব্রহ্মধিং, তিনি হৃৎকর্ণের অনুষ্ঠান করিলেও, তদ্বারা তাঁহার ক্ষতি
বা পাপসঞ্চয় হয় না। বটে, কিন্তু (বল দেখি) কামক্রোধাদি ঘটত
ব্যবহারে লিপ্ত হওয়া (এবং তদ্বারা সংসারে কদাচার প্রবর্তন করা ভাল),
অথবা নিঃসঙ্গতানুখণ্ডভোগ করা (এবং তদ্বারা লোকের তাহাতে রুচি
উৎপাদন করা) ভাল ?

[ঙ্গুনীকে নিষিদ্ধকর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করা, উদাহৃত কৌষীতকি
শ্রুতিবচনের তাৎপর্য্য নহে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রবলপ্রারব্ধ
বশে, জ্ঞানীকর্ত্তৃক কোনও নিষিদ্ধকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলেও, তদ্বারা তাঁহার
জ্ঞানফল ব্যাহত হয় না, পরন্তু তদ্বারা জ্ঞানের মাহাত্ম্যই অভিযাক্ত হয় ;
কেননা, তিনি আপনাকে অকর্ত্তা, অভোক্তা বলিয়া জানিয়াছেন বলিয়া,
তাঁহাতে কর্ম্মলেপ ঘটে না ; অধিকন্তু জ্ঞানলাভ হওয়াতে, তিনি স্বরূপ-
স্থিতি হইতে বিচ্যুত হন না বলিয়া, জ্ঞানের মাহাত্ম্যই উদ্ভাবিত হয়।
যেমন, সুন্দর মুখমণ্ডলে কজ্জলকালিমা যথেষ্টক্রমে লেপন করিলে, তাহা
অসৌন্দর্য্যেরই কারণ হয়, কিন্তু সেই কালিমা যদি উভয় নয়নপ্রান্তে
কজ্জলরেখার আকার ধারণ করে, তবে তাহা সৌন্দর্য্যেরই কারণ
হয়, সেইরূপ।]

বিঠৈবাধিগতা সদামৃতময়ী বিভাবতা তৎসুখঃ

স্বেয়ং বজ্রনি সঙ্গদোষরহিতে, সঙ্গঃ পুনঃ কীদৃশঃ ।

কিং ভূবাস্য বুরা স্থিতিঃ স্তুতিময়ী সা রাজসিংহাসনে

দ্বারি দ্বারি কপর্দিকার্মটনং কিংবাস্য রাজ্ঞো বরম্ ॥ ২ .

অবয়ব-বিভাবতা অমৃতময়ী বিভা অধিগতা এব, তৎ (তন্মাত্র)
সঙ্গদোষরহিতে বজ্রনি সদা সুখং স্বেয়ম্ ; পুনঃ সঙ্গঃ কীদৃশঃ (ভবেৎ) ?

অন্ত রাজঃ রাজসিংহাসনে সা স্ততিময়ী স্থিতিঃ কিং বরা ভূষা, কিংবা
অন্ত কপর্দিকার্ম্ম দ্বারি দ্বারি অটনং নরম্ ?

বেহেতু জানী, ব্রহ্মরূপা বিত্তা, নিঃসন্দেহ লাভ করিয়াছেন, সেইহেতু
কামাদি হুঃখসম্বন্ধবর্জিত আচরণে, তাঁহার, সর্বদাই সুখে অবস্থান করাই
উচিত ; জ্ঞানলাভের পর পাপকর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ তাঁহার কিপ্রকারে হইতে
পারে ? [(শঙ্কা)—ভাল, জ্ঞানলাভের ফলে, যখন তাঁহার বিদেহমুক্তি
নিশ্চিত, তখন নিঃসঙ্গতা সুখে, তাঁহার প্রয়োজন কি ? (উত্তর) জীবদ্দশাতে
যদি মুক্তিসুখের অমুভব না ঘটিল, তাহা হইলে সেই বিদেহমুক্তিও
সিদ্ধ হয় নাই, বুঝিও হইবে । আর, সঙ্গসুখাপেক্ষা নিঃসঙ্গতাসুখেরই
আধিক্য ; কেন না ভাবিয়া দেখ] যিনি স্বারাজ্যাপ্রাপ্ত হইয়া
রাজসিংহাসনে উপবেশন করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে, লোকপূজ্য
হইয়া, সাধুজনসংস্কৃত হইয়া, সেই সিংহাসনেই অবস্থান করা শ্রেষ্ঠ
অলঙ্কার স্বরূপ হয়, কিবা কপর্দিকলাভকামনায়, লোকের দ্বারে
দ্বারে ভ্রমণ করা ভাল দেখায় ? অভিপ্রায় এই—লোকবিগহিত
আচরণে, মনোনাশজনিত জীবমুক্তি সুখানুভব ঘটে না ; মনোনাশ না
হইলে, লোকনিন্দাজনিত, হুঃখানুভব অবশ্যস্তাবী । আবার বিদেহ-
মুক্তির অভাবে অগ্রে নরকহুঃখ বিদ্যমান ।* সুতরাং নিন্দ্যাচরণে
তাঁহার প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে ।

শিষ্টাচারপথং বিনা যদি ভবেদাত্মপ্রবোধো মহাং

স্ত্রাজ্যস্তর্হি তু সর্বদৈব বিদুষা বর্ণাশ্রমাণাং ক্রমঃ ।

বজ্র জ্ঞান বিলক্ষণং যদি কৃতাত্ কিঞ্চাকৃতাত্ কস্মিণঃ

সংগৃহাতু জনাংস্তদা মুনীজনস্তেনাপি নাস্তি ক্রতিঃ ॥৩

অর্থ—শিষ্টাচারপথং বিনা যদি মহান আত্মপ্রবোধঃ ভবেৎ, তর্হি তু

বিভ্রা বর্ণাশ্রমাণাং ক্রমঃ সর্বদা ত্যাজ্যঃ এব—যদি (বদসি), জন্তু বস্তু
কৃত্যং কিং চ অকৃত্যং কৰ্ম্মণঃ বিলক্ষণম্ (ইতি), তদা মুনিজনঃ জনান্
সংগ্ৰহাতু, তেন অস্ত্র ক্ষতিঃ নাস্তি।

(স্বৰ্গ ও অঙ্গবৰ্গের উপায়ভূত) শিষ্টাচারপালন না করিয়াই, (অর্থাৎ
মহদাচারিত কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়াই, গহিত আচরণ দ্বারা) যদি দৃঢ়
জ্ঞান জন্মে, তবে জ্ঞানীর সকল সময়েই (অর্থাৎ পূর্বে হইতেই) বর্ণাশ্রমের
আচার পরিভ্যাগ করা উচিত, (কেননা যদি নিষিদ্ধাচরণ দ্বারা জ্ঞান-
প্রাপ্তি ঘটে, তাহা হইলে সকলেরই মুক্তি সম্ভব; তাহা হইলে, সদাচারও
বিলুপ্ত হইয়া যায়। আর যাহারা সদাচার পালন করিয়া জ্ঞানলাভ
করিয়াছেন, তাহাদের নিষিদ্ধাচারে প্রবৃত্তি দেখা যায় না, বরং
নিষিদ্ধাচারে নরকপ্রাপ্তি দেখা যায় এবং শুনা যায়; এই হেতু নিষি-
দ্ধাচার বর্জনীয়)। (শঙ্ক) ভাল, যদি বল, প্রতি বলিতেছেন—“নৈনং
কৃত্যকৃতে তপতঃ” (বৃহদা, উ ৪।৪।২২) নিষিদ্ধকৰ্ম্মানুষ্ঠান ও বিহিতকৰ্ম্ম
বর্জন আশ্চর্য্য সাধুকে পীড়া দেয় না; তাহা হইলে, জ্ঞানীর পক্ষে
সংকৰ্ম্মাচরণ নিফল; তবে তাহাতে এত আগ্রহ কেন? অর্থাৎ জ্ঞানীর
কৰ্ম্মাচরণমার্গ বিহিতানুষ্ঠান ও অবিহিতবর্জন দ্বারা [অথবা স্বৰ্গলাভ
বা মোক্ষলাভ দ্বারা (কঠ, উ, ২।১৪)] নিয়মিত নহে, তাহা স্বতন্ত্র;
তলে বলি (সমাধান)—জ্ঞানিগণ (স্বয়ং বিহিতানুষ্ঠান ও অবিহিত-
বর্জন দ্বারা) কৰ্ম্মাধিকারী জীবকে কৰ্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করুন, তাহাতে
ও তাহাদের কোনও ক্ষতি হইবে না। কেননা শ্রীভগবান্ গীতায়
(৩।২০) বলিয়াছেন—“লোকসংগ্রহমৈবাপি সংপশুন কৰ্ত্তুমহিসি” লোক-
সংগ্রহের জন্ত সংকৰ্ম্মাচরণে জ্ঞানীর বন্ধন হয় না।

দন্তোসাব্বভো জড়শ্চভরতো মক্ষিষ্ট সম্বর্তকঃ

কৰ্ম্মশ্রমপথং গতাঃ কথমসী চেৎ পূর্বপক্ষস্তব।

সাধো জাগরিতান্ প্রভীদমুদিতং পশ্যন্তি শৃণ্বন্তি যে
নিদ্রাক্ষা ন বিলোকয়ন্তি ন পুনঃ শৃণ্বন্তি বাচ্যা ন তে ॥ ৪

অর্থ—অসৌ দত্তঃ (দত্তাত্রেয়ঃ) ঋষভঃ (তন্নামা রাজা) জড়ঃ
ভরতঃ, মক্খিঃ (তন্নামা মুনিঃ) । সম্বর্তকঃ চ অমী-কর্ম্মত্রষ্টপথঃ গতাঃ কথম্—
ইতি তব পূর্ব্বপক্ষঃ চৈৎ, (তর্হি, হে) সাধো, যে পশ্যন্তি, শৃণ্বন্তি, তান্ প্রতি
ইদম্ উদিতম্ ; (যে) পুনঃ ন বিলোকয়ন্তি, ন শৃণ্বন্তি, তে নিদ্রাক্ষাঃ
ন বাচ্যাঃ ।

[অত্রিমুনি নারায়ণকে পুত্ররূপে পাইবার জন্য তপস্তা করিলে, তিনি
দত্ত নামে অত্রিপুত্ররূপে আবির্ভূত হন । দত্ত বা, দত্তাত্রেয়ের উপাখ্যান
মার্কণ্ডেয় পুরাণে ষোড়শাধ্যায়ে দ্রষ্টব্য । ইনি নারীর সহিত মত্তপান
করিয়াছিলেন । ত্রিবিষ্ণু, নাভির ওরসে মেরুবতীর গর্ভে উৎপন্ন হইলে,
পিতা-র্তাহার ঋষভনাম রাখিয়া ছিলেন । ঋষভের উপাখ্যান, বিষ্ণু
ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধে, ৩য় হইতে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে । ইনি
অবধূতের বেশে উলঙ্গ হইয়া ভ্রমণ করিয়াছিলেন । জড়ভরতের
উপাখ্যান সেই স্থলে, ৭ম হইতে ১৪শ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য । ইনিও
মৌনাবলম্বন করিয়া অবধূতাচার গ্রহণ করিয়াছিলেন । মক্খিমুনির
উপাখ্যান, মহাভারতে শান্তিপর্বে ১৭৭ অধ্যায়ে, এবং বাশিষ্ঠ রামায়ণে,
নির্বাণপ্রকরণে উত্তর ভাগে, ২৩শ, ২৪শ, ২৫শ এবং ২৬শ অধ্যায়ে
দ্রষ্টব্য । সম্বর্তক, অঙ্গিরার পুত্র এবং বৃহস্পতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা । “বৃহস্পতি
বিদেষ বশতঃ সম্বর্তকে বারম্বার নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিল,
সম্বর্ত বিষম্পৃহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক দিগম্বর “এবেশে অরণ্যে গমন
করিলেন” । সম্বর্তের বৃত্তান্ত, মহাভারতের আশ্বমেধিক পর্বে, ৫ম হইতে
৮ম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য ।]

ভাল, তবে কেন পুরাণপ্রসিদ্ধ দত্তাত্রেয়, ঋষভ, জড়ভরত, মক্খিমুনি ও

সম্বর্তক—ইহারা বিহিতকর্মপথপরিত্যাগীর আয়, আচরণ করিয়াছিলেন ?
—ইহাই যদি তোমার পূর্বপক্ষ বা প্রশ্ন হয়, তবে বলি, হে সাধো, বাহারী চক্ষু দ্বারা জগৎপদার্থ দর্শন করেন, বা কর্ণ দ্বারা জগৎপদার্থের নাম শুনে, এইরূপ জাগরিতের প্রতিই উপদিষ্ট হইয়াছে, যে লোকসংগ্রহের নিমিত্ত কর্ম করা উচিত । কিন্তু দত্তাত্রেয় প্রভৃতি; আত্মসাক্ষাৎকারের পর, জগৎপদার্থ চক্ষুদ্বারা দর্শন করেন নাই, অথবা কর্ণ দ্বারা তাহাদের নাম শুনে নাই ; তাহারী প্রপঞ্চবিস্মৃতিরূপ নিদ্রায় আক্রান্ত হইয়া, ব্রহ্মরূপ ধারণ করিয়াছিলেন । সেই সকল পুরুষের কথা, আমরাগের আলোচনার বহির্ভূত । কেননা, তাহারী ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া এবং বিধি নিষেধের অতীত হইয়া, সংকল্পবিহীন হইলেও, তাহারী কদাপি নিন্দাই হইতে পারেন না ।

৬১। জ্ঞানগঙ্গাতরঙ্গোনাশীতিকম্ ।

জ্ঞানগঙ্গাতরঙ্গোনাশীতিকং শৃণু সাম্প্রতম্ ।

একেনাপ্যঙ্গলগ্নেন সর্বকপাপক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ১

অর্থ—হে শিষ্য, সাম্প্রতঃ জ্ঞানগঙ্গাতরঙ্গোনাশীতিকং শৃণু, অঙ্গলগ্নেন একেন অপি (তরঙ্গেন), সর্বকপাপক্ষয়ঃ ভবেৎ ।

হে শিষ্য, জ্ঞানগঙ্গাতরঙ্গনামক প্রকরণের উনাশীটি শ্লোক শ্রবণ কর । তাহার যদি একটিও তোমার বুদ্ধিতে (বাহা অক্ষয়শরীরের অঙ্গ, তাহাতে) লাগিয়া যায়, তাহা হইলে সকল সন্দেহরূপ পাপ বিনষ্ট হইবে ।

বান্ধায়ং খংহি সর্বত্র বাচো মুকস্য হুলভা ।

চিন্ময়ং ব্রহ্ম সর্বত্র বিদ্যাহীনস্য হুলভম্ ॥ ২.

অর্থ—বান্ধায়ং খং সর্বত্র হি (ভবতি), (তথাপি) বাচো মুকস্ত হুলভা (ভবতি) । (তৎ) চিন্ময়ং ব্রহ্ম সর্বত্র (ভবতি, তথাপি, তৎ) বিদ্যাহীনস্ত (জ্ঞানরহিতস্য) হুলভং (ভবতি) ।

শব্দগুণক আকাশ সর্বত্রই বিদ্যমান, তথাপি মুক (বোবা), বাগ্গিত্ত্বিরহিত হওয়াতে, ব্যক্তবাক্যোচ্চারণ, তাহার পক্ষে হুলভ অর্থাৎ মুক তৎসাধক কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া, কষ্টে তাহা লাভ করিতে পারে। সেইরূপ, চিন্ময় ব্রহ্ম সর্বত্র বিদ্যমান; তথাপি তিনি জ্ঞানহীনের পক্ষে হুলভ, অর্থাৎ শ্রবণাদিসাধনের অনুষ্ঠান দ্বারা জ্ঞানলাভ করিলে, কালে তাঁহাকে পাওয়া যাইতে পারে।

প্রাচীমথপ্রতীচীং বা যত্র কচন গচ্ছতু ।

তমসা দৃশ্যতে নৈবা ব্রহ্মচিন্তাস্করো যথা ॥ ৩

অর্থ—(কশ্চিৎ পুরুষঃ রাজ্যাস্বকারেণ, নেত্রপটলরূপেন বা আবৃতনেত্রঃ) প্রাচীং অথবা প্রতীচীং, অথবা যত্রকচন, (সূর্য্যাদর্শনায়) গচ্ছতু; যথা (তেন) ভাস্করঃ ন এব দৃশ্যতে, (তথা) তমসা (আবৃতঃ পুরুষঃ) যত্র কচন গচ্ছতু) তেন এষা ব্রহ্মচিৎ (স্বয়ংপ্রকাশরূপা অপি) ন দৃশ্যতে।

রাজ্যের অন্ধকারে পরিবেষ্টিত হইলে, কিম্বা নেত্রে ছানি পড়িলে, কেহ পূর্বদিকেই যাউক, অথবা পশ্চিমদিকেই যাউক, অথবা যে কোন দিকেই যাউক না কেন, তাহার যেমন সূর্য্যাদর্শন ঘটে না, সেইরূপ কেহ অজ্ঞানাবৃত থাকিলে, (উপাসনা দ্বারা ইন্দ্রলোক হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত যে কোনও লোকে, কর্মদ্বারা পিতৃলোকে, এবং নিষিদ্ধ কর্মদ্বারা নরকাদি স্বাবর পর্য্যন্ত যে কোনও লোকে) যেখানেই যাউক না কেন,

তাহার ব্রহ্মদর্শন ঘটে না। ভাবার্থ এই—ব্রহ্মচৈতন্য স্বয়ংপ্রকাশরূপ হইলেও, অজ্ঞানাবৃত জীবের প্রত্যক্ষগোচর হন না। কিন্তু অজ্ঞানাবরণ-শূন্য জীবেরই প্রত্যক্ষগোচর হন।

আকাশমণ্ডলে শূন্যে যথা নক্ষত্রমণ্ডলম্

চিদ্রক্ষমণ্ডলে শূন্যে তথা সংসারমণ্ডলম্ ॥ ৪

অর্থ—যথা শূন্যে আকাশমণ্ডলে নক্ষত্রমণ্ডলং (ভবতি), তথা শূন্যে চিদ্রক্ষমণ্ডলে সংসারমণ্ডলং (ভবতি)।

যেমন, বিধারক স্তম্ভাদিশূন্য আকাশমণ্ডলে, নক্ষত্রমণ্ডল রহিয়াছে, সেইরূপ চিন্মাত্রব্রহ্মস্বরূপে সংসারমণ্ডল অবস্থিত রহিয়াছে। ভাবার্থ এই—নক্ষত্রমণ্ডলের সহিত আকাশের বাস্তব সম্বন্ধ না থাকিলেও, যেমন নক্ষত্রমণ্ডল আকাশসম্বন্ধ বলিয়া প্রতীত হয়, সেইরূপ সংসারমণ্ডলের সহিত ব্রহ্মের বাস্তব সম্বন্ধ না থাকিলেও, যে সম্বন্ধ দৃষ্ট হইল, তাহা প্রাতি-তিক সম্বন্ধমাত্র।

জাগ্রৎস্বরূপ এবায়ং পশ্যন্ স্বপ্নময়ং জগৎ।

স্বযুগ্ম ইব চিদ্রূপে মুনৈস্তুর্যাস্থতাদ্ভুতা ॥ ৫

অর্থ—চিদ্রূপে জাগ্রৎস্বরূপঃ এব অয়ং জগৎ স্বপ্নময়ং পশ্যন্ (তত্র) স্বযুগ্মঃ ইব (তিষ্ঠতি, অতঃ) মুনৈঃ তুর্যাস্থতা অদ্ভুতা। যদ্বা, জাগ্রৎস্বরূপঃ এব অয়ং জগৎ স্বপ্নময়ং পশ্যন্ চিদ্রূপে স্বযুগ্মঃ ইব (প্রপঞ্চজনিতক্লেশপরিহারপূর্বকঃ স্বপ্নশরিতঃ ইব) তিষ্ঠতি, অতঃ মুনৈঃ তুর্যাস্থতা অদ্ভুতা।

আপনার চিন্ময়স্বরূপে সর্বদা জাগ্রৎস্বভাব হইয়া, এই জগৎকে স্বপ্নময় দেখিয়া, জগতের প্রতি স্বযুগ্মের ত্রায় অবস্থান করেন, এইহেতু মূনির তুর্যাস্থিতি (জাগ্রতাদি অবস্থাত্রয়ের সম্মেলনরূপে) বিচিত্র। অথবা, ব্রহ্মচেষ্টাদির দ্বারা বাহ্যতঃ জাগ্রতের ত্রায় প্রতীয়মান হইলেও,

তিনি এই জগৎকে স্বপ্নময় দেখেন, এবং স্বকীয় চৈতন্যরূপে, সুষুপ্তের স্তায়, প্রপঞ্চজনিত ক্লেশ পরিহার, পূর্বক, 'মুখে অবস্থান' করেন । এই তুৰ্য্যস্থিতিতে অবস্থাত্রেয়েরই কিছু কিছু লক্ষণ থাকতে, তাহা বিচিত্র ।

যদি জিজ্ঞাসা কর, সেই অবস্থা আমার কেন হয় না ? তবে বলি—

মুমুক্ষা দম্ভমাত্রং তে ন তে তীব্রা মুমুকুতা ।

তীব্রা যদি মুমুক্ষা স্যাম্ বিলম্বো ভবেদিদান্ ॥ ৬

অর্থ—হে শিষ্য, তে মুমুক্ষা দম্ভমাত্রং, তে মুমুকুতা ন তীব্রা (ভবতি), যদি তে মুমুক্ষা তীব্রা স্যাৎ, (তর্হি) ইদান্ বিলম্বঃ ন ভবেৎ ।

• হে শিষ্য, তোমায় মোক্ষের ইচ্ছা কপটতা মাত্র ; (অথবা তাহা দৃঢ় নহে) । যদি তীব্র মোক্ষের ইচ্ছা থাকিত, (অথবা তাহা দৃঢ় হইত,) তবে তুৰ্য্যস্থিতিলাভে এত বিলম্ব হইত না ।

অভূৎকুহুময়ং বিশ্বং পক্ষঃ স মলিনো গতঃ ।

ইদানীং নির্মলঃ পক্ষো জাতঃ রাকাময়ঃ জগৎ ॥ ৭

অর্থ—(যদা) বিশ্বং কুহুময়ং অভূৎ, সঃ মলিনঃ পক্ষঃ গতঃ, ইদানীং নির্মলঃ পক্ষঃ (প্রবৃত্তঃ), জগৎ রাকাময়ঃ জাতম্ ।

যে পক্ষে জগৎ ক্রমে ক্রমে অমাবস্যায় অন্ধকারে আবৃত হইয়া গিয়াছিল, সেই পক্ষ কাটিয়া গিয়াছে । এখন শুক্লপক্ষ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে ; ক্রমেক্রমে জগৎ পূর্ণিমায় জ্যোৎস্নায় আলোকিত হইবেই । 'তাবার্থ এই—হে শিষ্য, তুমি যখন, প্রবৃত্তিমার্গ পরিত্যাগ করিয়া, নিবৃত্তি-মার্গে রত হইয়াছ, তখন শুক্লপক্ষের চন্দ্রকলা, যেমন পৌর্ণমাসীতে পূর্ণতা লাভ করে, সেইরূপ, তোমারও ক্রমে তুৰ্য্যাবস্থায় অবস্থান হইবেই ।

ন তিষ্ঠতি মনো যত্র গোঃ শৃঙ্গে সর্ষপো যথা ।

শৈল ইব সমাধিস্থাস্তত্ৰৈব স্থিতিমাগতাঃ ॥ ৮

অবয়—গোঃ শূদ্রে সৰ্ষপঃ যথা ন তিষ্ঠতি, (তথা) যত্র (ব্রহ্মাভিন্নাত্ম-
স্বরূপে) মনঃ ন তিষ্ঠতি, তত্র এব সমাধিস্থাঃ মুনয়ঃ, শৈলাঃ ইব স্থিতিম্
আগতাঃ।

গোশূদ্রে সৰ্ষপের ত্রায়, যে পরমাত্মস্বরূপে, মন কণমাত্রও টকিতে
চায় না, সেই পরমাত্মস্বরূপে সমাধিস্থ মূনিগণ, পৰ্ব্বতের ত্রায় অবস্থান
করিয়াজেন ; অতএব তোমার পক্ষে তুৰ্য্যস্থিতি অসম্ভব নহে।

যদি বল সেই তুৰ্য্যস্থিতি কি প্রকারে বুঝিতে পারা যায়? তবে বলি—

জল প্রবাহ ইব যানুবচ্ছিন্না স্বভাবতঃ।

চতুর্দশধিয়াঃ দূরে সা মুনৈর্মননস্থিতিঃ॥ ৯

অবয়—জলপ্রবাহঃ ইব বা স্বভাবতঃ অনবচ্ছিন্না, মুনৈঃ সা মনন-
স্থিতিঃ চতুর্দশধিয়াঃ দূরে (ভবতি)।

মূনির মননের স্থিরতা, যাহা জলপ্রবাহের ত্রায় স্বভাবতঃ বিচ্ছেদ
রহিত, তাহা অবিবেকীয় চতুর্দশ বুদ্ধির বহুদূরে, অর্থাৎ দশ ইন্দ্রিয়, মন,
বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার দ্বারা যে জ্ঞানলাভ হয়, তাহা, সেই জ্ঞানের
অগোচর। যদি বল, তাহা কি প্রকারে চিনিতে পারা যায়,

তাহার লক্ষণ বলিতেছি—

পরমাত্মপদভ্রষ্টঃ স পুনঃ পরমাত্মতাম্।

যয়া প্রাপ্নোতি বিশ্বাত্মা সা মুনৈর্মননস্থিতিঃ ॥ ১০

অবয়—সঃ বিশ্বাত্মা পরমাত্মপদভ্রষ্টঃ সন্ যয়া পুনঃ পরমাত্মতাং
প্রাপ্নোতি, সা মুনৈঃ মননস্থিতিঃ।

যিনি বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া অর্থাৎ কার্যাকারণস্পৃষ্ট হইয়া, পরমাত্ম-
পদ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন, তিনি যে উপায়ে আবার সেই পরমাত্মস্বরূপতা

প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ কার্য্যাকারণদ্বারা অস্পৃষ্ট হন, তাহাই মুনির মনন-
রূপাবস্থা ।

প্রতিবিশ্বং ন গৃহ্নাতি নিশ্চলো নিকটস্থিতঃ ।

প্রপঞ্চবঞ্চনে যুক্তিঃ সা মুনেরেব নামুনেঃ ॥ ১১

অর্থ—সঃ নিশ্চলঃ নিকটস্থিতঃ অপি, প্রতিবিশ্বং ন গৃহ্নাতি । সা
প্রপঞ্চবঞ্চনে যুক্তিঃ মুনেঃ এব (ভবতি), অমুনেঃ ন (ভবতি) ।

তিনি দর্পণের তায় স্বচ্ছ বটে, কিন্তু নিকটে থাকিয়াও পদার্থের
প্রতিবিশ্ব গ্রহণ করেন না, অর্থাৎ তিনি রাগাদিমলশূন্য হওয়াতে
জগদ্গত পদার্থের নিকট থাকিয়াও, তাহাদিগকে চিত্তে প্রবেশ করিতে
দেন না । সংসারপ্রপঞ্চকে বঞ্চনা করিবার এইরূপ কৌশল, মুনিরই
হইয়া থাকে, অর্থাৎ অবিক্লিষ্ট মননই সেই কৌশল । যিনি মননরহিত,
তিনি সংসারপ্রপঞ্চবঞ্চন করিতে অসমর্থ ।

সেইরূপ মুনির এইরূপ প্রতাপ যে—

অপসর্পস্থিতি প্রোক্তাঃ স্ফণাঙ্গপসরস্ত্যমী ।

যদাজ্জয়া মনোভাবাঃ স বশী কশ্চ নাদ্ভুতঃ ॥ ১২

অর্থ—অপসর্পস্থিতি ইতি প্রোক্তাঃ (সন্তঃ), অমী মনোভাবাঃ যদাজ্জয়া
স্ফণাং অপসরস্তি, সঃ বশী কশ্চ নাদ্ভুতঃ ? অথবা, স কশ্চ ন বশী,
অতঃ অভুতঃ ।

‘তোরা সরিয়া যা’ এইরূপ বলিলে, এই প্রত্যক্ষ কামক্রোধাদি
মনোবিকারসকল, যাহার আজ্ঞায় সরিয়া যায়, সেই প্রতাপশালী মুনিকে
দেখিয়া কে না বিস্ময়াবিষ্ট হয় ? (অথবা, তিনি কোন বিকারেরই অধীন
নহেন, এইহেতু তিনি অভুত) ।

যদি জিজ্ঞাসা কর, জ্ঞানীই কেন মনোবৃত্তির অধীন হন না, অজ্ঞানীই কেন মনোবৃত্তির অধীন হয় ? তবে তাহার হেতু বলিতেছি :—

জ্ঞানগাং কালকূটস্য শস্তোরানীবিষা বশাঃ ।

মারণাশ্মনসস্তরুয়ুনে রিদ্ভিয়বৃত্তয়ঃ ॥ ১৩

অর্থ—কালকূটস্থ জ্ঞানগাং আনীবিষাঃ শস্তোঃ বশাঃ, তৎ মনসঃ মারণাং ইন্দ্ৰিয়বৃত্তয়ঃ মূনেঃ বশাঃ (জাতাঃ) ।

সমুদ্রমস্থান কালে, কলকূট নামক বিষ, জগতের প্রাণের ঘটাইতে উদ্ভূত হইলে, শস্তু সেই বিষ গ্ৰহণ করিয়া জীর্ণ করেন। সেই কারণে স্পর্শগণ শিবের বশীভূত হইয়াছে। সেইরূপ, মূনি মনোনাশ সম্পাদন করিতে পারিয়াছেন বলিয়া ইন্দ্ৰিয়বৃত্তিগণ, তাঁহার বশে আসিয়াছে। ভাবার্থ এই—মন সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক ; ইহা ঘট, ইহা পট, এইরূপে বস্তুর গ্রহণের নাম সঙ্কল্প ; এবং ইহা ঘট, ইহা পট, এইরূপে সমরস চৈতন্তে, বিবিধ প্রকার কল্পনা করার নাম বিকল্প। মনকে, এই দুই ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিয়াছেন বলিয়া, রূপরসাদি বিষয় সমূহ, মূনির ইন্দ্ৰিয়বৃত্তিকে আকর্ষণ করিতে পারে না। মন, সঙ্কল্পবিকল্পনিরত হইলে, জগৎপদার্থে, ‘আমি’ ‘আমার’ বুদ্ধি উৎপাদন করিয়া বন্ধনের কারণ হয়। বিচার দ্বারা সেই বুদ্ধির নিরাস, সর্বত্র সুসাধা নহে। মনোনাশদ্বারা, সেই বুদ্ধির সম্পূর্ণ বিনাশ করা যায়। সেই হেতু বলিতেছেন—

অহস্তামমতাত্যাগিঃ কৰ্ত্তুং যদি ন শক্যতে ।

অহস্তামমুতাভাবঃ সৰ্ব্বত্রৈব বিধীয়তাম্ ॥ ১৪

অর্থ—যদি (ত্বয়া) অহস্তামমতাত্যাগিঃ কৰ্ত্তুং ন শক্যতে, তর্হি, সর্বত্র এব অহস্তামমুতাভাবঃ বিধীয়তাম্ ।

যদি, তুমি বিচার দ্বারা, দেহাদিতে ‘আমি’-বুদ্ধি এবং পুত্রাদিতে

‘আমার’-বুদ্ধি পরিভাগ করিতে না পার, তবে মনোনান দ্বারা (দেহাদি পুত্রাদি বিস্মৃত হইয়া) সর্বত্রই ‘আমি’-‘আমার’-বুদ্ধির তিরোভাব সাধন কর । (অথবা সকল পদার্থেই আত্মস্মরণ লক্ষ্য করিতে শিখ) ।

বর্ণাশ্রমবয়োজেষাধ্যয়নাচারসুন্দরঃ ।

বিনা বিচারবৈরাগ্যেঃ পশুরেব ন সংশয়ঃ ॥ ১৫

অর্থ—বর্ণাশ্রমবয়োবেষাধ্যয়নাচারসুন্দরঃ (পুরুষঃ), বিচারবৈরাগ্যেঃ বিনা, পশুঃ এব ন সংশয়ঃ ।

বর্ণ—ব্রাহ্মণাদি, আশ্রম—ব্রহ্মচর্যাди; বয়ঃ—যৌবনাদি; বেষ—ত্রিপুণ্ড্রাদি; অধ্যয়ন—বেদাদি পাঠ; আচার—বিহিতকর্ম্মানুষ্ঠান । এই সকল বিত্তমান থাকাতে, বাঁহাকে রমণীয় দেখায়, তাঁহার যদি নিত্য ও অনিত্য বস্তুর বিচার না থাকে, এবং ঐহিক ও পারত্রিক ভোগে অকুচি না জন্মে, তবে তিনি পশুই বটে, তাহাতে সন্দেহ নাই ।

তীক্ষ্ণে বিচারবৈরাগ্যে চিত্তে যস্য নিরন্তরে ।

স পশিতঃ কিমেতস্ত সাধনাস্তরচিস্তনৈঃ ॥ ১৬

অর্থ—যস্ত চিত্তে, তীক্ষ্ণে বিচারবৈরাগ্যে নিরন্তরে (ভবতঃ), সঃ পুরুষঃ পশিতঃ (জ্ঞেয়ঃ), এতস্ত সাধনাস্তরচিস্তনৈঃ কিম্ ?

বাঁহার চিত্তে তীক্ষ্ণ (অজ্ঞানভেদন সমর্থ) বিচার ও বৈরাগ্য সর্বদা বিত্তমান, তাঁহার অস্ত্র সাধনের সঙ্কল্পে কি ফল ? তাহা নিশ্চয়োজ্জন । এই দুইটিই মোক্ষের মুখ্য সাধন ।

যদি বল, জ্ঞানকেই শাস্ত্রে মুখ্য সাধন বলা হইয়া থাকে, তবে বৈরাগ্যের প্রয়োজন কি ? তদ্বত্তরে বলিতেছেন; সংসারবৃক্ষ, বৈরাগ্য, দ্বারা শুদ্ধ হইলে পর, জ্ঞানদ্বারা সমূলে দগ্ধ হয়; নতুবা কেবল জ্ঞানদ্বারা তাহাকে দগ্ধ করিতে হইলে, আর্দ্রকাষ্ঠদহনের ত্রায়, তাহাতে প্রভূত আগ্রাসের প্রয়োজন হয় ।

বর্দ্ধিতে মূলসেকেন মূলশোষণে শুষ্যতি।

ভস্মসাৎ ক্রিয়তে বহিজ্বালায়েতি তরুস্থিতিঃ ॥ ১৭

অর্থ—(বৃক্ষঃ) মূলসেকেন বর্দ্ধিতে, মূলশোষণে শুষ্যতি, (ততঃ) বহিজ্বালায়া ভস্মসাৎ ক্রিয়তে ইতি (এবম্প্রকৃত্য) তরুস্থিতিঃ (লোক-প্রসিদ্ধ বৃক্ষস্ত গতিঃ)।

তরু মূলে জলসেচন করিলে, বৃদ্ধি পায়; মূলে যদি জলাভাব হয়, তবে শুষ্ক হইয়া যায়। তদনন্তর অগ্নিশিখার সংযোগ ঘটিলে, তাহা ভস্ম-সাৎ হয়। লোক প্রসিদ্ধ বৃক্ষের এইরূপ অবস্থা।

বর্দ্ধিতে মনসঃ সেকৈ মনঃশোষণে শুষ্যতি।

ভস্মসাৎ ক্রিয়তে বোমজ্বালায়েতি ভবস্থিতিঃ ॥ ১৮

অর্থ—তথা (সংসারমূলস্ত) মনসঃ (বিষয়জলে) সেকৈঃ, (সংসারবৃক্ষঃ) বর্দ্ধিতে, মনঃশোষণে শুষ্যতি, (ততঃ) বোমজ্বালায়া ভস্মসাৎ ক্রিয়তে, ইতি (এবংরূপা) ভবস্থিতিঃ।

সেইরূপে, সংসারবৃক্ষের মূলরূপে মনকে রূপরসাদি বিষয়দ্বারা সেচন করিলে, (সংসারবৃক্ষ) বৃদ্ধি পায়; মনে বিষয়জলের অভাব হইলে, (সংসার বৃক্ষ) শুষ্ক হইতে থাকে, তদনন্তর জ্ঞানগ্নি দ্বারা ভস্মসাৎ হয়, সংসার বৃক্ষের এইরূপ বাবস্থা। (সংসারের ভস্মসাৎ হওয়ার অর্থ, বিচার দ্বারা তুচ্ছবলিয়া প্রতিপন্ন হওয়া। এইহেতু মুমুকুর পক্ষে, জ্ঞানের দ্বারা বৈরাগ্যোৎসাদির করা কর্তব্য।)

(শঙ্ক) ভাল, এই রূপেই যেন সংসারবৃক্ষ ভস্মসাৎ হইল, কিন্তু যতদিন অন্তঃকরণরূপ উপাধি থাকিবে, ততদিন তাহাতে চিৎপ্রতিবিম্ব পড়িয়া বৈতপ্রতীতিকে তা' বজ্রাঘ্ন রাখিবে। তাহা হইলে অদ্বৈতাত্মরূপসাক্ষাৎ-কার সম্ভাবিত হইবে না। (সমাধান) না, এরূপ বলিতে পার না, কেননা—

পরপারস্থিতং হংসং দ্বিধেব প্রতিবিস্তৃতম্ ।

তথাত্মানং বিজানাত্তি তটস্থঃ সত্যাদর্শনঃ ॥ ১৯

অর্থ—(যথা নদী তড়াগাদেঃ) তটস্থ সত্যাদর্শনঃ (পুরুষঃ),
পরপারস্থিতং দ্বিধা ইব ঐতিবিস্তৃতম্ হংসং (একং এব বেত্তি) তথা
(তটস্থঃ সত্যাদর্শনঃ পুরুষঃ) আত্মানং বিজানাত্তি ।

যেমন নদীতড়াগাদির তীরে অবস্থিত, বিচারশীল পুরুষ, পরপারস্থিত
হংস, জলে প্রতিবিস্তৃত হইয়া, দুইটি বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও, তাহাকে
একটি বলিয়া জানেন, সেইরূপ, অবিস্তানদাতীরে অবস্থিত জ্ঞানী, অন্তঃ-
করণরূপ উপাধিতে প্রতিবিস্তৃত আত্মা, অনেকরূপে প্রতীত হইলেও,
তাহাকে পংমাখ্যতঃ এক বলিয়া জানেন । এইরূপে অন্তঃকরণ-উপাধি
খাকিলেও আত্মার একত্বানুভব সম্ভবপর হয় ।

(শঙ্ক) ভাল, জ্ঞানীভেদে যদি অন্তঃকরণ-উপাধি থাকিয়া যায়, তবে
তাহাতে প্রতিবিস্তৃত পাড়তেই থাকিবে । তাহা হইলে, তাহা জ্ঞানীকেও
সংসারী করিয়া, বন্ধনের কারণ হইবে । (সমাধান)—

চিত্রমল্লেন কালেন বোধভর্জিতচেতসঃ ।

ভর্জিতস্যেব বীজস্য কার্যাসাধকতা গতা ॥ ২০

অর্থ—ভর্জিতস্ত বীজস্ত ইব বোধভর্জিতচেতসঃ অল্লেন কালেন
কার্যাসাধক গতা ইতি চিত্রম্ ।

জ্ঞান দ্বারা দগ্ধ হইলে, অন্তঃকরণের সংসারকলনারূপ কার্য্য নির্বাহ
করিবার শক্তি, দগ্ধ বীজের অক্ষুরোৎপাদন শক্তির ত্যায়, অতি অল্পকালেই
বিনষ্ট হয়, ইহা বড়ই বিচিত্র ব্যাপার । তাহার্থ এই—সংসারসঙ্কলনে
মনের যত সময় লাগে, মনের সেই সংসারসঙ্কলনশক্তির বিনাশ করিতে,
জ্ঞানের তত সময় লাগে না । যেমন খাত্তাদির অক্ষুরোৎপাদনে যে

পরিমাণ 'সময়ের প্রয়োজন আছে, অগ্নির দ্বারা যেই অকুরোৎপাদন-শক্তির বিনাশে, সেই পরিমাণ সময়ের প্রয়োজন নাই ; ইহাই আশ্চর্যের বিষয় ।

ধাত্বাদিবীজের সহিত, সংসারবীজ মনের তুলনার, আরও এক সার্থকতা আছে । তাহা এই—ধাত্বাদি বীজ ভর্জিত হইলে, তদ্বারা কুধানিবারণাদি কিছু কার্য্য সংসাধিত হয়, কিন্তু তদ্বারা অকুরোৎপাদন কার্য্য চলেনা । (সেইরূপ মনও জ্ঞানদ্বারা ভর্জিত হইলে, তদ্বারা প্রারম্ভভোগ সাধিত হয় কিন্তু তদ্বারা সংসারবন্ধনরূপ কার্য্য সাধিত হয় না । (বাসিষ্ঠরামায়ণ, বৈরাগ্য, প্র, ৩।১৩ দ্রষ্টব্য) ।

(শঙ্ক) । ভাল, তাহা হইলেও ত' অন্তঃকরণ প্রভৃতির একেবারে বিনাশ সাধন করিয়া, কেবল ব্রহ্মস্বখানুভবই করা ঐচ্ছিত ; চক্ষুঃাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অন্তঃকরণকে বাহিরে যাইতে দিয়া, জগদ্বিষয়ের আশ্বাদনে প্রবৃত্ত হইতে দিতেই নাই । (সমাধান)—

পঙ্গবস্তু কৃতা এব দৃগাচ্চা ন চলন্তি যৎ ।

অজ্ঞানপি করিষ্যামি ন পশ্যন্তি যথা জগৎ ॥ ২১

অর্থ—দৃগাচ্চা: তু (ময়া) পঙ্গবঃ কৃতঃ এব, যৎ (যস্মাৎ) তে ন চলন্তি । তানং অজ্ঞানং অপি করিষ্যামি যথা জগৎ ন পশ্যন্তি ।

(তত্ত্বজ্ঞানসম্পাদন করিয়া আমি) চক্ষুঃাদি ইন্দ্রিয়গণকে পঙ্গু করিয়া দিয়াছি, যেহেতু তাহারী আর নিজ নিজ বিষয়াভিযুগ্ধে দৌড়ে না ; (ইহার পর জীবমুক্তিসম্পাদন করিয়া) তাহাদিগকে আবার অন্ধ করিয়া দিব, বাহাতে আর জগৎ দেখিতে না পায় ।

আচ্চা ব্রহ্মকে, জানা যা'ক বা না যা'ক, ব্রহ্মই যখন অধিষ্ঠানরূপে জীবের জীবনস্বরূপ, তখন আবার ব্রহ্ম-জ্ঞানের প্রয়োজন কি ?

জানাতু বা না জানাতু ব্রহ্ম জীবন্ত জীবনম্ ।

জানাতি চেৎ পরো লাভো ন জানাতি ভয়ং মহৎ ॥ ২২

অর্থ—(অয়ং জীবঃ ব্রহ্ম) জানাতু বা ন জানাতু, ব্রহ্ম জীবস্য জীবনং (ভবতি), জানাতি চেৎ পরো লাভঃ (ভবতি, ন জানাতি (চেৎ) মহৎ ভয়ং (ভবতি)) ।

(ব্রহ্ম, বুদ্ধিগু চিদাভাসের অধিষ্ঠান হইলেই, জীব নির্মিত হয় ।)
জীব ব্রহ্মকে জানুক, চাই নাই জানুক, ব্রহ্ম যখন অধিষ্ঠানরূপে জীবের অস্তিত্বের কারণ,—তখন ব্রহ্মকে জানিলে জীবের পরম লাভ অর্থাৎ মুক্তি; না জানিলে, মূহারূপ ভীতি; ইহাই ব্রহ্মজ্ঞানের বিশেষ ফল ।

(শঙ্কঃ । তাহা হইলে কল্পত্রক বা কামধেনুর উপাসনা করা ত ভাল, কেননা তাহাদের সঙ্গাৎকারলাভ হইলে, সকলা ভীতই, সিদ্ধ হয় ।
(সমাধান) :—

ব্রহ্মধেনোঃ স্বভাশেতুয়ং দেবধেনোঃ বিলক্ষণঃ ।

ভোক্ত্রৈঃ তদুপপান্যং সত্ত্বস্তদ্রূপতাং ব্রজেৎ ॥ ২৩

অর্থ—দেবধেনোঃ (স্বভাবাৎ,) বিলক্ষণঃ ব্রহ্মধেনোঃ অয়ং স্বভাবঃ (যৎ) তদুপপান্যং ভোক্ত্রৈঃ এব সত্ত্বঃ তদ্রূপতাং ব্রজেৎ ।

কামধেনুর স্বভাব হইতে ব্রহ্মধেনুর স্বভাবের এই প্রভেদ, যে ব্রহ্মধেনুর দুগ্ধ পান করিলে (ব্রহ্মাত্মনামুভব করিলে), ভোক্তা তৎকথাৎ ব্রহ্মধেনুর রূপ প্রাপ্ত হয় ।

যদি যোগে কৃতাবুদ্ধঃ সপ্তমীং গচ্ছ ভূমিকাম্ ।

মগ্নশ্চেদগচ্ছ পাতালমিতি নীতি বিদ্যাং বচঃ ॥ ২৪

অর্থ—(হে শিষ্য) যদি (ত্বয়া) যোগে, বুদ্ধি ক্রুতা, তহি সপ্তমীং ভূমিকাং গচ্ছ । (যতঃ) “মগ্নঃ চেৎ পাতালং গচ্ছ” ইতি নীতিবিদ্যাং বচঃ ।

হে শিষ্য, যদি তত্ত্বজ্ঞানলাভের পর, মনোনাশনামক যোগসাধনের সঙ্কল্প করিয়াছ, তবে সপ্তমভূমিকায় আরোহণ কর, কেননা নীতিজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন, যদি দুর্বৃত্তেই হইল, তবে পাতাল পর্য্যন্ত দেখ ।

চিন্তাবৃত্তিকে কেবল চিন্মাত্রাকার করিতে পারিলেই, মোক্ষ । কিন্তু তাহা হইতে অসমর্থের উপায় কি ?

মধ্যাহ্নভাস্করং দ্রষ্টুং সাক্ষাচ্ছাতি তু ন ক্ষমঃ ।

পটব্যবহিতং পশ্যেভজ্জলে বা প্রতিবিস্তিতম্ ॥ ২৫

অর্থ—তু (পক্ষান্তরে অসমর্থপক্ষে) যদি (কশ্চিত্) মধ্যাহ্নভাস্করং সাক্ষাৎ দ্রষ্টুং ন ক্ষমঃ (সাত্যং, তহি তং) পটব্যবহিতং বা জলে প্রতিবিস্তিতং পশ্যেৎ ।

মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যকে যদি কেহ সাক্ষাৎ চক্ষুদ্বারা দেখিতে সমর্থ না হয়, তবে সূর্য্যবস্ত্রের ভিতর দিয়া, কিম্বা জলে সূর্য্যকে প্রতিবিম্বিত করিয়া, দেখিতে পারে ।

তথ চিন্মাত্রচণ্ডাংশুং নির্বিকল্পং ন চেৎক্ষমঃ ।

সর্বব্যাপিতয়া পশ্যেদন্তুর্য়ামিতয়া হথবা ॥ ২৬

অর্থ—তথা নির্বিকল্পং চিন্মাত্রচণ্ডাংশুং দ্রষ্টুং ন ক্ষমঃ (তহি) তং সর্বব্যাপিতয়া অথবা অন্তর্য়ামিতয়া পশ্যেৎ ।

সেইরূপ, যদি কেহ নির্বিকল্প চৈতন্যস্বরূপ সূর্য্যকে সাক্ষাৎ দেখিতে সমর্থ না হয়, তাহা হইলে, তাহাকে সর্বব্যাপিকল্পে অথবা অন্তর্য়ামিকল্পে দেখিতে পারে ।

ଲକ୍ଷ୍ୟଂ ଶରୀଃ ପ୍ରୟୋକ୍ତବ୍ୟାଃ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲକ୍ଷ୍ୟୋଽପି ଧ୍ୟାନା ।

କଦାଚିଦ୍ଦେବସଂଯୋଗାଦେକୋପି ତୁ ଲାଂଗିଷ୍ଠାତି ॥ ୨୭

ଅର୍ଥ—ହୁଏଁ ଅପି ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଧ୍ୟାନା ଲକ୍ଷ୍ୟଂ ଶରୀଃ ପ୍ରୟୋକ୍ତବ୍ୟାଃ ;
ଦୈବସଂଯୋଗାଂ କଦାଚିଂ ଏକଃ ଅପି ତୁ ଲାଂଗିଷ୍ଠାତି ।

ଲକ୍ଷ୍ୟବସ୍ତୁ ଟ୍଱ିଟ୍ଟିର ଅଗୋଚର ହୁଏଲେଓ, ଧନୁର୍ଧର ତାହାତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶର
ପ୍ରୟୋଗ କରିବେନ । ଦୈବବଶେ (ଅର୍ଥାଂ ଯଥେନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ବାନେର ସଂଯୋଜକ
କର୍ମ ପୁଣି ହୁଏନା ଫଳୋନ୍ମୁଖ ହୁଏବେ, ତଥେନ) ଅନ୍ତତଃ ଏକଟିଓ ଶର ଲକ୍ଷ୍ୟକେ ବିକ୍ଷିପ
କରିବେ । ସେହିରୂପ—

ସଦୈବ ଚେତସୋ ବୁଦ୍ଧିର୍ଧ୍ୟାନାଭ୍ୟାସେ ବିଧିୟତାମ୍ ।

କଦାଚିଂ କୃପୟା ଶନ୍ତୋରଥଶୃଙ୍ଖାରତା ଭବେଂ ॥ ୨୮

ଅର୍ଥ—(ତତ୍ତ୍ଵେ ମୁମୁକ୍ଷୁଣା ପୁରୁଷେଣ) ସଦା ଏବ ଧ୍ୟାନାଭ୍ୟାସେ ଚେତସଃ ବୁଦ୍ଧିଃ
ବିଧିୟତାମ୍ । କଦାଚିଂ ଶନ୍ତୋଃ କୃପୟା ଅଥଶୃଙ୍ଖାରତା ଭବେଂ ।

(ସେହିରୂପ) ମୁମୁକ୍ଷୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ତଃକରଣେର ବୁଦ୍ଧିକେ ସର୍ବଦାହି ଧ୍ୟାନାଭ୍ୟାସେ
ନିଯୋଜିତ କରିବେନ । ସାମାନ୍ୟତା ଶତ୍ରୁର (ପରମାନନ୍ଦନାତାର) କୃପାୟ,
ଅନ୍ତରାୟ ତିରୋହିତ ହୁଏନା, ବିବେକ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏଲେ, ଚିନ୍ତାବୁଦ୍ଧି ଭେଦ ରହିତ-
ବ୍ରହ୍ମାକାରୀ ହୁଏବେ, ଅର୍ଥାଂ ଧ୍ୟାନେ ଜ୍ଞିପୁଣିର (ଧ୍ୟାନ-ଧ୍ୟୋର-ଧ୍ୟାତାର) ବିଲୋପ
ହୁଏବେ ।

ଆମ୍ଭ, ମୁମୁକ୍ଷୁ, ବ୍ରହ୍ମେର ଧ୍ୟାନ କରୁକ ବା ନାହି କରୁକ, ତାହାତେ ଯଥେନ
ବ୍ରହ୍ମସ୍ଵରୂପେର ହ୍ରାସବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ନା, ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଧ୍ୟାନ କରୁକ ବା ନାହି କରୁକ,
ମୁମୁକ୍ଷୁଜୀବ ଯଥେନ ପରମାତ୍ମତଃ ବ୍ରହ୍ମସ୍ଵରୂପ, ଇହାହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ତଥେନ
ବ୍ରହ୍ମାକାରୀବୁଦ୍ଧିର ଉତ୍ପାଦନେ, ଏତ୍ତ ପରିଶ୍ରମେର ପ୍ରୟୋଜନ କି ?

(ସମାଧାନ) । ସେହି ବ୍ରହ୍ମାକାରୀବୁଦ୍ଧି ବାତିରେକେ ମୁକ୍ତି ନାହି, ସେହିହେତୁ

তাহার 'উৎপাদনে প্রবৃত্ত আবশ্যক। তাহাতে ঐক্যবৃত্তি' দিবার জন্য বলিতেছেন—

ব্রহ্মণোপি ব্রাহ্মণঃ শ্রেয়ানিত্যাহ দ্বাভ্যাম্ :—

পরবর্তী দুই শ্লোকে বলিতেছেন ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্ম অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ :—

'লীলাসিক্কেঃ ক্রিয়দিব হরেঃ ষোড়শস্ত্রীসহস্রম্

নিঃসংখ্যাতা বিবিধকুচিনা যেন ভুক্তাঃ স্ত্রিয়স্তাঃ।

তাদৃঙ্নীতঃ স পুনরনয়া ভ্রাময়া বশ্যভাবঃ

সম্যগ্ ভুক্তো যদুপতিরতঃ সত্যভামৈষ ধন্য ॥ ২৯

অর্থ—লীলাসিক্কেঃ হরেঃ ষোড়শস্ত্রীসহস্রং ক্রিয়ং ইব; বিবিধকুচিনা যেন (হৃদিনা) নিঃসংখ্যাতাঃ তাঃ স্ত্রিয়ঃ ভুক্তাঃ। তাদৃক্ সঃ যদুপতিরতঃ অনয়া সত্যভাময়া বশ্যভাবঃ নীতঃ, পুনঃ সম্যক্ ভুক্তঃ, অতঃ সত্যভামা এব ধন্য।

(হে শিষ্য ভাগবতাদিতে, শ্রীকৃষ্ণের ষোল হাজার পত্নীর কথা শুনিয়া বিস্মিত হইতেছ?) লীলার সাগর হরির পক্ষে ষোল হাজার স্ত্রী আর কতগুলি? তাহার প্রীতির অনেক রূপ। তিনি সেই স্ত্রী, এতগুলি ভোগ করিয়াছেন, যে তাহার সংখ্যা করা যায় না। (কেননা রাসলীলাদিতে ও অত্র সময়ে তিনি বিবাহিত, অবিবাহিত অসংখ্য গোপকন্যা সম্ভোগ করিয়াছিলেন)। হেনসুগের, সেই শ্রীকৃষ্ণকে, এই সত্যভামা যে, একবলমাত্র বশীভূত করিয়া রাখিয়া ছিলেন, তাহাই নহে, তাহাকে আতৃপ্তি ভোগ করিয়াছিলেন। এই হেতু সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষাও ধন্য। (এই হেতু ব্রহ্মবিৎ, ব্রহ্ম হইতেও বড়)।

সেই কথাই (রূপক ছাড়িয়া) স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন :—

বর্ততে ব্রহ্ম সৰ্বত্র, ব্রাহ্মণো লভ্যতে কচিৎ ৷

সমার্বাণ্ড ব্রাহ্মণস্তস্ম্য মহার্ঘো ব্রাহ্মণো ভবেৎ ॥ ৩০

অর্থ—ব্রহ্ম সৰ্বত্র বর্ততে, ব্রাহ্মণঃ কচিৎ লভ্যতে । তস্মাৎ সমার্বাণ্ড ব্রাহ্মণঃ, ব্রাহ্মণঃ মহার্ঘঃ ভবেৎ ।

বিশ্বের সমস্ত পদার্থেই জাগ্রদাদি সকল অবস্থাতেই ব্রহ্ম বর্তমান, কিন্তু ব্রহ্মবেত্তা অত্যন্ত বিরল ; কোনও দেশে, কোনও কালে, যাওয়া যায় । সেইহেতু, সৰ্বত্র তুল্যরূপে বিद्यমান ব্রহ্মাপেক্ষা, ব্রহ্মবেত্তাঃ মূল্য অনেক অধিক ।

সেই হেতু যত্নপূৰ্ব্বক ব্রহ্মাকাংক্ষাবৃত্তিসম্পাদনের প্রয়োজন, কিন্তু তাহা কেবল শ্রবণাদিপ্রযত্নের দ্বারাই লাভ করা যায় না, লৌকিকবর্ণাদির ত্যাগ ব্যতিরেকে, তাহা হুলাভ ।

পরমঙ্গ সুখাসক্তঃ যোগিনাং যোষিতামিব ।

বিহায় লোকসিদ্ধান্তং রমতে স্বমতে মনঃ ॥ ৩১

অর্থ—যোষিতাং পরমঙ্গ সুখাসক্তঃ মনঃ ইব, যোগিনাং (পরমঙ্গ সুখাসক্তঃ মনঃ) লোকসিদ্ধান্তং বিহায় স্বমতে রমতে ।

ব্যক্তিচারিত্রী নারীর মন পরপুরুষের সংসর্গলাভে আসক্ত হইলে, সে যেমন লোকনিন্দাদির ভয় উপেক্ষা করিয়া অভীষ্টসাধনে রত হয়, সেইরূপ যোগীদিগের মন, পরমাশ্রমলাভে আসক্ত হইলে, জনসাধারণের বাঞ্ছিত পুঞ্জ, বিত্ত, যশঃ প্রভৃতির আকাঙ্ক্ষা বর্জন, এবং বর্ণাশ্রমাদির আচার উপেক্ষা, করিয়া, আপনার অভীষ্ট ব্রহ্মসুখাধেযণে রত হয় ।

ভাল, সকল প্রকার লৌকিক ধন্যাচরণ হইতে নিবৃত্ত হইলেই, ব্রহ্মাকারা বৃত্তি উৎপন্ন হইবেই, তাহার নিশ্চয়তা কি ? তদ্বস্তরে বলিতেছেন—

তোয়রক্ষ নিরোধেন ভাতি পূর্ণং সরোবরম্।

বৃত্তিরক্ষ নিরোধেন পূর্ণো বোধঃ কিমদ্ভুতম্ ॥ ৩২

অর্থ—তোয়রক্ষ নিরোধেন সরোবরং পূর্ণং ভাতি; বৃত্তিরক্ষ-
নিরোধেন বোধঃ পূর্ণঃ ভাতি, অত্র অদ্ভুতং কিম্?

বর্কটশিখা দ্বারা দ্রষ্ট (অথবা মনুষ্যকৃত, প্রাণালী প্রভৃতি)
বন্ধ করিয়া সরোবরের জলনির্গমন নিরোধ করিলে, সরোবর পূর্ণ হইয়া
কুন্দর দৈখ্য। সেইরূপ, ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা, অন্তঃকরণের (তদবচ্ছিন্ন
জ্ঞানের) বহিনির্গমন বন্ধ করিলে, জ্ঞান নিজের পূর্ণতায় শোভা পাইবে,
তাহাতে আর বিচিত্র কি আছে?

বিষয়ভোগবাসনাই ব্রহ্মাকারা বৃত্তিব উৎপাদনে প্রধান অন্তরায়;
যে হেতু—

নির্মূলা নিকলা শুষ্কা কদর্যা ভোগবাসনা।

তয়া তিরোহিতঃ স্বামী তৃণেনৈব মহাগিরঃ ॥ ৩৩

অর্থ—ভোগবাসনা নির্মূলা, নিকলা, শুষ্কা, কদর্যা (অস্তি)। তৃণেন
মহাগিরঃ ইব, তয়া স্বামী তিরোহিতঃ।

বিষয়ভোগাভিলাষ মূলহান (যেহেতু বিচার দ্বারা বাহিরে রূপ-
রসাদির অস্তিত্বই পাওয়া যায় না), তাহা 'নিকলা' বাস্তবসম্বাহিত;
'নীরস' বা শূন্যহীন; এবং 'কদর্যা' চিত্তপ্রসন্নতার বিলোপকারী। তুচ্ছত্ব,
যেমন (আপনার উৎপাদক) বিশাল পরাক্রমেও আচ্ছাদিত করিয়া রাখে,
সেইরূপ বিষয়ভোগাভিলাষ, সর্বসম্বাদ প্রদ পরমাত্মাকেও আবৃত রাখে।

ন দেশকালো ন বয়ো ন যুক্তি ন বিদম্বতা

যদৈব বাসনাভ্যাগস্তব মুক্তিস্তদৈব হি ॥ ৩৪

অবয়—ন দোর্গাকালো, ন বয়ঃ, ন যুক্তিঃ ন বিদগ্ধতা (যুক্তিং সাধয়তি);
যদা এব বাসনাত্যাগঃ (ভবতি), তদা এব হি তব যুক্তিঃ (ভবতি) ।

(যদি বাসনাত্যাগ না হইয়া থাকে, তবে) বিজ্ঞানাদি স্থান, ধ্যান-
যোগ্য প্রভৃতি সময়, বাক্ক্যাদি বয়স, যোগাভ্যাস, অথবা পাণ্ডিত্য—
(কিছুই) যুক্তির সাধক হয় না । এগুলি থাকুক বা না থাকুক, যে
সময়ে বাসনার অর্থাৎ ভোগেচ্ছাসংস্কারের ত্যাগ হইবে, সেই সময়েই
তোমার যুক্তি ।

আচ্ছা, এইরূপ অভ্যাস করিলে জ্ঞান যে হইবেই, তদ্বিষয়ে নিশ্চয়তা
কি ?

উপাঠৈঃ শোধিতে ক্ষেত্রে নিশ্চলং বীজমর্পিতম্ ।

কিং চিত্রং ধাতুসম্পত্তৌ স দেবো যদি বধতি ॥ ৬৫

অবয়—উপাঠৈঃ শোধিতে ক্ষেত্রে নিশ্চলং বীজম্ অর্পিতম্ ; যদি স
দেবঃ বধতি, (তর্হি) ধাতুসম্পত্তৌ কিং চিত্রম্ ?

কর্ষণ, বিজাতীয় তৃণগুল্মাদির উৎপাটন, প্রভৃতি দ্বারা ক্ষেত্র পরি-
শোধিত হইলে, এবং তাহাতে অকীটদ্রষ্ট পরিপুষ্ট, বীজের বপন হইলে,
দেবতা যদি বারিবর্ষণ করেন, তাহা হইলে শস্যসম্পত্তিলাভে আর
সন্দেহ কি ?

সেইরূপ বৈরাগ্যান্দির দ্বারা চিত্তপরিপোষিত হইলে, এবং তাহাতে
সংশুদ্ধের বিচার ও ধারণা দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপ স্থিরীকৃত হইলে, সঙ্গুরু যদি
মহাবাক্যার্থ উপদেশ করেন, তাহা হইলে, যে কৃতজ্ঞতা হইবেই, তাহাতে
আর সন্দেহ কি ?

মহাবাক্য বিচার দ্বারা যে জ্ঞানলাভ হয়, সেই জ্ঞান কি প্রকার ?
তদ্বস্তুরে বলিতেছেন—

কৃত কাব্যবিচারস্য পরমার্থমভীপ্সতঃ।

জ্ঞানং গরিষ্ঠং মজ্জানমজ্ঞানং জ্ঞানমুত্তমম্ ॥ ৩৬

অর্থ—কৃতকাব্যবিচারস্ত পরমার্থম্ অভীপ্সতঃ (বিহ্বঃ), (লোক-প্রসিদ্ধং) জ্ঞানং গরিষ্ঠম্ অজ্ঞানম্, অজ্ঞানম্ উত্তমং জ্ঞানম্।

যে বুদ্ধিমান পুরুষ, মহাবাক্যের বিচার করিয়া সর্বান্তঃকরণে ব্রহ্মজ্ঞান লাভেরই বাসনা রাখেন, তাঁহার নিকট লোকপ্রসিদ্ধ পাণ্ডিত্যাদি বা জগৎপদার্থবিজ্ঞানাদিরূপ জ্ঞান, বিশাল অজ্ঞানস্বরূপ, এবং মাহা লোক-প্রসিদ্ধ অজ্ঞান, সংসারব্যবহারবিশ্বাস, বা তাহাতে অজ্ঞতা, তাহাই উৎকৃষ্ট জ্ঞান।

এইরূপ জ্ঞান না থাকিলে, কেবল বেদান্তব্যাখ্যা করিয়া বা বিচারে প্রতিপক্ষপরাজয় করিয়া, মোক্ষলাভের সম্ভাবনা নাই।

ব্যাখ্যাসি বেদান্তগিরো জয়সি দ্বৈতবাদিনঃ।

নাস্তবিশসি ভ্রান্ত্যে তত্রাস্তি মরণং তব ॥ ৩৭

অর্থ—বেদান্তগিরঃ ব্যাখ্যাসি দ্বৈতবাদিনঃ জয়সি, ন অস্তঃ বিশসি, তৎ মস্ত্রে তত্র তব মরণং (অস্তি)।

তুমি বেদান্তশাস্ত্র, উপনিষৎ, সূত্রভাষ্যাতির ব্যাখ্যা কর এবং (জগৎ, ব্রহ্ম ও জীবের) ভেদবাদী আচার্য্যগণের মত খণ্ডন করিয়া তাহাদিগকে পরাস্ত কর, কিন্তু স্বয়ং আত্মধ্যানে প্রবৃত্ত হইয়া অন্তরাত্মায় লীন হও না; সেইহেতু, আমি বুঝি তাহাতেই তোমার মরণ; (কারণ তদ্বারা কেবল দেহাত্মভাবেরই পরিপুষ্টি সাধিত হয়, অথবা পরাজিত পক্ষের হস্তে মারণাদি প্রয়োগে তোমার মৃত্যুর সম্ভাবনা)।

সেইহেতু, উত্তরোত্তর, বাহাতে আত্মায় অধিকতর হৈর্যালাভ হয়, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করা কৰ্ত্তব্য। সেইহেতু বলিতেছেন—

মিত্রেণ কুশলে পৃষ্ঠে পূর্বাৱস্থামনুস্মরন্ ।

ইদানীং কুশলং জাতমিত'হুয্যতি' যোগবিৎ ॥ ৫৬

অন্বয়—মিত্রেণ কুশলে পৃষ্ঠে, যোগবিৎ পূর্বাৱস্থাম্ অনুস্মরন্ ইদানীং কুশলং জাতম্ ইতি হুয্যতি ।

যে সাধক জীবব্রহ্মের ঐক্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তাঁহাকে কোনও হিতাকাঙ্ক্ষী যদি জিজ্ঞাসা করেন, “তোমার কুশল ত ?” তাহা হইলে, তিনি আশ্চর্য্যের পূর্বাৱস্থা স্বরণ করিয়া উত্তর দেন,—“এখন কিছু কুশল হইয়াছে” এবং প্রশ্নকর্ত্তার প্রতি হর্ষ প্রকাশ করেন ।

মোক্ষসাধক জ্ঞান অতীব প্রযত্নসাধ্য, আর পারলৌকিক সুখ, স্বল্প-প্রযত্নসাধ্য কক্ষ্যারাই লাভ করা যায় ; তবে জ্ঞানলাভের জন্ত এত প্রয়াসের প্রয়োজন কি ? তদন্তরে বলিতেছেন—

কর্ম্মষ্ঠঃ কাঞ্চনালিপ্তশূন্যতাব্রটোপমঃ ।

বিদ্বাস্তু রত্নসম্পূর্ণহেমকুন্ত ইবোত্তমঃ ॥ ৫৯

অন্বয়—কর্ম্মষ্ঠঃ কাঞ্চনালিপ্তশূন্যতাব্রটোপমঃ (ভবতি), বিদ্বান্ তু, রত্নসম্পূর্ণহেমকুন্তঃ ইব উত্তমঃ (ভবতি) : ।

যিনি কর্ম্মকাণ্ডে আসক্ত, তিনি যেমন, বাহিরে সোনার গিণ্টি করা, ভিতরে শূন্য, তামার ঘড়া । কিন্তু যিনি জ্ঞানী, তিনি যেমন রত্নপারপূর্ণ সোনার ঘড়া ।

কর্ম্মকাণ্ডী বাহিরে শুচি, ভিতরে অজ্ঞানাবৃত । জ্ঞানী, অন্তরে ব্রহ্মস্বথ পরিপূর্ণ, এবং বাহিরে মুমুক্শুগণে জ্ঞানদানেরত ।

ভাল, জ্ঞানী ও অজ্ঞানী উভয়েই ত দেহধারী জীব । জাগ্রৎ, স্বপ্নও, সুষুপ্তি উভয়েরই তুল্যরূপ । উভয়ের মধ্যে প্রভেদ কোথায় লক্ষ্য করিতে হইবে ?

ভূরুহত্বাবিশেষেহপি দ্বয়োবস্তুরমীদৃশম্।

ইক্ষুকাণ্ডসমো বিদ্বান্ দণ্ডকাষ্ঠসমঃ পশুঃ ॥ ৪০

অর্থ—ভূরুহত্বাবিশেষে অপি দ্বয়োঃ অস্তরম্ ঐদৃশম্, বিদ্বান্ ইক্ষু-
কাণ্ডসমঃ, পশুঃ দণ্ডকাষ্ঠসমঃ।

জ্ঞানী ও অজ্ঞানী উভয়েই তুল্যরূপে পার্থিব জীব বটে, কিন্তু উভয়ের
মধ্যে প্রভেদ, ইক্ষুকাণ্ড ও দণ্ডকাষ্ঠের সদৃশ। (দণ্ডকাষ্ঠ—যে কাষ্ঠ দ্বারা
লাঠি নিৰ্ম্মিত হয়।) কারণ, উভয়েই তুল্যরূপে পৃথিবীজাত তরু হইলেও,
এক মিষ্টরসদানে তৃপ্তির কারণ, অপর, তড়ুনে দুঃখের কারণ। জ্ঞানী
মুমুক্শুদিগকে মুক্তিসুখজ্ঞানে রত; অজ্ঞানী সংসারের শোকমোহাদির
বিস্তারের কারণ।

ব্রহ্মাকারা অপরিচ্ছিন্না বৃত্তিতে ব্রহ্মাবির্ভাবের কথা বৈদাস্ত শাস্ত্রে
বর্ণিত আছে: মুমুক্শু, সেইরূপ বৃত্তি পাইবার জন্য যত্ন আবশ্যক।
পতিশোভাগ্যাভিলাষিণী এক নারীর উক্তিই হলে, রূপকদ্বারা কথাটির
অবতারণা করিতেছেন—

বিশালদৃষ্টৌ রমতে ন ত্বত্ত্ব পতির্মম।

যেন দৃষ্টিবিশালাস্তাৎ স মত্তো মম দীয়তাম্ ॥ ৪১

অর্থ—মম পতিঃ বিশালদৃষ্টৌ, ন তু ত্বত্ত্ব, রমতে। (হে গুরো),
যেন (মে) দৃষ্টিঃ বিশালা স্তাৎ, সঃ মত্তঃ মম দীয়তাম্।

'আমার স্বামী দীর্ঘনেত্রা নারীর প্রতি আসক্ত হন, ত্বত্ত্ব স্তাহার
প্ৰীতি নাই। (হে সিদ্ধ গুরো) যাহাতে আমার নেত্র বিশাল হয়, সেই
মত্ত বা ঔষধ আমাকে দিন।

ব্রহ্মাকারা অপরিচ্ছিন্না বৃত্তিতে ব্রহ্মের আবির্ভাব হয়; হে গুরো

বাহাতে, আমার সেই বৃত্তিটি জন্মে, সেইরূপ যোগ বা জ্ঞান উপদেশ করুন ।

গুরুর নিকট এইরূপ প্রার্থনা নিতাই করিতে হইবে । গুরু পাইয়াও যদি, সেইরূপ প্রার্থনা না করা হয়, তবে সাধারণবুদ্ধিতে গুরুসেবা করিলে বৎসামাত্র পারলৌকিক ফললাভ হয় । তাহাই রূপকদ্বারা নারীর উক্তির ছলে বলিতেছেন—

পূজ্যোহয়মিতি বিজ্ঞায় পূজিতঃ স্বাপিতো গৃহে ।

ন ভুংক্শ্য মুঢ়য়া স্বামী কশ্চিৎ পুরুষ ইত্যয়ম্ ॥ ৪২

অর্থ—অয়ং পূজ্যঃ ইতি বিজ্ঞায় গৃহে পূজিতঃ স্বাপিতঃ অপি, অয়ং ‘কশ্চিৎ পুরুষ’ ইতি (মত্ৰা), মুঢ়য়া মত্ৰা, স্বামী (স্বপতিঃ) ন ভুংক্শ্যঃ ।

[কথিত আছে, ভক্তপ্রবর তুলসীদাস, বৃদ্ধাবস্থায় ভিক্ষা করিতে করিতে, না জানিয়া, আপনার স্বপুত্রালয়ে ভিক্ষার্থ উপস্থিত হইলে, বহুকাল পরে তাঁহার পরিত্যক্তা পত্নী তাঁহাকে সাধারণ অতিথিরূপে সেবা করিয়াছিলেন, পরিশেষে, কিন্তু তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া, তাঁহার সঙ্গিনী হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন । তিনি স্বপতিকে চিনিতে না পারিলে, যে রূপ অবস্থা হইত, সেইরূপ অস্বস্থ্য এক নারী আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন,—]

অতিথি বলিয়া ইনি অবশ্যই পূজ্য, এই বুদ্ধিতে আপনার স্বামীকে না চিনিয়া, সাধারণ অতিথিরূপে পূজা করিলাম্, গৃহে শয়নের বাবস্থা করিয়া দিলাম কিন্তু পরপুরুষভ্রমে তাঁহাকে ভোগ করা হইল না ; আমি এতই বুদ্ধিহীন । [এইরূপ গুরুসেবার পারলৌকিক ফল থাকিলেও, জ্ঞানপরিপ্রসঙ্গ না হইলে, মুমুকুবাহিত মোক্ষফলে বঞ্চিত হইতে হয় ।]

সমাধিসাধনই যদি মোক্ষ হয়, তবে জ্ঞানের' প্রয়োজন কি ?
তদন্তরে রূপকঙ্কারা বলিতেছেন—

ভোগযোগ্যন বেষণে ব্যতীত্য শয়নে নিশাম্।

প্রিয়শ্চ ভোগমপ্রাপ্য প্রাতঃ ক্রন্দন্তি কামিনী ॥ ৪৩

অর্থ—কামিনী ভোগযোগ্যন বেষণে শয়নে নিশাম্ অতীত্য
প্রিয়শ্চ ভোগমপ্রাপ্য প্রাতঃ ক্রন্দতি।

শৌণ্ড নারী পতিসুস্ত্রাগের উপযোগী অলঙ্কারাদি ধারণ করিয়া
শযায় রাত্রি অতিবাহিত করিল। সেই প্রিয়পুরুষের ভোগ না পাইয়া,
প্রাতঃকালে রোদন করিতেছে।

কেবল-যোগী (জীবমুক্তিবিবেক বঙ্গানুবাদে ৩৬০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)
সন্ন্যাসাদির বেধ এবং বৈরাগ্যাদি অলঙ্কার ধারণ করিয়া, সমাধিতে
সময় কাটাইল, বুঝানে প্রপঞ্চকুরণে। (রূপকের, 'প্রাতঃকালে') বিলাপ
করিল, 'হায়, অপরোক্ষভাবে জীবব্রহ্মেকোর অনুভূতি হইল না,
(কেননা তাহা মহাবাক্যকর্ত্তিত জ্ঞান ব্যতিরেকে হয় না)। *

ভাল গীতান্ন বঠাধ্যায়ে—“ষট্রোপন্যাসে চিত্তম্” (৬।২০) ইত্যাদি
কয়েকটি শ্লোকে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমাধিসুখকেই, 'আতান্তিক' সুখ
বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। তবে জ্ঞানজনিত ব্রহ্মসুখসাক্ষাৎকারের
প্রয়োজন কি ? তদন্তরে বলিতেছেন—

চিত্রপত্রে কৃতা নারী বিচিত্রা রূপসম্পদা।

দৃশ্যতে তাবদেবাহো যাবন্নান্যতি সুন্দরী ॥ ৪৪

* “তত্ত্বমসি মহাবাক্যের অন্তর্গত 'ত্বম্' পদার্থকে নিরোধসমাধির দ্বারা পরিণত
করিয়া তাহার সাক্ষাৎকারলাভ করিলেও, তাহাই যে ব্রহ্ম, ইহা উপলব্ধি করাইবার
জন্য, অল্প এক বৃত্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহা মহাবাক্য হইতে জন্মে, এবং তাহাকেই
ব্রহ্মবিভা বলে।” (জীবমুক্তিবিবেক, বঙ্গানুবাদ ২৬৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

অথ—চিত্রপত্রে রূপসম্পদা বিচিত্রা কৃত্য নারী, অহো, তাবৎ এব
দৃশ্যতে, যাবৎ সূন্দরী ন আস্যতি ।

চিত্রপটে অসামান্য রূপলাবণ্যশালিনী করিয়া অঙ্কিতা চিত্তচমৎ-
কারিণী নারীর দিকে (কামী পুরুষ), ততদিনই চাহিয়া থাকে, যতদিন
না সেইরূপ সূন্দরী নারী (স্বশরীরে) উপস্থিত হয় । আত্মসমাধিস্থ
কৃত্রিম বলিয়া ব্রহ্মস্বৰ্ণসাক্ষাৎকার সমাধি অপেক্ষা নূন ।

এক্ষণে উপদেশ করিতেছেন, নিজের জায় সকল মুমুকুর্ষই গুরু-
বাক্যে বিশ্বাস করা কর্তব্য :—

চিন্তামণিং কবাস্তু স্টং মা শুচঃ প্রাহ মে গুরুঃ ।

দীনৈঃ কতিপয়ৈরেব পু-রৈব মিলিষ্যতি ॥ ৫

অথ—মে গুরুঃ প্রাহ, করণং লবঃ চিন্তামণিং মা শুচঃ, কতিপয়েঃ
এব দীনৈঃ পুনঃ এব মিলিষ্যতি ।

আমার গুরু বলিলেন, (উদ্ভব বশবঃ) চিন্তামণি তোমার হাত-
ছাড়া হইয়া গিয়াছে, তাহার ভগ্ন শোক করিও না ; কয়েকদিন মধ্যেই
আবার তুমি তাহাকে পাইবে । কোনও প্রকার বিশ্বাসক্তি অথবা
মনপ্রাক্কাশতঃ, জ্ঞান, তোমার অন্তঃকরণ হইতে তিরোহিত
হইয়াছে । অল্প উত্তমই আবার তাহার আকর্ষণ হইবে । এইরূপ
গুরুবচনে বিশ্বাস রাখিলেই, সৰ্ব্বদ্বি দূরীভূত হইয়া পরমফল লাভ ঘটে ।

যদি বল, ‘সংশয়গ্রস্ত মনে বিশ্বাস কি, প্রকারে আসিবে ?’ তদন্তরে
গুরু,—বলিতেছেন,—বিবেকরূপ মনই, নিজের সংশয় নিবারণ
করিয়া থাকে ।

করোমি সংশয়ং যাবম্মুকুন্মুখদর্শনে ।

আশ্বাসয়তি মাং তাবৎ পরমা দেবতা মনঃ ॥ ৪৬

অথ—যাবৎ মুকুন্দমুখদর্শনে (অহং) সংশয়ং করোমি তাবৎ পরম-
দেবতা মনঃ মাং আশ্বাসতি ।

মুকুন্দমুখের দর্শনলাভে যখনই আমার সংশয় উপস্থিত হয়, তখনই,
আমার পরমদেবতা (বিবেকসংস্কারযুক্ত, সাত্বিক) মন আমাকে আশ্বাস
দিয়া থাকে । (গোষ্ঠ হইতে বালকৃষ্ণের প্রত্যাগমনবিলম্বে, যশোমতীর
উক্তি ।)

মহারাক্ষাছারা ব্রহ্মাকার্য্য বৃত্তি হইবে কিনা, সংশয় উঠিলে, বিচারলীল
সাত্বিক (প্রকাশবহুল) ‘মনই’ সংশয় অপনোদন করে । • অতএব
বিবেকছারা মনের সংস্কার কর্তব্য ।

পরমাত্মার কন্দর্পকোটীলাবণের কথা পুরাণাদিতে শুনা যায় ।
সাকার পদার্থেই সৌন্দর্য্য থাকিতে পারে । আত্মায় তাম্র কি প্রকারে
সম্ভবে ? উত্তর—

কন্দর্পকোটীলাবণং সত্যযুক্তং জনার্দনে । •

কন্দর্পপ্রমুখাঃ সর্বের তৎপ্রকাশ পলায়িতাঃ ॥৪৭

অথ—জনার্দনে কন্দর্পকোটীলাবণং • সত্যম্ উক্তম্, (যতঃ) তৎ-
প্রকাশে কন্দর্পপ্রমুখাঃ সর্বের পলায়িতাঃ ।

পুরাণাদিতে উক্ত হইয়াছে, জনার্দনের (পরমাত্মার) লাবণ্য,
কোটীকন্দর্পের তুল্য । • তাহা সত্য, কেননা, অন্ধকরণে তাঁহার
আবির্ভাবে কন্দর্প বা কাম এবং ক্রোধ প্রভৃতি সকলেই পলাইয়া যায় ।

মানাদি রজোগুণবিকার পরিত্যাগ করিতে না পারিলে, অবিজ্ঞানপ-
আবরণ দূরীভূত হয় না ; এবং তাহা না হইলে, আত্মসাক্ষ্যংকারলাভও
হয় না—এই কথাই ত্রিাধার দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছেন । ভাগবতে
রাসলীলার (১০।২৯।৪৮) আছে—

“তাসাং তৎসৌভগমদং বৌদ্ধা মানঞ্চ কেশব ।

প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবাস্তুরধীয়ত ॥”

কেশব যখন দেখিলেন, গোপীগণ তাঁহার নিকট সেইরূপ সম্মান পাইয়া, তাঁহাকেই অতিক্রম করিবার উপক্রম করিতেছে এবং অতীব গর্বিত হইয়াছে, তখন তাহাদের সেই গর্ব খর্ব করিবার জন্ত, এবং তাহাদের প্রতীকৃপা প্রদর্শন করিবার জন্ত, তাহাদের বুদ্ধির নিম্নলতা-সম্পাদন জন্ত, সেই স্থানেই অন্তহিত হইলেন ।

পরে (৬০।৩২।১,২,) শ্রীশুক উবাচ—

“ইতি গোপাঃ প্রগায়ন্তঃ প্রলপন্ত্যশ্চ চিত্রধা ।

কুরুতঃ সূস্বরং রাজ্ঞন্ কৃষ্ণদর্শনলালসা ॥”

শ্রীশুকদেবকহিলেন—হে রাজন্ পরীক্ষিৎ ! গোপীগণ এইরূপে গান করিতে করিতে এবং অনেক প্রকারে বিলাপ করিতে করিতে, কৃষ্ণ দর্শনব জন্ত বাকুল হইয়া, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল । তখন জগন্মোহনকামেশ্বর মোহক, পীতাম্বর, মালাধারী, শোরি (শ্রীকৃষ্ণ) তাহাদের নিকট আবির্ভূত হইলেন ; তাঁহার বদনকমলে দ্বৈতদ্বন্দ্ব লক্ষিত হইল ।]

এই ঘটনাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

অশ্রু মুক্তং বিয়োগিত্যা রাধয়া মেলনাশয়া ।

তত্রৈব মায়য়া গুপ্তঃ প্রাপ্তঃ প্রকটতাং হরিঃ ॥ ৪৮

—বিয়োগিত্যা রাধয়া মেলনাশয়া অশ্রু মুক্তম্ । মায়য়া , গুপ্তঃ হরিঃ তত্র এবং প্রকটতাং প্রাপ্তঃ ॥

• বিবাহী শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার আকাঙ্ক্ষায় অশ্রু মোচন করিলেন, তৎসঙ্গে (গুর্জাদি পরিত্যাগ করিলেন) । শ্রীকৃষ্ণ,

যিনি আপনার অন্তর্দ্বানশক্তি প্রয়োগে অন্তর্হিত হইয়া ছিলেন, সেই স্থানেই আবিভূত হইলেন।

মানবগণাদি বর্জিতপূর্বক গুরুতে গুরুত্ববুদ্ধি না করিলে, ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের সম্ভাবনা নাই।

কর্ম, উপাসনাব্যুক্তকর্ম, প্রভৃতি সকল প্রকারের সাধনের অথেকা জ্ঞানদ্বারা ব্রহ্মস্বাক্ষার বৃত্তিরূপ সাধনই শ্রেষ্ঠ। ইহাই বুঝাইতেছেন—

সৌরভ্যায় ভ্রমস্ত্যেকৈ মধু কাঙ্ক্ষন্তি চাপরে ।

ন ভ্রমন্তি ন কাঙ্ক্ষন্তি মধুমত্তা মধুত্রতাঃ ॥ ৮৯

অর্থ—একে মধুত্রতা সৌরভ্যায় ভ্রমন্তি, অপার্থে চ (মধুত্রতাঃ) মধু কাঙ্ক্ষন্তি, মধুমত্তাঃ মধুত্রতাঃ ন ভ্রমন্তি, ন কাঙ্ক্ষন্তি ।

একদল মোমাছি (আপনার মধুদংগ্রহসামর্থ্যে ভুলিয়া গিয়া) পুষ্পের অগন্ধের লোভে ঘুরিয়া বেড়ায়; অপর একদল (গন্ধে তৃপ্ত নাই, বুঝিয়া) মধু খুঁজে। কিন্তু, যে সকল মোমাছি মধুপানে মত্ত হইয়াছে, তাহারা ঘুরিয়া বেড়ায় না, বা কোন ইচ্ছাও রাখে না।

কেহ কেহ ভ্রমস্থত্বের প্রতীকস্বরূপ স্বর্গাদিবিষয়স্বত্বের আশায় কর্মাদির অনুষ্ঠান করে, কেহ কেহ ব্রহ্ম সূত্রানুভবের জ্ঞান সমাধি পর্য্যন্ত উপাসনা করিয়া থাকে, কিন্তু যোগুরা মহাব্যাক্তের বিচার দ্বারা ব্রহ্ম-স্বাক্ষাত্তবে তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন, তাহারা কর্মাদির অনুষ্ঠান বা উপাসনাদির অনুষ্ঠান, কিছুই করেন না।

একপে হঠযোগোক্ত বা পাতঞ্জলযোগোক্ত সমাধি অপেক্ষা, মধুস্বাক্ষার-বিচার দ্বারা নিত্যস্বাক্ষাত্তব শ্রেষ্ঠ, ইহাই বুঝাইতেছেন।

ধনং প্রাপ্নোতি কচেন প্রদোষে কাষ্ঠভারিকঃ ।

স্বখাসনদেহে বিপুলং ধনং রত্নপরাঙ্ককঃ ॥ ৯০

অম্বর—কাষ্ঠভৌরিকঃ প্রদোষে কঠেন ধনং প্রাপ্নোতি; রত্নপরীক্ষকঃ
স্থূথাসনস্থঃ (সন) বিপুলং ধনং প্রাপ্নোতি ।

শ্রমক, কাষ্ঠের বোঝা বহিয়া, সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া, দিনান্তে
কিছু উপার্জন করে, কিন্তু চুহরী, স্নুথে আপনার গদ্বিতে বসিয়া, বিপুল
ধন উপার্জন করে ।

সমাধিসিদ্ধির কল্প অষ্টাঙ্গসাধনের পরিশ্রম, সমাধিস্থত্বের তৎকাল
মাত্র স্থিতি, এবং সমাধির অবসানে পুনর্বার 'সংসারদুঃখপ্রতীতিঃ—এই
সকল ভাবিয়া দেখিলে, বেদান্তোক্ত রীতি অনুসারে ব্রহ্মস্থখাত্তবই শ্রেষ্ঠ ;
কেননা, তদ্বারা, সর্বত্রগতের তিরোভাব ঘটে বলিয়া, সমাধিতে অথবা
বুথানকালে, ব্রহ্মস্থখ তুল্যভাবে বিদ্যমান ; তাহাতে দেশকালাদির
পরিচ্ছেদ নাই, তৃপ্তির অনিতাতা নাই, সাধনের পরিশ্রম নাই ।

ভগ্ন, আসনমুদ্রাদিও ত ব্রহ্মস্থখ প্রাপ্তির সাধন । সেই সকল
সাধনে পরিশ্রম আছে । সেই পরিশ্রমের ভয়ে, কেবল বিচারে প্রবৃত্ত
হইলে, আসনাদি সাধন বিনা ব্রহ্মস্থখপ্রাপ্তি কি প্রকারে হইবে ? উত্তর—

নর্তকী স্বাক্ষভঞ্জন ধনং প্রাপ্নোতি না ন বা ।

কুলাঙ্গনা কটাক্ষেণ স্বং বশীকুরুতে পতিম্ ॥ ৫১

অম্বর—নর্তকী স্বাক্ষভঞ্জন ধনং প্রাপ্নোতি বা ন বা (প্রাপ্নোতি);
কুলাঙ্গনা কটাক্ষেণ স্বং পতিম্ বশীকুরুতে ।

নর্তকী বারাজনা অঙ্গভঙ্গী দেখাইয়া কখনও ধন পায়, কখনও বা
পায় না ; কিন্তু কুলকামিনী অঙ্গাঙ্গদৃষ্টি দ্বারা আপনার পতিকে বশীভূত
করে । (পতি তাহার প্রেমে বশীভূত হইয়া, আপনিই তাহাকে
খনালঙ্কারাদি দিয়া থাকে ।)

কেবল আসনমুদ্রাদির পরিশ্রম, ব্রহ্মস্থখপ্রাপ্তির কারণ নহে ; কিন্তু

আদ্যপূর্বক কেবল মহাবাক্যবিচার দ্বারা, তাহা পাণ্ডর্য দ্বারা । (নিম্নিত সিদ্ধি প্রভৃতিতে আসক্ত হয় বশিষ্ঠা, কেবলযোগীদিগের সিদ্ধিকলক আসনাদির সহিত, নব্ব্বকীর অজভঙ্গীর তুলনা করা হইয়াছে ।)

আমি ত' শ্রবণাদি করিয়াছি ; এখন ব্রহ্মস্থানুভবে আমার মুক্তি হইবে কিনা, আর তৎসাধক জ্ঞান হইবে কি না, আমাকে বলুন । উত্তর—

• তববুদ্ধি প্রকাশোহয়ং নিকটাং মুক্তিমাহ মাম্ ।

নুনং নির্বাণসময়ে দীপো দেদীপ্যতে ভূশম্ ॥ ৫২

অর্থ—তব অয়ং, বুদ্ধিপ্রকাশঃ মাম্ নিকটাং মুক্তিম্ আহ ; নুনং নির্বাণসময়ে দীপঃ ভূশং দেদীপ্যতে ।

তোমার অন্তঃকরণে এই জ্ঞানের উন্মেষ, অদ্বয়বর্তিনী মুক্তির হৃদনা করিতেছে । (মুক্তি বা চিত্তদীপের নির্বাণ আসন্ন প্রায় ।) নিশ্চয়ই, দীপ নিভিবার কালে অত্যন্ত প্রজ্জ্বলিত হয় । (সেইহেতু তোমার অন্তঃকরণের এই প্রকাশবহুলতা মুক্তির হৃদক) ।

বেদান্তপাঠ, শিষ্টাদির প্রভি (সেবামূল্যলাভে) বেদান্তার্থবাখ্যান, বেদান্তশ্রবণের ফলে ভীষ্মাদির দ্বারা, অন্তঃকরণের হৃদ্যতাসম্পাদন এবং আত্মানুভব, এই চারিটির মধ্যে উত্তরোত্তরটি পূর্ব পূর্ণাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । ইহাই বুঝাইতে বলিতেছেন—

একে খনন্তি বস্তুধাং তথা বিক্রিয়নঃ পরে ।

ষষ্ঠ্যন্ত্যপরে রত্নং ভোগং গৃহীতি ভোগ্যবান্ ॥ ৫৩

অর্থ—(হীরকাদিরূপ প্রাপ্তয়ে) একে বস্তুধাং খনন্তি, তথা পরে বিক্রিয়নঃ (ভবন্তি), অপরে রত্নং ষষ্ঠ্যন্ত্যপরে, ভোগ্যবান্ ভোগং গৃহীতি ।

হীরকাদি বস্তুপ্রাপ্তির জন্ত, (১) কেহ পৃথিবী খনন করে, (২) অপর কেহ হীরকাদি বিক্রয় করে, (৩) কেহ বা শানে হীরকাদির সংস্কার করে, (৪) কিন্তু ভাগাবানই তাহা ভোগ করে ।

কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান, ইহার প্রত্যেকটির দ্বারা, যে যে সুখলাভ হয় তন্মধ্যে, জ্ঞানজনিত সুখই শ্রেষ্ঠ—

একে তত্রৈ তুয়াস্তি দধিহুন্ধেন চাপরে ।

তত্ত্বজ্ঞা নৈব তুয়াস্তি নবনীতঘৃতং বিনা ॥ ৫৪

অর্থ—একে তত্রৈ তুয়াস্তি অপরে চ দধিহুন্ধেন, তত্ত্বজ্ঞাঃ নবনীতঘৃতং বিনা ন এব তুয়াস্তি ।

কেহ ঘোল পান করিগাই তৃপ্ত হয়; কেহ দুগ্ধ বা দধি পানে তৃপ্ত হয়; কিন্তু যে নবনীত বা ঘূতের সন্ধান পায়, সে নবনীত ও ঘূত বিনা অস্ত্র কিছুতেই তৃপ্ত হয় না ।

বিষয়সুখ ভিন্ন অস্ত্র সুখ নাই—ইহাই যাহাদের বুদ্ধি, তাহারা তৎসাধক কর্ম্মকাণ্ডে রত হয়; যাহারা সায়ুজ্যাদির সুখাসক্ত, তাহারা উপাসনাদিতে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু যাহারা ব্রহ্মসুখের সন্ধান জানে, তাহারা জ্ঞানলাভ ভিন্ন অস্ত্র কিছুতেই আসক্ত হয় না ।

গুরু, আপনাতঃ দৃষ্টাণ্ড দিয়া, জ্ঞানমার্গে শিষ্যের রুচি উৎপাদনের জন্ত বলিতেছেন—

যত্র কাপি স্বপামিণি জাতা নিদ্রালুতা মম ।

বিস্তীর্ণং শয়নং প্রাপ্তং কোমলং ব্রহ্ম নিশ্চলম্ ॥ ৫৫

অর্থ—যত্র ক অপি স্বপামিণি ইতি মম নিদ্রালুতা জাতা ; (ময়া) বিস্তীর্ণং কোমলং নিশ্চলং ব্রহ্ম শয়নং প্রাপ্তম্ ।

আমার একুপ ঘুম ধরিয়াছে, যে, যেখানে সেখানে ঘুমাইয়া পড়ি, কারণ আমি বিস্তীর্ণ, সুখস্পর্শ, নির্মল, ব্রহ্মরূপ শয্যা পাইয়াছি। ভাবার্থ এই—জ্ঞানাভ্যাস দ্বারা ব্রহ্মসুখে আমার একুপ স্বাভাবিক ক্রটি উৎপন্ন হইয়াছে যে, আশ্মি কর্ম্ম, উৎসাহনা যাহাতেই রত হই, বা জাগ্রৎ, স্বপ্ন বা সুষুপ্তি যে অবস্থাতেই থাকি, সর্বাবস্থায় আমি প্রাপক্যবিশুদ্ধরূপ নিজ্রা অনুভব করি। কারণ অবিজ্ঞাবিরহিত সুখরূপ ব্রহ্ম, অপরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ সর্বত্রই বিद्यমান।

আচ্ছা, দৃশ্যবস্তুর যখন সর্বত্রই বিद्यমান, তখন প্রপঞ্চের অক্ষুরণ বা বিশ্ব্রুতি, কি প্রকারে হয়? উত্তর—

দৃশ্যং বোধেন নিষ্পৃষ্টং তচ্চিদাকারতাং গতম্ । .

যত্র যত্রৈব পশ্যামি স্বং রূপং তত্র দৃশ্যতে ॥ ৫৬

অর্থ—তৎ দৃশ্যং বোধেন নিষ্পৃষ্টং (সৎ চিদাকারতাং গতম্। যত্র যত্র এব পশ্যামি তত্র (তত্রঃ এব) স্বং রূপং দৃশ্যতে ।

(অবিজ্ঞানিস্থিত ক্লারাগারের চাবি দেওয়ালে যে জাগতপদার্থের দৃশ্য দেখিতাম), সেই দৃশ্য, বোধ (রূপ প্রস্তর) দ্বারা, আমি একুপে ঘুমিয়া-
দিয়াছি, যে তাহা (ভ্রূপণক চিকণ হইয়া), চৈতন্যরূপ ধারণ করিয়াছে।
এখন আমি যেখানে যেখানেই দৃষ্টিপাত করি, সেখানেই সেখানেই নিজের
চৈতন্যময় রূপকেই দেখিতে পাই।

• সর্বত্রই কেবলমাত্র আত্মস্বরূপের ক্ষুরণ হওয়াতে, জগৎপদার্থের ক্ষুরণ, অক্ষুরণরূপ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং কোন অবস্থাতেই নিজ্রালীতার ব্যাঘাত হয় না।

আচ্ছা, আপনাতে ত' পূর্বের ত্বায় ব্যবহার বিद्यমান রাহিয়াছে। তাহা হইলে, আপনার নিকট জগৎ নাই, ইহা কি প্রকারে সম্ভবে?

উত্তর—আমি অন্তঃ ব্রহ্মাণ্ড গিলিয়া ফেলিয়াছি, তুমি একটি ব্রহ্মাণ্ডের
'কথা কি বলিতেছ ?

যদেকোপি জনো গীর্ণঃ স্তবন্ত্যজগরং জনাঃ ।

মাং ন স্তবন্তি কিং যেন গীর্ণা ব্রহ্মাণ্ডকোটয়ঃ ॥ ৫৭

অন্থয়—যৎ (যেন) অজগরং) একঃ অপি জনঃ গীর্ণঃ, তং অজগরং
জনাঃ স্তবন্তি ; যেন (ময়) ব্রহ্মাণ্ডকোটয়ঃ গীর্ণাঃ, তং মাং কিং ন স্তবন্তি ?

যে অজগর সর্প একটি মাত্র মনুষ্য গিলিয়া ফেলে, লোকে তাহার
স্তব করিতে থাকে, দেবতাবৃত্তিতে পূজা করে । আমি কোটি ব্রহ্মাণ্ড
গিলিয়া ফেলিয়াছি, (যেহেতু আমি ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াছি), লোকে আমার
স্তব করে না কেন ?

আপনাকে আমাদেরই ত্রায় দেহত্রয়পরিচ্ছিন্ন জীবের মত
দেখাইতেছে । আপনি কি প্রকারে বলিতেছেন, 'আমি অপরিচ্ছিন্ন
ব্রহ্ম' ? উত্তর—

মধ্যসূয়া ন কর্তব্য্য বহু জন্য়ামি যত্থাপি ।

ব্রহ্মাস্ম্যতি বদাম্যেব শ্রুতির্মাং নাভ্যসূয়তি ॥ ৫৮

অন্থয়—যত্থাপি (অহং) বহু জন্য়ামি, (তথাপি) শ্রুতিঃ মাং ন
অভ্যাসূয়তি, (ততঃ) ব্রহ্মাস্মি ইতি বদামি এব, (অতঃ) ময়ি অসূয়া ন
কর্তব্য্য ।

যদিও, আমি জনসাধারণের বিচারে, 'আমি ব্রহ্ম' এত বড় কথা
বলিতেছি, তথাপি শ্রুতি আমার ঈর্ষ্যা করেন না, (কারণ আমার কথাটা
অপ্রামাণিক নহে) । সেই হেতু আমি, 'আমি ব্রহ্ম' এইরূপ বলি বটে । এই
কারণে (আমি, ব্রহ্মরূপে, তোমার, আমার, সকলেরই আত্মা বলিয়া, এবং
কেহ আপনাকে আপনি ঈর্ষ্যা করে না বলিয়া) তোমারও আমার প্রতি

৩১। জ্ঞানগ্ৰন্থাতরঙ্গোনাশিতিকম্ ।] বোধসারঃ ।

৫২১

ঈর্ষ্যা করা উচিত নহে। প্রতির প্রমাণও আমার নিজের অনুভব,
আমার কথার সমর্থন করে।

সিংহাসনং সমাধিস্থে বেদান্তাঃ মম বন্দিনঃ ।

মারিতো মোহনামারি মম রাজ্যমকণ্টকম্ ॥ ৫১

অর্থ—সমাধিঃ মে সিংহাসনম্ ; বেদান্তাঃ মম বন্দিনঃ ; মোহনামা
রিঃ ময়া মারিতঃ ; ইদানীং মে রাজ্যং অকণ্টকং (ভবতি) ।

সর্বদা 'আত্মস্বরূপ' নির্বিকল্প . সমাধিই আমার সিংহাসন ;
'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বেদান্তবাক্য আমার স্তুতি গায়ক ; আমি মোহনামক
শত্রুকে বধ করিয়াছি ; এক্ষণে আমার আত্মরাজ্য নিঃশত্রু হইয়াছে।

আপনারই এই স্বারাজ্যপ্রাপ্তি হইয়াছে, কেন অস্ত্রের হয় নাই ?
উত্তর—

দৃষ্টং চিদম্বরং নাম বিস্তৌর্ণমম্বরম্ ।

ইদং জড়াম্বরং শূন্যমত্যন্তং যদপেক্ষয়া ॥ ৬০

অর্থ—ময়া চিদম্বরং নাম বিস্তৌর্ণম্ অম্বরং দৃষ্টং, যদপেক্ষয়া, ইদং শূন্যং
জড়াম্বরং অত্যন্তং (ভবতি) ।

দেশক্যাদি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন চিদ্রূপ . যে আকাশ
জ্ঞানিগণের মধ্যে 'চিদম্বর' বলিয়া প্রসিদ্ধ, আমি সেই আকাশ দেখিয়াছি ;
যাঁহার তুলনায়, এই পৃথিবীত মধ্য পরিগণিত, অসঙ্গ, জড় আকাশ, অতি
অল্প । (ইহার দ্বারা চিদম্বরের পরিমাণ অনুমেয় ।)

আপনারই এই চিদ্রূপদর্শন ঘটিল, অস্ত্রের ঘটনা কেন ?
উত্তর—তাঁহার প্রতি প্রেম ঠাকা চাই।

ইষ্টময়ঃ ক্ষুধার্তস্য রূপণস্য ধনং প্রিয়ম্ ।

তৃষিতস্য জলং তৃফৎ চৈতন্যং মম বল্লভম্ ॥ ৬১

অর্থ—ক্ষুধার্তস্য অন্নম্, ইষ্টম্ ; রূপণস্য ধনং প্রিয়ম্ ; তৃষিতস্য জলম্, ইষ্টম্ ; মম তু চৈতন্যং বল্লভম্ ।

ক্ষুধার্তের নিকট অন্ন অতি প্রিয় বস্তু ; রূপণের নিকট ধন সেইরূপ ; তৃষার্তের নিকট জল সেইরূপ ; কিন্তু আমার নিকট চৈতন্যই পরম প্রিয় বস্তু । (চিন্মাত্রস্বরূপ আত্মার আমার প্রেম আছে বলিয়া, আমার চিদম্বরদর্শন ঘটয়াছে ।)

ভাল, আপনাতে এত অহঙ্কার থাকিতেও, আপনার চিদাকাশদর্শন ঘটিল ; অস্ত্রের নিহঙ্কার থাকলে, সেইরূপ চিদাকাশ দর্শন ঘটেনা কেন ?
উত্তর—

রসায়নপ্রসঙ্গেন গতং তাত্ত্বমতাত্ত্বম্ ।

তথাস্মাকমহঙ্কারে নিরহঙ্কারতাং গতঃ ॥ ৬২

অর্থ—রসায়নপ্রসঙ্গেন তাত্ত্বম্ অতাত্ত্বম্ গতম্ ; তথা অস্মাকম্ অহঙ্কারঃ নিরহঙ্কারতাং গতঃ । ”

পারদাদি হইতে উৎপন্ন ঔষধবিশেষের সংযোগে, তামা সোনার পরিণত হয় । ‘সেইরূপ আমার (তত্ত্বজ্ঞের) অহঙ্কার (দেহ, বুদ্ধি প্রভৃতিতে, আমি-বুদ্ধি) ব্রহ্মাহঙ্কারে পরিণত হইয়াছে । (তাক্ষী ব্রহ্মাহঙ্কার বলিয়া অহঙ্কার মধ্যে পরিগণিতই হয় না) ”

ভাল, আপনি বলিতেছেন—‘আমি হইতেছি ব্রহ্ম’ ; অতএব আমি কি প্রকারে বিশ্বাস করিব, আপনাতে অহঙ্কার নাই ? উত্তর—অজ্ঞানাবস্থায় অহঙ্কারই বাধক, হইয়া রিপূর ত্রায় আচরণ করে । এক্ষণে দ্বিচার দ্বারা

তাহা দূরীকৃত হওয়াতে, তাহার বাধকতা নাই, পরন্তু জ্ঞানাবস্থার এ অহঙ্কার, ব্রহ্মাকাশে পরিণত হওয়াতে, সুখকর ভিন্ন অণু কিছুই নহে ।

পূর্ব্বমাসীদহঙ্কারো মম দুঃখস্য কারণম্ ।

রিপুরীত্বমুতো দৃষ্টঃ পরমানন্দকারণম্ ॥ ৬৩

অর্থ—পূর্ব্বম্ অহঙ্কারঃ মম দুঃখস্য কারণম্ আসীৎ । (অতঃ রিপুঃ আনীৎ) । অণু সঃ রিপুঃ হতঃ দৃষ্টঃ, অতঃ সঃ পরমানন্দকারণং (ভবতি) ।

অজ্ঞানাবস্থায়, অহঙ্কার আমার দুঃখের কারণ ছিল, সুতরাং শত্রু ছিল; এক্ষণে সেই শত্রুকে মৃত দেখিতেছি। সুতরাং সে এখন নিরতিশয় আনন্দের কারণ হইয়াছে। (বিচার দ্বারা সেই অহঙ্কার বাধিত অর্থাৎ অকিঞ্চিংকর বলিয়া সিদ্ধ হওয়াতে, মোক্ষদৃষ্টিতে তাহা থাকিলেও, চিদাকাশদর্শনের ব্যাঘাত ঘটায় না।)

আচ্ছা, পরমানন্দপ্রাপ্তিতে মহত্ত্বটা কি আছে? উত্তর—

ভোগেপ্সূনাং সভামধ্যে ভোক্তা কান্তো যথা যুবা ।

মুমুক্শুণাং তথা মধ্যে রাজতে পরমার্থবিৎ ॥ ৬৪

অর্থ—ভোগেপ্সূনাং সভামধ্যে ভোক্তা কান্তঃ যুবা যথা (শোভতে) মুমুক্শুণাং মধ্যে পরমার্থবিৎ তথা রাজতে ।

ভোগলোলুপ মনুষ্যগণের সভায়, বহুব্রীহ্মোগী হৃদয়ের যুবা পুরুষ যেমন শোভা পায়, মোক্ষোচ্ছৃঙ্খলের সভামধ্যে তত্ত্বজ্ঞ (যিনি জীবব্রহ্মের ঐক্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন), সেইরূপ শোভা পান। (অজ্ঞানীর দৃষ্টিতে তত্ত্বজ্ঞের শ্রেষ্ঠতা প্রতীত না হইলেও, মুমুক্শুর দৃষ্টিতে তাহা প্রতীত হয়।)

সাধারণ লোকের ত্রায় জ্ঞানীও যৎন ব্যবহারে লিপ্ত হন, তখন কি প্রকারে তাহার আত্মস্বার্থের প্রতীতি সর্বদা বিজ্ঞমান থাকিতে পারে? উত্তর—

গৃহকার্য্যপ্রসক্তাপি ভুক্তভোগেব কামিনী ।

মনসৈব মনো নুনমানন্দয়তি যোগবিৎ ॥ ৬৫

অর্থ—গৃহকার্য্যপ্রসক্তা অপি ভুক্তভোগা কামিনী ইব যোগবিৎ
নুনম্ মনসা এব মনঃ আনন্দয়তি ।

যে নারী পূরপুরুষজন্মের আশ্বাদন পাইয়াছে, সে গৃহকার্য্যে অত্যন্ত
নিরতা দৃষ্ট হইলেও, যেমন সেই ভোগস্বত্ব স্বরণ করিয়া গৃহকার্য্যকরিত
খেদ দ্বারা আপনার মনকে অম্পৃষ্ট রাখে, সেইরূপ যিনি জীবত্ৰৈলোক্য
অভুভব করিয়াছেন, তিনি লোকদৃষ্টিতে বিষয়ভোগনিরত হইলেও
ব্রহ্মস্বভাবভুভব স্বরণ করিয়া, শরীরব্যবহার ও গৃহব্যবহারজনিত খেদ
দ্বারা আপনার মনকে অম্পৃষ্ট রাখেন ।

জ্ঞানী লোকদৃষ্টিতে ব্যবহারনিপু হইলেও, ব্রহ্মস্বত্বের স্মরণকে সর্বদা
অবগীত রাখিতে পারেন ।

আচ্ছা, জ্ঞানীর ব্রহ্মানন্দ যদি সর্বদাই লোকপ্রতীতির অগোচর
থাকে, তবে কি প্রকারে বুঝা বাইবে, সেইরূপ একটা বস্তু আছে ?
উত্তর—সেই ব্রহ্মানন্দ একেবারে লোক প্রতীতির অগোচর নহে । কখন
কখন গ্রামালোকেও তাহার আভাস পায় ।

মুনিমানন্দিৎ দৃষ্ট৷ গ্রামীণো বক্ত্ত তং মুহঃ ।

৷ ত্বয়া যন্তুনিধিঃ প্রাপ্তস্তং প্রদর্শয়াম্যপি ॥ ৬৬

অর্থ—গ্রামীণঃ মুনিম্ আনন্দিতং দৃষ্ট৷ তং মুহঃ বক্ত্ত, ত্বয়া যঃ তু
নিধিঃ প্রাপ্তঃ তং মাম্ আপ প্রদর্শয় ।

গ্রামবাসী (স্থলবৃত্তি) লোকে মুনিকে আনন্দিত দেখিয়া, তাঁহাকে
বারবার বলে—আপনি কি অলৌকিক নিধি পাইয়াছেন, বাহা পাইয়া

আপনি (সকল ভোগবর্জিত হইয়াও) পরমানন্দে রহিয়াছেন, তাহা আমাকেও দেখান । (আমি সংসারের দুঃখে, অভাবে, জর্জর ।)

সেই আনন্দের অস্পষ্ট আভাস না পাইলে, তাহাদের একরূপ প্রার্থনা নিরর্থক হইত ।

মুনি তাহাদের দুঃখে কাতর হইয়া বুঝাইতেছেন—গুরুকৃপা বিনা সেই নিধি (ব্রহ্মানন্দ) পাওয়া যায় না ।

বঞ্চকৈর্বিষয়ৈস্তাত রদ কে কে ন বঞ্চিতাঃ ।

গুরুভিঃ পুরুষব্যায়ৈ নুনমেতেহপি বঞ্চিতাঃ ॥ ৬৭

অর্থ—হে তাত, বঞ্চকৈঃ বিষয়ৈঃ কে কে ন বঞ্চিতাঃ (তৎ) বদ, নুনং এতে অপি পুরুষব্যায়ৈঃ গুরুভিঃ বঞ্চিতাঃ ।

হে পুত্র, ক্রপণসাদি বিষয়, তদাসক্ত পুরুষের বিচারবুদ্ধির বিলোপ করিয়া, তাহাকে প্রতারণা করিয়া থাকে ; তাহাদের হাতে, কে কে না প্রতারিত হইয়াছে ? (ব্রহ্মাদি সকল জীবই ।) কিন্তু বিচারশীল বৈরাগ্য-বীর গুরুগণ (হিতোপদেশগণ) তাহাদিগকেও প্রতারণা করিয়াছেন । (তাহারাই শরণাগতের সর্বত্রঃখনিবারণে সমর্থ ।)

ভাল, গুরুদেব, আমি প্রপঞ্চবর্জনপূর্বক মুমুকু হইয়া, গুরুদেবের শরণাগত হইলে, আমার আত্মীয়স্বজন যখন উপদ্রব আরম্ভ করিবে, তখন তাহারা উপায় কি ? উত্তর—

শীর্ষে ঘটসহস্রান্তঃ পাতয়ন্তু জড়াজনাঃ ।

মৌনমেবালিন্ধেত শিবলিঙ্গমিবাত্মবিৎ ॥ ৬৮

অর্থ—জড়াজনাঃ শীর্ষে ঘটসহস্রান্তঃ পাতয়ন্তু, আত্মবিৎ শিবলিঙ্গম্ ইব মৌনম্ এব অবলম্বেত ।

যেমন মৃত লোকে শিবলিঙ্গের মস্তকে সহস্র সহস্র কলস জল ঢালিলে, তিনি তাহা নিবারণ করেন না, বা তাহাতে অসহিষ্ণু হন না, সেইরূপ আত্মীয়স্বজন তদ্রূপ উপদ্রব করিলে, আত্মজ্ঞানী আপনাকে দেহত্বের অতীত জানিয়া মনোলয়রূপ ব্রহ্মভাবই অবলম্বন করিবেন ; তাহাদের উপদ্রব প্রত্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হইবেন না ।

আচ্ছা, গুরু ত' অনেক প্রকারের আছেন ; তন্মধ্যে কি প্রকার গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করা কর্তব্য ? উত্তর—

সবিচারাস্ত গুরবো বিরক্তা গুরুসন্তমাঃ ।

বিচারেপি বিরক্তা বে গুরুণাং গুরবো হি তে ॥ ৬৯

অর্থ—(লোকপ্রসিদ্ধগুরু মধ্যে) সবিচারাঃ তু গুরবঃ ; (সবিচারাঃ তথা) বিরক্তাঃ, গুরুসন্তমাঃ ; যে বিচারে অপি বিরক্তাঃ, তে হি গুরুণাং গুরবঃ ।

যে সকল লোকপ্রসিদ্ধ গুরু আছেন, তাঁহাদের মধ্যে যাহারা আত্মনাত্ম বিচারপরায়ণ, তাঁহারা ই উৎকৃষ্ট গুরু । যাহারা সেইরূপ বিচারপরায়ণ ও বৈরাগ্যবান, তাঁহারা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । আবার যাহারা বিচার-বৈরাগ্যের ফল ব্রহ্মানন্দ পাইয়া, বিচারে, এমন কি, প্রয়োজন না থাকাতে বৈরাগ্যাত্ম্যসেও, উদাসীন হইয়াছেন, তাঁহারা, গুরুদিগেরও গুরু—অতিশয় পূজ্য । সেইহেতু মুমুক্শুগণ অতি আদরের সহিত তাঁহাদের সেবা করিবেন ।

আচ্ছা, রূপরসাদি বিষয়সমূহ ত' দৃষ্টিগোচর হয় । ব্রহ্মসুখ অদৃশ্য । তাহা হইলে ব্রহ্মসুখের বাসনার বিষয়সুখ ত্যাগ ত' অতি দুষ্কর । উত্তর—

দুস্ত্যক্তাধিষয়ান্ মুঢ়া জিজ্ঞাসুরপি মুঞ্চতি ।

বিদাং তদ্রাগদেবস্য ত্যাগে কিমিব দুষ্করম্ ॥ ৭০

অবয়—মূঢ়ঃ, অপি জিজ্ঞাসুঃ, দৃষ্টান্তান্ বিষয়ান্ মুঞ্চতি, তৎ (তস্মাৎ)
বিদ্যাং রাগদোষেন্ত ত্যাগে হ্রস্বং কিম্ ইব ?

রূপরসাদি বিষয়ের ভোগ, যাহা পরিত্যাগ করা অতি কঠিন, তাহা
মূর্থলোকেও (যেহেতু বশতঃ) পরিত্যাগ করিয়া থাকে । জিজ্ঞাসু যুমুক্ষু,
যে জ্ঞানী নহে, সেও, জ্ঞানপাতের ইচ্ছায়, ধনাদি বস্তু পরিত্যাগ করে ।
সেইহেতু যিনি জ্ঞানী তাঁহার পক্ষে বিষয়সক্তি দোষপরিত্যাগে হ্রস্ব
কি আছে ? জ্ঞানীর পক্ষে তাহা আদৌ হ্রস্ব নহে ।

জ্ঞানীকেও ত' বাধ্য হইয়া সাংসারিক বাস্তব নিযুক্ত হইতে হয় ।
তাহাতে ত' ঐকান্ত্যবানুদানেন বাধ্যত হইতে পারে ? উত্তর—

জায়েত ক্লাতবেধানামপি সাংসারিকী কথা ।

জাগরে সমনুপ্রাপ্তে যথা স্বপ্নমথা নৃণাম্ ॥ ৭১

অবয়—জাগরে সমনুপ্রাপ্তে নৃণাম্ স্বপ্নকথা (যথা তথ্য), জাত-
বোধানাম্ অপি সাংসারিকী কথা তথা জয়েত ।

নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিলে, স্বপ্নেও কথা যেরূপ লোকের জাগ্রৎ
কালীন অনুভবের ব্যাখ্যাত ঘটায় না, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞিগেও সাংসারিক
কথা আনুদানেন বাধ্যত ঘটায় নী । তাহারা সাংসারিক কথাকে
স্বপ্নকথার তায় মিথ্যা বলিয়া বুঝেন বলিয়া, তাহা তাঁহাদের বিক্ষেপের
কারণ হয় না ।

তুরীয়াঙ্কস্থায় দৃশ্যপ্রপঞ্চের অনুভব আদৌ থাকে না । অস্বপ্ন-
অবস্থাতেও ত' সেইরূপ । তবে তত্ত্বজ্ঞের মধ্যে ভেদ স্বীকার করা
হয় কেন ? উত্তর—

মোহেন বিশ্বতে দৃশ্যে অস্বপ্নেন্দ্রিয়তে ।

বোধেন বিশ্বতে দৃশ্যে তুরীয়মকশ্যতে ॥ ৭২

অথ—মোহেন দৃশ্তে বিন্দুতে (সতি) সূর্যপ্তঃ অনুভূয়তে, মোহেন দৃশ্তে বিন্দুতে (সতি) তুরীয়ে অবশিষ্টতে ।

জীব যখন স্বরূপের অজ্ঞানবশতঃ দৃশ্যপ্রপঞ্চ ভুলিয়া যায়, তখন তাহার সেই অবস্থাকে সূর্যপ্ত বলে ; আর যখন, আপনাত্মক সহিত ব্রহ্মের একতা এবং দৃশ্যপ্রপঞ্চের অসত্যতা জানিয়া, দৃশ্যপ্রপঞ্চ বিন্যস্ত হয়, তখন তুরীয়া অর্থাৎ (আপনা হইতে অভিন্ন ব্রহ্মই) অবশিষ্ট থাকেন । অতএব মোহ ও বোধই, তত্ত্বজ্ঞানের পরস্পর ভেদের কারণ ।

এক্ষণে, জগৎ ও সূর্য্যের প্রকাশ্যপ্রকাশক সম্বন্ধ ধরিয়া, জগৎ ও আত্মার সম্বন্ধ বুঝাইতেছেন—

দৃশ্যং চেৎস্যাদ্রবিন্ স্যাস্তম একং তদা কিল ।

রুচিস্তেৎস্যাজ্জগচ্চ স্যাধ্যাবহারস্তদা কিল ॥ ৭৩

অথ—চেৎ দৃশ্যং স্যাৎ রবিঃ ন স্তাৎ, তদা একং তমঃ কিল (অনুভূয়তে) ; (যদি) চ চেৎ রবিঃ স্তাৎ, জগৎ চ স্তাৎ, তদা ব্যবহারঃ কিল (অনুভূয়তে) ।

যখন এই দৃশ্যমান জগৎ থাকে, কিন্তু সূর্য্য থাকে না, তখন কেবল অন্ধকারই দেখা যায়, তদ্বিবয়ে সন্দেহ নাই । যখন সূর্য্যও থাকে এবং জগৎও থাকে, তখন যাবতীয় সংসারব্যবহার চলে ।

রবিরস্তি হগল্প স্যাভ্জ্যোতিরেকং তদা কিল ।

ইতি লোকস্থিতিঃ পুত্র পরমাথগতিং শৃণু ॥ ৭৪

অথ—(চেৎ) রবিঃ স্তি, জগৎ ন স্তাৎ, তদা একং জ্যোতিঃ কিল (নিশ্চয়েন) (অনুভূয়তে) । ইতি লোকস্থিতিঃ, হে পুত্র, পরমাথগতিং শৃণু ।

আবার যদি সূর্য্য থাকে (কিন্তু) জগৎ না থাকে, তখন কেবলমাত্র তেজোরূপ সূর্য্যই অমৃতভূত হয়, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহা হইল, দৃশ্যপ্রপঞ্চের ব্যবস্থা। হে পুত্র, পরমার্থিক ব্যবস্থাও সেইরূপ, অর্থাৎ সাক্ষিচৈতন্য ও তাহার সাক্ষ্য জগতের সম্বন্ধ, সূর্য্যজগতের তুলনায় বুঝা যাইবে। এখন তাহাই বুঝাইতেছি, শ্রবণ কর।

নিত্যো হি রবিরস্মাকং তস্য নাশো ন বিজ্ঞতে।

তমোভূতেহপি সূকলে তমঃসাক্ষী সদব্যয়ঃ ॥ ৭৫

অর্থ—অস্মাকং রবিঃ হি নিত্যঃ, তস্য নাশঃ ন বিজ্ঞতে, সূকলে তমোভূতে অপি, তমঃসাক্ষী সদব্যয়ঃ।

আমাদের (জ্ঞানীদিগের) সূর্য্য অর্থাৎ সূর্য্যাদি সমস্ত জগতের প্রকাশক, তিনকালেই একরূপ, ইহা বেদান্তমতে প্রসিদ্ধ। কোন কালেই তাহার অভাব নাই। সমস্ত জগৎ তমোরূপ প্রকৃতিতে নীন হইলেও, সেই প্রকৃতির সাক্ষীরূপে যিনি থাকেন, তিনি সজ্জপ ও অপরিণামী, অর্থাৎ অপরিণামী বলিয়া সজ্জপ এবং সজ্জপ বলিয়া অপরিণামী। ভাবার্থঃ—চিৎসূর্য্যের নাশ নাই বলিয়া চিৎসূর্য্য নিত্য। (লৌকিক সূর্য্য অনিত্য)।

উক্ত দৃষ্টান্তপ্রয়োগে পরমার্থগতি এই প্রকারে বুঝিতে হইবে—

ক্লীবরস্তি জগন্নাস্তি সমাধানবতো মুনেঃ।

অনেন হেতুনা সাধো জ্যোতিরেকং তদাৰ্ণকলনং ॥ ৭৬

অর্থ—সমাধানকর্তা মুনেঃ রবিঃ অস্তি জগৎ নাস্তি; হে সাধো, অনেন হেতুনা তদা একং জ্যোতিঃ কিল (অস্তি)।

সমাধিপ্রবিষ্ট জ্ঞানীর চিৎসূর্য্য, সমাধির দীক্ষারূপে প্রকাশমান

থাকেন, কিন্তু তাঁহার নিকট জগৎপ্রপঞ্চ থাকে না । হে সাধো, এই কারণে সেই সমাধির অবস্থায় কেবলমাত্র অদ্বিতীয় আত্মচৈতন্যই থাকিয়া যায় ।

রবিরস্তি জগন্নাস্তি ব্যবহারাবলোকিনঃ ।

রবিনাস্তি জগন্নাস্তি তম একং তদা কিল ॥ ৭৭

অর্থ—ব্যবহারাবলোকিনঃ রবিঃ অস্তি, জগৎ চ অস্তি ; (যদা তু) রবিঃ নাস্তি, জগৎ নাস্তি, তদা একং তমঃ কিল (অস্তি) ।

(জ্ঞানী হউন বা অজ্ঞানী হউন) আগ্রদবস্থায় থাকিলে, তাঁহার নিকট চিৎসূর্য্য (আগ্রদবস্থার সাক্ষীরূপে) প্রকাশমান থাকেন এবং বিশ্বপ্রপঞ্চও বিদ্যমান থাকে । কিন্তু (স্মৃষ্টিকালে, জ্ঞানী ও অজ্ঞানী উভয়ের নিকট) চিৎসূর্য্য নাই এবং বিশ্বপ্রপঞ্চও নাই (বিশ্বপ্রপঞ্চ অজ্ঞানে লীন থাকে বলিয়া, নাই) । তখন কেবলমাত্র অজ্ঞানই থাকিয়া যায় ।

সমাধিতে যদি আত্মার প্রকাশ থাকে, তবে তাহা আগ্রদবস্থার আত্ম-প্রকাশের জ্ঞান প্রতীত হয় না কেন ? ”

প্রকাশ্যাপগমেপুত্রপ্রকাশঃ কিং প্রকাশয়েৎ ।

প্রকাশ্যবিনাশেহপি প্রকাশত্বমর্থগুণতম্ ॥ ৭৮

অর্থ—হে পুত্র, প্রকাশ্যাপগমে প্রকাশঃ কিং প্রকাশয়েৎ ? প্রকাশ্যবিনাশে অপি প্রকাশত্বমর্থগুণতম্ ভবতি ।

হে পুত্র, যখন প্রকাশ করিবার যোগ্য (জগৎপ্রপঞ্চাদি) কিছুই না রহিল, তখন চেতনারূপ চিৎসূর্য্য কাহাকে প্রকাশ করিবে ? (শঙ্ক—
আচ্ছা, সমাধিতে আত্মপ্রকাশ বিদ্যমান থাকিলেও, যে তাহা আগ্রদবস্থার

আত্মপ্রকাশের জ্ঞান প্রতীত হয় না, উহাই কি তাহার কারণ? অথবা আত্মপ্রকাশ আদৌ থাকে না? যখন উভয়ই সম্ভবপর, তখন কিসের দ্বারা ইহার নির্ণয় হইবে? উত্তর—সেই অবস্থায় আত্মপ্রকাশ না থাকিলে, তখন যে জগৎপ্রপঞ্চের বিলোপ ঘটে, তাহা কি প্রকারে জানা যায়? অর্থাৎ সেই বিলোপের প্রকাশক কে হইবে? এই হেতু স্বীকার করিতে হয়, প্রকাশ করিবার যোগ্য বস্তু না থাকিলেও, আত্মপ্রকাশ থাকে। এই কথাই বলিতেছেন যু—চৈতন্তের দ্বারা প্রকাশ্য জগদ্ভাব বিনষ্ট হইলেও, শুদ্ধ চৈতন্ত অবিনাশী থাকিয়া যায়। ইহা স্বীকার না করিলে জগৎপ্রপঞ্চের বিনাশ বোধগম্য না হওয়াই, অবশ্য স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু তাহা ত' প্রত্যাহই হয়।

এক্ষণে জগৎপ্রপঞ্চের অন্তর্গত সূর্য্য এবং আত্মসূর্য্যের প্রভেদ দেখাইতেছেন :—

আয়াতু যাতু বা ভানোঃ প্রাকাশং নিজহেতুভিঃ।

ন মম স্বপ্রকাশস্য কিঞ্চিদায়াতি গচ্ছতি ॥৭৯

অর্থ—ভানোঃ প্রাকাশং নিজহেতুভিঃ আয়াতু বা যাতু, স্বপ্রকাশস্য মম কিঞ্চিৎ ন আয়াতি. গচ্ছতি।

• সূর্য্যের প্রকাশরূপতা, জগৎপ্রকাশন শক্তি এবং প্রকাশ করিবার যোগ্য বস্তু—জগৎ, এইগুলি সূর্য্যের নিজের কর্ম, উপাসনা প্রভৃতি কারণবশতঃ, অর্জিত বা বিনষ্ট হইতে পারে, যেহেতু তাহারা কৃশ্মনিপাত —অনিত্য; কিন্তু সূর্য্যপ্রকাশ আমার—আত্মসূর্য্যের, প্রকাশরূপতা, জগৎ-প্রকাশকতা এবং প্রকাশ্য বস্তু—জগৎ, এইগুলির অর্জন বা বিনাশ কিছুই নাই, কেননা আত্মসূর্য্যের প্রকাশ নিত্য এবং প্রকাশনশক্তির ও জগতের

সত্ত্বা, আত্মসত্ত্বা হইতে পৃথক্ নহে; সেইহেতু তাহারা আত্মস্বর্গ্যোঃ, উৎপন্ন
বা বিনষ্ট হয় না ॥ ইহাই উভয়ের মধ্যে প্রভেদ ।

৬২। মনোমহিমা ।

বন্ধন ও মোক্ষ মনেই প্রতীত হয় । এতদ্ব্যতীত মনেই অবস্থিত,
ইহা বিচারদ্বারা উপলব্ধ করিতে পারিলে, নিত্যমুক্ত আত্মার স্বরূপ
প্রকটিত হয় ।

কিং বন্ধমসি মুক্তং বা মনঃ পৃচ্ছ মহামুনে ।

যদি বন্ধমিতি ক্রয়াত্ত্বং বন্ধোহস্ত্যসংশয়ঃ ॥ ১

অর্থ—(হে) মহামুনে, (ত্বং) মনঃ পৃচ্ছ, (হে মনঃ ত্বং) কিং বন্ধম্
অসি বা মুক্তম্ (অসি ইতি); যদি (তৎ) ক্রয়াৎ (অহং) বন্ধম্ ইতি,
তহি (ত্বং) বন্ধঃ (অসি) (অত্র) অসংশয়ঃ ।

হে মহাবিবেকিন, তুমি (আপনার) মনকে জিজ্ঞাসা কর, ‘হে মন-
তুমি কি বন্ধ, না মুক্ত?’ যদি সেই মন বলে, ‘আমি বন্ধ,’ তবে তুমি
বন্ধ, ইহাতে সন্দেহ নাই ।

কিঞ্চিমুক্তমিতি ক্রয়াৎ কিঞ্চিমুক্তোহসি মোহতঃ ।

যদি মুক্তমিতি ক্রয়াত্ত্বং মুক্তোহসি মোহতঃ ॥ ২

অর্থ—(যদি তৎ) ক্রয়াৎ অহং কিঞ্চিং মুক্তং (অস্মি) ইতি, (তহি)
ত্বং মোহতঃ কিঞ্চিং মুক্তঃ অসি । যদি (অহং) মুক্তম্ ইতি ক্রয়াৎ, তহি
মোহতঃ মুক্তঃ অসি ।

যদি সেই মন বলে ‘আমি কিঞ্চিং মুক্ত’ অর্থাৎ বাহ্যবৈরাগ্য প্রভৃতি
কারণবশতঃ কোনও সংসারদ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত হইয়াছি, তবে তুমি

অজ্ঞান হইতে কক্ষিৎ মুক্ত হইয়াছ । আর যদি বলে, 'আমি মোক্ষপ্রাপ্ত হইয়াছি', তবে তুমি অজ্ঞান হইতে মুক্ত হইয়াছ ।

বন্ধন মনসা বন্ধো মুক্তো মুক্তেন চেতসা ।

ন বন্ধো ন চ মুক্তোহয়মিতি বেদান্তনির্ণয়ঃ ॥ ৩

অর্থ—(অয়ং) বন্ধনং মনসা বন্ধঃ (ভবতি), মুক্তেন চেতসা মুক্তঃ (ইতি অনুভূয়তে, বস্তুতঃ তু), অয়ং ন বন্ধঃ, ন চ মুক্তঃ, ইতি বেদান্তনির্ণয়ঃ ।

এই (প্রত্যক্ষ অনুভূয়মান) আত্মা, বিষয়াসক্ত মনদ্বারাই বন্ধ হন, এবং বিষয়বিরক্ত মনদ্বারাই মোক্ষ প্রাপ্ত হন । বস্তুতঃ কিন্তু আত্মা বন্ধও নহেন, মুক্তও নহেন । ইহাই উপনিষৎসমূহের সিদ্ধান্ত (যথা ব্রহ্মবিন্দু উপনিষদে ১০ম মন্ত্র) । তাহার যুক্তি এই, 'আত্মসত্তা ও মনের সত্তা এক প্রকার নহে ; সেই হেতু মন ও মনঃকৃত বন্ধমোক্ষ, আত্মায় নাই ।

ক্ষুরন্তি মহিমানো যে যত্র যত্র জগত্ত্রয়ে ।

তে সর্বৈব মনসো ধর্ম্মা মনো হি মহিমাশ্রয়ম্ ॥ ৪

অর্থ—জগত্ত্রয়ে যত্র যত্র যে মহিমানঃ ক্ষুরন্তি, তে সর্বৈব মনসঃ ধর্ম্মাঃ (ভবন্তি), হি (যতঃ) মনঃ মহিমাশ্রয়ম্ (অস্তি) ।

ত্রৈলোকে, ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি যে যে স্থলে, অহিমানদির কথা, পুরাণাদি হইতে প্রকাশ পায়, সে সকলই মনের ধর্ম্ম—মনের গুণ, বলিয়া জানিবে । কারণ, সে সকলই মনঃকল্পিত মাত্র ; যেহেতু মনই মহিমার আশ্রয় । কারণ, সকল মহত্বই মনঃকল্পিত ।

অগিমা মহিমা চৈব লঘিমা গরিমা তথা ।

প্রাপ্তিঃ প্রাকাম্যমীশিত্বং বশিত্বং মনসো গুণাঃ ॥ ৫

অথ—অগ্নিমা, মহিমা, লঘিমা, গরিমা তথা প্রাপ্তিঃ, প্রাকাম্যম্
ঐশিৎ ৮ মনসঃ শুণাঃ এব ।

অগ্নিমাদি আটটি সিদ্ধি মনেরই ধর্ম ।

মনো ধনুর্মনো মৌববী মন এব ধনুর্ধরঃ ।

মনো লক্ষ্যং মনো বেধো মনো বিদ্ধং বিমুক্তয়ে ॥ ৬

অথ—মনঃ ধনুঃ, মনঃ মৌববী, মনঃ ধনুর্ধরঃ এব, মনঃ লক্ষ্যং, মনঃ
বেধঃ, মনো বিদ্ধং বিমুক্তয়ে (ভবতি) ।

মুগ্ধক উপনিষৎ (২।২।৪) বলিতেছেন :—“প্রণবো ধনুঃ শরো
হ্যাত্মা, ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে”

প্রণব ধনু, আত্মা শর, এবং ব্রহ্ম সেই শরের লক্ষ্য । প্রণবের অভ্যাস
দ্বারা সংকৃত আত্মা, আপনার ব্রহ্মরূপতা উপলব্ধি করেন ।

এই রূপকের গূঢ় তাৎপর্য্য অভিব্যক্ত করিবার জন্য গ্রন্থকার
বলিতেছেন, মনই সেই ধনু, মনই ধনুর ছিলা, মনই ধনুর্ধর, মনই
লক্ষ্য, মনই বেধন-ক্রিয়া, মনই বিদ্ধ হইলে বিদেহমুক্তির কারণ হয় ;
কেননা মুক্তি মনোলয়সাপেক্ষ বলিয়া সকল শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে ।
সেইহেতু প্রত্যুক্ত প্রণব ধনু, আত্মা শর ও ব্রহ্ম লক্ষ্য, সকলই মনঃকল্পিত
বলিয়া, মন ভিন্ন, অত্ৰ কিছুই নহে । মনই ব্রহ্মমোক্ষের কারণ ।

মন এব মনুষ্যাণাং কারণং ব্রহ্মমোক্ষয়োঃ ।

ইতোহধিকং তু কিং বাচ্যমদ্বয়ে তু স্থিতং ন তৎ ॥ ৭

অথ—মনঃ এব মনুষ্যাণাং ব্রহ্মমোক্ষয়োঃ কারণম্ । ইতঃ তু
অধিকং কিং বাচ্যং ? তৎ মনঃ তু অদ্বয়ে ন স্থিতম্ ।

মনই জীবের বন্ধন ও মোক্ষের হেতু । এই কারণে, মন হইতে শ্রেষ্ঠ, আর কাহাকে বলা যাইবে । কিন্তু সেই মনের, পরমাত্মায় স্থিতি নাই, অর্থাৎ মনের পারমার্থিক সত্তা নাই, কেননা পরমাত্মা অদ্বয় এবং তাঁহা হইতে মনের পৃথক্ সত্তা নাই ।

৬৩। চিচ্চণ্ডীপশুঘাতনম্ ।

চণ্ডীদেবীর অগ্রে যেমন ছাগাদি পশু বধ করিবার প্রথা আছে, সেই-রূপ, চিদেবীর সমক্ষে মনঃপশুকে বধ করিলেই সিদ্ধিলাভ হয় ।

চিন্তাহঙ্কৃতিবুদ্ধিমানসময়ৈযুক্তং চতুর্ভিঃ পদৈ
শ্চিহ্নাস্তঃ করণং পশুং পরশুনা বোধেন তীক্ষ্ণৈঃ যঃ ।
চিচ্চণ্ডীচরণাশুজার্জনমশুপ্রাপ্তঃ প্রসাদং পরং
কিঞ্চিৎ চরণে লুঠস্তি রতসাত্ত্বাখিলাঃ সিদ্ধয়ঃ ॥

অদ্বয়—চিন্তাহঙ্কৃতিবুদ্ধিমানসময়ৈঃ চতুর্ভিঃ পদৈঃ যুক্তং অস্তকরণং পশুং তীক্ষ্ণেন বোধেন পরশুনা ছিহ্না চিচ্চণ্ডীচরণাশুজার্জনং (কৃষা) যঃ পরং প্রসাদম্ অশুপ্রাপ্তঃ, তস্য চরণে অখিলাঃ সিদ্ধয়ঃ রতসা লুঠস্তি (ইতি অত্র) কিং চিত্রম্ ?

“লোহিতকৃষ্ণকুলা অজা” প্রকৃতির প্রস্থতি বলিয়া ‘অস্তঃকরণ’ ও ‘অজ’ অর্থাৎ অস্ত বা জড় বলিয়া পশুসদৃশ । সেই অস্তঃকরণ পশুর চারিটি পদ ; যথা, (১) চিন্তা—অনুসন্ধান, প্রভুক্তিজ্ঞা, স্মৃতি ও অনুভববৃত্তিবিশিষ্ট অস্তঃকরণভাগ ; (২) অহঙ্কৃতি—অভিমানবৃত্তিবিশিষ্ট অস্তঃকরণভাগ ; (৩) বুদ্ধি—নিশ্চয়বৃত্তিবিশিষ্ট অস্তঃকরণভাগ ; (৪) মানস—সকলবিকল্পবৃত্তি বিশিষ্ট অস্তঃকরণভাগ । সেই পশুকে তীক্ষ্ণ অর্থাৎ অজ্ঞানচ্ছেদনসমর্থ

দৃঢ় জ্ঞানকুঠার দ্বারা বধ করিয়া, যে জ্ঞানী, চিচ্চত্ত্বীর অর্থাৎ চেতনারহিত চিন্মাত্র স্বরূপ আত্মার, চরণকমলদ্বয়ে—আরোপাধিষ্ঠান ও অপবাদাধি-
ষ্ঠানরূপ কল্পিত অংশে, পূজা করিয়া, (জগতের অপবাদ পূর্বক, কেবল
আত্মস্বরূপানুসন্ধান করিবার ফলে) নিরাবরণানন্দরূপ পরমপ্রসাদ
লাভ করিয়াছেন, অগ্নিমাди সকল সিদ্ধি, বেগে (সাধকের অনিচ্ছা
সত্ত্বেও) আসিয়া যে তাঁহার চরণে লুঠিতে থাকে, তাহাতে আর
আশ্চর্য্য কি ?

৬৪ । জীবনুজ্যেষ্ঠাদনী ।

তত্ত্বজ্ঞানলাভের পর, অন্তঃকরণ থাকিলেও প্রারব্ধভোগের অবসানে *
বিদেহমুক্তিলাভ যখন অবশ্য্যভাবী, তখন হঃসম্পাদ্ত মনোনাশ দ্বারা কেবল
দেহনাশ পর্য্যন্ত স্থায়ী, জীবনুজ্যেষ্ঠের জন্ত সাধনপ্রয়াসের প্রয়োজন কি ?
এই আশঙ্কার সমাধান করিয়া জীবনুজ্যেষ্ঠের মাহাত্ম্যপ্রতিপাদনই এই
প্রকরণের উদ্দেশ্য ।

যিনি মনের কবল হইতে আত্মাকে মুক্ত করিতে পারেন, তিনি
স্বয়ং জৈয়র ।

সঙ্কল্পবন্ধঃ সঙ্কল্পাবিমোচ্যাত্মানমাত্মনা ।

আত্মনাঅনি সঙ্কটঃ স্বাত্মারামঃ স্বয়ং হরিঃ ॥ ১

— এখানে বর্তমান ও ভাবী উভয় প্রকার দেহের অভাবকে অর্থাৎ ভাব্যভাবকে
'বিদেহমুক্তি' শব্দদ্বারা বুঝান হইতেছে, কিন্তু বিভারণাধারী কেবল ভাবীদেহের
অভাবকেই বিদেহমুক্তি বলিতে চাহেন, কারণ বর্তমানদেহ প্রারব্ধকর্ম্মরহিত, তাহা
প্রারব্ধকর্ম্মেই বিনষ্ট হইয়া থাকে । জীবনুজ্যেষ্ঠবিবেকের মৎকৃত বঙ্গানুবাদে ১০৫ পৃষ্ঠার
সবিশেষ দ্রষ্টব্য ।

অম্বয়—যঃ সঙ্কল্পবদ্ধং আত্মানং সঙ্কল্পাৎ আত্মনা বিমোচ্য, (তেন এব) আত্মনা আত্মনি সন্তুষ্টঃ (তিষ্ঠতি), আত্মারামঃ সঃ স্বয়ং হরিঃ ভবতি (ইতি জ্ঞাতব্যঃ) ।

যে সাধকশ্রেষ্ঠ, সঙ্কল্পাত্মক মন দ্বারা আবদ্ধ আত্মাকে, সেই সঙ্কল্লাত্মক মন হইতে বিমুক্ত করিয়া, সেই মনের সাক্ষিচৈতন্যরূপে, আত্মতৃপ্ত হইয়া অবস্থান করিতে পারেন, সেই আত্মারাম সাধককে, স্বয়ং হরি বা পরমাত্মা বলিয়াই বুঝিতে হইবে ।

স্বরূপমেব কৈবল্যং সংসারঃ শুদ্ধমূৰ্ত্ততা ।

অতিচিহ্ন গতিঃ পুত্র জীবনুক্তস্তা স্থিতিঃ ॥ ২

অম্বয়—কৈবল্যং স্বরূপম্ এব, সংসারঃ শুদ্ধমূৰ্ত্ততা ; (অক্ং হে) পুত্র জীবনুক্তস্তা স্থিতিঃ (সা) অতি চিহ্না গতিঃ ।

কৈবল্য বা বিদেহতাই আত্মার স্বরূপ ; সংসার বা ভোগের জগৎ শরীরপরিগ্রহ, মূৰ্ত্ততা-ভিন্ন আর কিছুই নহে । • (তদ্ব্যপন্ন পরস্পর বিরুদ্ধ-স্বভাব বলিয়া তদ্ব্যপন্যে একত্রাবস্থান অসম্ভব হইলেও, জীবনুক্তিতে তাহা সম্ভব । এই হেতু) হে বৎস, জীবনুক্তের স্থিতি অতি বিচিহ্ন অবস্থা ।

জীবনুক্তিস্থপ্রাপ্ত্য স্বীকৃতং জন্ম লীলয়া ।

আত্মনা নিত্যমুক্তেন নতু সংসারকাম্যয়া ॥ ৩

অম্বয়—নিত্যমুক্তেন আত্মনা লীলয়া জীবনুক্তিস্থপ্রাপ্ত্য, • জন্ম স্বীকৃতং, ন তু সংসারকাম্যয়া ।

আত্মা নিত্যমুক্ত ; (স্মৃতরাং তাঁহার বিদেহমুক্তিরও ইচ্ছা নাই ।) দেহপরিগ্রহ তাঁহার ক্রীড়াস্বরূপ, (স্মৃতরাং জন্মগ্রহণে তাঁহার কোনও ক্লেশের সম্ভাবনা নাই ।) তিনি যে দেহ পরিগ্রহ করেন, তাহা কেবল

জীবমুক্তিস্থখামুভবের অগ্র, কখনই সংসার ভোগের অগ্র নহে ; কেননা সংসারভোগ হুঃখরূপ ; তাহা কাহারও বাঞ্ছনীয় নহে ।

যদি বল, আত্মার সংসারভোগ ত' দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে, এবং তাহা অবিজ্ঞানিবন্ধন ; তন্নিমিত্ত কোনও কারণে নহে । তবে নিত্যমুক্ত আত্মার অবিজ্ঞানগ্রহণেরই বা প্রয়োজন কি ? উত্তর—

যদি ন স্তাদিবিজ্ঞাধ্যামিদং কপটমাটকম্ ।

কথং লভেত বিশ্বাত্মা জীবমুক্তিমহোৎসবম্ ॥ ৪

অর্থ—যদি অবিজ্ঞাধ্যাং কপটনাটকং ন স্তাৎ, (তাহি) বিশ্বাত্মা কথং জীবমুক্তিমহোৎসবং লভেত ?

যদি অবিজ্ঞা নামক এই অভিনয়ছল, ধারণ না করা হয়, তবে এই জীবাত্মা, যিনি পরমার্থতঃ ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কেহ নহেন তিনি, কি প্রকারে এই জীবমুক্তির মহান হর্ষ, উপভোগ করিতে পারেন ? (অবিজ্ঞানিত হুঃখপ্রতীতি অগ্রে না হইলে, জীবমুক্তিস্থখের উপভোগ সম্ভবপর হয় না) ।

জীবমুক্তিভিন্ন অগ্র কোনও অবস্থায়, বৈতাতৈবতস্থখামুভব সম্ভবপর নহে ।

অদ্বৈতং ন সৃদেহেহস্তি বিদেহে দ্বৈতমস্তি ন ।

জীবমুক্তস্য নাস্ত্যস্য দ্বৈতাতৈবত মহোৎসবম্ । ৫

অর্থ—সদেহে অদ্বৈতং ন অস্তি, বিদেহে দ্বৈতং ন অস্তি, বৈতাতৈবত-মহোৎসবম্ জীবমুক্তস্য (এব ভবতি), ন অস্ত্যস্য ।

দেহ থাকিতে অদ্বৈতকর ব্রহ্মস্থখামুভবের সম্ভাবনা নাই, আবার বিদেহ হইলে, দেহাদিপ্রপঞ্চজনিত অমুভবও নাই । এইরূপ

বিরোধ হেতু, যিনি জীবিত থাকিতেই মোক্ষলাভ করেন, তাঁহারই সাংসারিক সবিস্ময় স্মৃতি এবং কেবল আত্মস্মৃতি, এতদ্ব্যতীত প্রাপ্তিজনিত মহান্ ইষ্টলাভ হয় ; নিতামুক্তের বা বন্ধের তাহা পাইবার সম্ভাবনা নাই ।

সদেহে ন বিদেহত্বং বিদেহে ন সদেহতা ।

সদেহত্বং বিদেহত্বং জীবনশুদ্ধিতে প্রবর্ততে ॥ ৬

অর্থ—সদেহে বিদেহত্বং ন (অস্তি), বিদেহে সদেহতা ন অস্তি, জীবনশুদ্ধি সদেহত্বং বিদেহত্বম্ (উভয়ম্ অপি) প্রবর্ততে ।

যাহার দেহপ্রতীতি আছে, তাঁহার দেহরহিত আত্মপ্রতীতি নাই ; আবার দেহরহিত আত্মার শরীরের প্রতীতিও নাই । যিনি জীবিত থাকিয়া মোক্ষলাভ করিয়াছেন, সেই জীবনশুদ্ধি সদেহতা ও বিদেহতা উভয়ই বিজ্ঞমান । (তিনিই সমাধিস্থ ও সংসারস্থ উভয়ই অনুভব করেন ।)

তাল, সদেহে বিদেহত্বাব কি প্রকারে সম্ভবপর হয় ? উত্তর—

সদেহস্য বিদেহত্বং যদি ন স্যাস্তদা বদ । .

জনকস্য সদেহস্য কথং প্রোক্তা বিদেহতা ॥ ৭

অর্থ—যদি সদেহস্য বিদেহত্বং ন স্যাস্ত, তদা বদ সদেহস্য জনকস্য বিদেহতা কথং প্রোক্তা ?

যিনি লোকদৃষ্টিতে সদেহ বলিয়া বিদিত, এইরূপ লোকের যদি বিদেহতা সম্ভবপর না হয়, তবে বহু মিথিলাধিপতি নিম্নোক্ত জনকৈরু অথবা তৎসংশ্লিষ্ট জনকের বিদেহতা, কেন শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে, (যথা কৃন্দা, উ, ৩।১।১) । এইহেতু দেহ থাকিতেও বিদেহতা সম্ভবপর ।

বিদেহস্য সদেহত্বং যদি ন স্যাস্তদা বদ ।

জনকস্য বিদেহস্য কথং প্রোক্তা বিদেহতা ॥ ৮

অন্বয়—যদি বিদেহস্য স্বেদেহত্বং ন স্যাৎ, তদা বদ বিদেহস্য জনকস্য
কথং স্বেদেহতা প্রোক্তা ।

বিদেহের স্বেদেহতা যদি সম্ভবপর না হয়, তবে বল, বিদেহ জনক
কি প্রকারে স্বেদেহ বলিয়া বর্ণিত হইলেন ।

বিমুক্তিঃ নিশ্চিন্তা শাস্ত্রে জীবন্মুক্তিঃ স্তুনিশ্চিতা ।

জীবন্মুক্তত্বমপ্রাপ্য ন বিদেহবিমুক্ততা ॥ ৯

অন্বয়—শাস্ত্রে বিমুক্তিঃ (যথা) নিশ্চিতা, (তথা এব) জীবন্মুক্তিঃ
স্তুনিশ্চিতা । জীবন্মুক্তত্বম্ অপ্রাপ্য, বিদেহবিমুক্ততা (কন্তুচিং ন
সিধ্যতি) ।

বেদান্ত শাস্ত্রে বিদেহমুক্তি যেরূপ নিঃসন্দেহরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে
জীবন্মুক্তিও সেইরূপ নিঃসন্দেহরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে । (এইহেতু
উভয়েরই প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হইবে । যদি বল, তাহা হইলে
বিদেহমুক্তিই ত' বাঞ্ছনীয়; মনোনাশসম্পাদন দ্বারা বহুয়াসসাধ্য
জীবন্মুক্তি অল্পদিনের জন্ত লইয়া কি হইবে? তবে বলি) জীবন্মুক্তিলাভ
না করিলে (অর্থাৎ প্রাণোপাধিবিশিষ্ট থাকিয়া, সাধক মোক্ষলাভ না
করিলে) কাহারও বিদেহমুক্তি সিদ্ধ হয় না । (এইহেতু যিনি বিদেহ-
মুক্তিলাভের ইচ্ছা করেন, তিনিও জীবন্মুক্তিলাভ করিলে পর, তবে
বিদেহমুক্ত হইবেন) ।

জ্ঞানং বিনা ন কৈবল্যাং ন মৃতো মুক্তিভাগ্ভবেৎ ।

জীবতো জ্ঞানদাত্তঃ স্ত্রাৎ সা জীবন্মুক্তিরক্ষতা ॥ ১০

অন্বয়—জ্ঞানং বিনা ন কৈবল্যাং (ভবেৎ), মৃতঃ মুক্তিভাগ্ ন ভবেৎ,

(পাঠান্তরে—মৃতঃ “জ্ঞানবান্” ন ভবেৎ) । জীবতঃ জ্ঞানলাভঃ স্ত্রাৎ, সা অক্ষতা জীবনুজ্জ্বল্যাদিনী ।

জ্ঞান বিনা কৈবল্য অর্থাৎ বিদেহমুক্তি হয় না, একথা ঐতি বলিয়াছেন, সেইহেতু সত্য । সেই জ্ঞানলাভ না হইলে, কেবল মরণদ্বারা, (বিদেহ হইলেও), কেহ মুক্তিলাভ করিতে পারে না ।

[পাঠান্তরের অর্থ—ভাল, মরণকালে মোক্ষসাধনভূত জ্ঞান যে নাই, তাহা কি প্রকারে নিশ্চয় করা যাইবে ? এই শঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন, মরণকালে যে জ্ঞান নাই, তাহা তৎকালীন মূর্ছা দেখিয়া, ও পূর্বকালীন অভ্যাসের অভাব দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় । অথবা ‘আমি মরিলাম’ এইরূপ বুদ্ধি অজ্ঞানেরই কার্য, কেননা জ্ঞান মরণনিবর্তক বলিয়া প্রসিদ্ধ ; সেইহেতু যে মনে করে, ‘আমি মরিলাম’, তাহার জ্ঞানলাভ হয় নাই ; অতএব জ্ঞানাভাবহেতু, মোক্ষসিদ্ধিও হয় নাই] । প্রশংসারী জীবেরই শ্রবণাদি জ্ঞানসাধনের অভ্যাস সম্ভবপর বলিয়া, প্রাণ থাকিতেই জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা আছে এবং সেই জ্ঞানপ্রাপ্তিই জীবনুজ্জ্বল্যাদিনী ; সেই জীবনুজ্জ্বল্যাদিনীর আর বিনাশ নাই । এইহেতু জীবনুজ্জ্বল্যাদিনীর পরেই বিদেহমুক্তি ঘটে । তন্নিম্ন বিদেহমুক্তির সম্ভাবনা নাই । শিদ্ধান্তে, বিদেহমুক্তি জীবনুজ্জ্বল্যাদিনীর পরিণাম, অতএব তদুভয়ের ভেদ নাই, ইহাই স্থচিত হইল ।

জীবনুজ্জ্বল্যাদিনী স্বল্পকালং কিং তেন চেষ্টগু ।

ব্রহ্মলোকে বিরাজন্তে কথং তে সমকীদয়ঃ ॥ ১১

অর্থ—জীবনুজ্জ্বল্যাদিনী স্বল্পকালং, তেন কিং ফলম্ (ইতি বদসি)
চেৎ, (তর্হি) শূণ্, (হে শিষ্য) তে সমকীদয়ঃ ব্রহ্মলোকে কথং বিরাজন্তে ?

যদি আশঙ্কাকর, জীবনুজ্জ্বল্যাদিনী স্বল্পকালস্থায়ী অর্থাৎ দেহত্যাগের পূর্বপর্যন্তই থাকে, তাহা হইলে, সেই সুখ লইয়া প্রয়োজন নাই ; তবে

শুন, তাহা হইলে পুরাণাদিপ্রসিদ্ধ সনকাদি (ঈশ্বরার্কীবসনকাল পরিচ্ছেদ্য) সত্যলোকে কি প্রকারে বিরাজ করেন? জীবমুক্তি স্বল্পকালস্থায়ী হইলে, সনকাদির ব্রহ্মলোকে ঈশ্বরার্কিকাল পর্য্যন্ত স্থিতি হইত না ।

তস্মাদীশ্বরলীলেয়ং কাচিদীশ্বররূপিনী ।

জীবমুক্তি মহামুক্ত্যেঃ সম্প্রদায়প্রবর্তিনী ॥ ১২

অর্থ—তস্মাৎ ইয়ং জীবমুক্তিঃ কাচিৎ ঈশ্বরলীলা (অন্তি), (অতঃ) ঈশ্বররূপিনী (অন্তি) । সা মহামুক্ত্যেঃ সম্প্রদায়প্রবর্তিনী ।

সেইহেতু এই জীবমুক্তি পরমাত্মার এক ক্রীড়া ; এবং ক্রীড়া বলিয়া ইহা পরমাত্মারই স্বরূপ । এই জীবমুক্তি বিদেহমুক্তির প্রবর্তনকারিণী বা সাক্ষাৎ কারণভূতা ।

যস্তাং খেলন্তি মুনয়ো নারদাদ্যা নিরন্তরম্ ।

জ্ঞানিভির্মানুভূতৈব সা জীবমুক্তিরূপতা ॥ ১৩

অর্থ—যস্তাং নারদাদ্যাঃ মুনয়ঃ নিরন্তরং খেলন্তি, বা (ইদানিস্তনৈঃ) জ্ঞানিভিঃ অমুভূতা এব, সা জীবমুক্তিঃ অরূপতা (অন্তি) ।

নারদ, সনক প্রভৃতি মুনিগণ যে জীবমুক্তির আনন্দ নিরন্তর অমুভব করেন, তাহা আধুনিক জ্ঞানিগণও সাক্ষাৎ অমুভব করিয়া থাকেন । সুতরাং বিদেহমুক্তির ইচ্ছায় সেই জীবমুক্তিকে কেহই অনাদর করেন না ।

কোনও কোনও জীবমুক্তকে ব্যবহাররত দেখিতে পাওয়া যায় । তাই বলিয়া, তাহারা মুমুক্শুগণের নিকট উপেক্ষণীয় নহেন, বরং তাহা-দিগের পক্ষে সবিশেষ উপকারী ।

চিন্তাবিক্ষেপকর্তারং বিহারং তু বিহায় যে ।

স্থিতা নির্বাণনিষ্ঠায়াং ত এব সনকাদয়ঃ ॥

অর্থ—যে তু চিন্তাবিক্ষেপকর্তারং বিহারং বিহার নির্বাণনিষ্ঠায়াং স্থিতাঃ এব, তে সনকাদয়ঃ (সন্তি) ।

(এই জীবমুক্তগণের মধ্যে এক শ্রেণীর জীবমুক্ত আছেন,) যাহারা চিন্তাঞ্চলোৎপাদক ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া, অধৈর্যকল্পসাকারবৃত্তিতে সহজপ্রীতি বশতঃ তাহাতেই স্থিতি লাভ করিয়াছেন । সনক, সনন্দ প্রভৃতি সেই শ্রেণীর জীবমুক্ত ।

অন্তর্বোধময়া লোকে ব্যবহারপরা ইব ।

যে স্থিতা নিজনিষ্ঠায়াং ত এব জনকাদয়ঃ ॥ ১৫

অর্থ—যে অন্তর্বোধময়াঃ (সন্তঃ) লোকে ব্যবহারপরা ইব (ভাসিতে, তথাপি) নিজনিষ্ঠায়াং স্থিতাঃ এব, তে জনকাদয়ঃ (সন্তি) ।

(অপর শ্রেণীর জীবমুক্তগণ) যাহারা অন্তরে জীববুদ্ধিক্য উপলব্ধি করিয়া, লোকদৃষ্টিতে ব্যবহারাসক্ত বলিয়া প্রতীত হন, তথাপি আত্মবিষয়ে সহজপ্রীতি বশতঃ সর্বদাই আত্মনিষ্ঠ থাকেন ; জনক, যছ (ভাগবতপ্রসিদ্ধ) প্রভৃতি সেই শ্রেণীর জীবমুক্ত ।

গৃহং বান্ধু বনং বাস্তু ক্বেষাং নিষ্ঠা ন বর্ততে ।

সমকাদিষু নৈবৈতে ন চ তে জনকাদিষু ॥ ১৬

অর্থ—যেহাং গৃহং বা বান্ধু বনং বা বাস্তু (পুরস্কৃত) নিষ্ঠা ন বর্ততে, তে এতে সনকাদিষু ন এব, ন চ জনকাদিষু (সন্তি) ।

যে সকল অন্তঃ ব্যক্তি, গার্হস্থ্যানিবন্ধন ব্যবহারপরায়ণ রহিয়াছেন অথবা গৃহত্যাগপূর্বক বনাশ্রয় করিয়াছেন, কিন্তু যাহাদের আত্মসহজ-

প্রীতি নাই, সেই জ্ঞানহীন গৃহিণ অথবা ত্যাগিণ, সনকাদিমধ্যে অথবা জনকাদিমধ্যে, কোন শ্রেণীতেই পরিগণনীয় নহেন । অতএব আত্মনিষ্ঠাই মুক্তির কারণ ।

অন্তসারা হি গুরবঃ স্বল্পবাচামৃতপ্রদা ।

মন্দ্রং মন্দ্রং হি গর্জ্জন্তি প্রারুষণ্যাঃ পয়োধরাঃ ॥ ১৭

অর্থ—গুরবঃ হি অন্তসারাঃ, যতঃ স্বল্পবাচা অমৃতপ্রদাঃ (ভবন্তি) ।
হি (যতঃ) প্রারুষণ্যাঃ (বর্ষাভবাঃ) পয়োধরাঃ মন্দ্রং মন্দ্রং হি গর্জ্জন্তি ।

[জীবমুক্তির সেবা মুমুকুর অবশ্য কর্তব্য । এইজন্ত জীবমুক্তগণ যে সর্বোৎকৃষ্ট গুরু, তাহাই প্রতিপাদন করিবার জন্ত বলিতেছেন—] জীবমুক্তগণই পরমহিতোপদেষ্টা গুরু ; তাঁহারা অন্তঃকরণে সাক্ষাৎ অমৃততত্ত্ব প্রদান করেন । তাঁহারা যে অতি স্বল্পবচনে ব্রহ্মসুখ প্রদান করেন, তাহাই তাঁহাদের পরিচয় । দেখ বর্ষাকালীন পয়োদরাজি স্বল্পগন্তীর গর্জন সহকারে প্রভূত বারিবর্ষণ করিয়া থাকেন । জীবমুক্ত গুরুগণও স্বল্পবচনে পরমপুরুষার্থ প্রদান করেন ।

সদৈবায়নীয়েয়ং ভাবনীয়ী সদৈব হি ।

জীবমুক্তিপদপ্রাপ্তৌ জীবমুক্তিচতুর্দশী ॥ ১৮

অর্থ—ইয়ং জীবমুক্তিচতুর্দশী (মুমুকুভিঃ) জীবমুক্তিপদপ্রাপ্তৌ সদা এর্ব অধ্যয়নীয়ী । সদা এব হি ভাবনীয়ী ।

[এই প্রকরণ অষ্টাদশশ্লোকে গ্রথিত হইলেও, ত্রয়োদশ হইতে ষোড়শ পর্য্যন্ত এই শ্লোকচতুষ্টয় প্রক্ষিপ্ত ; কিন্তু অসঙ্গত নহে । এই জন্ত পরিত্যক্ত হইল না । গ্রন্থকার চতুর্দশশ্লোকেই ইহা রচনা করিয়াছিলেন] জীবমুক্তি পদলাভ করিতে হইলে, এই জীবমুক্তিচতুর্দশী নামক প্রকরণ মুমুকুগণে নিরন্তর পাঠ করিবেন, ও নিরন্তর বিচার করিবেন ।

৬৫। জ্ঞানিগজগজ্জনম্।

[বা জীববুদ্ধগণের স্বরূপের গভীর বাণী বা “ব্রহ্মোদগার” (পূর্ব প্রকরণে ১৭শ শ্লোকে বর্ণিত) ।]

আয়াস্তি তত্র বিলসন্তি বসন্তি চ দ্রা-

ণ্ডড্যয় যাস্তি চ কুলানি বিহঙ্গমানাম্।

ভাবান্তথা ময়ি সমা বিষমা বিচিত্রা।

দেবালয়াগ্রমিব কেবলমগ্নি নিত্যঃ ॥ ১

অর্থ— তত্র (দেবালয়াগ্রে যথা) বিহঙ্গমানাং কুলানি আয়াস্তি, বিলসন্তি, দ্রাকু বসন্তি, ণ্ডড্যয় যাস্তি চ, তথা সমাঃ, বিষমাঃ, বিচিত্রাঃ ভাবাঃ ময়ি (আয়াস্তি, বিলসন্তি, বসন্তি, ণ্ডড্যয় যাস্তি চ), (অতঃ অহং) দেবালয়াগ্রম্ ইব কেবলং নিত্যঃ অগ্নিঃ ।

আত্মাই সংসারের বাবতীয় সমবিষম (অল্পকূল - ও প্রতিকূল) পদার্থের আশ্রয় ; তাহা হইলেও আত্মা সেই সকল পদার্থের উৎপত্তি ও বিনাশের দ্বারা বিকারপ্রাপ্ত হন না । বিহঙ্গকূল যেমন দেবালয়ের চূড়ায় আসিয়া বসে, খেলা করে, কিছুকাল নিবাস করে, আবার উড়িয়া যায়, সেইরূপ শাস্তি, দাস্তি প্রভৃতি সুখকর চিন্তাবৃত্তি এবং আসক্তি প্রভৃতি দুঃখকর চিন্তাবৃত্তি এবং জীপুত্রাদিবিষয়ক সুখদুঃখকর বৃত্তি সকল, ব্রহ্মরূপ আমাতে উৎপন্ন হয়, কিছুক্ষণের জন্য বিচিত্র শোভা ধারণ করিয়া অবস্থান করে এবং পরিশেষে বিযুক্ত হইয়া যায় । দেবালয়ের চূড়া যেমন পক্ষিগণের কোনও ক্রিয়ার দ্বারা বিকারপ্রাপ্ত হয় না, আত্মাও সেইরূপ চিরদিনই সমভাবে অবিকৃতই রহিয়াছি ।

উন্মজ্জ্য মজ্জতি জগন্মগ্নি দৈবযোগা

দুচ্চাবচা ন গণিতা অপি তে তরঙ্গাঃ ।

নিষ্ঠাঙ্গতঃ স্বমহিমন্তচলপ্রতিষ্ঠে

তিষ্ঠানি সাগর ইব স্বরসাদপারঃ ॥ ২

অম্বয়—(যথা সাগরে পবনযোগাৎ) উচ্চাবচাঃ অপি নগগিভাঃ তে
(ইতি প্রসিদ্ধৌ) তরঙ্গাঃ উন্মজ্জা মজ্জন্তি, (তথা) ময়ি দৈর্যযোগাৎ জগৎ
(জগন্তি) উন্মজ্জা মজ্জন্তি (মজ্জন্তি) । অচলপ্রতিষ্ঠে স্বমহিমায় নিষ্ঠাং
গতঃ স্বরসাৎ অপারঃ সাগরঃ ইব, (অহং) তিষ্ঠামি ।

যেমন সাগরে, পবনভাঙিত হইয়া দীর্ঘ, ধর্ম প্রভৃতি আকারের
অসংখ্য তরঙ্গ উঠিতেছে, আবার বিলীন হইয়া যাইতেছে, সকলেই দেখে,
সেইরূপ, ব্রহ্মাণ্ড সকল, প্রারব্ধবশে আমাতে প্রকটিত হইতেছে, আবার
বিলীন হইয়া যাইতেছে । সাগর যেমন, অচলপ্রতিষ্ঠ নিজ সাগরমহিমায়
স্বাভাবিক স্থিতিলাভ করিয়া, অপরিসীম জলরাশি বক্ষে ধারণ করিয়া
অবস্থান করিতেছে, আমিও আপনার অচলপ্রতিষ্ঠ ব্রহ্মমহিমায়
স্বাভাবিক শৈথিল্যলাভ করিয়া, অপরিসীম সুখানুভব করিতে করিতে
অবস্থান করিতেছি ।

ভাবার্থ এই—সাগরবক্ষে অসংখ্য তরঙ্গের উৎপত্তিবিলয় ঘটিলেও,
সাগর যেমন, অবিকৃত, অচলস্থির ও অপার হইয়া সর্বদাই অবস্থান
করিতেছে, আমিও সেইরূপ, আপনাতে অনন্ত জগতের উৎপত্তিবিলয়
দ্বারা অবিকৃত থাকিয়া, আপনার পারমার্থিক শৈথিল্য, স্বানুভব ও
অনন্ত হইতে অবিচ্যুত থাকিয়া, অবস্থান করিতেছি ।

জ্ঞানাদয়ো বনচরাঃ প্রবহন্তু কামঃ

যবন্তু কুন্তুমভিতো ময়ি বৃন্ডিনাগাঃ ।

অগ্নিন্ যুগে পরযুগে চ যুগান্তরে ধা

তিষ্ঠামি নিশ্চলত্বয়া গিরিরাজতুলাঃ ॥ ৩

অম্বয়—(গিরিরাজে ইব) ময়ি জ্ঞানাদয়ঃ বনচরাঃ কামঃ প্রবহন্তু,

বৃত্তিনাগাঁ: অভিভ: কুন্তং বর্ষন্ত, (অহম্) গিরিরাজতুলা: অগ্নিন্ যুগে পরযুগে চ বা যুগান্তরে নিশ্চলতয়া তিষ্ঠামি।

হিমাচলগাত্রে (‘সিংহহরিণাদি’) বনচর সকল যথেষ্ট ভ্রমণ করুক, হস্তিগণ যথা তথা (সর্বত্র) মন্তক ঘর্ষণ করুক, হিমাচল যেমন চিরদিনই নিশ্চল হইয়া অবস্থান করিতেছে, সেইরূপ জন্মাদি-বড়বিকার আমার উপর দিয়া যথেষ্ট বহিয়া যাউক, কামক্রোধাদি চিত্তবৃত্তিসকল নিজ নিজ বিষয়ের সহিত তীব্রভাবে সংযোজিত করুক, আমি যেমন বিগত যুগে, তেমনি বর্তমান যুগে, তেমনি ভবিষ্যৎ যুগে, হিমাচলের ত্রায় নিশ্চলভাবে, অবস্থান করিয়াছি, করিতেছি এবং করিব।

যাক্ষ ঋষি জন্মাদিবড়বিকার এইরূপে গণনা করেন—জায়তে (জন্মে), অস্তি (থাকে), বর্দ্ধতে (বৃদ্ধি পায়), বিপরিশমতে (বিপরীত দিকে, বিনাশের দিকে পরিণত হয়), অপক্ষীয়তে (অপক্ষয় প্রাপ্ত হয়), বিনশতি (বিনাশপ্রাপ্ত হয়)।

নীচৈর্নিপাতিতবিমোহমহীধরস্ত

বিক্রাস্তমুর্দ্ধনি পদং বিনিধায় সম্যক্।

ইষ্টাং দিশং প্রতিগতঃ পুনরাগতো ন।

স্বচ্ছন্দম্বেব বিহরামি তদস্ম্যাগস্তাঃ ॥ ৪

অর্থ—(অগস্ত্যঃ) নীচৈ: নিপাতিতবিক্ষেহমহীধরস্য বিক্রান্ত মুর্দ্ধনি পদং সম্যক্ বিনিধায়, ইষ্টাং দিশং প্রতিগতঃ, ন। পুনঃ আগতঃ (স্বচ্ছন্দম্ এব বিহরতি, অহম্ অপি তৎ) স্বচ্ছন্দম্ এব বিহরামি; তৎ (তস্মাৎ) অহং অগস্ত্যঃ অস্মি।

অগস্ত্য ঋষি যেরূপ গর্বাক্রম বিক্রান্তপর্বতকে (কোণলে) নতীকৃত-মন্তক করিয়া, সেই মন্তকে দৃঢ়ভাবে পদস্থাপন করিয়া নিজাভিলষিত

দক্ষিণ দিকে চলিয়া গেলেন, আর ফিরিলেন না, এবং স্বচ্ছাক্রমে তথায় বিহার করিতেছেন, সেইরূপ, আমিও সংসারপ্রপঞ্চপ্রদর্শক মূল্যবিশ্ভার মন্তকে পদস্থাপন করিয়া, নিত্যমুখরূপে অতীষ্ট দিকে চলিয়া আসিয়াছি, কার্য্যকারণানুসন্ধানরূপ সংসারনির্বাহক অজ্ঞানে আর ফিরিব না । এখন আত্মমুখানুভব করিয়া স্বচ্ছন্দে বিহার করিতেছি ; সেইহেতু আমি অগন্ত্য হইয়াছি । ভাবার্থ এই—সংসারমোহের মাথায় পা দিয়া, সংসার হইতে অগন্ত্যযাত্রা করিয়া বাহির হইয়াছি ।

কাশীধুণ্ডে বর্ণিত আছে, বিদ্যাপর্ব্বত গর্ভাক্রি হইয়া, মাথা তুলিয়া, সূর্য্যোপ পথরোধ করিলে, দেবতাগণ, বিদ্যাপুরুষ অগন্ত্যের দ্বারা কৌশলে তাহার গর্ভ খর্ব্ব করিয়াছিলেন ।

দৃষ্টো ময়াত্ম বিগলদ্বদনপ্রসাদঃ

কশ্চিভূতীয়পদতঃ পতিতঃ পৃথিব্যাম্ ।

তন্মে মতিঃ সমুদ্রিয়ায় পরাবরজ্ঞা

স্বর্গস্ত হস্ত নরকাদপি দুর্ব্বিপাকঃ ॥ ৫

অবয়ব—অত্ম কশ্চিৎ বিগলদ্বদনপ্রসাদঃ (সন্) ভূতীয়পদতঃ পৃথিব্যাং পতিতঃ ময়া দৃষ্টঃ, তৎ (তস্মাৎ) মে পরাবরজ্ঞা মতিঃ সমুদ্রিয়ায়, হস্ত, স্বর্গঃ তু নরকাৎ অপি দুর্ব্বিপাকঃ (ভবতি) ।

অত্ম আমি দেখিলাম এক স্বর্গবাসী বিমলিনমুখকান্তি হইয়া স্বর্গপৃষ্ঠ হইতে পৃথিবীতলে পতিত হইল । তাহা দেখিয়া আমার উর্দ্ধলোক ও অধোলোকের তুলনামূলক জ্ঞান জন্মিল,—আমি নিঃসন্দেহরূপে জানিলাম, হায়, স্বর্গ, নরকাপেক্ষাও দুষ্কৃতিপরিপাকের ফল, (যেহেতু সত্ত্বগুণের আধিক্যেহেতু স্বর্গবাসীর প্রাপঞ্চিক জ্ঞান অধিক বটে, কিন্তু সেই সত্ত্বগুণের তারতম্যেহেতু, অপরাপর স্বর্গবাসীর উৎকর্ষ দেখিয়া

ঈর্ষান্বিত হৃৎখণ্ড বিস্তমান ; তাহার উপর আবার অল্প স্বর্গবাসীর পতন দেখিয়া, নিজেরও পতন অহুমান করিয়া, পতনের ভয়ে ভীত হইতে হয় ; এবং উৎকৃষ্টপদপ্রাপ্তির পর নিকৃষ্টপদপ্রাপ্তিক্রান্ত হৃৎখণ্ডভবও অনিবার্য্য। অপর দিকে, নরকে মৃত্যুক্রান্ত স্থখও আছে, আবার হৃৎখণ্ডভব করিয়া অহুতাপ উৎপন্ন হইলে, পুনঃ কষ্টে প্রবৃত্তিরও সম্ভাবনা রহিয়াছে।)

আকুহতুঙ্গ পদবীং পতিতাদনার্য্য।

ল্লাকুট এব হি বরং প্রকৃতৌ স্থিতো যঃ।

অঙ্গানি হস্ত কিল তস্য ন চূর্ণিতানি

খেদো ন চেতসি ন বা পরিহাসপীড়া ॥ ৬

অর্থ—তুঙ্গপদবীং আকুহ পতিতাং অনার্য্যং ন আকুটঃ এব হি বরং, হি (যস্মাৎ) যঃ প্রকৃতৌ স্থিতঃ, হস্ত, তস্য অঙ্গানি ন চূর্ণিতানি কিল, চেতসি ন খেদঃ, ন বা পরিহাসপীড়া (ভবতি)।

হে শিষ্য, উচ্চপদে আরোহণ করিয়া যে সেই পদ রক্ষা করিবার বুদ্ধি ধরে না, সে অনার্য্য (গ্রামিক)। তাহা অপেক্ষা যে উচ্চপদে আদৌ আরোহণ করে নাই, সে বরং ভালই আছে, কারণ সে স্বর্গপ্রাপ্তির কারণভূত মৰ্জ্জলোক, অথবা অধোলোক ধরিয়া বৃদ্ধিহীন, (তথা হইতে সে স্বর্গপ্রাপ্তির সম্ভাবনা হারায় নাই)। ভাবিয়া দেখ, তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চূর্ণ হয় নাই, মনে (পতনের) খেদ নাই, এবং লোকের পরিহাসের যন্ত্রণাও নাই। এই সকল কারণে ভোগনির্বাহক বৈদিককর্ম্মক্ষেত্রে আমি প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়াছি।

নাড়ীং প্রবিশ্য যদি জীবতি ভীতভীতঃ

প্রীন্তে চ খাদতি শ্রুতিশ্চিরজীবনং কিম্।

দেহস্বভাবরহিতঃ পরমাত্মভাবে

তিষ্ঠন্ মৃতিং জয়তি চোচ্চিরজীবনং তৎ ॥ ৭ ।

অর্থ— (যদি কশ্চিৎ) নাড়ীং প্রবিষ্টা ভীতভীতঃ জীবতি, প্রান্তে চ মৃতিঃ (তং) খাদতি, (তর্হি) চিরজীবনং কিম্ ? (যঃ অত্রঃ) দেহস্বভাব-
রহিতঃ (সন্) পরমাত্মভাবে তিষ্ঠন্ মৃতিং জয়তি চেৎ, তৎ চির-
জীবনম্ ।

যে ব্যক্তি মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া আত্মরক্ষাসাধনে প্রবৃত্ত হয় না, সে কষ্ট-বটে, কিন্তু যে ব্যক্তি মৃত্যুভয়ে বুদ্ধি হারাইয়া অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর উপায়াবলম্বনে প্রবৃত্ত হয়, সে তাহার অপেক্ষাও ভীত, এইহেতু 'ভীতভীত' ।

• যদি কোনও হঠাৎযোগী, মৃত্যুভয়ে সুসুমাণা নাড়ীদ্বারা ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া ক্রীড়ন ধারণ করে, এবং পরিশেষে মৃত্যু আসিয়া ব্যাঘ্রাদির দ্বারা তাহাকে ভক্ষণ করে, অর্থাৎ অনন্তকালের তুলনায় অতি স্বল্পকালমাত্র মৃত্যু পরিহার করিয়া, পরিশেষে আয়ুর অবসানে অথবা সমাপ্তিশেষে মৃত্যুমুখেই পতিত হয়, তবে সেই প্রকার দীর্ঘ জীবন কি প্রকার ? (তাহা দীর্ঘমৃত্যুভিন্ন অত্র কিছুই নহে, কারণ সেইরূপ জীবনে ধর্ম, অর্থ, কাম, কিছুই সাধিত হয় না; তাহা অজ্ঞানিতেরই লক্ষণ, এবং সেইরূপ জীবন জ্ঞান-সাধনের অন্তর্যোগী, সুতরাং সেইরূপ জীবন মরণান্তরোগিজীবনেরই তুল্য) । দেহে আত্মবুদ্ধি বর্জন করিয়া, পরমাত্মস্বরূপে অবস্থান পূর্বক যে মৃত্যুকে অতিক্রম করে, তাহারই প্রকৃত চিরজীবন বা অমরত্ব ।

আলোকিতানি চ ত্তানি মুনীশ্বরাম্ভাষু

আলোকিতাশ্চ নহবো বহুসিদ্ধমার্গাঃ ।

অত্য়াপি তৎ মলিনভাবমপাস্ত দূরম্ ।

সিদ্ধিস্তু কিং ন যদি সিধ্যতি নিত্যসিদ্ধঃ ॥ ৮ ॥

অথ—মুনীশ্বরানাম্‌ মতানি (ময়া) আলোকিতানি, বহবঃ বহুসিদ্ধ-
মার্গাঃ চ (ময়া) . আলোকিতাঃ। অথ অপি তং মলিনভাবং দূরম্
অপাস্ত যদি নিত্যসিদ্ধঃ ন সিধ্যতি, তর্হি সা সিদ্ধিঃ তু কিম্ ?

আমি মুনীশ্বরগণের প্রণীত শাস্ত্র অবলোকন করিয়াছি ; কপিলাদি
অনেকানেক সিদ্ধগণের প্রদর্শিত মোক্ষমার্গও অবলোকন করিয়াছি ;
কিন্তু সেই কেবলযোগী (চিত্তনিরোধাভ্যাসী), খদি (অবিজ্ঞা-কাম-কর্ম
সম্বন্ধিত) মলিন জীবভাব এখনও পর্যাস্ত বর্জন পূর্বক নিত্যসিদ্ধ হইয়া
না মুক্ত হইয়া থাকে, তবে (তাহার) সেই সিদ্ধি কি প্রকার ? অর্থাৎ
যোগবারা তাৎকালিক মুক্তির প্রতীতি হইলেও, সংসারপ্রপঞ্চের বীজভূত
অজ্ঞান থাকিয়া যায় বলিয়া, বেদান্তমুদ্র, জীবব্রহ্মের একতাজ্ঞান বিনা
(যদ্বারা সংসারপ্রপঞ্চ একান্ত অসৎ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়), নিত্যমুক্তির
সম্ভবনা নাই—ইহা আমি সর্বশাস্ত্রবিচার দ্বারা বুঝিয়াছি।

অঙ্গং প্রসার্য পতিতঃ খলু চিৎস্বরূপে

মিদ্রালুতাং গত ইতি প্রবিনষ্টচেষ্ঠঃ ।

বিন্যস্ত যোজনশতায়তিকা শিলেব

নৈব হ্রসামি ন চ বুদ্ধিমুপৈমি পূর্ণঃ ॥ ৯

অথ—(অহং) চিৎস্বরূপে অঙ্গং প্রসার্য পতিতঃ সন্ নিদ্রালুতাং
গতঃ ইতি প্রবিনষ্টচেষ্ঠঃ (ভবামি) . খলু ; (অহং) বিন্যস্ত যোজনশতায়-
তিকা শিলা ইব ন, এব হ্রসামি ন চ বুদ্ধিঃ উপৈমি, (অতঃ) (অহং)
পূর্ণঃ (ভবামি) ।

আমি চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মশব্দায়, আমার জীবস্বরূপভূত চিদাভাসরূপ
মেহকে বিদূত করিয়া, ব্রহ্মেত্ত্ব সহিত একীভূত হইয়াছি বলিয়া, নিদ্রালুর

অবস্থা পাইয়াছি, (আর প্রপঞ্চের অনুভূতি হইতেছেন) ; সেইহেতু আমার অন্তঃকরণের ও বহিরিঞ্জিয়গণের ব্যাপার বিলুপ্ত হইয়াছে । (এই তিন কারণে আমি) শতযোজনব্যাপী বিদ্যাপর্কতের শিলার ত্রায়, ক্ষয়-রূপ পরিণাম বা বুদ্ধিরূপ বিকার প্রাপ্ত হইতেছি না ; এইহেতু আমি ব্রহ্ম-রূপে পূর্ণতার অল্পভব করিতেছি । (এই ফল আমি অনুভব করিতেছি) ।

পরিলসতি পিতা মে সর্বলোকেশ্বরাজা

ধৃতিমতিরলহেতু যৌবনং মে নবীনম্ ।

ইয়মপি চ সুবুদ্ধিঃ কাচিদূঢ়া বরাজী

সুখমধিকমতঃ কিং মৎপরো নাস্তি ধন্যঃ ॥ ১০

অবয়ব—মে পিতা সর্বলোকেশ্বরাজা পরিলসতি, মে ধৃতিমতিবল-
হেতুঃ যৌবনং নবীনং (ভবতি) । অপি চ ইয়ং কাচিৎ সুবুদ্ধিঃ বরাজী
(ময়া) উঢ়া, অতঃ অধিকং সুখং কিম্ অস্তি ? (ন কিম্ অপি) । ততঃ
মৎপরঃ ধন্যঃ ন অস্তি ।

আমার পিতা সর্বলোকেশ্বরাজা সাক্ষাৎ প্রকাশিত হইতেছেন ;
(রূপকের অর্থ—পরমাত্মা সচ্চিদানন্দদ্বীপে আমার পালকস্বরূপ ; তিনি
সমস্ত দৃশ্যপ্রপঞ্চের প্রকাশকরূপে সর্বত্র বিদ্যমান) । আমার ধৈর্য্য, বুদ্ধি
ও বলের কারণভূত যৌবনের এই প্রায়স্ক্রমাজ ; (রূপকের অর্থ—আমার
আত্মানাত্মবিবেচন সর্বিশেষ প্রবল থাকাতে, তাহার বলে আমার
আত্মধারণা বা ইঞ্জিয়াদির ক্ষোভও অক্ষোভতারূপ ধৈর্য্য, শাস্ত্যর্থের
মনন, এবং আত্মপ্রাপ্তিসাধনে উৎসাহ, প্রভূত রহিয়াছে) । আর সুবুদ্ধি
নামে এই এক সুন্দরীকে আমি বিবাহ করিয়াছি (রূপকের অর্থ—জীব

ব্রহ্মৈকাবিষয়িনী নিশ্চয়াস্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তি—যাহা, আমি সর্বদাই প্রত্যক্ষ করিতেছি এবং যাহা ব্রহ্মাদিরও প্রার্থনীয়, তাহা আমার অর্জিত হইয়াছে।) ইহা অপেক্ষা আর অধিক কি সুখ আছে? (কিছুই নাই)। এইহেতু আমরা অপেক্ষা অধিকতর স্নকৃতি পূর্ব্ব আর নাই।

সমরসপদাচিস্তানন্তসন্তোষবন্তঃ

ক্ষণসুখকণতৃষ্ণা তন্তুমন্ত বিমুচ্য।

নিজসুখনিধিবিচারাজসিংহাসনস্থা

বয়মিহ কলয়ামঃ কালমালম্ব্য দেহম্॥১১

অর্থ—সমরসপদাচিস্তানন্তসন্তোষবন্তঃ বয়ং অন্তঃ ক্ষণসুখকণতৃষ্ণা-
তন্তুং বিমুচ্য, নিজসুখনিধিবিচারাজসিংহাসনস্থাঃ (সন্তঃ), দেহম্
আলম্ব্য ইহ কালং কলয়ামঃ।

যে সুখরূপ পরমাত্মা সর্বদাই একরূপ, তাহার স্বরূপচিস্তনে নিরঙ্কুশা তৃপ্তি লাভ করিয়া আমরা; অন্তঃকরণে ক্ষণস্থায়ী সাংসারিক সুখকণার আশা [যাহা চটকাদিকে তন্তুর ত্রায়, দুর্ব্বলমানবকে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করে তাহা,] একেবারে ছিন্ন করিয়া, সুসুখপূর্ণ ব্রহ্মের জ্ঞানে সিংহাসন-সমাক্রান্ত রাজার ত্রায়, আক্রান্ত হইয়া, (নিজের মহত্ব অনুভবপূর্ব্বক) এই সংসারে দেহমাত্র আশ্রয় করিয়া কালক্ষেপণ করিতেছি। [সেই দেহাবলম্বন দেহান্তরপ্রাপ্তির জন্তু কস্ম্যোৎপাদনৈর নিমিত্ত নহে, তাহা কেবল প্রারম্ভভোগের নিমিত্ত। অতএব আমরা ক্লান্তকৃত্য হইয়াছি। বলিয়া ব্যবহারসাপেক্ষ দেহধারণে কোনও প্রয়োজন না থাকিলেও, দেহকে ধরিয়া রহিয়াছি]।

কভিকৃতি নহি জীবা দেবরাজাদবৌহমী

পদপতনহতাশঃ সংস্রভো সংসরন্তি।

গুরুপদমবলম্ব্য ব্রহ্মবিজ্ঞাতরিস্থা

অধিগতপরপারাস্তে বয়ং ধনুধন্থাঃ ॥ ১২

অর্থ—দেবরাজাদয়ঃ অমী জীবাঃ পদপতনহতাশাঃ (সন্তঃ) কতি
কতি য় হি সংসৃতৌ সংসরন্তি । (যে) গুরুপদম্ অবলম্ব্য ব্রহ্মবিদ্যা-
তরিস্থাঃ তে বয়ম্ অধিগতপরপারাঃ (সন্তঃ) ধনুধন্থাঃ (ভবামঃ) ।

ইন্দ্রাদি ঐ সকল কতই না জীব, (পুণ্যক্ষেত্রে) নিজ নিজ পদ হইতে
বিচ্যুত হইয়া অতৃপ্ত ভোগপিপাসা লইয়া (জন্মমরণাদিরূপ) সংসারে
প্রবেশ করে। (ইন্দ্রাদিপদ অনিত্য, ইহা সর্বশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ)। (পক্ষান্তরে)
আমরা, (কর্ণধার) গুরু চরণযুগল আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানরূপ তরণীর
সাহায্যে, সংসারসমুদ্রের পরপারে উত্তীর্ণ হইয়াছি। সেইহেতু, আমরা
ইন্দ্রাদি অপেক্ষাও ধনু । (শরীরধারণ উভয়েরই তুল্যরূপ হইলেও,
ইন্দ্রাদিকে পদচ্যুত হইয়া জন্মমরণ ভোগ করিতে হয়; আমাদের সেরূপ
করিতে হয় না।)

ব্যোম ব্যোমচরৈর্নলিপ্তমপি যত্তৎ সর্বদা নীরসম্

ক্ষীরাক্তিঃ সরসোহপি বুদ্ধিমধিকাং লব্ধ্বা পুনর্মুক্তি ।

হেমাদ্রিজনকো মুদামপি মুদাং নৈবাত্রয়ো নীরসো

ন ক্ষীণো ন চ নৈব মোদরহিতোহহং তন্তুলা নাস্তি মে ॥ ১৩

অর্থ—যৎ বেগম্ ব্যোমচরৈঃ ন লিপ্তম্, অপি (পক্ষান্তরে), তৎ
সর্বদা নীরসম্ । (যঃ) ক্ষীরাক্তিঃ সরসঃ, (অপি), (সঃ) অধিকাং
বুদ্ধি লব্ধ্বা পুনঃ মুক্তি । (যঃ) হেমাদ্রিঃ মুদাং জনকঃ, অপি (সঃ)
মুদাং ন এব আশ্রয়ঃ । অহং (তু) ন নীরসঃ, ন ক্ষীণঃ, ন এব মোদ-
রহিতঃ; তৎ (তস্যাং) মে তুলা নাস্তি ।

যে আকাশ, (মেঘ, সূর্য্য, ধূলি, পক্ষী প্রভৃতি) ব্যোমচরদিগের দ্বারা কলুষিত হয় না, তাহা কিন্তু সর্বদাই নীরস; (রস বা আনন্দ তাহার স্বরূপ-ভূত নহে) । হৃদয়সমুদ্র (স্বরূপতঃ) সরস হইলেও, (প্রলয়কালে অথবা প্রত্যহ চন্দ্রোদয়ে) ঝিকিলাউ করিয়া, আধার তাহা হারাইয়া থাকে । (তাহা বৃদ্ধিপরিণামগ্রস্ত) । সুবর্ণময় সুমেরুপর্ব্বত (সেই দোষ-গ্রস্ত না হইয়াও) আনন্দদ্যুতপাদক বটে, কিন্তু তাহা আনন্দের আশ্রয় বা আধার নহে, (যেহেতু তাহা জড়) । আমি কিন্তু, নীরসও নহি, ক্ষয়-বিকারীও নহি, এবং আনন্দশূন্যও নহি । (তোমরা যে আকাশ, সমুদ্র ও সুমেরুর সহিত, আত্মার তুলনা কর, তাহা তোমাদের আবির্বেচক-তার নিদর্শন, বস্তুতঃ) আমার (আত্মার) তুলনা নাই ।

সায়ং প্রাতরনেকরজমপি তন্নানেক রজাশ্রয়ম্ ।

যাস্ত্যায়ান্তি পয়াংসি তত্র ন পয়োরেখাপি দৃষ্টা কচিৎ ।

সজ্ঞানেন ময়া বিগাহ্য তদহো দৃষ্টং নভো নির্মলম্

নীলং নীলমিতি প্রৈথৈব নভসো মিথ্যা নভোনীলিমা ॥ ১৪

অর্থ—তৎ (নভঃ) সায়ং, প্রাতঃ, অনেকরজম্ অপি, ন অনেকরজা-শ্রয়ম্ (ভবতি) । তত্র পয়াংসি আয়াস্তি যান্তি, (কিন্তু তত্র) কচিৎ পয়োরেখা অপি ন দৃষ্টা । অহো, সজ্ঞানেন ময়া তৎ নভঃ বিগাহ্য নির্মলং দৃষ্টম্ । (অতঃ) নীলং নীলং ইতি নভসঃ প্রথা এবং ; নুভোনীলিমা মিথ্যা । (অতঃ আকাশেন আত্মনঃ উপম্যম্) ।

(সর্বজনপরিচিত) । আকাশ, সায়ংকালে এবং প্রাতঃকালে নানাবর্ণে রঞ্জিত দৃষ্ট হইলেও, সেই সকল বিচিত্র বর্ণ আকাশে আদৌ নাই । সেই আকাশে (মেঘদ্বারা) জল আসে, যায় বটে,

কিন্তু আকাশের কোন স্থলেও, জলের রেখামাত্রও দৃষ্ট হয় না। আকাশ নীল কটাহাকৃতি প্রতীয়মান হইলেও, আমি সজ্ঞানে আকাশ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিয়াছি, আকাশ নিখল, (তাহাতে নীলিয়া আদৌ নাই)। আকাশকে লোকে যে 'নীল' 'নীল' বলে, তাহা কেবল প্রবাদমাত্র। আকাশের নীলিয়া মিথ্যা। আকাশে রক্তশেতশ্রামবর্ণের ত্রায়, আত্মায় রজঃ, সব, তমোগুণের প্রতীতি হইলেও, বিবেকীর নিকট আত্মা নিগুণ। আকাশে জলের গত্যাতের ত্রায়, আত্মায় বৈষয়িক সুখের উৎপত্তিরিনাশ দৃষ্ট হইলেও, আত্মা বৈষয়িক সুখসম্পর্কশূন্য। আকাশের নীল কটাহাকৃতির ত্রায়, আত্মায় আকার ও অজ্ঞান, প্রতীত হইলেও, বিবেকীর দৃষ্টিতে আত্মা তদুভয়পরিশূন্য।

রূপো রূপ্যমতিঃ কৃতা কৃতধিয়া রজে পুনহুঁধিয়া

সত্যং দ্বাবপি সংস্থিতৌ নিজধিয়া স্বে নিশ্চয়ে নিশ্চলে।

একস্যৈব দরিদ্রতা ব্যপগতা তস্যৌ দ্বিতীয়ত্বা

সজ্ঞাতে ক্রয়বিক্রয়ব্যয়বিধৌ ব্যক্তৌ বিশেষ্যস্তয়োঃ ॥ ১৫

অর্থ—কৃতধিয়া (বিশেষজ্ঞেন, রূপো রূপ্যমতিঃ কৃতা, পুনঃ হুঁধিয়া রজে (রূপ্যমতিঃ কৃতা)। (যে) অপি স্বে নিশ্চলে নিশ্চয়ে নিজধিয়া সংস্থিতৌ, (এতৎ সত্যম্), (তথাপি) (উভয়বুদ্ধিগৃহীতয়োঃ দ্রব্যয়োঃ) ক্রয়বিক্রয়-ব্যয়বিধৌ সজ্ঞাতে সতি, তয়োঃ বিশেষঃ ব্যক্তঃ, (যতঃ) একস্ত দরিদ্রতা ব্যপগতা এব, দ্বিতীয়ঃ তথা তস্যৌ।

রজত দেখিয়া বিশেষজ্ঞপুরুষ, তাহাকে রজত বলিয়া চিনিতে পারিল এবং গ্রহণ করিল; অপর পক্ষে, একজন অজ্ঞ, রজ (রজঃ) দেখিয়া, তাহাকে রজত বলিয়া গ্রহণ করিল। উভয়েই নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারে

আপন আপন নিশ্চয়কে অশ্রান্ত জানিয়া, ধরিয়া রহিল বটে, তথাপি উভয় দ্রব্যই যখন ক্রয়বিক্রয়বাপারে সমানীত হইল, তখন তাহাদের পার্থক্য ধরা পড়িল; কারণ, তদ্বারা একের দারিদ্র্য ঘুচিল, কিন্তু অপর ব্যক্তি পূর্বের জায় দরিদ্রই রহিয়া গেল। অভিপ্রায় এই যে—জ্ঞানী আত্মার আত্মবুদ্ধি করিয়া অজ্ঞান এবং অজ্ঞানজনিত দুঃখ, উত্তীর্ণ হইলেন, এবং গুরুসেবাদি মূল্যগ্রহণে শিষ্যকে, আপনার অমুভব প্রদান করিয়া, তাহারও দুঃখ ঘুচাইলেন এবং নিজজ্ঞানব্যায়ে গ্রন্থরচনা করিয়া, গ্রন্থব্যাখ্যা করিয়া অথবা অপরের সহিত জ্ঞানচর্চা করিয়া, পরোপকারসাধন বা নিজজ্ঞানের দৃঢ়তা সম্পাদন করিলেন, কিন্তু অব্যবহিক পুরুষ অনাত্মার আত্মবুদ্ধি করিয়া, উক্তরূপ কার্যের দ্বারা নিজের অথবা অপরের দুঃখ ঘুচাইতে পারিলেন না। ইহাই যথাক্রমে আত্মজ্ঞান ও অজ্ঞানের ফল।

নিম্না নুনমুদম্বতঃ স্থিতিরিয়ং কল্লোলিনী চেৎকৃতা

বিক্ষিপ্তেন কুতশ্চিদাগতবতা বিক্ষাটবীবায়ুনা।

তৎকিং নায়মপাং নিধিঃ কিমথবা স্থানাদসৌ চালিতঃ

কিন্তু প্রত্যুত তাদৃশোপি মহিমা বিখ্যাপিতো বারিধেঃ ॥ ১৬

অর্থ—উদম্বতঃ ইয়ং স্থিতিঃ নুনং নিম্না ; সা (স্থিতিঃ) কুতশ্চিৎ আগত-
বতা বিক্ষাটবীবায়ুনা চেৎ কল্লোলিনী কৃতা, তৎ (তস্মাৎ) অয়ং কিং অপাং
নিধিঃ ন (অস্তি) অথবা কিম্ অসৌ স্থানাৎ চালিতঃ, কিন্তু তাদৃশঃ
অপি বারিধেঃ মহিমা বিখ্যাপিতঃ।

সমুদ্রের এই যে অবস্থিতি দেখা যায়, তাহা অতীব গম্ভীর ; তাহাকে
যদি বিক্ষাপকর্ত্তের অরণ্যোৎপন্ন এক বজ্রবায়ু কোন দিক হইতে আসিয়া
উত্তাল তরঙ্গান্বিত করিয়া তুলে, তাহা হইলে সেই সমুদ্রের সমুদ্রত

কি বিলুপ্ত হয়, না সেই সমুদ্র স্বস্থানলষ্ট হয় ? প্রত্যুত সেই বায়ুদ্বারা সমুদ্রের তাদৃশ মহত্বই (জগতের নিকট) প্রথাপিত হয় ।

সেইরূপ, আনন্দপূর্ণ আত্মার প্রতিষ্ঠা সমুদ্রের ত্রায় গম্ভীর । (কোনও সময়ে,) মোহজনিত দ্বৈতপ্রতীতি বা ভেদবুদ্ধি হইতে উৎপন্ন, কোনও প্রকার বিক্ষেপ আসিয়া, যদি সেই আত্মাকে ব্যাকুলের ত্রায় করিয়া তুলে, তাহা হইলে, তদ্বারা আত্মার বা আত্মার স্বাভাবিক আনন্দরূপতার, বিলোপ ঘটে না, প্রত্যুত, তদ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হয়, যে সংসার-ব্যাপারজনিত অশেষ বিক্ষেপ বিद्यমান থাকিলেও, আত্মার স্বপ্রতিষ্ঠিতা অব্যাহত থাকে ।

আত্মা বিকারশীল পদার্থ হইলে, ভয়ের কথা ছিল ; কিন্তু আত্মা সর্বাবস্থাতেই নির্বিকার থাকেন—

মাধুর্য্যং পয়স্বমাশ্রিতবতা তুচ্ছে দধিভান্নতে

রূপে সম্প্রতি বিভ্রতা তু পয়সা সর্বং যশো হারিতম্ ।

গ্ৰৈবেয়ত্মথাঙ্গদত্মমথ চ ক্ষুদ্রত্মক্ষুদ্রত্মাং

পর্য্যায়ৈর্ভজতঃ স্বভাবমজহতো হেন্সন্তু নাস্তি ক্ৰুতিঃ ॥ ১৭

অর্থ—মাধুর্য্যং পয়স্বং চ আশ্রিতবতা পয়সা, সম্প্রতি তু তুচ্ছে দধিভান্নতে বিভ্রতা, সর্বং যশঃ হারিতম্ । তু (পদাস্তরে) গ্ৰৈবেয়ত্মং অথ অঙ্গদত্মম্ অথ ক্ষুদ্রত্মম্ অক্ষুদ্রতাং চ পর্য্যায়ৈঃ ভজতঃ, স্বভাবম্ অমহতঃ হেন্সঃ ক্ৰুতিঃ নাস্তি ।

যে দ্রব্য স্বাভাবিক মিষ্টতা গুণ ও ইচ্ছনাম ধারণ করিয়া (সর্বজন-প্রিয়) ছিল, তাহাই এখন, (সাত্বিকজনের) অনাদৃত দধিরূপ এবং অন্নতাগুণ ধারণ করিয়া, আপনার, (শিশু, বৃদ্ধ, অরোগী, রোগী প্রভৃতি) ‘সর্বোপকারক’ বলিয়া খ্যাতি, হারাইয়া দিয়া আছে ।

পক্ষান্তরে দেখ, সোনা পর্যায়ক্রমে, কখন কণ্ঠাভরণের, কখন বাহু-ভূষণের, কখন ক্ষুদ্রালঙ্কারের, কখন বা বৃহদলঙ্কারের, রূপ ধারণ করিয়া, সর্বাবস্থাতেই আপনায় কান্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখে; কোন অবস্থাতেই স্রবণের স্বরূপের বিচ্যুতি ঘটে না।

ভাল, হৃদয়ের দধিরূপে পরিণতির হায়, ব্রহ্মের জগদ্রূপে পরিণতি যাহারা সঙ্গীকার করেন, তাহাদিগকেও লোকে, ত বুদ্ধিমান বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকে। উত্তর—

নহি, নহি চতুরাস্তে যৈর্ন বুদ্ধং বিস্তৃঙ্কং

নহি নহি কৃতিনস্তে যে ন পারং প্রযাতাঃ।

নহি নহি তু কুলীনা যৈর্ন তত্ত্বং বিবিক্তম্

নহি নহি মুনয়স্তে যৈ ধৃত্য লোভবার্তা ॥ ১৮

অর্থ—যৈঃ বিস্তৃঙ্কং ন বুদ্ধং তে নহি নহি চতুরাঃ; যে পারং ন প্রযাতাঃ তে নহি নহি কৃতিনঃ। যৈঃ তত্ত্বং ন বিবিক্তং (তে) তু নহি নহি কুলীনাঃ; যৈঃ লোভবার্তা ধৃত্য তে নহি নহি মুনয়ঃ।

যাহারা (যে পরিণামবাদিগণ), ব্রহ্মকে পরিণামবিকারবিহীন, চিন্মাত্রস্বরূপ বলিয়া না জানিয়াছে, তাহারা কখনই বুদ্ধিমান নহে; যাহারা, সংসারসমুদ্রের পারস্বরূপ (অন্তস্বরূপ) ব্রহ্মকে না পাইয়াছে, তাহারা কখনই কৃতকৃত্য হয় নাই, (তাহাদের এবদান্তশ্রবণরূপ কর্তব্য এখনও অবশিষ্ট রহিয়াছে)। যাহারা অনারোপিত আত্মবস্তুকে, আরোপিত অনাত্মরূপ হইতে পৃথক্ করিয়া না জানিয়াছে, তাহারা কখনই কুলীন (ব্রহ্মরত) নহে। (তাহাদের সম্প্রদায়, লোক-প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেও, সেই প্রতিষ্ঠা কেবল অজ্ঞজ্ঞানমোদিত)। তাহারা কখনই মুনি (মুনীনশীল) নহে, কারণ, তাহারা বিষয়ভোগেচ্ছা বশতঃ

বৈত্যাগভয়ে, পরিণামবাদ অঙ্গীকার করে । (যাহারা য়ুনি, তাঁহারা ষ্ণার্থ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া বিষয়স্থখেচ্ছাবর্জিত হইয়াছেন ; তাঁহারা ব্রহ্মস্থখে পরিপূর্ণ বলিয়া, তাঁহাদের বৈতে অরুচিই স্বাভাবিক) ।

আচ্ছা, আপনি যে কোন পক্ষই গ্রহণ করুন, অহঙ্কার না থাকিলে, পক্ষগ্রহণ সম্ভবপর হয় না, আর পরমব্রহ্মে অহঙ্কার আদৌ থাকিতে পারে না, সুতরাং সেই অহঙ্কারের গতি কি হইবে ? উত্তর—

হেহংকৃতে তব ন কৃত্যমিহাস্তি কিঞ্চিৎ

ল্লীনা ভব স্বমহিমন্তচলপ্রতিষ্ঠে ।

চেতস্ত্বমেহি পরমং স্বস্বখাক্রিমন্তঃ

সোঢ়ং ন শক্লুম ইমান্তব দুষ্কবৃত্তীঃ ॥ ১৯

অবয়ব—হে অহঙ্কৃতে, ইহ তব কিঞ্চিৎ কৃত্যম্ ন অস্তি, ত্বম্ অচল-প্রতিষ্ঠে স্বমহিমনি ল্লীনা ভব । (হে) চেতঃ, ত্বং অন্তঃ পরমং স্বস্বখাক্রিঃ এহি, (বয়ং) তব ইমাঃ দুষ্কবৃত্তীঃ সোঢ়ং ন শক্লুমঃ ।

(সেই হেতু আমি প্রার্থনা করিতেছি—) হে অহঙ্কার, আমার যে মোক্ষসাধক জ্ঞান জন্মিয়াছে, তাহাতে তোমার কোন কর্তব্যই অবশিষ্ট নাই ; তুমি আমার অচলপ্রতিষ্ঠ ব্রহ্মরূপতায় বিলীন হইয়া যাও, ব্রহ্মাকারিতা প্রাপ্ত হও ।

[‘ঐ গাছের গুঁড়িটা পুরুষ’ এই বাক্যে উভয়ের একতা বুঝিতে হইলে, যেমন বুদ্ধিতে, গুঁড়িটার তিরোভাব ঘটাইয়া, পুরুষের সহিত একতা বুঝিতে হয়, সেইরূপ ‘আমি হইতেছি ব্রহ্ম’ এই বাক্য ‘আমি’-পদের (অহঙ্কারের), তিরোভাব ঘটাইলে; তবে একের সহিত একতা হয়, সুতরাং অহঙ্কারের লয়প্রার্থনা নিরর্থক ; মোক্ষসাধক জ্ঞানই ত তাঁহার

লয় করিবে; বরং, মনই মনুষ্যের বন্ধমোক্ষের কারণ, তাহার লয়ের প্রার্থনা করা কৰ্ত্তব্য। এই হেতু তাহাই করিতেছেন :--]

হে মন, তোমার অন্তরে যে আত্মানন্দসমুদ্র বিস্তমান, তুমি তাহাতে মগ্ন হও, যেহেতু তোমার বিষয়বিদূষিত কামুকোপাদিবিবৃতি আমি আর সহন করিতে পারিতেছি না। (মন বিষয়বিদূষিত হওয়াতে, অহঙ্কার বন্ধনের কারণ হইয়াছে; মন নির্মল হইলে, অহঙ্কার মুক্তির কারণ হইবে।)

ভাগ, মনে বিষয়ের চৈতন্যপূর্ণ স্বাভাবিক, এবং মনের সহিত সম্বন্ধ-বশতঃ আত্মাতেও বিষয়ের সম্বন্ধ ঘটিবেই; তাহার প্রতিকার কি ?

উত্তর—আত্মার সহিত মনোবিকারের সম্বন্ধ বাস্তব নহে; তথাপি মনঃক্লান্ত সেই সম্বন্ধ যদি প্রতীত হয়, তবে তাহার নিবারণের উপায় বলি।

আয়াস্তি নৈব সূত তত্র মনোবিকারা

আয়াস্তি চৈদিহ বিচারয় জোষমাস্যম্।

তুষ্ণাপি মন্দমিহ সঞ্চর মুঞ্চ মোহং

সোহহম্পদে সূতনিধৌ যদি তে মনীষা ॥ ২০

অর্থ—হে সূত, তত্র মনোবিকারীঃ ন এব আয়াস্তি; চেৎ (যদি) আয়াস্তি, তহি (তদা) জোষম্ আশ্রম্; (তম্) ইহ বিচারয়, অপি চ, (তম্) ইহ (মনসি) মন্দং সঞ্চর, মোহং মুঞ্চ, সূতনিধৌ সোহহম্পদে যদি তে মনীষা অস্তি (তহি, মল্লপদিষ্টং কুরু, অথবা মা কুরু)।

হে পুত্র, কামাদি অন্তঃকরণবিকার সেই আত্মায় পৌছিতে পারে না; (আত্মা নির্বিকার বলিয়া, তাহাতে বিকারের সম্ভাবনা আদৌ নাই)। যদি আত্মাতে সেইরূপ বিকার উপস্থিত হয়, তবে তুষ্ণীভাবে

(যথাসম্ভব নির্বিকার হইয়া) অবস্থান করাই কর্তব্য। (যদি 'আত্মাতে বিকার' অমুভূত হয়, তবে প্রারম্ভভোগমাত্রেই সেই বিকারের নিবৃত্তি হইবে, ইহা জানিয়া তাবৎকাল চুপ করিয়া থাক। বিচারের দৃঢ়তা না থাকিলেই এইরূপ অবস্থা ঘটে। সম্যগ্ বিচার উপস্থিত হইলে দেখা যাইবে, যে ঐ সকল বিকার মনেই অবস্থিত, আত্মাতে নহে; 'সেই হেতু' বিচার করিতে থাক'; অপিচ তুমিও কিয়ৎপরিমাণে এই বিকারপ্রাপ্ত মনের সহিত অবস্থান কর, অর্থাৎ মনের প্রতি সাবধান থাক, 'যেন প্রারম্ভমাত্র ভোগ করাইয়াই সেই মনোবিকার নিবৃত্ত হয়, নূতন কণ্ঠের উৎপত্তি না ঘটায়। [ভাল, মন আত্মা হইতে পৃথক্, ইহা যেন বুঝিলাম, কিন্তু তাহা যে বার বার ভুলিয়া যাই এবং বার বার আমিই (আত্মাই) মন সাক্ষ্য করি, তাহার উপায় ?] হে পুত্র, তুমি মোহ পরিত্যাগ কর, (তাহা হইলে, ঐরূপ ঘটবে না)। সেই চিন্মাত্রস্বরূপাবস্থা আনন্দ-সমুদ্রের তুল্য। যদি সেই অবস্থাপ্রাপ্তিতেই তোমার রুচি জন্মিয়া থাকে, (তবে যাহা উপদেশ করিলাম, তাহাই কর, নতুবা তাহা করিও না)। [মোহত্যাগাদি উপায় ব্যতীত, অপরোক্ষভাবে জীবব্রহ্মের একতাহুভব ঘটে না ।]

ইন্দ্রিয়রূপ তত্ত্বরূপের হাত হইতে আত্মধন রক্ষা করিবার নিমিত্ত, সর্বদা জাগিয়া থাকা কর্তব্য।

তীত্রং তমঃ সময় এষ নিশীথনামা,

দেশোপি চৌরবহুলঃ শিথিলা চ ভিত্তিঃ ।

ইথ স্থিতে নিজধনং প্রতি সাবধানো

জাগর্তি চেদ্গৃহপতির্বিফলা হি চৌরাঃ ॥ ২১

অম্বয়—হে শিষ্য, তমঃ তীব্রম্ (অস্তি), এষঃ সময়ঃ নিশীথনামা (অস্তি)।
দেশঃ অপি চৌরবহুলঃ, ত্রিত্তিঃ চ নশিথিলা। ইথং স্থিতে, গৃহপতিঃ নিজ-
ধনং প্রতি সাবধানঃ সন্ জাগৰ্ত্তি চেৎ, চৌরাঃ বিফলাঃ হি (ভবন্তি)।

অন্ধকার স্মৃতি নিবিড়; সময়ও অন্ধরাত্ন; স্থানও চৌর-সমাকীর্ণ;
ঘরের দেওয়ালও দৃঢ় নহে। এইরূপ অবস্থায়, গৃহস্থামী যদি নিজধনের
প্রতি সাবধান হইয়া জাগিয়া থাকেন, তবেই চৌরগণ বিফলপ্রয়াস হইয়া
ফিরিবে। (নতুবা সর্বনাশ করিবে।)

একে অজ্ঞান-অৰ্থ নিবিড়, তাহার উপর, সাধক লোকব্যবহার-
পরিবেষ্টিত; (লোকব্যবহার জ্ঞানিগণের রাজ্য)। ব্যবহারিক জ্ঞানে-
আসক্ত ইন্দ্রিয়গণ, সাধককে আত্মজ্ঞানে বঞ্চিত করে বলিয়া চৌরসদৃশ।
জ্ঞানসংরক্ষণের সাধন যমনিয়মাদিরও দৃঢ়তা নাই। এইরূপ অবস্থায়,
জীব যদি অনলস হইয়া আত্মাহুসন্ধান প্রবৃত্ত থাকে, তাহা হইলেই
ইন্দ্রিয়গণ প্রমাদ ঘটাইতে পারে না।

মনোনিগ্রহ না থাকিলে, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ নিষ্ফল।

ভূপালকৈ নিশিতশস্ত্রধরৈরুদারৈঃ
দুষ্টিং যুগং শময়িতুং যুগয়া বিধেয়া।
দুষ্টো যুগো ন নিহতো নিহতাস্তদন্তে
ব্যর্থস্য তৎকৃতিপতেবদ কঃ প্রভাবঃ ॥ ২২

অম্বয়—নিশিতশস্ত্রধরৈঃ উদারৈঃ ভূপালকৈঃ দুষ্টিং যুগং শময়িতুং যুগয়া
বিধেয়া; দুষ্টিঃ যুগঃ ন নিহতঃ; তদন্তে নিহতাঃ, ব্যর্থস্য তৎকৃতিপতেঃ কঃ
প্রভাবঃ বদ।

যে সকল নরপতি স্বধর্মপালক, তাহারাপাণিত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত
হইয়া, ব্যাক্তাদি হিংস্র জন্তুর বিনাশের জন্য যুগয়া করিয়া থাকেন। যে

স্থলে সেইরূপ হিংস্র জন্তু বিনষ্ট হইল না, কেবল শশকাদি নিরীহ জন্তুগণ বিনষ্ট হইল, সেই স্থলে, সেই ‘রাজা’ নাম-মাত্রধারী নরপতির প্রতাপ কি প্রকার বল দেখি ।

তাহা হইলে মনোনাশের উপায় কি ?

ইচ্চে ন্যে নম্বরে ত্যক্তভোগঃ

সজ্জাতালংপ্রত্যয়ো বীতরাগঃ ।

তাং তাং কক্ষাং স্বৈরমভোতি সূক্ষ্মাং

বাংযামন্তে সাধকাঃ সাধয়ন্তি ॥ ২৩

অর্থ—নম্বরে ইচ্চে মন্তে (সতি) যঃ (তত্র) সজ্জাতালংপ্রত্যয়ঃ বীতরাগঃ (সন্) ত্যক্তভোগঃ (ভবতি), (সঃ) তাং তাং সূক্ষ্মাং কক্ষাং স্বৈরং অভোতি, অন্ত্রে সাধকাঃ বাং বাং সাধয়ন্তি ।

নম্বর প্রিয়বস্তু বিনষ্ট হইলে, সঙ্গে সঙ্গেই তাহাতে, যাহার তৃপ্তিবুদ্ধি আসিয়া যায়, ও আসক্তির নিবৃত্তি হয়, এবং সেই নিবৃত্তির ফলে ভোগেরও ত্যাগ হইয়া যায়, তিনি অনায়াসেই, যে সকল মোক্ষভূমিকার আরোহণ করেন, তাহা বাক্য-মনের অগোচর । (মন্দবৈরাগ্য) অথ সাধককে সেই সকল ভূমিকায় আরোহণ করিতে হইলে, প্রভূত সাধনা করিতে হয় । (তীত্র বৈরাগ্যই মনোনাশের মুখ্য উপায়) ।

তীত্র বৈরাগ্য ‘না’ থাকিলেও, যাহারা বেদান্তশাস্ত্রশ্রবণাদিতে প্রবৃত্ত হই, তাহাদের গতি কি প্রকার ? তদন্তরে বলিতেছেন :—

‘হৃদি যদি সবিচারাস্ত্ৰি সম্যক্প্রচারা

গতিম্নুগতিভাজঃ কেবলং দুঃখভাজঃ ।

পরিকল্প যদন্ধৈর্নায়মানা ইবান্ধা

যুগপদপি সমেতা অন্ধকূপে পতন্তি ॥ ২৪

অর্থ—(হে শিষ্য, তে) যদি হৃদি সবিচারঃ (ভবন্তি) তর্হি (তে) সম্যকপ্রচারঃ (ভবন্তি) ; গত্বম্ অহু গতিভাজঃ কেবলং হঃখভাজঃ (ভবন্তি) অন্ধৈঃ মায়মানাঃ অন্ধাঃ ইব, (তে) যুগপৎ অপি সমেতাঃ অন্ধরূপে পতন্তি (ইতি) যৎ, (তৎ) পরিকল্পয়।

তাহারা যদি অন্তরে বিচারশীল হয়, তবে তাহাদের প্রচার বা গতি উত্তম হয়, (তাহারা ক্রমে মুক্তির লাভ করিয়া থাকে)। যাহাঁবা অপরের আচার দেখিয়া, তাহার অনুকরণ করে মাত্র, তাহারা কেবল হঃখই ভোগ করিয়া থাকে। একদল অন্ধ অপর একদল অন্ধের পরিচালক হইলে, যেমন সকলে মিলিয়া অন্ধকার রূপে পতিত হয়, সেইরূপ, বিচারবিহীন বেদান্তপাঠিগণ, কেবল মোহগর্ভেই পদার্পণ করিয়া থাকে, জানিও।

বিচারবিহীন বেদান্তপাঠীকে কোন বিবেকী পুরুষও উপদেশদ্বারা সুপথে আনিতে পারে না, কেননা তাহারা “অব্যবসায়ী” বলিয়া তাহাদের বুদ্ধি “বহিঃশাখাঃ” ও “অনস্তা” হয়। সেই কারণে তাহারা লৌকিক শাস্ত্রের ও সাংসারিক কলাকের উপদেশে আস্থা স্থাপন করে, এবং পরমশ্রেয়োলাভে বঞ্চিত হয়। সেইরূপ উপদেশে কর্ণপাত করা কর্তব্য নহে।

একঃ প্রাহ পঠেতি মাং তদিতরঃ প্রাশ্যট দূর্যটবী

মহাঃ প্রাহ সমেধম্মাগ্নিমপরঃ প্রাহার্কমালোকয়।

স্বিষ্টেঙ্গুঃ প্রতি মাং বচো গুরুজনৈরুক্তং স্বর্মেবাসি তৎ

স্বিষ্টাপ্তে মম ঘূর্ণিতেহপি ন্যুনে অন্ধা ন পশ্যন্তমী ॥ ২৫

অর্থ—একঃ মাং প্রাহ পঠ ইতি ; তদিতরঃ প্রাহ দূর্যটবীম্ অট, অত্রঃ প্রাহ অগ্নিঃ সমেধম্, অপরঃ প্রাহ অর্কম্ আলোকয়ং ; স্বিষ্টেঙ্গুঃ মাং

প্রতি 'হম্ এব তৎ অসি' (ইতি) বচঃ গুরুজনৈঃ উক্তম্ । ষিষ্টাংশেঃ মম
নয়নে, (দর্শনশক্তৌ) ঘূর্ণিতে (সর্ববাহুদৃশদর্শনে অল্পপৃষ্ঠে জাতে)
অপি অমী অন্ধাঃ (তৎ নয়নঘূর্ণনম্) ন পশন্তি ।

(ধর্মশাস্ত্রে কচিমান্) এক উপদেষ্টা বলিলেন (বেদই যখন ধর্মের মূল,
তখন, বেদ এবং অত্র ধর্মশাস্ত্র) পাঠ কর । তীর্থসেবাদিতে আসক্ত এক
উপদেষ্টা কহিলেন, ধর্মারূপা—নৈমিষ, কুরুক্ষেত্রাদি ঘুরিয়া আইস'; অগ্নির
উপাসক এক উপদেষ্টা কহিলেন, (কোন শ্রোত বা স্মার্ত) অগ্নির সেবা
কর । এক সূর্যোপাসক উপদেষ্টা কহিলেন, সূর্যের দিকে চাহিয়া থাক,
(চক্ষুর সূর্য্যবিষয়িণী ধারণা সম্পাদন কর) । মোক্ষসুখরূপ পরমশ্রেয়ো লাভে
আমার আকাঙ্ক্ষা জানিয়া, আমাকে গুরুজনগণ বা পরমারাধ্য গুরু
উপদেশ করিযেন,—‘তুল্লি যাহা চাহিতেছ, তুমি নিজেই হইতেছ
তাহাই ।’ (তাহাদের উপদেশ প্রভাবে) সেই পরম শ্রেয়োলাভ করিয়া,
আমার দৃষ্টি, (জগৎপ্রপঞ্চের মিথ্যাৎ নিশ্চয় করিয়া) অন্তর্মুখ হইলেও,
ঐ অন্ধ (উপদেষ্টৃগণ), তাহা বুঝিতে পারিতেছে না । (এখনও আশা
করিতেছে, আমি তাহাদের উপদেশ পালন করিব ।)

তাহা হইলে ত', তর্ককরিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া পরম
কলাগণ লাভের উপদেশ করা, অপিনার কর্তব্য । উত্তর—তাহারা
শ্রদ্ধাহীন ও হুঃসাধ্য বলিয়া পরিত্যাজ্য ।

যেবাং বজ্রদৃঢ়ং কপোলাগথবা জিহ্বা বিতস্তায়ত
খ্যাত্যর্থং কলহায় পুস্তকপিশাচানাং কথা তিষ্ঠতু । ।
মাং পৃচ্ছাচ্ছমিত্তে কথং বিলসতিধ্যানং কথং ধারণা
কো ভাবঃ স্বরূপেন কেন বিধিনা চেতঃ পরে লীয়তে ॥২৬

অর্থ—যেবাং কপোলং বজ্রদৃঢ়ং, জিহ্বা বিতস্ত্যায়তা, তেবাং খ্যাত্যর্থং
কলহায় পুস্তকপিশাচানাং কথা, তিষ্ঠতু; হে অচ্ছমতে, কথং ধ্যানং
বিলসতি, কথং ধারণা (সাধ্যা), স্বরসেন কঃ ভাবঃ (প্রাপ্যতে) কেন
বিধিনা চেতঃ গুরে (আত্মনি) লীয়তে ইতি মাং পুচ্ছ।

সেই ‘তর্কবাগীশদিগের’ গাল বজ্রের ত্রায় কঠিন (অল্লাহাতে
তাহাদের হৃদয়ে সংস্কার উৎপাদন করা যায় না।) তাহাদের জিহ্বা
একবিঘৎপরিমাণ লম্বা, (তর্কে বাক্যপ্রয়োগে তাহারা ক্লান্ত হয় না,
অথবা তাহারা ভোগলেন্দুপ)। প্রতিষ্ঠালাভের উদ্দেশ্যে, কলহ করিবার
জন্ত, গ্রন্থসকল তাহারা, পিশাচের আমমাংস ভক্ষণের ত্রায়, কর্তৃস্থ করিয়া
থাকে (স্বাদগ্রহণ করিবার অপেক্ষা রাখে না)। তাহাদের কথা থাক।
হে নির্মলবুদ্ধে আমাকে বরং জিজ্ঞাসা কর—‘ব্রহ্মচিন্তা কি প্রকারে
স্বৈর্যালাভ করে?’ ‘কি প্রকারে ব্রহ্মের ধারণা করিতে হয়?’ ‘আত্মানন্দ
কিরূপ আকার ধারণ করে,’ ‘কিপ্রকার অনুক্ৰমে, মন, কার্যাকারণাভীত
পরমাত্মায় লীন হইয়া যায়।’

তর্ককরা ত দূরের কথা, আমার পক্ষে বাক্যসংঘর্ষই অনিবার্য হইয়া
উঠিয়াছে।

জিহ্বে দেবি গৃহাণ মৌনমধুনা ভূয়স্তয়া জল্লিতম্

প্রত্যগ্‌বস্ত্ত্বনি নিষ্ঠিতা যদি মতিস্তৎ কিং প্রলাপান্তব।

স্বচ্ছন্দোপরমামৃতাক্লিলহরী লাবণ্যলগ্নে হৃদি,

প্রায়ঃ কর্কশতাং গীতাসি কুটিলে, তস্ম্যন্নশ্চে বোচসে। ২৭।

অর্থ—হে ক্ষেবি জিহ্বা, অধুনা মৌনং গৃহাণ, তয়া ভূয়ঃ জল্লিতম্।
মতিঃ যদি প্রত্যগ্‌বস্ত্ত্বনি নিষ্ঠিতা, তৎ (তস্মাৎ) তব প্রলাপাঃ কিম্
(কিস্প্রয়োজনাঃ)? হৃদি স্বচ্ছন্দোপরমামৃতাক্লিলহরীলাবণ্যলগ্নে (গতি),
হে কুটিলে, (তং) প্রায়ঃ কর্কশতাং গীতা অসি, তস্মাৎ মে ন বোচসে।

হে বাগুরুপে দেবি রসনে, তুমি এখন তৃষ্ণীভাব অবলম্বন কর, তুমি (এতদিন ধরিয়া) বিস্তরং বকিয়াছ। বুদ্ধি, যখন নির্বিকার সাক্ষি-
চৈতন্ত্রে সহজপ্রীতিলাভ করিতে পারিয়াছে, তখন তোমার বৃণাভাষণে
আর প্রয়োজন কি? অন্তঃকরণ স্বাভাবিকচিত্তলয়রূপ, সুখসাগরের
ব্রহ্মাংকারা বৃত্তিরূপ তরঙ্গের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হওয়াতে, হে কুটিলে
(দুঃখদায়িকে) তোমাকে সাতিশয় কর্কশ বলিয়া বোধ হইতেছে,
সেইহেতু তোমাকে আর ভাল লাগিতেছে না। (তুমি চুপ কর)।

ব্রহ্মানন্দের সাক্ষাৎ অনুভব হইলে, সমস্ত কর্ম্মোপাসনা, ও তাঁহাদের
ফলে, অনাদর আসিয়া পড়ে; কেননা সেই সেই ফল সর্ব্বত্রই পাওয়া যায় :—

সম্পূর্ণং জগদেব নন্দনবনং সর্ব্বেবহপি কল্পদ্রমা।

গাংগং বারি সমস্তবারিনিচয়াঃ পুণ্যাঃ সমস্তাঃ ক্রিয়াঃ ।

বাচঃ প্রাকৃতসংস্কৃতাঃ শ্রুতিগিরো বারাণসী মেদিনী

সর্ব্বেব স্থিতিরত্ন মুক্তিপদবী দৃষ্টে পরে ব্রহ্মণি ॥ ২৮

অর্থ—পরে ব্রহ্মণি দৃষ্টে সতি, সম্পূর্ণং জগৎ এব নন্দনবনং (ভবতি),
সর্ব্বে (ক্রমাঃ) অপি কল্পদ্রমাঃ, সমস্তবারিনিচয়াঃ গাংগং বারি, সমস্তাঃ
ক্রিয়াঃ পুণ্যাঃ, প্রাকৃতসংস্কৃতাঃ বাচঃ শ্রুতিগিরঃ, মেদিনী বারাণসী,
(ভবতি); অন্ত সর্ব্বা এব স্থিতিঃ মুক্তিপদবী (ভবতি)।

যিনি আত্মার ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, তাঁহার নিকট
সমস্ত বিবর্ত্তই নন্দনবন। (স্বর্গস্থিত নন্দনবনপ্রাপ্তির জন্ত, জ্ঞানীর
কর্ম্মোপাসনাদির অপেক্ষা নাই), যেহেতু, সকল বৃক্ষই কল্পবৃক্ষ (সকল
দেহেই তিনি চরমানন্দদাতা চৈতন্ত্রের সুরণ দেখিতে পান, তাহাই সকল
তৃষ্ণানিবর্ত্তক কল্পবৃক্ষ; যথাতি বলিয়াছিলেন, স্বর্গভোগসুখ তৃষ্ণাক্ষয়স্থলের
বোড়শাংশের একাংশও নহে)। সকল জলরাশিই গঙ্গাজল; (কারণ

সেই 'স্মৃতি' সর্বত্রই 'বিষ্ণুর পরমপদ' দর্শন করেন যাহা হইতে জ্ঞান-
গঙ্গা বিনিঃসৃত। তাহার সমস্তকর্মই পুণ্যকর্ম (মহানারায়ণোপনিষদের
৮০ তম অনুবাকে, যোগীর ব্যবহার সমূহ এবং তাঁহার জীবন-
ধারণকালসমূহ স্রোতিষ্ঠোমযজ্ঞের অঙ্গীকৃত ক্রিয়াস্বরূপ বলিয়া বর্ণিত
আছে।*) তাঁহার বচন, সংস্কৃতভাষাতেই হউক, অথবা লৌকিক
ভাষাতেই হউক, বেদবাণী, (অর্থাৎ তাঁহার সকল বচনই জ্ঞানের সাধক)।
সমস্ত পৃথিবীই তাঁহার কাণী (কেননা কথিত আছে—“যত্র যত্র মৃতো
জ্ঞানী যেন বা কেন্দ্রমুতুনো। যথা সর্বগতং ব্রহ্ম তত্র তত্র লয়ং গতঃ॥”
যেখানেই, বা যেপ্রকারেই জ্ঞানীর দেহত্যাগ হউক না, ব্রহ্ম সর্বগত
বলিয়া, তিনি সর্বত্রই ব্রহ্মে লীন হইয়া যান)।† তিনি জাগ্রদাদি
অবস্থাত্রয়ে অথবা সমাধিতে থাকুন না কেন, সর্বাবস্থাতেই তাঁহার
স্থিতি মোক্ষরূপা স্থিতি।

পূর্বে 'লয়যোগের' দ্বিতীয় শ্লোকে (১৩৫ পৃষ্ঠায়) উক্ত হইয়াছে যে
লয়যোগ অসংখ্য প্রকার। সেই লয়যোগের অভ্যাসে প্রভূত পরিশ্রমের
প্রয়োজন।* জীবনস্বায়া। কিন্তু এইরূপ বিচার করিলে সেই পরিশ্রমের
লাভ হইবে।

ওতং প্রোতমিদং বিচিত্রমখিলং যশ্মিন্জগদ্বর্ততে

অত্রোদেতি বিলীয়তে পুনরিদং তেজসে*তরঙ্গাদিবৎ।

তচ্চেতো ময়ি লীয়তে প্রতিদিনং মযেব তজ্জায়েতে

মহং তর্হি বদন্তু হে লয়মিদং সোহহং তু লীয়ে ক নু ॥ ২৯

অন্বয়—বিচিত্রম্ অখিলম্ ইদং জগৎ যস্মিন্ (মনসি) ওতং প্রোতং

* 'জীবনযুক্তিব্যেকের' সংস্কৃত বঙ্গানুবাদে ৩৩৭—৩৪২ পৃষ্ঠায়, তাহার ব্যাখ্যা
আছে।

† 'জীবনযুক্তিব্যেকের' সংস্কৃত বঙ্গানুবাদে ১১০ পৃষ্ঠায় স বিশেষ ব্যাখ্যা আছে।

বর্ত্ততে, যজ্ঞ (যস্মিন্ চেতসি উদ্ভিতে সতি) ইদং (জগৎ) উদ্ভেতি, পুনঃ (যজ্ঞ বিলীনে সতি ইদং) 'তোয়ে গুরাদিবৎ বিলীয়তে, তৎ চেতঃ প্রতিদিনঃ স্মি লীয়তে, স্মি এব তৎ জায়তে, তর্হি, হে লয়বিদঃ, যঃ অহং তু ক স্ম লীয়ে (ইতি) বদন্ত ।

এই বিচিত্ররূপ সমগ্র সংসার, যে মনে, কাপড়ে "টানা" "পড়েন" স্রুতার মত বিঘ্নমান, (বস্ত্রের উপাদান তুলার মত, যে মন, সঙ্কল্পবিকল্প রূপে সংসারের উপাদান); যে মন জাগ্রতাদিফালে উদ্ভিত থাকিলে, এই সংসার তাহাতে উদ্ভিত থাকে ; সুষুপ্তিকালে, যে মন বিলীন হইলে, এই সংসার, জলে তরঙ্গফেনাদির স্রায়, বিলীন হইয়া যায় ; সেই মন প্রতিদিন, প্রতিক্রমে, প্রতিপলে, (ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন) এই আত্মায় লীন হইতেছে, এবং সেইরূপ আবার, এই আত্মা হইতে উৎপন্ন হইতেছে ; সেই হেতু হে লয়বিদগণ, আপনারা বলুন দেখি, সেই মনের লয়াদির আধারস্বরূপ এই আত্মা, আবার কোন্ আধারে লীন হইবে ? [মনই সঙ্কল্পবিকল্প-রূপে সমগ্র সংসার, আত্মাই সেই মনের আধার এবং সঙ্কল্পবিকল্পের আলম্বনভূত বস্তুসমূহ মিথ্যা, 'ইহা জানিয়া' সঙ্কল্লাদি বর্জন করিলে, আত্মলাভ হয়, এবং লয়যোগের প্রভূত পরিশ্রম হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় ।]

কিন্তু প্রপঞ্চপ্রতীতির ত নিরুক্তি নাই, দেখা যায় ; তাহা হইলে, সর্বদা স্বাভাস্তুর্ত্তিরূপ সমাধি কি প্রকারে হইতে পারে ? এবং তাহা না হইলে 'জীবমুক্তি' ত' অসম্ভব । তদন্তরে, রূপকে বলিতেছেন :—

বাল্যে স্বশ্রীজননিয়মিতা দেহলীদন্তদৃষ্টি
দীর্ঘং চক্ষুঃ কিরতি বদনে যৌবনালঙ্কৃতস্য ।

যুক্তলোবং ন চলতি ততো ক্রতটে দত্তদৃষ্টে

শ্চেতোবৃত্তিঃ স্ফুরতি পুরুষে মোক্ষলক্ষ্মীনিবাসে ॥ ৩০

অথ—যুক্তজননয়মিতা বালা দেহলীদত্তদৃষ্টিঃ (সতী) যৌবনালঙ্কৃতস্ত
পুরুষস্ত বদনে দীর্ঘং চক্ষুঃকিরতি । ততঃ ক্রতটে দত্তদৃষ্টেঃ (অন্তএব)
এবং যুক্তস্ত (পুরুষস্ত) (সম্বন্ধিনী) চেতোবৃত্তিঃ ন চলতি (কিন্তু)
মোক্ষলক্ষ্মীনিবাসে তস্মিন্ পুরুষে স্ফুরতি । *

শগুড়ী, ননদ, ষণ্ডর প্রভৃতির দৃষ্টিপথে, গৃহে অবরুদ্ধ থাকিয়াও,
(চঞ্চলচিত্তা) যুবতী, দ্বারের চৌকাটে দৃষ্টি করিবার ছলে (তথায় দীপাদি
সংস্কার প্রভৃতি কোন গৃহকর্মের ছলে) দূরবর্তী রূপযৌবনসম্পন্ন পুরুষের
মুখে দৃষ্টিপাত করে । যাহার মুখমণ্ডলে যুবতীর দৃষ্টি পড়িল, সে সেই
দৃষ্টির প্রভাবে স্বিরীকৃত হইলে, যুবতীর চিত্তবৃত্তি তাহাতেই আবদ্ধ
হইয়া থাকে । সেইরূপ, সাধকের চিত্তবৃত্তিও প্রতীতপ্রপঞ্চকে বঞ্চনা
করিয়া, মোক্ষদৌন্দর্য্যের আশ্রয় পরমপুরুষে গরমায়ায় আবদ্ধ হইয়া যায় ।

সেই পরমায়া, বৃত্তির দ্বারা অপ্রমেয় ও বাক্যের অগোচর ।

পর্যাস্তরহিতস্ত যস্য মহতী গম্ভীরতা তাদৃশী

মগ্না যত্র বিভ্রান্তিনো অগ্গণিতা ব্রহ্মাণ্ডমুৎপিণ্ডিকাঃ ।

যাদৃক্তস্য চিদর্শনস্য সুরসো যাদৃক্ সুরূপাঃ সম্ভবঃ ।

ভক্ত্যৈ কথয়ামি কস্য বিষয়ঃ কো বাস্য বক্তা ভবেৎ ॥ ৩১

অথ—যস্ত পর্যাস্তরহিতস্ত চিদর্শনস্ত মহতী তাদৃশী গম্ভীরতা (অস্তি),

*এই লোকটি বাসিষ্ঠ রামায়ণের—

পরবাসিনী নারী ব্যগ্রাণি গৃহকর্ণাণি

• তদেবাবাদয়ন্তঃ পরসদ্বরসায়নম্ ।

এই লোকের অতিথিনি ।

যত্র অগণিতাঃ ব্রহ্মাণ্ডমূপিণ্ডিকাঃ যথাঃ (সত্যঃ) ন বিভাস্তি, তস্ত
('চিদর্ণবস্ত') যাদৃক্ স্বরসঃ, 'যাদৃক্ মহৎ স্বরূপম্, তৎ কর্ত্ত্ব্য কথয়ামি,
(সঃ স্বরসঃ) কস্ত (বচনস্ত, শ্রোতুঃ বা) বিষয়ঃ, কঃ বা অস্ত বক্তা
ভবেৎ ?

• সেই (বিধৎপ্রত্যক্ষ) চৈতন্যসমুদ্র এতই অগাধ, যে তাহাতে
অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূপিণ্ড যথ্য থাকিয়া, প্রতীতই হয় না ।
সেই চৈতন্যসমুদ্রের আনন্দমলিল যে প্রকার সুখদ, তাহার রূপ, যে
প্রকার বৃহৎ, তাহা আমি কাহাকেই বা বলি, সেই স্বরসের কথা কেই বা
—বুঝিবে, আর কেই বা তাহার বক্তা হইবে ?

ব্রহ্মা প্রভৃতি যাহারা সেই স্বরূপের ক্ষুরগজনিভ সুখ অনুভব করিয়া
থাকেন, তাহাদের নিকটেই বলা ষাইতে পারে ।

আখ্যাস্যামি রমাবরস্য পুরতো গৌরীবরস্যথবা,

শব্দব্রহ্মময়ীবরস্য পুরতন্তুমস্য কস্যাপি ন ।

প্রহ্লাদপ্রবণং প্রকাশপরমং সম্বেদিতং সংবিদা,

শাস্তে চেতসি যৎ কুতূহলময়ে, নিজ্জিহ্বামুজ্জ্জ্বলিতম্ ॥৩২

অর্থ—কুতূহলময়ে শাস্তে চেতসি যৎ সংবিদা সংবেদিতম্ (অতএব)
নিজ্জিহ্বম্ উজ্জ্জ্বলিতম্, (অতএব) প্রকাশপরমং প্রহ্লাদপ্রবণং তৎ,
রমাবরস্ত অথবা গৌরীবরস্ত পুরতঃ, অথবা শব্দব্রহ্মময়ীবরস্ত পুরতঃ
'আখ্যাস্তামি, স্তত্ত্ব্য কস্ত অপি (পুরতঃ) ন (আখ্যাস্তামি) ।

ব্রহ্মানুভবসুখ কি প্রকার, তাহা জানিবার জন্ত কৌতূহলাক্রান্ত
হইয়া, আমার মন যখন সকল বাধনা পরিত্যাগ করিয়া শান্ত হইয়া রহিল,
তখন, জ্ঞান তাহাতে যাহা (অঙ্কিত করিয়া) জানাইয়া দিল, সর্বমাতা-
বরণবিনির্মুক্ত সুস্পষ্ট, প্রকাশবহল, (সন্নিপতি সমুদ্রের তায়) সকল

বিষয়ানন্দনদীর আশ্রয়, সেই বস্তুর কথা আমি লক্ষীপতি বিষ্ণুর নিকট, কিংবা গৌরীপতি শম্ভুর নিকট, কিংবা গায়ত্রীপতি ব্রহ্মার নিকট, বলিবঃ; (সেই অমুভবিগণের নিকট ব্যক্ত করিলে, তাঁহারা বুঝিবেন এবং আমারও তদ্বর্ণনে আনন্দানুভব হইবে), অথ কোনও অমুভবহীনের নিকট আমি বলিব না, (কেননা, তাহার ফলে অসহনজনিত উপহাস বা দীর্ঘাদিহি অনিবার্য্য)।

সম্পূর্ণরূপে মায়াবরণবিনিশ্চুক্ত আত্মস্বরূপের জ্ঞান না হইলে, অথ সাধন দ্বারা যে আত্মজ্ঞান লাভ করা যায়, তাহা প্রতিকূলবৃত্তির দ্বারা বিলুপ্তপ্রায় হইয়া যায়, স্থির থাকে না। এই কথাই বলিতেছেন :—

তৃষ্ণাভিগলিতং ক্রমাভিরুদিতং প্রজ্ঞাভিরুন্নীলিতম্
মোহৈরন্তমিতং ভ্রমৈঃ প্রচলিতং দ্বৈন্দ্বশ্চ দূরং গতম্।
বোধৈরুন্মিতং স্মৃথৈর্বিলসিতং সন্নীলিতং সংশয়ৈঃ
স্বং ধাম ক্ষুরিতং যদৈব মুনিনা নির্মায়মালোকিতম্ ॥ ৫৩

অর্থ—স্বং ধাম ক্রমাভিঃ উদিতং সৎ, তৃষ্ণাভিঃ গলিতম্ (ইব) জায়তে, (কদাপি) প্রজ্ঞাভিঃ উন্নীলিতং (সৎ), মোহৈঃ অন্তমিতং, ভ্রমৈঃ প্রচলিতং, দ্বৈন্দ্বঃ চ দূরং গতম্ (ইব প্রতীয়জ্যে); (কদাপি) বোধৈঃ উন্মিতং, স্মৃথৈঃ বিলসিতং (সৎ), সংশয়ৈঃ সন্নীলিতম্ ইব জায়তে, (কিন্তু) যদা এব মুনিনা (তৎ স্বং ধাম) নির্মায়ম্ আলোকিতং (তদা এব) ক্ষুরিতম্।

তুলাভাবে সুখদুঃখসহনরূপ বৃত্তির সাধনায়, কখন বোধ হইল, এই আত্মস্বরূপ জ্যোতিঃ যেন প্রকটিত হইল; পরেই আবার বিষয়ভোগ-

বাসনারূপ বৃত্তির বেগে নিভিয়া গেল ; কখন বা বিবেকরূপ বৃত্তির সহায়্যে অজ্ঞানত্বিমির তিরোহিত করিয়া, প্রকাশমান হইল, পরেই, আবার বিষয়াসক্তিরূপ অজ্ঞানবৃত্তির দ্বারা বিলুপ্ত হইল, বা ভ্রান্তিরূপ বৃত্তির দ্বারা বিক্ষিপ্তের স্থায় প্রতীত হইল, কিম্বা স্মৃদ্ধঃখাকার বৃত্তির দ্বারা বিভাঙিত হইয়া দূরে গিয়া পড়িল ; পরে আবার জ্ঞানরূপ বৃত্তির দ্বারা উদ্ধাসিত হইয়া উঠিল, আনন্দাকার বৃত্তির দ্বারা শোভায়মান হইল, পরেই আবার সন্দেহরূপ বৃত্তির দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া গেল । (অন্তঃকরণের অমুকুল প্রতিকূল বিকারে আত্মস্বরূপের অভিব্যক্তি এইরূপ হ্রদশাগ্রস্ত হইতেছিল ;) পরে যখন মননশীল সাধক, মায়ার অপবাদ করিয়া, শুদ্ধরূপ আত্মস্বরূপ দর্শন করিলেন, তখনই যথার্থ আত্ম-প্রকাশ ঘটিল । ভাবার্থ এই,—মায়ার নিবেদন করিয়া যখন ‘কেবল’—আত্মপ্রকাশ ঘটে, বেদান্তমহাবাক্য হইতে জীবব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান অপরোক্ষভাবে জন্মে, তখন মায়ার লয় হওয়াতে, প্রারম্ভসমানীত অমুকুল প্রতিকূল বৃত্তির দ্বারা আত্মপ্রকাশ আর আচ্ছাদিত হয় না ।

জ্ঞানোদয় হইলে অজ্ঞানের সহিত যুদ্ধ, ছায়ার সহিত যুদ্ধের স্থায় নিরর্থক জানিতে পারিয়া, সিদ্ধ বিশ্বয়াপন্ন হইয়া, ক্রমে ক্রমে পরমব্রহ্মে লীন হইয়া যান ।

‘পূর্বং নাম কিস্ত্বরং সমভবদ্যম্মেদমালোকিতম্ ।

কিংবা কারণমস্তি জাতমধুনা যেন্দমালোক্যতে ।

ইতং বিশ্বম্ববন্মনো হি স্নিহুবাং বিজ্ঞাননিদ্রাঘনে

তত্রানন্দবনে মুনীন্দ্রসদনে লীনং পরব্রহ্মণি ॥ ৩৪

অর্থ—যৎ (যতঃ কারণং) ইদং ন আলোকিতম্, পূর্বং নাম (ইতি প্রসিদ্ধৌ) (তাদৃশং) অন্তরং (অন্তরায়ঃ) কিং সমভবৎ ? (ন, কিমপি) ।

অধুনা, যেন (কারণেন) ইদম্ আলোকাতে, (তাদৃশম্) কারণম্ কিং বা জাতম্ (জ্ঞান্) ? (ন কিমপি)। বিশ্বয়বৎ হি (সৎ), বিহুবাং মনঃ বিজ্ঞান-নিজ্জাধিনে আনন্দধনে, (অতঃ এব) মুনীজ্ঞসদনে তজ্জ পরব্রহ্মণি লীনং (ভবতি)।

এই আত্মজ্যোতিঃর দর্শনলাভ যে ঘটে নাই, পূর্বে এতদিন ধরিয়া, কি অন্তরায় ছিল ? (উত্তর—কিছুই নহে, কারণ যে, অজ্ঞান, আত্ম-জ্যোতিঃর আবরক ছিল, আত্মা হইতে ত' তাহার ভিন্ন সত্তা নাই ; আত্মকেই আশ্রয় করিয়াছিল, বলিতে হইবে। এদিকে আত্মা স্বয়ং-প্রকাশ ; সূর্য্যে অন্ধকারের গ্রায়, স্বপ্রকাশ আত্মায়, অজ্ঞান থাকিতেই পারে না। তাহা হইলে, কারণ ত' কিছুই পাওয়া গেল না।) এখন যে কারণে (প্রত্যক্ষপরোক্ষাদিরহিত) এই আত্মজ্যোতিঃ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, সেইরূপ কারণ কি বা উৎপন্ন হইয়াছে ? (উত্তর—কিছুই নহে ; যদি বল, জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া আত্মদর্শন ঘটাইল, তবে জিজ্ঞাসা করি, সেই জ্ঞানের জ্ঞাধার কি ? যদি বল অজ্ঞানের গ্রায় জ্ঞানেরও জ্ঞাধার আত্মা; তবে বলি, 'স্বপ্রকাশ' আত্মার প্রকাশে, জ্ঞানের আবশ্যকতা কি ? কিছুই নাই। এদিকেও কোন কারণ পাওয়া গেল না।) এই প্রকার বিশ্বয়াপন্ন হইয়াই, জ্ঞানোদিগের মন প্রপঞ্চবিশ্বতরূপ নিবিড় নিজায় সমাচ্ছন্ন হইয়া, মুনীজ্ঞগণলভ্য আনন্দধন পঞ্চমাদি ভূমিকায় সমাক্রুত হইয়া পরব্রহ্মে লীন হইয়া যায়।

'বিজ্ঞাননিজাধনে'—বিগত হইয়াছে জ্ঞান—জগদ্বিব্যক্ত বোধ, বাহ্য হইতে, এইরূপ, যে নিজা—সংসারপ্রপঞ্চবিশ্বতরূপ সামান্ত চৈতন্ত, তদধরা নিবিড়—বিচ্ছেদরহিত, এইরূপ যে পরব্রহ্ম। 'আনন্দধনে'—জগদগত সর্বস্বার্থের অরণ্যস্বরূপ, যে পরব্রহ্ম, তাহাতে। 'মুনীজ্ঞসদনে'—প্রথম হইতে তৃতীয় পর্য্যন্ত যে কোন ভূমিকায় সমাক্রুতকে 'সাধক'

ও চতুর্থভূমিকাসমাক্রুত সিদ্ধকে 'মুনি' বলা হয় । তদুর্দ্ধ ভূমিকায় সমাক্রুত সিদ্ধ, 'মুনীন্দ্র' । তাঁহার সদন বা মন্দির স্বরূপ যে পরব্রহ্ম, তাহাতে ।

জ্ঞানী, আত্মজ্ঞান দ্বারা আপনার কৃতকৃত্যতা বর্ণনা করিতেছেন :—

শুদ্ধে বোধে স্মরতি পরিতঃ কালিতা বাসনাকাঃ

ক্লীণং চিত্তং বিরতি রুদিতা কৰ্ম্মপাশা বিশীর্ণাঃ ।

ভগ্নো ভেদঃ সুখমধিগতং কল্পনা দূরমুক্তা

দৃষ্টে তত্ত্ব করবদরবমান্তি কর্তব্যশেষঃ ॥ ৩৫

অর্থ—শুদ্ধে বোধে পরিতঃ স্মরতি (সতি), তত্ত্ব করবদরবং দৃষ্টে সতি, (মম) কর্তব্যশেষঃ নাস্তি ; (যতঃ) বাসনাকাঃ কালিতাঃ, চিত্তং ক্লীণং, বিরতিঃ উদিতা, কৰ্ম্মপাশাঃ বিশীর্ণাঃ, ভেদঃ ভগ্নঃ, সুখম্ অধিগতম্, কল্পনা দূরমুক্তা ।

জ্ঞেয়রূপ বিষয় এবং তদুপাদান অজ্ঞান নিরস্ত হইয়া যাওয়াতে, বিশুদ্ধজ্ঞানস্বরূপ আত্মার সর্বত্র স্মরণ হইতেছে : (সেইরূপ স্মরণ বশতঃ আপনাকে, আরোপিত হইয়া, জীব ও জগতের অধিষ্ঠানরূপে অনুভব করিতেছি, এবং অনারোপিতস্বরূপ আত্মায়) করস্থিত বদরীকলের ত্রায় সাক্ষাদভাবে, অনন্ত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের লক্ষণ অনুভূত হওয়াতে, আমার কিছুই কর্তব্য অবশিষ্ট নাই (আমি 'প্রাপ্তপ্রাপ্তব্য' * হইয়াছি) । যেহেতু, বিষয়সমূহের মিথ্যাভিনিশ্চয় হওয়াতে, আমার চিত্ত হইতে বাসনার চিহ্ন সকল বিধৌত হইয়া গিয়াছে, আমার বাসনাক্ষয়-সাধনের প্রয়োজন নাই । † চিত্ত নষ্ট হইয়া যাওয়াতে, (প্রতীত হইলেও

* জীবমুক্তি বিবেকের সংকৃত অনুবাদে ৩৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

† জীবমুক্তি বিবেকের সংকৃত অনুবাদে ৩০৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ।

মিথ্যা বলিয়া নিশ্চিত হওয়াতে), মনোনাশের জন্য যোগাদিসাধনের
প্রয়োজন নাই; সকল বিষয়ে বিরসতা উপর হওয়াতে, বৈরাগ্যা-
ভ্যাসের প্রয়োজন নাই; কৰ্ম্মপাশসমূহ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়াতে
সন্ন্যাসাদির প্রয়োজন নাই; ভেদ বিলুপ্ত হওয়াতে, বৈতনিয়াসেরও
প্রয়োজন নাই; সকল সুখ, ব্রহ্মসুখের অন্তর্ভূত বলিয়া, এবং সেই 'সুখ'
পাইয়াছি, বলিয়া, সুখসাধনের প্রয়োজন নাই; কল্পনাকে—আত্মার
অন্যাত্মারোপবৃত্তিকে—দূরে ফেলিয়া দিয়াছি বলিয়া, কল্পনাত্যাগের
প্রয়োজন নাই।

৬৬। নরহরিষট্কম্ ।

নাম্নৈব নো নরহরেহি বিদীর্ঘ্যতেহসৌ

দ্রুষ্টো হিরণ্যকশিপুর্নিতরাং বলিষ্ঠঃ ।

তস্মাৎস্বয়া নৃহরিরূপধরেণ চিত্ত

মোহো হিরণ্যকশিপুস্ত বিদারণীয়ঃ ॥ ১

অর্থ—নিতরাং বলিষ্ঠঃ দ্রুষ্টো হিরণ্যকশিপুঃ নরহরেঃ নাম্না এব
নো হি বিদীর্ঘ্যতে । তস্মাৎ (হে) চিত্ত, নৃহরিরূপধরেণ স্বয়া তু মোহঃ
হিরণ্যকশিপুঃ বিদারণীয়ঃ ।

গ্রন্থকার নরহরি আপনায় চিত্তকে শূন্য দাবার নামান্ত, আত্মনাম-
গর্ভ পল্লিহারের উপদেশ দিতেছেন—হে চিত্ত (তুমি 'নরহরি' নাম
পাইয়াছ; অতএব মনে করিও না, তদ্বারাই তুমি কৃতকৃত্য হইয়াছ!)
মহা বলবান্ অধর্ম্মমিরত সেই সর্বজনপ্রসিদ্ধ মোহ-হিরণ্যকশিপু কেবল

তোমার 'নরহরি'-নামধারণহেতু, কখনই বিদীর্ণ হইবে না। সেইহেতু, ভগবান্ বিষ্ণু যেমন নরসিংহমূর্ত্তি ধরিয়, হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়াছিলেন, তুমিও সেইরূপ, বিচার ও অসঙ্গতার বিপুলবিক্রমে সংসারমোহকে বিনষ্ট করিয়া ফেল।

“বীতরাগানন্দা”দি নাম ধারণ করিলেই, সংসারসঙ্কলন নিবৃত্ত হয় না।

ইন্দ্রশ্চ রাজ্যমপি সম্প্রাপ্তিলভ্য লুক
তৃষ্ণাময়ো নিজরিপু ন জগাম তৃপ্তিম্ ।
অস্ত্রাধুনা প্রলয় এব হিতং মমেতি
প্রজ্ঞানুনা নৃহরিণা প্রলয়ং প্রণীতঃ ॥ ২

অর্থ—লুক: তৃষ্ণাময়: নিজরিপু: (হিরণ্যকশিপু:) ইন্দ্রশ্চ রাজ্যং প্রাপ্তিলভ্য অপি তৃপ্তিঃ ন জগাম ; অধুনা অস্ত্র প্রলয়ঃ এব মম হিতম্ ইতি প্রজ্ঞানুনা নৃহরিণা (স:) প্রলয়ং প্রণীতঃ ।

‘আমারই আশ্রিত মোহরূপী এই হিরণ্যকশিপু শত্রু সাতিশয় লুক, যেহেতু সে অতৃপ্ত ভোগবাসন, দ্বারা নিশ্চিন্ত ; সে ইন্দ্রের ত্রৈলোক্যরাজ্য লাভ করিয়াও, তৃপ্তিলাভ করিল না—কাস্ত হইল না। এক্ষণে তাহাকে সমূলে বিনষ্ট না করিলে, আমার (বিশ্বের) কল্যাণ নাই।’ এইরূপ চিন্তা করিয়া ভগবান্ নবসিংহ স্বয়ং বিচারবুদ্ধি অবলম্বন করিয়া, তাহাকে সমূলে বিনাশ করিলেন।

আত্মা, মোহ ও বিচারবুদ্ধি উভয়েরই সম্বাপ্রদ। স্বরূপস্থলভের ইচ্ছা হইলে, আত্মার অনন্ততৃষ্ণাজনক মোহাবরণ থাকিতে, সেই সুখপ্রাপ্তির আশা নাই।

বক্ষো হিরণ্যকশিপোঃ কিল বজ্রসারং
শস্ত্রাণি তত্র সকলান্যপি কুণ্ঠিতানি ।
তাদৃকপুনস্তব নৈখৈর্নহরে বিদীর্ণ
মত্যাভুতো ভবত এষ নখপ্রভাবঃ ॥ ৩

অর্থঃ—হিরণ্যকশিপোঃ বক্ষঃ বজ্রসারং কিল ; (যতঃ) সকলানি
অপি শস্ত্রাণি তত্র কুণ্ঠিতানি । তাদৃক (বক্ষঃ) পুনঃ তব নৈখৈঃ বিদীর্ণম্ ।
(হে) নহরে, ভবতঃ এষ নখপ্রভাবঃ অত্যাভুতঃ ।

হিরণ্যকশিপুৰ বক্ষ নিঃসন্দেহ বজ্রসদৃশ দৃঢ় । কেননা সকল অস্ত্রই
তাহাকে বিদীর্ণ করিতে অক্ষম হইয়া যায় । সেই সূদৃঢ় বক্ষ আমার
তোমার নখরাঘাতে বিদীর্ণ হইল । হে নরহরি, তোমার এই নখরশক্তি
অত্যাভুত ।

অশেষ শাস্ত্রব্যাক্ত্যে য়োমোহকে বিদীর্ণ করিতে অক্ষম, হে নৃসিংহ,
তোমার মহাবাক্যরূপ হস্তচতুষ্টয়ের অক্ষরার্থরূপ নখররাজি তাহাকে
বিদীর্ণ করিয়া দেয় । মহাবাক্যার্থ এতই অভুত ।

অধ্যাত্মদৃষ্টিহৃদয়ঃ হৃদয়াগ্রসংস্থঃ
তেজোময়োহরিমনয়ন্থরিস্তম্ভস্তম্ ।
কষ্টং সমস্তমুপি নষ্টদশাং প্রযাতং
প্রহ্লাদ এব পরমং মুহিমানমাপ ॥ ৪

অর্থঃ—তেজোময়ঃ নহরিঃ অধ্যাত্মদৃষ্টিহৃদয়ঃ তম্ অরিং হৃদয়াগ্রসংস্থঃ
(কৃত্বা) অন্তম্ অনয়ৎ । সমস্তং কষ্টম্ অপি নষ্টদশাং প্রযাতম্ । প্রহ্লাদঃ
এব পরমং মুহিমানম্ আপ ।

যে আত্মাকে অধিষ্ঠানরূপে পাইয়া, অহঙ্কারাদি সমস্ত জগৎ, প্রকাশমান হয়, সেই অধিষ্ঠানকে বিশ্বৃত্ত হইয়া, মোহরূপী হিরণ্যকশিপু অধ্যস্ত জগৎকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া, তাহারই আধিপত্যলাভে অতিগর্বিতহৃদয় হইয়াছিল । (ইহাই ‘অধ্যাত্মদৃষ্টিহৃদয়ঃ’ বিশেষণের অর্থ) । সেই (স্বরূপাবরক মোহরূপী) হিরণ্যকশিপু শত্রুকে, (ক্রোড়ে পাতিয়া) স্বহৃদয়ের সম্মুখে স্থাপন করিয়া, ক্রোধদীপ্ত নরসিংহমুষ্টিধারী শ্রীবিষ্ণু, তাহাকে বিনাশ করিলেন । তাহার বিনাশে সর্বদুঃখের অবসান হইল, এবং প্রহ্লাদই সকল স্নানাস্ত্রপূজাতা লাভ করিলেন ।

নিত্যচৈতন্ত্বরূপ পরমাশ্রমেব স্বরূপাবরক মোহের নিকট নিজ স্বরূপ প্রকটন করিয়া, তাহার বিনাশসাধন করিলে, সর্বদুঃখের নিবৃত্তি হয়, এবং জীবাত্মা আপনায় আনন্দরূপতা উপলব্ধি করিয়া স্বকীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয় । এইহেতু গ্রন্থকার আপনাকে বলিতেছেন—হে নরহরি, ‘তুমি এইরূপে মোহের বিনাশ করিয়া, পরমানন্দস্বরূপ জীবাত্মাকে নিজ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে ।’

নাস্তুস্ত নাপি চ বহিন্ দিবা ন রাত্রৌ

নাঙ্গ্রেণ শুক্লবপুষা চ ন মার্য্যতে যঃ ।

নায়াং নরেণ ন মুগেণ নিপাতনীয়

স্তাদৃগ্ৰিপুং নরহরিহঁতবাঘিচিহ্নম্ ॥ ৫

অর্থ—যঃ অঙ্গং ন তু অন্তঃ, ন অপি চ বহিঃ, ন দিবা, ন রাত্রৌ, ন আঙ্গ্রেণ, ন চ শুক্লবপুষা (অঙ্গ্রেণ,) মার্য্যতে, ন নরেণ ন মুগেণ নিপাতনীয়ঃ, নরহরিঃ তাদৃগ্ৰিপুং হতবান্, ইতি বিচিহ্নম্ ।

[গ্রন্থকার মনকে বলিতেছেন, ‘তুমি প্রকৃত নরহরি হইয়াই মোহরূপী হিরণ্যকশিপুকে বধ কর; তাহাতে এইরূপ ভাবিও না যে পুরাণবর্ণিত

হিরণ্যকশিপু, যেমন ব্রহ্মার নিকট বর পাইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে কোনও মনুষ্য বা পশু, অন্তর্দেহে বা বহির্দেহে, দ্বিবে বা রুদ্রিতে, আত্ম অথবা শুদ্ধ অন্তরীক্ষা, বধ করিতে পারিবে না, এই মোহ-হিরণ্যকশিপুতে সেই সকল লক্ষণ কোথায়, যে তাহাকে বধ করিয়া আমি প্রকৃত নরসিংহ হইব ?] এই যে হিরণ্যকশিপু, গৃহাভ্যন্তরে অথবা বাহিরে, রাত্রিতে অথবা দিবাভাগে, আত্ম অথবা ক্ষুদ্র অন্তর দ্বারা অবধ্য ছিল, এবং মনুষ্যদ্বারা কিম্বা পশুদ্বারা অবিনাশ্য ছিল, নরসিংহ সেইরূপ শতক্ষেপে বধ করিয়া অলৌকিক লীলা প্রকটন করিয়াছিলেন, (মোহবধে সেই বিচিত্রতার অবসর কোথায় ?) (উত্তর—প্রশ্নমধ্যেই উত্তর স্থিতি আছে ; সংসার-মোহও হিরণ্যকশিপুর ন্যায় লব্ধবর নৈত । কেননা, তাহাকে কেবল অপধানাদি দ্বারা অন্তর্দেহে বিনাশ করা অসাধ্য ; আবার স্ব স্ব বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা বহির্দেহেও বধ করা দুর্ঘট ; কেবল লোকব্যবহারপালনরূপ দিবসে, অথবা বাহ্যবৃত্তির উপসংহার পূর্বক সমাধির অনুষ্ঠানরূপ নিশায়ও, তাহাকে বধ করা যায় না ; তাহাতেও বৈজ্ঞানিক ধাক্কিয়া যায় । কেবল প্রেমাঙ্গ উপাসনা দ্বারা, অথবা শুদ্ধজ্ঞান দ্বারা মোহের অবসান অসাধ্য, কেননা প্রেমাঙ্গ উপাসনা মোহেরই কার্য্যবিশেষ, তাহাতে মোহনিবর্তক জ্ঞানাতাব ; জ্ঞানার শুদ্ধজ্ঞানেও বিষয়ভোগপ্রবণতার আশঙ্কা । (‘ন’ রাত্তি বিষয়ানাদন্তে ইতি নরঃ’) নরের বা কেবল বৈরাগ্যবানের দ্বারা অথবা বিষয়াসক্ত পশুদ্বারা, মোহবিনাশ অসম্ভব, কেননা প্রারম্ভভোগ অবশিষ্ট থাকিলে, কেবল বৈরাগ্যেও বিক্ষেপ অবশ্যসম্ভাবী ; বিষয়-ভোগানুকুলিতে ত’ বিক্ষেপাতাবের সম্ভাবনাই নাই । এই হেতু নরসিংহ-অর্থাৎ যিনি লোকদৃষ্টিতে ব্যবহাররত ‘নরঃ’ ও পারমার্থিক দৃষ্টিতে সর্বদৈবতবিশিষ্ট ‘সিংহ’, যিনি লোকব্যবহার ও সমাধি উভয়েই ব্যাপ্ত,

ভক্তি ও জ্ঞান উভয়েই আসক্ত, জীবভাব ও ব্রহ্মভাব এই উভয় ভাবাপন্ন, এইরূপ জীবমুক্ত নরসিংহই, সেই সংসারমোহ হিরণ্যকশিপুকে বধ করিতে পারেন । মন, তুমি সেই নরসিংহ হইয়া জগতে বিচিত্র লীলা প্রকটন কর এবং জীবাত্মা-প্রহ্লাদকেও পরমানন্দে প্রতিষ্ঠিত কর ।

সর্বত্রৈব সদা স্থিতো নরহরিষৎ স্বাবরে জঙ্গমে,

দৈবাত্ম্যক্তিমুপাগতঃ পুনরসৌ পাষণপিণ্ডেহপি যৎ ।

নাস্তিত্বং গমিতো হিরণ্যকশিপুস্তাদৃকপ্রপঞ্চাশ্রয়ঃ

তৎ সর্বং কিল কৌতুকং নিজজনপ্রহ্লাদহেতোঃ কৃতম্ ॥ ৭৮

অর্থ—স্বাবরে জঙ্গমে সর্বত্র এব সদা স্থিতঃ নরহরিঃ (ইতি) যৎ, পুনঃ অসৌ দৈবাৎ পাষণপিণ্ডে অপি ব্যক্তিম্ উপাগতঃ (ইতি যৎ) তেন তাদৃক প্রপঞ্চাশ্রয়ঃ হিরণ্যকশিপুঃ নাস্তিত্বং গমিতঃ (ইতি) যৎ তৎ সর্বং কৌতুকং কিল, নিজজনপ্রহ্লাদহেতোঃ কৃতম্ ।

[এই শ্লোকে গ্রন্থকার মনকে বলিতেছেন—‘মন, যদি বল, নরহরিলীলার প্রয়োজন কি ? নরহরির স্বরূপ যে বিষ্ণু, তিনি ত’ সর্বত্রই বিরাজমান, হিরণ্যকশিপুতেও বিদ্যমান । তাঁহার আবার পাষণস্তম্ভে প্রকটিত হইয়া হিরণ্যকশিপু বধ করা কেন ? অর্থাৎ ব্রহ্ম ত’ সর্বাধিষ্ঠান ; মোহেরও অধিষ্ঠান, এইমাত্র জানিলেই, আয়াস স্বীকার করিয়া মোহ বিনাশের প্রয়োজন হয় না ।’ তদন্তরে বলিতেছেন, হিরণ্যকশিপু বধ না করিলে প্রহ্লাদের স্বরূপপ্রতিষ্ঠালাভ হয় না ; মোহ বিনাশ না করিলে স্বরূপতঃ ব্রহ্মরূপ জীবের বিদ্যানন্দলাভ ঘটে না । ‘জীবের সচ্চিদ্রূপতাসিদ্ধি পরোক্ষজ্ঞানেও হয় । সেইজন্তই ব্রহ্মের জীব সাজিয়া মোহবিনাশরূপ ‘কীড়াকৌতকের’ অস্থিষ্ঠান । মন, তোমারও নরহরিরূপ ধরিয়া মোহবিনাশের প্রয়োজন জ্ঞাচ্ছে ।]-

সেই নরসিংহ, ব্রহ্মরূপে, স্বাবর জঙ্গম সর্বত্রই নিরন্তর বিজ্ঞমান বটেন এবং তিনি যে অকস্মাৎ পাষণন্তস্তে (পাষণ্ভৌতিক দেহে) আবির্ভূত হইয়া ত্রৈলোক্যরাজ্যপ্রপঞ্চের আশ্রয়ভূত হিরণ্যকশিপুর (বা সংসারমোহের) বিলোপসাধন করিলেন, ইহাও সত্য। তাঁহার এই সকল কৌতুকের অনুষ্ঠান, কেবল নিজজন প্রহ্লাদের জন্ত অর্কঃ স্ত্রীবরূপ ধরিয়া ব্রহ্মানন্দোপভোগের জন্ত। (মোহ থাকিলেও, জীব পরোক্ষভাবে আপনাদি সচ্চিদ্রূপতা জানিতে পারে বটে, কিন্তু অপরোক্ষভাবে ব্রহ্মানন্দের উপলব্ধি করিতে পারে না। সেইজন্ত নরসিংহবিক্রমে মোহবিনাশ অবশ্য কর্তব্য।)

জিতেন্দ্রিয়রিপুষট্‌কং হৃদি গায়তি বারষট্‌কং ৫৮৭।

এতন্নরহরিষট্‌কং বিকারষট্‌কং নিবারয়তি ॥ ৭

অন্বয়—ইন্দ্রিয়রিপুষট্‌কং জিত্বা (কৃষ্ণ ৫৮৭) এতৎ নরহরিষট্‌কং হৃদি বারষট্‌কং গায়তি ৫৮৭, (তহি, এতৎ) বিকারষট্‌কং নিবারয়তি।

“(মনকে লইয়া ছয়টি), ইন্দ্রিয়সকলকে জয় করিয়া” অর্থাৎ “অজিহ্ব, ষণ্ডক, পঙ্গু, অন্ধ, বধির ও মুগ্ধ” (“জীবমুক্তিবিবেকের” মৎকৃত অনুবাদে ১৮৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য,) হইয়া, জীব ও ব্রহ্ম এই উভয়রূপে, চিদান্ধার লীলা-প্রতিপাদক এই ছয়টি শ্লোক, যদি কেহ হৃদয়ে স্থান করেন অর্থাৎ বিচারপূর্বক ছয় বার পাঠ করেন, তাহা হইলে, তাঁহার জন্ম, মরণ, ক্লেশ, তৃষ্ণা, হর্ষ ও শোক এই ষড়্‌মুখি, অথবা ষাট্‌কৌশিক দেহধারণ, অথবা অস্তি, জায়ন্ত ইত্যাদি ষড়্‌বিকার, নিবারিত হয়।

৬৭ । উন্নতপ্রলাপশতকম্ ।

এই শতশ্লোকনিবদ্ধ প্রকরণে যাহা যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা মূঢ় জনের নিকট বিরুদ্ধবচন বলিয়া প্রতীত হইবে । এই কারণে, এই শ্লোকগুলি প্রলাপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে । 'কিস্তু তাই' বলিয়া, এগুলি উপেক্ষণীয় নহে ।

শুদ্ধবোধরসাস্বাদী প্রলপামি প্রমত্তবৎ ।

তৎপ্রলাপনিগূঢ়ার্থং শোধয়ন্তু সত্যং ধিযঃ ॥ ১

অর্থ—শুদ্ধবোধরসাস্বাদী " (অহং) " প্রমত্তবৎ প্রলপামি । সত্যং ধিযঃ তৎপ্রলাপনিগূঢ়ার্থং শোধয়ন্তু ।

'আমি ত্রিপুটীরহিত চিন্মাত্রস্বরূপ আত্মস্বাভাব করিয়া মাতালের ভায় বসিতেছি । শ্রদ্ধাদিগুণসম্পন্ন মুমুকুগণের বুদ্ধি সেই প্রলাপের নিগূঢ়ার্থ বিচার করুন ।

কামঃ ক্রোধশ্চ লোভশ্চ মোহশ্চ মদমৎসরৌ ।

সংসারতারকা যদ্বস্তথা তদ্বিবৃতিং শৃণু ॥ ২

অর্থ—কামঃ ক্রোধঃ চ, লোভঃ চ মোহঃ চ মদমৎসরৌ, যদ্বৎ (যথা), সংসারতারকাঃ (ভবন্তি), তথা তদ্বিবৃতিং শৃণু ।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মৎসর্য, (মোক্ষাদি ইষ্টলাভের ব্যাঘাতক বলিয়া, চিরপ্রসিদ্ধ) । ইহার যে প্রকারে সংসারনিবৃতি করিতে—মোক্ষপ্রদান করিতে—সমর্থ হয়, তাহার বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর ।

বিশ্রান্তিহৃন্দরীসঙ্গরতিলাবণ্যলম্পটঃ ।

একান্তলীলাচতুরাঃ ফামিনো মুক্তিগামিনঃ ॥ ৩

অবয়—নিপ্রয়োজন ; শেষে 'ভবতি' উহ ।

বিশ্রান্তি স্নানরৌর সৃজলাভে, তাহার সহিত রতিক্রীড়ায়, ও তাহার সৌন্দর্য্যো, একান্ত যুক্ত, এবং নির্জনে ক্রীড়ানিপুণ, কামুকগণই মুক্তিলাভে অধিকারী ।

অভিপ্রায় এই—সমস্ত বিক্ষেপবর্জন করিলে, যাহাকে লাভ করিতে পটরা যায়, সেই জীবব্রহ্মৈক্যসাক্ষাৎকাররূপা প্রমোদিত্তির লাভে, তাহার আবৃত্তিতে, ও তাহার সুখস্পর্শে, যিনি একান্ত আসক্ত এবং বিজন স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক বৈতনিয়েধদ্বারা সহজসমাধিকুশল, এইরূপ ব্রহ্মসুখাভিলাষী ব্যক্তিগণই মুক্তির অধিকারী ।

যদ্বলান্মোহদৈত্যস্য যোগী নরহরিঃ স্বয়ম্ ।

বক্ষ্যে বিদারয়াক্ষত্রে স ক্রোধো মুক্তিসাধনম্ ॥৪

অবয়—যদ্বলাং যোগী স্বয়ং নরহারঃ ভূত্বা মোহদৈত্যস্ত বক্ষ্যে বিদারয়াক্ষত্রে সংক্রোধো মুক্তিসাধনং (ভবতি) ।

যে ক্রোধের আশ্রয় হইয়া যোগী, সাক্ষাৎ নৃসিংহমূর্ত্তি ধরিয়া, মোহ নামক হরণ্যকশিপু দৈত্যের হৃদয় বিদারণ করিয়াছিলেন, সেই ক্রোধ মুক্তির সাধন ।

“নরহরিঃ”—শব্দে, স্বয়ং গ্রন্থকারকে অথবা যে যোগী ব্যবহারদৃষ্টিতে ‘নর’ বা বৈরাগ্যাগাদি সম্পন্ন জীব, এবং পারমার্থিক দৃষ্টিতে ‘হরি’ বা সর্ব-বৈতহরণশীল ব্রহ্ম, তাহাকেও বুঝাইতে পারে। “দৈত্যার হৃদয়”—অর্থাৎ জীবব্রহ্মের একের উপর অত্রের আরোপরূপ গ্রহি ।

অকুটীকুটিলং যস্য মুখমীক্ষিতুমক্ষম্যঃ ।

কামলোভাদয়ো ভাবা স দেবী কেশবপ্রিয়ঃ ॥৫

অথ—কামলোভাদয়ঃ ভাবাঃ যন্ত ক্রকুটীকুটিলং মুখং স্নিকিতুং
অক্ষমাঃ ভবন্তি, সঃ দ্বেষী কেশবপ্রিয়ঃ (ভবতি) ।

কাম, লোভ, প্রভৃতি চিত্তবিকার যাহার ক্রকুটীকুটিল মুখের দিকে
তাকাইতেও সমর্থ হয় না, (তাঁহাকে আক্রমণ করা দূরে থাক),
সেই বিদেষপরায়ণ যোগী পরমাত্মার প্রিয় ।

‘ক্রকুটীকুটিল মুখং—সঙ্কল্পবিকল্পবিনাশিকা চিত্তবৃত্তি অর্থাৎ “কহং
ব্রহ্মাস্মি”-রূপ প্রমাবৃত্তি ।

শাস্ত্রে সুপ্রসন্নানাং নখরে ক্রকুটীভূতাম্ ।

রাগদেষবতাং তাত মুক্তিঃ করতলে স্থিতা ॥ ৬

অথ—(হে) তাত, শাস্ত্রে সুপ্রসন্নানাং নখরে ক্রকুটীভূতাং রাগ-
দেষবতাং করতলে মুক্তিঃ স্থিতা ।

(রাগদেষী লোকের মুক্তি হুলভ, কিন্তু) হে বৎস, যাহারা নিত্য-
বস্ত্তে (ব্রহ্মে) একান্ত আসক্ত, এবং বিনাশলীল বস্ত্তর প্রতি বক্রদৃষ্টি
ধারণ করেন,—বিরক্তি অনুভব করেন, এইরূপ, রাগদেষী লোকের
করতলেই মুক্তি রহিয়াছে । তাঁহাদিগকে মুক্তিলাভ করিতে ব্যগ্র
হইতে হয় না, এবং তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই মুক্তি দিতে পারেন ।

মনঃ কাচমণিং দত্ত্বা জ্ঞানচিন্তামণিং মুনিঃ ।

ক্ৰীণাতি যেন লোভেন স লোভো মুক্তিসাধনম্ ॥ ৭

অথ—যেন লোভেন মুনিঃ মনঃকাচমণিং দত্ত্বা জ্ঞানচিন্তামণিং
ক্ৰীণাতি, সঃ লোভঃ মুক্তিসাধনং ভবতি ।

(লোভীর মুক্তি হুলভ বলিয়া প্রসিদ্ধ, কিন্তু) যে লোভের বশবর্ত্তী
হইয়া, জ্ঞানী কাচমণির স্থায় তুচ্ছ মনের বিনিময়ে চিন্তামণিসদৃশ বহুমূল্য
জীবব্রহ্মৈক্য বিষয়ক জ্ঞান ক্রয় করেন, সেই লোভ মুক্তির সাধন ।

যেন বর্ণাশ্রমাচারদেহভোগধনাদিকম্।

বিশ্বরস্তু চিত্তঃ প্রেম্না স মোহঃ পরমং পদম্ ॥ ৮

অর্থ—যেন (মোহেন জনাঃ) বর্ণাশ্রমাচারদেহভোগধনাদিকং
চিত্তঃ প্রেম্না বিশ্বরস্তু, সঃ মোহঃ পরমং পদম্ (অন্তি)।

যে মোহে আবদ্ধ হইয়া, লোকে চিন্মাত্রস্বরূপ, আত্মবস্তুর অমুরাগে
ব্রাহ্মণাদি বর্ণের এবং ব্রহ্মচর্যাदि আশ্রমের আচার, নিজ নিজ দেহ,
এবং সেই সেই দেহের ভোগ অর্থাৎ সুখদুঃখসাধনভূত সকল বস্তুই
ভুলিয়া যায়, সেই মোহই; সেই কার্য্যকারণাভীত পরমাাত্রার স্বরূপ।

মন্তো নাগ্ৰংপরং কিঞ্চিদহমেব মহেশ্বরঃ।

অহমেবোত্তম শ্চেতি মদৌ মুক্তিপ্রদো মতঃ ॥ ৯

অর্থ—মতঃ (মৌ) পরম্ অত্রং কিঞ্চিৎ ন (অন্তি), অহম্ এব
মহেশ্বরঃ, অহম্ এব উত্তমঃ চ (ইতি এবং যঃ) মদঃ, (সঃ) মুক্তিপ্রদঃ
মতঃ।

আমা হইতে—‘অহং’ পুদের লক্ষ্য কুটস্থ চৈতন্য হইতে—শ্রেষ্ঠ আর
কিছুই নাই, সেই আমিই সর্বজগৎসাক্ষী পরমাাত্রা, এই হেতু আত্মা
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই, এই প্রকার মদ বা আপনাতে উৎকৃষ্টত্ব-
বুদ্ধি, মোক্ষের সাধন।

দৃশ্যোৎকর্ষং ন সহতে জ্ঞানোৎকর্ষবল্যাত্ম যঃ।

স তু সন্মৎসরশতং জ্যেষ্ঠো নিমৎসরান্মুনৈঃ ॥ ১০

অর্থ—যঃ জ্ঞানোৎকর্ষবল্যাত্ম তু দৃশ্যোৎকর্ষং ন সহতে, সঃ তু নিমৎস-
রশতং যুনেঃ সন্মৎসরশতং জ্যেষ্ঠঃ (ভবতি)।

যিনি উৎকৃষ্ট জ্ঞান বা জীববৈজ্ঞানিকবোধ লাভ করিয়া, তাহার বলে দৈতপ্রপঞ্চের আধিক্য বা জ্ঞানান্ধিতবশক্তি সহন করিতে পারেন না, তিনি, নিম্নসর মূনি অপেক্ষা, যেন শত বৎসরের বড়।

ক্ষণং ন ক্ষমতে যন্ত বাহ্যক্ষুরণমক্ষমী ।

তদ্বামচরণাসুষ্ঠে নিবন্ধাঃ ক্ষমিণাং গুণাঃ ॥ ১১

অর্থ—যঃ তু অক্ষমী বাহ্যক্ষুরণং ক্ষণং ন ক্ষমতে, ক্ষমিণাং গুণাঃ তদ্বামচরণাসুষ্ঠে নিবন্ধাঃ ।

(ক্ষমাহীন ব্যক্তি, শাস্ত্রে মোক্ষের অনধিকারী বলিয়া বর্ণিত,) কিন্তু যে জ্ঞানী ক্ষমাহীন হইয়া 'ক্ষণকালের জন্তও ঘটপটাदि বাহ্যবস্তুর ক্ষুরণ সহন করিতে পারেন না, শাস্ত্রে ক্ষমাহীনের জন্ত যে সকল উৎকর্ষলাভ প্রতিশ্রুত আছে, সেই সকলই, উক্ত ক্ষমাহীন জ্ঞানীর বামপদের অসুষ্ঠে অবিচ্ছেদ্য ভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। কেহ অস্পৃশ্য পদার্থকে স্পর্শ করিতে বাধ্য হইলে, বামপদের অসুষ্ঠ দ্বারাই স্পর্শ করে। সেইরূপ, উক্ত ক্ষমাহীন জ্ঞানী শাস্ত্রপ্রতিশ্রুত উৎকর্ষগুলিকে 'চাহিনা' বলিয়া অবজ্ঞা করিলেও, তাহারা তাঁহাকে ছাড়ে না।

কামাদয়ো মহাধূর্তা ধূর্তিতং বৈজগত্যয়ম্ ।

তান্ ধূর্তয়তি যো যুক্ত্যা স ধূর্তো ধূর্তজটিপ্রিয়ঃ ॥ ১২

অর্থ—বৈঃ জগত্যয়ং ধূর্তিতং (অস্তি), (তে) কামাদয়ঃ মহাধূর্তাঃ (ভবন্তি) । যঃ (জ্ঞানী) যুক্ত্যা তান্ ধূর্তয়তি, সঃ ধূর্তঃ ধূর্তজটিপ্রিয়ঃ (ভবতি) ।

কামক্রোধাদি, ইন্দ্র হইতে ক্রিমিকীট পর্যন্ত জিজগতের জীবকে বঞ্চিত করিয়াছে। সেই হেতু তাহারা মহাধূর্ত। যে জ্ঞানী যুক্তি

প্রয়োগে তাহাদিগকেও ক্ষিত করেন, তিনি কামাদিসর্ববিজ্ঞরী
শিবেরও প্রিয়। জ্ঞানীর 'মুক্তি' তিন প্রকার; যথা-(১) যদ্বারা জগ-
দ্বিষয়ে বৈরাগ্যপ্রদর্শন করা যায়, সেইরূপ বিচার, (২) মনোনিরোধ
নামক যোগাস্ত্রাস, (৩) জাগত বিষয়ের মিথ্যাভ্রমনিশ্চয়।

যো লালয়তি লোভাদীনস্তমূলানি কুস্ততি।

বহিরন্তোন্ত এবাস্তমুক্তি মেতি কপট্যাসৌ ॥ ১৩

অর্থ—যঃ লোভাদীন লালয়তি, অন্তঃ (তেষাং) মূলানি কুস্ততি,
অসৌ কপটী বহিঃ অন্তঃ অন্তঃ মুক্তিম্ এতি এব।

যে জ্ঞানী, বাহ্যিক (ব্যবহারদৃষ্টিতে) লোভাদিকে স্ব স্ব বিষয় প্রদান
করিয়া যেন পোষণ করেন, কিন্তু অন্তরে (আত্মানাত্ম বিচার দ্বারা তাহা-
দিগকে অনাঅধুষ্মরূপে নিশ্চয় করিয়া) তাহাদের মূলচ্ছেদন করেন, সেই
জ্ঞানী বাহ্যিক একরূপ, অন্তরে অপরূপ, এইরূপ কপটী হইলৈও, মুক্ত
হইয়া যান।

শুণাত্মকেষু সর্বেষু দোষ মেবাস্তরাগ্নয়ঃ।

কর্ণে জপতি যো নিত্যং পিশুনোহসৌ বিমুক্তিভাক্ ॥ ১৪

অর্থ—যঃ শুণাত্মকেষু সর্বেষু দোষে, নিত্যম্ অন্তরাগ্নয়ঃ কর্ণে জপতি
অসৌ পিশুনঃ বিমুক্তিভাক্ (ভবতি)।

যিনি ত্রিশুণাত্মক বস্তুরাত্মকই অর্থাৎ সমগ্র জাগত পদার্থের
(অনিত্যতা, হৃৎপ্রদতা, বক্রকারিতা প্রভৃতি) দোষ নিরন্তর অন্তরাগ্নার
কর্ণে 'লাগান' (অগোচরে জানান), সেই 'কর্ণজপ' বা দোষহৃৎক
খল, বিদেহমুক্তির অধিকারী।

পর্যাপবাদ এবাস্তি হৃদয়ে সত্য সর্বদা।

পূরাত্ততিং গতৌ দৃষ্টঃ সময়ো মুনিশেখরঃ ॥ ১৫

অন্বয়—যন্ত হৃদয়ে সর্বদা পরাপবাদঃ! এব অস্তি, সঃ সুনিশেধরঃ
ময়া পরাং গতিং গতঃ দৃষ্টঃ ।

পরের অর্থাৎ অনাস্ববস্তুর বা জড়ের, ‘অপবাদ’ বা নিষেধ অর্থাৎ
মিথ্যাভিনিশ্চয়, বাহার অন্তঃকরণে সর্বদা বর্তমান, সেই পরাপবাদী
জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ, মুক্তিলাভ করিয়াছেন, আমি দেখিয়াছি ।

মিথ্যেবেদং জগৎ সর্বমিতি নিশ্চিতচেতসাম্ ।

স মিথ্যাবাদিনাং লোকো দুর্লভঃ সত্যবাদিনঃ ॥ ১৬ ।

অন্বয়—ইদং সর্বং জগৎ মিথ্যা এব ইতি নিশ্চিতচেতসাং মিথ্যা-
বাদিনাং সঃ লোকঃ, সত্যবাদিনঃ দুর্লভঃ (ভবতি) ।

যিনি দৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চকে মিথ্যা বলিয়া হৃদয়ে নিশ্চয় করিয়া,
শিষ্টাদিকে তদ্রূপ উপদেশ করেন, সেই মিথ্যাবাদী, যে লোকে গমন
করেন, অর্থাৎ জীবব্রহ্মৈক্য বিষয়ক যে জ্ঞান লাভ করেন, তাহা,
‘জগৎসত্য’-বাদী অথবা সত্যবস্তুরও দুর্লভ ; কারণ সত্যবস্তুর যে কথা
বলিবেন তাহার বিষয়ও অনাস্বরূপ বলিয়া মিথ্যা ।

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যঃ সদাচারবর্জিততঃ ।

আচারিণো ন গচ্ছন্তি তস্তান্ধাচারিণো গতিম্ ॥ ১৭

অন্বয়—(অহং) ন কিঞ্চিৎ এব করোমি ইতি যঃ সদা আচার-
বর্জিততঃ (অস্তি), তস্ত অনাচারিণঃ গতিং সদাচারিণঃ ন গচ্ছন্তি ।

আমি (অর্থাৎ ‘আমি’ পদের ‘সকল বুদ্ধিসাক্ষী প্রভাগাত্মা) কিছুই
করি না, এইরূপ নিশ্চয়পূর্বক অদ্বৈত আত্মার অনুসন্ধানপরায়ণ হইয়া,
যিনি সর্বদা বিহিতকর্মানুষ্ঠানে বিরত থাকেন, অথবা ‘বিজ্ঞানময়ে’র
কর্মান্বিত ও কর্তৃত্বাদি আত্মার আরোপিত হইতে পারে না বুঝিয়া, যিনি

বিহিত কৰ্ম্মাহুষ্ঠান করিয়াও আপনাকে সেই সেই কৰ্ম্মের অকর্ত্তা বলিয়া
বলেন, সেই অনাচারীর জন্ত যে গতি শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে, তাহা
আচারিগণও (ঈহারা, 'বিজ্ঞানময়ে'র কর্ত্ত্ব চিদাত্মার আরোপ করিয়া
আপনাদিগকে কৰ্ম্মকর্ত্তা বলিয়া মনে করেন,) পাইতে পারেন না।

পূর্বং যানি চ মিত্রানি বিচারাদীণি তান্যপি ।

বিহায় তৎপরঃ যাতো মিত্রদ্রোহী ন মুচ্যতে ॥ ১৮

অথ—বিচারাদীনি চ যানি পূর্বং মিত্রাণি (আসন্), তানি অপি
বিহায় যঃ পরং যাতঃ, সঃ মিত্রদ্রোহী মুচ্যতে ।

আত্মানুঅবিশেষ, শ্রবণ, নিয়ম প্রভৃতি যাহারা, মোক্ষরূপ ইষ্টলাভের
অনুকূল বলিয়া (এককালে) মিত্র হইয়াছিল, তাহাদিগকেও পরিত্যাগ
করিয়া, যিনি পরকে আশ্রয় করিয়াছেন বা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত
হইয়াছেন, সেই মিত্রদ্রোহী (পাছে স্বাঅস্থানুসন্ধান খণ্ডিত হইয়া
যায়, এই কারণে যিনি বিচারাদিতেও বিরত হইয়াছেন,) মুক্তিলাভ
করেন ; (তাঁহাকে মিত্রদ্রোহিতাহেতু নরকে যাইতে হয় না ।)

পঞ্চভূতাত্মকং বিশ্বং নির্মিতং যেন মায়ায়া ।

স এব হি ময়া দৃষ্টে মায়াবী মুক্তিভাজনম্ ॥ ১৯

অথ—যেন মায়ায়া পঞ্চভূতাত্মকং বিশ্বং নির্মিতং দৃষ্টং, সঃ এব
মায়াবী ময়া মুক্তিভাজনঃ দৃষ্টঃ ।

[শাস্ত্রে মায়াবীর (ঐজ্জালিকের) নরকপ্রাপ্তির কথা শুনা যায়,
কিন্তু] যিনি শুদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত হইয়া, (ব্যবহারকালে)
আপনার সদমদাত্মিকা অনির্কচনীয়া জগৎসর্জনশক্তি দ্বারা এই
পঞ্চভূতাত্মক জগৎ নির্মাণ করিয়া (ব্যবহার সম্পাদন করেন

এবং সেইহেতু) আপনাকেই মায়াবী বলিয়া জানেন, সেই মায়াবিশ্বের স্বরূপবেত্তা, “মায়াবী”, মোক্ষের অধিকারী হইয়াছেন, দেখিয়াছি।

স্বেচ্ছ্যৈব কৃতং বিশ্বং স্বেচ্ছ্যৈব নিহন্তি যঃ।

কৃতজ্ঞাদপি পূজ্যোঙ্গৌ কৃতত্তো মোক্ষমশ্নুতে ॥ ২০

অর্থ—যঃ স্বেচ্ছয়া এব কৃতং বিশ্বং স্বেচ্ছয়া এব নিহন্তি, কৃতজ্ঞাং
অপি পূজ্যঃ অঙ্গৌ কৃতত্তো মোক্ষম্ অশ্নুতে।

আপনার ব্রহ্মাকরূপতা উপলব্ধি করিয়া, যিনি আপনার ইচ্ছাব্যবসায়
যে বিশ্ব নির্মাণ করেন, তাহাকে (কল্পনাযুক্ত প্রাসাদাদির তায়);
আপনার ইচ্ছার দ্বারা বিনষ্ট করেন, (তদ্বিত্ত অথ কোনও কারণের
অপেক্ষা রাখেন না,) সেই ‘কৃতত্ত’ (স্বকৃত কার্যের বিনাশকর্তা),
‘কৃতজ্ঞ’ (এই—নির্মিত, অতএব অনিত্য—বিশ্বকে সত্য বলিয়া যিনি
জানেন) অপেক্ষা অধিকতর আদরীয়, এবং তিনিই মোক্ষলাভ করেন।
(‘কৃতত্ত’ বলিয়া তাঁহার নরকপ্রাপ্তি হয় না।)

আশ্চর্য্যং যোহভিমন্তেত জীব আত্মানমীশ্বরম্।

সোহভিমানী গতিং যাতি নিরহঙ্কারদুর্লভাম্ ॥ ২১

অর্থ—যঃ জীবঃ আত্মানম্ জীশ্বরম্ অভিমন্তেত সঃ অভিমানী
নিরহঙ্কারদুর্লভাং গতিং যাতি ইতি আশ্চর্য্যম্।

যে জীব, আপনাকে (দেহদ্বয় হইতে পৃথক্ করিয়া) জীশ্বর (বা
জীশ্বাদিশক্তিমান্ পরমাত্মা) মনে করে, সেই অভিমানী জীব
(অধোগতিপ্রাপ্ত না হইয়া), এরূপ উত্তম গতি প্রাপ্ত হয়, যাহা অহঙ্কার-
বিজয়ী পুরুষেরও দুর্লভ, ইহা বড়ই বিচিত্র। (অহঙ্কারবিজয়ী পুরুষ
অহঙ্কারকে সত্যবস্ত্ত মনে করিয়া, পরমসত্যবস্ত্তলাভে বঞ্চিত হন।)

গুণেষু দোষং পশ্যন্তো বিশ্বমাত্রবিনন্দকাঃ।

আত্মস্তুতিপরা যাস্তি নিত্যং বৈকুণ্ঠমন্দিরম্ ॥ ২২

অর্থ—গুণেষু দোষং পশ্যন্তঃ বিশ্বমাত্রবিনন্দকাঃ আত্মস্তুতিপরাঃ
নিত্যং বৈকুণ্ঠমন্দিরং যাস্তি।

(পরনিন্দক ও আত্মপ্রাণীর নরকপাত শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে ;
কিন্তু) যাহারা গুণে (সত্ত্ব, রজঃ ও তমো নামক) মায়াজুগে)
(ঐশ্বর্যমুখ্যসুস্কানবিরোধী বলিয়া) দোষ দেখেন, এবং সমস্ত জগতের,
(অনাশ্রী ও জড় বলিয়া) নিন্দা করেন, এবং (বুদ্ধস্বরূপ) আত্মার
(বা আপনার) স্তুতি করেন, তাহারা অক্ষয় বৈকুণ্ঠমন্দিরে (ব্রহ্ম
চৈতন্তস্বরূপে) প্রবেশ করেন।

বুধাপি শুদ্ধমাত্মনং ব্যবহারিকলোকবৎ।

করোতি ন করোমীতি দম্ভকৃচ্ছত্ত্ববল্লভঃ ॥ ২৩

অর্থ—যঃ আত্মনং শুদ্ধম্ অপি, (অহং) ন করোমি ইতি বুধা
ব্যবহারিকলোকবৎ করোতি, (সঃ) দম্ভকৃচ্ছত্ত্ববল্লভঃ (অস্তি)।

যিনি আপনারকে কর্তৃত্বাদিকার অস্পৃষ্ট, কুটম্ব, অসঙ্গ জানিয়া, এবং
আমি বিহিত বা প্রতিষিদ্ধ কোন কর্মই করি না, এইরূপ বুঝিয়া, কেবল
লোককে দেখাইবার জন্ত, কর্তৃত্বাভিমানী মূঢ়ের ত্রায়া আচরণ করেন—
ব্যবহার পালন করেন, সেই কপটাচারী শত্ৰুর প্রিয় হন।

বোধধেগন তীক্ষ্ণেণ মোহাহঙ্কারদুখিয়াম্।

যাতকঃ পাতকং হস্তি পূর্বজনশতার্জিতম্ ॥ ২৪

অর্থ—যঃ তীক্ষ্ণেণ বোধধেগন মোহাহঙ্কারদুখিয়াং যাতকঃ, সঃ
পূর্বজনশতার্জিতং পাতকং হস্তি।

যিনি অজ্ঞানবিনাশক তীক্ষ্ণ জ্ঞানখড়াধারা মোহ ও অহঙ্কাররূপ দুৰ্বুদ্ধিকে বিনাশ করিয়াছেন, সেই ঘাতক (অপরের) অতীত শত জন্মের পাপ বিনাশ করিয়া থাকেন । (তিনি যে স্বয়ং নিস্পাপ হইয়াছেন, তাহাতে আর কথা কি ?)

অহঙ্কারং হরিরহং ব্রহ্মৈবাহমহং শিবঃ ।

ইতি বিশ্বাম্য হস্তারঃ পুণ্যা বিশ্বস্তঘাতকাঃ ॥ ২৫

অন্বয়—অহং এব হরিঃ, অহং (এব) ব্রহ্ম, অহং (এব) শিবঃ, ইতি বিশ্বাস্ত অহঙ্কারং হস্তারঃ বিশ্বস্তঘাতকাঃ পুণ্যাঃ (ভবন্তি) ।

যাহারা, ‘আমিই হরি’ (ঐতপ্রপঞ্চহরণশীল), ‘আমিই ব্রহ্ম’ (প্রজাপতি বা বিশ্বাত্মা), ‘আমিই শিব’ (পরমানন্দস্বরূপ)—এইরূপে (আপাততঃ দৃষ্টিতে অহঙ্কারের পোষণাভিলাষী হইয়া) অহঙ্কারের বিশ্বাস টংপাদন করিয়া, পরিশেষে তাহাকে বিনাশ করেন, সেই বিশ্বস্তঘাতীগণ পবিত্র, (তাঁহাদিগকে নরকে যাইতে হয় না) ।

মুক্তো বিধিনিষেধাভ্যাং নিশ্চিন্তঃ শ্বেচ্ছয়া চরন্ ।

কৰ্ম্মষ্ঠানামপাংক্তেয়ঃ সোহস্মাকং পংক্তিপাবনঃ ॥ ২৬

অন্বয়—যঃ বিধিনিষেধাভ্যাং মুক্তঃ নিশ্চিন্তঃ (অন্) শ্বেচ্ছয়া চরন্ । কৰ্ম্মষ্ঠানামপাংক্তেয়ঃ (ভবতি), সঃ অস্মাকং পংক্তিপাবনঃ (ভবতি) ।

যিনি শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের অতীত হইয়া, স্বর্গনরকাদিকলের চিন্তা (আশা ও ভয়) পরিত্যাগ করিয়া, যথেষ্ট বিচরণ করিয়া বেড়ান বলিয়া, কৰ্ম্মকাণ্ডের পূৰ্ব্বমীমাংসকদিগের পংক্তিবাহু হইয়াছেন, তিনি জ্ঞানমার্গের জিজ্ঞাসুদিগের ‘পংক্তিপাবন’, অর্থাৎ তাঁহাদের সমাজে পরমপবিত্রকারক বলিয়া গৃহীত হন । (শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধলঙ্ঘনকারী যথেষ্টাচার্যীর জন্ত শাস্ত্রে কিন্তু নব্বক বিহিত ।)

নিম্নিতাবভিনিমুক্তভ্যাদিতৌ যৌ তু তৌ হি নঃ।

পূর্তৌ কৰ্ম্মাভিনিমুক্তোহভ্যাদিতস্ত চিতৌ, সদা ॥ ২৭

অথ—যৌ তু অভিনিমুক্তভ্যাদিতৌ (ইতি) নিম্নিতৌ, তৌ হি কৰ্ম্মাভিনিমুক্তোচিতৌ অভ্যাদিতঃ চ সদা নঃ পূর্তৌ হি (স্তঃ)।

[মহুসংহিতায় (২।২২০, ২২১) আছে, যিনি স্বেচ্ছাচারিভাবে অথবা নিঃস্পৰশহইয়া শয়ান থাকেন, আর সূৰ্য্য উদিত হইন, তিনি “অভ্যাদিত” এবং যিনি সেইরূপ শয়ান থাকিতে সূৰ্য্য অন্ত যান, তিনি “অভিনিমুক্ত”। জ্ঞানকৃতই হউক বা অজ্ঞানকৃতই হউক, এই নিত্যকর্তব্যালব্ধজনিত পাপের জগ্ৰ সমস্তদিন উপবাসী থাকিয়া গায়ত্রী জপ করিতে হইবে। যিনি উক্ত প্রায়শ্চিত্ত না করেন, তিনি মহাপাপগ্রস্ত হন।] আমাদের ‘অভিনিমুক্ত’—যিনি অকর্তৃশ্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া, বিহিত ও নিষিদ্ধ কৰ্ম্ম হইতে নিমুক্ত হইয়াছেন; আমাদের ‘অভ্যাদিত’ যিনি চিন্মাত্রশ্বরূপে সৰ্বদা জাগ্রৎ। ইহারা উভয়েই আমাদের নিকট পবিত্র।

দত্তা দ্বারি কপাটং যঃ খণ্ডলডুকবম্মুনিঃ।

একাকী মিষ্টমশ্ৰাতি স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ২৮

অথ—যঃ মুনিঃ দ্বারি কপাটং দত্তা, একাকী সন্ খণ্ডলডুকবৎ মিষ্টম্ শ্ৰাতি, সঃ পরমাং গতি যাতি।

যে জ্ঞানী, দ্বারে কপাট বন্ধ করিয়া বহির্বৃত্তি বা জড়মাত্রের সঙ্গ, প্রতিভাগ করিয়া, একাকী হইয়া কেবলাত্মশ্বরূপে অবস্থিত হইয়া, মিষ্ট বা ওলার তায় মিষ্ট ভোজন করেন—ব্রহ্মস্বখানুভব করেন, তিনি পরম-গতি—জীবব্রহ্মৈক্যস্থিতি প্রাপ্ত হন। শাস্ত্রে বাহ্য উপদিষ্ট হইয়াছে—“একঃ স্বাহ ন ভুঞ্জীত” একেলা স্বাহ বস্তু ভোজন করিতে নাই, তাহা সেই একাকিমিষ্টভোজীতে খাটে না।

জ্ঞানকর্ষেজ্জিয়গণো নিরুদ্যা নিজমন্দিরে ।

পংক্তীকৃত্য হতো যেন সোহস্মাকং পংক্তিপাবনঃ ॥ ২৬।

অর্থ—যেন জ্ঞানকর্ষেজ্জিয়গণঃ নিজমন্দিরে নিরুদ্যা পংক্তীকৃত্য হতঃ,
সঃ অস্মাকং পংক্তিপাবনঃ । ১

যিনি পাঁচ জ্ঞানেজ্জিয় ও পাঁচ কর্ষেজ্জিয়কে আপনাদের ঘরে বদ্ধ
করিয়া—লিঙ্গশরীরনিবদ্ধ জানিয়া, সেই গোষ্ঠীর বিনাশ করেন—আত্ম-
স্বরূপে তাহাদের সত্তা নাই, জানিয়া অপবাদ বা নিষেধ করেন, সেই
পংক্তিধাতক আমাদের নিকট পংক্তিপাবন, তাহার শাস্ত্রাবহিত নরক-
প্রাপ্তি নাই ।

পশু সংসারনাশার্থমাত্মনাশং সহস্তু যে ।

সংসারদেষিণাং তেষাং মুক্তিঃ শাস্ত্রেষু বর্ণিতা ॥ ৩০।

অর্থ—যে সংসারনাশার্থম্ আত্মনাশং সহস্তু (স্তু ?), তেষাং সংসার-
দেষিণাং মুক্তিঃ শাস্ত্রেষু বর্ণিতা, পশু ।

বাহারা (জন্মমরণরূপ) সংসারের বিনাশ করিবার জন্ত নিজেরও,
বিনাশ অঙ্গীকার করেন—জীবত্বেরও উচ্ছেদ সহন করেন, সেই উৎকট
জগদ্বিদেষিগণের জন্ত মুক্তি, শাস্ত্রে (বেদান্তে) বর্ণিত হইয়াছে, দেখ ।

অহং মমেতি সর্বস্বং বোধদ্যুতেষু হারিতম্ ।

যেনাসৌ মুক্তিভাক্ প্রোক্তো বৃহদারণ্যকশ্রুতৌ ॥ ৩১।

অর্থ—যেন অহং মম ইতি সর্বস্বং বোধদ্যুতেষু হারিতম্, অসৌ
বৃহদারণ্যকশ্রুতৌ মুক্তিভাক্ প্রোক্তঃ ।

যিনি জীবব্রহ্মৈক্যজ্ঞানলাভের দ্যুতক্রীড়ায়, ‘আমি’ ও ‘আমার’ বলিতে
যাহা কিছু বুঝায়, তৎসমুদয়ই অর্থাৎ শরীরজন্মে ‘আমি’ বলিয়া অভিমান

এবং পুত্রদারগ্হাদিতে ‘আমার’ বলিয়া অভিমান, একেবারে হারাইয়াছেন তিনি বৃহদারণ্যকশ্রুতিতে মুক্তির ‘অধিকারী’ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, (দ্যুতক্রীড়ারত বলিয়া তাঁহার নরকের ব্যবস্থা হয় নাই)।

দীনেস্ত্রিয়মুগেথেষু দয়া যস্য ন বিদ্যাতে।

স এব দেবকীসূনোদীনবন্ধোরাতিপ্রিয়ঃ॥ ৩২.

অর্থ—যস্য দীনেস্ত্রিয়মুগেথেষু এব দয়া ন বিদ্যাতে, সঃ এব দীমবন্ধোঃ দেবকীসূনোঃ আত্মপ্রিয়ঃ (ভবতি)।

দেহীর অধীন ও পোষা বলিয়া দীন, এবং স্বল্পবিষয়ানুসন্ধাননিরত বলিয়া মুগদশ, যে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়, তাহাদের প্রতি যিনি নির্দয় (কিন্তু অত্নের প্রতি সদয়) সেই মুমুকু বা মুক্ত, যিনি (গবাদি) দীন জীবের মিত্র বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ, সেই দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণের অতিপ্রিয়; (ইহা আদৌ বিচিত্র নহে, কেননা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি অহেতুকী, তিনি নির্দয় হইয়া পরাধীনা বন্ধনপ্রাপ্তী স্বকীয় মাতার বন্ধন দূত করিয়াছিলেন, এবং যশোদার আমন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন—ইহাই ‘দেবকীনন্দন’ শব্দের সার্থকতা)।

আত্মভোগরতো রাজা যন্ত নাবেক্ষতে পুরীম্।

লিপ্যাতে ন স পাপেন প্রমাণং মুণ্ডকশ্রুতিঃ ॥ ৩৩ .

অর্থ—যঃ তু রাজা আত্মভোগরতঃ (সন্) পুরীম্ ন এবেক্ষতে, সঃ পাপেন ন লিপ্যাতে (তত্র) মুণ্ডকশ্রুতিঃ প্রমাণম্।

* গ্রন্থকার বৃহদারণ্যকশ্রুতির কোন্ বচনটিকে লক্ষ্য করিতেছেন, তাহা ঠিক বুঝা গেল না, সম্ভবতঃ ৪।৪।১২ “আত্মানকেচ্ছিজানীয়া দয়মপ্রীতি পুরুষঃ। কিমিচ্ছন্ কস্ত কামায় শরীরমবুসঞ্জরেৎ।” জীব যদি বুঝিতে পারে আমি এতৎস্বরূপ,— সর্বসংসারবধ্যতাঁও, তাহা হইলে, সেই জীব কিসের ইচ্ছায় বা কাহার কামনায় শরীরের সঙ্গে সঙ্গে জর বা দুঃখ অনুভব করিবেন ?

(যিনি নিজভোগনিরত হইয়া, প্রজাপালনবিরত হন, সেই রাজাকে ঘোর পাপাশ্রয় করিয়া থাকে, কিন্তু) যে জ্ঞানী স্বরাজ্যে অভিযুক্ত হইয়া, আত্মমুখভোগাসক্তিবশতঃ দেহত্রয়রূপা পুরীর পালনে উপেক্ষা করিয়া থাকেন সেই জ্ঞানিরাজ্য আদৌ পাপদ্বারা লিপ্ত হই' না । এবিষয়ে মুণ্ডকশ্রুতিই (মুণ্ডকোপনিষৎ, ৩।১।৪) প্রমাণ—বথা, “আত্মকীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেক ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ”—যিনি পুত্রাদিসাধনসাপেক্ষ না হইয়া আত্মাতেই ক্রীড়া করেন, এবং আত্মাতেই প্রীতি করেন, এইরূপ জ্ঞানধ্যানতৈর্যাগাদি ক্রিয়াবান্, ব্রহ্মজ্ঞানিগণের মধ্যে অতিশ্রেষ্ঠ ।

জ্ঞানবৈরাগ্যাপাশেন হতো যেন মনো ধনী ।

যঃ স্যাৎদেবংবিধঃ পাশী তস্য কাশী পদে পদে ॥ ৩৪

অর্থ—যেন, জ্ঞানবৈরাগ্যাপাশেন মনোধনী হতঃ, যঃ এবংবিধঃ পাশী স্যাৎ তস্য পদে পদে কাশী (বর্ততে) ।

যিনি জীবব্রহ্মৈক্যবিষয়ক জ্ঞান, এবং আত্মব্যতিরিক্ত বিষয়ে বিরমতা রূপ বৈরাগ্য—এতদুভয়ের নিশ্চিন্ত জ্ঞানবিশেষ দ্বারা, সমস্ত জগদ্ভব্যধারী মনরূপধনীকে নিহত করিয়াছেন,—এইরূপ পাশী বা বাগুরাধারী দণ্ড-পাশিক বা ঘাতক, (বিদ্যেশ্বররূপী বসিয়া) যেখানে যেখানে পদস্থাপন করেন, সেখানে সেখানে কাশীর ন্যায় জীবের মুক্তিবিধান করেন ।

গঙ্গাযমুনসোমধ্যে বালরগুং তপস্বিনীম্ ।

বলাৎকারেণ যো ভুঙ্কত স রগুবাসনী শুচিঃ ॥ ৩৫

অর্থ—গঙ্গাযমুনসোমধ্যে যঃ বালরগুং তপস্বিনীং বলাৎকারেণ ভুঙ্কত সঃ রগুবাসনী শুচিঃ (ভবতি)

(১১৮পৃষ্ঠায় প্রথম শ্লোকের নিকা দ্রষ্টব্য ।)

যিনি উক্তরূপে নিত্য স্মৃষ্ণায় আসক্ত থাকেন, তিনি পবিত্র।
পশ্চৎ অসংবৃত্তভাবে কামপ্রশয়ী বলিয়া, তাঁহার অধোগতি নাই।

বোধদাবাগ্নিনা দগ্ধং যেন বৈতবনং ঘনম্।

অতিপুণ্যং গতিং যাতি স হি দাবাগ্নিদায়কঃ ॥ ৩৬

অর্থ—যেন বোধদাবাগ্নিনা ঘনং বৈতবনং দগ্ধং, সঃ দাবাগ্নিদায়কঃ
হি অতিপুণ্যং গতিং যাতি।

যিনি জীবন্তকৈকা জ্ঞানদ্বারা অজ্ঞানসহিত বিশ্ব নামক নিবিড়
বৈতবন (মহাভারতপ্রসিদ্ধ) দগ্ধ করিয়াছেন, সেই দাবাগ্নিদায়ক
অতিপুণ্যগতি অর্থাৎ মায়াবিদ্যাভিমলরহিতস্থিতি লাভ করেন।

গৃহে স্থিতানামপি যো গবাং গ্রাসং দদাতি ন।

আচরত্যাগ্ননঃ পুষ্টিং সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যাতে ॥ ৩৭

অর্থ—যঃ গৃহে স্থিতানাম্ অপি গবাং গ্রাসং ন দদাতি, (কিন্তু)
আগ্ননঃ পুষ্টিং আচরতি, সঃ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যাতে।

যিনি নিজগৃহে অবস্থিত অর্থাৎ আপনার বলিয়া স্বীকৃত, বা প্রারক-
ভোগের অল্পকূল বলিয়া রক্ষিত, ধেনুগণকে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণকে, ভূগাদি
ভোজনদ্রব্য অর্থাৎ বিষয়ভোগ প্রদান করেন না, কিন্তু আপনার
ভোজনের আয়োজনে তৎপর বা স্বরূপস্বভোগনিরত থাকেন, তিনি
সর্বপাপ বিমুক্ত হন।

রসাঃ সর্বৈহপি বিক্রীতা ধর্ম্যাধর্ম্যজানতা।

গ্রন্থো বন্ধঃ বোধধনং স ধন্যো রসবিক্রয়ী ॥ ৩৮

অর্থ—যেন ধর্ম্যাধর্ম্য অজানতা সর্বোপাধি রসাঃ বিক্রীতাঃ গ্রন্থো
বোধধনং বন্ধঃ, সঃ রসবিক্রয়ী ধন্যঃ।

(শাস্ত্রে লবণাদিরস বিক্রয়ীর নিন্দা উক্ত হইয়াছে ; কিন্তু) যিনি শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধের অনুসন্ধান বা স্বরূপ না করিয়াই, সকল প্রকার রস বা বিশেষ বিশেষ বিষয়সুখ বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছেন, এবং তদ্বিনিময়ে জীবত্রৈকৈক্য জ্ঞানরূপ ধন, বস্ত্রাঞ্চলের গ্রন্থিতে বাঁধিয়াছেন অর্থাৎ চিঙ্কড়-গ্রন্থিরূপ অহঙ্কারে ধারণ করিয়াছেন—জীবমুক্ত হইয়াছেন, সেই রসবিক্রয়ী বা বিষয়সুখপন্থিত্যাগী কৃতকৃত্য বলিয়া পরিগণিত হন, নিন্দিত হন না ।

অন্তর্ধাম্যাত্মনা যেন রচিতো বর্ণসঙ্করঃ ।

স্বয়ং শঙ্কর এবাসৌ বর্ণিতো বর্ণসঙ্করী ॥৬৯

অর্থ—যেন অন্তর্ধাম্যাত্মনা বর্ণসঙ্করঃ রচিতঃ, অসৌ বর্ণসঙ্করী স্বয়ং শঙ্করঃ এব বর্ণিতঃ ।

যে জ্ঞানী যাবতীয় ভূতভৌতিক পদার্থের মধ্যে অন্তর্ধামিস্বরূপে অবস্থিত থাকিয়া, ব্রাহ্মণাদি সকলবর্ণের, অদ্বিতীয়ব্রহ্মচৈতন্যমাত্ররূপে মেলন সংঘটন করিয়াছেন, সেই বর্ণসঙ্করকারী, স্বয়ং শঙ্কর বা পরমাত্মা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন—[তাঁহাকে, 'ভগবদগীতার' (১৮৩) বর্ণিত বর্ণসঙ্করকারক দোষের জ্ঞান নিয়ত নরকবাসভোগ করিতে হয় না ।]

যেন বেদাঃ সমভ্যাস্ত বিদিত্বার্থং স্বচিন্তয়া ।

প্রাণিতাঃ সহ বেদান্তে বেদপ্রাণী স মুচ্যতে ॥৭০

অর্থ—যেন বেদাঃ সমভ্যাস্ত (ততঃ তেষাম্) অর্থং বিদিত্বা, (ততঃ) স্বচিন্তয়া বেদান্তে সহ (তে বেদাঃ) প্রাণিতাঃ, সঃ বেদপ্রাণী মুচ্যতে ।

যে জ্ঞানী বেদসমূহ অধ্যয়ন করিয়া, জীবত্রৈকৈক্যরূপ তাৎপর্য্য অবগত হইয়া, তদনন্তর স্বাচ্ছিন্তা হেতু, উপনিষৎসহিত বেদ সকলকে ভাসাইয়া দিয়াছেন—পন্থিত্যাগ করিয়াছেন, সেই বেদপ্রাণী বা

বেদাভ্যাসত্যাগী মুক্ত হন, “বেদপ্লাবী” বলিয়া স্মৃতিশাস্ত্রবর্ণিত দুর্গতি-
প্রাপ্ত হন না।

শিবে নিবেদিতং সর্বং শিবনিষ্ঠাশ্রিত্যং গতম্।

তদ্ব্যনন্তি পবিত্রাত্মা শিবনিষ্ঠাশ্রিত্যভোজনঃ ॥৪১

অর্থ—(জ্ঞানিনা)। সর্বং শিবে নিবেদিতং (সং) শিবনিষ্ঠাশ্রিত্যং
গতম্। তৎ (যঃ) তদ্ব্যনন্তি, সঃ শিবনিষ্ঠাশ্রিত্যভোজনঃ পবিত্রাত্মা
(সন্মুচ্যতে)।

(শিবনিষ্ঠাশ্রিত্যভোজী দুর্গতি প্রাপ্ত হয়, বলিয়া, শাস্ত্রবোধেণা আছে ;
কিন্তু যে জ্ঞানী সমস্ত জগৎকেই শিবে নিবেদন করিয়া দিয়াছেন,
“সর্বংখন্দিদংব্রহ্ম” বলিয়া জানিয়াছেন, এবং সেইরূপেই সমস্ত জাগত দ্রব্য
(প্রারবক্ষ্যকাল পর্য্যন্ত) ভোগ করেন—অবলোকন করেন, সেই
শিবনিষ্ঠাশ্রিত্যভোজী শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া, মুক্ত হইয়া যান।

ব্রহ্মচর্য্যং গতো ভুঙ্ক্তে সর্বত্র নগরনায়িকাঃ।

লিপ্যন্তে ন স পাপেন চিত্রং বেদান্তদর্শনম্ ॥৪২

অর্থ—(যঃ) ব্রহ্মচর্য্যং গতঃ (সন্) সর্বত্রঃ নগরনায়িকাঃ ভুঙ্ক্তে সঃ
পাপেন ন লিপ্যন্তে (ইতি) বেদান্তদর্শনং চিত্রম্।

(ব্রহ্মচারীর নগরনায়িকাভোগ পাতিতোর কারণ, কিন্তু) যিনি
ব্রহ্মচর্য্যেরত হইয়া অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মভাবভবে তৎপর থাকিলে, (শরীররূপ)
নগরের নায়িকাগণকে ভোগ করেন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহ যে যে
বিষয়ভোগ ভোক্তার সমীপে উপস্থাপিত করে, সেই সেই বিষয়ভোগে
ব্রহ্মদুষ্টিঅনুভব করেন, তিনি সেই ভোগজনিত পাপদ্বারা আক্রান্ত
হন না।। বেদান্তদর্শনের ব্যবস্থা বড়ই বিচিত্র।

যোগিনামবধূতানাং শুকাদীনাং মুখাচ্চ্যুতম্ ।

কিঞ্চিচ্ছিষ্টমাস্বাত্ত মুচ্যেচ্ছিষ্টভোজনঃ ॥৪৩

অর্থ—যোগিনাম্ অবধূতানাং শুকাদীনাং মুখাৎ চ্যুতং কিঞ্চিৎ
উচ্ছিষ্টম্ আস্বাত্ত উচ্ছিষ্টভোজনঃ মুচ্যেৎ (ত ?) ।

(শাস্ত্রে উচ্ছিষ্টভোজীর পাতিত্য বিহিত আছে, 'কিন্তু) যাহারা
ব্রহ্মাত্মাহুতবী হইয়া বর্ণাশ্রমধর্ম অতিক্রম পূর্বক অবধূতের স্থায় ব্যবহার
করিয়াছিলেন, সেই ব্যাসপুত্র শুক (অত্রিপুত্র দত্ত, জড়ভরত) প্রভৃতির
উচ্ছিষ্টরূপ অনুভবোক্তি শুনিয়া, যিনি পরম উপাদেয় বলিয়া গ্রহণ করেন
সেই উচ্ছিষ্টভোজী মুক্ত হইয়া যান ।

ব্রহ্মজ্ঞানাতি তস্যৈব ব্রাহ্মণস্য স্বচেতসঃ ।

বৃত্তিলোপঃ কৃতো যেন স ধাতো বৃত্তিলোপকৃৎ ॥৪৪

অর্থ—ব্রহ্ম জ্ঞানাতি ইতি ব্রাহ্মণস্ত তস্ত স্বচেতসঃ এব যেন বৃত্তি-
লোপঃ কৃতঃ, সঃ বৃত্তিলোপকৃৎ ধাতুঃ ।

(ব্রাহ্মণের বৃত্তিলোপকারীর নবুক - প্রাপ্তি হ'ল বটে কিন্তু-)
যে অন্তঃকরণ, ব্রহ্মকে জানে বলিয়া মুখ্যতঃ ব্রাহ্মণ, যিনি সেই স্বকীয়
অন্তঃকরণরূপ ব্রাহ্মণের বৃত্তিলোপ করিয়াছেন (স্বার্থাৎ অধ্যাস্ত অন্তঃকরণ,
অধিষ্ঠান আত্মা হইতে অভিন্ন এবং সেই হেতু রজ্জুসর্পের স্থায় স্বরূপতঃ
মিথ্যা, এইরূপ মিথ্যাত্বনিশ্চয়বশতঃ যাহার অন্তঃকরণ বৃত্তিশূন্য হইয়াছে),
সেই ব্রাহ্মণবৃত্তিলোপকারী ধত্ত ।

যন্ত বৃত্তাকদন্ধান্নং কলঞ্জাদি যদৃচ্ছয়া ।

লব্ধমগ্নাতি হি মুনি ধৃত্বাদূরতরো হরিঃ ॥ ৪৫

অর্থ—যঃ তু মুনিঃ যদৃচ্ছয়া লব্ধং বৃত্তাকদন্ধান্নং কলঞ্জাদি অগ্নাতি
তস্ত হি হরিঃ অদূরতরঃ ।

(কলঞ্জাদিভক্ষণরত পাণগ্রস্ত হন—শাস্ত্রযুখে শুনা যায়, কিন্তু) যে মুনি শাস্ত্রবিহিত অন্নসংগ্রহ করিতে গেলে, মননে নিদিধ্যাসনে বিক্ষেপ-
বাহ্যল্য ঘটবে, এই কারণে, অবত্ৰাপ্ত (নিষিদ্ধ অন্ন যথা) ডিম্বসদৃশ
বার্তাকু, দধি অন্ন, বিষদিক্ত বাণনিহত হরিণাদির মাংস, ভক্ষণ করেন,
হরি (সর্বদৈতহরণীল আত্মা) তাঁহার অতিনিকটবর্তী হন।

ভূগবে বরুণেনোক্তা ব্রহ্মবিষ্ঠা তু বারুণী।

তদ্বারুণীরসাস্বাদমন্তানামুত্তমা গতিঃ ॥ ৪৬

অর্থ—বরুণেন ভূগবে উক্তা ব্রহ্মবিষ্ঠা তু বারুণী (ভবতি)।
তদ্বারুণীরসাস্বাদমন্তানাম্ উত্তমা গতিঃ ভবতি।

(ধর্মশাস্ত্রে বারুণী-পান বা মৃত্যুপান নরকপ্ৰাপ্তির কারণ বলিয়া
বর্ণিত; কিন্তু) তৈত্তিরীয় উপনিষদে (৩.৬.১) কথিত আছে, বরুণ, স্বপুল্ল
ভূগুকে যে ব্রহ্মবিষ্ঠা উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহা বরুণপ্রোক্ত বলিয়া
বারুণী নামে প্রসিদ্ধ। সেই বারুণীর রসাস্বাদ করিয়া যাহারা উন্ননীভাব
প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা সেই বারুণীপানের ফলে উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত
হন। অর্থাৎ—

পরার্থুত্তিঃ পরিত্যজা যা প্রত্যক্ সা তু বারুণী।

তদাত্যাসরতানাঞ্চ ন দূরে পরমং পদম্ ॥ ৪৭

অর্থ—পরার্থুত্তিঃ পরিত্যজা যা (বৃত্তিঃ) প্রত্যক্ ভবতি, সা তু বারুণী
(ইতি বেদিতব্য)। তদাত্যাসরতানাঞ্চ পরমং পদম্ ন দূরে অস্তি।

বাহুদৃশবিষয়িণী বৃত্তিকে অর্থাৎ অন্তঃকরণের চিদাত্মসমুক্ত
পরিণামকে পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানিগণ যে অপরোক্ষানুভূতিনাম্নী
অন্তরাশ্রয়বিষয়িণী বৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া থাকেন, তাঁহাকেই বারুণী

বলিয়া বুঝিতে হইবে । যাঁহারা, সেই বারুণীর অভ্যাসে আসক্ত, অর্থাৎ ‘অহং ব্রহ্মস্মি’ এই বৃত্তির পুনঃ পুনঃ আবর্তনে, পরম্যানন্দানুভব করেন, কার্য্যাকারণাতীত আত্মস্বরূপলাভ, তাঁহাদের অতি নিকটবর্তী ।

সুন্দরীং বীক্ষ্য চিৎকাস্তামিন্দ্রিয়েশ্বরমিন্দ্রিয়ম্ ।

মানসং স্থলিতং যেষাং তে মুক্তা অজিতেন্দ্রিয়াঃ ॥ ৪৮

অর্থ—সুন্দরীং চিৎকাস্তাং বীক্ষ্য যেষাম্, ইন্দ্রিয়েশ্বরম্ ইন্দ্রিয়ং মানসং স্থলিতং, তে অজিতেন্দ্রিয়াঃ মুক্তাঃ ।

কমনীয়া চিত্রপা সুন্দরীকে সাক্ষাৎ অবলোকন করিয়া (মুগ্ধকুর কামনার বিষয় আত্মচৈতন্যকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়া), যাঁহাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধ্যক্ষ বস্তু ইন্দ্রিয় মন, স্থলিত হইয়াছে, (বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে), এবং সেই স্থলনকর্ত্তৃ, যাঁহারা অজিতেন্দ্রিয় মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন, (মর্নোনাশ হওয়াতে ইন্দ্রিয়জয় অনাবশ্যক বোধে ইন্দ্রিয়নিরোধ পরিত্যাগ করিয়া ‘অজিতেন্দ্রিয়’ হইয়াছেন), তাঁহারা মুক্ত ।

যোগভূমিং সমাক্রহ্য গন্তীরে ব্রহ্মসাগরে ।

পশ্চান্নিপতিতো লীন আকটপতিতঃ শুচিঃ ॥ ৪৯

অর্থ—যোগভূমিং সমাক্রহ্য পশ্চাৎ গন্তীরে ব্রহ্মসাগরে নিপতিতঃ, (তত্ত্ব) লীনঃ, আকটপতিতঃ শুচিঃ (ভবতি) ।

যিনি তুর্য্যানন্দী সপ্তমী যোগভূমিকায় আরোহণ করিয়া, পশ্চাৎ (যোগভূমি হইতে স্থলিত হইয়া, গন্তীর ব্রহ্মসমুদ্রে নিপতিত হইয়া তথায় লীন হইয়া গিয়াছেন, সেই ‘আকটপতিত’ (শাস্ত্রানুগারে, পাপগ্রস্ত বা পতিত বলিয়া পরিগণিত হন না, বরং) তিনি পরম পবিত্র বলিয়া গৃহীত হন । (স্থিতিশব্দে আকটপতিত বা সন্ন্যাসস্থলিত অতি নিন্দিত হইয়াছে ।)

চিহ্নিদ্যাকর্ষনাশায়াং নদ্যাং স্নানং ময়া কৃতম্ ।

কর্ষনাশাজলস্পর্শাৎ কর্ষবন্ধো নিবর্ততে ॥ ৫০

অর্থ—চিহ্নিদ্যাকর্ষনাশায়াং নদ্যাং ময়া স্নানং কৃতম্ । কর্ষনাশা-
জলস্পর্শাৎ কর্ষবন্ধঃ নিবর্ততে ।

(কর্ষনাশা নদীর জলস্পর্শ করিতে নাই—এইরূপ শাস্ত্রনিষেধ ও
প্রলাকপ্রসিদ্ধি আছে, কিন্তু) আমি ‘অহং ব্রহ্মস্মি’ এই প্রমাবৃত্তিরূপ কর্ষ-
নাশায় অবগাহন করিয়াছি—অপর সকল বৃত্তি পরিত্যাগপূর্বক তাহাতেই
একান্ত আগন্তু হইয়াছি; তদ্বারা আমার সঙ্কিত, আগামি ও ক্রিয়মাণ এই
ত্রিবিধ কর্ষ বিনষ্ট হইয়াছে । আমি দেখিতেছি, এই কর্ষনাশার স্পর্শে,
আত্মার কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাভিমানরূপ বন্ধন নিবৃত্ত হইয়া যায় ।

অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রমগধেষু চ ।

সর্বত্র পরিপূর্ণোহহং পুনঃ সংস্কারবর্জিতঃ ॥ ৫১

অর্থ—অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রমগধেষু চ সর্বত্র অহং পরিপূর্ণঃ,
পুনঃ সংস্কারবর্জিতঃ (তিষ্ঠামি) ।

(বোধায়ন স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সৌরাষ্ট্র ও মগধ
দেশে গমন করিলে, প্রায়শ্চিত্ত করা কর্তব্য ; কিন্তু) আমি (অর্থাৎ ‘অহম্’
পদের লক্ষ্য ব্রহ্মাভিন্ন প্রত্যগাত্মা), উক্ত অন্তর দেশে ও অত্র অন্তর দেশে
তুল্যরূপে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছি ; তথাপি আমি প্রায়শ্চিত্তাদি সংস্কার-
বর্জিত থাকিয়াও নিরয়গাত্ত্বী হই নাই ।

নিজং গৃহং পরিত্যজ্য রমতে পরমন্দিরে ।

স গৃহস্যো গতিং গচ্ছেৎ পুরামিতি বিদ্যাং মতম্ ॥ ৫২

অর্থ—(সঃ গৃহস্থঃ) নিজং গৃহং পরিত্যজ্য পরমন্দিরে রমতে, সঃ
গৃহস্থঃ পুত্রাং গতিং গচ্ছেৎ ইতি বিদ্যাং মতম্ ।

(গৃহস্থের পক্ষে নিজের গৃহ পরিত্যাগ করিয়া পরগৃহবাস নরক-
প্রাপ্তির কারণ বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত, কিন্তু) যে গৃহস্থ বা দেহধারী, নিজ-
গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বা শরীরত্রে ‘আমি’ ও ‘আমার’ বুদ্ধি পরিত্যাগ
করিয়া, পরগৃহ বা ব্রহ্মাভিন্ন আত্মচৈতন্ত্রে নিরত থাকেন, সেই গৃহস্থ বা
লোকদৃষ্টিতে দেহধারী জীব, অতি শ্রেষ্ঠগতি বা স্বরূপস্থিতি লাভ করেন—
ইহা জ্ঞানিগণের মত ।

আত্মনঃ সুখলোভেন স্কৃতং যেন হারিতম্ ।

স এব স্কৃতী শেষঃ স্কৃত্যপি হি দুষ্কৃতী ॥ ৫৩

অর্থ—আত্মনঃ সুখলোভেন যেন স্কৃতং হারিতং, সঃ এব স্কৃতী,
শেষঃ স্কৃতী অপি হি দুষ্কৃতী ।

(শাস্ত্রে আছে :—“ন জাতুকামান্নভয়ান্নলোভা ক্ৰম্যং ত্যজে জীবিত-
স্যাপিহেতোঃ ।” কাম, ভয় বা লোভবশতঃ, এমন কি প্রাণরক্ষার্থেও,
ধর্ম বা পুণ্যকর্ম পরিত্যাগ করিতে নাই ; কিন্তু) সুখস্বরূপ আত্মোপলব্ধির
লোভে, যিনি সমস্ত পুণ্য হারাইয়াছেন, অর্জিত পুণ্যে অসত্যবুদ্ধিবশতঃ
অনাদর করিয়াছেন এবং পুণ্যাস্তরার্জনেও বিরত হইয়াছেন, অথবা
পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান করিয়া ঈশ্বরে কর্মফলার্পণ করেন, তিনিই প্রকৃত
স্কৃতী, কেননা তিনিই সর্বপুণ্যফলভূত আত্মসুখলাভে অধিকারী হন ;
অপর ঈহারা পুণ্যকর্মী বলিয়া প্রতীয়মান হন, তাঁহার বস্তুতঃ
দুষ্কৃতী, (কেননা তাঁহাদের পুণ্যকর্ম কেবল সংসারপ্রাপ্তির কারণ হয় ।
এইহেতু ভর্তৃহরি বলিয়াছেন “বিপাকঃ পুণ্যানাং জনয়তি ভয়ং মে
বিমুশতঃ ।” আমি যখন বিচার করিয়া দেখি, তখন পুণ্যকর্মের
ফলও আমার ভীতি উৎপাদন করে ।)

অজ্ঞানমেব বিজ্ঞানমবিবেকো বিবেকিতা।

সর্বাত্মকত্বং কৈবল্যং যেবাং তে সিদ্ধসত্তমাঃ ॥ ৫৪

অর্থ—অজ্ঞানম্ এব বিজ্ঞানং (যেবাং), অবিবেকঃ বিবেকিতা (যেবাং), সর্বাত্মকত্বং কৈবল্যং যেবাং, তে সিদ্ধসত্তমাঃ (ভবন্তি)।

যাহাতে কেবলও জ্ঞেয় বস্তু, বিষয়রূপে গোচরীভূত হয় না, সেই চেতাস্থিত চিন্মাত্রস্বরূপ ব্রহ্মচৈতন্য যাহাদের বিজ্ঞান বা বিশিষ্ট জ্ঞান, 'নেতি' 'নেতি'-রূপে বিবেক বা পৃথক্করণ যাহাতে অবসান প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই সর্বদৈবতবৈষ্ণুজিত আত্মাই যাহাদের বিবেকের ফল, "সর্বং বহিঃ ব্রহ্ম" এই শ্রুতিদৃষ্টিতে সমস্ত জগতের (বাহ্য দ্বারা) আত্মরূপতাই যাহাদের কৈবল্য—কেবলতা বা অখণ্ডস্বরূপস্থিতি, তাহারাই সিদ্ধগণের মধ্যে অতি শ্রেষ্ঠ। সাধারণতঃ যে, জ্ঞানকেই জ্ঞান বলা হয়, বিবেককেই বিবেক এবং অদৈবতকে কৈবল্য বলা হয়, তাহা অসিদ্ধ।

বোধো যদবধানেন তন্মনো নাশয়ন্তি যে।

বিপরীতকৃতাং তৈস্যাং মুক্তিরিত্যাহ শঙ্করঃ ॥ ৫৫

অর্থ—যদবধানেন বোধঃ (জায়তে), তৎ মনঃ যে নাশয়ন্তি, তেষাং বিপরীতকৃতাং মুক্তিঃ (ভবতি), ইতি শঙ্করঃ আহ।

যে মনের অনুসন্ধানক্রিয়া দ্বারা জীবব্রহ্মৈক্য জ্ঞান জন্মে, সেই উপকারক মনকেই যাহারা বিনাশ করেন, সেই বিপরীতকারিগণের মুক্তিলাভ হয়—একথা স্বয়ং শঙ্কর বলিয়াছেন। (এইহেতু, এই বিপরীত-কারিগণের নরকপাত ঘটে না।)

বেদান্তপাঠরূপেণ স্বধৰ্ম্মাঃ কীর্তিতা যয়া।

স্বধৰ্ম্মকীর্তনাদেব সাযুজ্যং পদমর্জিতম্ ॥ ৫৬

অন্য—ময়া বেদান্তপাঠরূপেণ স্বধৰ্ম্মাঃ কীর্তিতাঃ, স্বধৰ্ম্মকীর্তনাং ময়া
সামুদ্র্যং পদম্ এব অজ্জিতম্ ।

(স্বধৰ্ম্মকীর্তন অর্থাৎ আত্মগুণখ্যাপন ধৰ্ম্মশাস্ত্রে পাপমধ্যে পরিগণিত ;
কিন্তু) আমি উপনিষদাদি গ্রন্থপাঠরূপে, অসঙ্গতা, নির্বিকারতাদিরূপ
আত্মধৰ্ম্ম কীর্তন করি। সেই স্বধৰ্ম্মকীর্তনের ফলে, আমি সামুদ্র্য বা
ব্রহ্মের সহিত একতা সর্জন করিয়াছি, (পতিত হই নাই ।)

দ্বিতীয়ার্যো ব্রাহ্মণো যন্ত ত্যজেৎপূর্বাং পতিব্রতাম্ ।

পরশ্চা গুণলোভেন স যাত্তি পরমাং গতিম্ ॥ ৫৭ ॥

অন্য—যঃ তু দ্বিতীয়াঃ ব্রাহ্মণঃ পরস্যাঃ গুণলোভেন পূর্বাং পতি-
ব্রতাং ত্যজেৎ, সঃ পরমাং গতিং যাত্তি ।

(পতিব্রতা প্রথমভার্য্যা পরিত্যাগ করিয়া, দ্বিতীয়ভার্য্যাগ্রহণ শাস্ত্রে
পাপ বলিয়া নিষিদ্ধ আছে ; কিন্তু) যে ব্রাহ্মণ বা ব্রহ্মবেত্তা, নিবৃত্তিনাম্নী
পত্নীর শাস্তি, দাস্তি প্রভৃতিগুলির লোভে, পতিব্রতা প্রবৃত্তিনাম্নী প্রথমা
পত্নীকে পরিত্যাগ করেন, তিনি মুক্তিরূপ গতিলাভ করেন ।

এতস্য বিবরণম্ ।

নিম্নোক্ত তেরটি শ্লোকে এই বিষয়টুকু সন্নিহিত বর্ণিত হইতেছে—

প্রবৃত্তিশ্চ নিবৃত্তিশ্চ দ্বৈভার্য্যে বেদবোধিতে ।

প্রথমা কন্দ্ৰনিষ্ঠা শ্রাদ্ধ কনিষ্ঠা তথা পরা ॥ ৫৮ ॥

অন্য—প্রবৃত্তিঃ চ নিবৃত্তিঃ চ, (ইতি) বেদবোধিতে দ্বৈ ভার্য্যে
(ভবতঃ) । প্রথমা কন্দ্ৰনিষ্ঠা শ্রাদ্ধ, তথা অপরা ব্রহ্মনিষ্ঠা (শ্রাদ্ধ) ;

(যাহাতে পুরুষ “জ্ঞাত্তে” বা পুনঃ জন্মলাভ করে, তাহার নাম জায়া;
তাহারই নামান্তর ভার্য্যা । প্রবৃত্তিবশতঃ জীব পুনঃপুনঃ শরীর ধারণ

করে বলিয়া প্রবৃতি, জায়াস্বরূপ, এবং নিবৃতিদ্বারা জীবের আত্মলাভ হয় বলিয়া, নিবৃতিও জায়াস্বরূপ।)। এইরূপে বেদে প্রবৃতি ও নিবৃতি উভয়েই ‘জায়া’ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম ভাষ্যা প্রবৃতি, কৰ্মনিষ্ঠাক্রুপা—বিহিত কৰ্মে সহজপ্রীতিরূপা, দ্বিতীয় ভাষ্যা নিবৃতি—আত্মস্বরূপে সহজপ্রীতিরূপা।

কর্কশা রসিকা চেতি তয়োর্নামাস্তরংক্রমাৎ।

কর্কশা কৰ্মকাণ্ডস্থা রসিকা ব্রহ্মবাদিনী ॥ ৫৯

অন্বয়—তয়োঃ ক্রমাৎ কর্কশা রসিকা চ ইতি ন্যাসাস্তরম্ (অন্তি)।
কর্কশা কৰ্মকাণ্ডস্থা (অন্তি); রসিকা ব্রহ্মবাদিনী (অন্তি)।

সেই প্রবৃতি ও নিবৃতির যথাক্রমে কর্কশা ও রসিকা এই দুই নামও প্রচলিত আছে। সেই কর্কশানাম্নী প্রবৃতি-ভাষ্যার স্থান বেদের কৰ্মকাণ্ডে, এবং সেই রসিকানাম্নী নিবৃতি-ভাষ্যার স্থান বেদের উপনিষদাগে।

কর্কশা রসিকা চেতি যত্নপিত্তে পতিব্রতে।

রসিকা স্বপতিং ভুঙ্ক্তে কর্কশা কষ্টভাগিনী ॥ ৬০

অন্বয়—যত্নপি কর্কশা রসিকা চ ইতি হে পতিব্রতে (ভবতঃ, তথাপি)।
রসিকা স্বপতিং ভুঙ্ক্তে, কর্কশা কষ্টভাগিনী (ভবতি)।

যত্নপি কর্কশা বা প্রবৃত্তিনাম্নী ভাষ্যা, ও রসিকা বা নিবৃত্তিনাম্নী ভাষ্যা, পতির বা প্রেমীতার যথাক্রমে কৰ্মপ্রবৃতি ও জ্ঞানপ্রবৃতি উৎপাদন করিয়া সেবা করে বলিয়া, উভয়েই পতিব্রতা, তথাপি রসিকা পতিকের অর্থাৎ আত্মস্বরূপকে, সর্বদাই অনুভব করে, আর কর্কশা, সংসাররূপ হুঃখই অনুভব করে।

কৰ্ম্মনিষ্ঠা তু দাসীব গৃহকৰ্ম্মরতা সদা ।

জ্ঞাননিষ্ঠা মহারাজ্ঞী রাজসিংহাসনে স্থিতা ॥ ৬১

অর্থ—কৰ্ম্মনিষ্ঠা তু দাসী ইব সদা গৃহকৰ্ম্মরতা (ভবতি) ; জ্ঞাননিষ্ঠা
মহারাজ্ঞী রাজসিংহাসনে স্থিতা (ভবতি) ।

বাহার, বিহিত কৰ্ম্মানুষ্ঠানে সহজপ্রীতি, সেই প্রবৃত্তিনাম্নী ভাৰ্য্যা,
সৰ্বদাই গৃহকৰ্ম্মরতা—দেহাশ্রিত স্ব স্ব বর্ণাশ্রমবিহিত নিত্যনৈমিত্তিকাদি
কৰ্ম্মে আসক্তা ; আর জীবব্রহ্মৈকাবোধে বাহার সহজপ্রীতি, সেই নিবৃত্তি-
নাম্নী ভাৰ্য্যা মহারাজ্ঞী—স্বয়ংপ্রকাশাঅবিষয়িণী ; তিনি রাজসিংহাসনে
—সৰ্বদৈতাপবাদরূপ অদ্বৈতস্বরূপে, অবস্থান করেন ।

পতিহেতোদিবানক্তং গৃহকৰ্ম্ম করোতু সা ।

পতিং নালিঙ্গ্য নিদ্রাতি কথং সৌভাগ্যভাগিনী ॥ ৬২

অর্থ—সা পতিহেতোঃ দিবানক্তং গৃহকৰ্ম্ম করোতু, (তথাপি যতঃ
সা) পতিম্ আলিঙ্গ্য ন নিদ্রাতি, (অতঃ সা) কথং সৌভাগ্যভাগিনী
(ভবেৎ) ?

সেই কর্কশা ভাৰ্য্যা, পতির বা প্রমাতার প্রয়োজনে, রাজিদিন সকল
সময়েই গৃহকৰ্ম্মের, সন্ধ্যাবন্দনাদি বৈদিক, ও ভোজনাদি সৌকিক, কৰ্ম্মের
অনুষ্ঠান করুন,—এইরূপে পতিব্রতের পরিচয় দিউন, তথাপি, যেহেতু
তিনি পতিকে আলিঙ্গন করিয়া নিদ্রা যাইতে পান না,—আজ্ঞার সহিত
একতাপ্রাপ্ত হইয়া প্রপঞ্চাফুরণপূৰ্ব্বক আত্মফুরণরূপ নিদ্রা উপভোগ
করিতে পান না, সেইহেতু, তিনি কি প্রকারে সৌভাগ্যভাগিনী,
—অসঙ্গাবয়াদিরূপে স্থিতিমতী, হইতে পারেন ?

রসরীতিং ন জানাতি কর্কশা কৰ্ম্মবাদিনী ।

পতিব্রতাস্বভাবেন ভর্তারং স্তোতি কেবলম্ ॥ ৬৩

অথ—কৰ্কশা রসরীতিং ন জানাতি, (কিন্তু) কৰ্ম্মবাদিনী (অস্তি),
পতিব্রতা (সা), স্বভাবেন ভর্তারং কেবলং স্তোতি ।

সেই কৰ্কশানারী পত্নী, রসরীতি বা সুখলাভপ্রক্রিয়া—পরমানন্দ-
প্রাপ্তির উপায়ভূত শ্রবণমননাদি, করিতে জানেন না, কিন্তু কেবল কৰ্ম্মই
প্রতিপাদন করিরা থাকেন। তিনি পতিব্রতা হইলেও আপনায়
স্বভাববশে ভর্তাকে—প্রমাতাকে, কেবল কৰ্ত্তা বলিয়াই, স্তুতি করিয়া
থাকেন, (কৰ্ত্তার স্বরূপস্বয়ং অনুভব করিতে জানেন না) ।

জ্ঞাননিষ্ঠা তু রসিকা তত্ত্বসংস্কারলক্ষণৈঃ ।

আনন্দয়াত ভর্তারং তমেবাল্লিঙ্গ্য গেলতি ॥ ৬৪ .

অথ—রসিকা তু জ্ঞাননিষ্ঠা, তত্ত্বসংস্কারলক্ষণৈঃ ভর্তারং
আনন্দয়তি, তন্ম এব আল্লিঙ্গ্য থেলতি ।

সেই রসিকা ভাষ্যার কিন্তু জানেই সহজপ্রীতি ; তিনি শাস্তি, দাস্তি
প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বাসনার অভিব্যক্তিদ্বারা জ্ঞানস্বরূপ ভর্তার—আত্মার,
আনন্দ সম্পাদন করিয়া থাকেন—স্বভাবতঃ সুখস্বরূপ আত্মাকে সংসার
দুঃখে দুঃখিত হইতে দেন না, এবং তাঁহাকেই আলিঙ্গন করিয়া, তাঁহার
সহিত একতা প্রাপ্ত হইয়া, ক্রীড়া করেন—জীবমুক্তিস্বভাবে তাঁহাকে
ব্যাপ্ত রাথেন ।

আসনে শয়নে যানে ভোজনে সা তদ্বিহিতা ।

ক্ষণং ন তিষ্ঠতি স্বামী তাং বিনা রসলালসঃ ॥ ৬৫

অথ—সা আসনে, শয়নে, যানে, ভোজনে, তদ্বিহিতা (ভবতি) ।
রসলালসঃ স্বামী তাং বিনা ক্ষণং ন তিষ্ঠতি ।

কি অবস্থানে, কি শয়নে, কি যাত্রায়, কি বিষয়ভোগে, সেই নিবৃত্তি
ভাষ্যা, সুখস্বরূপ স্বামীর সহিত অবিসৃক্তই থাকেন। স্বামী আত্মাও

রসলালস হইয়া, মুক্তিস্থখাশ্বাদে আসক্ত থাকিয়া, সেই নিবৃত্তিবনিতাকে ছাড়িয়া কণকালমাত্রও থাকেন না ।

যন্ত জানাতি চাতুর্য্যান্নহদন্তুরমেনয়োঃ ।

স কথং তত্রমূঢ়ায়াঃ রমতে কিমু তৎ সুখম্ ॥ ৬৬

অর্থ—যঃ তু চাতুর্য্যং এনয়োঃ মহৎ অন্তরং জানাতি, স কথং তত্র মূঢ়ায়াঃ রমতে ? কিমু তৎ সুখম্ ?

যে জানী কিন্তু বুদ্ধিকৌশলে এই দুই ভাষ্যের মধ্যে মহা প্রভেদ বুঝিতে পারেন, তিনি কেন সেই প্রবৃত্তিভাষ্যের আসক্ত হইবেন ? সেই প্রবৃত্তিভাষ্যাভোগে সুখ কি সুখ ? (তাহা কেবল দুঃখ ।)

যন্ত কশ্চিন্নম্হামুঢ়ঃ পামরঃ পশুধর্ম্মবান্ ।

কর্কশায়াং স রমতে রসিকাং চ ন বিন্দতি ॥ ৬৭

অর্থ—যঃ তু কশ্চিৎ মহামুঢ়ঃ পশুধর্ম্মবান্ পামরঃ (অস্তি), সঃ কর্কশায়াং রমতে, রসিকাং চ ন বিন্দতি ।

কিন্তু যে ব্যক্তি অত্যন্ত মূর্থ, (অর্থাৎ অতিদুঃখপ্রদ বনিতাসেননে পরম দুঃখ ভোগ করিয়াও তাহা হইতে বিমূঢ় হয় না), সেই অশুদ্ধকর্কচি পশুধর্ম্মী ব্যক্তি, সেই প্রবৃত্তিরূপা কর্কশা ভাষ্যায় আসক্তই থাকিয়া যায়, কখনই সুখপ্রদা নিবৃত্তিবনিতাকে গ্রহণ করে না ।

তস্যাং চ দুঃখমাপ্নোতি প্রত্যহং কলহায়তে ।

ভূয়স্তামেব ভজতে দৌর্ভাগ্যং তস্য তদৃশম্ ॥ ৬৮

অর্থ—সঃ তস্তাং দুঃখম্ আপ্নোতি, প্রত্যহং চ কলহায়তে, ভূয়ঃ তাম্ এব ভজতে, তস্ত তদৃশং দৌর্ভাগ্যম্ ।

সেই মূঢ়ব্যক্তি প্রবৃত্তি ভাষ্যাকে লইয়া দুঃখ ভোগ করে এবং প্রত্যহই

৬৭। উন্নতপ্রলাপশতকম্।] বোধার্থঃ।

৬১৬

তাহার সঙ্গে কলহ হয়। তথাপি আবার তাহারই সেবা করিতে বিরত হয় না। তাহার সেইরূপই হৃর্তাগ্য। (অর্থাৎ জীমান্তরীয় হৃৎপ্রদ কন্দই তাহার সেই প্রকার আর্গতির হেতু)।

অত্র দ্বিভাষ্যশাস্ত্রার্থে বিষয়োহয়ং ব্যবস্থিতঃ।

নিবৃত্তিবনিতাং ত্যক্ত্বা প্রবৃত্তো নরকঃ শ্রজেৎ ॥ ৬৯

অর্থ—অত্র দ্বিভাষ্যশাস্ত্রার্থে অয়ং বিষয়ঃ ব্যবস্থিতঃ—নিবৃত্তিবনিতাং ত্যক্ত্বা প্রবৃত্তঃ নরকঃ শ্রজেৎ।

এই দ্বিভাষ্যব্রাহ্মণের বৃত্তান্তে, ইহাই নিরূপিত হইল যে, যে ব্যক্তি নিবৃত্তিভাষ্যকে পরিত্যাগ করিয়া, প্রবৃত্তিভাষ্যের আসক্ত হয়, সে সংসার-রূপ নরক প্রাপ্ত হয়। সংসার যে নরক, তদ্বিষয়ে “নিরাশ্রয়োপনিষৎ” ঐতিহী প্রমাণ; যথা—“কো নরক ইতি, অসংসারবিষয়জনসংসর্গ এব নরক” ইতি। নরক কাহাকে বলে? অনিত্য সংসারের বিষয়ে আসক্ত লোকের সংসর্গই নরক।

প্রবৃত্তিবনিতাং ত্যক্ত্বা নিবৃত্তো মোক্ষমশ্নুতে।

বিষমোপ্যেষ শাস্ত্রার্থঃ প্রমাণং ব্যাসবাক্যতঃ ॥ ৭০

অর্থ—প্রবৃত্তিবনিতাং ত্যক্ত্বা নিবৃত্তঃ মোক্ষম্ শ্নুতে; এষঃ শাস্ত্রার্থঃ বিষমঃ অপি, ব্যাসবাক্যতঃ প্রমাণম্।

আর প্রবৃত্তিভাষ্যকে পরিত্যাগ করিয়া, যিনি নিবৃত্তিভাষ্যের আসক্ত হন, তিনি মোক্ষলাভ করেন। এইরূপ নিরূপণ, আপাততঃ বিরুদ্ধ হইলেও, বিস্তুভাগবতকর্তা ব্যাসের বচনানুসারে প্রামাণিক, যেহেতু তিনি বলিয়াছেন (বিস্তুভাগবত, ১১।২২ অন্তিম শ্লোক) “গুণদোষদৃশির্দোষো গুণস্তদুভয়বর্জিতঃ” বিধিনেবেধপালনরূপা প্রবৃত্তিই বন্ধের হেতু, এবং

তাহার ত্যাগই অর্থাৎ নিবৃত্তিই মুক্তিপ্রাপ্তির হেতু । গীতার “সর্ববন্দ্যান্
পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ” ইত্যাদি বচনও প্রমাণ ।

ইতি প্রবৃত্তিনিবৃত্তিশাস্ত্রবিবরণম্ ।

এইরূপে, কৰ্ম্মে প্রবৃত্তি, এবং মোক্ষেচ্ছাবশতঃ তাহা হইতে নিবৃত্তি,—
এই দুই বিষয়ে শাস্ত্রানুশাসনের তাৎপর্যানিরূপণ সমাপ্ত হইল ।

অথ অন্ত্যদপি :—

অনন্তর, প্রকৃত প্রস্তাবের অনুসরণক্রমে অত্র উন্নতপ্রলাপ বর্ণিত
হইতেছে ।

একো বিষ্ণুর্মহন্তুতং ব্যাসেনোক্তং লগেচ্ছদি ।

তন্মহাভূতসংস্কারে ন দূরে পরমং পদম্ ॥ ৭১ ॥

অর্থ—“একঃ বিষ্ণুঃ” (ইতি যৎ) মহন্তুতং ব্যাসেন উক্তং (তৎ)
যদি লগেৎ, (তদা) তন্মহাভূতসংস্কারে পরমং পদং ন দূরে (বর্ততে) ।

(মনুষ্যশরীরে ভূতাবেশ হইলে, জীবনধারণ নিরর্থক হইয়া পড়ে,
কিন্তু) বেদবাস “একঃ বিষ্ণুঃ” ইত্যাদি আকো, যে স্বগত-সজাতীয়-
বিজাতীয়, ভেদরহিত ব্যাপনশীল, পরমাত্মা বা বিষ্ণুকে মহন্তুত বা অদৃশ্য
পিশাচ, বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কোনও মনুষ্যে যদি সেই মহন্তুতের
বা পিশাচের সংস্কার হয়, তাহা হইলে পরমপদ প্রাপ্তি বা কার্য্যকারণাতীত-
স্বরূপপ্রাপ্তি, তাহার অবিলম্বেই ঘটে (এবং জীবনধারণ সার্থক হয়) ।

ডাকিনীসিদ্ধমল্লোহয়ং ব্রহ্মাস্মীত্যক্ষরাশ্রয়কঃ ।

ভাবনামাত্রতো যন্ত সন্তুস্তদ্রূপতাং ব্রজেৎ ॥ ৭২ ॥

অর্থ—ব্রহ্মাস্মীত্যক্ষরাশ্রয়কঃ অয়ং ডাকিনী, সিদ্ধমন্ত্রঃ, যন্ত ভাবনা-
মাত্রতঃ (জনঃ) সন্তঃ সন্তুস্তদ্রূপতাং ব্রজেৎ ।

(ডাকিনীসিদ্ধমন্ত্ৰের জাপক নরকে গমন করেন, “অহং ব্রহ্মস্মি” এই কয়েকটি অক্ষর দ্বারা নিৰ্ম্মিত মন্ত্ৰটী একটী ডাকিনীসিদ্ধ মন্ত্ৰ; কেননা ডাকিনীসিদ্ধ মন্ত্ৰের জাপক যেহন ডাকিনীরূপ প্রাপ্ত হন, সেইরূপ ‘ব্রহ্মস্মি’ মন্ত্ৰের জাপকও অচিরে ব্রহ্মরূপ প্রাপ্ত হইয়া যান। (কিন্তু সেই মন্ত্ৰের জাপক হইয়া তাঁহাকে নরকে যাইতে হয় না।)’

গুরুশাস্ত্র প্রসাদেন সম্প্রাপ্য পরমঃ ০ দিম্।

০মমৈকদং ময়াপ্রাপ্তমিতি প্রাহ স উত্তমঃ ॥ ৭৩

অর্থ—গুরুশাস্ত্র প্রসাদেন (যঃ) পরমং পদং সম্প্রাপ্য “মম এব ইদং ময়া প্রাপ্তম্” ইতি প্রাহ, সঃ উত্তমঃ (ভবতি)।

(ভগবান্ গীতার বোধশাখায়ে বলিয়াছেন “ইদমন্ত মুখা লব্ধং” ‘আজ আমি এই বিষয়টি লাভ করিয়াছি, কাল আমি অমুক মনস্কামনা সিদ্ধ করিব’ ইত্যাদি রূপপ্রত্যাশা আশ্রয়ী সম্পদের লক্ষণ, কিন্তু) যিনি (প্রত্যাগায়রূপ যঃ চিদাভাস) মহাবাক্যোপদেশে গুরুর এবং বেদান্তশাস্ত্রের প্রসাদলাভ করিয়া, পরমপদ পাইয়া অর্থাৎ কার্য-কারণাতীত স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া, বলেন “এইবস্তুটি আমার, আমি ইহা লাভ করিয়াছি”, তিনি শ্রেষ্ঠ (আশ্রয়ীসম্পাদারী নহেন।)

যন্তু জন্মশতাব্যস্তবিজ্ঞানৈরপি বস্তুতঃ ৭

নু কিঞ্চিদপি সম্প্রাপ্তং তন্তু প্রাপ্তিমহীয়সী ॥ ৭৪

অর্থ—জন্মশতাব্যস্তবিজ্ঞানৈঃ (সম্প্রাপ্তং) যৎ তু বস্তুতঃ ন কিঞ্চিদপি সম্প্রাপ্তং তন্তু (বস্তুতঃ) প্রাপ্তিঃ মহীয়সী (প্রাপ্তিঃ)।

অনন্তজগৎ অভ্যাসলব্ধ অমুভবশক্তির সাহায্যে যে বস্তু লব্ধ হয়, কিন্তু যাহাকে লাভ করিলে বস্তুতঃ কিছুই লব্ধ হয় না, (কেননা তাহা

স্বরংপ্রকাশ, নিত্যপ্রাপ্ত আত্মা বৈ অস্ত্য কিছুই নহে, তাহা অনুসন্ধানের শেষে, সমুভবকর্তার নিজস্বরূপ বলিয়াই প্রতীত হয়), সেই বস্তুর লাভ অতি শ্রেষ্ঠ লাভ । (লৌকিক বুদ্ধিতে কোন বস্তুর প্রাপ্তিকেই লাভ বলে, কিন্তু যে লাভ, সেই লৌকিক বুদ্ধিতে, লাভমধ্যে পরিগণিত হইবার যোগাই নহে, এস্থলে সেই লাভকেই অর্থাৎ আত্মলাভকেই উৎকৃষ্ট লাভ বলা হইতেছে) ।

‘অনীয়সো মহীয়ন্তঃ নেনীয়ন্তঃ দনীয়সঃ ।

পরন্তু নিজরূপত্বং যৎ প্রত্যোতি প্রমা হি সাং ॥ ৭৫

অবয়ব—যৎ (জ্ঞানম্, করণে কর্তৃত্বোপচারঃ) অনীয়সঃ মহীয়ন্তঃ, দনীয়সঃ নেনীয়ন্তঃ, পরন্তু নিজরূপত্বং, প্রত্যোতি, সা হি প্রমা (যথার্থজ্ঞানম্) ।

(সাধারণতঃ লোকে যে জ্ঞান দ্বারা সূক্ষ্ম বস্তুকে ‘সূক্ষ্ম, দূরবর্তী বস্তুকে দূরবর্তী, পরবস্তুকে পরবস্তু বলিয়া বুঝে, তাহাকে প্রমা বা যথার্থ জ্ঞান বলে, কিন্তু) যে জ্ঞানদ্বারা অতি সূক্ষ্ম বস্তুকে অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় আত্মবস্তুকে, দেশকালাদিদ্বারা অপরিহ্রিত ব্রহ্মরূপ বা অতি মহৎ, অতি দূরবর্তী বস্তুকে, অর্থাৎ বহিমুখী বুদ্ধির অগম্য আত্মবস্তুকে, অতিসমীপ অর্থাৎ নিজস্বরূপ ও স্বপ্রকাশ বলিয়া অতি নিকটবর্তী, এবং ‘গর’বস্তুকে বা কার্যাকারণাতিত পরমাত্মাকে, নিজরূপ বলিয়া বুঝে, সেই বিপরীতবোধক জ্ঞানই প্রমা বা যথার্থজ্ঞান ।

[পরমাত্মাকে এইরূপে নিজরূপ বলিয়া বুঝা যায়—সংসারাবস্থায় জীব, পরমাত্মাকে পরোক্ষ, সর্বজ্ঞ, জগদধিষ্ঠান ও পরিপূর্ণ বলিয়া বুঝে এবং আপনাকে সেইরূপ প্রত্যক্ষ, কিঞ্চিজ্ঞ, বাষ্টি অহঙ্কারের অধিষ্ঠান, ও সঙ্ঘাতীয় বলিয়া জানে, কিন্তু ভাগলক্ষণদ্বারা উভয়ের বিরুদ্ধাংশ পরিত্যক্ত হইলে, জ্ঞানবিস্ময়, চিন্মাত্ররূপে উভয়ই এক বস্তুই অনুভূত হয় ।]

যদৃশ্যতে তত্ত্ব মিথ্যা তৎ সত্যং যন্ন দৃশ্যতে।

এতৎপ্রামাণিকত্বং হি মহোপনিষদাং মতম্ ॥ ৭৬

অর্থ—যৎ দৃশ্যতে তৎ তু মিথ্যা, যৎ ন দৃশ্যতে তৎ সত্যম্ এতৎ প্রামাণিকত্বং হি মহোপনিষদাং মতম্।

(সাধারণতঃ যে বস্তুকে দেখিতে পাওয়া যায় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা অনুভব করিতে পারা যায়, তাহাকেই লোকে সত্য বলে, কিন্তু) সর্বশ্রেষ্ঠজ্ঞানপ্রতিপাদক উপনিষৎ সমূহ প্রতিপাদন করেন যে, যে বস্তুকে দেখিতে পাওয়া যায়—ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা অনুভব করিতে পারা যায়, তাহাই মিথ্যা এবং তদ্বিপরীত বস্তুই সত্য।

বিচিত্রা যস্য রচনা সমস্তা ভাতি নীরসা।

জীবন্মুক্তকতুল্যোহসৌ জীবন্মুক্তঃ শ্রুতৌ স্তুতঃ ॥ ৭৭

অর্থ—(ইহং) সমস্তা বিচিত্রা রচনা যন্ত নীরসা ভাতি, জীবন্মুক্তক-
তুল্যঃ অসৌ, শ্রুতৌ জীবন্মুক্তঃ ইতি স্তুতঃ।

[যে ব্যক্তি জগতের যাবতীয় বিচিত্র পদার্থে কোনও প্রকার রস-
অভব করে না, অর্থাৎ যাহার সকল বস্তুতেই অরুচি, বৈজ্ঞান তাহাকে
মুমূর্ষু বলিয়াই অবধারণ করেন, কিন্তু] জগতের যাবতীয় বিচিত্র সৃষ্টি
যাহার নিকট নীরস বলিয়া প্রতীত হয়, সেই, (লৌকিক দৃষ্টিতে) আসন্ন-
মৃত্যু, মুকুলক্ষণাক্রান্ত জীব, বেদে ‘জীবন্মুক্ত’ বলিয়া প্রশংসিত ইহঁরা
থাকেন, অর্থাৎ তিনি কেবল জীবিত নহেন, পরন্তু অমৃতত্ব লাভ
করিয়াছেন।

স্বয়মেব প্রকাশেত দীপঃ শূন্যালয়ে যথা।

তস্ত ব্যর্থপ্রকাশস্য সার্থকং জন্ম বর্ণিতম্ ॥ ৭৮

অবয়—যথা শূন্যালে দীপঃ (প্রকাশেত, তথা) যঃ স্বয়ম্ এব প্রকাশেত
ব্যর্থপ্রকাশস্ত তস্য জ্ঞান সার্থকং বর্ণিতম্ ।

যে গৃহে প্রকাশ করিবার যোগ্য কোনও পদার্থ নাই, সেই গৃহে দীপ
যেমন আপনিই অর্থাৎ প্রকাশবস্ত্তনিরূপেক হইয়া, জ্বলিত থাকে, সেই-
রূপ, যিনি দেহ ধারণ করিয়াও (সর্ববস্ত্তর মিথ্যাত্ব নিশ্চয় দ্বারা তৎ তৎ)
বস্ত্তর চিন্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক, কেবল জ্ঞানস্বরূপে অবস্থান করেন, সেই
চেত্ন্যরহিতচিন্মাত্রস্বরূপ পুরুষের জ্ঞান, সৰ্ব্বজ্ঞেয়পদার্থপরিশূন্য, সেই
হেতু, নিরর্থক বলিয়া প্রস্তুত হইলেও, সেই ঠিন্মনীভাবাপন্ন পুরুষের
জীবনধারণ সার্থক বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে । (লোকে কিন্তু
সেইরূপ পুরুষকে উন্মাদগ্রস্ত মনে করিয়া, তাঁহার জীবনধারণ ব্যর্থ
মনে করে ।)

ন বোধয়তি ভাবানামাত্মনো ভেদমবগপি ।

অবোধদীপ এবায়মস্ম্যাকং বোধদীপকঃ ॥ ৭৯

অবয়—(যঃ দীপঃ) ভাবানাম্ আত্মনঃ অণু অপি ভেদং ন বোধয়তি,
সঃ অয়ং অবোধদীপঃ অস্ম্যাকং বোধদীপকঃ এব ।

যে দীপ, আত্মা হইতে জগদগত পদার্থ সমূহের অণুমাত্র ভেদও
প্রকাশ করে না, অর্থাৎ দ্রষ্টা ও দৃশ্যকে এক করিয়া দেখায় (যেহেতু
আত্মা হইতে কেমন রস্ত্রই পৃথক সত্তা নাই, সেইহেতু সেই ভেদ অসং-
স্কৃতরাং ভেদজ্ঞানও অসং), এই সে দীপ, অন্তলোকের দৃষ্টিতে
অবোধদীপ হইলেও, আমাদের তাহা বোধদীপ ।

নিশায়ামেব জাগর্শ্মি নিদ্রামি সকলং দিনম্ ।

ন চ রোগা প্রবোধন্তে মা জরামরণাদয়ঃ ॥ ৮০

অথ—অহং নিশায়াম্। এব জাগর্শি, সকলং দিনং নিদ্রামি, জরা-
মরণাদয়ঃ রোগাঃ চ মা (মাং) ন প্রবাধন্তে।

(বৈজ্ঞক শাস্ত্রে দিবানিদ্রা ও রাত্রিজাগরণ রোগোৎপাদক বলিয়া
বর্ণিত হয়; * কিন্তু) অহমি রাত্রিতে (অর্থাৎ যদ্বিষয়ে সর্বপ্রাণী নিদ্রিত,
সেই জীববৈজ্ঞক্যতত্ত্বরূপ রাত্রিতে) জাগ্রৎ থাকি; সমস্ত দিবসে
(অর্থাৎ যদ্বিষয়ে সর্বপ্রাণী জাগ্রৎ, সেই কর্মাকারণরূপ ব্যবহারে)
নিদ্রিত থাকি। তথাপি সেই অনিয়মের ফলে বার্ষিক্য, মরণ প্রভৃতি
আমাকে ক্লেশ দিতে পারেনা। * (গীতা ২।৬৯-৭০)।

উত্তমাদমমধ্যানাং ভেদভানং ধিয়াং ফলম্।

তাভিহীনস্য হরিণা প্রোক্তা পণ্ডিতরাজ্ঞতা ॥ ৮১০

অথ—উত্তমাদমমধ্যানাং ভেদভানং ধিয়াং ফলং (ভবতি)। তাভিঃ
(যীতিঃ) হীনস্য (জনস্য) পণ্ডিতরাজ্ঞতা হরিণা প্রোক্তা।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ বলিযাছেন—(গীতা)

বিজ্ঞাবিনয়সম্পন্নৈ ব্রাহ্মণৈ গবি হস্তি নি।

তুনি চৈব স্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥৫।১৮

বিজ্ঞা ও শাস্ত্যাদিশুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণে, ধেমুতে, হস্তীতে, হুকুরে ও
চণ্ডালে, যাহাদের সমদৃষ্টি, তাহারাই পণ্ডিত।

সাধিক, রাজসিক ও তামসিক জীবে যথাক্রমে উত্তরতা, মধ্যমতা
ও অধমতার প্রতীতি, বুদ্ধিলাভের ফল। এইরূপ উত্তমাদম দৃষ্টি
যাহাদের নাই, তাহাদিগকেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন।

জড়েন যেন সম্যাক্তে উভে হুকৃতদুহুতে।

বুদ্ধিযুক্তঃ স এবৈতি পার্থং প্রাহ জনার্দনঃ ॥৮২

অন্য—যেন জড়েন উভে স্কৃতত্বক্ৰতে সন্ত্যক্তে, সঃ এব বুদ্ধিযুক্তঃ
ইতি জনাৰ্দ্দিনঃ পার্থঃ প্রাহ ।

[ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় (২।৫০) বলিয়াছেন—“বুদ্ধিযুক্তো জহাতিহ
উভে স্কৃতত্বক্ৰতে”—(‘সমস্ত-’বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি, ইহলোকে ‘স্কৃত’ ও
দ্বকৃত (পুণ্য ও পাপ, উভয়ই) ত্যাগ করেন’—এই বাক্যকে লক্ষ্য
করিয়া বলিতেছেন :—] ‘জ্ঞানসাধারণের দৃষ্টিতে’ যে বিচারবিহীন বা
ত্যাগাত্যাগ্য জ্ঞানশূন্য ব্যক্তি, পুণ্য পাপ উভয়কেই (নিজবিচারে পুনর্দেহ-
ধারণের বীজস্বরূপ বলিয়া) ত্যাগ করেন, জনাৰ্দ্দিন, (জ্ঞানহিতকারী)
শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহাকেই বুদ্ধিবান্ বলিয়াছেন ।

কৃতাকৃতৈন যস্যার্থো নাশ্রয়ো যস্য কুজ্জটিং ।

পার্বসারিধিরিত্যাহ স তুচ্ছঃ স্বচ্ছমুক্তিভাক্ ॥ ৮৭

অন্য—যস্য কৃতাকৃতৈঃ অর্থঃ ন (অস্তি), যস্য আশ্রয়ঃ কুজ্জটিং ন
(অস্তি), সঃ তুচ্ছঃ (পুরুষঃ) স্বচ্ছমুক্তিভাক্ ইতি পার্বসারিধিঃ আহ ।

[ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় (৩।১৮) বলিয়াছেন—

নৈব তস্য কৃতেনার্থে নাকৃতেনেহ কশ্চন ।

ন চাস্য সৰ্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যাপাশ্রয়ঃ ॥

যিনি আশ্রয়িত ও আশ্রয়ত্ব হইয়াছেন, কোনও কর্মের অনুষ্ঠান
দ্বারা বা ‘অনুষ্ঠান দ্বারা, তাঁহার কোনও স্বার্থসিদ্ধি হয় না।’ সমস্ত
প্রাণিবর্গ মধ্যে এমন কেহই নাই, যাহাকে তিনি কোনও স্বার্থসিদ্ধির
জন্ত আশ্রয়রূপে গ্রহণ করিবেন ।]’

এই শ্লোককে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—যিনি কোনও উদ্দেশ্য-
সিদ্ধির জন্ত কর্মের অনুষ্ঠান বা অননুষ্ঠান কিছুই করেন না, এবং যাহার

কোনও বিষয়ে অভিনিবেশ নাই, এইরূপ লক্ষ্যহীন তুচ্ছ ব্যক্তিই, অর্জুনের শকটবান্ শ্রীকৃষ্ণের মতে, নিঃশূলমুক্তির অধিকারী। অভিপ্রায় এই—যাহার কক্ষফলৈ অথবা মোক্ষে কিছুতেই প্রয়োজন নাই, চিদবৈতে অথবা বৈতে কিছুতেই নির্বন্ধ নাই। এইরূপ পুরুষ, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মতে নিঃশূল আত্মস্থিতিরূপা মুক্তির অধিকারী।

ধর্মাধর্মো ন জানাতি ন জানাতি. শুভাশুভে।

স্বখদুঃখে ন জানাতি স জ্ঞানীতি মতং হরেঃ ॥৮৪

অর্থ—ধর্মো ন জানাতি, শুভাশুভে ন জানাতি, স্বখদুঃখে ন জানাতি, সঃ জ্ঞানী ইতি হরেঃ মতম্।

যিনি ধর্মাধর্ম জানেন না, পুণ্যপাপ জানেন না, স্বখদুঃখ জানেন না, তিনিই জ্ঞানী, ইহা হরির—শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের, মত। কেন না ভাগবতে (১১২২) কৃষ্ণ বলিতেছেন ‘গুণদোষ দেখাই দোষ, গুণদোষ না দেখাই গুণ’ এবং গীতায় (৯২৮) বলিতেছেন—‘শুভাশুভকলপ্রদ কর্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে, (২।৩৮) ‘স্বখ ও দুঃখকে তুল্যজ্ঞান করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, ইত্যাদি। উক্ত লক্ষণগুলি অত্যন্ত মুঢ়ে দৃষ্ট হইলেও, জ্ঞানপরিণামকর ফলরূপে, জ্ঞানীতে দৃষ্ট হয়।

চিন্তনেনৈব মুক্তিঃ স্যাদিত্যি সর্বত্র বর্ণিতম্।

অস্মাকং তু মতে স্বস্মিন্ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥৮৫

অর্থ—চিন্তনেনৈব মুক্তিঃ স্যাৎ ইতি সর্বত্র বর্ণিতম্, তু অস্মাকং মতে স্বস্মিন্ন কিঞ্চিদপি ন চিন্তয়েৎ।

• ধ্যান দ্বারা ই মুক্তিলাভ হয়, একথা শ্রুতি, স্মৃতি, সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু আমাদের মত এই যে, আত্মায়, আত্মরূপ বা অন্যাত্মরূপ

কিছুই চিন্তা করিতে নাই । (ইতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরও মাত, গীতা ৬২ঃ দ্রষ্টব্য) । কেননা, ধ্যান, ধ্যায়, ধ্যাতা এই ত্রিপ্রটি মিথ্যা ; এবং অষ্টা-
বক্রও বলিয়াছেন—যিনি অচিন্ত্য বস্তুর চিন্তা করিতে যান, তিনি
(নিজে) চিন্তার রূপই ভাবনা করিয়া থাকেন, তাহা ত' অনাঅবস্ত
বলিয়া মিথ্যা । এই কথাটি পরবর্তী শ্লোকে বিশদ করিতেছেন—

চিন্তনং সর্বশাস্ত্রাণাং মতমন্মতং মম ।

ন কিঞ্চিচ্চিন্তনাদেব স্বয়ং তত্ত্বং প্রকাশতে ।

স্বয়ং প্রকাশিতে তন্তে তৎক্ষণাত্মন্যো ভবেৎ ॥ ৮৬

ইতি সার্বভৌমিকঃ ।

অর্থ—চিন্তনং সর্বশাস্ত্রাণাং মতং, মম অন্মতং মতং, ন কিঞ্চিচ্চিন্তনাং
(কিঞ্চিদচিন্তনাং) তত্ত্বং স্বয়ম্ এব প্রকাশতে । তত্ত্বং স্বয়ং প্রকাশিতে
গতি, তৎক্ষণাৎ তন্ময়ঃ ভবেৎ । ইতি সার্বভৌমিকঃ ।

ধ্যান মোক্ষসাধন বলিয়া সকল শাস্ত্রেরই অনুমোদিত । আমার মত
কিন্তু তাহার বিপরীত । আমার মতে, দৈব বা অদৈব কিছুই চিন্তা
না করিলেই, আত্মস্বরূপ আপনিই প্রকাশিত হইয়া থাকে ; কেননা
তাহা স্বয়ংপ্রকাশ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে ! (তাহা হইলে কি হয়, তাহাই
বলিতেছেন—) সেই অনারোপিত আত্মতত্ত্ব প্রকাশিত হইলে, যাবতীয়
অনাঅবস্ত, (বাধিত বলিয়া অর্থাৎ মিথ্যা বলিয়া নিশ্চিত হইয়া) সেই স্বয়ং-
প্রকাশ আত্মস্বরূপ হইয়া যায় । (এই শ্লোকার্দ্ধ পূর্বশ্লোকেরই অন্তর্গত) ।

একোহঁপি ন শৃণো যস্মিন্ দ্বৌত্রয়ো বা কুতঃকিল ।

শৃণান্ গায়তি গোবিন্দো নিঃশ্রেণ্যস্ত তস্য হি ॥ ৮৭

অর্থ—যত্র একঃ অপি শৃণঃ ন (অস্তি, তত্র) দ্বৌ ত্রয়ঃ বা (শৃণাঃ)
কুতঃ (ভবন্তি) কিল ? নিঃশ্রেণ্যস্ত তস্য হি গোবিন্দঃ শৃণান্ গায়তি ।

যে আত্মতত্ত্বে সৰ্ব, রজ, তমঃ এই তিনগুণের একটিও নাই অথবা একত্বসংখ্যারূপ গুণও নাই, তাহাতে প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুইটি গুণ অথবা সৎবাদি গুণত্রয়, বা ব্রহ্মাবিস্কুরুরূপ ত্রিগুণ, কি কারণে থাকিবে? থাকিতে পারে না, ইহা নিশ্চিত। কিন্তু গোপাল (স্থলবুদ্ধি) শ্রীকৃষ্ণ গীতায় সেই নিম্নগুণ আত্মবস্তুর, অসঙ্গ, অবিকারী ইত্যাদি গুণবর্ণনা করিয়াছেন। (নিম্নগুণের গুণকণনরূপ বিরোধভাস হেতুই, এই শ্লোক প্রলম্বপদশ; অসঙ্গত্বাদি গুণ, যে আত্মবস্তু নাই, ইহা শ্লোকের তাৎপর্য নহে।)

যশ্চ নৈরাধিকারোহস্তি কস্মিন্শ্চিৎকপি কৰ্ম্মণি।

মুখ্যোহধিকারী কৈবল্যে স গীতো মন্দসূনুনা ॥ ৮৮

অর্থ—যশ্চ কস্মিন্শ্চিৎকপি কৰ্ম্মণি অধিকারঃ ন এব অস্তি, সঃ কৈবল্যে মুখ্যঃ অধিকারী ইতি নন্দসূনুনা গীতঃ।

(বস্তুতঃ বেদোক্ত কৰ্ম্মের ও উপাসনার যে স্বর্গাদি ও ব্রহ্মলোকাদিক্রপ ফল বর্ণিত আছে, তৎসমুদয়ে নিস্পৃহতাত্ত্ব্যে) যিনি, কৰ্ম্মে ও উপাসনায় অনধিকারী হইয়াছেন, তাহাকেই, নন্দগোপপুত্র (স্থলবুদ্ধি) শ্রীকৃষ্ণ, মোক্ষের প্রধান স্বাধিকারী বলিয়াছেন।

পশুন্ শূন্যন্ স্পৃশজিহ্বন্ যঃ প্রত্যক্ষাপলাপকৃৎ।

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি তমার্য্যং প্রাহ কেশবঃ ॥ ৮৯

অর্থ—যঃ পশুন্ শূন্যন্ স্পৃশ জিহ্বন্, কিঞ্চিৎ এব ন করোমি ইতি প্রত্যক্ষাপলাপকৃৎ (ভবতি) কেশবঃ তং আর্য্যং প্রাহ।

যিনি চক্ষুদ্বারা দেখিয়া, কণ্ঠদ্বারা শুনিয়া, হৃদয়দ্বারা স্পর্শ করিয়া, ব্রাহ্মণদ্বারা আশ্রয় লইয়া, আমি কিছুই করিতেছি না, এইরূপে প্রত্যক্ষের অপলাপ করেন, কৃষ্ণ সেই মিথ্যাবাদীকে আর্য্য বা যথার্থবক্তা বলিয়াছেন। (গীতা ৪।৮)

জানন্তোহপি ন সন্মার্গং মূঢ়ায়োপদিশন্তি যে ।

মূঢ়মার্গং প্রশংসন্তি তান্ সাধুনাহ মাধবঃ ॥ ৯০

অর্থ—যে সন্মার্গং জানন্তঃ অপি মূঢ়ায় ন উপদিশন্তি, (প্রত্যুত)
মূঢ়মার্গং প্রশংসন্তি, মাধবঃ তান্ সাধুনাহ আহ ।

বাহ্যায় মোক্ষের সাধনভূত উত্তমমার্গ (জ্ঞানমার্গ) জানিয়াও, অজ্ঞ
ব্যক্তিকে তাহা দেখান না, -(প্রত্যুত) মূঢ়গণের—জ্ঞানে অনধিকারি-
গণের—অবলম্বনীয়, স্বর্গাদি নিজনিজ ইষ্টসাধনভূত কর্মমার্গের বা উপাসনা
মার্গের প্রশংসা করেন, ত্রিকৃষ্ণ সেই খল ব্যক্তিগণকে সাধু বলিয়াছেন ।
(গীতা ৩।২৬) ।

বস্মিন্মার্গে প্রবিষ্টস্য ব্রহ্মতাপ্রিম জন্মনি ।

তমেব যোগিনাং মার্গমন্তোষীৎ পার্থসারথিঃ ॥ ৯১

অর্থ—বস্মিন্ মার্গে প্রবিষ্টস্য অগ্রিমজন্মনি ব্রহ্মতাপ্রিম (ভবতি), তং
যোগিনাং মার্গম্ এব পার্থসারথিঃ অন্তোষীৎ ।

যে (ব্রহ্মানন্দরূপ) মার্গে প্রবিষ্ট হইলে, ভাবিজন্মে প্রচ্যুত (অর্থাৎ
একেবারে জন্মহীন) হইতে হয় সেই মার্গকেই, পার্থসারথি (অর্জুন-
সারথিরূপে সর্বোত্তম পথপ্রদর্শক) ত্রিকৃষ্ণ, জানিজনের অবলম্বনীয়
পরমসুখপ্রাপ্তির পথ বলিয়া, প্রশংসা করিয়াছেন ! (গীতা ৬।২১, ৪।৩৩) ।

যথেষ্টচেষ্টারৈধো হি সিদ্ধিদো হঠযোগিনাম্ ।

যথেষ্টচেষ্টা কৈবল্যমস্মাকং জ্ঞানযোগিনাম্ ॥ ৯২

অর্থ—যথেষ্টচেষ্টারৈধঃ হঠযোগিনাং সিদ্ধিদঃ হি । জ্ঞানযোগিনাম্
স্মাকং (মতে তু), যথেষ্টচেষ্টা কৈবল্যম্ অস্তি ।

শরীরের স্বাভাবিক ব্যাপারসমূহের নিরোধ, হঠাৎযোগিগণের মতে মুক্তিকারণ। আমরা জ্ঞানযোগী; আমাদের মতে দেহযাত্রানির্কাহের জন্য দেহেন্দ্রিয়াদির স্বাভাবিক ক্রিয়া, কৈবল্যরূপ, বা কৈবল্যের লক্ষণ। (গীতা ৫।৮, ৯ দ্রষ্টব্য)। কথিত আছে—

“অপ্লবেশ্চ চিদাশ্রয়ং পৃথক্পশুন্নহঙ্কৃতিম্।

ইচ্ছংস্ত কোটিবস্তু নি ন বাধো গ্রস্থিভেদতঃ ॥”

অহঙ্কারকে চিদাশ্রয়বিলীন না করিয়া, অহঙ্কারকে কেবল চিদাশ্রয়-সত্তা হইতে, পৃথক্সত্তাবিশিষ্ট জানিয়া, কেহ যদি কোটিবস্তুর বাসনা করেন, তাহা হইলে, তিনি বন্ধনপ্রাপ্ত হন না; যেহেতু তাহার চিজ্জড়গ্রস্থি ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ তিনি অহঙ্কারকে জড় বলিয়া জানিয়াছেন।

হুত্বাপি য ইমাল্লোকাশ্চ হন্তি ন নিবধ্যতে।

অস্ম্যাকন্ত মতে তস্য সঙ্গতিঃ শান্তিসাধনম্ ॥ ৯৩

অর্থ—যঃ ইমান্ লোকান্ হত্বা অপি ন হন্তি, ন নিবধ্যতে, তস্ত সঙ্গতিঃ অস্ম্যাকং মতে তু শান্তিসাধনঃ (ভবতি)।

যিনি পঞ্চভূত এবং পাঞ্চভৌতিক ব্রহ্মাণ্ডাদি দৃশ্যবর্ণকে, আত্মা হইতে পৃথক্সত্তাবিহীন জানিয়া এবং এইরূপে তাহাদের বিনাশসাধন করিয়া, অথবা সকল প্রাণীর বিনাশসাধন, পুঙ্খক, আপনাকে অকুণ্ঠা জানিয়া, আপনাকে ঘাতক বলিয়া অনুভব করেন না, সেই লোকঘাতকের সঙ্গ, আমাদের মতে, শান্তিলাভের সাধন, নরক-প্রাপ্তির কারণ নহে। (গীতা, ১৮।১৭)।

জাতস্য হি প্রবো মৃত্যুর্জীবং জন্ম মৃত্যুস্য চ।

এতস্যাপরিহার্যস্য পরিহারো মতং মম ॥ ৯৪

অথ—জাতন্ত্ৰ মৃত্যুঃ ক্রবঃ হি, মৃতস্য চ জন্ম ক্রবম্ । একন্ত্ৰ অপরি-
হার্যাস্য পরিহারঃ মম মতম্ ।

শ্রীকৃষ্ণ (গীতা ২।২৭) বলিয়াছেন, শরীর ধারণ করিলেই মৃত্যু
অবশ্যজ্ঞাবী, আবার মৃত্যু হইলেও শরীরধারণ সেইরূপ অবশ্যজ্ঞাবী । যে
জন্মমৃত্যু শ্রীকৃষ্ণের মতে অপরিহার্য, তত্ত্বের পরিহারই আমার সম্মত ।
দেহের সহিত তাদাত্ম্যভাব বর্জনপূর্বক, আত্মার স্বরূপে স্থিতি হইলেই
জন্মমৃত্যুর পরিহার হয়) ।

জ্ঞানান্নিঃ সর্বকর্মানি কুরুতে যদ্য ভস্মসাৎ ।

ন তস্য কৰ্ম্মভ্রষ্টস্য কৰ্ম্মঠৈল ভ্যতে পদম্ ॥ ৯৫

অথ—জ্ঞানান্নিঃ সর্বকর্মানি ভস্মসাৎ কুরুতে, কৰ্ম্মভ্রষ্টস্য তন্ত্ৰ
পদং কৰ্ম্মঠৈঃ ন ভ্যতে ।

জীবন্তদৈক্য জ্ঞান, বাঁহার সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও ক্রিয়মাণ এই সমস্ত
কৰ্ম্মকেই ভস্মসাৎ করিয়া দেয়, সেইরূপ কৰ্ম্মভ্রষ্ট ব্যক্তি, যে জীবন্তুভিরূপ
পদ লাভ করেন, কৰ্ম্মকাণ্ডনিরত ব্যক্তিগণ সেই পদ লাভ করিতে সমর্থ
হন না, সেই কৰ্ম্মভ্রষ্টের অধোগতি সুদূরপরাহত । (গীতা ৪।৩৭) ।

যন্তু নাপুরুষঃ কামাৎ সর্ববাস্তাদপি নির্গতঃ ।

স এব পুরুষার্থীতি জগাদ পুরুষোত্তমঃ ॥ ৯৬

অথ—যঃ তু কাপুরুষঃ সর্ববাস্তাং অপি কামাৎ নির্গতঃ, সঃ এব
পুরুষার্থী ইতি পুরুষোত্তমঃ জগাদ ।

যে ব্যক্তি ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই সকল প্রকার কামনা-
পরিশূন্য, তাহার জীবন নিরর্থক বলিয়া, লোকে তাহাকে কাপুরুষ
বলিয়া থাকে ; কিন্তু পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ তাহাকেই, (পরম-) পুরুষার্থী
বা মোক্ষাধিকারী বলিয়াছেন । (গীতা ২।৭১) ।

বিষ্ণুগীতা ময়াধীতা নির্ণয়স্তত্র নির্গতঃ ।

সর্ববধর্মপরিভাগী সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৯৭

অথ—বিষ্ণুগীতা ময়া অধীতা, তত্র (এষঃ) নির্ণয়ঃ নির্গতঃ—সর্ববধর্ম-
পরিভাগী সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে যে গীতার উপদেশ
করিয়ছিলেন, তাহা আমি পাঠ করিয়াছি। *সেই গীতাপাঠ দ্বারা এই
শিক্ষাস্তে উপনীত হইয়াছি যে, যে ব্যক্তি নিষিদ্ধ, বিহিত প্রভৃতি সকল
প্রকার কর্ম পরিত্যাগ করে, সেই ব্যক্তি (নিরুপগামী না হইয়া বরং)
সর্বপাপবিমুক্ত হয় । (গীতা ১৮।৬৬) ।

অসঙ্গবস্ত্তবিষয়ে প্রলাপোহয়ং তু সঙ্গতঃ ।

ধ্যাতো মুহুমুহুদৃদ্ধাতাং সতাং পূর্ণামসঙ্গতাম্ ॥৯৮

অথ—অসঙ্গবস্ত্তবিষয়ে অয়ং প্রলাপঃ সঙ্গতঃ তু (এব) । (অগ্নিন্)
মুহুমুহুঃ ধ্যাতে (সতি) সতাং পূর্ণাম্ অসঙ্গতাং দৃষ্টাৎ ।

ব্রহ্ম বস্ত্ত অসঙ্গ, অর্থাৎ নাক্যদ্বারা যাহা প্রকাশ করা যাইতে পারে
এরূপ কোন ধর্মই, তাহাতে নাই । *সেই ব্রহ্মবিষয়ে এই প্রলাপশতক
অসঙ্গত নহে । এই হেতু এই প্রলাপশতক বার বার বিচার করিলে
সাধনসম্পন্ন অধিকারী অসঙ্গাত্মস্বরূপে অখণ্ডস্থিতলাভ করিতে পারেন ।
এই হেতু এই প্রলাপশতক উপেক্ষা নহে ।

অগোচরবিচারেহস্ত নিন্দ্যাকামাদিবর্জনাং

শতকস্য প্রবৃত্তস্য ব্যক্তোন্মত্তপ্রলাপতা ॥৯৯

অথ—অগোচরবিচারে নিন্দ্যাকামাদিবর্জনাং প্রবৃত্তস্ত অস্ত শতকস্ত
উন্নতপ্রলাপতা ব্যক্তা ।

যে ব্রহ্মচৈতন্ত্য বাক্য ও মনের বিষয় নহেন, এই শতক, লোকনির্দিত কামাদির সাহায্যে, তাঁহারই বিচারে প্রসূত হইয়াছে । এতদ্বারাই এই শতকের উন্নতপ্রলাপরূপতা প্রকাশিত হইয়াছে ।

অস্যোন্নতপ্রলাপত্বাপেক্ষাং তাত মা কুরু ।

নূনমেতস্য ভাবার্থো দুর্বোধো বিষয়াভিঃ ॥১০০

অর্থ—(চৈ) তাত, অস্ত উন্নতপ্রলাপত্বাং মা উপেক্ষাং কুরু ।
এতন্ত ভাবার্থঃ বিষয়াভিঃ নূনং দুর্বোধঃ ।

হে বৎস, এই শতক উন্নতপ্রলাপরূপ বলিয়া ইহাকে উপেক্ষা করিও না । যাহাদের চিত্তবৃত্তি ভোগাসক্ত, তাহারা ইহার তাৎপর্য গ্রহণে সতাই অসমর্থ ।

ইত্যান্নতপ্রলাপোহয়ং নাম্না প্রোক্তো ময়া তব ॥১০১

অর্থ—ইতি নাম্না উন্নতপ্রলাপঃ অয়ং ময়া তব প্রোক্তঃ ।

এই হেতু “উন্নতপ্রলাপ” নাম দিয়া, এই প্রকরণ আমি তোমার নিকট বর্ণনা করিলাম ।

নূনমেকান্তনিষ্ঠেন নিত্যমেকাগ্রচেতসা ।

ইত্যান্নতপ্রলাপোহয়ং বিচার্য্যঃ কৃতবুদ্ধিনা ॥১০২

অর্থ—নূনম্ একান্তনিষ্ঠেন, নিত্যম্ একাগ্রচেতসা, কৃতবুদ্ধিনা, ইতি, (হেতোঃ) অয়ম্ উন্নতপ্রলাপঃ বিচার্য্যঃ ।

[আচার্য্যপাদ শঙ্কর ‘একান্ত’ বা ‘বিজ্ঞান’ শব্দে অদ্বিতীয়াব্রহ্মধর্মরূপ বুঝেন; কেন না তিনি বলিয়াছেন (অপরোক্ষানুভূতিঃ, ১১০)—

“আদ্যবস্ত্বে ১৮ মধ্যে চ জনো যশ্মিন্ন বিদ্বতে ।

যেনেদং সকলং ব্যাপ্তং স দেশো বিজ্ঞানঃ স্মৃতঃ ॥”

অথবা 'বিজ্ঞান' শব্দের লৌকিকার্থ জনশূন্যপ্রদেশ।] যিনি প্রকৃতই ঐদ্বিতীয় ব্রহ্মাত্মস্বরূপে সহজ প্রীতি অনুভব করেন, (অথবা যিনি অহেতুক বিবিক্তসেবি) সর্বদা একাগ্রচিত্ত, এবং মার্জিতবুদ্ধি, তিনি পূর্বোক্ত কারণবশতঃ, এই উন্নতপ্রলাপশতকের তাৎপর্য গ্রহণে যত্নবান হইবেন।

অবস্থায়াঃ মনোন্মন্যা উন্নতা ধৈ মহাধিয়ঃ।

নিধিস্তেবাং প্রলাপোহয়ঃ স্থাপ্যো হৃদয়মন্দিরে ॥১০৩

অর্থ—যে মহাধিয়ঃ মনোন্মন্যাঃ অবস্থায়াঃ (হেতোঃ) উন্নতাঃ, অয়ং প্রলাপঃ তেষাং নিধিঃ, হৃদয়মন্দিরে স্থাপ্যঃ।

যে বিশালবুদ্ধি সাধকগণ মনোনাশরূপা মনোন্মন্য অবস্থাবশতঃ উন্নত অর্থাৎ বিনষ্টমনস্ক হইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট এই প্রলাপ শুপ্তধন স্বরূপ। তাঁহারা ইহাকে হৃদয়মন্দিরে (গোপনে নিধি বা শুপ্তধনরূপে) ধারণ করিবেন।

৬৮। শিবপূজাশতকম্।

ব্রহ্মরূপ অন্তর্ধ্যামী আত্মাই, গুরুরূপে পুরমুকলাগসাধক বলিয়া, শিবনামে অভিহিত হন। অবিচ্ছিন্নস্বরূপই তাঁহার পূজা। কিপ্রকারে সেই পূজার অনুষ্ঠান হইতে পারে, তাহাই এই শ্লোকশতকে বর্ণিত হইতেছে। সেই শিবপূজায় রুচি উৎপাদনের জ্ঞান প্রাপ্তেই শিব পূজার ও পূজাসঙ্কল্পের ফল, বর্ণনা করিতেছেন :-

শিবপূজাত্মকং কৰ্ম্ম কৰ্ম্মনিৰ্ম্মূলনক্ষমম্।

সঙ্কল্পঃ শিবপূজায়াঃ সর্ববসঙ্কল্পদুঃখহৎ ॥ ১

অথ—শিবপূজাপ্রতীকং কৰ্ম্ম কৰ্ম্মনিৰ্ম্মলনক্ষমং (ভবতি) ।* শিব
পূজায়াঃ সঙ্কল্পঃ সৰ্বসঙ্কল্পহঃস্বহং (ভবতি) ।

শিবপূজাস্বরূপ এই যে অমুষ্ঠানের বর্ণনা করিতেছি, তাহা অন্তঃ-
করণেত শুদ্ধিসম্পাদন পূর্বক জ্ঞানোৎপাদন করিয়া, সৰ্বকৰ্ম্মমূল
অজ্ঞানের সহিত, সঞ্চিত, প্রারদ্ধ ও ক্রিয়মাণ এই সকল প্রকার কৰ্ম্মেরই
অবমান করিতে সমর্থ। শিবপূজার সঙ্কল্প করিলে, অর্থাৎ অধ্যবসায়
পূর্বক শিবপূজায় নিরত হইলে, সকল প্রকার সঙ্কল্পজনিত দুঃখের পরিহার
হয়। তাৎপর্য্য এই—ব্রহ্মাভিষেকা বৃত্তিতে দৃঢ়নিষ্ঠা উৎপাদন করিতে
পারিলে, অজ্ঞান ও কৰ্ত্তব্যবুদ্ধি তিরোহিত হয়, এবং দুঃখপ্রদ সংসার-
সঙ্কলনের বিরাম হয়। এইহেতু শিবপূজায় কচি উৎপাদন কর্তব্য।

শিবপঞ্চাক্ষরী দীক্ষা শব্দব্রহ্মময়ী হিতা ।

শব্দব্রহ্মণি নিষ্কাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥ ২

অথ—শব্দব্রহ্মময়ী শিবপঞ্চাক্ষরী দীক্ষা (মুমুক্শুণাং) হিতা, শব্দ-
ব্রহ্মণি নিষ্কাতঃ (জনঃ) পরং ব্রহ্ম অধিগচ্ছতি ।

“নমঃ শিবায়” এই শিবপঞ্চাক্ষরী বিদ্যা, শব্দব্রহ্মের বা প্রণবের স্বরূপ।
(প্রণব বা ওঁকার শব্দব্রহ্ম, কেননা মাণ্ডুক্যশ্রুতি বলিতেছেন—“এই
বিবিধপ্রতীতিগোচর অর্থাৎ জাগ্রতাদি অবস্থাত্রয়ে অনুভূত চরাচরাশ্রক’
সমস্ত জগৎ “ওঁ” এই অক্ষরাত্মক)* । সেই শিবপঞ্চাক্ষরী বিদ্যা মুমুক্শুগণের
অভীষ্টপ্রদ আলম্বন বসিয়া বেদে বিহিত আছে। যিনি শব্দব্রহ্মে নিষ্কাত
বা ধ্যানাদি যোগে প্রণবে একান্ত আসক্ত, তিনি কার্য্যকারণাতীত,
দেশকালাদি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, নিরতিশয়সুখস্বরূপ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন বা ব্রহ্ম-
স্বরূপ হন । এইহেতু সেই শিবপঞ্চাক্ষরী বিদ্যা মুমুক্শুগণের পরমসেবা ।

* বাচ্য ও বাচকের অভ্যেদোপচারহেতু এইরূপ বোধোক্তি ।

সেই পঞ্চাক্ষর্যে প্রণবস্বরূপ, একথা হ্রৈভৈরব মার্কণ্ডেয়কে উপদেশ
দিয়াছিলেন, যথা—

“ওঁকারস্ত শিবঃ স্বাত্মা নৃকারঃ শক্তিরূচ্যতে।

মকার দ্বৈশ্বরপ্রাজ্ঞো শিঃ সূত্রাঙ্কতৈজসো ॥

বকারশ্চ বিরাদিধ্ব, এতৎসজ্ঞপ্রকাশকঃ।

যকারঃ পঞ্চমৌ বর্ণ ওঁকারো বীজমুচ্যতে ॥

পঞ্চাক্ষরীয়ঃ প্রণবব্রহ্মরূপা প্রকীর্তিতা।”

ওঁকার হইতেছেন শিবস্বরূপ জীবাশ্মা, ‘নৃ’কার তাঁহার শক্তি,
‘ম’কার ‘প্রাজ্ঞ’ (বা সূপ্ত্যাবস্থার সাক্ষী প্রজ্ঞানবন, কারণরূপ বাষ্টি-
অবিজ্ঞার অভিমানী) এবং ‘দ্বৈশ্বর’ (বা কারণসমষ্টির অভিমানী
চেতন বা অন্তর্যামী)। ‘শি’ হইতেছে ‘তৈজস’ (বা স্বপ্রাবস্থার সাক্ষী
বাষ্টি সূক্ষ্মপ্রপঞ্চাভিমানী) এবং ‘হিরণ্যগর্ভ’ (বা সমষ্টি সূক্ষ্মপ্রপঞ্চের
অভিমানী)। ‘ব’ হইতেছে ‘বিশ্ব’ (বা জাগ্রদবস্থায় অনুভূত বাষ্টি
স্থূল প্রপঞ্চাভিমানী) এবং ‘বিরাট’ (বা সমষ্টি স্থূলপ্রপঞ্চের অভিমানী)*
পঞ্চমবর্ণ ‘য়’ হইতেছে পূর্বোক্ত বর্ণসমষ্টির প্রকাশক। ‘ওঁ’ হইতেছে
বীজ। এই পঞ্চাক্ষরী বিভা প্রণবস্বরূপ বা ব্রহ্মরূপ।

সাধারণতঃ, শিবপূজায় অধিকার লাভের জন্য, যে বিভূতিরেখাত্রয়-
ধারণের ব্যবস্থা আছে, তাহার তাৎপর্য্য অবধারণ করিতেছেন

ত্রিস্রো রেখা বিভূতেস্ত্ৰ শ্রদ্ধাভক্তিবিরক্তয়ঃ।

পূজাধিকারসিদ্ধার্থং ধার্য্যগে স্বাস্ত্রেষু শাস্তবৈঃ ॥ ৩

অর্থ—শাস্তবৈঃ পূজাধিকারসিদ্ধার্থং বিভূতেঃ শ্রদ্ধাভক্তিবিরক্তয়ঃ
(ইতি) তিস্রঃ রেখাঃ স্বাস্ত্রেষু ধার্য্যগে।

* সবিশেষ “দৃগ্দৃশ্যবিবেকেশ্বর” বঙ্গানুবাদে ১৪৮ পৃষ্ঠায় ২৫ সংখ্যক টীকায় দ্রষ্টব্য।

‘শং সূখং ভবতি অস্মাৎ’ ইতি শব্দঃ ; ‘শব্দ’ শব্দে জগদানন্দকর পরমা-
 ত্মাকে বুঝায় । সেই শব্দের উপাসক অর্থাৎ শব্দ হইতে আপনার অভেদ
 চিন্তক মুমুকু জীব (অধিষ্ঠান সহিত বুদ্ধিস্থ চিদাভাস) হইতেছেন শান্তব ;
 সেই শান্তবগণ, শব্দপূজায় অধিকার লাভের জন্য, তাঁহা হইতে আপন
 আপন অভেদচিন্তন জন্য যে তিনটি বিভূতির রেখা আপন আপন অন্তে
 অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তিতে ধারণ করিবেন, তাহা লোকপ্ৰচলিত বিভূতি বা ভাস্কর্য
 রেখা হইতে বিলক্ষণ । সেই তিনটি বিভূতির রেখা—শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বৈরাগ্য ।
 ‘শ্রদ্ধা’ শব্দে গুরুবেদান্তবাক্য বিশ্বাসরূপা বৃত্তি ; ‘ভক্তি’ শব্দে, গুরু, ব্রহ্ম ও
 আত্মা, এই তিনের অভেদে সহজপ্ৰীতিরূপা বৃত্তি ; এবং ‘বৈরাগ্য’ শব্দে
 আত্মভিন্ন সকল পদার্থেই বিরসতারূপা বৃত্তি বুঝিতে হইবে ।

রুদ্রাভরণামুদ্রাস্ত ধার্য্যা রুদ্রাক্ষমালিকাঃ ।

দেবোভূত্বা যজ্ঞেদেবমিতি যঃ শাস্ত্রতী শ্রুতিঃ ॥ ৪

অর্থ—রুদ্রাক্ষমালিকাঃ তু রুদ্রাভরণমুদ্রাঃ (৫৫তঃ) ধার্য্যাঃ । দেবঃ
 ভূত্বা দেবঃ যজ্ঞে ইতি ইয়ং শাস্ত্রতী শ্রুতিঃ (আস্ত) ।

তাঁহারা যে রুদ্রাক্ষমালা ধারণ করিবেন, তাহা লোক প্রসিদ্ধ রুদ্রাক্ষ
 মালা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন । সেই রুদ্রাক্ষমালা রুদ্রের বা অহঙ্কারের
 অলঙ্কারস্বরূপ শান্তবী প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ মুদ্রা ; কারণ, সেই সেই মুদ্রা
 জীবাবস্থিতি অহঙ্কারের সঙ্গতা, হ্রস্বতা প্রভৃতি ভাবে ভুলাইয়া দিয়া
 অসঙ্গতা, আনন্দরূপতা, প্রভৃতি ধর্মকে ফুটাইয়া তুলে । সেই সকল
 মুদ্রার সত্তা আবৃত্তি বা বারম্বার অভ্যাস করিতে পারিলেই রুদ্রাক্ষমালা
 ধারণ করা হয় । (শঙ্ক ১ ভাগ, তাঁহা ত’ স্বয়ং শিবেই সম্ভব ; জীবে,
 কোণায় সেরূপ রুদ্রাক্ষমালা দেখা যায় ? (সমাধান) “শাস্ত্রতী শ্রুতিঃ”
 বা উপনিষদ্রূপ সনাতন বেদকন এই (বৃহদা, উ. ৪।১২।১)—দেবের পূজা

কল্পিতে হইলে স্বয়ং দেব হইতে হয় ; চিন্মাত্র আত্মস্বরূপ হইয়া চিন্মাত্র-
স্বরূপ আত্মার পূজা করিতে হয়।

পূজাক্রমঃ।

‘আকারাঃ কল্পিতা বস্যাং ব্রহ্মাচ্ছাঃ স্থিরজঙ্গমাঃ।

তন্মুক্তিকাময়ং শৈবৈঃ শিবলিঙ্গং প্রপূজ্যতে ॥ ৫

অর্থ—যস্যাং (মুদি) ব্রহ্মাচ্ছাঃ স্থিরজঙ্গমাঃ আকারাঃ কল্পিতাঃ তন্মুক্তিকাময়ং শিবলিঙ্গং শৈবৈঃ প্রপূজ্যতে।

(বাহ্য, সঙ্কলবস্তুরূপে ‘মর্দন’ করিয়া—ধিনাশ করিয়া, একরূপতা সম্পাদন করে, সেই সর্বদৈবতপরিশূন্য বস্তুকেই অর্থাৎ ব্রহ্মকেই ‘মৃত্যু’ শব্দের অর্থ বহুিয়া-গ্রহণ করিতে হইবে)। সেই মৃত্তিকাতেই, স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া বাবতীয় স্থাবরজঙ্গম বস্তু কল্পিত হয়। শৈবগণ—শিবস্বরূপ-ভূত অধিকারিগণ, সেই মৃত্তিকাতে পরিকল্পিত শিবলিঙ্গকেই আনন্দময় হইতে অঙ্গময় পর্য্যন্ত আস্তর, এবং ঘটাদি হইতে আকাশ পর্য্যন্ত বাহ্য, এই উভয় প্রকার আনন্দাত্মার লক্ষ্যকেই পূজা করিয়া থাকেন, ‘অহং ব্রহ্মস্মি’ এইরূপে সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন। —

তত্র প্রথমং হরায় নম ইতি মৃত্তিকাগ্রহণম্।

সেই পূজাপদ্ধতিতে প্রথমে শিবলিঙ্গনির্মাণ করিবার জন্ত যে মৃত্তিকাগ্রহণের ব্যবস্থা আছে, তাহার নম্র “হরায় নমঃ” যিনি সমস্ত দৈবত হরণ করেন, তিনি ‘হর’, অর্থাৎ সর্বদৈবত তিরোহিত হইয়া বাহ্যতে পর্য্যবসন্ন হয়, তিনি হইতেছেন ‘হর।’ নমস্কারের অর্থ আরাধ্যাধীনাশ্রয়-সম্পাদন। এইহেতু, “হরায় নমঃ” এই মন্ত্রের উচ্চারণের সহিত; ক্রিতাদি অষ্টপ্রকৃতিরূপ অষ্টাঙ্গের সহিত স্তব্ধের, ও আপনার, জীবতাব তিরোহিত;

করিয়া, তদ্ব্যয়ের সচ্চিদানন্দরূপতা চিস্তন করিলেই মৃত্তিকাগ্রহণ করা হইল । এই কথাই শ্লোকনিবন্ধ করিতেছেন—

মৃৎ সত্যা যচ্ছরাবাস্তু শ্রুতা ব্রহ্মাণ্ডকোটয়ঃ ।

হরায় নম ইত্যেব গ্রাহা সা মৃত্তিকা বুধৈঃ ॥ ৬

অর্থ—ব্রহ্মাণ্ডকোটয়ঃ তু যচ্ছরাবাঃ শ্রুতাঃ, (স) মৃৎ সত্যা (ভবতি); বুধৈঃ ‘হরায় নমঃ’ ইতি সা মৃত্তিকা এব গ্রাহা ।

[ছান্দোগ্য উপনিষদে (৬।১।৪) উক্ত হইয়াছে—“এবেন মৃৎপিণ্ডেন নরকং মৃন্ময়ং সিজাতং স্যাৎবাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকৈত্যেব সত্যম্”—কারণভূত কেবল মৃৎপিণ্ডকে জানিলেই, মৃত্তিকার কার্যভূত শরাবাদি যাবতীয় মৃত্তিকার পদার্থকে জানা যায় (কেননা, কার্য, কারণ হইতে ভিন্ন নহে,) যেহেতু বিকারপদার্থ কেবল বাগাশ্রিত, পরমার্থতঃ তাহা বস্তুই নহে, কেননা তাহা নামমাত্র । (বিকার স্বয়ং কোন বস্তুই নহে ।) মৃত্তিকাই সত্য বস্তু ।]

কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড, যে ব্রহ্মমৃত্তিকার কার্যভূত শরাবাদিরূপ বলিয়া বেদে প্রতিপাদিত হইয়াছে (অথবা কেবলবাগাশ্রিত বলিয়া কেবলমাত্র প্রতিগোচর হয়, পৃথক্ দৃষ্ট হয় না), বিচারশীল পণ্ডিতগণ “হরায় নমঃ” এই মন্ত্রের উচ্চারণপূর্বক সেই মৃত্তিকাকেই গ্রহণ করিলেন ।

“মহেশ্বরায় নমঃ” ইতি লিঙ্গসম্বন্ধট্রনম্ ।

ঈশ্বর বা অন্তর্যামী হইতেছেন মায়াপাধিক, এবং সেই অন্তর্যামিহ্ম আরোপের অধিষ্ঠানস্বরূপ মহেশ্বর, হইতেছেন মায়া-উপাধি দ্বারা অনবচ্ছিন্ন । আপনার সেই মহেশ্বররূপতাসম্পাদনের জন্য, লিঙ্গের বা ব্রহ্মলক্ষক জীবত্বের, সেই মহেশ্বরের সহিত একতা চিস্তনই লিঙ্গসম্বন্ধট্রনের

বা ব্যবহারিক শিবলিঙ্গ নির্মাণের তাৎপর্য। ইহাই শ্লোকনিবদ্ধ করিয়া বলিতেছেন :—

অখণ্ডাকারবৃত্তিস্ত বেদান্তে যা নিক্রপিতা।

নমো মহেশ্বরায়ৈতি লিঙ্গসম্ভট্টনং হি তৎ ॥ ৭

অর্থ—যা তু বেদান্তে অখণ্ডাকারবৃত্তিঃ, নিক্রপিতা, তৎ হি “নমঃ মহেশ্বরায়” ইতি লিঙ্গসম্ভট্টনম্।

বেদান্তে শাস্ত্রে যে অখণ্ডাকারবৃত্তি বা আপনার (আত্মার) অক্ষুরণ পূর্বক, ব্রহ্মসীত্রে ক্ষুরণরূপা বৃত্তি প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহাই, “নমো মহেশ্বরায়” এই মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক লিঙ্গসম্ভট্টন, অর্থাৎ সাহায্যে উক্তমন্ত্রের অর্থানুসন্ধানই লিঙ্গসম্ভট্টন। ত লিঙ্গসম্ভট্টন ইহাতে বিলক্ষণ।

শূলপাণয়ে নম ইতি প্রতিষ্ঠাপনম্।

অগ্রে ৪৫ সংখ্যাক্রমেকে উক্ত হইবে। যে জ্ঞানই অজ্ঞানশত্রুবিনাশক “শূলের” অর্থ ! সেই শূল ত্রিকণ্টক ; বোধই মধ্যকণ্টক, শাস্তি ও বৈরাগ্য উভয়পাশ্বস্থ কণ্টকদ্বয়। সেই শূল যাহার হস্তে, তিনিই শূলপাণি,—শরণাগত মুমুকুর জ্ঞানপ্রদ গুরু ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্মস্বরূপ গুরুর সহিত আপনুর অভেদচিন্তনই অর্থাৎ অজ্ঞানবিনাশে ‘ইদং’ বস্তুকে ‘অহং’ বস্তুরূপে পাইবার জন্ত আত্মসম্মুখে স্থাপন, এই পূজার প্রতিষ্ঠাপন—এই কথাই শ্লোকনিবদ্ধ করিয়া বলিতেছেন :—

ঐক্যদ্বা সম্ভাবনাং তদ্বাদ্বিপরীতত্বভাবনাম্।

শূলপাণিঃ প্রতিষ্ঠাপ্যঃ পীঠে নিষ্ঠাময়ে বুধৈঃ ॥ ৮

অর্থ—অসম্ভাবনাঃ তদ্বৎ (তথা) বিপরীতত্বভাবনাঃ ত্যক্ত নিষ্ঠাময়ে পীঠে বুধৈঃ শূলপাণিঃ প্রতিষ্ঠাপ্যঃ।

ব্রহ্ম, গুরু ও আত্মা এই তিনের অভেদ বিময়ে অনিশ্চয়রূপা চিন্তাবৃত্তি অসম্ভাবনা, এবং তাহাদের ভেদনিশ্চয়রূপা চিন্তাবৃত্তি বিপরীতভাবনা । বিবেকিগণ তদ্ব্যভাস পরিত্যাগ করিয়া, তদ্ব্যভাসের ক্ষুণ্ণ, বিচার দ্বারা নিরোধ করিয়া, ব্রহ্ম, গুরু ও আত্মার অখণ্ডতার সহজপ্ৰীতিরূপ আসনে, সেই জ্ঞানদাতা ব্রহ্মাণ্ডগুরুকে স্থাপন করিবেন—সেই তিনের অভেদানুসন্ধানে দৃঢ়সঙ্কল্প হইবেন ।

পিনাকধ্বতে নম ইত্যাবাহনম্ ।

মুণ্ডকশ্রুতি (২২২৫) প্রণবকে ধনুরূপে এবং আত্মাকে শররূপে, বর্ণনা করিয়াছেন । সেই হেতু, শিবের ‘পিনাক’ধনুকে, ঔকার বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে । সেই ধনুর ধারক বা অধিষ্ঠানভূত ব্রহ্ম ও ব্রহ্মরূপ গুরু, এতদ্ব্যভাসের স্বরূপ প্রাপ্তির নিমিত্ত পূর্বোক্তরূপ নমস্কার, উক্ত মন্ত্রের অর্থ । সেই মন্ত্রপ্রভাবে উক্ত শ্রুতিবর্ণিত “আত্মা”-শর, ব্রহ্ম ও গুরুর সন্নিকৃষ্ট হয় । এই কথাই শ্লোক দ্বারা বিবৃত করিতেছেন :—

সর্বগস্যপি দেবস্য ভক্তিরাবাহনং তব ।

আবাহয়ামি তন্ত্যামিত্যাবাহঃ পিনাকধ্বং ॥ ৯

অর্থ—সর্বগস্যপি দেবস্য তব ভক্তিঃ আবাহনং (অবতি), ত্বাং ‘ভক্ত্যা আবাহয়ামি’ ইতি পিনাকধ্বং আবাহঃ ।

চিন্মাত্রস্বরূপ “পরমাত্মন, তুমি, সচ্চিদানন্দরূপে সর্বত্র অনুস্থিত হইলেও, তোমার প্রতি ভক্তি বা সর্বত্র তোমার সচ্চিদানন্দরূপতার অনুসন্ধান, তোমাকে নিম্নটে আনিবার বা বুদ্ধিস্থ করিবার উপায় । সেই ভক্তিদ্বারা, আমি তোমাকে আবাহন করিতেছি বা ঋপ্রত্যক্ষরূপে অনুভব করিতেছি—ইহাই পিনাকধারীর আবাহন ।

অথ জ্ঞানম্।

‘ধ্যায়ৈম্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং
‘রত্নাকল্লোলজ্বলাঙ্গং পরশুমুগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নম্।
পদ্মাসীনং সমস্তাংস্তমমরগণৈঃ ব্যাঘ্রকৃষ্টিং বসানং
বিশ্বাভ্যং বিশ্ববন্দ্যং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্॥১ঃ

অর্থ—রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং রত্নাকল্লোলজ্বলাঙ্গং পরশু-
মুগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নং পদ্মাসীনং সমস্তাং অমরগণৈঃ স্তবং, ব্যাঘ্রকৃষ্টিং
বসানং বিশ্বাভ্যং বিশ্ববন্দ্যং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং মহেশং
নিত্যং ধ্যায়েৎ।।

[এই শ্লোকের তাৎপর্য, গ্রন্থকার স্বয়ং অগ্রে ষোলটি শ্লোকে, বর্ণনা
করিবেন। এই হেতু সংক্ষেপে ইহার অর্থ প্রদত্ত হইতেছে।] যিনি
রজতপর্বত সদৃশ অক্ষয় ধন, চন্দ্র বা চন্দ্রকলা যাহার চূড়াভূষণ,
রত্নালঙ্কারে বঁহাৱ শরীর ভাস্বর, বাঁহাৱ চারিহস্তে যথাক্রমে কুঠার,
মুগমুদ্রা, বরমুদ্রা ও ঐভয়মুদ্রা, বাঁহাৱ মুখমণ্ডল ঈষৎকাসাশোভিত, যিনি
‘পদ্মাসনে’ উপবিষ্ট, ‘দেবগণ বাঁহাৱ চারিদিকে স্তুতিপাঠ করিতেছেন,
ব্যাঘ্রচন্দ্র বাঁহাৱ বলন, যিনি বিশ্বের কারণ, এইহেতু বিশ্বের প্রণম্য, যিনি
সকল প্রকারভয়-হরণ করিয়া থাকেন, বাঁহাৱ পাঁচটি মুখ, এবং
(প্রত্যেক বদনে তিন) তিন নেত্র, সেই শিবের নিরন্তরুপাসন করিতে হয়।

অস্ম্যবিবরণম্।

‘তত্র “ধ্যায়ৈদি” ত্যাঙ্গ পদত্রয়স্ত বিবরণম্—

উক্ত শ্লোকের অর্থ বিবৃত হইতেছে। তন্মধ্যে—

‘ধ্যায়েৎ নিত্যং মহেশম্’ এই তিন পদের অর্থ—

অনিত্যে নিত্যং বিরামা নিত্যে নিত্যং ধৃতব্রতাঃ ।

নিত্যং মহেশং ধ্যায়ন্তি নিত্যামিত্যবিরবেকিনঃ ॥ ১১

অর্থ—অনিত্যে নিত্যং বিরামা, নিত্যে নিত্যং ধৃতব্রতাঃ, নিত্যানিত্যবিরবেকিনঃ নিত্যং মহেশং ধ্যায়ন্তি ।

‘অসং অনাত্মভূত দ্বৈতপ্রপঞ্চে বাঁহারা কোন সময়েই সুখানুভব করেন না, এবং আত্মস্বরূপ লাভের জন্ত শ্রবণাদির অনুষ্ঠানে নিরন্তর ব্যাপৃত; সেই আত্মানুভবের পার্থক্যানুভবগণ নিয়মপূর্বক শ্রবণাদি অনুষ্ঠান দ্বারা পরমাশ্চিন্তায় কাল যাপন করেন; (সুখকালক্ষেপ করেন না) ।

“রজতগিরিনিভম্”—

রজতস্য গিরিঃ শত্ৰুঃ শাস্তবানাং পরং ধনম্ ।

ধনেন তেন পূর্ণানাং দরিদ্রত্বং ন বিদ্যতে ॥ ১২

অর্থ—নিপ্রয়োজন ।

বাঁহারা শান্তব অর্থাৎ পরমাশ্রমেবননিরত, শত্রু—সমস্ত সুখপ্রদ পরমাশ্রম, তাঁহাদের রজতপর্বত সদৃশ অক্ষয়ধনভাণ্ডার । বাঁহারা সেই ধনে পূর্ণ বা নিত্যভূক্ত, তাঁহারা কোন অবস্থাতেই দীনতা প্রাপ্ত হন না ।

“চাক্ষুঃস্রোতঃসম্”—

শুদ্ধান্না শীতলা কান্তা সূক্ষ্মা বোধকলা পরা ।

বক্রায়তে চুরাপেয়ং চন্দ্রচূড়ো বিভর্তি তাম্ ॥ ১৩

অর্থ—শুদ্ধান্না শীতলা কান্তা সূক্ষ্মা পরা ইয়ং বোধকলা চুরাপা (সতী) বক্রায়তে, তাং চন্দ্রচূড়ঃ বিভর্তি ।

ব্রহ্মবিদ্যাক্রমণী কলা বা 'বৃত্তি', প্রপঞ্চাসক্ত্যাং কলঙ্কশূন্য, তাপত্রয়
নিবর্তয়িত্রী, কমনীয়া বা আনন্দরূপা, কেবলাত্মবিষয়িনী অতু এব সূক্ষ্মা,
অপর সকল বৃত্তি অপেক্ষা উৎকৃষ্টা, 'এবং বহি তপঃক্লেশের ফলে
সাধকের আয়ত্ত হন বলিয়া, কুটীলা বা বক্রা (বলিয়া প্রতীত হন)।
শিব সেই ব্রহ্মবিদ্যাকলাকে সেবকের 'পরমপূজোপহার বলিয়া মন্তুক
ধারণ করেন।

“রত্নাকল্লোজ্জলাঙ্গত” —

যোগদীক্ষাময়ানোব বোধরত্নানি কানিচিৎ ।

দধাতি শঙ্করোহতোহঙ্গ রত্নাকল্লোজ্জলাঙ্গতা ॥ ৫৪

অর্থ—শঙ্করঃ যোগদীক্ষাময়ানি এব কানিচিৎ বোধরত্নানি দধাতি;
অতঃ অস্ত রত্নাকল্লোজ্জলাঙ্গতা।

শঙ্কর—চরমকলাপ্রদ, জ্ঞানদাতা, গুরুমূর্তি, পরমাত্মা কয়েকটি
বোধরত্ন, অর্থে ধারণ করেন। রত্ন যেমন আপনার প্রকাশক ও অপর
বস্তুর প্রকাশক, এইগুলিও সেইরূপ। • সেই অভয়শাস্ত্রাদি রত্নগুলি
যোগের অর্থাৎ জীবব্রহ্মৈক্যজ্ঞানের, দীক্ষা বা সংস্কার দ্বারা নির্মিত, এবং
শরণাগত জীবের স্বয়ংক্রমের প্রকাশক। এই কারণেই শঙ্করের অঙ্গ
রত্নরূপিত আকর বা অলঙ্কার দ্বারা বিভূষিত বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে।

“শ্বরশুভ্রতম্” —

যেন মোহবনং ছিন্নং কদাচিন্ন প্ররোহতি ।

স বোধঃ পরশু ভীক্ষো হন্তে রুদ্রসং বর্ততে ॥ ১৫

অর্থ—মোহবনং যেন ছিন্নং (সং), কদাচিৎ ন প্ররোহতি, সঃ ভীক্ষুঃ
বোধঃ পরশুঃ, রুদ্রস্ত হন্তে বর্ততে।

যে জীবব্রহ্মৈক্যজ্ঞানরূপ কুঠার দ্বারা ছিন্ন হইলে, (কাম'ক্লো'ধাদি

হিংস্র পশু নিবাস) মোহবন বা নিরিডাক্সান- আর 'অক্ষুরিত হইতে পারে না, সেই জ্ঞানপরশু, গুরুরূপী পরমাত্মার হস্তে, (শরণাগত জীবে প্রদানের জ্ঞাত) বিভ্রম্যান্ ।

“মৃগহস্তম্”—

ধৰ্ত্ত্বং ন শক্যতে ধীরৈর্যোধতোহপি পলায়তে ।

লীলায়িব ধৃতো হস্তে শস্ত্রনা স মনোমৃগঃ ॥ ১৬

অঙ্কর—৫: (মনোমৃগঃ) ধীরৈঃ ধৰ্ত্ত্বং ন শক্যতে, ধৃতঃ অপি পলায়তে, স: মনোমৃগঃ শস্ত্রনা লীলয়া এব হস্তে ধৃতঃ ।

ব্রহ্মচর্যাদিসাধনসম্পন্ন সাধকগণ, বার বার অকৃতকার্য হইয়া অধ্যবসায় প্রয়োগেও, যে মনোমৃগকে ধরিতে পারেন না, অথবা ধরিতে পারিলেও যে পলাইয়া যায়, সেই মনোমৃগকে শস্ত্র, অনায়াসে এক হাতে ধরিয়া রাখিয়াছেন । মৃগ-ধাতুর অর্থ অনুসন্ধান ; মন, নিরন্তর বিষয়ানু-সন্ধাননিরত বলিয়া মৃগের সহিত উপমিত হয় । [মধ্যমা ও সনামিকাঙ্গুলিঃ অগ্রভাগ অনুষ্ঠের অগ্রভাগের সহিত সংযুক্ত করিয়া অপরাঙ্গুলিঃ উদ্ধৃত করিলে, “মৃগমুদ্রা” হয় । মনোনিগ্রহ উক্ত মুদ্রাঃ ফল বলিয়া শাস্ত্রমুখে জ্ঞান যায় ।]

“বরহস্তম্”—

বরাধিভিবরেণ্যায় বৃতো যন্ত বরঃ স তম্ ।

বরং দদাতি হস্তেন বরদন্তেন শঙ্করঃ ॥ ১৭

অঙ্কর—বরেণ্যায় বরাধিভিঃ যঃ বরঃ বৃতঃ (ভবতি), স: (শঙ্করঃ) তং বরং হস্তেন দদাতি, তেন শঙ্করঃ বরদ ভবতি ।

সর্বজনপ্রার্থনীয় যে ব্রহ্মসুখ লাভের জ্ঞাত, বরপ্রার্থী হইয়া সাধকগণ, 'যে (আত্মায় ব্রহ্মের অঙ্গাদি লক্ষণপ্রদর্শনরূপ), বর প্রার্থন করে, তিনি

সেই বর সাংখ্য বা (জ্ঞানরূপ) অথবা যোগরূপ হস্তদ্বারা প্রদান করিয়া থাকেন। তাই হেতু শঙ্কর (স্বশরণাগত জনের সুখদাতা) বরদ বলিয়া স্তুত হইয়া থাকেন।

“অভীতিহন্তম্”—

‘মৃত্যোৰ্বিভেতি ব্রহ্মাপি মৃত্যুরেব ভয়ং মহৎ ।
তস্মাদমৃত্যুরভয়ং হস্তে মৃত্যুঞ্জয়স্ত তৎ ॥ ১৮

অর্থ—ব্রহ্মা অপি মৃত্যোঃ বিভেতি (বতঃ) মৃত্যুঃ এব মহৎ ভয়ম্। তস্মাৎ ‘অমৃত্যুঃ অভয়ং (ভবতি), তৎ মৃত্যুঞ্জয়স্ত হস্তে বর্ততে।

(অনিত্যে অহস্তামমতাভিমानी জীবমাত্রেই) এমন কি স্বয়ং ব্রহ্মাও, মৃত্যু হইতে ভয় পান, কারণ মৃত্যুই চরম ভয়কারক। সেই হেতু অমৃত বা প্ৰমোক্ষই চরম নিরাপদ অবস্থা। তাহা মৃত্যুঞ্জয় মহাদেবের হাতেই রহিয়াছে—অর্থাৎ অমৃতসিদ্ধ এবং ভরুজনে বিতরণকর্তা।

“প্রসন্নম্”—

‘সিদ্ধিমেকামপি প্রাপ্য কশ্চিদন্তঃ প্রসীদতি ।

নিধানং সর্ববুসিদ্ধীনাং প্রসন্নঃ সর্বদা প্রসন্নঃ ॥ ১৯

অর্থ—কশ্চিৎ একাম্ অপি সিদ্ধিঃ প্রাপ্য, অন্তঃ প্রসীদতি।
হঃ সর্ববুসিদ্ধীনাং নিধানং, (অতঃ) সর্বদা প্রসন্নঃ।

আকাশগমনাদি গোণসিদ্ধির মধ্যে, কিম্বা অগ্নিমাদি মুখ্য সিদ্ধির মধ্যে, কেহ একটা মাত্র সিদ্ধি লাভ করিতে পারিলে অন্তঃকরণে আনন্দ লাভ করে। কিন্তু শঙ্কর সকল সিদ্ধিরই আকর। সেই হেতু তিনি সদাই প্রসন্ন। (ব্রহ্মস্থল্যাভে সর্বকামপ্রাপ্তিঃ।)

“পদ্মাসীনম্”—

সতাং হৃদয়পদ্মেষু যদাসীনঃ সদাশিবঃ ।

অতএব হি বেদেষু পদ্মাসীন ইতীরিতঃ ॥ ২০

অর্থ—৪৭ (যস্মাৎ) শিবঃ সতাং হৃদয়পদ্মেষু সদা আসীনঃ, অতঃ এব বেদেষু (সঃ) পদ্মাসীনঃ ইতি ঈরিতঃ ।

যেহেতু পরমাত্মা, আত্মসাক্ষাৎকারবান্ সাধুগণের হৃদয়কমলে অর্থাৎ নিশ্চল বুদ্ধিতে সর্বদাই প্রতীতিগোচর হইয়া অবস্থান করেন, এই হেতু বেদে তিনি পদ্মাসীন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন ।

“সমস্তাং স্তবমমরগণৈঃ”—

স্তবস্তি দেবান্ মনুজাস্তে দেবা দেবনায়কান্ ।

দেবদেবো মহাদেবঃ স্তূয়তে দেবনায়কৈঃ ॥ ২১

অর্থ—মনুজাঃ দেবান্ স্তবস্তি, তে দেবাঃ দেবনায়কান্ (স্তবস্তি) ।
দেবদেবঃ মহাদেবঃ দেবনায়কৈঃ স্তূয়তে ।

মনুষ্যগণ মনুৎ প্রভৃতি দেবগণের স্তব করিয়া থাকেন । সেই মনুৎ প্রভৃতি দেবগণ, ইন্দ্র ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবনায়কগণের স্তব করিয়া থাকেন । সেই ব্রহ্মেন্দ্রাদি দেবেশ্বরগণ, সকল দেবের অধীশ্বর, অপরিচ্ছিন্ন চিন্মাত্ররূপ মহাদেবের স্তব করিয়া থাকেন, কেননা তিনি সকলেরই শিবস্বরূপ আত্মা ।

“ব্যাঘ্রকৃষ্ণিঃ বসানম্”—

শঙ্করেণ কিরাতেন মোহব্যাঘ্রো নিপাতিতঃ ।

কটৌ কৃষ্ণিস্বরূপেণ পশা তস্মা নিদর্শনম্ ॥ ২২

জ্ঞান—কিরাতেন শঙ্করেণ মোহব্যাঘ্রঃ নিপাতিতঃ। তস্ত
কৃতিস্বরূপেণ নিদর্শনং কটৌ পশু।

ব্যাধরূপী শঙ্কর মোহব্যাঘ্রকে বধ করিয়াছেন। (শিকারিগণ
নিহত পশুর শৃঙ্গচর্ম্মাদি মেরুপ রক্ষা বা ধারণ করিয়া থাকেন, তিনিও
সেইরূপ) নিহত ব্যাঘ্রের চর্ম্ম পরিধান করিয়াছেন। তাঁহার কটদেশে
সেই ব্যস্ত্রহত্যার চিহ্ন, সেই চর্ম্ম রহিয়াছে, দেখ।

“বিশ্বাত্ত্বং বিশ্ববন্দ্যম্”—

বিশ্বকৃৎ বিশ্বরূপোহসৌ বিশ্বহৃদ্বিশ্বপালকঃ।

বিশ্বাত্তো বিশ্ববন্দ্যশ্চ বিশেষো গিরিজাপতিঃ ॥২৩

অন্য—অসৌ বিশ্বকৃৎ বিশ্বরূপঃ বিশ্বহৃৎ বিশ্বপালকঃ। (অতঃ)
বিশেষঃ গিরিজাপতিঃ বিশ্বাত্ত্বঃ বিশ্ববন্দ্যঃ চ।

সেই শিব অর্থাৎ পরমাত্মস্বরূপ জীব, জগৎকর্তা, কেননা জগৎকর্তা
অন্তর্ধামী, আপনার অধারভূত চিদর্থগুণকরস পরমাত্মা হইতে
পৃথক নহেন; তিনিই বিশ্বরূপ—জগৎপ্রকাশক, অথবা দৃশ্যমান বিশ্বই
তাঁহার আকার। তিনিই বিশ্বের সংহর্তা, কেননা প্রলয়ে মায়া
ও তৎকার্য্য তাঁহাতেই উপসংহৃত হয়। তিনিই বিশ্বের পালক,
কেননা স্বল্পপভূত সত্তা, চৈতন্য ও আনন্দ প্রদান করিয়া তিনি জগৎকার্য্য
নির্ব্বাহ করিতেছেন। এই হেতু, গিরিজাপতি বা মায়াধিষ্ঠান বিশ্বেশ্বর
‘বিশ্বাত্ত্ব’ ও ‘বিশ্বের বন্দনীর’ বলিয়া বর্ণিত হন।

“নিখিলভয়হরীম্”—

শ্রুতির্ভয়মিতি প্রাহ ‘বিতীয়াদৈভয়ং ভবেৎ’ন

হরো হরতি ভক্তানাং মুক্তিদো নিখিলং ভয়ম্ ॥ ২৪

অথ—“দ্বিতীয়াং বৈ ভয়ং ভবতি” ইতি কতিঃ ভয়ং প্রাহ ।
মুক্তিদঃ হরঃ ভক্তানাং নিশিতঃ ভয়ং হরতি ।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে (১।৪।২) “উক্ত হইয়াছে—‘দ্বিতীয় হইতেই (অপর বস্তু হইতেই) ভয় হইয়া থাকে । একত্বদর্শনের বলে, সেই বৈতদর্শন অগনীত হইলে, ভয়ের সম্ভাবনা নাই ।’ এইরূপে বৈতকেই ভয়ের কারণ’ বলা হইয়াছে । অবৈতস্বরূপ মুক্তিপ্রদ হর, মুমুকু ভক্তগণের সমস্ত ভয়ই হরণ করিয়া থাকেন ।

“পঞ্চবক্তৃত্বম্”—

ধ্যায়স্তি ভক্তাঃ সর্বত্র সর্বেষামপি সম্মুখঃ ।

উন্মুখো বিমুখানাং যন্তস্ত স পঞ্চবক্তৃত্বা ॥ ২৫

অথ—ভক্তাঃ সর্বত্র ধ্যায়স্তি, যঃ (তেষাং) সর্বেষাম্ অপি সম্মুখঃ
(সন্) বিমুখানাং উন্মুখঃ (ভুবতি), স পঞ্চবক্তৃত্বা (ভবতি) ।

[শব্দর চারিদিকে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন ; কিন্তু তাঁহার উন্মুখ অর্থাৎ পঞ্চম বা উর্দ্ধমুখ শূন্যনিবদ্ধদৃষ্টি ।] মুমুকু সেবকগণ চারিদিকেই সেই ব্রহ্মাত্মস্বরূপ শিবগুরুর ধ্যান করিয়া থাকেন । তিনি তাহাদের সকলেরই প্রতি ‘সম্মুখ’ হন অর্থাৎ প্রত্যক্ষরূপে প্রতীয়মান হন, কিন্তু বাহ্যিক, তাঁহার প্রতি পরাশ্রয়, তাহাদের প্রতি তিনিও উন্মুখ ; তাহাই তাঁহার পঞ্চমুখবস্তুর তাৎপর্য ।

“ত্রিনেত্রম্”—

কুস্মোপাস্তী উভে নেত্রে জ্ঞানং নেত্রং তৃতীয়কম্ ।

‘ললাটে থাকতে যস্য ত্রিনেত্রেষ্টেন শব্দরঃ ॥ ২৬

অথ—কর্মোপাত্তী (যন্ত) উভে নৈত্র (ভবতঃ), তৃতীয়কং নৈত্রঃ
জ্ঞানং যন্ত ললাটে রাজতে, সং শঙ্কঃ তেন ত্রিনেত্রঃ (উক্তঃ)।

কর্মজ্ঞান বা উপাসনাজ্ঞান যাহার এই উভয় নৈত্র (যথাক্রমে
পিতৃলোকের ও দেবলোকের প্রাপক) এবং জীবত্রৈলোক্যাবিস্ময়ক
বোধরূপ তৃতীয় নৈত্র, যাহার ললাটে অর্থাৎ পূর্বোক্ত নৈত্রদ্বয়ের
উর্ধ্বে (মোক্ষপ্রকাশক হইয়া) বিরাজমান, সেই বেদরূপী শঙ্কর
এই হেতু 'ত্রিনেত্র' বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকেন।

ইতি ধ্যানম্।

এইরূপে ধ্যানের বিচার সমাপ্ত হইল।

অথোপকরণবিচারঃ।

অনন্তর উপকরণের বিচার করা যাইতেছে—

তত্রাদৌ শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশতাবিচারঃ।।

তন্মধ্যে প্রথমে শিবের শুদ্ধস্ফটিকসাদৃশ্যের বিচার করা হইতেছে—

নির্মলং সর্বমেবেদং যদস্মিন্ প্রতিবিস্তিতি।

শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশো নীরাগঃ সোহয়মীশ্বরঃ ॥২৭॥

অথ—যৎ (যস্মাৎ) নির্মলে অস্মিন্ ইদং সর্বম্ এব প্রতিবিস্তিতি,
সঃ অয়ঃ নীরাগঃ, (অতঃ) জৈশ্বরঃ শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশঃ (জৈশ্বরঃ)।

যেহেতু, মায়া এবং তৎকার্যভূত জগদ্রূপ মলরহিত, স্বয়ংপ্রকাশ,
সাক্ষাৎ অপরোক্ষ পরমাত্ম শিবগুরুত, এই দৃশ্যমান জগৎ, জীব ও
জৈশ্বর প্রতিবিস্তৃত হইতেছে, এবং তিনি তৎসমুদয় দ্বারা পরমার্থতঃ
অকলঙ্কিত, এই হেতু মহেশ্বর শুদ্ধ স্ফটিকসদৃশ বলিয়া বর্ণিত হইয়া

থাকেন । (স্ফটিক নীলপীতাদি বস্তুর প্রতিবিম্ব ধারণ করিয়াও, তদ্বারা রঞ্জিত হয় না ।)

কপূরগৌরতাবিচারঃ

যদ্বাসনাপ্রসাদেন সৰ্ব্বা দুর্ব্বাসনা গতা ।

স্বভাবশীতলা সেয়ং শিবে কপূরগৌরতা ॥ ২৮

অর্থ—যদ্বাসনাপ্রসাদেন সৰ্ব্বাঃ দুর্ব্বাসনাঃ গতাঃ (ভবন্তি), সা ইন্দ্ৰ-
স্বভাবশীতলা বাসনা শিবে কপূরগৌরতা ইতি ।

(বাসনা শব্দে ‘রুগন্ধীকরণ’ এবং ‘সংস্কার’ এই উভয় অর্থই গ্রহণ
করিতে হইবে । যেমন খাদ্যাদিতে কোনও অপ্রীতিকর গন্ধ নিবারণের
জন্ত এবং পানীয়ের শীতলতা বৃদ্ধি করিবার জন্ত, কপূর মিশ্রিত
করা হইয়া থাকে, সেইরূপ) যে শিবাশ্রয়বিষয়ক সংস্কার, চিন্তে নির্মলতা
লাভ করিলে,—সংস্কারান্তরূপে অভিভূত করিয়া পরিস্ফুট হইলে,
জগদ্বিষয়ক বন্ধনকারণভূত, দুষ্ট সংস্কার সকল তিরোহিত হইয়া যায়,
(এবং চিন্তা, তাপত্রয়পরিহারপূরক শীতলতা লাভ করে), সেই
সংস্কারের কারণভূত অকৃত্রিম শান্তি ও অসঙ্গতা, শিবে ‘কপূর-
গৌরতা’ শব্দে সূচিত হইয়া থাকে ।

দিগম্বরতাবিচারঃ ।

নিরাবরণবিজ্ঞানস্বরূপো হি স্যং হতঃ ।

স্বৈরং চরতি সংসারে তেন প্রোক্তো দিগম্বরঃ ॥ ২৯

অর্থ—হি (যস্মাৎ) হুয়ঃ স্যং নিরাবরণবিজ্ঞানস্বরূপঃ (তথা)
সংসারে স্বৈরং চরতি, তেন দিগম্বরঃ প্রোক্তঃ ।

৬৮। শিবপূজাশতকম্।] বোধসীর!।

৬৪৭

যে কাংরাবিদ্যা জীবকে নির্ভর ব্রহ্মাত্মতার উপলব্ধি করিতে দেয় না, সেই অবিদ্যার লেশমাত্রও, যেহেতু পরমাত্মশিবগুরুতে স্বভাবতঃই থাকিতে পারে না, এবং যেহেতু, তিনি সমষ্টিব্যাপ্তিদেহজয়-রূপ প্রপঞ্চের মধ্যে বিধিনিষেধের অতীত হইয়া অবস্থান করিতেছেন, সেইহেতু, তাঁহার সেই নিরাবরণতা, মৃতজনগণের নিকট নগ্নতা বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়া থাকে।

ভাস্মোদ্ধলনবিচারঃ।

শিবের ভাস্মালোপনের তাৎপর্য্যবিচারি।

জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকস্মাগ্নি ভাস্মসাৎ কুরুতে কিল।

তেনৈব ভাস্মনা গাত্রমুদ্ধূলয়তি ধূর্জটিঃ ॥ ৩৭

অবয়—নিপ্রয়োজন।

দেহসম্বলিত চিদ্রাস্মাভাসে ‘আমি’ বুদ্ধি থাকিতে, যে সকল কস্ম অরুপ্তি হইলে, সঞ্চিত, প্রারক ও ক্রিয়মাণরূপে বন্ধনের কারণ হয়, সেই সকল কস্ম, আপনার নিজস্বব্রহ্মরূপতার উপলব্ধি করিলে, শরীরান্তরের উৎপাদনে অসমর্থ, এবং সেই হেতু ভাস্মসদৃশ অকিঞ্চিংকর হইয়া যগ্ন—ইহা গীতাদিশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। শিবের অস্মরবিনাশ, ত্রিশ-সংহারাদি ক্রিয়া সেইরূপ অকিঞ্চিংকর। সেইরূপ কস্মদ্বারা আবৃত হইয়া, তিনি লোকদৃষ্টিতে আবৃত হন। এইহেতু মৃতজনের নিকট তিনি ভাস্মাবৃতগাত্র বলিয়া প্রতিপাদিত হন।

ভাস্মতে ভিন্নভাবানামপি ভেদো ন ভাস্মনি।

স্বস্বভাবস্বভাবেন ভাস্ম ভগস্য বল্লভম্ ॥ ৩৮

অস্বয়—ভিন্নভাবানাং অপি ভেদঃ ভস্মনি ন ভাসতে । (অতঃ)
ভগ্নস্ত স্বৰ্ঘ্যভাবস্বভাবেন ভস্ম রস্নভং (ভবতি) ।

বস্তুসকল পরস্পর ভিন্নরূপ বলিয়া প্রতীত হইলেও, সকল বস্তুর ভস্ম
(প্রায়) একরূপ । এইহেতু ভস্ম, সকল বস্তুই একরূপতাপাদক স্বভাব
হেতু, তুল্যস্বভাব ভর্গের অর্থাৎ জগদীশভজ্ঞক আত্মশিবের নিকট
আনন্দদায়ক ।

চন্দ্রচূড়াবিচারঃ ।

নশান্ত্যস্যা কলাঃ সৰ্ব্বাঃ সা কলা নৈব নশ্ণতি ।

যাপিতা শঙ্করে ভক্ত্যা চন্দ্রচূড়ন্তয়া হরঃ ॥ ৩২

অস্বয়—অস্ত্র (অস্তঃকরণোপহিতচৈতন্য) সৰ্ব্বাঃ কলাঃ নশ্ণতি,
(পরন্তু) যা (কলা) ভক্ত্যা শঙ্করে অপিতা (ভবতি), তা কলা ন এব
নশ্ণতি । তয়া কলয়া হরঃ চন্দ্রচূড়ঃ (ভবতি) ।

চন্দ্রের জ্বায়া, অস্তঃকরণ-উশাদিবিশিষ্ট চৈতন্য বা পুরুষও, যোলকলা-
বিশিষ্ট । পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ ও মন সেই যোলকলা;
চন্দ্রের পনেরটি কলা বিনষ্ট হয়, একাট মাত্র অবশিষ্ট থাকে । পুরুষের
যে কলা বা অস্তঃকরণবৃত্তি, ভক্তিপূর্বক আত্মপ্রেমবশতঃ শিবে অপিত
হয়—তদাকারাকারিতা হয়, তাহাই—সেই ব্রহ্মকার্যবৃত্তিটিই, শিবরূপা
হইয়া অবিনষ্ট থাকিয়া যায় । জীবমুক্তরূপ শিব, সেই কলাটি প্রিয়
ভূষণরূপে শিরে ধারণ করিয়া অবস্থান করেন ! এইহেতু তিনি
চন্দ্রচূড় বলিয়া বর্ণিত হন ।

জটাজুটবিচারঃ ।

বিশ্রামোহয়ং মুনীন্দ্রাগাং পুরাতনবটো হরঃ ।

বেদান্তসাম্ব্যায়োগাখ্যা স্তিত্ত্বস্তজ্জটয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩৩

৬৮। শিবপূজাশতকম্।] বোধিসারঃ।

৬৪৯

অথ—অয়ং হরঃ সুনীজ্ঞাণীঃ বিশ্রামঃ পুরাতনবটঃ। বেদান্ত
সাম্বাযোগাখ্যাঃ ত্রিংশঃ তজ্জটয়ঃ স্মৃতাঃ।

এই হর অর্থাৎ নিত্য অপরোক্ষ পরমায়া, পঞ্চমাদি ভূমিকারূঢ়
জীবমুক্তগণের বিশ্রামস্থান, পুরাতন বটরূক্ষস্বরূপ। বেদান্ত, সীম্যা ও
যোগ এই তিনটি সেই রটবৃক্ষের জটাস্বরূপ হইয়া, শিরোভূষণসদৃশ।
শিবের জটাজুটের ইহাই তাৎপর্য।

গঙ্গাধরত্ববিচারঃ।

ব্রহ্মলোকা চ যা গঙ্গা স্মৃতা শীতলদ্রবা।

মস্তকে রাজতে यस্য তেন গঙ্গাধরো হরঃ ॥ ৩৪

অথ—এষা ব্রহ্মলোকা শীতলদ্রবা স্মৃতা, গঙ্গা (ইব ভবতি, সা) যন্ত
মস্তকে রাজতে, সঃ হরঃ তেন গঙ্গাধরঃ (ইতি বর্ণ্যতে)।

যে ব্রহ্মপ্রকাশিকা, তাপত্রয়নিবর্তিকা (“অহং ব্রহ্মস্মি” রূপা শ্রমাবৃত্তি-
ধারণী) স্মৃতা নাড়ী অবিচ্ছিন্নপ্রবাহা শীতলসলিলপূর্ণা গঙ্গার তায়
অনুভূতা হন, তাহাই হাঁহার (পরমাদরভাজনরূপে) শিরোদেশে
(একাংশে) বিরাজমানা, সেই হর, সেই কারণেই গঙ্গাধর বলিয়া
বর্ণিত হন।

ত্রিনেত্রতাবিচারঃ।

আপ্পায়নন্তমোহস্তা, বিত্ময়া দোষদাহকৃৎ।

সৌমসূর্য্যাগ্নিনয়ন ত্রিনেত্র স্তেন শঙ্করঃ ॥ ৩৫

অথ—আপ্পায়নঃ তমোহস্তা, বিত্ময়া দোষদাহকৃৎ শঙ্করঃ (তেন,
হেতুনা) সৌমসূর্য্যাগ্নিনয়নঃ, (এবং) ত্রিনেত্রঃ (ইতি বর্ণ্যতে)।

শঙ্কর, (চন্দ্রের ত্রায়) জগদানন্দদায়ক, (সূর্য্যের ত্রায়) অজ্ঞানভমো
বিনাশক, এবং (অগ্নির ত্রায়) রাগাদিমোষের দহনকর্ত্তা । এই হেতু
তঁাহাকে চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিনয়ন বা ত্রিনেত্র বলিয়া নর্ণনা করা হয় ।

নীলকণ্ঠবিচারঃ ।

কণ্ঠে ব্রহ্মাণ্ডনভসাং গিলিতানামনেকথা ।

ছায়া স্ফটিকসঙ্কশে নীলকণ্ঠত্বাবরণম্ ॥ ৩৬

অর্থ—অনেকথা (প্রতীয়মানানাং) ব্রহ্মাণ্ডনভসাং গিলিতানাং
ছায়া স্ফটিকসঙ্কশে কণ্ঠে নীলকণ্ঠত্বাবরণং (ভবতি) ।

অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডগত আকাশ, রক্তপীতাদিবর্ণে রঞ্জিত বলিয়া প্রতীয়মান
হইলেও, আপনার স্বভাবগত নীলতার পরিহার করে না, বলিয়া
অসঙ্গতার আদর্শ বলিয়া গৃহীত হয় । শঙ্করের অসঙ্গতা কিন্তু স্ফটিক
সদৃশ । মায়ার অসংখ্য বর্ণাকৃতি তাহাতে প্রতিবিম্বিত হইলেও, তিনি
স্বভাবতঃ স্ফটিকের ত্রায় স্বচ্ছ, অসংস্পৃষ্ট, ও সর্ববর্ণবিহীন । এইহেতু অসঙ্গতায়,
তিনি আকাশকেও অতিক্রম করিয়াছেন—গিয়া ফেলিয়াছেন । তঁাহার
কণ্ঠ বা একদেশ, স্ফটিকসদৃশ স্বচ্ছ হইলেও গিলিত আকাশের নীলবর্ণের
প্রতিবিম্ব ধরিয়া নীলবর্ণ দেখায় । ইহাই তঁাহার কণ্ঠনীলতার হেতু ।
এই কারণেই তিনি নীলকণ্ঠ বলিয়া বর্ণিত হন ।

যিনি তঁাহার সেই সর্বাতিশায়িনী অসঙ্গতা ধারণা করিতে পারেন
না, এইরূপ সাধকের জন্ম বলিতেছেন—

যদ্ব ব্রহ্মাণ্ডশরীরস্য শ্যামলং পার্বতীপতেঃ ।

কণ্ঠদেশে স্থিতং যোম নীলকণ্ঠস্ততো হরঃ ॥ ৩৭

অথ—ব্রহ্মাণ্ডশরীরস্ত পার্শ্বতীর্ণতে: যৎ শ্রামলঃ, (তৎ) কণ্ঠদেশে স্থিতং ব্যোম ; ততঃকরঃ নীলকণ্ঠঃ ।

সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই বীহার হইবে, সেই পার্শ্বতীর্ণতির অঙ্গে যে শ্রামলতা দৃষ্ট হয়, তাহার কারণ এই যে আকাশ তাঁহার কণ্ঠদেশে অর্থাৎ দেহের একাংশে অবস্থিত ; সেই কারণে হয় নীলকণ্ঠ বলিয়া বর্ণিত হন ।

সাকারোপাসংকল্পণের জন্ত বলিতেছেন—

শঙ্করেণাত্মশুভ্রেণ যদ্বিষামু দয়ালুনা ।

কণ্ঠে ধৃতমতঃ কণ্ঠে নবানুধসুন্দরঃ ॥ ৩৮

অথ—দয়ালুনা অত্রশুভ্রেণ শঙ্করেণ যৎ (যস্মাৎ) বিষামু কণ্ঠে ধৃতম্, অতঃ (সঃ) কণ্ঠে নবানুধসুন্দরঃ ।

শঙ্কর শরৎকালীন মেঘসদৃশ শুভ্র । সমুদ্রমস্থান কালে তিনি দয়াকর বশবশ্ত হইয়া, যেহেতু বিযজল কণ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন, সেইহেতু তাঁহার কণ্ঠ বর্ষাকালীন নবমেঘের শোভা ধারণ করিয়াছে ।

শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশঃ স্থিতোহয়ং মন্দরাচলে ।

ইন্দ্রনীলচলচ্ছায়া নীলকণ্ঠকারণম্ ॥ ৩৯

অথ—শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশঃ অয়ং মন্দরাচলে স্থিতঃ । ইন্দ্রনীলাচলচ্ছায়া (অশ্র) নীলকণ্ঠকারণম্ ।

শঙ্কর নির্মল স্ফটিকপ্রস্তরের শুভ্র স্বচ্ছ । তিনি মন্দরাচলে নিবাস করেন । ইন্দ্রনীলমণির সদৃশ সেই মন্দর পর্বতের ছায়া তাহার কণ্ঠে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে । তাহাই তাহাকে ‘নীলকণ্ঠ’ করিয়াছে ।

এক্ষণে ভক্তের জন্ত বলিতেছেন—

রামোহস্য পরমোভক্ত শঙ্করো ভক্তবৎসলঃ।

রামরত্নং ধৃতং কঠে নীলকণ্ঠকারণম্ ॥ ৪০

অন্বয়—রামঃ অশ্রু (শঙ্করত্ন) পরমঃ ভক্তঃ ; শঙ্করঃ ভক্তবৎসলঃ (ভ্যতি), কঠে ধৃতং রামরত্নম্ (অশ্রু) নীলকণ্ঠকারণম্।

রাম এই শঙ্করের পরাভক্ত। আবার শঙ্কর ভক্তবৎসল। তিনি সেই রামরত্নকে কঠে ধারণ করিয়াছেন। ইহাই তাঁহার নীলকণ্ঠ হইবার হেতু।

ভূজঙ্গভূষণতাং বিচারঃ।

যোগিনঃ পবনাহারাস্তথা গিরিবিলেশয়াঃ

নিজরূপে ধৃতাস্তেন ভূজঙ্গভরণো হরঃ ॥ ৪১

অন্বয়—(ভূজঙ্গাঃ ইব) পরনাহারাঃ তথা গিরিবিলেশয়াঃ যোগিনঃ (হরঃ) নিজরূপে ধৃতাঃ তেন হরঃ ভূজঙ্গভরণঃ।

যোগীগণ সর্পের আয় বায়ু ভক্ষণ করিয়া প্রাণধারণ করেন এবং পর্ত্তগর্ত্তে অবস্থান করেন, অর্থাৎ তাঁহারা “বিবিক্তসেবী লম্বাশী”। তাঁহারা শিবের এত প্রিয় যে তিনি সেই যোগীগণকে আপনার অঙ্গের ভূষণ করিয়া রাখেন। এই কারণেই শঙ্কর ‘ভূজঙ্গভরণ’ বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকেন।

কাচিৎ কুণ্ডলিনী শক্তিঃ শঙ্করেন বশীকৃতা।

কুণ্ডলিন্যা কুণ্ডলিনো দেহাভরণতাং গতাঃ ॥ ৪২

অন্বয়—কাচিৎ কুণ্ডলিনী শক্তিঃ শঙ্করেন বশীকৃতা, তয়া কুণ্ডলিন্যা, কুণ্ডলিনিঃ (তন্ত্র) দেহাভরণতাং গতাঃ।

৬৮। শিবপূজাশতকম্।] কোষাগারঃ।

৬৫৫

শঙ্কর কুণ্ডলিনী নারী স্মৃষ্ণাকীরূপা জীবশক্তিকে আপনার বশে আনিয়াছেন। সেই বশীকৃত কুণ্ডলিনী শক্তিরপ্রভাবে, সর্পগণ তাঁহার অঙ্গের ভূষণ হইয়াছে। (ইহা যোগিগণের মত।)

অনন্তবাসুকী শস্তোঃ কর্ণকুণ্ডলতাং গতো।

তৎপ্রধানতয়াহন্যপি খ্যাতাঃ কুণ্ডলিসংজ্ঞয়া ॥ ৪৩

অর্থ—অনন্তবাসুকী শস্তোঃ কর্ণকুণ্ডলতাং গতো, তৎপ্রধানতয়াহন্যপি খ্যাতাঃ কুণ্ডলিসংজ্ঞয়া ॥

অনন্ত বাসুকী এই উভয় সর্পই স্বল্প কুণ্ডল বা কর্ণভূষণ হইয়াছে। তাঁহারা সর্পের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া, (ছত্রিশের) অত্র সর্পও কুণ্ডলী নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

ত্রিশূলবিচারঃ।

শাস্তিবৈরাগ্যবোধার্থে শ্রুতিরগ্ৰন্থরস্বিভিঃ।

ত্রিগুণত্রিমুরং হস্তি ত্রিশূলে ত্রিলোচনঃ ॥ ৪৪

অর্থ—শাস্তিবৈরাগ্যবোধার্থে ত্রিভিঃ তরস্বিভিঃ অগ্ৰৈঃ (উপলক্ষিতেন) ত্রিশূলে ত্রিলোচনঃ ত্রিগুণত্রিমুরং হস্তি।

শাস্তি—উপরতি, যাহা যমাদির অভ্যাস, চিত্ত নিরোধ এবং ব্যবহার-সঙ্কোচ দ্বারা উৎপাদিত হইয়া থাকে। বৈরাগ্য—দোষদর্শনবশতঃ রূপরসাদি সকল বিষয়ের তাগের ইচ্ছা, এবং ভোগ্য বস্তুর অভ্যাস বৃদ্ধির অদীনতা। বোধ—প্রবণাঙ্কজিনিত সত্যমিথ্যাবিবেচনরূপ; যদ্বারা চিদ্রাত্মা ও অহঙ্কারের একতারূপ গুহ্যের অনুদয় ও বিনাশ ঘটে।

এই তিনটি, অবিলম্বে অজ্ঞান ও অজ্ঞানকার্য্য ভেদ করিতে সমর্থ হইলে, ত্রিশূলের ফলকরূপ হয়। সেই ত্রিশূল দ্বারা ত্রিলোচন, রজঃ

সম্ব, তমো নামক ত্রিগুণ ও তৎকার্যরূপ স্থল স্কন্ধ ও কারণ নামক দেহ-
ত্রয়ের বিনাশ করিয়া থাকেন—মিথ্যাস্ব নিশ্চয় দ্বারা অপ্ৰতীতি উৎপাদন
করিয়া থাকেন ।

ডমরুবিচারঃ ।

টন্টকারচ্ছলেনাসৌ শৈবানাং মুক্তিহেতবে ।

নেতি নেতি মুহঃ প্রাহ ডমরুঃ শাস্তবো হি সঃ ॥ ৪৫

অর্থ—অসৌ হি সঃ শাস্তবঃ ডমরুঃ শৈবানাং মুক্তিহেতবে টন্টকার-
চ্ছলেন মুহঃ “নেতি নেতি” প্রাহ ।

সেই (শাস্ত্রপ্রতিপাদিত), বিদ্বজ্জনপ্রসিদ্ধ, পরোক্ষভাবে শ্রুত
শঙ্করডমরু বা বেদ, শৈবগণের (ব্রহ্মাংশভূত জীবগণের) মুক্তির নিমিত্ত
টন্টকারের ছলে বার বার বলিতেছেন, ইহা নহে, ইহা নহে (বৃহদা
২।৩।৬) [‘যে হেতু ব্রহ্মের ‘সত্যস্ত সত্য’ রূপটি নিরূপিত হয় নাই, সেই
হেতু, ‘ইহা নহে’, ‘ইহা নহে’, ইহাই ব্রহ্মের আদেশ অর্থাৎ সেই (অমুক্ত)
রূপ ।’ প্রথম ‘নেতি’র অর্থ, ইহা হইতে ‘পর’ (শ্রেষ্ঠ); দ্বিতীয় নেতির অর্থ
অপর কিছু নাই অর্থাৎ ব্রহ্মাতিরিক্ত অপর কিছুই নাই ।

মুণ্ডমালাবিচারঃ ।

অনন্তমুণ্ডব্রহ্মাণ্ডমুণ্ডমালাবিধারণে ।

অনান্তনন্তরূপত্বাৎ সমর্থঃ শিব এব হি ॥ ৪৬

অর্থ—অনান্তনন্তরূপত্বাৎ শিবঃ এব হি অনন্তমুণ্ডব্রহ্মাণ্ডমুণ্ডমালা-
বিধারণে সমর্থঃ ।

৮৮। শিবপূজাশতকম্।] কোথকার।

৬৫৫

শিবের রূপ, অনাদি, অনন্তবলিয়া, তিনিই কেবল অনন্ত, বিনষ্ট ব্রহ্মাণ্ডের মুণ্ডধারা বিরচিতমালা পরিধান করিতে সমর্থ, ইহা বিবজ্জন প্রসিদ্ধ।

বৃষবাহনবিচারঃ।

ব্রহ্মাচ্ছা যত্র নাকুতা স্তমারোহতি শঙ্করঃ।

সমাধিঃ ধর্ম্মমেঘাখ্যং তেনায়াং বৃষবাহনঃ ॥ ৪৭

অর্থ—যত্র (সমাধৌ) ব্রহ্মাচ্ছাঃ ন আকুতাঃ শঙ্করঃ তং ধর্ম্মমেঘাখ্যং সমাধিঃ আরোহতি ; তেনায়াং বৃষবাহনঃ।

যে ধর্ম্মমেঘ নামক সমাধিতে ব্রহ্মাদি কেহই স্থিতি লাভ করিতে পারেন নাই, শঙ্কর সেই সমাধিতে আকুত হইয়াছেন, দেখা যাইতেছে। সেইহেতু শঙ্কর বৃষবাহন। [যেমন ‘মনই ব্রহ্ম’ এইরূপে মনে ব্রহ্মবুদ্ধি করিয়া উপাসনা করিতে হয়, সেইরূপ নন্দিবুধে ‘ধর্ম্মমেঘ’ সমাধিবুদ্ধি এবং শিবে ব্রহ্মাভিন্ন প্রত্যগাত্মগুরুবুদ্ধি করিয়া, উপাসনা করা কর্তব্য। সমাধি দ্বারা বুদ্ধিকে সাফাৎ করিয়া, পরে নিরোধসমাধির দ্বারা চৈতন্য মাত্রাধিগম হইলে, সেই বুদ্ধিও চৈতন্যের কে পৃথক্ববিষয়ক প্রজ্ঞা হয়, তাহাকে বিবেকখ্যাতি বলে। সেইরূপ বিবেকখ্যাতি হইতে সর্বজ্ঞতা সিদ্ধি জন্মে। ব্রহ্মবিৎ যখন সেই সর্বজ্ঞতাসিদ্ধিতেও আসক্তিপূর্ণ হন, তখন বিবেকখ্যাতি পূর্ণতা লাভ করে। সেইরূপ সমাধিকে ধর্ম্মমেঘ বলে। মেঘ যেখন বরিষ বর্ষণ করে, সেই সমাধি, সেইরূপ পরমধর্ম্মকে বর্ষণ করে অর্থাৎ তখন বিনা প্রযত্নে সাধক কৃতকৃত্য হন। কেহ কেহ ধর্ম্মমেঘ শব্দের এইরূপ অর্থ বুঝেন—ধর্ম্ম, অর্থাৎ জেয় পদার্থ সকলকে মেনে অর্থাৎ যুগপৎ জ্ঞানাক্রম করিয়া যেন বর্ষন করে বলিয়া

ইহার নাম ধর্ম্মমেঘ । অবশ্য, সিদ্ধিসমূহকে লক্ষ্য করিয়াই এইরূপ বৃৎপত্তি করা হয় ।]

কৈলাসবিচারঃ ।

কৈবল্যে লসতে রুদ্রস্তম্ভজ্ঞা অপি সর্বদা ।

তৎকৈবল্যবিলাসেন কৈলাসং শম্ভুমন্দিরম্ ॥ ৪৮

অর্থ—রুদ্রঃ কৈবল্যে লসতে, তম্ভজ্ঞাঃ অপি সর্বদা (তস্মিন্ এব কৈবল্যে লসন্তি ।) তৎকৈবল্যবিলাসেন কৈলাসং শম্ভুমন্দিরং (জ্যেষ্ঠম্) ।

রুদ্রঃ পরমাত্মা কৈলাসে বা অথৈকরসং ব্রহ্মাভিন্ন আত্মায়, স্বয়ং প্রকাশমান হইয়া রহিয়াছেন । তাঁহার ভক্তগণ অর্থাৎ পরমাত্মচিন্তকগণও সেইরূপ কৈলাসে, সর্বদাই স্বয়ংপ্রকাশমান হইয়া থাকেন । সেই প্রকার কৈলাস বা কৈবল্যবিলাসই শম্ভুর নিবাসস্থান ।

মন্দরবিচারঃ ।

মথিতো মুক্তিরত্নার্থঃ যেনায়ং ভবসাগরঃ ।

স বোধো মন্দরো নাম মন্দিরং শঙ্করস্ত তৎ ॥ ৪৯

অর্থ—যেন (বোধেন) অয়ং ভবসাগরঃ মুক্তিরত্নার্থঃ মথিতঃ, সঃ বোধঃ মন্দরঃ নাম । তৎ শঙ্করস্ত মন্দিরম্ ।

‘বে জীবব্রহ্মকক) জ্ঞান দ্বারা, মুক্তিরত্ন লাভ করিবার জন্ত, সংসার-সমুদ্র সঞ্চিত হইয়া থাকে, সেই জ্ঞানের নামই মন্দর, যাহা “মৃকে অর্থাৎ সমষ্টিব্যাপ্তিরূপ কার্ণশরীর বা অজ্ঞানকে, ‘দরতি’ বা বিনাশ করিয়া থাকে, সেই মন্দরই শঙ্করের নিবাস স্থান । (উপাসনার জন্ত লোক-প্রসিদ্ধ মন্দরপর্বতের বোধরূপতাচিন্তা কর্তব্য । কাশীখণ্ডে ৩৯ অধ্যায়ে ৩০ হইতে ৫৯ শ্লোকে মন্দরের কথা আছে) ।

শাশানাক্ষারঃ ।

নিতাং ক্রীড়তি যজ্ঞায়ং স্বয়ং সংসারভৈরবঃ ।

তত্র শাশানে সংসারে শিবঃ সর্বত্র দৃশ্যতে ॥৫০

অর্থঃ—স্বয়ং অয়ং সংসারভৈরবঃ (সনৈ) যজ্ঞ নিতাং ক্রীড়তি, তত্র সংসারে শাশানে শিবঃ সর্বত্র দৃশ্যতে ।

স্বত্বঃসিদ্ধ, প্রত্যগাশ্বরূপ, জ্ঞানিজনপ্রত্যক্ষ শঙ্কর, সর্বজগৎপুত্রের স্বাধিষ্ঠান ; সেই কারণে তিনি সকলেরই ভয়হেতু হইয়া, সংসারে নিতা ক্রীড়া করিয়া থাকেন ; সেই শাশানবৎ অমলরূপ সংসারে, সর্বকালে ও সকল পদার্থেই তিনি জ্ঞানিজনের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকেন । (উপাসনার্থ শাশানে সংসারদৃষ্টি কর্তব্য । কাশীখণ্ডে ৩০ অধ্যায়ে ১০৩-১০৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ।)

গণবিচারঃ ।

আনন্দসাগরঃ শম্ভুস্তচ্ছক্তির্দেব উচ্যতে ।

শীকরা ইব সামুদ্রা স্তদানন্দকণা গণাঃ ॥৫১

অর্থঃ—শম্ভুঃ আনন্দসাগরঃ (ভবতি), তচ্ছক্তিঃ, (মুনিভিঃ) জবঃ উচ্যতে । তদানন্দকণাঃ সামুদ্রাঃ শীকরাঃ ইব গণাঃ (জ্যেয়ঃ) ।

শম্ভু, চতুর্ভুজঃ বিজ্ঞানন্দের ও বিষয়ানন্দের সমুদ্রসদৃশ । মুনিগণ শক্তিকে বা জগৎপাদনসামর্থ্যকে, সেই সাগরের জল বুলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন । সমুদ্রের অঙ্গুলীয়ার আয়, সেই আনন্দ সমুদ্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ

* বিজ্ঞানন্দ চারিপ্রকার যথাঃ—(১) হুঃখাভাব বা হুঃখানাশ, (২) সর্বকামাবাপ্তি (৩) কৃতকৃত্যতা, (৪) প্রাপ্তপ্রাপ্ত্যতা । “জীবমুক্তিবিবেকের” সংকৃত বঙ্গানুবাদের ৩৪৮ পৃষ্ঠা হইতে ৩৫৪ পৃষ্ঠা অথবা “পঞ্চদশী” চতুর্দশ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য ।

সকলকে অর্থাৎ বিবিধ প্রকার বিজ্ঞানন্দ ও বিষয়ানন্দকে, শিবের সান্নিধ্য ও অন্তরঙ্গতা বশতঃ, গণ বা সেবক বলিয়া বুঝিতে হইবে। (অর্থাৎ, উপাসনার জন্ত ‘গণের’ বিজ্ঞানন্দবিষয়ানন্দরূপতা, চিন্তা করিতে হইবে।)

জগদ্বিলক্ষণঃ স্বামী স্বরূপাকৃতিলক্ষণৈঃ ।

জগদ্বিলক্ষণা এব গণাস্তস্য কিমদ্ভুতম্ ॥৫২

অর্থ—(গণানাং) স্বামী (স্বয়ং) স্বরূপাকৃতিলক্ষণৈঃ জগদ্বিলক্ষণঃ, তস্ত গণাঃ জগদ্বিলক্ষণাঃ এব, (অত্র) কিম্ অদ্ভুতম্ (অন্তিঃ) ? স্বামী নিজেই যখন, স্বরূপ, আকৃতি ও লক্ষণে “সৃষ্টিছাড়া”, তখন তাঁহার গণ বা সেবকগণ যে অদ্ভুতস্বভাব বা সৃষ্টিছাড়া হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি ? ভাবার্থএই, সচ্চিদানন্দস্বরূপ শিব, অসং, জড় ও হঃস্বরূপ জগৎপ্রপঞ্চের বিপরীতস্বভাব; তাঁহার সেবক বিজ্ঞাননাদি, বিষয়ানন্দ হইতে বিপরীতস্বভাব অবশ্যই হইবে। (কাশীখণ্ড ৫০ অধ্যায়)

যোগিনীগণবিচারঃ ।

যৈব যৈষ মনৌবুত্তি যোগাভ্যাসেন যোগিনাম্ ।

সা সমীপং গতা শস্তোঃ সৈবায়ং যোগিনীগণঃ ॥৫৩

অর্থ—যোগিনাং যোগাভ্যাসেন বা এব বা এব মনৌবুত্তিঃ শস্তোঃ সমীপং গতা, সা সী এব অয়ং যোগিনীগণঃ ।

যাঁহার জীবত্বকৈকত্ব নিশ্চয় পূর্বক যোগী হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রপঞ্চমিথ্যাত্ব অরূপপুত্রপ্রত্যাহারাত্ম্যসিদ্ধারা, বহিঃস্বামী চিন্তাবৃত্তিসমূহের মধ্যে, যেগুলি শব্দর সমীপবর্ত্তিনী অর্থাৎ অন্তর্মুখী হয়, তাহারা

৬৮। শিবপূজাশতকম্। বৌদ্ধার্থঃ।

৬৫৯

এই শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ যোগিনীগণ। (কশীখণ্ডে ৪৫ অধ্যায়ে যোগিনীগণের নামাদিসহ সবিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।)

সখ্যঃ শঙ্করসৌভে যোগিনীভৈরবাদয়ঃ।

জীবমুক্তা জড়ৈরুক্তা ভূতপ্রৈতপিশাচকাঃ ॥৫৪

অর্থ—এতে যোগিনীভৈরবাদয়ঃ শঙ্করসখ্যঃ জীবমুক্তাঃ ; জড়ৈঃ ভূতপ্রৈতপিশাচকাঃ উক্তাঃ।

এই যোগিনীগণ এবং ভৈরবগণ শঙ্করের সখা ; ইহারা জীবমুক্ত, এবং সেই হেতু বিধিনিষেধাভীত। মূৰ্খ লোকেই ইহাদিগকে ভূত, প্রৈত ও পিশাচ বলিয়া জানে।

কালভৈরববিচারঃ।

বিবর্তিতজগজ্জালঃ কালোহস্য দ্বারপালকঃ।

কালোদ্ধভেতি যদ্বিশ্বং স গগঃ কালভৈরবঃ ॥৫৫

অর্থ—বিবর্তিতজগজ্জালঃ কালঃ অস্ত দ্বারপালকঃ (ভবতি), যৎ (যস্মাৎ) কালো বিধিঃ বিভেতি সঃ গগঃ কালভৈরবঃ।

জীববন্ধনকারক জগৎপ্রপঞ্চকে, যিনি আপনার স্বরূপ আচ্ছাদন পূর্বক, আপনাতে প্রকটিত করিয়াছেন, সেই সর্বজগৎকল্পক কাল বা ঈশ্বর, পরমাত্মার দ্বারপালক, অর্থাৎ পরমাত্মপ্রাপক জ্ঞানের রক্ষক সেই কালরূপ ঈশ্বর হইতে, সমস্ত বিশ্ব (উপসংহত হইবার ভয়ে) ভীত হয়। এই হেতু অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত ঈশ্বরের সমূহ বা গণ, শিবসেবক কালভৈরব নামে পরিচিত। (কশীখণ্ডে ৩১ অধ্যায়ে কালভৈরব-বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য।)

দণ্ডপাণিবিচারঃ ।

মনসো দণ্ডেনৈব দণ্ডপাণির্গণো ভবেৎ ।

তাদৃশা এব দেবস্য গণত্বমুপযাস্তি হি ॥ ৫৬

অর্থ—মনসঃ দণ্ডেনৈব এব (সাধকঃ) দণ্ডপাণিঃ (নাম) গণঃ ভবেৎ । তাদৃশাঃ এব হি (দেবস্ত) গণত্বম্ উপযাস্তি ।

(অষ্টাঙ্গ যোগ দ্বারা) মনের দণ্ড বা নিগ্রহ করিয়াই সাধক দণ্ডপাণি নামক শিবসেবক হইতে পারেন । (অষ্টাঙ্গযোগ দ্বারা বৈভের পরিহার পূর্বক, ব্রহ্মায়ম্বরূপের গ্রহণ করা যায় বলিয়া, অষ্টাঙ্গ যোগকেই এস্থলে পাণি বা হস্ত বলিয়া বুঝিতে হইবে ।) ইদানীন্তনগণের মধ্যেও যাহারা সেইরূপ সাধক হইবেন, তাহারাও শিবের দণ্ডপাণি নামক সেবক হইতে পারিবেন । (কাশীধণ্ডে ৩২ অধ্যায়ে দণ্ডপাণিবিবরণ দ্রষ্টব্য ।)

ক্ষেত্রপালবিচারঃ ।

পরমাত্মা স্বয়ং শম্ভুস্তদংশাঃ ক্ষেত্রপালকাঃ ।

অংশাশিতাবভেদেন ক্ষেত্রপালৈর্ভূতো হরঃ ॥ ৫৭

অর্থ—শম্ভুঃ স্বয়ং পরমাত্মা অস্তি, তদংশাঃ ক্ষেত্রপালকাঃ (ভবন্তি) হরঃ অংশাশিতাবভেদেন ক্ষেত্রপালৈর্ভূতাঃ (ভবতি) ।

শম্ভু হইতেছেন স্বতঃসিদ্ধ বা 'সাক্ষাৎ, পরমাত্মা ; তাহার প্রতিবিম্বরূপ জীবগণ হইতেছে সমষ্টি, ব্যষ্টি, স্থল, সূক্ষ্মরূপ ক্ষেত্রের পালক বা রক্ষক । জীব অংশ, এবং ব্রহ্ম অংশী, এইরূপ আরোপিত সম্বন্ধনিত ভেদ ধরিয়া বলা হয়, শিব, ক্ষেত্রপালপরিবেষ্টিত হইয়া আছেন ।

নন্দিগণবিচারঃ ।

যন্তোপরি স্ফুরজ্জপো দৃশ্যতে পরমেশ্বরঃ ।

স বোধঃ শুদ্ধভাবাত্মা গীয়তে নন্দিকেশ্বরঃ ॥১৮

অর্থ—যন্ত (বোধন্ত) উপরি স্ফুরজ্জপঃ পরমেশ্বরঃ দৃশ্যতে, সঃ শুদ্ধ-
ভাবাত্মা বোধঃ নন্দিকেশ্বরঃ গীয়তে ।

যে প্রেমগর্ভ জীবব্রহ্মৈক্যজ্ঞান, মায়া ও তৎকার্যদ্বারা অকলুষিত,
তাহারই উপরে, অর্থাৎ সেইরূপ জ্ঞানলাভের পর, কার্যাকারণাতীত
পরমাত্মার স্বরূপ স্বপ্রকাশমান বলিয়া সাক্ষাৎ অমুভূত হয়। সেই
জ্ঞানই আনন্দাত্মজীববিষয়ক বলিয়া নন্দিক, এবং পরমাত্মব্রহ্মবিষয়ক
বলিয়া, ঈশ্বর । তাহাই শিবের নন্দিনামকগণ বা সেবক ।

ভৃঙ্গিবিচারঃ ।

যঃ কীটভৃঙ্গভাবেন ভক্তঃ সাক্ষ্যপ্যমাগতঃ ।

স এব থণ্ডপরশো ভৃঙ্গিনামা গণঃ কিল ॥১৯

অর্থ—যঃ ভক্তঃ কীটভৃঙ্গভাবেন সাক্ষ্যপ্যমাগতঃ সঃ এব থণ্ডপরশোঃ
ভৃঙ্গিনামা গণঃ কিল ।

যেমন কীটবিশেষ, একপ্রকার ভৃঙ্গ (কাচপোকা) দ্বারা আক্রান্ত
হইয়া, ভয়ে সেই ভৃঙ্গের অবিচ্ছিন্নস্বরূপে, ভৃঙ্গই প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ,
অবিচ্ছিন্ন সাক্ষ্যগ স্বরণবশতঃ যে সেবক ব্রহ্মরূপতা প্রাপ্ত হন, তিনিই
নিঃসন্দেহ, থণ্ডপরশু (শিবের) ভৃঙ্গিনামক সেবক ।

মহাকালবিচারঃ ।

কালেন ভক্ষিতং বিশ্বং কালো বোধেন ভক্ষিতঃ ।

বোধাত্মা কালকালোহয়ং মহাকালো গরো গণঃ ॥ ৬০

অথ—বিশ্বং কালেন ভক্ষিতং, ^{৬৭}কালঃ বোধেন ভক্ষিতঃ ; (অতঃ)
বোধাত্মা কালকালঃ, পরঃ গণঃ (অস্তি) ।

মৃত্যু বিশ্বকে গ্রাস করিয়া রহিয়াছে, সেই মৃত্যুকে আবার জগন্নিখ্যাত্ত্ব
বোধক, (এবং সেইহেতু মৃত্যুনিখ্যাত্ত্ববোধক) জ্ঞান, গ্রাস করিয়া
রাখিয়াছে । সেই বোধস্বরূপ, কালের কাল বা মৃত্যুর মৃত্যু, মহাকাল,
শিবের অপর সর্বক । (জগন্নিখ্যাত্ত্বজ্ঞানই মহাকালের স্বরূপ ।)

স্কন্দবিচারঃ ।

বোধসেনেনয়ং যেন মোহন্ত স্কন্দনং কৃতম্ ।

স বুদ্ধিমান্ মহাসেনঃ স্কন্দো নাম শিবাশ্রজঃ ॥৬১

অথ—যেন বোধসেনেনয়া মোহন্ত স্কন্দনং কৃতং, সঃ বুদ্ধিমান্ মহাসেনঃ
স্কন্দঃ নাম শিবাশ্রজঃ ।

যিনি আপনার ও পরমাত্মার অভেদবিষয়ক জ্ঞানসেনার সাহায্যে
অজ্ঞানশত্রু বধ করিয়াছেন, সেই বুদ্ধিমান, মহাসেনানায়ক সাধকই
শিবপুত্র কার্তিকেয় নামে পরিচিত ।

গণেশবিচারঃ ।

সুতোহন্যো বিপ্ররাশিভ্যঃ সর্ববিদ্যাশিখরদঃ ।

আনন্দতুন্দিলঃ সাক্ষাৎ সিদ্ধিদাতা গণেশ্বরঃ ॥ ৬২

অথ—বিপ্ররাশিভ্যঃ সর্ববিদ্যাশিখরদঃ আনন্দতুন্দিলঃ, (শিবন্ত)
অন্তঃ সুতঃ, সাক্ষাৎ সিদ্ধিদাতা গণেশ্বরঃ (ভবতি) ।

যিনি আসক্তি, মোহ প্রভৃতি যাবতীয় মোক্ষবিঘ্ন বিনাশ করিতে সমর্থ,
সর্ববিদ্যাকুশল, ও (পূর্বোক্ত চারিপ্রকার) বিদ্যানন্দে পরিপূর্ণোদর,

তিনিই প্রত্যক্ষ মুক্তিসিদ্ধিপ্রদ, শান্তি দাত্তি, প্রভৃতি গণের অধিপতি,
শিবের অপর পুত্র, গুণেশ নামে প্রসিদ্ধ ।

শিবরাত্রিবিচারঃ ।

যাশিশা সৰ্বভূতানাং তস্যাং জাগৰ্ভি সংযমী ।

জাগৰ্ভি শিবরাত্রৌ যঃ শিবস্তস্মিন্ প্রসীদতি ॥ ৬৩

অনুব—যা সৰ্বভূতানাং নিশা, তস্যাং সংযমী জাগৰ্ভি । যঃ শিবরাত্রৌ
জাগৰ্ভি, শিবঃ তস্মিন্ প্রসীদতি ।

নিশা শব্দের অর্থ জগৎপ্রপঞ্চের অদর্শন এবং ব্যবহারনিবৃত্তি । আত্ম-
স্বরূপোগলকি বা আত্মস্থিতি, অধিকাংশ জীবের নিকট নৈশাক্-
কারাবৃত জগৎপ্রপঞ্চের ত্রায় অজ্ঞাত, এবং সেইহেতু নিশা; কিন্তু
যিনি নিরোপভ্যাস দ্বারা অথবা ব্রহ্মাভ্যাস* দ্বারা চিত্তের বহিমুখতা নিরুদ্ধ
করিতে পারেন, এবং সৰ্বব্যবহার হইতে নিবৃত্ত হইতে পারেন, তিনি সেই
আত্মস্বরূপে জাগ্রৎ থাকেন অর্থাৎ আত্মস্থিতি লাভ করেন ।

সেই আত্মস্থিতিই, জগৎপ্রপঞ্চের অপ্রতীতিরূপা, ব্যবহারনিবৃত্তিরূপা
এবং শিবরূপা বা সূত্রস্বরূপা বলিয়া শিবরাত্রি । যিনি সেই
শিবরাত্রিতে জাগ্রৎ থাকেন, শিব তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন অর্থাৎ
ব্রহ্মস্বরূপ চিদানন্দআ তাঁহার বুদ্ধিস্থ চিদাভাসে নিশ্চলভাবে ক্ষুরিত হন ।
(তাঁহার ব্রহ্মাকারা বৃত্তিলাভ হয় ।)

ভাল, “শিবরাত্রি” যদি এইরূপ সদাকালব্যাপিনী হইয়া পড়িলে তাহা
হইলে, চতুর্দশী কি প্রকারে সেইরূপ ব্যাপিনী হইবে? উত্তর—

* তচ্চিন্তনং তৎকথনমনোনাং তৎপ্রবোধনম্ ।

এতদেকপূরত্বং চ ব্রহ্মাভ্যাসং বিদ্বব্ধাঃ ॥

বাসষ্ঠরামায়ণ, উৎপত্তিপ্রকরণ, ২২।২৪; জীবাত্মজীবাবেকে, বঙ্গানুবাদে ৯০ পৃষ্ঠা
অষ্টব্য ।

পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়াণ্যেব পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়াণি চ ।

মনোহহঙ্কৃতিচিন্তানি ত্রীণি বুদ্ধিচতুর্দশী ॥ ৬৪

অর্থ—পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়াণি, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি চ মনোহহঙ্কৃতিচিন্তানি ত্রীণি (এতানি ত্রয়োদশ ভবন্তি ।) বুদ্ধিঃ এব চতুর্দশী ।

পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, অহঙ্কার ও চিন্ত এই তিনটি, সর্বস্বল্প ত্রয়োদশটি হয় । সেই ত্রয়োদশটির প্রকাশিকা বুদ্ধি বা বুদ্ধিবৃত্তি, যখন সেই ত্রয়োদশটিকে অতিক্রম করিয়া, কেবল শিবাকারে আত্মারিতা হয়, তখন সেই ব্রহ্মাকারাবৃত্তিধারিণী বুদ্ধিই চতুর্দশস্থানীয়া হন, বলিয়া চতুর্দশী ।

তাল, এইরূপ শিবরাত্রি ব্যাখ্যার প্রামাণ্য কোথায় এবং উপবাসেরই বা সার্থকতা কি ? উত্তর—

ইয়ং তু শান্তবৈঃ প্রোক্তা শিবরাত্রিচতুর্দশী ।

নিরাহারতয়া তত্র বৃত্তিরোধী ভবেৎ ॥ ৬৫

অর্থ—ইয়ং তু শিবরাত্রিচতুর্দশী শান্তবৈঃ প্রোক্তা । বৃৎ তত্র নিরাহার তয়া বৃত্তিরোধী ভবেৎ ।

[এই শিবরাত্রি লোকপ্রসিদ্ধ শিবরাত্রি হইতে বিলক্ষণ বটে । ইহা স্তম্ভস্বপ্ন, বলিয়া লিখা, সর্বব্যাপারবিরতি বলিয়া রাত্রি এবং কর্মেন্দ্রিয়াদি ত্রয়োদশ ত্রিপুটির প্রকাশিকা বলিয়া চতুর্দশী] শান্তবগণই অর্থাৎ জ্ঞানীগণই এই শিবরাত্রির কথা বলিয়া থাকেন । জ্ঞানী ইন্দ্রিয়বৃত্তি দ্বারা, তত্ত্বদ্বয়ভোগরূপ আহার পরিত্যাগ করিয়া, জ্ঞানবিরুদ্ধ কামাদিবৃত্তিসমূহকে বিনাশ করিয়া থাকেন ।

এইরূপ অপ্রসিদ্ধ শিবরাত্রিতে কাঁহার প্রবৃত্তি হইবে? উত্তর—

শিবভক্তৈঃ কৃতা পূর্বং শিবস্যাভ্যাস্তবল্লভা।

শিবরাত্রিরিয়ং পুত্র শিবসায়ুজ্যাদায়িনী ॥ ৬৬

অন্বয়—হে পুত্র, শিবস্য অভ্যাস্তবল্লভা ইয়ং শিবরাত্রিঃ পূর্বং শিবভক্তৈঃ কৃতা, (যতঃ ইয়ং) শিবসায়ুজ্যাদায়িনী।

হে পুত্র এই শিবরাত্রি শিবের অভ্যাস্ত প্রিয়; প্রাচীন শিবভক্তগণ এই শিবরাত্রিরই উপাসনা করিতেন। তাহার কারণ এই যে এই শিবরাত্রি পালন করিলে, ইহা শিবের সহিত সায়ুজ্য বা একত্ব প্রদান করিয়া থাকে অর্থাৎ জীব, ব্রহ্মের সহিত আপনার একতা উপলব্ধি করে। অতএব জানিদিগেরই ইহাতে অধিক প্রবৃত্তি।

ভাল, রাত্রিকালেই এই শিবপূজার অমুষ্ঠানের অর্থ কি? উত্তর—

নিশীথ এব মধ্যাহ্নে রাত্রিরেব দিনং বিভোঃ।

ন যত্র কাঞ্চিকাশেত স প্রকাশস্ত শাস্তবঃ ॥ ৬৭

অন্বয়—বিভোঃ রাত্রিঃ এব দিনঃ, নিশীথঃ এব মধ্যাহ্নঃ, যত্র (প্রকাশে) কিঞ্চিৎ ন কাশেত, সঃ প্রকাশঃ তু শাস্তবঃ (প্রকাশঃ)।

সর্বত্র ব্যাপক শব্দের রাত্রিই দিন, অর্থাৎ যিনি কার্য্যকারণরূপ সকল বিশেষের মধ্যে, সামান্যরূপে অনুস্থিত, তাঁহার রাত্রিই বা সর্ববিশেষের আবরণ পূর্বক, সামান্যভাবে আত্মমাত্রপ্রকাশই, মীদন অর্থাৎ স্বকল্প-প্রকাশ। সেইহেতু, নিশীথই বা সর্বপ্রকার লোকব্যবহারের পরিশ্রুতাই, তাঁহার মধ্যাহ্ন বা প্রকটপ্রকাশ, কেননা, যে সামান্য চিহ্ন প্রকাশে, কিঞ্চিৎমাত্র বিশেষের প্রকাশ প্রতীত হয় না, সেই প্রকাশই পরমাত্মার প্রকাশ।

শিবতাণ্ডববিচারঃ ।

যস্যানন্দলয়েনৈব নন্দিতা নারদাদয়ঃ ।

তদানন্দবিনোদাখ্যং শাস্ত্রং বিদ্বিতাণ্ডবম্ ॥ ৬৮ ॥

অর্থ—যস্য আনন্দলয়েন এব নারদাদয়ঃ নন্দিতাঃ (সন্তি), তৎ আনন্দবিনোদাখ্যং তাণ্ডবং শাস্ত্রং বিদ্বি ।

যেমন স্বরগান, তাল, মৃদঙ্গাদিবাদ্য, পাদপ্রক্ষেপ, ও হাবভাবের সমতা (যাহাকে লয় বলে,) জনসমাজে আনন্দ উৎপাদন করিয়া থাকে, সেইরূপ, শিবপ্রতিষ্ঠিত বেদগান, বেদোক্ত ক্রিয়োপাসনারূপ পাদবিক্ষেপ, তৎ সমুদয়ের ফলে আবেশরূপ হাবভাব, ইত্যাদি সকলগুলিরই, (আনন্দের প্রয়োজকরূপে) আনন্দে পর্যাবসানহেতু, নারদ, চতুঃসন, শুক প্রভৃতি, ব্রহ্মানন্দলাভ করিয়া তৃপ্তি অমুভব করেন, এবং অন্যায়সে কৰ্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞানের অনুষ্ঠানে, প্রবৃত্ত হন । সেই আনন্দক্রীড়াকেই শিবতাণ্ডব বলিয়া বুঝিবে ।

স্বরহরত্ববিচারঃ ।

হৃতে স্মরে হৃতা এব যড়প্যেতে স্মরাদয়ঃ ।

স্মরাদিহরণাদেব দেবঃ স্মরহরো হরঃ ॥ ৬৯ ॥

অর্থ—স্মরে হৃতে স্মরাদয়ঃ এতে যটু অপি হৃতাঃ এব ভবন্তি । স্মরাদিহরণাৎ এব দেবঃ হরঃ স্মরহরঃ (সন্তি) ।

জাগত পদার্থের স্মরণকে বিলুপ্ত করিতে পারিলেই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, ও মাৎসর্য্য এই ছয়টিই একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় । চিন্মাত্ররূপ পরমাত্মায়, সেই (জগদর্শন), জগদ্বিসয়ক বোধ প্রভৃতি

উপসংহৃত বা তিরোহিত হওয়াতেই, তিনি স্বরহর হইয়াছেন ; (কেবল মদনভঙ্গ্য করিয়াই, তিনি স্বরহর হন নাই । শ্লোকপ্রসিদ্ধ শিবে সর্বদৈতনিবৃত্তি সমারোপিত কল্পিয়া তাঁহার উপাসনা করিতে হয় ।)

গৌরীবিচারঃ ।

(৭০ হইতে ৮২ পর্য্যন্ত)

স। স্বভাবেন বামৈব মনোবাচামগোচরা ।

বামাঙ্গী বামদেবস্য বামে গৌরী বিরাজতে ॥ ৭০

অর্থ—মনোবাচাম্ অগোচরা দ্বা (গৌরী) স্বভাবেন বামা এব ।
(সা) বামাঙ্গী গৌরী বামদেবস্ত বামে বিরাজতে ।

মন ও বচনের অগোচরা, সেই জ্ঞানজনপ্রসিদ্ধা, গৌরী বা . অবিজ্ঞা-
মায়ামুহিতা “ অহং ব্রহ্মস্মি ” নাম্নী প্রমারূপা বৃত্তি, বামা, স্বভাবতঃ কুটীলা,
সহজে সাধকের আয়ত্তাধীন হন না, (অথবা স্বরূপতঃ পরমসুখদাক্ষিণী
বলিয়া মনোহরা ।) সেই কমলীয়রূপা গৌরী বামদেবের . শিবের অথবা
আনন্দস্বরূপ ধর্মাত্মার, বামে, কমলীয় সুখস্বরূপ . অঙ্গে প্রকাশিত হন,
আনন্দব্যাঞ্জিকা মূর্ত্তি ধরিয়। স্কুরিতা হন ।

স। ব্রহ্মবাদিনাং শ্রেষ্ঠা . ভবামী ব্রহ্মবাদিনী ।

যা কটাক্ষেন সর্বত্র শিবাখ্যং ব্রহ্ম বীক্ষতে ॥ ৭১

অর্থ—ব্রহ্মবাদিনী সা ভবানী ব্রহ্মবাদিনাং . শ্রেষ্ঠা, যা (যতঃ সা)
কটাক্ষেন সর্বত্র শিবাখ্যং ব্রহ্ম বীক্ষতে ।

“ অহং ব্রহ্মস্মি ” নাম্নী প্রমারূপা সেই ভবানী (সাক্ষাৎ ব্রহ্ম-
প্রকাশিকা বলিয়া), বেদ, মহাবাক্য প্রভৃতি সকল ব্রহ্মপ্রকাশক অপেক্ষা,
শ্রেষ্ঠা । ত্রাহার কারণ এই, সেই ভবানী বা ব্রহ্মাকারাবৃত্তি, কটাক্ষে
নয়নের একাংশদ্বারা, অর্থাৎ অঙ্গদর্শন দ্বা করিয়াই, সর্বত্র জাগ্রদাদি

অবস্থায়, (“শিবমদৈবতং ইতি ” শিবনামক আনন্দস্বরূপ, ব্রহ্মকে ‘দর্শন’
করিয়া থাকেন, সাক্ষাৎ অনুভব করিয়া থাকেন ।

মম প্রিয়ো মম স্বামী মমাত্মা মে গৃহেশ্বরঃ ।

ইতি যস্যঃ শিবো ভাবঃ সা ধৃতা শৈলকল্যকা ॥৭২

অর্থ—নিঃপ্রয়োজন । .

তুমি আমার প্রিয়, আনন্দস্বরূপ বলিয়া পরম বাঞ্ছিত, তুমিই আমার
স্বামী—পালক, কেননা তোমার সত্তাতেই আমার সত্তা, তুমিই আমার
আত্মা পারমার্থিকরূপ, তুমি আমার গৃহেশ্বর—জীবরূপতার আধার, (এক-
কথায় “তোমা বিনা আমি নাই”)—শিবের প্রতি যাহার এইরূপ প্রেম,
সেই শৈলস্বতা (বা মোহজাতা বৃত্তি,) ধৃতা অর্থাৎ কৃতকৃত্যতা ।

স ঈক্ষিতঃ স আল্লিষ্টঃ স ভুক্তঃ স চ পূজিতঃ ।

স এব হৃদয়ে ধ্যাতঃ পার্বত্য্য পরমেশ্বরঃ ॥ ৭৩

অর্থ—সঃ পরমেশ্বর পার্বত্য্য ঈক্ষিতঃ, সঃ (পরমেশ্বরঃ পার্বত্য্য্য)
আল্লিষ্টঃ, সঃ (পরমেশ্বরঃ পার্বত্য্য্য) ভুক্তঃ, সঃ চ (পার্বত্য্য্য) পূজিতঃ, সঃ
এব (তস্য) হৃদয়ে ধ্যাতঃ ।

ইন্দ্রিয়, বাক্য ও মনের অগোচর হইলেও শিবস্বরূপ পরমাত্মাকে
পার্বর্তী বা প্রমাবৃত্তি (সর্বদৈবতনিষেধপূর্বক) সাক্ষাৎ করিয়াছেন,
তাহাকে আলিঙ্গন করিয়াছেন অর্থাৎ তাহার ফলরূপাত্মা না থাকিলেও
তাহাকে বৃত্তিবাধ্য করিয়াছেন * ; তাহাকে ‘ভোগ’ করিয়াছেন—
সাক্ষাৎ অনুভব করিয়াছেন ; তাহাকে আদর করিয়াছেন—সর্বভাগিনী

“অপরোক্ষানুভূতির” ২৬ সংখ্যক শ্লোকে “বিরামাদ” শব্দের পাদটীকা

দ্রষ্টব্য ।

হইয়া তৎপর হইয়াছেন, তাঁহাকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়াছেন—সর্বদৈবত-
নিষেধের অবধিক্রমে চিন্তা করিয়াছেন।

শিবং ভজতি ভাবেন পাতিব্রতেন পার্বতী ।

অতঃ সৌভাগ্যমেতস্যা লোকে বেদে চ গীয়তে ॥৭৪

অর্থ—পার্বতী শিবং পাতিব্রতেন ভাবেন ভজতি, অতঃ এতস্তাঃ
সৌভাগ্যং লোকে বেদে চ গীয়তে ।

পার্বতী শিবকে, পতিব্রতার প্রেমে ভজনা করিয়া থাকেন অর্থাৎ
সেই প্রমোদিত ব্রহ্মকে স্ববিষয়রূপে ও স্বসত্তাদায়করূপে, এবং স্বয়ং অধিষ্ঠা
ও একরসা হইয়া, সেবা করিয়া থাকেন । এই হেতু বেদে এবং ঋষি-
প্রণীত শাস্ত্রে (গৌরীব্রতে) পার্বতীর “পতিসৌভাগীবতী” বলিয়া এত
প্রশংসা ।

যোগেশ্বরানাং যোগোহয়ং ভূজ্যতে যমুহেশ্বরঃ ।

তেন যোগেন সম্পন্ন ভবানী দিব্যযোগিনী ॥৭৫

অর্থ—যৎ(যস্মাৎ যোগাৎ) মহেশ্বরঃ ভূজ্যতে (সঃ) অয়ং যোগেশ্বরানাং
যোগঃ । তেন যোগেন সম্পন্ন ভবানী দিব্যযোগিনী (প্রোক্তা) ।

যে যোগ বা জীবব্রহ্মকাবিষয়ক জ্ঞান লাভ করিলে, মহেশ্বরকে বা
ঈশ্বরভারোপের অধিষ্ঠানভূত ব্রহ্মকে, সাক্ষাৎ অনুভব করা যায় তাহাই
যোগেশ্বরদিগের যোগ, অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রভৃতি ঐহারা অনুগ্রহ করিলে,
অপরকেও সেই যোগ প্রদান করিতে সমর্থ, তাঁহাদেরই সেই যোগ আছে।
সেই যোগসম্পন্ন বলিয়া ভবানীকে শাস্ত্রে দিব্যযোগিনী বলা হইয়া
থাকে, অর্থাৎ অলৌকিক জ্ঞানসম্পন্ন প্রমারুপা ব্রহ্ম। কোনও জ্ঞানীতে

উৎপন্ন হইলে, তিনিও ব্রহ্মাদির আয় অপরকে সেই যোগ প্রদান করিতে সমর্থ হন।)

নিত্যং নৃত্যতি পার্শ্বত্যাঃ পুরতঃ পরমেশ্বরঃ।

যদন্তস্তাদৃশং প্রেম তদগ্রে কিং ন নৃত্যতু ॥ ৭৩

অর্থ—পরমেশ্বরঃ পার্শ্বত্যাঃ পুরতঃ নিত্যং নৃত্যতি ; যদন্তঃ তাদৃশং প্রেম অস্তি, তদগ্রে কিং ন নৃত্যতু ?

পরমেশ্বর পার্শ্বতীর অগ্রে নিত্য নৃত্য করিয়া থাকেন, (অর্থাৎ প্রমোদিতের সমক্ষে নিরন্তর কার্য্যকারণাভীত ব্রহ্মের সুরণ হয়।) যাঁহার হৃদয়ে সেইরূপ (৭২ শ্লোক দ্রষ্টব্য) প্রেম, তাঁহার সমক্ষে পরমাত্মা কেন না নৃত্য করিবেন ?

একাত্মভাবসম্পন্নো স্থিতৌ ভিন্নাত্মকাবিব।

ভবানীশঙ্করৌ বন্দে ব্রহ্মবিদ্বন্ধনী যথা ॥ ৭৭

অর্থ—(একাত্মভাবসম্পন্নো ভিন্নাত্মকে) ব্রহ্মবিদ্বন্ধনী যথা, (তথা) একাত্মভাবসম্পন্নো ভিন্নাত্মকৌ ইব স্থিতৌ ভবানীশঙ্করৌ বন্দে।

ব্রহ্মবেত্তা ও ব্রহ্ম যেমন এক অদ্বিতীয় তত্ত্বস্বরূপ হইয়াও, পরস্পর বিভিন্নস্বরূপ বলিয়া প্রতীত হন, সেইরূপ যাঁহারা উভয়েই একই সচ্চিদানন্দস্বরূপ হইয়া লোভদৃষ্টিতে পরস্পর বিভিন্নস্বরূপ বলিয়া প্রতীত হন, সেই ভবানী ও শঙ্কর, উভয়কে আমি বন্দনা করি ; অর্থাৎ আমি-সাধিনসম্পন্ন সাধিষ্ঠানি চিদাভাস, ব্রহ্মকার্য্যবৃত্তির অনুসরণ পূর্বক আপনার ব্রহ্মতাদাত্ম্য অনুসন্ধান করি।

প্রকারদ্বিতয়েনাপি পার্শ্বতী স্তুতির্মহতি।

যদম্যাঃ শঙ্করে প্রেম যদম্যাং প্রেম শাক্ষরম্ ॥ ৭৮

অন্য—শঙ্করে অস্ত্রাঃ যৎ প্রেমঃ অস্ত্রাং যৎ শাকরং প্রেম (ইতি) প্রকারদ্বিতয়েন অপি পার্শ্বতী স্তুতিম্ অহতি ।

• শঙ্করের প্রতি ভবানীর যে প্রেম এবং ভবানীর প্রতি শঙ্করের যে প্রেম, অর্থাৎ প্রেমবতী ও প্রেমভাজন, এই উভয়রূপেই পার্শ্বতী স্তুতি-যোগ্য হইতেছেন । ভাবার্থ এই, ব্রহ্ম সর্বদাই প্রপঞ্চশূন্য বলিয়া, স্তুতিমুখ ব্রহ্মাকারা বৃত্তিতেই অবস্থিত । এই হেতু সেই বৃত্তির শ্রেষ্ঠতা । সেই বৃত্তি ব্রহ্মাকারা ও ব্রহ্মাশ্রিতা বা ব্রহ্মগতা হইতে অনন্তসত্ত্বাকা—এই উভয় কারণেই সবিশেষ আদরনীয় । (পরবর্তী তিন শ্লোকেও এই সমাদর বিহিত হইয়াছে ।)

পূজনীয়া বিশেষণ শঙ্করাদপি পার্শ্ববতী ।

সাক্ষাদানন্দরূপো যঃ স্তস্যাপ্যানন্দবর্দ্ধিনী ॥৭৯

অন্য—পার্শ্বতী শঙ্করাৎ অপি বিশেষণ পূজনীয়া, (যতঃ) যঃ সাক্ষাৎ আনন্দরূপঃ তন্তু অপি (সা) আনন্দবর্দ্ধিনী ।

শঙ্কর অপেক্ষা পার্শ্বতীই সমধিক সমাদরনীয় ; ব্রহ্মাপেক্ষা ব্রহ্মাকারী বৃত্তিকেই অধিক আদর করিতে হয়, কেননা শঙ্কর সাক্ষাৎ আনন্দস্বরূপ হইলেও, পার্শ্বতী তাঁহারও আনন্দবর্দ্ধিনী, অর্থাৎ সামান্ত্রানন্দরূপ ব্রহ্মাপেক্ষা, স্পষ্টানন্দরূপা ব্রহ্মাকারা বৃত্তিই শ্রেষ্ঠ, কেননা সেই বৃত্তি স্ববিষয় ব্রহ্মানন্দ ও স্বাত্মানন্দ এই উভয় ঐক্যের আনন্দকে দ্বিগুণিত করিয়া থাকে ।

পরব্রহ্মস্বরূপৈব পার্শ্বতী নাত্র সংশয়ঃ ।

যদস্ত্যাং প্রচুরপ্রেমা ব্রহ্মজ্ঞানী সদাশিবঃ ॥ ৮০

• অন্য—পার্শ্বতী পরব্রহ্মস্বরূপা এব স্যত্র সংশয়ঃ ন (অস্তি) ; যৎ, (যস্মাৎ) ব্রহ্মজ্ঞানী সদাশিবঃ অস্ত্যাং প্রচুরপ্রেমা (অস্তি) ।

পার্কীতি যে পরব্রহ্মস্বরূপ, ইহাতে সংশয় নাই ; ব্রহ্মকারী বৃত্তি ব্রহ্মরূপা, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া বৃত্তিকেই সমাদর করা কর্তব্য, কেন না, সদাশিব নিত্যানন্দস্বরূপ পরমাত্মা, ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়াও—পূর্ণাঙ্গসাক্ষাৎ-কারবান্ হইয়াও, পার্কীতির প্রতি নিরতিশয় প্রেমবান অর্থাৎ তাঁহাতে পূর্ণভাবেই প্রতিবিম্বিত । অভিপ্রায় এই—ব্রহ্মভাবই সাক্ষাৎ মুক্তিপ্রদ ও বাস্তব, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া আপাতিকা ব্রহ্মাকারাবৃত্তিতে অনাদর কর্তব্য নহে, কেননা ব্রহ্ম আপনার পূর্ণতা সেই বৃত্তিতেই সমর্থন বা প্রতিবিম্বিত, করেন ।

ভালু, আত্মস্বরূপ গুরুশিবকে, এবং সাকার দেবতারূপ শিবকে, যথাক্রমে বৃত্তিস্থাভিলাষী এবং পার্কীতিস্বস্থাভিলাষী বলিয়া বর্ণনা করিলে উভয়কেই বিষয়ী বলিয়া বুঝিতে হয় । তাহা হইলে উভয়কে কি প্রকারে ব্রহ্মজ্ঞানী বলা চলে ?

এইহেতু বলিতেছেন—

মন্দারাস্তরবো বনেষু পরিখাতোয়ং সুধাসাগরো
 দ্বারেপ্যষ্টবিভূতয়ো নিধিগণৈরন্তঃপুরে পার্বতী ।
 শূলং শস্ত্রবরং বৃষং প্রিয়সখা নারঃ কপালঃ করে
 গ্ৰৈবেয়ং গরলং ভূজেষু ভুজগা ভস্মাঙ্গরাগে রুচিঃ ॥ ৮১ ॥

অন্বয়—(যন্ত) বনেষু মন্দারাস্তরবঃ (সন্তি), সুধাসাগরঃ যন্ত পরিখাতোয়ং (বিভূতি); (যন্ত) দ্বারে 'অপি নিধিগণৈঃ সহ অষ্ট বিভূতয়ঃ (সন্তি), (যন্ত) অন্তঃপুরে পার্কীতি অস্তি, (যন্ত) শূলং শস্ত্রবরং, বৃষঃ প্রিয়সখা, করে নারঃ কপালঃ, (তন্ত) গ্ৰৈবেয়ং গরলং, ভূজেষু ভুজগাঃ, ভস্মাঙ্গরাগে রুচিঃ (অস্তি) ।

যে কল্পবৃক্ষলাভের জন্ত সকাম ব্যক্তিগণ কৰ্ম্মাদির অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, সেই কল্পবৃক্ষ, শিবের আরাধনে বা উপবনে, স্বভাবতঃ বিরাজমান; দীর্ঘজীবনলাভের উপায়ভূত যে অমৃতের জন্ত, সকাম ব্যক্তিগণ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, সেই অমৃতের সাগর, শিবনগরের পরিধার, জল; যে শঙ্খ, পদ্ম প্রভৃতি নিধির, ও অগ্নিমা, লঘিমা প্রভৃতি সিদ্ধির জন্ত, সকাম সাধকগণ কৰ্ম্মোপাসনাদির আশ্রয় স্বীকার করিয়া থাকে, সেইগুলি শিবের নিত্যপ্রাপ্ত, এইহেতু অনাদরের বস্তু বলিয়া, শিবদর্শনবিঘ্নরূপে শিবের দ্বারে স্থাপিত রহিয়াছে। সুন্দরী জীলাভের জন্ত কামিগণ যে গোরীর উপাসনা করিয়া থাকে, সেই গোরী স্বয়ং, শিবের আরাধ্যরূপে শিবের অন্তঃপুরে বিরাজমানা; নিখিল ভোগের উপকরণ বিত্তমান থাকিতেও, সুবর্ণরত্নাদিখচিত ধনুঃখড়্গাদি পরিত্যাগ করিয়া, তিনি এক কোহিনিখিত শূলকে শ্রেষ্ঠ অস্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন; হস্তী, অশ্ব ছাড়িয়া এক বুধকে আপনার প্রিয় বাহন করিয়াছেন; সুবর্ণনিখিতি পানভোজনপাত্র পরিত্যাগ করিয়া এক নরকপাল পাত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন; মণিরত্নখচিত কণ্ঠভূষণ পরিত্যাগ করিয়া, গয়লকেই গ্রীবাভূষণ করিয়াছেন; কনককেয়ুরাদি পরিত্যাগ করিয়া ভূজকেই ভূজভূষণ করিয়াছেন; চন্দন কঙ্করী প্রভৃতি অঙ্গদ্বাগ পরিত্যাগ করিয়া, ভস্মকেই প্রিয় অঙ্গদ্বাগরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। যাহাতে জ্ঞানজননশূল এই মুকল বৈরাগ্যনিদর্শন বিত্তমান, তাঁহার পার্শ্বভীতে প্রীতির আতিশয্য দেখিয়া, অবশ্যই বুঝিতে হয়, পার্শ্বভী সাক্ষাৎ ব্রহ্মবক্ষীপা, তত্ত্বদ্বন্দ্ব কিছই নহেন।

সেইরূপ, কল্পতরুসদৃশ জ্ঞানজননমধ্যে সাধারণ নিত্য-বিহার; স্বধাসাগরসদৃশ বিজ্ঞানলাদিদ্বারা যিনি সধা বেষ্টিত, ঋদ্ধিসিদ্ধি প্রভৃতিকে যিনি দূরে দূরদেশে রাখিয়া, অন্তঃপুরে প্রমোদিতরূপে

পার্কীতীকে লইয়া আনন্দ উপভোগ করেন; শান্তি, বৈরাগ্য ও বোধনামক ত্রিশূলে সজ্জিত হইয়া, যিনি অজ্ঞানপত্রের বিনাশে নিত্য উত্তম, ধর্ম্মমেষ নামক বৃষ যাহার বাহন, ব্রহ্মসুখপ্রদ শরীর যাহার আনন্দপানপাত্র, গরল সদৃশ দেহবিনাশক বা সংসারমোচক গুরুপদটি বাক্যসমূহ যাহার বর্ণে, “ভূষণসদৃশ নিত্যশোভাদায়ক, বৈতত্যাগ এবং অদ্বৈতগ্রহণরূপ ছই বাহুতে যাহার ক্রীবব্রহ্মেকাসাক্ষাৎকাররূপ জীবহৃদবিনাশক সর্প, ভূষণসদৃশ বিজ্ঞান; এবং জ্ঞানদ্বারা মিথ্যা বলিয়া নিশ্চিত, ভ্রমসদৃশ প্রতীয়মান, জগৎ, যাহার অঙ্গরাগ বা স্বরূপরঞ্জক দ্রব্য, সেই পরমাত্মশিব-গুরু, প্রমাবৃত্তিরূপা পার্কীতীতে যে সুখানুভূতি, তাহা কখনই কামিয়েন পরিচায়ক নহে ।

মৃত্যুজনে যদি তাঁহাকে সেইরূপ ভাবে, ভাবুক, আমি কিন্তু তাঁহাকে এইরূপে দেখি—

চন্দ্রাদিত্যশতপ্রকাশজয়িনী চন্দ্রাবতংসোজ্জ্বলা

গঙ্গাগর্ভজটাদধরা ত্রিনয়না গঙ্গাসুবর্ণনির্মলা ।

বামে ভূধরকণ্ঠকা সহচরী ভূত্যা সদালঙ্কতা

স্বানন্দশিতিকণ্ঠিনী পুরভিভো মুর্তিঃ পুরঃ সূর্জ্জতি ॥ ৮২

অর্থ—(যস্তাঃ শিবমূর্ত্যাঃ) বামে ভূত্যা অলঙ্কতা সহচরী ভূধর কণ্ঠকা সদা (বিরাজতে, সা) চন্দ্রাদিত্যশতপ্রকাশজয়িনী চন্দ্রাবতংসোজ্জ্বলা, গঙ্গাগর্ভজটাদধরা, ত্রিনয়না, গঙ্গাসুবর্ণ নির্মলা, স্বানন্দশিতিকণ্ঠিনী পুরভিভো মুর্তিঃ (মে) পুরঃ সূর্জ্জতি ।

যাহার বামভাগে, অগ্নিাদি অদ্বৈতবর্ষ্যে সমলঙ্কতা, পার্কীতী নিত্য বিরাজমানা, সেই শতশতচন্দ্রসুখপ্রভাতিরোক্তাবী, “চন্দ্রচূড়াসমুজ্জ্বল গঙ্গাবিন্দিভিতগটাদধর, ত্রিনয়ন, গঙ্গাজলসদৃশ নির্মল, আত্মসুখ সুখী,

নীলকণ্ঠ, শিবরূপ, আমার সমক্ষে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে। তত্ত্বপক্ষে অভিপ্রায় এই—চক্ৰ সূর্যাদি যাবতীয় জ্যোতিষ্কের প্রকাশ আত্মচৈতন্ত্বের প্রকাশ নিরপেক্ষ নহে। সেই আত্মচৈতন্ত্ব তাপত্রয়নিবর্তক, পরম-প্রেমাস্পদ বলিয়া, চূড়ান্ন ত্রায় মুমুকুগণের শিরোধার্য্য, তাহাই গঙ্গার ত্রায় নিরবচ্ছিন্নপ্রবাহ। পবিত্র ব্রহ্মকারা বৃত্তির আলম্বন, এবং বট বৃক্ষের জটার ত্রায় মুনীন্দ্রগণের বিশ্রামস্থান। কৰ্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান যথাক্রমে চিত্তশুদ্ধি, চিত্তস্থৈর্য্য সম্পাদন ও সাক্ষাৎ প্রকাশনদ্বারা, সেই আত্মচৈতন্ত্বোপলব্ধির উপায়; পাশনিবর্তক গঙ্গাজলের ত্রায় তাহা মুমুকুজনের অবিজ্ঞাময়াদির নিবর্তক। তাহা কণ্ঠের ত্রায় একাংশে, ব্রহ্মাণ্ড ও আকাশের বিধারক। তাহাই শিবের প্রকৃত মূর্তি। তদ্রূপ মূর্তিধারী শিব আত্মসুখেই সুখী; তিনি যদি প্রমার্ত্তিরূপা পার্বতীতে সুখানুভব করেন, তবে সেই পার্বতী শিবাত্মস্বরূপা, তন্নিব অত্ম কিছুই নহেন, এবং অগ্নিাদি অষ্টসিদ্ধিলাভের সুখ, সেই প্রমার্ত্তি সুখেরই অন্তর্ভূত বা সেই সুখের তুচ্ছ লেশমাত্র।

ইতি উপকরণসহিত ধ্যান।

অগ্ন পূজাক্রমঃ।

“পশুপত্যে নমঃ” ইতি স্তোনম্।

শিবপূজায় উক্ত স্তোনমস্ত্রের তাৎপর্য্য এই—

‘পশু’—অজ্ঞজীব। ‘পশুপতি’—যিনি সৎ, দ্রিৎ ও অনানন্দদানে জীবের পালক বা রক্ষক সেই, পরমব্রহ্ম বা শিব। ‘পশুপত্যে’—সেই শিবস্বরূপ প্রাপ্তির নিমিত্ত, ‘নমঃ’—অষ্টপ্রকৃতিরূপ অষ্টাঙ্গসহিত জীবের লয়। এস্থলে, কর্ত্তব্যভোকৃত্বাদি ধর্ম্ম জড় চিদ্রাভাসের, চৈতন্ত্বরূপ আমার নহে, এইরূপ নিশ্চয়ই জীবের বা পশুদের পরিহার। তাহাই প্রণাম।

এই কুখাই শ্লোক বলিতেছেন—

পশুত্ববাসনা ত্যাজ্যা জ্ঞানগঙ্গাস্বধারয়া ।

পবিত্রয়া শীতলয়া স্নাপাঃ পশুপতিঃ শিবঃ ॥ ৮৩

অর্থ—পবিত্রয়া শীতলয়া জ্ঞানগঙ্গাস্বধারয়া পশুত্ববাসনা ত্যাজ্যা।
(তেন) শিবঃ পশুপতিঃ স্নাপাঃ ।

যে বিজ্ঞানন্দের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে, মারা, অবিজ্ঞা, আসক্তি প্রভৃতি মল তিরোহিত হয় এবং তাপত্রয়ের উপশম হয়, সেই বিজ্ঞানন্দস্বরূপ জ্ঞানগঙ্গার প্রবাহে, জীবনের কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাদি সংস্কার প্রক্ষালন করিয়া ফেলিতে হয় । সেই প্রকারেই পশুপতি শিবের স্নান সম্পাদিত হয় ।

“শিবায় নম” ইতিপূজনম্ ।

এই মন্ত্রদ্বারা চন্দ্রাদি উপচার সকল সমর্পণ করিতে হয় ।

শিবো দেবঃ শিবো জীবঃ শিবোদন্তঃ বিজ্ঞাভে ।

এবং শিবে প্রকর্তব্যং ভক্ত্যা চন্দ্রনলেপনম্ ॥ ৮৪

অর্থ—দেবঃ শিবঃ, জীবঃ শিবঃ, শিবাৎ অত্র ন বিজ্ঞাভে ; এবং শিবে ভক্ত্যা চন্দ্রনলেপনং প্রকর্তব্যম্ ।

ঐক্যধরূপ পশুর অন্তরাত্মা স্বয়ং শিব ক' আনন্দস্বরূপ ; জীব বা অধিষ্ঠান-কূটস্থ-চৈতন্ত্যের সহিত বুদ্ধিস্ব চিদাভাসও, সেই শিব বা ব্রহ্মানন্দ । সেই আনন্দস্বরূপ শিবকে ছাড়িয়া জীবের পৃথক সত্তা নাই । পরমাত্মরূপ সহকারে এইরূপ নিশ্চয় করিতে পারিলেই, শিবে চন্দ্রনলেপন প্রকৃষ্টরূপে সম্পাদিত হয় ।

ভজনাৎকতা ভক্তাঃ দেবস্ত স্বয়মক্ষতঃ ।

অতঃপুংকতয়া ভক্ত্যা পূজনীয়ঃ শিবোহক্ষতৈঃ ॥ ৮৫

অর্থ—ভক্তাঃ ভজনাৎ অক্ষতঃ (ভবন্তি), দেবঃ তু স্বয়ং অক্ষতঃ ।
অতঃ তু অক্ষতয়া ভক্ত্যা, অক্ষতৈঃ শিবঃ পূজনীয়ঃ ।

যে মুমুক্শুগণ চিদাভাসস্বরূপ আপনাতে সেই ব্রহ্মরূপতা অঙ্গীকার ও উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারা হই ভক্ত, সেইরূপ অঙ্গীকারই ভজন । সেই ভজনপ্রভাবে, তাঁহারা অক্ষত হইয়াছেন, অমৃতত্ব লাভ করিয়াছেন । আর ব্রহ্মস্বরূপী আত্মা স্বয়ং অক্ষত বা অবিনাশী, কেননা শ্রুতি বলিতেছেন “অবিনাশী বা অয়ে অয়মাত্মা” । “দেবোভূতা দেবান্ যজ্ঞেৎ”—স্বয়ং দেব-স্বরূপ হইয়া দেবপূজায় রত হইলে, স্বভাবৈক্যাহেতু, পরস্পর প্রীতি অনিবার্য্য । সেই প্রীতিই অভিন্নরূপতায় পর্য্যবসন্ন হয় । সেইরূপ অক্ষত বা অপ্রবিলুপ্ত প্রীতিসহকারে, যদি সেই ‘অক্ষত’ ভক্তগণ শিবের পূজা করেন, তবেই অক্ষতসমর্পণ হয় । (ধোত অথগু আতপততুল অক্ষতনামে প্রসিদ্ধ পূজোপকরণ ।)

অর্কপুষ্পবিচারঃ ।

অর্কঃ পাশুপতে নাম দেবঃ পাশুপতপ্রিয়ঃ ।

অতঃ পাশুপতাকৃত্য পুষ্পং পাশুপতে প্রিয়ম্ ॥ ৮৬

অর্থ—পাশুপতঃ অর্কঃ নাম ; দেবঃ পাশুপতপ্রিয়ঃ (ভবতি) ।
অতঃ পাশুপতাকৃত্য পুষ্পং পাশুপতে প্রিয়ং (ভবতি) ।

পাশুপতিবিষয়ক বা জীবব্রহ্মৈক্যবোধক জ্ঞানই, প্রকাশরূপ বলিয়া অর্কের বা সূর্য্যের সদৃশ । দেব বা স্বয়ংপ্রকাশক পরমাত্মা, সেই পাশুপত-নামক অর্কের বা জ্ঞানের পরূপাতী, কেননা তাহা সূর্য্যধারণ শু আত্ম-

স্বরূপ । এইহেতু সেই পাণ্ডপতাকের পুষ্প,—পুষ্পের ছায় আনন্দদায়ক
মুক্তিসুখ, পাণ্ডপতির নিকট উপাদেয় ।

কিন্তু অর্ক শব্দে লোকে আকন্দ ফুল বুলিয়া থাকে । পূর্বোক্তরূপ
অর্কে, ত' বৃক্ষের নামগন্ধও নাই; তাহা কি প্রকারে শিবপ্রিয় 'অর্ক'
হইতে পারে ? এইহেতু বলিতেছেন

কটুপত্রস্তরুঃ কোপি ভক্তেন গিরিশৈঃ পিতঃ ।

প্রকাশকস্তমোহস্তা স এবাকং মাগতঃ ॥ ৬৭

অর্থ—কঃ অপি কটুপত্রস্তরুঃ ভক্তেন গিরিশৈঃ পিতঃ (আসীৎ)
সঃ এব (তরুঃ) প্রকাশকঃ তমোহস্তা সন্ অর্কত্বম্ আগতঃ ।

কোনও ভক্ত, কটুপত্র এক বৃক্ষ শিবকে অর্পণ করিয়াছিলেন, কাম
ক্রোধাদিবৃতির্মলিন চিদাভাসে ব্রহ্মাকারা বৃত্তির উদ্ভাবন করিয়াছিলেন ;
সেই বৃক্ষই শিবানুগ্রহে প্রকাশক ও তমোহস্তা হইয়া—সেই চিদাভাসই
বোধপুষ্পে উদ্ভাসিত হইয়া, আত্মানুস্বরূপ প্রকাশ করিয়া এবং
অজ্ঞানবিনাশক হইয়া, শিবের নিকট 'অর্ক' বা সূর্য্যবৎপ্রকাশক নাম
প্রাপ্ত হইল ।

কিন্তু আকন্দ ফুলকেই ত শিবমল্লিকা বুলিয়া থাকে । সেই বোধ
কি প্রকারে শিবমল্লিকা হইবে ?

“ পুষ্পং কটুদলস্ত্যস্ত শান্তবেন নিবেদিতম্ ।

শস্ত্রনা স্বীকৃতং তেন সা জাতা শিবমল্লিকা ॥ ৬৮

অর্থ—কটুদলস্ত্যস্ত (বৃক্ষস্ত) পুষ্পং শান্তবেন নিবেদিতং (সৎ)
শস্ত্রনা স্বীকৃতম্ (আসীৎ), তেন সা শিবমল্লিকা জাতা ।

এই কটুপত্র বৃক্ষের ফুল, কোন শিবভক্ত শিবকে সমর্পণ করিয়াছিলেন—কোনও মুমুক্ ক্রামক্রোধাদিবৃত্তিমলিন চিদাভাসে সমুৎপন্ন বোধকে শ্রিবে অর্পণ করিয়াছিলেন—বোধরূপ চিদাভাসকে পরমাত্মার সত্তা লইয়াই মত্তাবান্ বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। শঙ্কু তাহাও গ্রহণ করিলেন, আপনায় সহিত তাহার অভেদ সম্পাদন করিলেন। এই কারণে সেই বোধরূপ অর্কপুন্ড্রই দ্বিবমল্লিকা নামে প্রসিদ্ধ হইল।

ধতুরনির্গয়ঃ ।

ঈশ্বরস্য প্রসাদেন ভাসতেহন্যাদৃশং জগৎ ।

স্বসমানগুণত্বেন ধতুরঃ শিববল্লভঃ ॥ ৮৯

অর্থ—ঈশ্বরস্ত প্রসাদেন জগৎ অন্তাদৃশং ভাসতে, ধতুরঃ স্বসমান-গুণত্বেন শিববল্লভঃ ভবতি ।

ভজনাদি দ্বারা, শিব প্রসন্ন হইলে—আত্মায় আবির্ভূত হইলে, যে জগৎ, পূর্বে সজ্জপ ধামত্য বলিয়া প্রতীত হইত, তাহা, অসজ্জপ বা মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হয়। জগদদর্শনে এইরূপ বৈপরীত্য ঘটে; ধতুর সেবনেও সেইরূপ বৈপরীত্য হয়। এইরূপে ধতুর সেবনের গুণ শিব-সেবনগুণসদৃশ বলিয়া ধতুর শিবের প্রিয়।

উন্মত্তা স্বয়মুন্মত্ত উন্মাদয়তি শান্তবান্ ।

অতএব প্রিয়ং শান্তোঃ পুষ্পমুন্মত্তসম্ভবম্ ॥ ৯০

অর্থ—স্বয়ম্ উন্মত্তা উন্মত্তঃ (শব্দঃ) শান্তবান্ উন্মাদয়তি । অতএব উন্মত্তসম্ভবং পুষ্পং শান্তোঃ প্রিয়ং (ভবতি) ।

শব্দ নির্জ (মনোহর-সম্পাদন-লভ্য) উন্নীনি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া, উন্মাদগ্রস্তের তায় হইয়াছেন। তিনি নির্জের ভক্তগণকেও সেইরূপ

উন্মাদগ্রস্ত করেন । এই কারণে ঐশ্বৰ্য্যের গুণ বা ধূরা ফুল, শিবের
এত প্রিয় ।

কৈতবং কিতবস্তাস্ত সৰ্ববগোহয়ং ন লিপ্যতে ।

অতঃ কিতবধূর্তস্ত বৈতবং কুসুমং প্রিয়ম্ ॥ ৯১ ॥

অর্থ—অয়ং সৰ্ববগঃ (অপি) যৎ ন লিপ্যতে, (তৎ) অস্য কিতবস্ত
কৈতবম্ । অতঃ কিতবধূর্তস্ত বৈতবং কুসুমং প্রিয়ং (ভবতি) ।

ইনি যে জগৎপ্রপঞ্চ মধ্যে সৰ্বত্র অদ্বৈতাত্মা থাকিয়াও, তদ্বারা লিপ্ত
হন না, ইহাই এই ছলীর কৈতব বা ছলনা । এই হেতু এই ছলী
ও (কামাদির) বঞ্চকের নিকট, এই কৈতবকুসুম বা ধূরা ফুল
আদরের বস্তু ।

কামাদয়ো মহাধূর্তা ধূর্তিতং যৈজগত্তয়ম্ ।

তানধূর্তয়তি যো যুক্ত্য স ধূর্তো ধূৰ্জটিপ্রিয়ঃ ॥ ৯২ ॥

অর্থ—যৈঃ জগত্ত্বয়ং ধূর্তিতং; (তে) কামাদয়ঃ মহাধূর্তাঃ (সন্তি) ।
যঃ যুক্ত্য তান্ ধূর্তয়তি সঃ ধূর্তঃ ধূৰ্জটিপ্রিয়ঃ ॥

যে কামাদি এই ত্রিজগৎকে বঞ্চনা করিয়াছে, তাহারা সেইহেতু
মহাধূর্ত ।

যে জ্ঞানী, কামাদিনিবয়সমূহে প্রায়ক্ৰমে লিপ্ত থাকিয়াও
তাহাদিগকে বিচীরবলে ও মনোনাশরূপ যোগদ্বারা অন্তঃকরণ হইতে,
তিরোহিত করেন, সেই ধূর্ত (নিষদ্বন্দ্বক জ্ঞানী, ও ধূরাফুল)
ধূৰ্জটির আদরের বস্তু ।

অপিতং শক্রে ধূর্তপত্রং কনকপুণ্যদম্ ।

অনেন হেতুনা জাতো ধত্ত্বরঃ কনকাস্বয়ঃ ॥ ৯৩ ॥

অর্থ—ধূর্তপাত্রঃ শব্দ্রে অর্পিতঃ (সং) কনকপুণ্যদং (ভবতি)।
অনেন হেতুনা ধতুরঃ কনকাহবঃ জাতঃ।

ধতুরার গীতা শিবে নিবেদিত হইলে, স্ববর্ণদানের ফল প্রদান করিয়া থাকে। (জ্ঞানীর চিত্তবৃত্তি ব্রহ্মাকারা হইলে, পরমপুণ্যদ বা মুক্তিসুখপ্রদ হইয়া থাকে।) এই কারণে ধতুরা 'কনক' নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

কণ্টকারিকানির্ঘণঃ।

ভক্ত্যা ভক্তেন চেচ্ছৃতির্মনসঃ শব্দ্রেঃ পিতা।

সকণ্টকস্বভাবাপি জাতা সাহকণ্টকারিকা ॥৯৪

অর্থ—ভক্তেন মনসঃ বৃত্তিঃ ভক্ত্যা শব্দ্রে অর্পিতা চেৎ সা সকণ্টকস্বভাবাপি অকণ্টকারিকা জাতা। (শিবে কণ্টকারিকার বা বৃহত্তীর নিবেদন শৈবপুরাণাদিতে পুণ্যপ্রদ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।)

জীবব্রহ্মৈক্যাস্বসন্ধিনিরত মুমুক্শু যদি পরমপ্রীতিসহকারে চিত্তবৃত্তিকে ব্রহ্মাকারা করিতে পারেন, তবে যে চিত্তবৃত্তি পূর্বে কামাদি বিকারের হেতু হইয়া কণ্টকের ত্রায় পীড়াদায়ক হইত, তাহা, এখন অকণ্টকারিকা বা দুঃখপ্রদ না হইয়া, কেবল সুখপ্রদ হয়।

বিশ্ববিচারঃ।

শিবভক্তিস্বভাবেন শান্তিলো হি মহামুনিঃ।

তন্নান্নৈব প্রিৎ শস্তোঃ পত্রং শান্তিলাসম্ভবম্ ॥৯৫

অর্থ—শান্তিলাঃ শিবভক্তিস্বভাবেন হি মহামুনিঃ (জাতঃ)।
(অতঃ) শান্তিলাসম্ভবং পত্রং তন্নান্না এব শস্তোঃ প্রিৎ (ভবতি)।

(প্রসিদ্ধ ভক্তিস্বরূপপ্রণেতা) শাণ্ডিল্য স্বাভাবিক শিবভক্তিবিশতঃ প্রসিদ্ধ মহামুনি বলিয়া বিদিত আছেন । “শাণ্ডিল্য”-সম্ভব বা বিবৃৎকসম্ভূত পত্র (বিবপত্র), তাঁহার নাম ধরিয়াছে বলিয়াই, শঙ্কর নিকট আদরেণ্য বস্তু ।

বিশ্বরূপো মহাদেবঃ স্বয়ং শৈলুষলক্ষণঃ ।

অতঃ শৈলুষপত্রাণাং পূজয়া স প্রসীদতি ॥৯৬

অর্থ—বিশ্বরূপঃ মহাদেবঃ স্বয়ং শৈলুষলক্ষণঃ (ভবতি) । অতঃ শৈলুষপত্রাণাং পূজয়া সঃ প্রসীদতি ।

বিশ্বরূপধারী পরমাত্মা নিজেই শৈলুষ বা বহুরূপধারী নট । এই হেতু শৈলুষপত্রকৃত অর্থাৎ বিবপত্রসম্পাদিত অর্চন তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া থাকে । বিবৃৎকের পত্রসমূহের ভাষা, প্রারম্ভেণে বিচিত্র বিচিত্র রূপধারী জ্ঞানিগণের ব্রহ্মাকার্য্য বৃত্তিসমূহ, বিশ্বরূপধারী পরমাত্মা শিবকে নিরঞ্জন বলিয়া অনুভব করিয়া থাকে ।

জন্মনস্ত কলং শ্রীমদ্বিবপত্রাপর্ণাচ্ছিবে ।

অতো নিরূপিতো বৃক্ষে বিলঃ শ্রীফলসংজ্ঞয়া ॥৯৭

অর্থ—শিবে বিবপত্রাপর্ণাৎ জন্মনঃ কলং তু শ্রীমৎ (ভবতি) । অতঃ বিবঃ বৃক্ষঃ শ্রীফলসংজ্ঞয়া নিরূপিতঃ ।

শিবকে বিবপত্রপূর্ণ করিলে, দেহধারণের ফল, (সাবুজ্যাতিমুক্তি-সুখপ্রদ হইয়া) পরমসুন্দর হয় । পরমাত্মার বিবৃৎকরূপ, চিদাভাসের ব্রহ্মাকার্য্যবৃত্তিরূপ পত্র অর্পণ করিলে, দেহধারণ মুক্তিপ্রদ হইয়া সাফল্য-মণ্ডিত হয় । এই কারণে বিবৃৎক শ্রীফলতরু নামে অভিহিত হয় ; জ্ঞানী মুক্তিফলধারী শ্রীফলবৃক্ষ বলিয়া পরিচিত হন ।

ধূপপ্রদীপনৈবেদ্যফলতাম্বুলদক্ষিণাঃ।

শিবায় নম ইত্যেব সর্বমেবাস্ম্য পূজনম্ ॥ ৯৮

অর্থ—ধূপপ্রদীপনৈবেদ্যফলতাম্বুলদক্ষিণাঃ ইতি সর্বম্ এব শিবায়
নমঃ ইতি অস্ত পূজনম্ এব (ভবতি)।

[ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, ফল ও তাম্বুল, জ্ঞানীর পূজায় বিরূপ আকার
ধারণা করে, তাহা (৩৫) মুনীন্দ্রদিনচর্যায়, [১৮] দেবপূজা চতুর্দশী
প্রকরণে যথাক্রমে ৩, ৮, ৮, ৯ ও ১০ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে,
(৩০৭ হইতে ৩০৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)] ধূপাদি সত্ত্ব উপচারই “শিবায় নমঃ”
এইরূপ মন্ত্র দ্বারা “শিবো দেবঃ শিবো জীবঃ” ইত্যাদি শ্লোকোক্ত প্রক্রিয়া
দ্বারা, (৬৭৬ পৃষ্ঠায় ৮৪ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য) শিবে অর্পিত হইলে, অর্থাৎ
তদ্বারা শিব ও জীবের পার্থক্য তিরোহিত হইল, এইরূপ ধারণা করিতে
পারিলে, লৌকিক, বৈদিক, নিষিদ্ধ, সকল কন্মই শিবপূজায় পর্যায়সিত
হয়।

বিদ্যাস্ত্র শ্রুতিষ্কংকুর্চা রুদ্রৈকাদশিনী শ্রুতৌ।

তত্র পঞ্চাক্ষরী শ্রেষ্ঠা সা জপ্যা শিবতুষ্টিয়ে ॥ ৯৯

অর্থ—বিদ্যাস্ত্র শ্রুতিঃ উৎকৃষ্টা (ভবতি), শ্রুতৌ রুদ্রৈকাদশিনী
(উৎকৃষ্টা ভবতি); তত্র পঞ্চাক্ষরী শ্রেষ্ঠা ভবতি, সা শিবতুষ্টিয়ে জপ্যা।

জ্ঞানপ্রতিপাদক ও উপাসনাপ্রতিপাদক বচন সঙ্গ্রহ মধ্যে (অর্থাৎ শ্রুতি
স্মৃতিপুরাণাদির মধ্যে) ক্ষেই মূল প্রমাণ বলিয়া, সর্বোৎকৃষ্ট। আশার বেদ্যের
মধ্যে একাদশঅনুবাকবিসিষ্ট “রুদ্রাখ্যায়” (‘নমস্কার’ ও ‘চমস্কার’ নামে
প্রসিদ্ধ) অংশই শ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যে আবার “নমঃ শিবায়” এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্র
শ্রেষ্ঠ, কেননা মমঃ শব্দের অর্থ আরাধ্যাধীনাভ্যাসসম্পাদন, এবং শিব
হইতেছেন কার্যকারণাভীত ব্রহ্ম; সুতরাং ‘নমঃ শিবায়’ মন্ত্রের অর্থ, ‘অহং

‘একান্নি’ এই মহাবাক্যের অর্থ হইতে ভিন্ন নহে । ‘এই কারণেই তাহা শিবভূতির হেতু ; এবং সেই হেতুই তাহারূপ মুমুকুর অবশ্য কর্তব্য ।

একাদশবিষয়পত্রিকা ।

‘এই প্রকরণাংশে চিদাভাসরূপ বিষয়বৃক্ষের বৃত্তিরূপ পত্রসমূহ, কি প্রকারে শিবে সমর্পণ করিতে হইবে অর্থাৎ তৎসমূহের ব্রহ্মমাত্রতাহু সন্ধান করিতে হইবে, তাহারই বর্ণনা করিতেছেন ।’

দ্রষ্টা চ দর্শনং দৃশ্যমিতি পত্রত্রয়াস্থিতা ।

গণনে সমপ্য চিচ্চাপে প্রথম বিষয়পত্রিকা ॥ ১০০

অর্থ—দ্রষ্টা, দর্শনং, দৃশ্যং চ ইতি পত্রত্রয়াস্থিতা প্রথম বিষয়পত্রিকা চিচ্চাপে শিবে সমপ্য ।

চক্ষুদ্বারা রূপদর্শনকর্তা, (সাধিষ্ঠান) বুদ্ধিস্থচিদাভাস—দ্রষ্টা ; সেই দ্রষ্টার রূপজ্ঞানের করণস্বরূপ চক্ষু—দর্শন ; রূপং—দৃশ্য, এই তিনটি বৃত্তি পরস্পর সাপেক্ষ বলিয়া, ত্রিদল বিষয়ত্রয়সমূহ । এইরূপ প্রথম বিষয়পত্রটি চিচ্চাপে শিবে সমর্পণ করিতে হয়—অর্থাৎ উক্ত ত্রিপুটার সাক্ষী যে সামান্ত চেতন, তদ্বিবরণী বৃত্তির, ভোগত্যাগলক্ষণাদ্বারা লক্ষিত, চিন্মাত্র স্বরূপ, ব্রহ্মভিন্ন, প্রত্যাগাত্ম্য হইতে পৃথক সত্তা নাই, জানিয়া তদ্বৃত্তয়ের বিরুদ্ধাংশ বর্জনপূর্বক একত্বচিন্তন করিতে হয় । এইরূপ সমর্পণই অগ্রে দশটি শ্লোকে প্রতিপ্রেত ।

কর্তা কার্যকু করণমিতি পত্রত্রয়াস্থিতা ।

শিবে সমপ্য চিচ্চাপে দ্বিতীয়া বিষয়পত্রিকা ॥ ১০১

অর্থ—পূর্ববৎ ।

৬৮। শিবপূজাশতকম্।] বোধসারঃ।

৬৮৫

ইন্দ্রিয়জনিত ক্রিয়াভিমানী, সাধিষ্ঠান বুদ্ধিস্থ চিদাভাস—‘কর্তা’; ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা রূপাদি সাক্ষাৎকরণরূপ ব্যবহার—‘কার্য’; সেই সেই ক্রিয়ার সাধন অন্তঃকরণ, ও বাহ্যেইন্দ্রিয়দশক,—‘করণ’; ইহারাও পরস্পর সাপেক্ষ বলিয়া ত্রিদল বিধিপত্র সদৃশ। এই দ্বিতীয় বিশ্বপত্রিকা পুরোক্ত রূপে, শিবে অর্পণ করিতে হয়।

ভোক্তা চ ভোজনং ভোজ্যমিতি পত্রত্রয়াঙ্গিকা।

শিবে সমপ্যা চিত্রপে তৃতীয়া বিশ্বপত্রিকা ॥১০২

অবয়ব—পূর্ববৎ।

ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা এবং অন্তঃকরণবৃত্তিধারা সমানীত বিষয়-জনিত সুখাহুতব সাহার হয়, সেই আনন্দময়কেষবিশিষ্ট বিজ্ঞানময় আত্মা—হইতেছেন ‘ভোক্তা’; ভোগের বিষয় ও সুখ হইতেছে ‘ভোজ্য’; সেই সেই সুখের অহুতবকরণরূপা বৃত্তি হইতেছে ‘ভোজন’; পরস্পর সাপেক্ষ এই তিনটি বৃত্তি সাহার আত্মা বা স্বরূপ, সেইরূপ তৃতীয় বিশ্ব-পত্রিকা শিবে অর্পণ করিতে হয়।

ভূঁবংশচ তথা স্বর্গ ইতি পত্রত্রয়াঙ্গিকা।

শিবে সমপ্যা চিত্রপে চতুর্থী বিশ্বপত্রিকা ॥১০৩

অবয়ব—পূর্ববৎ।

‘ভবন্তি অস্মাং ভূতানি’ বাহ্য হইতে জীব সূক্ষ্ম উৎপন্ন হয়, তাহা ‘ভূঃ’; ‘ভাবয়তি স্থাপয়তি বিশ্বম্’ বাহ্য বিশ্বকে স্থাপন করে, তাহা ভূবঃ; ‘সুধরূপত্বাৎ স্বঃ’, সুধরূপতা, ‘গুণো ভূতিবরোহনন্ত সুখো বদ্যাক্তীরিতঃ’ পূর্ণতা, বিদ্যাবিত্তিসম্পন্নতা ও সুধরূপতাবোধক তিন ব্যাহতি, বা দ্বিত্যবস্থা। অবশিষ্ট পূর্ববৎ। চতুর্থ বিশ্বপত্রিকা।

জাগ্রৎ স্বপ্নস্তথা সৃষ্টিমিতি পত্রত্রয়াস্থিতা ।

শিবে সমর্প্যা চিত্রপে পঞ্চমী বিশ্বপত্রিকা ॥১০৪

অন্বয়—পূর্ববৎ ।

জাগ্রদবস্থা, স্বপ্নাবস্থা, স্বপ্ন্যাবস্থা পূর্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ।
(২৫০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) । পঞ্চমীবিশ্বপত্রিকা ।

স্থূলং সূক্ষ্মং কারণাখ্যমিতি পত্রত্রয়াস্থিতা ।

শিবে সমর্প্যা চিত্রপে ষষ্টিকা বিশ্বপত্রিকা ॥১০৫

অন্বয়—পূর্ববৎ ।

পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতের কার্য্যরূপ, সমষ্টি ও ব্যষ্টি স্থূল শরীর ; অপঞ্চীকৃত
পঞ্চভূতের কার্য্যরূপ সমষ্টি ও ব্যষ্টি লিঙ্গ শরীর ; স্থূল ও সূক্ষ্ম
শরীরের প্রকৃতি (স্থূল উপাদানরূপ,) সমষ্টি ও ব্যষ্টি অজ্ঞান বা কারণ
শরীর । ষষ্ঠী বিশ্বপত্রিকা ।

অবিজ্ঞা সংসৃতির্জীব ইতি পত্রত্রয়াস্থিতা ।

শিবে সমর্প্যা চিত্রপে সপ্তমী বিশ্বপত্রিকা ॥১০৬

অন্বয়—পূর্ববৎ ।

অবিজ্ঞা—মলিনসংস্প্রাণনা প্রকৃতিস্বংস বাহা জীবত্বের উপাধি ।
সংসৃতি—সংসার ; ‘প্রসার’ বা ‘বিস্তার’ লাভ করে বলিয়া ইহার এই
নাম । জীব—বিপরীতজ্ঞান দ্বারা সংসারকে জীবিত রাখে বলিয়া,
ইহার নাম জীব অর্থাৎ প্রাণরূপ উপাধিবিশিষ্ট সংসারী চিন্তাত্মক । সপ্তমী
বিশ্বপত্রিকা ।

উৎপত্তিচ্চ স্থিতির্নাশ ইতি পত্রত্রয়াষিভা।

শিবো সমর্প্যা চিত্রপে হৃদমী বিলপত্রিকা ॥১০৭

অবয়—পূর্ববৎ।

উৎপত্তি—জগতের বা নিজের, উদ্ভব। স্থিতি—জগতের —নাশ
অথবা স্বধর্মের মর্যাদাপালন, এবং নিজে তদুচরণ, নাশ—সংহার।
অষ্টমী বিলপত্রিকা।

ত্রয়ো বিস্তুস্তথা রুদ্র ইতি পত্রত্রয়াষিভা।

শিবো সমর্প্যা চিত্রপে নবমী বিলপত্রিকা ॥১০৮

অবয়—পূর্ববৎ।

ত্রয়ো—সর্বজগজ্জনক বিরক্তি। বিস্তু—জগৎপালক হরি। রুদ্র—
সর্বসংহারক শিব। নবমী বিলপত্রিকা।

তমো রজস্তথা সত্ত্বমিতি পত্রত্রয়াষিভা।

শিবো সমর্প্যা চিত্রপে দশমী বিলপত্রিকা ॥১০৯

অবয়—পূর্ববৎ।

তমঃ—আবরণাত্মক, মোহস্বভাব, এইহেতু, আত্মবিশ্বতির কারণভূত,
প্রকৃতিপরিণাম। রজঃ—চাক্ষুশধর্ম, সর্বজগতের উৎপত্তাদি ক্রিয়ার
কারণ, লোভাদিবৃত্তিতে প্রকটিত, প্রকৃতিপরিণাম। সত্ত্ব—প্রকাশস্বরূপ
সর্বজগতের জ্ঞানকারণ, ধর্ম, প্রীতি ইত্যাদি, বৃত্তিতে প্রকটিত প্রকৃতির
পরিণাম। দশমী বিলপত্রিকা।

বস্ত্রাহস্তা তথৈদেস্তমিতি পত্রত্রয়াষিভা।

শিবো সমর্প্যা চিত্রপে রুদ্রাখ্যা বিলপত্রিকা ॥১১০

অথ—পূর্ববৎ ।

“বস্তা”—“তুমি”-রূপতা অর্থাৎ নিজত্বের ও নিজের প্রত্যক্ষ জীব-
রূপতা । “অহস্তা”—“আমি” রূপতা অর্থাৎ নিজের অনন্ত (বা বর্তমান)
দেহদ্বয়সহিত সাধিষ্ঠান চিদাত্মরূপতা । “ইদম্ভূ”—“ইহা”-রূপতা অর্থ
নিজ হইতে অস্ত্র, ও নিজের দৃশ্য—এই । রুদ্র, একাদশ সংখ্যার ন্যস্ত ।
রুদ্রাখ্যা বা একাদশী বিবপত্রিকা ।

একাদশৈতাঃ কথিতাঃ শাস্ত্রবা বিবপত্রিকাঃ ।

এতাভিরচিহ্নৈঃ শব্দৈঃ সত্ত্বো মুক্তিং প্রযচ্ছতি ॥১১১

অথ—এতাঃ একাদশ শাস্ত্রবাঃ বিবপত্রিকাঃ কথিতাঃ । শব্দৈঃ
এতাভিঃ অর্চিতঃ সন্ সত্ত্বো মুক্তিং প্রযচ্ছতি ।

এই একাদশটি ত্রিগুণী, শাস্ত্রবিবপত্রিকা রূপে নিরূপিত হইল ।
শব্দ এই সকল বিবপত্রিকা দ্বারা পূজিত হইলে, অর্থাৎ সেই সেই বৃত্তির
লব্ধপূর্বক পরমায়া, অর্থশৌকরস্বরূপে চিত্তিত হইলে, তৎকালেই মুক্তি
প্রদান করিয়া থাকেন ।

অষ্টমুত্তিপূজনম্ ।

শর্কো ভবো যজ্ঞ উগ্রো ভীমঃ পশুপতিস্তথা ।

মহাদেবস্তথেশান ইতি মূর্তিপ্রপূজনম্ ॥১১২

অথ—নিষ্ঠায়োজন ।

(১) শর্কঃ—“শরান্ বাতি” শরীর সকলকে বিধারণ করে, এইহেতু
শর্কশব্দে পৃথিবীকে (বৃত্তিকাকে) অর্থাৎ পৃথিবীর প্রকৃতিকে বুঝায় ।

(২) ভবঃ—“ভবতি অস্মাৎ” সেই পৃথ্বী ইহা হইতে উৎপন্ন হয়, এইহেতু

‘ভব’ শব্দে জলকে অর্থাৎ জলের প্রকৃতিকে বুঝায়। (৩) ‘রুদ্রঃ’—
 ‘রৌদ্র্যভিঃ’ দাহকরূপে সমস্ত জগৎকে রৌদ্রন করায়, এই হেতু ‘রুদ্র’
 শব্দে তেজ অর্থাৎ অগ্নির প্রকৃতিকে বুঝায়। (৪) উগ্রঃ—সকল ভূত-
 ত্তীতিক পদার্থের শোষণরূপে ‘উগ্রতা’হেতু ‘উগ্র’ শব্দে বায়ুর প্রকৃতিকে
 বুঝায়। (৫) ‘ভীমঃ’—বায়ু প্রভৃতি সকল ভূতভৌতিক পদার্থের
 লয়াধার বলিয়া সর্বভীতিপ্রদ, আকাশ বা আকাশের ঐক্য, ‘ভীম’ শব্দে
 সূচিত হয়। (৬) পশুপতিঃ—‘পশুঃ’ জীবকে ‘আপনার’ উপাধিরূপে
 ‘পাতি’ লক্ষ্য করে, এই হেতু ‘পশুপতি’ শব্দে মনকে বা মনের প্রকৃতিকে
 বুঝায়। (৭) মহাদেবঃ—মন অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া ‘মহান্’ এবং সংস্কার
 ক্রীড়ার সাধন বলিয়া, ‘দেব’ (ক্রীড়ার্থক দিব্যাত্মসিদ্ধি) এইহেতু ‘মহা-
 দেব’ শব্দে বুদ্ধির প্রকৃতিকে বুঝায়। (৮) ‘জিশান্’—‘জিষ্টে’ জীব
 সকলকে নিজের শক্তিরূপে প্রেরণ করেন—এইহেতু ‘জিশান’ শব্দে
 অহঙ্কারের প্রকৃতিকে বুঝায়।

এই আটটি প্রকৃতি, ঐহার আটটি মূর্তি বা উপাধি, সেই, জীব হইতে
 অভিন্ন, ব্রহ্মচৈতন্যকে, উক্ত আটটি উপাধির সাহায্যে সর্বদা চিন্তাকরাই
 অষ্ট মূর্তির পূজন।

অর্চো প্রকৃতিরূপানি কৰ্ম্মাণ্যৈব দেহিনঃ ।

স্পর্শঃ মূর্তিভি রম্যভিন্নমূর্তিহরত্যাশৌ ॥১১৩

অগ্নয়—অষ্ট প্রকৃতিরূপাণি দেহিনঃ অষ্ট এব কণ্ঠানি (টুতি),
 স্পষ্টম্ । অসৌ অষ্টমূর্তিঃ অষ্টাভিঃ মূর্তিভিঃ তানি হরতি ।

ভগবান্ গীতার (৭।৪৫) বলিয়াছেন—

ভূমিরাঃপাং নলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেষ চ ।

অহঙ্কার ইতীরং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টথা ॥

অপরেরমিতত্ত্বাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।

জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধ্যায়তে জগৎ ॥৫

ক্ষেত্রাজ্ঞিকা প্রকৃতি ভড়কণা বলিয়া অপরা বা অমুখ্যা । তাহাই উক্ত প্রথম শ্লোকটিতে বর্ণিত হইয়াছে । ক্ষেত্রজ্ঞাজ্ঞিকা প্রকৃতি চৈতনরূপ বলিয়া উৎকৃষ্টা বৃ পরা ।

পূর্ব শ্লোকে সেই পরা প্রকৃতির যে আটটি প্রকার উক্ত হইয়াছে, তাহা জীবের অর্থাৎ দেহঘরবিশিষ্ট সাধিষ্ঠান চিদাভাসের, ছঃখস্বরূপ ; ইহা সর্বজন বিদিত । “অষ্টমূর্তি পরমাত্মা শত্ৰুকে উক্ত অষ্ট প্রকার প্রকৃতির সাক্ষীরূপে পূজা অর্থাৎ অমুসন্ধান করিলে, তিনি সেই অষ্ট প্রকৃতির বাধা অপসারিত করিয়া, তজ্জন্ত ছঃখেরও নিবৃত্তি করিয়া থাকেন । ইহাই শিবের অষ্টমূর্তির পূজার ফল ।

প্রদক্ষিণনির্গয়ঃ ।

অপর্যাস্তো মহাদেবস্যস্য কল্লশতৈরপি ।

ন স্যাৎ প্রদক্ষিণং তেন শিবস্যাক্ষিপ্রদক্ষিণম্ ॥১১৪

অবয়—মহারেবঃ অপার্যাস্তঃ ; কল্লশতৈঃ অপি তন্ত্ৰ প্রদাক্ষিণং ন স্যাৎ ; তেন শিবস্য অর্দ্ধপ্রদক্ষিণং (ভবতি) ।

পরমাত্মা সর্বপ্রকারেই অনন্ত অর্থাৎ কেশকালবন্তকৃত পরিচ্ছেদশূন্য । শত শত কল্পেও তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করা সম্ভবপর নহে । এই কারণেই শিবের অর্দ্ধপ্রদক্ষিণকবন্ধা ; অর্থাৎ শাস্ত্রে আছে যে শিবের সোমস্বত্র বা পরঃপ্রণালীকে উল্লঙ্ঘন করিতে নাই, ইহাই তাহার তাৎপর্য ।

গল্পবাহুবিচারঃ ।

যথা স্বরূপং দেবশ্চ তথা বক্তুং ন শক্যতে ।

স্তুতি বা গল্পবাহুং বা তেন শাস্তোদ্বয়ং সমম্ ॥১১৫

অর্থ—দেবশ্চ যথা স্বরূপং তথা বক্তুং ন শক্যতে । তেন স্তুতি-
•স্তুতিঃ বা গল্পবাহুং বা দ্বয়ং সমং (ভবতি) ।

∴ মহাদেবের (পরমাত্মার) স্বরূপ বা আকৃতি কি প্রকার, তাহা
বাক্যদ্বারা প্রতীপাদন করা যায় না । শিবস্বরূপ বুঝাইবার জন্য যত
বাক্যেরই প্রয়োগ হউক না কেন, সকলই নিরর্থক, কিন্তু (পিতামাতার
নিকট শিশুর অশ্রুটশব্দোচ্চারণের স্থায়,) তাঁহার প্রসন্নতার হেতু বলিয়া
সার্থক । সেই হেতু তাঁহার নিকট “মহিম্নঃ” স্তোত্রাদি স্তব, ও গান্ধবাজান
হইই সমান । ব্যক্তাব্যক্ত সকল শব্দই তুণ্যরূপে নিরর্থক ও সার্থক
বলিয়া, তাঁহার অনুসন্ধান বা নিরন্তর স্মরণই, তাঁহার প্রসন্নতার কারণ ।

নমস্কারবিচারঃ ।

প্রেমনির্ভরভাবেন দণ্ডবৎ পতিতৈ ভূবি ।

মহাদেবো নমস্কার্যো গলিতদ্বাদহঙ্কতেঃ ॥১১৬

অর্থ—প্রেমনির্ভরভাবেন, অহঙ্কতে, গলিতদ্বাদ ভূবি, দণ্ডবৎ
পতিতৈঃ মহাদেবঃ নমস্কার্যঃ ।

(স্তম্ভাবতঃ নিরভিমুখ) দণ্ড যেমন আপনায়, প্রাথমিকভূত ভূমিতেই
পতিত হয় এবং কালে তাহাতেই (পরিণত হইয়া) বিলীন হইয়া যায়,
সেইরূপ, প্রেমের আতিশয্যবশতঃ স্বহৃদ্বার বিগলিত হইয়া যাইলে, যিনি
আপনার আধারভূত ব্রহ্মে, জীবাত্মাভিমান বর্জনপূর্বক পতিত হন, অর্থাৎ
একীভান প্রাপ্ত হন, তাঁহারই প্রকৃত শিবনমস্কার হয় ।

ক্ষমাংসম্ ॥

মানুষ্যমপি সম্প্রাপ্য পূজিতৌ ন মহেশ্বরঃ ।

অপরাধো মহাশ্রুতঃ ক্ষমস্ব ইতি মুহূর্বদেৎ ॥১১৭

—অর্থ—মানুষ্যং সম্প্রাপ্য অপি মহেশ্বরঃ ন পূজিতঃ, অতঃ মহান্
অপরাধঃ জাতঃ, (অতঃ) ক্ষমস্ব ইতি মুহূঃ বদেৎ ।

মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াও মহেশ্বরের পূজা করি নাই, সকল কৃষ্ণ
পরিত্যাগ করিয়া পরমাশ্রয় অনুসন্ধান করি নাই ; এইহেতু মহা অপরাধ
করিয়াছি। এই ভাবিয়া ‘ক্ষমা কর’ ‘ক্ষমা কর’ বহুবার বার বার
প্রার্থনা করিতে হয় ।

বিসর্জননির্গয়ঃ ।

ঋতকর্তৃত্বভোক্তৃত্বজীবিত্বাদিবিসর্জনম্ ।

এতস্তাং শিবপূজায়ামেতদেব বিসর্জনম্ ॥১১৮

অর্থ—ঋতকর্তৃত্বভোক্তৃত্বজীবিত্বাদিবিসর্জনম্ এতৎ এব এতস্তাং
শিবপূজায়াং বিসর্জনম্ ।

আমি নেত্রাদিজ্ঞানেন্দ্রিয়বান্ ; আমি হস্তপদাদিকর্মেন্দ্রিয়বান্ ;
আমি স্মৃতিহৃৎখভোক্তা ; আমি জীব বা প্রাণোপহিস্ত সাধিষ্ঠান চিদাভাস,
ইত্যাদিপ্রকার অস্তিত্ব ব্রহ্মে পরিত্যাগ পূর্বক অর্থাৎ তৎসমুদয় সর্বৈব
মিথ্যা, ব্রহ্মই সত্য, এইরূপ নিশ্চয়পূর্বক, তৎসমুদয়ের অপুনঃস্রবণই
এই শিবপূজার বিসর্জন ।

শিবপূজাফলনির্গয়ঃ ।

আজ্ঞাকরনমায়াতি পুরুষার্থচতুষ্টয়ী ।

যাতোহস্যাঃ শিবপূজায়া মহিমা কেন বর্ণ্যতাম্ ॥১১৯

৬৮। শিবপূজাশতকম্।] বোধসারঃ।

৩৯৩

অথ—যতঃ পুরুষার্থচতুষ্টয়ী অজ্ঞাকরতম্ আয়ুতি, (অতঃ) অজ্ঞাঃ শিবপূজায়াঃ মহিমা কেন বর্ণ্যতাম্ ?

যেহেতু ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই পুরুষার্থচতুষ্টয়, এইরূপ শিবপূজকের অজ্ঞাকারী হয়, অর্থাৎ তাঁহার আশীর্ব্বাদে যে কেহ উক্ত পুরুষার্থচতুষ্টয়ের যে কোনটি লাভ করিতে পারে, এই হেতু এই শিবপূজা বা ব্রহ্মাকারা বৃত্তিতে আদরের, মাহাত্ম্য কে বর্ণনা করিতে পারে ? থাকে অতীত, ও অনন্ত বলিয়া, কেহই পারেনা।

তত্ত্বতো যঃ শিবং বেদ স বেদ শিবপূজনম্।

কন্তুততঃ শিবং বেদ কো বেদ শিবপূজনম্ ॥১২০

অথ—যঃ তত্ত্বতঃ শিবং বেদ, সঃ শিবপূজনং বেদ; কঃ তত্ত্বতঃ শিবং বেদ ? (অতঃ) কঃ শিবপূজনম্ বেদ ?

যে সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন সাধক, স্বরূপতঃ শিবকে জানিয়াছেন অর্থাৎ আত্মার (আপনার) ব্রহ্মরূপতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তিনিই শিবপূজা জানেন, অর্থাৎ ব্রহ্মাকারা বৃত্তিকে আদরপূর্ব্বক চিন্তে প্রতিষ্ঠিত করেন; কিন্তু কেই বা স্বরূপতঃ শিবকে জানে, কেই বা সেই শিবপূজা জানে ? (সেইরূপ সাধক বড়ই দুলভ।)

এই প্রকরণটি ১২০ শ্লোকাত্মক হইলেও, ৯১শ হইতে ২৬শ শ্লোক ৩ম শ্লোকস্থ শিবধ্যানেরই ব্যাখ্যা বলিয়া তন্মধ্যেই পরিগণিত, এবং শেষের মাহাত্ম্য ও অধিকারিবিষয়ক শ্লোকদ্বয়টি শতকের বহির্ভূত। সম্বশিষ্ট ১০২ শ্লোকদ্বারা গ্রথিত প্রকরণের “শতক” নামকরণ দোষাবহ নহে। ভর্তৃহরিপ্রভৃতির বিরচিত শতকসমূহেও এইরূপ আধিক্য দৃষ্ট হয়।

৬৯ । বোধসারপ্রশংসা ।

গ্রন্থকার স্বপ্রণীত গ্রন্থে, পাঠকের রুচি উপাদান করিতেছেন—

আদৌ গুরুস্তবো যত্র প্রাপ্তে চ শিবপূজনম্ ।

মধ্যে মুকুন্দস্মরণং বোধসারঃ স উত্তমঃ ॥১

অর্থ—যত্র (গ্রন্থে) আদৌ গুরুস্তবঃ, প্রাপ্তে চ শিবপূজনম্, মধ্যে মুকুন্দস্মরণং, সঃ বোধসারঃ উত্তমঃ।

এই গ্রন্থের আদিতে ‘গুরুস্তব’, মধ্যে (“তুরীয়তুলসীপূজা” প্রবন্ধে) মুকুন্দস্মরণ, এবং অন্তে “শিবপূজাশতকম্” প্রবন্ধে শিবার্চন। [সিদ্ধার্থ স্তোত্রক (অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ জীবত্রৈক্যাবোধক) এই শাক্ত, মঙ্গলাদি, মঙ্গলমধা, এবং মঙ্গলাস্ত, হওয়াতে, এই শাক্তের অধোভূগণও সিদ্ধার্থ লইবেন, এইরূপ আশা ভাব্যকায়সম্মত ।] এই হেতু এই গ্রন্থ, তুল্য-বিষয়ক অন্যান্য গ্রন্থ হইতে শ্রেষ্ঠ ।

সিদ্ধার্থঃ স্মগমার্থশ্চ বিশেষৈ বহুভিবৃতঃ ।

গ্রন্থস্তেতাদৃশস্তাত ন ভূতঃ ন ভবিষ্যতি ॥২

অর্থ—(এবং গ্রন্থঃ সিদ্ধার্থঃ, স্মগমার্থঃ, বহুভিঃ বিশেষৈঃ বৃতঃ । (অতঃ) হে তাত, ত্রতর্পণঃ গ্রন্থঃ ন ভূতঃ ন ভবিষ্যতি ।

স্বতঃসিদ্ধ জীবত্রৈক্যাবোধক এই গ্রন্থ অনায়াসবোধ্য; ইহা অনেক প্রকার রূপকে ও ছন্দে অলঙ্কৃত হওয়াতে মনোরঞ্জক। এই কারণে, হে বৎস এইরূপ গ্রন্থ হয় নাই, ও হইবেনা। (বর্তমানে এইরূপ গ্রন্থ নাই, বলা বাহুল্য ।)

ন স্তোমি ন চ নিন্দামি কথয়ামি যথাস্থিতম্।

একৈকস্মিন্নিশ্লোকে প্রোক্তঃ সিদ্ধান্তনির্ণয়ঃ ॥৩

অনুব্র—অহং ন স্তোমি, ন চ নিন্দামি, যথাস্থিতং কথয়ামি, ইহ
একৈকস্মিন্ শ্লোকে সিদ্ধান্তনির্ণয়ঃ প্রোক্তঃ।

পূর্বোক্ত শ্লোকে, আমি এই গ্রন্থের স্তুতিক্রুরি নাই বা গ্রন্থান্তরের
নিন্দা করি নাই; স্বরূপোক্তিমাত্র করিয়াছি, কেননা এই গ্রন্থের প্রতি
শ্লোকে সমুদ্রশান্ততাৎপর্যভূত জীবত্রৈলোক্যই নিরূপিত হইয়াছে।

যদিবল, ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারেন?

যথা ব্রহ্মাণ্ডসর্বস্বং পিণ্ডে পিণ্ডে নিরূপিতম্।

তুখা সিদ্ধান্তসর্বস্বং শ্লোকে শ্লোকে নিরূপিতম্ ॥৪

অনুব্র—নিপ্রয়োজন।

পঞ্চাশৎকোটিষোড়শবিস্তৃত ব্রহ্মাণ্ডস্থিত, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, ঐশ্বর্য, সূর্য্য,
চন্দ্র ইহাতে পিণ্ডীলিকা পর্য্যন্ত, সকল পদার্থই যেমন প্রতিদেহে বিদ্যমান—
ইহা মূঢ় জনের বিশ্বাসভ্রম্য না হইলেও, যোগীজনপ্রত্যক্ষ; সেইরূপ,
অনেকশান্তপ্রতিপাদিত তাৎপর্য্যের গ্রন্থ—জীবত্রৈলোক্য, ইহার শ্লোকে
শ্লোকে নিরূপিত হইয়াছে। ইহা মূঢ়জনের নিকট অসম্ভব হইলেও,
জ্ঞানিদের অন্তর্ভূত।

অবিভ্যাসলব্ধদালত্ববিজ্ঞাদাবপারকঃ।

অবিজ্ঞামৃগশাদ্দলত্ববিজ্ঞাগজকেশরী ॥৫

অনুব্র—নিপ্রয়োজন।

এই বোধসার, অবিজ্ঞাননিবন্ধনের কুদালস্বরূপ; ইহা অবিজ্ঞান

বনের দামাশ্বিনরূপ ; ইহা অবিন্যাহরিণের ব্যাত্রসদৃশ (ঘাতক) ;
ইহা অবিন্যা হস্তীর সিংহরূপ ।

অবিভাজীবগরলমবিভাকণ্ঠকুচ্ছুরী ।

অবিভালবণশ্রাপ অবিভাপ্রলয়ার্ণবঃ ॥৬

অর্থ—নিম্নরোজন ।

ইহা অবিন্যা নামক প্রাণীর গরলের ত্রায় প্রাণঘাতক ; ইহা
অবিদ্যাকণ্ঠচ্ছেদনকারিণী ছুরিকা ; ইহা অবিন্যালবণের জল (দ্রাবক) ;
ইহা অবিন্যাসৃষ্টির প্রলয়পয়োধি ।

অবিভা শৈলদন্তোল্লিরবিভাক্রকশকরঃ ।

অবিভাকংসগোবিন্দ স্ববিভাচণ্ডচণ্ডিকা ॥৭

অর্থ—নিম্নরোজন ।

ইহা অবিদ্যাপর্বতের অশ্বিনরূপ ; ইহা অবিদ্যারূপ অক্রক-
অশ্বুরের বিনাশক শকর ; ইহা অবিন্যাকংসের কংসরূপ-ঘাতক ;
ইহা অবিন্যারূপ চণ্ডাহুরের চণ্ডিকা (‘হর্গা’) ।

অবিভা দাহনীতাংশুরবিভাধাস্তভাস্করঃ ।

তথৈব বোাসারোহ্মমবিভাস্বপ্নজাগরঃ ॥৮

অর্থ—অয়ং ক্লিষ্টাশীতাংশুঃ ; অয়ং অবিভাধাস্তভাস্করঃ ; তথা অয়ং
বোধসারঃ অবিভাস্বপ্নজাগরঃ ।

ইহা অবিন্যাসস্তাপের চন্দ্রসদৃশ উপশমকারক ; ইহা অবিন্যা
‘অক্রকারের ভাস্করসদৃশ নাটক ; (অধিক আর কি বলিব) এই বোধসার
এই জাগরণের ত্রয়ে অবিভাস্বপ্নের নিবর্তক ।

৭। বোধসারোপাসনা।

বোধসারগ্রন্থে, গুরু, শ্রামী ইত্যাদি ব্রহ্মপর্যায় কয়েকটি পদার্থের আরোপ করিয়া গ্রন্থের আবৃত্তি করিলে, একাগ্রতা সিদ্ধ হইবে, এবং জীববোধক “বোধ” শব্দার্থের, এবং ব্রহ্মবোধক “সার” শব্দার্থের, বিরুদ্ধাংশ পরিত্যাগ করিয়া ভাগত্যাগলক্ষণাদ্বারা জীবব্রহ্মকৈক্যের সাক্ষাৎকার-সাধক জ্ঞান উদ্ভিত হইবে, এই উদ্দেশ্যে মনবুদ্ধি মুমুকুর জন্ত, বোধসারের উপাসনা বিধান করিতেছেন।

গুরুম্ বোধসারোহয়ং যতো জ্ঞানং দো যম ॥

শিষ্যেণ মে বোধসারোহয়ং যমুদ্दिश্য বদাম্যহম ॥

অর্থ—অয়ং বোধসারঃ মে গুরুঃ, যতঃ (অয়ং) যম জ্ঞানং প্রদঃ।

অয়ং বোধসারঃ মে শিষ্যঃ, যম্ উদ্दिश্য অহম্ বদামি।

এই বোধসার আমার গুরু, কেননা ইহা ‘অহং ব্রহ্মস্মি’ এইরূপ জ্ঞানের উপদেষ্টা। (উপাসনাকালে বোধসার গ্রন্থ, গুরুরূপতাস্তন, এবং সেই গ্রন্থে, প্রতিপাদ্য জীবব্রহ্মকৈক্যতত্ত্বচিন্তন পূর্বক, সেই তিনটিরই একতাস্তন করিতে হইবে; কিন্তু পাছে শিষ্যোপদেশকালে, শিষ্যমলিয়া ভেদপ্রতীতি বশতঃ, সেই একতাস্তন খণ্ডিত হইয়া যায়, এই জন্ত বলিতেছেন—) এই বোধসার গ্রন্থ এবং তৎপ্রতিপাদ্য জীবব্রহ্মকৈক্য, আমার শিষ্য, কেননা উদ্ভূতরূপে উদ্দেশ্য করিয়া (তৎপ্রতিপাদ্য বুঝাইতে হইবে জানিয়া,) অর্থাৎ শিষ্যোক্ত, বোধসারগ্রন্থরূপতা, গুরুরূপতা ও জীবব্রহ্মকৈক্য সমারোপিত করিয়া, আমি (বক্তৃৎস্ববিশিষ্ট চিদাভাস), শব্দপ্রয়োগে, আবৃত্ত হই। (এই হেতু উপদেশকালেও সেই একতাস্তন খণ্ডিত হইবার নহে।)

স্বামী মে বোধসারোহয়ং মাঃ পালয়তি যঃ সদা ।

সেবকো বোধসারো মে মম সেবাং করোতি যঃ ॥২

অর্থ—অয়ং বোধসারঃ মে স্বামী, যঃ মাং সদা পালয়তি ; (অয়ং)
বোধসারঃ মে সেবকঃ, যঃ মম সেবাং করোতি ।

এই গ্রন্থ আমার 'স্বামী' সেবা, যেহেতু, এই গ্রন্থ এবং ইহাতে প্রতি-
পাদিত, জীবাত্মা হইতে অভিন্ন পরমাত্মা, আমাকে (চিদাভাসরূপ
প্রমাতাকে), স্বসত্তা দান করিয়া সর্বদাই পালন করিতেছেন । এই
বোধসার আমার (জীবস্বরূপভূতচিদাভাসের), সেবক ; কেননা ইহা
আমার সেবা অর্থাৎ ভজনা, বা আমাকে সীকার করিতেছে । (এইহেতু
উপাসনায় একত্বচিন্তন খণ্ডিত হইতে পারে না ।)

সুহৃৎমে বোধসারোহয়ং সর্বং জানাতি মদগতম ।

সখা মে বোধসারোহয়ং যস্মিন্মৃষ্টে সুখং মম ॥৩

অর্থ—অয়ং বোধসারঃ মে সুহৃৎ, (যতঃ অয়ং) সর্বং
জানাতি । অয়ং বোধসারঃ মে সখা, যস্মিন্ দৃষ্টে মম সুখং (ভবতি) ।

এই বোধসার আমার সুহৃৎ, অর্থাৎ আমাতে প্রীতিমান, যেহেতু
ইহা আমাতে (ব্রহ্মাভিন্ন প্রত্যগাত্মায় এবং তদভিন্ন চিদাভাসে,) আত্মরূপে
বা অনাত্মরূপে যাহা কিছু আছে, সমস্তই সামান্যরূপে জানে । এই বোধসার
আমার সখা বা উপকারী मित्र, কেননা, 'এই গ্রন্থ' এবং 'ইহার প্রতিপাদ্য
প্রত্যগভিন্ন ব্রহ্ম, দৃঢ়ভাবে বিচার করিলে, আমার আনন্দ হয়' এইহেতু
সুহৃদের স্থায়, मित्रেরও, গ্রন্থ ও ব্রহ্মস্বরূপজীবের সহিত, ক্রমবৃত্তিক্রমে
একত্বানুসন্ধান 'করিলে' উপাসনা খণ্ডন হইবে না । পরবর্তী
শ্লোক সমূহেও সেইরূপ যথাযোগ্য বুঝিয়া লইতে হইবে ।

গৃহং মে বোধসারোহয়ং যত্রৈব নিবসাম্যহম্ ।

আরাংমো বোধসারো মে বিহারো যত্র মামকঃ ॥৪

অর্থঃ—অয়ং বোধসারঃ মে গৃহং, যত্র অহং নিবসামি এব । বোধসারঃ
মে আরাংমঃ, যত্র মামকঃ বিহারঃ (ভবতি) ।

এই বোধসার গ্রন্থ ও তৎপ্রতিপাদ্য ব্রহ্ম, আমার, অর্থাৎ তদৈক্যাহ-
সন্ধানরত চিদাভাসের, নিবাসস্বরূপ ; কেননা আমি সেই অথও ব্রহ্মে
অভিন্নভাবে নিবাস করি । এই বোধসার গ্রন্থ আমার উপবন, কারণ
ইহাতে আমি বিহার বা ক্রীড়া করিয়া থাকি ।

কাস্তা মে বোধসারোহয়ং যম্মলিঙ্গ্য স্বপাম্যহমং ।

য়নো মে বোধসারোহয়ং মননং যেন জায়তে ॥৫•

অর্থঃ—অয়ং বোধসারঃ মে কাস্তা, যম্ম আলিঙ্গ্য অহং স্বপামি ; অয়ং
বোধসারঃ মে মননং, যেন মননং জায়তে ।

এই বোধসার গ্রন্থ আমার মন্দরী, প্রেয়সী ভাৰ্যা, কেননা আমি
ইহাকে আলিঙ্গন করিয়া বিদ্রা যাই ; এই গ্রন্থপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মাভিন্ন
আত্মার জ্ঞানসন্ধানে নিরত ইইয়া, আমি প্রাপকবিশুদ্ধিক্রুপা নিদ্রা অনুভব
করিয়া থাকি । এই গ্রন্থ আমার মন বা সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক অস্তুরকরণ ;
কেননা, এই গ্রন্থেই ঐতৎপ্রতিপাদ্য ব্রহ্ম লইয়া, আমার মনন জন্মিয়া
থাকে—বুদ্ধিপূর্বক স্তুত অর্থের অবধারণ হয় ।

বুদ্ধির্মে বোধসারোহয়ং পরমং বুধ্যতে যদা ।

চিস্তং মে বোধসারোহয়ং যেন চেতামি তৎপদে ॥৬

